স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১ম সংখ্যা

১লা মাঘ, শুক্রবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২॥৹
ডাকমাশুল ।৹

আমাদের প্রিয়তম উৎসব।

দেখিতে দেখিতে বৎসর চলিয়া গেল আমাদের পাক্ষিক ধর্ম্মতত্ত্ব দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম। করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল আমরাও পাঠকগণের নিকট নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত পুনরায় পরিচিত হইতে চলিলাম। আমাদের প্রিয়তম উৎসব আবার ইহাকে সঙ্গে করিয়া নববেশে ও নবভাবে নূতন বৎসরে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার নির্ম্মল তত্ত্ব ও নিষ্কলঙ্ক নাম এই পত্রিকা কতিপয় বৎসর প্রচার করিল তিনিই ইহার রক্ষক ও তাঁহারি উৎসব পুনরাগত হইতেছে। আমাদের এই উৎসব চিরকালই নূতন কখন পুরাতন হয় না। নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন সুরভি কুসুমকদম্বকও পুরাতন হইয়া যায়, সর্ব্বসুখকারী যুবকযুবতীর সর্ব্বসন্তাপহারী এমন রমণীয় যৌবনের ও নূতনত্ব থাকে না, পৃথিবীর সুখশান্তি ধন ঐশ্বর্য্য ও মানমর্য্যাদাও কিছুদিন সম্ভোগের পর পুরাতন ভাব ধারণ করে, দিব্যদ্যুতিনিভ মনুষ্যের রূপলাবণ্যও দেখিতে দেখিতে রমণীয়তা পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন বেশ পরিধান করে। কিন্তু পিতার স্বর্গীয় প্রেম আর কখনও পুরাতন হয় না। তাহা প্রতি নিয়তই নূতন, যতই সেই প্রেমের সুরস রস আস্বাদন করা যায় ততই হৃদয়ের স্পৃহা ও তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। আমাদের উৎসব প্রেমের উৎসব ইহা আর কদাপি পুরাতন হইবার নহে। দয়াময় কৃপা করিয়া বৎসরে বৎসরে এই স্বর্গীয় উৎসব প্রেরণ করিয়া অনাথদিগকে আশ্রয় দান করেন, দুঃখীদিগকে সুখী করেন, শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দেন, অবিশ্বাসী অবসন্ন নিরাশদিগকে বিশ্বাস জীবন ও আশা দিয়া কৃতার্থ করেন। কত কত মহাপাপী এই উৎসবে জীবন লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল, কত ভগ্নহৃদয় পতিত ব্যক্তি পাপের দুর্গন্ধ মলিন পঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া সুস্থকায় হইল। পাপীগণের বাস্তবিক ইহা আশার স্থল, ধর্ম্ম তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিগণের ইহা অন্নছত্র, নিরাশ্রয় লোকের ইহা পান্থশালা। দেশ দেশান্তর হইতে নরনারী ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা সমাগত হইয়া এই অন্নছত্রের ধর্ম্মান্ন আহার করিবেন না ত আর কোথায় যাইবেন, এই পান্থশালায় আশ্রয় লইবেন না ত আর কোথায় পিতৃহীন মাতৃহীনের ন্যায় ভ্রমণ করিবেন। পিতার ত দয়ার অন্ত নাই প্রেমেরও সীমা নাই! উৎসবের পর উৎসব, আনন্দের পর আনন্দ, সুখের পর সুখ বিতরণ করিয়া তিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। তথাপি কেন আমরা সেই পাপী সেই দুঃখী, সেইরূপ বিষয়াসক্ত। কেবল

আপনাদের অহঙ্কার ও অবিশ্বাসের জন্য পিতার দয়া জীবনে স্থায়ীরূপে অনভব করিতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মগণ! বৎসরে বৎসরে যে উৎসবে আসিয়া বিনীত ও গম্ভীরস্বরে ভক্তি ও উন্মত্ততার সহিত সুমধুর দয়ামর নাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে গিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছ ও যে পবিত্র নাম পাপী তাপীকে বিনা মুল্যে বিতরণ করিয়া মনুষ্যের কর্ণ কুহরকে পরিতৃপ্ত ও হৃদয়কে কৃতার্থ করিয়াছ, যে নামের সুধাপান করিয়া তোমরা স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইয়াছ সেই উৎসব আবার আগতপ্রায়! আবার তোমরা উৎসাহের সহিত আসিয়া ঐ নাম নগরে নগরে কীর্ত্তন কর। যাহার চক্ষু নাই সে চক্ষু লাভ করুক, যাহার কর্ণ নাই সে কর্ণ লাভ করুক, যাহার ভক্তি প্রেম নাই সে ভক্তি প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক।

উৎসব আমাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। পিতা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবন প্রদান করিবার জন্য ইহাকে সাধন রূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। উৎসবে আসিয়া আমরা ঈশ্বরকে লইয়া সমস্ত দিন কাটাইব ইহাকি পাপীর পক্ষে সমান্য সৌভাগ্যের বিষয়? মৃত্যু কালে যদি একথা বলিতে পারি প্রভো! এই মনিল জীবনে এক দিন তোমার সহিত বাস করিয়াছিলাম। এই প্রার্থনা কি আশার বিষয় নহে? উৎসব দয়াময়ের কৃপার স্রোতঃ, ইহা জীবন্ত উৎসাহ ও ভক্তির স্বর্গীয় সাধন। ইহার সর্ব্বোচ্চ ভাব অদৃশ্য ঈশ্বরকে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন করিবার বিশেষ উপায়। তাঁহার সহিত সেই আধ্যাত্মিক যোগস্থাপনে হৃদয় কৃতার্থ হইবে। বৎসরান্তে তাঁহার পবিত্র পরিবারের সমাগম ও সেই পরিবারের পবিত্র প্রেমের সম্মিলন; পরস্পর পিতার চরণে ও পিতার নামে হৃদয় বাঁধিয়া এক হইবেন তাই উৎসব স্বর্গীয় ভাবে আমাদের নিকট আসিতেছেন এবার তাঁহার সহিত নিত্য স্থায়ী যোগ সাধন করিয়া আমরা ইহলোক ও পরলোকের সম্বল করিয়া লই।

ধর্ম্ম-জীবনের স্বাধীনতা।

যে স্থানে দয়াময় ঈশ্বরের করুণাসমীরণ সহজে অপ্রতিহত বেগে সঞ্চালিত হইয়া হৃদয়ের উদারভাব কলিকানিচয়কে প্রস্ফুটিত না করে, যে রাজ্যে সেই সত্যসূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে না পায়, সে স্থানে অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা সুখে, স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারে না। সহস্র মনুষ্যের ছায়া-প্রদ তরুণ বটবৃক্ষকে সংকীর্ণ স্থানে অবগুণ্ঠন করিয়া রাখিলে যেমন তাহা অনতিবিলম্বে শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরের প্রসাদভোগী মুক্ত-স্বভাব আত্মার স্বাভাবিক গতি অবরোধ করিলে তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং ফল-ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। জল বায়ু সূর্য্য কিরণ যেমন স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করত জীব জন্তু বৃক্ষলতা সকলের প্রাণ পোষণ করে, তেমনি সত্য প্রেম পবিত্রতা দ্বারা স্বাধীন ধর্ম্মজীবন পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার অনুরোধ কিম্বা নীতি বিগর্হিত সুখের ইচ্ছা থাকিলে আমরা স্বাধীনতা উপভোগে বঞ্চিত হই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বাধীনতার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে পিতার রাজ্য দেখাইয়া দিতেছেন। সেখানে অবস্থিতি করিলে সাংসারিক অনেক কষ্ট হইতে পারে, এমন কি প্রাণ বিনাশেরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি সেখানে কেহ হস্ত ক্ষেপ করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক বীরত্বের মস্তক সেখানে চিরদিন উন্নতই থাকিবে। যাঁহারা বৈষয়িক কিম্বা রাজনৈতিক প্রণালী অনুসারে সে রাজ্যে কার্য্য করিতে সংকল্প করেন, তাঁহাদের সহস্র ক্ষমতা বুদ্ধির চাতুর্য্য থাকিলেও কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। শৃঙ্খলাবদ্ধ মহা পরাক্রমশালী সার্দ্দূল দুই হস্ত পরিমিত

স্থানে আস্ফালন করিয়া শেষে আপনিই নিরস্ত হয়, স্বাধীনতাবিহীন ধর্ম্ম যাজকের মহা শব্দাড়ম্বরপূর্ণ উপদেশও তদ্রূপ কেবল তাঁহাকেই পরিশ্রান্ত করে। এক হস্তে জীবন অপর হস্তে বাক্য লইয়া প্রকাশ্য স্থানে উপদেশ দেওয়া উচিত অন্যথা কেবল জাগ্রৎ-বিবেক ধর্ম্মপরায়ণদিগের নিকট চিরদিন হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। নিজ জীবনের প্রভুত্ব অত্যন্ত আবশ্যক, উপদেশের অভাব পৃথিবীতে নাই।

যেখানে মনুষ্যের অনুরোধ, অর্থের লালসা, ব্যক্তি বিশেষের মতের দাসত্ব সেখানে স্বাধীন ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান পায় না। হৃদয়ের উন্নতিশীল চিন্তা ও ভাব সকলকে স্বার্থপরতা ও লোকানুরোধে নিস্তেজ করিয়া রাখে, অন্তরের বেগগামী সাধুভাব সকল মুখে আসিয়া বিষম বাধা প্রাপ্ত হয়। যেখানে উপদেষ্টার নিজেরই এই রূপ দুর্দ্দশা সেখানে তাঁহা হইতে আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যদি কেহই আমার সঙ্গে না আসে তথাপি আমি ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিয়া যাইব। স্বাধীন হইয়া যদি এক দিনও এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকি তাহাও প্রার্থনীয়, আপনার সরল মতে বিশ্বাসী থাকিয়া যদি সকলেরই পরিত্যক্ত হইতে হয় তাহাতেও পরাঙ্‌মুখ হইব না, বিশ্বাসেতেই চিরদিন জীবিত থাকিব; এই রূপ প্রতিজ্ঞা না করিলে ঈশ্বরের সত্য বুঝিতে এবং প্রচার করিতে ক্ষমতা জন্মে না। এই ভয়ঙ্কর কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক কি উপাচার্য্যদিগের মধ্যে যদি স্বার্থপরতা সাংসারিক সুখপ্রিয়তা কি ব্যক্তি বিশেষের দাসত্ব প্রবল থাকে, তবে তাঁহাদের দ্বারা কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার ন্যায় কেবল যাত্রিদিগকে বঞ্চনা করিবেন এবং আপনারাও বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করিতেন না, মহা প্রতাপশালী নরপতিদিগের ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটি যাহাদের প্রতিজ্ঞাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ ছিল, তাঁহাদেরই দ্বারা এই পৃথিবীতে চিরকাল ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন এবং নিকৃষ্ট সুখস্পৃহা চরিতার্থ হয়, কিন্তু আলোকবিহীন বদ্ধ বায়ুর মধ্যে থাকিয়া আত্মা শারীরিক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতে থাকে। হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন কর, আত্মার বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে স্বাধীন রাজ্যে সঞ্চরণ করিতে দাও, চিন্তা ভাব ও কার্য্যকে প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রদান কর; তাহা হইলেই উপদেশের মূল্য হইবে এবং নিজের মনেও শান্তি থাকিবে।

অহঙ্কার।

"নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ"

অহঙ্কার মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তথাপি মানব জাতির চেতনা হইল না, কেহই অহঙ্কার ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন না, এ বিষয়ে লেখক ও পাঠক সমান দোষী, তথাপি মহারিপু অহঙ্কারের বিষয় আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। অল্পক্ষণ চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মনুষ্যের অহঙ্কার করিবার কোন কারণ নাই। স্বীয় স্বীয় অবস্থা সুন্দর রূপে আলোচনা করিয়া জ্ঞাত হইলে অহঙ্কার করা দূরে থাকুক বরং লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

কেহ কেহ আপনাপন সুন্দর শরীর দেখিয়া অন্যের কুৎসিত শরীরের প্রতি অহঙ্কার প্রকাশ পূর্ব্বক ঘৃণা করিয়া থাকেন। কালে হয়ত সেই শরীর মহা ব্যাধিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গলিত হইয়া গেল, শরীরের দুর্গন্ধে কেহই তাহার নিকটেও গমন করিতে পারেনা, অনেকের সুন্দর শরীর এই রূপে গলিত হইয়া লোকের ঘৃণা ও দয়াকে উত্তেজিত করিতেছে. এই রূপে অনেক সুন্দর সুন্দরী নরনারীর অহঙ্কার চূর্ণ হইতেছে। বলবান্‌গণ বীরদর্পে দুর্ব্বল দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তাহারা

স্বীয় স্বীয় শারীরিক বলের অহঙ্কারে এক কালে অন্ধ। যাঁহারা কখন দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়াছেন, কোন কোন নিষ্ঠুর জমিদার নীলকরের দুষ্ট লোক দিগের কঠোর নির্যাতন ও কোন কোন নীচ প্রকৃতি দৈত্য সদৃশ ইং-রাজের কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন শারীরিক বলের অহঙ্কারে লোকে কতদূর অত্যাচার করিতে পারে। শারীরিক বলের অহঙ্কার এ বিষয়ে দুর্ব্বলপ্রকৃতি ভীরু নীচ বাঙ্গালীদিগের আলোচনা করা অনধিকার চর্চ্চা। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি মনুষ্যের বলের অহঙ্কার করিবার কোন কারণ নাই। কোন কবি মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, একটী ভেক ক্ষুদ্র কীটকে ভক্ষণ করিতেছে সর্প সেই ভেককে গ্রাস করিতেছে, শিখী সর্পকে আক্রমণ করিতেছে ব্যাধ ময়ূরকে বধ করিবার জন্য ধনুতে শর যোজনা করিতেছে, কাল ব্যাধকে প্রতিক্ষণে গ্রাস করিতেছে, অতএব কেহই আপনার পশ্চাৎ দেখিয়া বিচার করে না।" বাস্তবিকও দেখিতে গেলে কেহই সম্পূর্ণ বলবান্ নহে। ক্ষুদ্র পিপিলিকারও যে বল মনুষ্যেরও সেই বল, অল্পমাত্র জল্প্লাবনে ক্ষুদ্র কীট সকল ভাসিয়া যায় কিছু অধিক জলপ্লাবন হইলে মনুষ্যও ভাসিয়া যায়। মহা-বাত্যা উপস্থিত হইলে সামান্য পশু পক্ষীর যেরূপ দুর্দ্দশা মনুষ্যেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা, তবে দুর্ব্বল মনুষ্যের এত অহঙ্কার কেন? বীরচূড়ামণি ভীষ্ম দ্রোণ ভীম অর্জ্জুন আলেগ্জা-ণ্ডার, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির বিষয় চিন্তাকরিয়া দেখ তাহাদের সবলমাংস পেশী অস্থি পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কালের বিক্রম কে সহ্য করিতে পারে? যাহারা শরীরের অহঙ্কার করে তাহারা অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া শরীর রক্ষার জন্য কিছু মাত্র যত্ন না করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হয়। যখন রোগযন্ত্রণায় বীরগণ রোগশয্যায় হাহাকার করে তখন শরীরের বল তাহাদের কি উপকার সাধন করিতে পারে।

যাহারা ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে উন্মত্ত হয় তাহাদের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয়। ধনে অহঙ্কার হইলে আর ধনোপার্জ্জনে স্পৃহা থাকে না, ধনী অহঙ্কারী হইয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের প্রতি ভয়ানক অত্যা-চার করিতে প্রবৃত্ত হয়, কেহ অন্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়া যুদ্ধের নামে দস্যুবৃত্তি করি-তেছে, কেহ অনাথা বিধবার বিষয়বিভব আত্মসাৎ করিতেছে, কেহ নিরাশ্রয় বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কেহ ধর্ম্মাধিকরণে লোকের অত্যন্ত অমঙ্গল করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করি-তেছে, ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ অত্যাচার চিরস্থায়ী হয় না।

" যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলঃ,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনস্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

যদুপতির মথুরা পুরীর কি অবস্থা হইয়াছে রঘুপতির অযোধ্যা নগরীই বা কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া মনকে সুস্থির কর, এই জগৎ অনিত্য ইহা অবধারণ কর।

যাহারা বিদ্যার অহঙ্কার করে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মূর্খ বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছেন। অহঙ্কারী বিদ্বান্ আধুনিক কৃতবিদ্যগণের ন্যায় বিদ্যার আলোচনা না করিয়া দিন দিন মূর্খ হইয়া যায়, অহঙ্কারই তাহাদের সর্ব্বস্ব হয়। বিদ্বানের অহঙ্কার করা বাস্তবিক মূর্খতা, হে বিদ্বন্ তুমি কি শিক্ষা করিয়াছ? জগতের কতক গুলি বস্তু, দেশ কাল আলোচনা করিয়া এত অহঙ্কার! এখনও যে তোমার জানিবার অনেক বিষয় আছে। তুমি যতই আলোচনা করিবে ততই কিছু জানি নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে এজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে,

"নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ।
নমন্তি গুণিনো জনাঃ॥"

হে বিদ্বন্! যতই শিক্ষা কর যত দিন তুমি জ্ঞানের পরম বিষয় সেই অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরকে

অবগত না হইবে ততদিন তুমি কিছুই শিক্ষা কর নাই বলিয়া বিশ্বাস কর।

মনুষ্য যেরূপ অন্যান্য বিষয়ে অহঙ্কার করে সেই রূপ ধর্ম্ম বিষয়েও অহংকার করিয়া অধর্ম্মের স্রোতে প্রবাহিত হয়। ধর্ম্মাভিমানী কাহার উপদেশ শ্রবণ করে না, কাহারও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে না। দিন দিন তাহার সঞ্চিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া অধর্ম্মের সঞ্চয় হইয়া থাকে। মনুষ্য যত দিন সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ না করে, ততদিন সে আপন চেষ্টাতে কিছু পরিমাণ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া আর সকলকে নরকে নিমগ্ন প্রায় দর্শন করিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। দর্পহারী ঈশ্বর শীঘ্রই তাহার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহার দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন। দর্প-হারী ঈশ্বরের রাজ্যে কোন প্রকার অহংকার স্থান পাইতে পারে না। অহংকার হইলে নিশ্চয়ই পতন হইবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অনন্ত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষুদ্র কীট সদৃশ মনুষ্যের অহংকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি সর্ব্বপ্রকার উন্নতি করিতে চাও তবে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিনয়ী হও। কেহ তোমার অভাব মোচনের জন্য দোষ দেখাইলে বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্য বাদ দাও। কেহ তোমার দোষ দেখাইলে যদি বিরক্ত হও তবে আপনাকে অহংকারী বলিয়া বিশ্বাস কর।

"অহংকার বিনাশের অগ্রে গমন করে
পতনের অগ্রে দম্ভ।"

"চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম"

(২৭২ পৃষ্ঠার পর)

জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে শচী অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করিতেন, চৈতন্যও জননীর দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। একে পিতৃ-হীন তাহাতে আবার দীন দরিদ্র কিন্তু তথাপি তাঁহার সন্তোষ আনন্দ রহিল। তিনি অনেক সময়ে দুঃখ দারিদ্রের জন্য জননীকে আশ্বস্ত করিতেন। শচী নিমাইকে পিতৃহীন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার শোকসাগর উথলিত হইয়া উঠিত কেবল পুত্রের চন্দ্র নন দেখিয়া অনেকটা শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। শেষাবস্থায় কেবল চৈতন্যই তাঁহার সান্ত্বনার স্থল হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি অবিভক্ত রূপে এক পুত্রের উপরেই বিশেষ রূপে স্থাপিত হইল; এই জন্য তিনি দণ্ডেকের জন্য তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া চিৎকার রবে রোদন করিতেন। একে পতিবিয়োগ তাহাতে আবার অদ্য কি আহার করিব এরূপ পর্য্যন্ত গৃহে সংস্থান নাই সুতরাং তিনি আপনাকে অনাথিনী ও অকূল পাথারে ভাসমান দেখিতেন। চৈতন্য যখন জননীর এতাদৃশী অবস্থা সদর্শন করিতেন তখন বলিতেন মা ভয় কি! কিসের দুঃখ! সেই দীন-বন্ধুই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাঁহার চরণ পাইলেই সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে আমি তোমাকে সেই দেবদুর্ল্লভ চরণ আনিয়া দিব। ঈশ্বরের দয়ার উপর বিশ্বাস তাঁহার স্বাভাবিক ছিল; বিশেষতঃ পরমেশ্বর যে জগতের বিধাতা ইহা তিনি ভাল রূপে অনুভব করিতেন। বাস্ত-বিক প্রতিমনুষ্য ও প্রতিপরিবারের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি ও তাঁহার নিয়ত বিধানই এই বিশ্বাসের মধুর ফল। এই সকল ভাব দুঃখের সময় সুখ বিধান করে, নিরাশ্রয় অব-স্থায় আশ্রয় দান করে, শোকের সময় সান্ত্বনা দেয় ভীতাবস্থায় অভয় দান করে, নিরাশে পড়িলে আশা সঞ্চার করে। ইহাতে দুর্ব্বলমন বল পায়, অবিশ্বাসী আত্মা বিশ্বাসের আলোক দর্শন করে, মৃত্যুতে জীবন সঞ্চারিত হয়। চৈতন্য যৌবনাবস্থায় এইঅন্তরের নিগূঢ় বি-শ্বাস পাইয়া দুঃখের অবস্থায় আনন্দে ও উৎ-সাহের সহিত আপনার কার্য্য সাধন করিতেন। কিছু দিনান্তর চৈতন্য বিদ্যার প্রকৃত সর

আস্বাদন করিলেন, সর্ব্বদাই বিদ্যার আলোচনাতেই প্রবৃত্ত থাকিতেন, নিয়ত সহাধ্যায়ীদিগের সহিত তাঁহার ঐ বিষয়েরই প্রস্তাব হইত। কি শয়নে কি অশনে কি স্নানে কি কথোপকথনে ঐ বিষয় ভিন্ন তাঁহার আর কথা ছিল না। একদা তিনি স্নানে গিয়া কুমারীদিগের পূজার ব্যাখাত জন্মাইতেছেন, তাহাদের উপাস্য প্রতিমূর্ত্তি সকলকে ভগ্ন কবিতেছেন; তাহার মধ্যে একটী রূপবতী কুমারী ভীতাও ক্রোধান্ধা না হইয়া পুষ্প চন্দনাদি তাঁহার চরণেই অর্পণ করিল। তিনি তাহার ঈদৃশ প্রশান্ত ও অনুরক্ত পবিত্র কোমল আচরণ দেখিয়া কিছু লজ্জিত ও বিনীত হইলেন। কন্যাটী তাঁহার যৌবনকুসুমের সুরভিরমণীয়তা দর্শনে কিছু কোমল ও হৃদয়ের স্বাভাবিক পবিত্র প্রেমের বিশুদ্ধ ভাবে বিগলিত হইয়াছিল। বাস্তবিক চৈতন্য অতিশয় প্রিয়দর্শন রূপবান্; একে যৌবনের কুসম কলিকা প্রস্ফুটিত তাহাতে আবার আজানুলম্বিত বাহু আকর্ণ বিস্তৃত প্রশস্ত কমল নয়ন, পরিপুষ্ট কোমল শরীর, অসাধারণ বুদ্ধির অলৌকি জ্যোতিতে যেন সমস্ত মস্তক উজ্জ্বল, হৃদয়ও আবার ততোধিক কোমল ভক্তি প্রেম ও স্বর্গীয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ, সুতরাং সকলের নিকট যে নয়ন মনের আকর্ষণের বিষয় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। ঐ কন্যাটীও আবার তদ্রূপ অতি লাবণ্যময়ী ভক্তিমতী শান্তস্বভাবা সুশীলা মনোহারিনী যেন "যুগ্য যুজ্যেন যুজ্যতে" অদৃশ্য বিধাতার প্রণয়ের ভবিতব্যতার নিদর্শন ও সঙ্ঘটন স্থল হইয়া দাঁড়াইল এই অবসরে ও এই দিনে উভয়ের উভয়ের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হইয়া পরিণয়ের ভাবী বন্ধন স্থাপিত হইল। এ দিকে শচী পুত্রের বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম দেখিয়া মনে মনে ঐ বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিদিন স্নানে যান কন্যারও অনুসন্ধান করেন, ঐ কন্যাটী প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত তিনিও হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ কারতেন বৎসে! কৃষ্ণ তোমাকে একটী উপযুক্ত স্বামী দান করুন। আবার অন্য দিকে বল্লভাচার্য্য নামক সত্যবাদী পরমদয়ালু পরোপকারী জিতেন্দ্রিয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি লক্ষ্মীনাম্নী স্বীয় তনয়াকে বয়স্থা দেখিয়া বিবাহের জন্য চিন্তান্বিত। শচীও যেমন ভাবিতেন আমার পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী কিরূপে পাওয়া যায়, বল্লভাচার্য্যও তদ্রূপ আপনার রূপবতী গুণবতী ধর্ম্মশীলা কন্যার যোগ্যপাত্র অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ও পরস্পরের বিশুদ্ধ অনুরাগে চৈতন্য লক্ষ্মীর সহিত পরিণীত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

—০০০—

রবিবার কার্ত্তিক ১৭৯২।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগের ধর্ম্ম। ইহার সাহায্যে আমরা আত্মাকে গূঢ় রূপে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করিতে পারি। ব্রাহ্মের জীবন দর্শন করিলে বাহিরে কেবল অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দৃষ্ট হইবে, বোধ হইবে যেন তিনি বাহ্যিক উৎসাহ চক্রে দিবানিশি ঘুরিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে যোগ রূপ ধর্ম্মের সারাংশ নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষের মূল যেমন ভূমিতে গুপ্ত থাকে, তেমনি ধর্ম্মের মূল আত্মার অতি গভীর ও নিভৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই স্থানেই প্রকৃত যোগ সংসিদ্ধ হয়, সুতরাং উহা মনুষ্যের চক্ষু দেখিতে পায় না; এবং অবিশ্বাসীরা উহার মর্ম্ম বুঝিতেও পারে না। জীবাত্মা উপযুক্ত সাধন দ্বারা পরমাত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া তাঁহার প্রসাদবারি সিঞ্চনে আপনার পুষ্টি সাধন করেন এবং অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ইহাই যথার্থ যোগ, অনুষ্ঠানাদি বাহ্যিক ধর্ম্ম ইহার ফল মাত্র। এই যোগ সাধন করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। কেবল হৃদয়ের কোমলতা অথবা চরিত্রের বিশুদ্ধতা সহকারে আমরা স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারি না। যোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে অনন্ত কালের জন্য লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়, আত্মার সঙ্গে সেই রূপ কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের যোগ হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আলোক গ্রহণ করি, এবং উহাকে আয়ত্ত করিয়া আমাদের কার্য্যে নিয়োগ করি। অন্ধের পক্ষে আলোক থাকা না থাকা সমান। বাহিরে সূর্য্য কিরণ রহিয়াছে বটে, অন্ধের

শরীরকেও উহা আলোকিত করিতেছে, কিন্তু তথাপি উহাতে তাহার অধিকার নাই, উহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, যোগ নাই। চক্ষু দ্বারা আমরা ঐ আলোককে আপনার অধিকারের বস্তু ও নিজের ধন করিয়া লই এবং স্বীয় হিতের জন্য ব্যবহার করি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই রূপ শব্দের সঙ্গে যোগ হয়। এক দিকে সংসার অপরদিকে ঈশ্বর, মধ্যে আমাদের আত্মা। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন সংসারের সহিত আমাদের যোগ হয়, তেমনি জ্ঞান ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ হয় এবং তাঁহাকে আমরা লাভ করি।

অন্ধ যেমন আলোকের সঙ্গে কিছুমাত্র যোগ রাখিতে পারে না, তেমনি মনুষ্যের জ্ঞান চক্ষু যত দিন না উন্মীলিত হয় ততদিন সে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। যদি জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর বাহিরের পদার্থ বাহিরেই রহিলেন। পরমেশ্বর আত্মার মধ্যে এমন একটি শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে আত্মা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার সহবাসের শান্তি উপভোগ করত জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারে। ঈশ্বর দূরে আছেন বাহিরে আছেন, কিন্তু কে আমাদিগের নিকটে তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারে? কে সেই পরমেশ্বরকে আমাদিগের আত্মীয় করিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিতে পারে? আত্মার সেই শক্তি কেবল তাহা পারে।

আধ্যাত্মিক রাজ্য দৃষ্টি করিবামাত্র দেখি মনোমধ্যে ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি কোটি সূর্য্য পরাজয় করিয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মগণ! যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি উপলব্ধি করিতে চাও তবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হও। সংযোগ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। এত দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছ, এত দিন সাধু সঙ্গ করিলে, হস্তকে কত সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে; কিন্তু হে আত্মন! বল দেখি কখন কি ঈশ্বরকে হৃদয়ে বাঁধিয়াছ? তাঁহাকে কি অধিকৃত পদার্থ বলিতে পার? মানিলাম তুমি অনেক পুস্তক পড়িয়াছ, কিন্তু যখন পুস্তকের আলোকে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়, তখন পিতা পিতা বলিয়া ডাকিবামাত্র কি তিনি তোমার নিকট প্রকাশিত হন? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে এখনও কি ঈশ্বর কেবল শব্দমাত্র? যোগ সংস্থাপনের কথা বলিলে মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মকে ধরিতে পারে এমন কি মনে ভাবিয়াছ? অনেকে একবারে উত্তর দিতে অক্ষম হইবেন। কেবল যাঁহাদের ভক্তি আছে তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোথায় কোন্ শান্তি সরোবরে গিয়া হৃদয়কে শীতল করিতাম। মনে কর যখন রোগ দুঃখে জর জর হই তখন যদি জননীর মুখ একবার দেখিতে পাই তাহা হইলে হৃদয়ের কষ্ট গুলি কেমন দূর হইয়া যায়। সেই রূপ আত্মার শত শত কষ্ট আছে। সেই সময় যদি পিতার মুখ দেখিতে না পাই তাহা হইলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের হস্তে থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে সহজেই যোগ হইবে। শত শত তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবেশ কর, অন্ধ নয়নকে উজ্জ্বল কর, দেখিবে যে নিকটে সম্মুখে সেই পিতা রহিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের এই প্রথম যোগ।

সত্য এই কথাটির কোন অর্থ নাই; যদি আমাদের চক্ষু না থাকে। সত্যং সত্যং এই নাম যত বার উচ্চারণ কর না কেন কিছুই তাহার অর্থ নাই যতক্ষণ না বিশ্বাস চক্ষু উজ্জ্বল হয়। সেই চক্ষু উজ্জ্বল হইবা মাত্র এই কথার মধ্যে এক প্রকাণ্ড রাজ্য সুবিস্তৃত দেখা যায়। অন্ধকে চক্ষু দেও সে তখনি বলিয়া উঠিবে আহা! কি সুন্দর রাজ্যে আমাকে আনিলে। সেই রূপ বিশ্বাস বিহীনকে বিশ্বাস দেও সে তখন বলিবে যে, এতদিন চারিদিকে অন্ধকার বং প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিতাম, এখন কি শোভা! বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় যেন চারিদিক্ আলোকিত হইল। সেই আলোক কল্পনা নহে, কিন্তু সত্যজ্যোতি ঈশ্বর। সে ঈশ্বরের কি রূপ আছে? ব্রাহ্মগণ! একথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বরের আকার নাই তথাপি চক্ষু উন্মীলত করিয়া মনেতে একটি আকার করিয়া লন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার কোন আকার নাই। কেহ বলেন তিনি ছায়ার ন্যায়। ইহাও অসত্য। কেহ বলেন তিনি জ্যোতির ন্যায়। রবির আলোক যেমন তেমনি তিনিও আলোকময়। ইহাও ভয়ানক ভ্রম। এই সকল লোকেরা শেষে পৌত্তলিক হইবার জন্য যত্নবান্ হন। তিনি কল্পনা নহেন। তিনি পূর্ণ পদার্থ। শূন্য আকাশের যেখানে সেখানে পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য। বল ঈশ্বরের রূপকি। যদি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোন অবলম্বন চাও সে অবলম্বন বৃথা হইবে। জ্ঞান চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর এই রূপ করিতে করিতে তাঁহাকে অনুভব করিবে। জ্ঞান চক্ষের সম্মুখে তিনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নাম কি? তাঁহার নাম রূপ নহে ছায়া নহে, তাঁহার নাম সত্তা, তাঁহার নাম বর্ত্তমানতা, ইহা জানিবা মাত্র, বুঝিবে কে যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন সেই বর্ত্তমানতাকে প্রাণ বলে। তাঁহার কি রূপ কখন জানি না। তবে এইটি জানি যে দিকে চাই সেই দিকে সেই বর্ত্তমানতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কেহ তাঁহা ভিন্ন থাকিতে পারে না। সেই সত্তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রাহ্ম বলেন ইহার নাম পরমেশ্বর, সাবধান হে ব্রাহ্মগণ! যদি বল যে বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে পারি না

তাহা হইলে ঈশ্বর কোথা। তবে পৌত্তলিকদিকের ঈশ্বরের ন্যায় তোমার ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের কথা শুনেন নাই তিনি কল্পিত স্বর্গে বাস করেন। চক্ষু দ্বারা যেমন এই গৃহ দেখিতেছি এই রূপ বিশ্বাস চক্ষু দ্বারা যদি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই তবেত মানি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানান্বেষণ কর আর এখন চেষ্টাকর যাহতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পার। ঈশ্বর যদি ছায়া হইতেন, চক্ষু যদি অন্ধ হইত তাহা হইলে আর ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। একথা যেন আর মুখে আনিতে না হয়। অনেকের এ প্রকার অহংকার আছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সকলই জানিয়াছি, কিন্তু তাহার সত্যাসত্যের প্রমাণ প্রত্যেকের জীবনই প্রদান করিতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভাব আছে। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ইহাতে উদাসীন হইও না। মনে করিও না যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় সত্য জানিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সত্য এই ঈশ্বরকে বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করা। এমন বিশ্বাস চাই যে সত্যং বলিলেই মনে হইবে এক জনের সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেছি, আর কিছুই চাই না এই জানিয়া আনন্দে পুলকিত হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই চেষ্টা কর। এ প্রকার যোগ যখন সংস্থাপিত হইবে তখন দেখিবে যে, যে বিষয়ে মনুষ্য তোমাদিগকে প্রশংসা করে তাহা অপদার্থ। যেখানে যোগ নাই সেখানে ধর্ম্মের উপকার কিছুই নাই। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সম্বন্ধ হও। যদি তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল হইল তবে এতদিন কি করিলে। তাঁহার যোগে যোগী হও। যোগী হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হও। জানিও যে পিতা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না একথা কে বলিতে পারেন? যখনই তাঁহাকে দেখিতে যাই দেখি তাঁহার চক্ষু সম্মুখে রহিয়াছে।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা।

১১ই পৌষ।

পূর্ব্বকার মত আমরা এক্ষণে আর রাম মোহন রায়ের বৈরাগ্য এবং মৃত্যু বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করি না কিন্তু তাই বলিয়া কি অনুমান করিব যে আমরা সে অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি অথবা তাহার অন্য কোন কারণ আছে? কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর এ প্রশ্নটী এই রূপে মীমাংসিত হইল।

ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেম ধর্ম্মের শেষ। যত দিন ভয় নামক একটী বৃত্তি আমাদিগের মনে থাকিবে ততদিন মনুষ্য কখন একেবারে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু কালক্রমে ভয়ের অনুশাসন অন্যতর হয়। বাল্যকালে পিতা মাতা ভয় দেখাইয়া পুত্রকে কোন কর্ম্ম করান, কিন্তু বয়স অধিক হইলে প্রীতিই কার্য্যকর হয়। যতই ঈশ্বরের সহিত পরিচয় হইবে ততই প্রেম ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইবে। যখন দেশের দশ জন প্রেম দ্বারা শাসিত হয় তখন ভয়ের আবশ্যকতা থাকিলেও উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের প্রেমপূর্ণ সহবাস কোন কার্য্যের হয় না। কিন্তু তখনও ভয়ের শাসন থাকা কর্ত্তব্য। গত দশ বৎসর অবধি প্রীতি ভক্তি এবং জ্ঞানের কথা যত অধিক হইতেছে ভয়ের কথা তত নহে। আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের যত কথা হয় পরলোক সম্বন্ধে তত হয় না এত দ্বারা ভবিষ্যতে একটী বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিলাতে এই রূপ ঘটিয়াছে যে, দৃঢ় একেশ্বরবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও অনেকে পরকাল বিষয়ে কেবল অনুমান করেন; ঈশ্বরে যে রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পরলোকে তেমন নয়। তাঁহারা কোন নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপে কেবল একেশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে চান, পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা তাহার মধ্যে আনিতে ভাল বাসেন না। আমাদিগের মধ্যেও ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ পরলোক সম্বন্ধে সেরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তজ্জন্য মৃত্যুর কথা তত ঘটে না। হিন্দুদিগের মধ্যে যে প্রকার শ্মশানবৈরাগ্য আছে সেরূপ আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু কেবল তাহাও থাকিলে চলিবে না, পরলোকের গম্ভীর ভাব উজ্জ্বল সত্য এবং অনন্ত উন্নতির শক্তি থাকা উচিত। কেবল ভয় দ্বারা অধিক বয়সের লোকদিগকে অধিক কাল শাসন করা যায় না, সংসারের জীবন ও অস্থায়ী কেবল ইহা বলিলে চলেনা। কোন এক বিষয়ে ভাব এবং অভাব উভয় পক্ষে বলা উচিত

মনুষ্যের এমন একটী অবস্থা আছে যাহাতে একটী কোন বিষয় কেবল তাঁহার নিকট পাপ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে তাহা পাপ না হইতে পারে। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে বিলাস দ্রব্য ভোগ করিলে হৃদয় শিথিল হইবে, ইন্দ্রিয় প্রবল হইবে, মনুষ্য দুর্ব্বল হইবে এবং পাপ প্রবেশের পথ পাইবে, এমন অবস্থায় এক জন বলিতে পারেন গুড় মাখাইয়া মিছিরি খাইলে আমার পাপ হইবে। এক জন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা উপহাস করিতে পারি বটে, কিন্তু হয়ত তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যখন সংসারে থাকা তাহার পক্ষে পাপ জনক, কিন্তু অন্যের পক্ষে ইহা না হইতে পারে। অনেকের হয়ত চচ্চা প্রভৃতি পাপ বলিয়া বোধ হয়, কাল উৎসব হইবে আজ হয়ত আমোদ করিয়া বেড়াইতে অনেকে পাপ মনে করেন, যেহেতু কল্য উপাসনার আঁট হইবে না। সাহেবদিগের মধ্যে অভাব পক্ষের কথা নাই, কিন্তু ভাব পক্ষের আছে। ভক্তি স্থায়ীভাব কিন্তু মৃত্যুভয় অস্থায়ী ভাব। শ্মশান বৈরাগ্য বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র হৃদয়ে অব-

স্থিতি করে। যথার্থ বৈরাগ্যই ঈশ্বরে অনুরাগ। মৃত্যু ভয় দ্বারা হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে, পবিত্রতার দিকে আনয়ন করে, কিন্তু ভক্তি এখন যে পবিত্রতায় আছি তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতায় থাকিবার আশা দিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেয়। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করার নাম বৈরাগ্য। কিন্তু সংসারের অসারতা মনে করিব, অথচ সর্ব্ব প্রকার বিলাস ভোগ করিব সে কেবল প্রতারণা মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস হইলে মনুষ্য অসারকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে। একেবারে ত্যাগ করিতে না পারে অন্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আসক্তি কমাইবে। ব্রাহ্মেরা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাধন করেন।

অনন্তর ঈশ্বরের আদেশ নিরূপণের কি উপায় তাহা এই রূপে স্থিরীকৃত হইল।

যে কার্য্য করিয়া মন চঞ্চল হয়, কখন সন্দেহ কখন বা অনুতাপ হয় তাহা নিজ বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু এমন কতকগুলিন কার্য্য আছে যাহাতে একবারও সংশয় হয় না সে সকল ঈশ্বরের আদিষ্ট। সে গুলি মনুষ্য ঠিক শুনিয়া করিয়াছে অন্য গুলি ভাবিয়া করিয়াছে। তর্কের অবস্থা বিষম ভয়ানক তখন সমুদয় দোলায়মান হয়। পুষ্করিণীর জল চঞ্চল হইলে কেবল যে তৎস্থিত তৃণাদি অস্থির হয় এমন নহে, পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকলও দুলিয়া যায়। মনে পাপের দৃঢ় আসক্তি হইলে প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার আদেশকে আদেশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরে সমুদয় গোল হইয়া যায়। যাহা একবার আদেশ বুঝিয়া করা গিয়াছে পরে হৃদয়ের অধোগতি হইলে তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হয়, আদেশ বিষয়ে কাহার দ্বারা বা কোন পুস্তক পড়িয়া কিছু বুঝা যায় না। মন্দিরে যাহা বলিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তিনি আছেন তদ্বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত সেই রূপ তিনি কথা কন তদ্বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর কথা কন ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দিন কতক উপাসনা করিলে তিনি পরিচয় দিবেন, যে তিনি শুনেন এবং কথা কহেন। যিনি বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া চলেন তিনি কোন কর্ম্ম করিতে হইলে ফলাফল বিবেচনা করিয়া এবং ভাল মন্দ বিশেষ রূপ বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যাহারা তাহা না করে, যাহাই হউক তাঁহার আজ্ঞা প্রতি পালন করে। অনেক সময় আমার সুখহেতু কোন কর্ম্ম বিবেকের উপদেশ ধরিয়া লই, উচ্চ দরের কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং তাঁহার আদেশ এক, কিন্তু সাধারণতঃ কর্ত্তব্য বুদ্ধির যে অর্থ, অর্থাৎ বিচার করিয়া ফলাফল বুঝিয়া কার্য্য করা আদেশ হইতে বিভিন্ন। অনেকে ঈশ্বর সৃজন কর্ত্তা, তাঁহার নিয়মে জগৎ চলিতেছে ইত্যাদি সাধারণ সত্য গুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্বীকার করেন।

যেমন ভৌতিক নিয়মে জগৎ চালিত হইতেছে সেই রূপ প্রতিষ্ঠিত স্থির নিয়মে আত্মা চলিতেছে. আবার যেমন বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ উপায় ভৌতিক জগৎ রক্ষা করিতেছে সেই রূপ বিশেষ বিশেষ উপায় আত্মাকে রক্ষা করিতেছে। সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত সত্য কথা বলিতে পারি কিন্তু অদ্য আমার পাপ যন্ত্রণায় প্রাণ যায় কে রক্ষা করিবে? ঈশ্বরানুগ্রহ বাদীরা সাধু সংসর্গ প্রভৃতি করিতে বলিবেন, কিন্তু বিশেষ করুণার পক্ষীয়েরা কহিবেন কোথায়ও না গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর। তখন বিদ্যুতের ন্যায় একটী আলোক হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। বিবেক দ্বারা আমরা উচিত মনে করিয়া কোন কার্য্য করি, সাধারণ কার্য্যে চলিয়া থাকি কিন্তু যখন ঈশ্বরআদেশ গম্ভীর ভাবে কোন এক কার্য্য করিতে আজ্ঞা করে তখন অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে না। ঠিক ধরিলে দুইই এক, কিন্তু অনেকে প্রথমটী বিশ্বাস করিয়া পশ্চাৎটীকে কল্পনা বলিয়া মনে করে। যাহারা বিশেষ করুণা স্বীকার করে তাহারা ঈশ্বরের আদেশ অবশ্যই স্বীকার করিবে। ঈশ্বরানুগ্রহবাদীরা মনে করেন যাহার নিত্য ঘটীকা যন্ত্রের দোষ সংশোধন করিতে হয় তিনি অপকৃষ্টশিল্পী তাঁহার এরূপ বিশ্বাস হইলেও তিনি এক জন যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারেন।

অনেক সময় পাঁচ জনের পরামর্শে বিবেকের ধ্বনি অশ্রুত হয়, কিন্তু আদেশরব সকলকে শুনিতেই হইবে। যত দিন না সে অবস্থায় পৌছন যায় যেখানে সকই তাঁহার, তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনা না যায় তত দিন দশ জনের পরামর্শ শুনিতেই হইবে, বিবেক লঙ্ঘন করা যত সহজ আদেশ লঙ্ঘন করা তত সহজ নহে। বিবেকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে করিতে ক্রমে তাহা ঈশ্বরের অদেশ রূপে পরিপক্ক হয় এবং আদেশ লঙ্ঘন করিতে করিতে ক্রমে শুষ্ক বিবেকে অবরোহণ করিতে হয়, এখন এ কার্য্যটী করা উচিত এই ভাব উপস্থিত হয়, এবং তাহা সামান্য কারণেই ভঙ্গ করা যাইতে পারে, প্রথমে আমরা প্রার্থনা করি, শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন" পরে কালক্রমে বলি "তোমার মুখে শ্রবণ করিব" ঈশ্বর যাহাকে যাহা আদেশ করেন তৎপ্রতিপালনের নিমিত্ত সেই রূপ সুবিধাও করিয়া দেন। প্রথমে একটু কঠিন বোধ হয় কিন্তু তখন আবার নূতন আদেশ পাওয়া যায়। যখন আদেশটী একবার প্রতিপালন করিলাম বা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তখন পুনর্ব্বার অপর একটী পালন করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় এবং তিনিও দেন। বিশেষ করুণা বাদীদিগের মধ্যেও অনেকে একটু সাধারণ আজ্ঞা হইতে একবার একটী বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যখন পুনর্ব্বার গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন মনে করে যে তিনি আর কোন বিশেষ আদেশ দিবেন না।

মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ।

এইত বৎসর গেল ;
মাঘের উৎসব এল ;
কোথা আছ ঘরে এস ভাই ভগ্নীগণ !
দূর হতে করি আবাহন।

নানা কাজে রত হয়ে
সম্বৎসর গেল বয়ে,
বদ্ধ হয়ে পড়ে আছ কোন দূর দেশে
দেখা দাও একবার এসে।

যার যত দুঃখ ভার
থাকিতে দিওনা আর ;
আনন্দময়ের এই আনন্দ উৎসবে ;
সব দুঃখ পাশরিব সবে।

সেই উৎসবের স্থলে,
সবারে দেখিব বলে ;
মহানন্দে আজ হতে নাচিছে হৃদয়,
চারিদিক কি আনন্দময়,

বুঝি তোমাদেরো প্রাণ,
করিতেছে হান চান
প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ, আমাদের তরে
কত আশা করিছ অন্তরে।

এসে কর দরশন
করে কত আয়োজন
হেথা মোরা বসে আছি তোমাদের তরে।
প্রতি জনে লইব আদরে !

এসে দেখ চমৎকার,
মাথা তুলে কি প্রকার
গগণেতে উঠিয়াছে পিতার মন্দির ;
দেখে সবে মুছ অশ্রুনীর।

আর শোক দুঃখ নয়
গাওহে পিতার জয়
বিজয়ী পিতার নাম চারি দিকে ধায়,
কার সাধ্য রোধ করে তায় !

অচেতন ছিল যারা
জাগিয়া উঠিল তারা
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে আজ সেই মার তরে
শত শিশু কাঁদে মামা করে।

একি হলো এবৎসর
আজ আমাদের ঘর
ধনে জনে পরিপূর্ণ পিতার প্রশাদে
কারে আর দেখিনা বিষাদে।

জড় প্রায় ছিল যারা
জড়তা ঘুচায়ে তারা
সবাই নিযুক্ত আজ পিতার সেবায়,
নিজে করে অপরে করায়।

ঘর পূর্ণ মহোল্লাসে
নিরন্তর সুখে ভাসে
ভাই ভগ্নী সকলেই যার মুখে চাই
একি হলো ভাবিতেছি তাই

এস ভাই ভগ্নীগণ !
পিতা নিজে নিমন্ত্রণ
করে যান স্নেহভাবে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাঁর গৃহে উৎসবের তরে।

মাতিব উৎসবে সবে
দেখিব কেমনে রবে
সহরের লোক আর দ্বার রুদ্ধ করে।
ডুবাইব নামের সাগরে।

নাহি দুঃখ নাহি ভয় ;
জয় পিতা দয়াময় !
জয় জয় জগদীশ ! বলে যার দ্বারে
যাব দেখি থাকে কি প্রকারে।

দয়ার নিশান ধরি
মৃদঙ্গের ধ্বনি করি
দেখাইব ব্রহ্মনামে আছে কিনা বল ;
বাল বৃদ্ধ করিব পাগল।

সহস্র পাপীর প্রাণ
পাপী মুখে তাঁর গান
শুনে, হাহা রব করে উঠিবে কাঁদিয়া।
সব ফেলে আসিবে ছুটিয়া।

তাই আজ আবাহন
করি ভাই ভগ্নীগণ !
ঘরে এস ; এক স্থানে দেখিবেন বলে
মাতা আজ ডাকেন সকলে।

মা মা করে ছুটে এস
ভাই ভগ্নী মিলে বস
জননীর হস্ত হতে লও অন্ন পান !
স্নিগ্ধ হোক সকলের প্রাণ !

সংবাদ।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে এক চত্বারিংশ মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে।

১০ মাঘ রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। ব্রাহ্মগণ বৈকালে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের কলুটোলাস্থ ভবনে সমাগত হইয়া সংক্ষেপে উপাসনা করত নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্ম মন্দিরে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় তথায় উপাসনা করিয়া রজনী সাড়ে সাতটার সময় সকলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বদ্ধ হইয়া সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাহির হইবেন। সোমবার ১১ মাঘ প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে রজনী ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন উৎসব হইবে ; মধ্যাহ্নে প্রচার বৃত্তান্ত পঠিত হইবে।

তৃতীয় ভাগ ধৰ্ম্মতত্ত্বের সূচী পত্র।

১৭৯১ শকের মাঘ হইতে ৯২ শকের পৌষ পর্য্যন্ত।

—০০০—

১লা মাঘ।

১৬ই মাঘ।

১লা এবং ১৬ই ফাল্গুন।

১লা চৈত্র।

১৬ই চৈত্র।

১লা বৈশাখ।

১৬ই বৈশাখ।

১লা জ্যৈষ্ঠ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

১লা আষাঢ়।

১৬ই আষাঢ়।

১লা শ্রাবণ।

পৃষ্ঠা

১৬ই শ্রাবণ।

১লা ভাদ্র।

১৬ই ভাদ্র।

১লা আশ্বিন।

১৬ই আশ্বিন।

১লা কার্ত্তিক।

১৬ই কার্ত্তিক।

১লা অগ্রহায়ণ।

১৬ই অগ্রহায়ণ।

১লা পৌষ।

১৬ই পৌষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে [illegible]

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১ম সংখ্যা

১৬ই মাঘ, শনিবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২৷৷০
ডাকমাশুল ৷৷০

ব্রাহ্ম সম্মিলনের আয়োজন এবং তাহার শেষ ফল।

এবারকার উৎসবের বিস্তারিত কার্য্য বিবরণ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটি অতি ক্লেশকর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে হইতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এমন আনন্দের সময় তাদৃশ অপ্রীতিকর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাহাহউক উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমর্থনার্থ দেশ কাল অবস্থা লোকাচার প্রভৃতির প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে যখন আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি, তখন আর কোন মতেই কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে পরাংমুখ হইতে পারি না। কলিকাতাসমাজকে প্রতিযোগী গণ্য করিয়া কোন মত বা কার্য্য বিশেষের প্রতিবাদ করিতে হইলে আমাদিগকে অনেকটা হীনতা স্বীকার করিতে হয়। কেন না কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ এবং দেবেন্দ্র বাবু একই বিষয়, কএক জন বৈতনিক কর্ম্মচারী ভিন্ন তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কিছু থাকে তাহা কেবল নামমাত্র, সমাজের মতামত সম্বন্ধে কাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের অর্থ উপার্জ্জন ব্রাহ্ম হইবার লক্ষ্য, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ, সম্মিলন তাঁহাদের পক্ষে মহা অনিষ্টকর। অতএব তাহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ সত্য লইয়া আর কি সময় ব্যয় করিব? যাঁহাদের মতের স্বাধীনতা আছে, অর্থের কিম্বা লোকের অনুরোধ অপেক্ষা সত্য যাঁহাদের প্রিয়, তাঁহাদেরই মত গ্রহণীয় হইতে পারে। দেবেন্দ্র বাবু প্রাচীন এবং আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে মনে কষ্ট বোধ হয়; তথাপি সত্যের অনুরোধে তাঁহার সাম্প্রদায়িক হিন্দু-ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতের দ্বারা যে অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি আঘাত আমাদিগকে চিরকাল করিতেই হইবে। হিন্দু পৌত্তলকিতা ও কপটতা পোষণকারী ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা তীব্রতর সমালোচনা দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিতে কখনই নিরস্ত হইতে পারি না। দেবেন্দ্র বাবুর মতের সহস্র দোষ থাকিলেও এত দিন আমরা সে সকল উপেক্ষা করিয়া আসিতে ছিলাম, এক্ষণে তৎপক্ষে বিশেষ উপায় অবলম্বন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি লোকের সংস্কার আছে যে, আমাদেরই দোষে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দুই বিভাগ হইয়াছে। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমরা আর কিছুই বলিতে চাহি না, কেবল উৎসবের সময় শ্রদ্ধাভাজন

দেবেন্দ্র বাবু আমাদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহারই আমূলবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণের হস্তে প্রদান করিতেছি, তাঁহারাই এবিষয়ের বিচার করিবেন।

ব্রাহ্ম ভ্রাতারা অবগত আছেন আমরা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সম্মিলন নামক প্রস্তাবে দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যোগ স্থাপনের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতায় পঁহুছিয়া যেরূপ ভাবে আমাদিগের কোন কোন বন্ধুর নিকট সম্মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে কেহই বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অশ্রু পতন স্নেহ ও সমাদর প্রেম আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রণয়ের চিহ্ন সকল সন্দর্শনে যথার্থই আমরা মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। যদিও এরূপ অবস্থা অনেকবার হইয়াও শেষে কার্য্য কিছুই হয় নাই, কিন্তু এবার বিশেষ আশা মনে স্থান দিতে সকলে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্মিলন সম্বন্ধে উভয় পক্ষে কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

প্রথমতঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, কএকটি দ্রব্য উপহার লইয়া কেশব বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক সদ্ভাবের কথা হয়। পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রাহ্মগণের সমূহ আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভচিহ্ন দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে যোগ স্থাপনার্থে অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। তদনন্তর দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুকে দুইবার আহ্বান করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া যান এবং তথায় এইরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী সংকীর্ত্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আর অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অনুমোদন আছে। কেবল তাঁহার এই আপত্তি যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সেই খৃষ্টই সকল বিবাদের মূল। তত্ত্ববোধিনীর লিখিত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক প্রস্তাবে ঐ বাক্য বিশেষ রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সকল কথা বার্ত্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধি পত্র লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারিবে। অনন্তর কেশব বাবুর উপর দেবেন্দ্র বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার ভার অর্পণ করাতে কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের পাণ্ডু-লেখ্য প্রস্তুত করেন এবং তাহা দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সন্ধি পত্র।

কএক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসদ্ভাব জনিত অনিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ঐ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধর্ম্মমত ও সামাজিক সংস্করণ রীতি সম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি তাহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে যদি পরস্পরকে বুঝিয়া উদার ভাবে ভিন্নতার প্রতি উপেক্ষা করেন এবং ঐক্য স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষ্য সাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমরা মিলিত হইয়া অদ্য এই সন্ধি পত্র প্রকাশ করিতেছি। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। যে কএকটী মত লইয়া দুই পক্ষে বিরোধ ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের এক মাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মের অব্যবহিত সহবাস লাভ ব্রহ্মোপাসনার

প্রাণ, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা• ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটী• অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথা সাধ্য হিন্দু জাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।

১ লা মাঘ শ্রী—
১৭৯২ শক শ্রী—

এই পত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু নিম্ন লিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
আচার্য্য মহাশয়
কল্যাণবরেষু।

প্রাণাধিকেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হইল যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধি পত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাম্বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পাদিত হউক আর ১০ অথবা ১২ মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এই রূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
২রা মাঘ ১৭৯২ শক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।

এই পত্র পাঠ করিয়া যখন সকলে জানিলেন যে আমাদের আর ১১ মাঘের উৎসব করিবার আবশ্যকতা নাই প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের চীতেই তাহা হইবে, তখন সকলের অঙ্গ শীতল হইয়া গেল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ১১ মাঘের পুর্ব্বে কিম্বা পর দিনে আমাদের উৎসব করিতে কোন আপত্তি তিনি প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত অনুমতিই দিয়াছিলেন। এই পত্র পাইবার সময় সময় তত্ত্ববোধিনীতে প্রাগুক্ত প্রস্তাবটী বাহির হয়। ঐ প্রস্তাবে যদিও অনেক চতুরতা কৌশল সন্নিবেশিত ছিল, তথাপি আমরা দেবেন্দ্র বাবুর সরলতার উপর তখন অবিশ্বাস করিতে সাহস করি নাই। অতঃপর কেশব বাবু দেবেন্দ্র বাবুকে নিম্ন লিখিত উত্তর প্রদান করেন।

কলুটোলা
২ মাঘ ১৭৯২ শক

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সন্ধি-পত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদি আপনি উহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। যাহা হউক আন্তরিক প্রণয় যে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হওয়া সুকঠিন। ১১ মাঘ উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে এই রূপ স্থির হইয়াছে এবং গত কল্য সংবাদ পত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দিবস আমরা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহ পুর্ব্বক রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন আমরা সকলেই বাধিত হইব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন কাহারও ক্ষোভ হইত না।

শ্রীকেশব চন্দ্র সেন

পরে কেশব বাবুর বাটীতে দেবেন্দ্র বাবু রবিবারের প্রাতঃকালের উপাসনা সময়ে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলাম। উপাসনার ভাব দেখিয়া ও সংগীত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপার দেখিতেছি আমি ইহাদিগকে কেমন করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব? পরে অনেককোন

ভাবের কথা শুনিয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। উন্নতিশীল যুবা ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার ও কপটতার বিষম বিদ্বেষী হইয়াও উদার ভাবে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর উপাসনা প্রণালী যেরূপ হউক তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্তুত আছি; তিনি উৎসবের সময় যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাঁহার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করাই স্থির হইয়া গেল। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় যে ভিতরে ভিতরে আমাদিগকে বাক্য বাণে বিদ্ধ করিবার জন্য এই উপলক্ষটীকে বিশেষ সুযোগ মনে করিয়াছিলেন, তাহা বৃহস্পতির বুদ্ধিরও অগম্য ছিল, সুতরাং সে ভাব কেহই জানিতে পারেন নাই। অথবা ধর্ম্মের নামে এক জনকে বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রাণ সমর্পণ করিতে গিয়া কে আর চতুরতা করিতে পারে?

অনন্তর ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল। উৎসবের পূর্ব্ব দিন প্রাতঃকালে আমরা আনন্দ-হৃদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক আশা-পূর্ণ মনে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু যথা সময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা লিখিবার জন্য সঙ্গে তিন জন রিপোর্টার ছিল। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তিনি আমাদিগকে আঘাত করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সেই দিনের বক্তৃতাটী নিম্নে প্রকাশ করা গেল তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে,
সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে।

প্রেমসূর্য্য যদি আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যুদিত হয়েন, তবে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফল লাভ করি। আমাদিগের কামনার পর্য্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা। কিসে কামনা পর্য্যাপ্ত হয়? যখন আমরা ঈশ্বরকে লাভ করি। তাঁহাকে একবার প্রাপ্ত হইলে আমাদিগের আর কোন প্রার্থনা থাকেনা। তাঁহার চরণসেবায় আমাদিগের আনন্দ লাভ হয়। তাঁহার সাক্ষাৎকারে পর্য্যাপ্ত মঙ্গল লাভ হয়। সেই সুখময় প্রেমময় আনন্দময়ের সন্দর্শনে সকল কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। আমরা ইহকালের সুখও চাহিনা, পরকালের সুখও চাহি না, কেবল তাঁহাকে চাই যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সকল কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যে প্রজাপতি জননী-গর্ব্ভে আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, সেই গর্ব্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আমাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। যখন গর্ব্ভমধ্যে বাস করিতাম, সেই অন্ধকার গর্ব্ভকারাগারে এই পরমেশ্বর দেদীপ্যমান বর্ত্তমান থাকিয়া এই শরীর সৃজন করিয়াছেন এবং আত্মার সূত্রপাত করিয়াছেন। যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হইলাম তিনিও সঙ্গে সঙ্গে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। এই যৌবনকালের প্রমাদ সময়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতে পারে তিনি যদি চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? মোহ আসিয়া আমাদিগের হইতে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেয়। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ভাবের নাম মোহজাল। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ভাব সেই মোহ আসিয়া ভূমা পরমেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সূর্য্য কি বৃহৎ তেজঃপুঞ্জ পদার্থ! কিন্তু চক্ষুর মোহবশতঃ তাহাকেও কখন কখন দেখা যায় না। কোথায় ক্ষুদ্র বাষ্পরাশি মেঘ, কোথায় তেজোরাশি—সূর্য্য। তথাপি মেঘ আসিয়া মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকে আবরণ করে। তেমনি মোহ আসিয়া পরমেশ্বরকে আমাদিগের হইতে আচ্ছন্ন করে। যদ্যপি পৃথিবীর ক্ষুদ্রভাব মোহ, তথাপি তদ্দ্বারা সমুদয় হৃদয় আচ্ছন্ন হইলে তাঁহার প্রেমমুখকে আবৃত করে, আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র ভাবের আলোকে তাহাকেই নিয়ন্তা করিয়া সমুদয় কার্য্য সমাধা করি, ঈশ্বরালোকে কিছুই দেখি না এবং তাহাকে নেতা করিয়া চলি না। কিন্তু যখন সেই প্রেমসূর্য্য হৃদয়ে বিকসিত হন, ক্ষণ কালের নিমিত্তও তাঁহার প্রেম হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন সমুদয় ক্ষুদ্র কামনাকে দগ্ধ করে। তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে মোহান্ধকার দূরীভূত হয়; ঈশ্বরপ্রেম প্রকাশিত হইলে ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রেম হৃদয়মধ্যে মহৎভাব সকল প্রকাশিত করে। কোথায় মোহান্ধকার দূরীভূত হয়, ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়. যখন ঈশ্বরের প্রেমসূর্য্য আসিয়া আমাদিগের সমুদয় হৃদয়কে প্রকাশিত করে। প্রেমের সহিত মঙ্গলের কেমন সংযোগ। যেখানে প্রেম সেই খানেই মঙ্গল ভাব, যেখানে প্রণয় সেই খানেই সাধু ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। প্রেমের সহিত মানব হৃদয় জড়ীভূত।

ঈশ্বর মঙ্গলময়, প্রেমময়, প্রেমের সহিত মঙ্গলের উৎ-

পত্তি হয়। প্রেম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, প্রেম দ্বারা সকলি রক্ষিত হইতেছে। প্রেম বন্ধনই যথার্থ বন্ধন। সে বন্ধন শিথিল হইলে সংসারের সকলি বিনাশ পায়। প্রেমের সহিত আমাদিগের হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ, আনন্দের সহিত আমাদের প্রেমের বিশেষ যোগ। সেই আনন্দ প্রেম হইতে সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন যাতানি জীবন্তি।" ঈশ্বর প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ আর তাহা হইতে জগৎ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উপ্তবীজ হইতে জগৎ উত্থিত হইয়াছে। সেই প্রেম হইতে বিশ্ব সৃজন এবং কালে কালে তাহার উন্নতি। বৃক্ষ রোপণ কর তাহা হইতে পল্লব পুষ্প ফল লাভ হইবে, তেমনি ঈশ্বরপ্রেম হইতে জগতের সৃজন ও উন্নতি। প্রাতঃকালের সূর্য্যের কি সুন্দর শোভা, তাহাতে কেমন প্রেমময়ের হস্ত সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে, কি শুভ্র কি সুন্দর দর্শন! সেই প্রেমসূর্য্য সকলকে আনন্দময় করে, জগৎকে কল্যাণময় করে। আবার মনে কর সেই প্রথম দিনের বালসূর্য্য ঈশ্বরের প্রেমক্রোড় হইতে যখন প্রকাশিত হইল, তখন তাহার কি সৌন্দর্য্য কি মঙ্গল ভাব! তন্মধ্যেও সেই ঈশ্বরের প্রেমভাব মঙ্গল ভাব দর্শন কর। তাঁহার সেই পবিত্র প্রেম হইতেই সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। সেই প্রেম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পরমেশ্বরের প্রেম না থাকিত তবে কি প্রকারে জগতের সৃজন হইত, কি রূপেই বা জগৎ রক্ষিত হইত। নিস্তব্ধ বৃক্ষের উপর পরমেশ্বর আনন্দ বারি প্রচুর রূপে বর্ষণ করেন; বৃক্ষ হইতে সে প্রেম আবার স্খলিত হয়, সেই প্রেমেই পশু পক্ষী সঞ্চরণ করে। বালকের প্রেম কি আনন্দ ময়। সে আনন্দ বিষয়ানন্দ নহে, কুরূপ ইচ্ছা সম্ভূত নহে। সে তাহার নিজানন্দ। বালক আপনার আনন্দে আপনি স্ফূর্ত্তিপায়, বর্দ্ধিত হয়। সেই প্রেমময়ের প্রেমে প্রাণীজাতি পশু পক্ষী মনুষ্য সকলে জীবিত রহিয়াছে।

সেই ঈশ্বরের প্রেমকে আদর্শ কর। আদর্শকে কখন ক্ষুদ্র করিও না। সেই পুর্ণ আদর্শসূর্য্য, সেই পুর্ণ প্রেমের আনন্দ যেন তোমাদিগের আদর্শ হয়। ক্ষুদ্র আদর্শে কোন কার্য্য হইবে না। সে প্রেমের ভাব সন্দর্শন কর। সে প্রেম কাহাকেও অবজ্ঞা করে না, কাহাকেও ঘৃণা করে না, কাহাকেও ত্যাগ করে না। সে প্রেম নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময় হইয়া সমুদয় জগতে কার্য্য করিতেছে। সূর্য্য কিরণ জগতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের নিমিত্ত আলোক দান করে, পল্লব পুষ্প প্রস্ফুটিত করে। তেমনি ঈশ্বরপ্রেম প্রকাশিত হইয়া সকলকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। আমরা কোথায় সেই প্রেমের উপমা প্রাপ্ত হইব? তাঁহার সে মহৎভাবের ক্ষুদ্র উপমাও নাই। শিশু বালককে সর্প আঘাত করিতে যাইতেছে, মা দৌড়িয়া বালককে রক্ষা করিলেন; মাকে সর্প আঘাত করিল। মাতার সে কেমন মঙ্গল ভাব। মাত সর্পের প্রতি দৌড়িয়া গেলেন, বালক রক্ষা হইল, কিন্তু মাতা আঘাত পাইলেন। সেই মুমূর্ষু অবস্থায়ও মা মনে করেন বালকটীত রক্ষা পাইল, আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই। মাতার এই স্নেহ মঙ্গল ভাবও ঈশ্বর প্রেমের ক্ষুদ্র ভাব, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি। মাতা যখন আপনাকে ভুলিলেন, তখন কেবল পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন; আত্মরক্ষা চিন্তা করিলে সর্পের প্রতি কখন ধাবিত হইতেন না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম সকলের জন্য। ঈশ্বর সকলকে সাধারণকে বিশেষকে আপনার প্রেম দান করেন। সকলেই তাঁহার প্রেম সলিলে আপনার পাপ ধৌত করিতে পায়। তাহা হইতে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করে, তাঁহার শীতল ছায়ায় গমন করিয়া শান্তি লাভ করে। আর কি কিছু এ প্রকার দেখা যায়? সে প্রেম তাঁহার নিজের জন্য নহে, সংসারের জন্য, সে মঙ্গল ভাব জগতের জন্য। তাহাতে নিষ্ঠুরতার লেশ নাই। তিনি নিজে জগতের প্রাণ স্বরূপ হইয়াছেন।

এই প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ধারণ করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বর নিকটে আসেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতা, তিনি সীমাবিশিষ্ট পুত্তলিকা নহেন। তিনি অসীমজাগ্রৎ, তিনি অনন্ত দেবতা। প্রাণস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। তাঁহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতেছে। ১১ই মাঘের উৎসব কিসের জন্য? ইহারই জন্য যে আমরা এ দিবসে সকল প্রকার পরিমিত উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মের সহিত যোগ আরম্ভ করি। ১১ই মাঘ ইহারি জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় যে সেই এই ১১ই মাঘে আমরা সকল প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সমস্ত আকাশ যাঁহা দ্বারা আক্রান্ত, সেই অপরিমিত অপরিচ্ছিন্ন হৃদয়েশ্বরের উপাসনার জন্য ১১ই মাঘ পবিত্র হইয়াছে। ১১ই মাঘের দৃশ্য কেমন মনোহর। সকলে একত্র গ্রথিত হইয়া এই উৎসব ক্রীড়ায় উপরত রহিয়াছে। এই ১১ই মাঘের কি প্রতাপ কি পুণ্য! এখানে কোন প্রকার পুত্তলিকা স্থান পায় না, চারিদিকে কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব। তাঁহার উপাসনার জন্য কেমন সকলে স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রশান্ত ভাবে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ৯ কি মনোহর দৃশ্য!

ধন্য কেশব চন্দ্রকে যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মের আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন। ধন্য কেশব চন্দ্রকে যে তিনি এখানে এই সমুদয় সাধুমণ্ডলীকে ঈশ্বরমহিমা কীর্ত্তনে অবকাশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য সমুদ্র তাঁহাকে

বাধা দিতে পারে না, পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার ব্রত। যেমন উৎসাহ তেমনি উদ্যম। যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাঁহার নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি প্রণয় সুত্রে এত সাধু লোককে একত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি অনুনয় পূর্ব্বক বলি যে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন। ইয়োরোপ এবং আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী খৃষ্ট যেন না হয়; ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান যেন না থাকে, আমরা সকল প্রকার অবতার পরিত্যাগ করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি। আমরা কোন প্রকার অবতারের নাম গন্ধ সহিতে পারি না। অবতারগন হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের হইতে সাবধান হইতে হইবে। যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুত্তলিকা প্রবেশ করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি ব্রাহ্মগণ! মন্দিরের দ্বারে খৃষ্ট রূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে. অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে পারিত যদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার ভয় উত্তেজনা সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কার কর। কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর খৃষ্টের ছায়াও দেয় তবে আমাদিগের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার না আনি। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে না। খৃষ্ট ধর্ম্মের সংস্পর্শে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসম্বাদ আসিয়াছে পূর্ব্বে যাহার নামও ছিল না। খৃষ্টের নামে এমনি যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে কেহ জানেনা যে কিরূপে তাহা নির্ব্বাণ করিবে। খৃষ্টের নামে ইয়োরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে তাহার অস্থি চর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই খৃষ্ট ধর্ম্ম। খৃষ্টের নামে পোপের ক্ষমতা কত, প্রতাপ কত! রাজারাও তাহার নামে কম্পিত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্মের প্রথমে পোপের ধর্ম্ম স্বাধীনতা হরণ করিল। তাহার প্রতাপে প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মেরও স্বাধীনতা গিয়াছে। পরাধীনতা খৃষ্টধর্ম্মের সমুদয় অধিকার করিয়াছে, স্বাধীন ধর্ম্ম আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা আর বিদ্বেষ ভাব সহ্য করিতে পারি না ব্রাহ্মদিগের মধ্যে খৃষ্ট নাম যেন না আসে। সেই প্রেম সূর্য্যের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যাউক। তেত্রিশ কোটি দেবতা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। আর যেন কোন পরিমিতদেবতা আমাদিগকে বিভীষিকা না দেখায়।

এই রূপে যতই তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে লাগিল ততই সেই প্রেমময় বক্তৃতা কঠোরতা বিদ্বেষ নিন্দা দুর্ব্বাক্যে পূর্ণ হইতে লাগিল। পূজ্যপাদ মহর্ষি ঈশার প্রতি তাঁহার এরূপ অশান্তভাব দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ও অবাক্ হইলেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মপত্রের বিরুদ্ধাচরণ এবং ইহাও জানিতেন যে খৃষ্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভক্তিভাজন ও হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু। সেই সময় তাঁহার অনুচর চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎকালে তাঁহার প্রতিবাদ করিতে কেহ দণ্ডায়মান হন নাই। শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক মর্ম্মান্তিক বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন তাহাতে আবার সম্মিলনের আশা সকলের মনে অঙ্কুরিত হইতেছিল; এই জন্য শান্তি সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের বিশেষ রূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় এক জন উন্নত প্রাচীন লোকের মনে যদি এরূপ ভাব অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে তবে আর সম্মিলনের আশা কোথায়? আমরা যদি কেহ তাঁহার সমাজের বেদীর উপর ঐরূপ ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে কি তিনি তৎক্ষণাৎ অপমান করিতে বিলম্ব করিতেন? একবার একটি ভদ্রলোক সমাজে দাঁড়াইয়া বারয়ারি পূজার বিরুদ্ধে কি কথা বলিয়াছিলেন সেই জন্য তাঁহাকে তখনি হাত ধরিয়া বিদায় করা হইয়াছিল। আর আমরাও ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না সে কি প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে সাধুর অবমাননা করিতে শিক্ষা প্রদান করে, সে কঠোর ধর্ম্ম যত শীঘ্র এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় ততই মঙ্গল। ফলতঃ এবার আমরা বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিলাম। কি আক্ষেপের বিষয়! কোথায় আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ক-

রিয়া বেদীর পবিত্র আসন প্রদান করিলাম, আর তিনি এই সুযোগ পাইয়া মনের পূর্ব্ব-সঞ্চিত অসদ্ভাব প্রকাশ করত উদার পবিত্র বেদীকে কলঙ্কিত এবং মন্দিরের অবমাননা করিলেন। তাঁহার উক্ত ব্যবহারে সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক্ বিবাদানল আরো প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহা কি তিনি জানিতেন না? এবং সেই কার্য্য যে বন্ধুতার ও বিশ্বস্ততার বিপরীত কার্য্য তাহাও কি অবগত ছিলেন না? আমাদের প্রার্থনা যে তাঁহার এই পরিণত বয়সে তাদৃশ চপলতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট জীবন আমাদের অধিকতর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করুন। এই স্থলে আমরা পুনরায় ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কৃষ্ণবর্ণ মেষদিগকে সমাজ হইতে পৃথক্ করিতে না পারিলে কোন কালে আর সম্মিলনের প্রত্যাশা নাই; তাহারাই সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। অতঃপর দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা প্রার্থনা শেষ হইলে কেশব বাবু নিম্ন লিখিত কএকটি কথা এবং একটি প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা সকলের দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিলেন।

দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের অদ্যকার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তিনি কৃপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যাহাতে তাঁহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার শান্তির সংস্থাপন হয়; তিনি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা না জন্মে। সকল দেশের সকল জাতির নর নারীকে এক পরিবার করিয়া ভাই ভগ্নী বলিয়া যেন আমরা ভাল বাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করুন। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কৃপা করিয়া তাহা সফল করুন, শান্তির আলয় করুন। এখানে যেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সর্ব্ব প্রকার বিদ্বেষ ভাব দগ্ধ হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি বঙ্গ দেশকে উদ্ধার করুন, জগৎকে রক্ষা করুন। পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদয় পৃথিবীকে প্রেম স্রোতে ভাসাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্র কন্যা যেন শান্তি সুধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। যে জন্য এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন সুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা যে কামনা হৃদয়ে লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি তাহা তিনি পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মমন্দির হইতে সকলে ভগ্নান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান জন্য একখানি প্রতিবাদ পত্র প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর দান করেন। উক্ত দুই পত্র নিম্নে প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা গেল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তন্মধ্যে খৃষ্ট ও খৃষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের মূল নিয়ম বিরুদ্ধ সুতরাং উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সেনিয়ম এই

"এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবেনা" আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা আমরা কখন মনে করি নাই. বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যাবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির। শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
১০ ই মাঘ। ১৭৯২ শক প্রভৃতি ৬২ জন

স্নেহাস্পদেষু।

তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রের উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না (১) এবং কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অবমাননা বা বিদ্রূপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না

(১) ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার সময় নিয়মপত্র প্রস্তুত করিয়া বোলপুর শান্তি নিকেতনে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠান হয় এবং তিনিও সে নিয়মাবলীতে অনুমোদন করেন। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব মিরারে উহা প্রকাশ হইয়াছে। সে সময় সম্মিলনের জন্য কেশব বাবু একবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

পড়ে তাহাই আমার একান্ত কামনা (২) আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের নাম প্রচার না হইয়া পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদের হিত মনে করিয়া ছিলাম আমার সেই উপদেশে যে তোমাদের ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

যে দয়াময় ভক্তবৎসলের কৃপায় আমরা স্বর্গীয় উৎসবের আনন্দহিল্লোলে পুলকিত হইলাম, আবার দীন দুঃখী অনুপযুক্ত হইয়াও যাঁহার স্বর্গীয় বিবিধ ধনরত্নে আমাদের অকৃতজ্ঞ পাপভারাক্রান্ত মস্তক পরিশোভিত হইল, যিনি এবার অজস্রধারে আমাদিগকে প্রেমসুধা বর্ষণ করিলেন, ও স্বয়ং স্নেহময়ী জননী হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে পুত্র কন্যাদিগকে নিমন্ত্রণ করত স্বহস্তে দেব দুর্লভ পবিত্র অন্ন বিতরণ করিলেন, তাঁহাকে অগ্রে অন্তরের উদ্বেলিত কৃতজ্ঞতা না দিয়া ও তাঁহার চরণে প্রণত না হইয়া এই প্রস্তাবে অবতরণ করিতে পারি না। তিনি যেমন আমাদিগকে এবার আশাতীত ফল বিধান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাঁহার গৃহে একটুকু স্থান দিয়াছেন আমরাও তেমনি যেন ঐ গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীত দাসের ন্যায় চিরকাল তাঁহার পদসেবা করিতে পারি।

ক্রমে উৎসব যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমাদের বিদেশস্থ ভ্রাতাভগ্নীগণ পিতার আহ্বানে আহুত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে মহানন্দে এই মহানগরীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। লাহোর, দেরাডুন, কানপুর, লক্ষ্ণৌ টুণ্ডলা, দানাপুর পাটনা, মুঙ্গের ভাগলপুর বর্দ্ধমান রাজমহল রাজসাহী কুষ্টিয়া কুমারখালি ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি কতিপয় স্থান হইতে শতাধিক লোকের সমাগম হয়। ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দয়াল পিতার পবিত্র পরিবারের ক্রমশঃই উন্নতি ও ঘনিষ্ট যোগ সম্পাদিত হইতেছে। নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে দুই দিবস উৎসব ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১০ই মাঘ রবিবার দুই বেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও বেলা চারিঘটিকার সময় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের কলুটোলাস্থ ভবন হইতে, নগর সংকীর্ত্তন এবং সায়ংকালিক উপাসনার পর রাত্রি সাড়েসাত ঘটিকার সময় সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন। সোমবার ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন উপাসনা। ব্রাহ্মগণ রবিবার প্রত্যূষে নব নব উৎসাহ ও পবিত্র অনুরাগের সহিত আমাদের প্রিয়তম ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নব নির্ম্মিত চূড়াটী সমুত্থিত হইয়া যেন সেই বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম নাম গগণ ভেদ করিয়া স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট সঙ্কীর্ত্তন করিতে চলিয়াছে। আবার "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" ও "সত্যমেব জয়তে" এই দুই নামাঙ্কিত দুইটী পতাকা দ্বারদেশে প্রাতঃসমীরণের সুমন্দ হিল্লোলে সঞ্চালিত হইয়া যেন পাপীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে আর তোমাদের ভয় নাই, কেন নিরাশ হইবে? তোমাদের পিতা দয়ার ভাণ্ডার। শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার কৃপাবায়ু উপাসক মণ্ডলীর শরীর পরিতৃপ্ত

(২) ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িক ভাব এবং পরিমিত আদর্শ যাহাতে না আসে তাহারই জন্য যদি আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন তবে তাঁহার সমাজে বসিয়া ঐ রূপ উপদেশ না দেন কেন? রাম মোহন রায়ের উদার ট্রুষ্টি ডিড পত্রে তাহা নিষেধ করে বলিয়া কি নহে? আঁর যদি পৌত্তলিকতার প্রতি এত ভয় থাকে তবে নিজে অকপট অ পৌত্তলিক হইয়াও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপর যে কপটতা পৌত্তলিকতা বিরাজ করিতেছে তাহার প্রতি উৎসাহ দেন কেন? অবতারের যদি নাম গন্ধ সহিতে পারেন না তবে উপাসনার শেষে গুরু নানকের নাম গ্রহণ করিলেন কেন? আপনার সমাজে পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়ি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আমাদিগের নিকট তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া কি পরিহাসের বিষয় নহে?

করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তম ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। আমাদের ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবু আজ বেদীতে সমাসীন হইবেন বলিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি বেদীতে উপবিষ্ট হইলেন ও উপাসনার পর ঈশ্বরের প্রেমবিষয়ে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, উপাসকমণ্ডলী ও দর্শকগণ অত্যন্ত নীরাশ ও দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিলেন। যে সম্মিলনের আশা করিয়া আমরা তাঁহাকে মন্দিরে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম,তিনি সে আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রত্যুত আমাদিগকে বিষণ্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে অপরাহ্ন চারিঘটিকার সময় ব্রাহ্মগণ ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই উৎসাহপুর্ণ হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর আচার্য্য মহাশয় এমন একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলেন যে পাষাণ হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ও "পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমঃ" এই কয়েকটী শব্দাঙ্কিত সুমন্দ সমীরণে দোদুল্যমান চারিটী পতাকা ধারণ করিয়া সকলে মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনিতে চারিদিক শব্দায়মান করত পিতার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মগণ বিনীত ও গম্ভীর ভাবে উৎসাহের সহিত পাপী ভাই ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিয়া সুমধুর স্বরে এই নূতন সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্ম মন্দিরের দিকে চলিলেন। সে সঙ্গীতটী এইঃ—

ভাই চির দিন, হয়ে পাপে মলিন, রহিবে কেমনে, রে। জনম সফল কর, কর রে এখন, প্রভুর চরণ সেবনে।

আর নিকদ্দেশে কর না ভ্রমণ, দয়াময় নাম মহামন্ত্র কর রে গ্রহণ; এই অনিত্য সংসারে, ভুলে থেক না প্রাণেশ্বরে, হয়োনা বঞ্চিত নামামৃত সুধারস পানে।

জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন, বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন, জীবে দয়া নামে ভক্তি কর এই সার, (ওরে মন আমার) সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার, (ওরে মন আমার), পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে, (সেব আনন্দে তাঁহারে), কায় মন প্রাণে।

উঠ হে হের নয়নে, জগত মাতিল প্রেমে, ঐ শুন বাজে জয়ভেরী, দয়াময় নামের হে, দেশ দেশান্তরে হে, মহাসাগর পারে হে; উড়িছে নিশান ব্রহ্মকৃপা হিল্লোলে চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখি সেই প্রেম আননে।

প্রেম ভক্তি যোগে বিভুর কর অর্চ্চনা, পাবে পরিত্রাণ, পাশরিবে ভবের যাতনা। আছে কি সুখ জীবনে, প্রাণসখা বিনে কর হৃদয় মন, (আর কি দেখ দেখ রে) সমর্পণ, দীননাথের শ্রীচরণে। থাক দাস হয়ে, (এ জনমের মত), চিরকাল দীননাথের শ্রীচরণে। এস আজি আনন্দে মাতি নাম কীর্ত্তনে।

কিন্তু কাহার সাধ্য সহজে বাটী হইতে বহির্গত হয় সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড় যে এমন প্রশস্ত রাজপথেও দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া গান করিবার সময় হইল না। চার পাঁচ সহস্র লোক উৎসাহিত হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছিলেন ও আগ্রহাতিশয়ে ইহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার পার্শ্বে সহৃদয় বন্ধুগণ বিনীত হৃদয়ে স্বর্গীয় দৃষ্টিতে ও গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটী সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক। পিতার দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাপী নরনারীর পক্ষে মহামন্ত্র, জপমন্ত্র, ইহাই জীবনের সম্বল। তাঁহার চরণে হৃদয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া ঐ নাম অন্তরে লইলে পাপীর নিশ্চয় পারিত্রাণ। অপর পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগ, এসিয়া ইয়োরোপের সম্মিলন, পিতার একটী উদার পবিত্র পরিবার সংস্থাপন, যাহা না হইলে মহাপাপী নিয়ত পুণ্যের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয় না। উহাই প্রকৃত পক্ষে জীবনে মুক্তিলাভ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম, পিতার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, মৃত্যু জীবনে সমভাব। যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহা উৎসাহ সহকারে

"মহাসাগর পারে দয়াময় নামের বাজে জয়ঃ ভেরী" সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগিলেন ; সেই আহ্বান সুবিস্তীর্ণ অতি ভয়াবহ মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম প্রদেশীয় ভ্রাতা-ভগ্নীর হৃদয়ে আঘাত করিল ! আমাদের ইংলণ্ড-বাসী ভ্রাতাভগ্নীগণ কি অদ্যকার মহোৎ-সবের পবিত্র আনন্দে পরিতৃপ্ত হন নাই ? তাঁহারা যে তৃষিত চাতকের ন্যায় আমাদের উৎসব প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এদিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিলেননা এমন কি আচার্য্য মহাশয়েরও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইল, আরকি হইবে প্রায় দুই সহস্রব্যক্তি পথে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতলোক যে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হও-য়াতে গ্রীষ্মাতিশয়ে সকলে অস্থির প্রায়,লোকের কোলাহল এত যে থামান কঠিন। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্ম্মল উৎসাহে বেদীতে উপবেশন করিলে পর সকলে স্তব্ধ। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হইল। সে দিনের উপাসনা যেমন জীবন্ত সরস তেমনি ভক্তি প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন প্রায় সহস্রলোক দণ্ডায়-মান হইয়া "অসত্য হইতে সত্যে" এইটী সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তখন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল যেন সকলে সেই অনন্ত সাগরে ভাসমান। উপাসনা-ন্তর আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা বিষয়ে একটী জীবন্ত উৎসাহজনক সুমধুর উপদেশ দিলেন যে, সকলে সজীব ও উৎসাহিত হইলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গভীর সত্যটী সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। সত্যের বল ও ঈশ্ব-রের বল যে কি তাহা সে দিন সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন, "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" "সত্য-মেব জয়তে" এই পুরাতন সত্যের জয় নিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। ঐ সময় বড় একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। এদিকে যেমন বহুজনসমাকীর্ণ আলোকমণ্ডিত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল অপর দিকে তৎকালে আবার মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ হইতে সুমধুর ব্রহ্ম নামের সুধাস্রাবী রোল সমুত্থিত হইতে লাগিল। কে এমন রমণীয় সময়ে উপাসকগণের কর্ণ কুহরে দয়াময় নামের অমৃত বর্ষণ করিতেছিল ? যাঁহারা স্থানাভাবে প্রবেশ করিতে পান নাই, তাঁহারাই তিন দলে বিভক্ত হইয়া সম্মুখস্থ রাজপথে কীর্ত্তন করিতে ছিলেন। অবশেষে রজনী নয় ঘটিকার পর ব্রাহ্মগণ পাচটী দলে বিভক্ত হইয়া যোড়াসাঁকো, শিমলা, হাটখোলা, বড় বাজার, কাঁসারীপাড়া, কলু-টোলা প্রভৃতি স্থানে সেই দীন দয়ালের নাম কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন আ! তখন স্বর্গের দৃশ্যই হইয়াছিল বস্তুতঃই ব্রহ্মনামের সুগভীর গর্জ্জনে মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়া উঠিল। ভক্তি উৎসাহে সকলেই ভাসিয়া গেল।

১১ই মাঘ সোমবার। পর দিবস আবার ব্রাহ্মগণ নব নব অনুরাগে পুলকিত হইয়া ব্রহ্ম মন্দিরে সমবেত হইলেন। উৎসব উপলক্ষে রচিত নূতন সঙ্গীত করিয়া সাত ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। সঙ্গীতটী এই—

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঁঝিট, তাল জৎ

আহা ! কি অপরূপ হেরি নয়নে মিলে বন্ধুগণে। প্রীতি প্রফুল্লহৃদয়ে ভক্তিকমল লয়ে করেন অঞ্জলি দান বিভু চরণে।

তরুণ ভানু কিরণে প্রভাত সমীরণে মেদিনী অনুরঞ্জিত নব জীবনে ; প্রকৃতি মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম গান করে, আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।

উৎসব মন্দিরে আজ বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে ; মরি কি সুন্দর শোভা পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।

স্নেহময়ী মাতা হয়ে পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ ধামে ; নিমন্ত্রণ করি সবে এনেছেন মহোৎসবে বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে।

ইহার পর ভক্তিপূর্ব্বক সকলে সেই দয়া-ময় দীনসখার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আহা! প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমণীয়, তৎকালে অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরে হারমোনিয়ম ও মৃদঙ্গের মৃদু মধুর ধ্বনি সংযুক্ত বিশুদ্ধ তানে দুই একটী নূতন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। অনন্তর আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে এমনি গভীর জীবনগত উপদেশ প্রদান করিলেন যে কাহার সাধ্য তখন আপনার পাপ দেখিয়া রোদন করিতে না হয়? তাঁহার বাক্য গুলিন উপাসক মণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করিল। উপাসনান্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন; দয়াময়নামে কত লোক দরদরিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছন্ন উৎসাহ হৃদয় ফাটিয়া বহির্গত হইল। দয়াময় নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পায়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়; তাহারি প্রমাণ লক্ষিত হইল। পরে ১০৷৷০ ঘটিকার সময় উপাসনা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মগণ বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে ৯ নয়টী হিন্দু মহিলা আচার্য্য মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দিক্ষীত হন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার ১টার পরে পাঠ আরম্ভ হইল, কিন্তু তখনও গৃহ পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, স্বীয় রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মুলভাব সম্লিষ্ট কএকটী শ্লোক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় সংস্কৃত শাস্ত্রোদ্ধৃত নূতন কএকটা শ্লোক ও শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত বাইবেল কোরাণ এবং জেন্দাভেস্তা হইতে নূতন উদ্ধৃত, কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে একটী সঙ্গীত হইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। এই কএকটী আলোচনার বিষয়—১ম সঙ্গীতের সময় একগ্রতা কি প্রকারে হয়? ২ য় ধ্যান কি এবং কি প্রকারেই বা তাহা হইয়া থাকে? ৩য় দয়াময় নামের সাধন কিরূপে হইতে পারে? ৪ র্থ প্রকাশ্য রূপে দীক্ষার প্রয়োজন কি? ৫ ম প্রকৃত আত্মদৃষ্টি কাহাকে বলে? পরে আবার সঙ্গীত হইয়া গত বৎসরের প্রচার বৃত্তান্ত পঠিত হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। আসাম উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রদেশ, পুর্ব্ববাঙ্গালার কতিপয় স্থান, বম্বে মান্দ্রাজ সাগরতীরস্থ ম্যাঙ্গালোর ও ইংলণ্ডের কতিপয় স্থানে যে এবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইল; স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা তাহা এ স্থানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরে শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয় কএকটী মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিলে পর রজনী ৬৷৷০ ঘটিকার সময় পুনরায় সায়ংকালীয় উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় ত্রিবিধ যোগ বিষয়ে একটী গূঢ় জীবন্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। আমরা স্থান সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তাঁহার সমস্ত উপদেশ পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত যোগ, ও আপনার বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত যোগ, ব্রাহ্মদিগের যাহা এক্ষণে অভাব তদ্বিষয়ই তিনি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পরে ১২ জন ব্রাহ্ম দীক্ষিত হইলেন, অতঃপর এই সঙ্গীত করিয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।

রাগিণী বেহাল তাল আড়া।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহেনা যে আর। ইচ্ছা হয় ঐ চরণ তলে পড়ে থাকি অনিবার।

কোথায় শুনিব আর এমন মধুর নাম, কোথায় পাইব আর এমন আনন্দ ধাম।

সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ, ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার; রাখ ক্রীতদাস করে, একেবারে এ পাপীরে, নিয়ত ব্রহ্ম উৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে, অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার; বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত, পাইল জীবন কত সন্তান তোমার।

এবারকার উৎসব আমাদের জীবনের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিয়াছে,

দয়াময় পিতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আগামী বৎসরে শতগুণ উৎসাহ ও প্রেম ভক্তিতে তাঁহার উৎসব করিতে পারি।

মাঘোৎসব।

১১ই মাঘ, ১৭৯২ শক।

১

ধরে কি মধুর সাজ,
প্রাণের উৎসব আজ
মন প্রাণ কেড়ে নিতে প্রকাশিত হইল;
ভাই ভগ্নীগণ মোর ঘরে আসি মিলিল।
মাদৃশ কলঙ্কী যারা,
পিতার মন্দিরে তারা
ডাকিবে পিতারে আজ এই কথা স্মরিলে,
আনন্দ ধরে না মনে ভাসি অশ্রুসলিলে।

২

কে জানিত এ মন্দির
এখানে তুলিবে শির?
ছিলাম কোথায় পড়ে! ভাবি নাই স্বপনে
এত যে আনন্দ মিলে ঈশ্বরের ভবনে।
করে সে আস্বাদ দান
আজ দেখি মন প্রাণ
জনমের মত পিতা লয়েছেন কাড়িয়া;
আর যে উঠে না পদ যাইবারে ছাড়িয়া।

৩

লোকে বলে ছেড়ে আয়,
ছাড়িতে কি পারি তাঁয়,
ভুলিয়াছি সব কষ্ট আসি যাঁর ভবনে,
বোঝে না অবোধ লোকে তাঁরে ছাড়ি কেমনে।
যাদের প্রফুল্ল মুখ
দেখে যায় সব দুখ
সেই ভাই ভগ্নীগণে কোন প্রাণে ছাড়িব?
এমন আনন্দ হায়! আর কোথা পাইব?

৪

এক চল্লিশ বৎসরে
দেশে দেশে ঘরে ঘরে।
পিতার নামেতে লোক হইল পাগল রে!
যত সব পাপী তাপী মুছে অশ্রু জল রে;
কোথা বঙ্গ হীনবেশ
কোথা বা ইংলণ্ড দেশ
আমার পিতার নামে দশদিক পূরিল;
মাদৃশ সহস্র পাপী নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল।

উঠ পুত্র কন্যাগণ!
বলে পিতা আবাহন
করিছেন; কি আশ্চর্য্য! সে আহ্বানে তাঁর রে
ছুটে শত নরনারী ফেলিয়া সংসার রে।
মোহরাত্রি হলো ভোর,
ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর
দশ দিকে ধায় লোক পাগলের প্রায় রে!
ব্রহ্মনামে আজ দেশ ভেসে বুঝি যায় রে!

৬

পিতার মধুর ডাকে,
কার সাধ্য ঘরে থাকে?
না খুলিতে দ্বার কেন নিজে খুলে যায় রে!
না তুলিতে নিজে পদ সমীপেতে ধায় রে!
অসভ্য সুসভ্য সব
করিয়া আনন্দরব
একত্র মিলিত হয়ে করিছে কীর্ত্তন রে;
এহতে অদ্ভুত দৃশ্য কে দেখে কখন রে?

৭

ছাড় লজ্জা, ছাড় ভয়,
জয় পিতা দয়াময়!
বলিয়া হৃদয় খুলে মৃদঙ্গ বাজাও রে!
বিজয়ী ব্রহ্ম নাম মুক্ত কণ্ঠে গাও রে।
এখনো নিদ্রিত যারা
এখনি উঠিবে তারা
মাদৃশ সহস্র ভাই পাইবে আবার রে,
পিতার ঘরেতে লোক ধরিবেনা আর রে।

৮

ভাইগণ! ভগ্নীগণ!
করিয়াছ আগমন
কি দেখিতে কি লইতে, আজ এই ঘরে হে?
কি সম্বল করি লবে সম্বৎসরের তরে হে?
দীপমালা, লোক জন
করে শুধু দরশন
যাবে কি সন্তুষ্ট হয়ে নিজস্থানে ফিরিয়া?
বাহির লইয়া শুধু থাকিবে কি ভুলিয়া?

৯

উৎসবের সার যিনি
ভাই গণ! কোথা তিনি?
ডাক তাঁরে, তিনি বিনা সব শূন্যময় হে;
শ্মশান সমান এই উৎসব আলয় হে।
এক প্রাণে সর্ব্ব জন
ডাক ভাই ভগ্নীগণ!
প্রাণের পিতারে স্থান দাও প্রাণআসনে;
তাঁহারে হৃদয়ে করে লয়ে যাও ভবনে।

এস দেখি সব ভাই
একত্র হইয়া গাই
দেখা দাও দেখা দাও দেখা দাও বলিয়া
এখনি পাইব দেখা তাঁর মুখ দেখিয়া,
কৃতার্থ হইবে সবে;
মায়ের উৎসব তবে
সার্থক উৎসব হবে; ফিরে গিয়ে ঘরেহে।
মাতার প্রদত্ত ধন দেখাব অপরে হে।

প্রার্থনা।

১

কোথা পিতা দয়াময়!
দেখা দাও এ সময়;
পুত্র কন্যাগণ আজ তব ঘরে আসিয়া,
তোমাকে ডাকিছে পিতা দেখা দাও বলিয়া।
দেখা দাও দয়াময়!
উৎসব সফল হয়
তোমারে পাইলে নাথ! তা যদি না হয় হে,
উৎসব পাপের ভোগ বই কিছু নয় হে।

২

সব কায পরিহরে,
এসেছি তোমার ঘরে,
আজ ভাই ভগ্নী মিলে দেখিতে তোমায় হে!
দেখা দাও তা হইলেই হৃদয় জুড়ায় হে,!
কি হইবে আড়ম্বরে
হে নাথ! তোমার তরে
প্রাণ যে কাঁদিয়া বলে কোথা দয়াময় হে!
তাই আজ ডাকিতেছি কোথা দয়াময় হে।

৩

উৎসবের শেষ হলে
নানা স্থানে যাব চলে
ভাই বোন পুনরায় কে যাবে কোথায় হে!
এই বেলা পিতা কিছু করনা উপায় হে!
আগামী বৎসর তরে
দাওনা সম্বল করে;
আনন্দ বদনে সবে দেশে দেশে যাই হে!
তোমার প্রদত্ত ধন সবারে দেখাই হে।

৪

পিতা বড় আশা করে
আসিয়াছি তব ঘরে
অধিক কি কব আর? কার কিবা চাই হে!
অন্তর্যামি পিতা তুমি, অগোচর নাই হে।
দাও পিতা দরশন
ডাকে পুত্র কন্যাগণ
এ রাত তোমার কাছে অধিক না চায় হে;
এহলেই তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরে যায় হে।

১৫

কর পিতা আশীর্ব্বাদ
ঘুচাইয়া বিসম্বাদ
এই রূপে মিলে সবে বৎসরে বৎসরে হে,
তোমাকে পুজিয়া যাই আসি তব ঘরে হে।
যত কাল থাকে প্রাণ
করি তবগুণ গান,
যখন মরিব যেন এই দেখে মরি হে,
করেছি তোমার সেবা প্রাণপণ করি হে।

THE RIGHT MUST WIN.

Oh it is hard to work for God,
To rise and take his part
Upon this battle-field of earth,
And not sometimes lose heart!

He hides Himself so wondrously,
As though there were no God;
He is least seen when all the powers
Of ill are most abroad.

Or He deserts us at the hour,
The fight is all but lost;
And seems to leave us to ourselves,
Just when we need Him most.

It is not so, but so it looks;
And we lose courage then;
And doubts will come if God hath kept
His promises to men.

Ah! God is other than we think;
His ways are far above,
Far beyond reason's height, and reached
Only by child-like love.

The look, the fashion of God's ways,
Love's lifelong study are;
She can be bold, and guess, and act,
When reason would not dare.

Thrice blest is he to whom is given,
The instinct that can tell
That God is on the field when He
Is most invisible.

Blest, too, is he who can devine
Where real right doth lie,
And dares to take the side that seems
Wrong to man's blindfold eye.

Then learn to scorn the praise of men,
And learn to lose with God;
For Jesus won the world through shame,
And beckons thee His road.

For right is right, since God is God;
And right the day must win;
To doubt would be disloyalty,
To falter would be sin.

Prayer.

The prayers I make will then be sweet indeed
If Thou the spirit give by which I pray:
My unassisted heart is barren clay,
That of its native self can nothing feed:
Of good and pious works Thou art the seed,
That quickens only where Thou say'st it may:
Unless Thou show to us Thine own true way
No man can find it: Father! Thou must lead.
Do Thou then breathe those thoughts in my mind
By which such virtue may in me be bred
That in Thy holy footsteps I may tread:
The fetters of my tongue do Thou unbind,
That I may have the power to sing of Thee,
And sound Thy praises ever-lastingly.

"Not thou from us."

Not Thou from us, O Lord, but we
Withdraw ourselves from Thee.
When we are dark and dead,
And Thou art covered with a cloud,
Hanging about Thee, like a shroud,
So that our prayer can find no way,
Oh! teach us that we do not say
"*Where is Thy brightness fled?*"
But that we search and try
What in ourselves has wrought this blame;
For Thou remainest still the same,
But earth's own vapours earth may fill
With darkness and thick clouds, while still
The sun is in the sky.

The Children's Heaven.

The infant lies in blessed ease
Upon his mother's breast;
No storm, no dark, the baby sees
Grow in his heaven of rest.
His moon and stars, his mother's eyes;
His air, his mother's breath.
His earth her lap; and there he lies,
Fearless of growth and death.

And yet the winds that wander there
Are full of sighs and fears;
The dew slow falling through that air,
It is the dew of tears.
Her smile would win no smile again,
If the body saw the things
That rise and ache across her brain,
The while she sweetly sings.

Alas, my child! thy heavenly home
Hath sorrows not a few!
So! clouds and vapours build its dome,
Instead of starry blue.
Thy faith in us is faith in vain—
We are not what we seem.
O dreary day! O crude, pain,
That wakes thee from thy dream!

Dream on, my babe, and have no care,
Half-knowledge brings the grief:
Thou art as safe as if we were
As good as thy belief.
There is a better heaven than this
On which thou gazest now;
A truer love than in that kiss;
A peace beyond that brow.

We all are babes upon His breast
Who is our Father dear;
No storm invades that heaven of rest!
No dark, no doubt, no fear.
Its mists are clouds of stars inwove
In motions without strife;
Its winds, the goings of His love;
Its dew, the dew of life.

We lift our hearts unto Thy heart,
Our eyes unto Thine eye,
In whose great light the clouds depart
From off our children's sky.
Thou lovest—and our babes are blest,
Poor though our love may be;
Thou in thyself art all at rest,
And we and they in thee.

সংবাদ।

প্রধান আচার্য্য মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করিতেছেন, তাঁহার মুখের উপদেশ এ সময়ে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে সন্দেহ নাই। সাধারণের উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া মফস্বলবাসী ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগকে উৎসাহী করুণ এই আমাদের বাসনা। তাঁহার নিকট আমাদের বিশেষ প্রার্থনা এই যে তথাকার অসহায় দীন দুঃখী নিরাশ্রয় ব্রাহ্মদিগের মুখের দিকে যেন একটু দৃষ্টি করেন এবং যাহাতে সমাজের বেদীর উপর আর অব্রাহ্ম ব্যবহার প্রশ্রয় না পায় তাহা করেন।

"ধ্রুব ও প্রহ্লাদ" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রচার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে মূল্য ছয় আনা মাত্র। সংগীত দ্বিতীয় ভাগ দুই আনা মূল্য।

আগামী রবিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে মাসিক উপাসনা হইবে। ঐ দিবস অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ইটালী বেনেপুকুরে বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনা ও বক্তৃতা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

ধৰ্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়দিগকে পুনরায় অবগত করিতেছি যে প্রত্যেককে মূল্যের জন্য পত্র লিখিতে হইলে আমাদিগের অনেক ক্ষতি হয়, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, ১৩ নং ভবনে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে, ২২শে তারিখে মুদ্রিত হইল

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
৩য় সংখ্যা

১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২॥০
ডাকমাশুল ১৷০

ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ।

দয়াময় পরমেশ্বর যে দিনে এই দুর্ব্বল পাপ-ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন সেই দিন হইতেই ইহার সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার জীবন ও পুণ্যের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে; সেই অবধি অন্ধকারের পরিবর্ত্তে আলোক ও অধীনতার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা প্রকাশিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে আজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, তথাপি ইহার উচ্চ পবিত্র আদর্শ সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট উৎকৃষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় আদর্শ ও উপাসকগণের সহিত ইহার কিরূপ পবিত্র সম্বন্ধ তাহা সকল ব্রাহ্মেরই অবগত হওয়া আবশ্যক। একটি সার্ব্বভৌমিক উদার পরিবার সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত লক্ষ্য। সেই অনন্ত করুণার সাগর অখিলপতিই ইহার প্রাণ ও উপাস্য। তিনিই সাধারণ সমস্ত উপাসকগণের এক মাত্র পিতা আর সমস্ত নরনারী সেই পরিবারের পুত্র কন্যা। সেই প্রেমময় অনন্ত ঈশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নিকৃষ্ট লক্ষ্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ও জাতি নির্ব্বিশেষে ইহার উদারতা, ব্যক্তি বিশেষের আধিপত্য চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কাহারও অনুরোধ এখানে স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মসমাজে কেবল ঈশ্বরের আধিপত্য ও সত্যের অনুরোধ রক্ষিত হইবে। এখানে জগতের প্রত্যেক সাধু স্বীয় জীবনের পবিত্রতানুসারে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সমাদর পাইবেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লেশ মাত্র তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি আমি কাহার উপরে বিদ্বিষ্ট হইলে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত হইবে? প্রত্যুত সকলকে তত্তৎ সত্য ও সাধুতা অনুসারে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজ কি আর একটি নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপন করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে? না ইহা পৃথিবীর যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা চূর্ণ করিতে প্রেরিত হইয়াছে? রে কুটিল মনুষ্যগণ! আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য কি তুমি এই স্বর্গীয় উদার ব্রাহ্মসমাজকে সম্প্রদায় করিয়া তুলিবে? তুমি দুর্ব্বল ও নিজে সকল করিতে পার না, তাহা বলিয়া কি সুতীক্ষ্ণ পাষাণভেদী সত্য সকল ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত নহে? পাপী হইয়া অবিশ্বাসী হইয়া দয়াময় পিতার শরণাপন্ন হইয়াছ হও, অনাথ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছ লও কিন্তু সাবধান! আপনার অবিশ্বাস ও কলঙ্ক ইহার সহিত মিশ্রিত করিও না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের

আধ্যাত্মিক সত্য ও উৎকৃষ্ট নীতি আমার পিতার ধন বলিয়া কি গ্রহণ করিবে না? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিদ্বেষ ব্রাহ্মসমাজ কি কখন সেইরূপ বিদ্বিষ্ট নয়নে অন্যান্য সম্প্রদায়কে দেখিতে পারেন? বল উদারতা ইহার আলোক ও প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ। উদারতাই ইহার ভূষণ। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ধর্ম্মরাজ্যে এই উদারতাই একটি ঈশ্বরের বিশেষ প্রত্যাদেশ। এই ভূমণ্ডলে সেই মহান্ ভূমা ঈশ্বর আমাদের মধ্যস্থলে বিরাজমান। তাঁহার চরণে সকল সাধুর একত্র মম্মিলন, সকল শাস্ত্রের ঐশিক সত্যের একত্র সংস্থিতি, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। ঈদৃশ উদারতা জগতের পক্ষে একটী নূতন ব্যাপার! কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে ইহা দেখাইতেই হইবে!

অপর দিকে পবিত্রতা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ। যদি পবিত্রতাকে পরিত্যাগ কর তবে আর ব্রাহ্মসমাজ রহিল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। যত প্রকার অসত্য কুসংস্কার আছে ব্রাহ্মসমাজ তাহা সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মনুষ্য বিশেষের দুর্ব্বলতার জন্য একটি অসত্যও ইহার মত হইতে পারে না।

কোনরূপ পৌত্তলিকতা ত প্রশ্রয় পাইবে না বরং তাহাকে সম্যকপ্রকারে বিনাশ করিতে হইবে। কি সামাজিক কি পারিবারিক কি আধ্যাত্মিক কোন প্রকার জীবনে ইহার মধ্যে পৌত্তলিকতার সংস্রব থাকিবে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের বেদীর বিশুদ্ধতা সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতেই হইবে। সাধুচরিত্র পবিত্র হৃদয় প্রকৃত উপাসক ভিন্ন অন্য কেহ এই পবিত্র বেদীতে উপবেশন করিলে নিশ্চয় ইহা কলঙ্কিত হইবে। এক জন সুরাপায়ী কি ব্যভিচারী যদি ইহাতে স্থান পায় তাহা হইলে যে ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট হইল। পৌত্তলিকতা সংসৃষ্ট ব্যক্তি যদি ইহার উপাচার্য্য হয় তবে কি ইহার বিশুদ্ধতা বিদূরিত হয় না? অর্থের লালসা যদি ইহাকে স্পর্শ করে তবে যে ইহা পৃথিবীর নরকসমান হইল। ব্রাহ্মগণ! বাকৃপটুতার আকর্ষণে যদি আকৃষ্ট হও তবে আর ঈশ্বরকে চাহিলে কৈ? ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কি কার্য্যালয়ের দাসত্বের মত? না ধনীর মনস্তুষ্টির মত? যত দিন অর্থের সহিত যোগ ততদিন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ। ব্রাহ্মসমাজ কি ধূর্ত্ততা ও কপটতা প্রশ্রয় দিবার স্থান? সুবিধা ও পার্থিব সুখের অন্বেষণে যদি এখানে আসিয়া থাক তবে চরণ ধরিয়া বলি কেন আর পিতার গৃহকে কলঙ্কিত কর আস্তে আস্তে প্রস্থান কর। পিতার গৃহে আপনিও প্রবেশ করিবে না অন্যকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। হে পাপীতাপী মনুষ্যগণ! পিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কি তোমাদের মঙ্গল ও শান্তি হইতে পারে? কিন্তু এখানে আসিয়া সরল ও বিনীত হৃদয়ে আপনার দুষ্কর্ম্ম পাপ স্বীকার কর। কপট ব্যক্তিদিগের ন্যায়—উদ্ধতভাবে আসিও না। যে কোন সম্প্রদায়ের হউক অসত্য পাপ কুসংস্কার ঘৃণা করিতেই হইবে ও তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। এই রূপে ইহার পবিত্রতা রক্ষা করা চাই। কিন্তু এ সকল ত অভাব পক্ষের ভাব, ভাব পক্ষের সত্য কি? কি সে সেই জীবন্ত দয়াময় মহান্ পুরুষের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, কি সে তিনি প্রত্যেকের সুখ বল আশা জীবন হন ও তাঁহার নিকট হইতে সকল কর্ত্তব্য বুঝিতে পারা যায় ও তাঁহার সকল আদেশ শ্রুত হওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ত তাহাই কার্য্য। গূঢ় স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক সত্য এখান হইতে প্রচারিত হইবে। ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ, প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার দর্শন, জীবন্ত বিশ্বাস, সরল ভক্তি, স্বর্গীয় প্রেম, প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন, আত্মার নিগূঢ় পবিত্রতা ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভর, যথার্থ সরস উপাসনা আমার পিতা বলিয়া তাঁহার নিকট জীবনের প্রার্থনা, জীবনগত বৈরাগ্য, হৃদয়ের মুক্তি ও

অন্তরের পরীক্ষিত ও আস্বাদিত তত্ত্বজ্ঞান। এই সকল ভাব আচার্য্য ও উপাসকগণের জীবনে ও পবিত্র বেদীর উপদেশে প্রচারিত হইবে। ঈদৃশ জীবন্ত ভাবে মনুষ্যসমাজের পাপ-রাশি ভস্মসাৎ হইবে ইহাই ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ। হে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ! পিতার জন্য কি শরীরের এক বিন্দু রক্ত দিবে না? দুর্ব্বল পাপভারাক্রান্ত ভারতের জন্য কি এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না? দেও তোমাদের সমস্ত মনঃ প্রাণ। সমাজের ভয়ে সংসারের ভয়ে সুখবিসর্জ্জনের ভয়ে কি পিতার গৃহ অপবিত্র করিবে? তোমরা যখন পিতার নিকট হইতে এই কার্য্য পাইয়াছ তখন কি এই স্বর্গীয় কার্য্য ছাড়িতে পার? তোমাদের সামান্য শরীরের শোণিত দিয়া যে দুঃখী অত্যাচারিত ভ্রাতা ভগ্নীদিগের চরণ ধৌত করিতে হইবে। তবেই পিতার আশীর্ব্বাদলাভ করিবে। হায়! এখনও কি সুখশয্যায় শয়ান থাকিবে। ভারতের দুঃখীদিগকে সুখী করিবার জন্য আপনি দুঃখী হও দরিদ্রগণকে ধনী করিবার জন্য স্বয়ং হীন হও তবে ত পিতার সেবক হইতে পারিবে। বল জীবনশূন্য ব্রাহ্মসমাজ লইয়া আর কি হইবে? এত দিন যে ইহার স্বর্গীয় বলে পৃথিবীতে তুমুল ব্যাপার হইয়া যাইত। এখন জীবন দেও তবে ব্রাহ্মসমাজের জীবন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ ও কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ।

এই দুইটি সমাজের প্রকৃতি উদ্দেশ্য এবং আদর্শ কি তাহা আমরা সময়ান্তরে পাঠকবর্গের গোচর করিতে ইচ্ছা করি; আপাততঃ "তত্ত্ববোধিনী" এ সম্বন্ধে যে অসংগত মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং কএকটি কল্পিত অসত্য অপবাদ আমাদিগের উপর আরোপ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারই প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্পাদকের কোন স্বাধীনতা ছিল না ইহা শুনিলে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু তিনি স্বয়ং আমাদের নিতান্ত কৃপাপাত্র হইলেও সেই প্রস্তাবের দ্বারা অল্পবুদ্ধি সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের মনে যে অমূলক সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা অপনয়নার্থ আমাদিগকে এই পুরাতন অপ্রীতিকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে।

১ম। "আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃতিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম-সমাজের একটি আদর্শ সঞ্চিত আছে।" "নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সেই আদর্শ অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে এবং যে বিষয়ে যত উন্নতি হউক কোন উন্নতির সহিত তাহার বিরোধ হইবে না।"

ইহাতে আমাদের এই উত্তর যে, কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যের মধ্যে কেবল সপ্তাহান্তে এক দিন উপাসনা, তদ্ভিন্ন প্রায় অন্য কোন প্রকার উন্নতির ব্যাপারের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় এবং আর দুই এক জন যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিধানানুসারে সকল অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করি। তদ্ব্যতীত সাধারণতঃ কেবল ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দিকে পুরোহিতের দ্বারা পিণ্ডদান পূর্ব্বক গয়া গঙ্গা হরি, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যের দ্বারা বাক্যের শ্রাদ্ধ; এক দিকে ব্রাহ্মের বেশে ব্রাহ্মসমাজে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা, অপর দিকে কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দু সমাজে কুল মর্য্যাদার বিদায় হস্তগত করা; এখন মনে করুন যদি এইরূপে চিরদিন পিতা মাতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিশ্বাসের এবং উন্নতির শ্রাদ্ধ করা যায়, তবে আর বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নতিশীল কার্য্যের সহিত সেই স্থিতিস্থাপক আদর্শের বিরোধের সম্ভাবনা কি। ফলতঃ কোন উন্নতিও নাই কাহারো সঙ্গে বিরোধও নাই। যৎকালে কেশব বাবু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি উহাতে প্রবিষ্ট করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়েই বিরোধ

সংঘটিত হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা উন্নতির বিরোধী আর তাঁহারা কাহাকে বলেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেশব বাবু যাহাকে উন্নতি বলিয়া জানিতেন, কলিকাতা সমাজ তাহাকে কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করত তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তথাকার সুবিধার আদর্শ চিরদিন সমান ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যত দিন সুবিধার ধর্ম্ম সংসারে সমাদৃত হইবে তত-দিন তাহার আদর্শের প্রতিও লোকের অনুরাগ থাকিবে। দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ এক্ষণে বিচার করুন কলিকাতা সমাজ অগ্রসর হইতে না পারিয়া কেশব বাবুর কার্য্যকে কল্পনা বলিতেছেন কি না।

২য়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কলাবতী ধারাতে সঙ্গীত, বেদ বেদান্তের শ্লোক পাঠ, জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ, ইহার একটিও যদি সুশিক্ষিত ভিন্ন কাহারো উপযোগী না হয় এবং তাহার কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিলে যদি আদি সমাজ হীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আদি সমাজের ধর্ম্মকে আর সর্ব্ব সাধারণের ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারিতেছে না। কেন না আমাদের এই শিক্ষা এবং পিতার এই আজ্ঞা যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, নর নারী সাধারণের ধর্ম্ম। অতএব যদি তত্ত্ববোধিনীর মতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যে সহজ উপায়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন এইটি বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করুন। আর আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে জন কতক সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ধনী ও তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ কএকজন অনুচরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করুন; তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দিয়া যেন আর সরলাত্ম মুমুক্ষুদিগকে বঞ্চনা না করেন। কারণ ধর্ম্ম যাহা, তাহা সহজ ও সাধারণ। কিম্বা সে ধর্ম্মকে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পূর্ব্বে "হিন্দু" এই বিশেষণটি যোগ করিয়া দিবেন। লেখকের অভিপ্রায় যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে কোনরূপে সামান্য লোক-দিগের সমাজ বলিয়া জগতে প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। পৃথিবীতে এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে। অন্ধকার আলোকের গভীর প্রভেদ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

৩য়। "খৃষ্ট ব্রাহ্ম-সমাজের মস্তক, খৃষ্ট ব্যতিরেকে ভারত বর্ষের পরিত্রাণ নাই; খৃষ্ট দ্বারা আসিয়া ও ইয়োরোপ একত্রিত হইবে।"

এই কএকটি কথার উত্তরে আমরা এই বলিতেছি যে, কোটেসনের চিহ্ন দিয়া কথা কএকটি লিখিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, যদি লেখক ঐ বাক্যের সত্যতা সাধারণের নিকট প্রমাণ করিতে চাহেন, তবে ঐ সকল কথা কোথায় পাইয়াছেন এবং তাহা কোন্ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই মূল ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এবং ব্রাহ্ম সাধারণকে বাধিত করিবেন। নতুবা তাঁহার ঐ কথাগুলি আপনার মনঃকল্পিত অসত্য কথা বলিয়া জগতে পরিগণিত হইবে।

৪র্থ। ইতিমধ্যে একদিন দেবেন্দ্র বাবুর সহিত কেশব বাবুর এই কথা হইয়াছিল যে, যথার্থ রূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া ৫।৭ জন লোক উপাসনা করিতে পারে কি না সন্দেহ। লেখক মহাশয় সেই স্থলে বসিয়া ছিলেন এবং ঐকথাকে আপনার আরোপিত অপবাদের প্রমাণার্থ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহার মনোগত ভাব যে তবে কেশব বাবু মধ্যবর্ত্তী আনিতে চাহেন; কিন্তু ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে প্রবল পরাক্রম সহকারে কালা পাহাড়ের ন্যায় কপটতা ও পৌত্তলিকতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে লেখক কি তাহার গভীর শব্দ এতদিন শ্রবণ করেন নাই? উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখিবারই জন্য যে কলিকাতা সমাজের বেদীর উপাচার্য্য-

গণের জাতিভেদ চিহ্ন উপবীত লইয়া এবং সমুদায় কার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানানুসারে সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সমাজের সভ্যগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন সম্পাদক কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? দেবেন্দ্র বাবুর সহিত কেশব বাবুর ঐ গোপনীয় কথার বিপরীত অর্থ লইয়া সম্পাদক যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন কেশব বাবু খৃষ্টকে মধ্যবর্ত্তী রূপে গ্রহণ করিতে বলেন। কি ভয়ানক চতুরতা! দেবেন্দ্র বাবুও এই কথা সে দিন ব্রহ্মমন্দিরে বলিয়া ছিলেন যে, খৃষ্টের দ্বারাই ইয়োরোপে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে এবং তাহারই দ্বারা আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়াছে। ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। ১৭৮৬ শকের পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপন দিয়া কেশব বাবুকে সমাজ হইতে দেবেন্দ্র বাবু বিদায় করেন, ১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসে "যিশুখৃষ্ট ইয়োরোপ ও এসিয়া" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ইহাতেই কেশব বাবুর খৃষ্ট সম্বন্ধে মত প্রথম বাহির হইয়াছিল; তবে আর নিরপরাধী খৃষ্ট কেমন করিয়া বিবাদের কারণ হইলেন? যাহা-হউক কেশব বাবুকে তাঁহারা যে বিদায় করিয়া দিয়াছেন এ সত্যটি এখন স্বীকার করিতেছেন, যদিও তিনি ট্রষ্টী মহাশয়ের রাজকীয় ঘোষণা পত্র পাইবা মাত্র সসম্ভ্রমে সমাজ পরিত্যাগ করেন। খৃষ্ট প্রভৃতি মহৎ লোক এবং বিশেষ করুণা, ভক্তি দ্বারা মুক্তি, অনুতাপ, গুরুভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি মতভেদ সম্বন্ধে গত বর্ষের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে কেশব বাবুর নিম্ন লিখিত উদার এবং নিরপেক্ষ মত প্রকাশিত আছে।

"এ সকল বিষয়ে আমারদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে, ও থাকাও আবশ্যক, কিন্তু তাহা অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। যিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন তিনি ব্রাহ্ম এবং যিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন তিনিও ব্রাহ্ম। এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারন বিষয়ে এক মত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। মূল মতে যত দিন বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন ব্রহ্মমন্দিরে একত্র উপাসনা করিব।"

এতদ্ভিন্ন সম্পাদক অনেক অসংগত এবং পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আবরণে চতুরতাকে গোপন করিতে গিয়া আপনার জালে আপনি পতিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে হিন্দু পেট্রিয়টে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। আমরা সে সকল অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া আর পরিশ্রম নষ্ট করিতে পারি না। এক্ষণে উপসংহার কালে সম্পাদক ও কলিকাতা সমাজের বন্ধুদিগকে আমাদের এই উপদেশ যে, তাঁহারা দুই দিক রক্ষা করিতে গিয়া এই ঊনিশ শতাব্দীতে যেন আর কৃতবিদ্য উন্নতিশীল লোকদিগের নিকট উপহাস্যাস্পদ না হন। হিন্দুদিগের শিবের মন্দির করিয়া যদি সমাজকে রাখিতে চান রাখুন, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি কেবল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসমাজের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই, প্রকাণ্ড হিমালয় সদৃশ ভারতবর্ষীয় সমাজের গাত্রে যেন কখন আঘাত না করেন; তাহা হইলে যে কিঞ্চিৎ পদার্থ আছে তাহা প্রতিঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহার ভীষণ বেগগামী উন্নতির প্রবাহের সম্মুখে কোন প্রকার অসত্য কপটতা বুদ্ধিকৌশল চাতুরী কার্য্যকর হইবে না। যদি ভারতবর্ষীয় সমাজকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে একটু সামার্থ্য এবং সরলতা আবশ্যক করিবে। উপযুক্ত পুত্রের সহিত বৃদ্ধ পিতার বন্ধুতা রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

নূতন শ্লোক।

পিতা নো জগতাং নাথঃ
ভ্রাতরো মানবা স্তথা॥
মূলমেতদ্ধি ধর্ম্মস্য
ব্রাহ্মাণাং পরিকীর্ত্তিতং॥

জগতের অধিপতি পরমেশ্বর আমাদের পিতা এবং সমুদায় মনুষ্য আমাদের ভ্রাতা ব্রাহ্মদের ধর্ম্মের মূল এই।

জ্ঞানেন সুকৃতৈ শ্চাপি
মূল্যৈ মুক্তি র্নলভ্যতে।
পাপসাগর সন্তারে
নৌরেকা ব্রহ্মণঃ কৃপা ॥

জ্ঞান কিম্বা সৎকার্য্য রূপ মূল্যদ্বারা মুক্তি লাভ হয়না কেবল মাত্র ব্রহ্মকৃপাই পাপসাগরে তরণীস্বরূপ।

ভব ভদ্র নতঃ পূর্ব্বমুন্নতৌ যদি তে স্পৃহা
ভব দীনো দরিদ্রশ্চ পরমার্থে যদি স্পৃহা।
মন্যস্বাত্মানমজ্ঞানং জ্ঞানায় স্পৃহসে যদি
নিকৃষ্টং জীবনং পূর্ব্বং জহি প্রাণান্ যদীচ্ছসি ॥

হে ভদ্র যদি উন্নতি চাও পূর্ব্বে নত হও, যদি পরমার্থ লাভে স্পৃহা থাকে দীন ও দরিদ্র হও, জ্ঞান লাভে যদি ইচ্ছা থাকে আপনাকে অজ্ঞান মনে কর, যদি প্রাণ চাও নিকৃষ্ট জীবনকে পূর্ব্বে নাশ কর।

দয়ান্যায়স্তথাসত্যং প্রত্যহং ব্রহ্মপূজনং ॥
জ্ঞেয়ান্যেতানি ধর্ম্মস্য লক্ষণানি সমাসতঃ ॥

দয়া ন্যায় সত্য ও প্রতিদিন ব্রহ্মপূজা এই কয়টী সংক্ষেপে ধর্ম্মের লক্ষণ জানিবে।

জীবন্তি প্রানিনঃ সর্ব্বে বেষ্ঠন্তে তরুবীরুধঃ।
ব্রহ্মণা প্রাণভূতেন যোজীবতি সজীবতি ॥

সকল প্রাণীই জীবন ধারন করে তরুলতাদিও জীবিত থাকে কিন্তু প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর দ্বারা যিনি জীবিত তিনিই যথার্থ জীবিত।

ব্রহ্মৈব নঃ পিতা ব্রহ্ম প্রভু ব্রহ্ম সখাচনঃ।
ধনং ব্রহ্ম ব্রহ্ম সম্পৎ ব্রহ্ম শান্তি স্তথাক্ষয়া ॥
ব্রহ্ম শাস্ত্রং গুরু ব্রহ্ম ব্রহ্ম মুক্তি স্তথাগতিঃ
ব্রাহ্মাণাং ব্রহ্মবিদ্যেব পরা বিদ্যেতি গীয়তে ॥

ব্রহ্মই আমাদের পিতা ব্রহ্মই আমাদের প্রভু, ব্রহ্মই, আমাদের সখা, ব্রহ্মই আমাদের ধনও ব্রহ্মই আমাদের সম্পৎ; ব্রহ্মই আমাদের অক্ষয় শান্তি; ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্র, ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের মুক্তি, ব্রহ্মই আমাদের গতি; ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের পরা বিদ্যা।

নেত্রয়োর্ভূষণং ব্রহ্মদর্শনং শ্রুতিভূষণং
ব্রহ্মনাম ব্রহ্মপাদৌ হস্তয়োর্ভূষণং সদা
ব্রহ্মণঃ সহবাসশ্চ প্রাণানাং ভূষণঞ্চনঃ
ব্রহ্মসেবা তথাস্মাকং স্বর্গাদপি পরা মতা ॥

ব্রহ্মদর্শন আমাদের নেত্রভূষণ; ব্রহ্মনাম আমাদের শ্রুতিভূষন, ব্রহ্মপদ আমাদের হস্তভূষণ; ব্রহ্মসহবাস আমাদের প্রাণের ভূষণ, ব্রহ্মসেবা আমাদের স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

আগতপ্রায় এবাসৌ কালোযস্মিন্নেয়ং ধরা
পূর্ণা ভবেৎ জনৈ ভ্রাতৃভাবেন মিলিতৈঃ সুখং।
গায়ন্তি মহিমানঞ্চ ঈশ্বরস্য সমস্বরৈঃ
ভ্রাতৃভগ্নী সমং সর্ব্বান্ সেবমানৈঃ পরস্পরং ॥

সেই সময় আসিতেছে যখন এই পৃথিবীর সমুদায় লোক ভ্রাতৃ ভাবে মিলিত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বরের মহিমা গান করিবে এবং ভাই ভগ্নীর ন্যায় পরস্পরের সেবা করিবে।

শ্লোক সংগ্রহ।

ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনং।
ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধ তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥
অ, রা, ১ কা, ২ ম, ১৬ শ্লো,

ক্রোধ হইতে মনস্তাপ হয়, ক্রোধ সংসারের বন্ধন, ক্রোধ ধর্ম্ম নষ্ট করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বকং জীর্ণং সবৈ পুরুষ উচ্যতে
আ, প, ৭৯ অ, ঐ ২২ শ্লো,

সর্প যেরূপ পুরাতন ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেই রূপ যিনি প্রজ্জ্বলিত ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা নিরসন করেন, তিনিই মনুষ্য বলিয়া উক্ত হয়েন।

উদারমেব বিদ্বাংসো ধর্ম্মঃ প্রাহুর্মনীষিণঃ।
উদারং প্রতিপদ্যস্ব নাবরে স্থাতু মর্হসি ॥
ব, প, ৩৩ অ, ১৩১৫ শ্লো,

পণ্ডিতেরা উদারতাকেই মহৎব্যক্তির ধর্ম্ম বলেন। অতএব উদার হও, কখন নীচচিত্তে অবস্থান করিও না ॥

পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাভ্রণেবে চন্দ্রমাঃ ॥
ব, প, ২০৬ অ, ১০৭৫৫ শ্লো,

কোন ব্যক্তি যদি অগ্রে পাপ করিয়া পশ্চাৎ মঙ্গলের অনুসরণ করে, তবে মহামেঘে আবৃত চন্দ্রমার ন্যায় সে পূর্ব্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতিচ করোতিচ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥
ব, প, ২০৯ অ, ১৩৯০৬ শ্লো,

যে ব্যক্তি পাপ চিন্তা করে, পাপালাপ করে এবং পাপ কর্ম্ম করে, সেই অধর্ম্মে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সমুদায় সাধু গুণ বিনষ্ট হয়।

সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং।
তুষ্টে র্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক প্রতিতিষ্ঠতি ॥
শা, প ২১, অ, ৬১৬ শ্লো,

সন্তোষই পরম স্বর্গ, সন্তোষই পরম সুখ, তুষ্টি

হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। অতএব সন্তুষ্টি সর্ব্বদা প্রশংসনীয়।

নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥
যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলুজীবিতম্।
কৃতে ধর্ম্মে ভবেৎ কীর্ত্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখং॥

শা, প, ১৭৫ অ, ৬৫৩৭৩৮ শ্লো,

কত বিষয়ের মধ্যে করা হইল না, মৃত্যু ইহার প্রতীক্ষা করে না। কে জানে যে, কাহার অদ্য মৃত্যু সমুপস্থিত হইবে। অতএব যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হওয়া শ্রেয়ঃ কারণ জীবন নিশ্চয়ই অনিত্য। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহলোকে সৎকীর্ত্তি এবং পরলোকে সুখ হয়।

যস্য বাঙ্‌মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্নুয়াৎ॥

শা, প, ১৭৫ অ, ৬৫৫৭ শ্লো,

যাঁহার বাক্য ও মনঃ সদা সম্যক্ প্রকারে বশীভূত তিনি তপ ত্যাগ সত্য এবং পরমাত্মাকে লাভ করেন।

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবং॥
ক্ষমাচৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে সসুখী ভবেৎ

শা, প, ২১৫ অ, ৭৭৯৮ শ্লো,

অহিংসা, সত্য বাক্য, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ক্ষমা, অপ্রমত্ততা, এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন।

নাপধ্যায়েন্ন স্পৃহয়েন্নাবদ্ধং চিন্তয়েদসৎ॥
অথামোঘ প্রযত্নেন মনো জ্ঞানে নিবেশয়েৎ।

শা, প, ২১৫ অ, ৭৮০১ শ্লো,

অসদ্বিষয়ের অনুধ্যান করিবে না, অসদ্বিষয় স্পৃহা করিবে না। সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞানে মন সন্নিবিষ্ট করিবে॥

সত্যাংবাচ মহিংপ্রাঞ্চ বদেদনপবাদিনীং।
কল্পাপেতা মপরুষামনৃশংসামপৈশুনাং॥

ঐ ৭৮০৩ শ্লো,

অহিংস্র, পরনিন্দা ও বিকল্প বর্জ্জিত অকর্কশ অনৃশংস এবং খলতাশূন্য সত্য বাক্য বলিবে।

সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
সুখং লোকে বিপর্য্যেতি মনশ্চাস্য প্রসীদতি॥

শা, প, ২২০ অ, ৭৯৮৮ শ্লো,

যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় বশবর্ত্তী তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগরিত হন, এবং সুখে সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহার মনঃ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে।

অনুসূয়া ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
সত্যং দানমনয়োসো নৈষমার্গো দুরাত্মনাং

অসূয়াশূন্যতা ক্ষমা, শান্তি সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য দান এ সকল দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের অনায়াসে প্রাপ্য নহে।

ন পণ্ডিতঃ ক্রুধ্যতি নাভিপদ্যতে
ন চাপি সংসীদতি ন প্রহৃষ্যতি।
ন চাতিকৃচ্ছ্র ব্যাসনেষু শোচতে
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ।

শা, প, ২২৬ অ, ৮২০১ শ্লো।

পণ্ডিত ব্যক্তি কখন ক্রোধ করেন না এবং অন্যে ও কখন তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। তিনি কখন অবসন্ন এবং কখন অতি মাত্র হৃষ্ট হন না। অতিশয় কষ্টকর আপদ উপস্থিত হইলেও কখন তিনি শোক করেন না। তিনি সর্ব্বদা হিমবানের ন্যায় অটল হইয়া প্রকৃতিতেই অবস্থান করেন।

অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাভিমন্যেত কিঞ্চন।
ক্রুধ্যমানঃ প্রিয়ং ব্রূয়াদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ॥

শা, প, ৭৯ অ, ৯৯৭২ শ্লো,

কেহ বিরুদ্ধে বাক্য বলিলে ধৈর্য্যের সহিত তাহা বহন করিবে, সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছুই মনে করিবে না। ক্রোধ জন্মাইলে প্রিয় বাক্য বলিবে এবং কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই করিবে।

যদ্‌যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ।
অতিরিক্তৈঃ সংবিভজেদ্ভোগৈরন্যানকিঞ্চনান্॥

২৬০ অ, ৯২৫১ শ্লো,

যাহা যাহা আপনাতে ইচ্ছা হয় পরের জন্যও সেই সেই বিষয় মনে করিবে। স্বীয় প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহানন্তর যাহা অতিরেক হয় তাহা দুঃখিগণকে বিভাগ করিয়া দিবে।

যেনাত্যুক্তঃ প্রাহুরুক্ষং প্রিয়স্বা
যোবা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ॥
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্ত
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যং॥

শা, প, ৩০১ অ, ১১০০৮ শ্লো,

যিনি অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রুক্ষবাক্য প্রয়োগ

করেন না এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয়বাক্য বলেন না। যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না এবং হন্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছা করেন না তাঁহাকে এ সংসারে দেবতারাও নিয়ত স্পৃহা করিয়া থাকেন।

শ্বঃ কর্ম্মমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং॥
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতংবা স্য ন বা কৃতং॥
শা, প, ৩২৩ অ, ১২১১৬ শ্লো,

কল্যকার কর্ম্ম অদ্য করিবে, অপরাহ্নের কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে করিবে। কারণ কি করা হইয়াছে বা না করা হইয়াছে মৃত্যু ইহার প্রতীক্ষা করে না।

পুলাকইব ধান্যেষু পূত্যন্তইব পক্ষিষু॥
তদ্বিধাস্তে মনুষ্যেষু যেষাং ধর্ম্মো ন কারণং॥
শা, প, ৩২৪ অ, ১২১৪৪ শ্লো,

ধান্যের যেরূপ পুলাক, পক্ষির যেমন পুতি অণ্ড, ধর্ম্ম যাহাদিগের জীবনের কারণ নয় মনুষ্যের মধ্যে তাহারাও সেইরূপ।

আনৃশংস্য পরোধর্ম্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলং॥
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং॥
শা, প, ৩৩১ অ, ১২৪৩৩ শ্লো,

পরমন্দৈষণাবর্জ্জন পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞান পরম জ্ঞান এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগত শ্চরেৎ॥
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥
এ, ঐ, ১২৪৩৯ শ্লো,

কোন জীবের প্রতি হিংসা করিবে না সর্ব্বদা মৈত্রী পরায়ন হইয়া বিচরন করিবে। এই জন্ম লাভ করিয়া কাহার সহিত বৈর করিবে না।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
শ্রোতাংসি সর্ব্বানি ভয়াবহানি॥
ঐতরেয় উপনিষৎ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলার সাহায্যে সংসারের সমুদায় ভয়াবহ স্রোতঃ উত্তীর্ণ হয়েন।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মান মাত্মনা॥
স সর্ব্বসমতা মেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনং॥
সম্যগদর্শন সম্যান্নঃ কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে॥
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে॥॥

এই রূপে যিনি অন্তরাত্মা দ্বারা সর্ব্বভুতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনি সকলের প্রতি সমভাব লাভ করিয়া সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে সম্যক দর্শন সম্পন্ন হওয়াতে কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। যাঁহারা পরব্রহ্মকে এ রূপে দর্শন করিতে না পান তাঁহারা সংসারকে প্রাপ্ত হন।

ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধঃ পরমা মতা॥
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগৈর্নাত্মদর্শনং।

জীবের ঈশ্বর জ্ঞানই পরম শুদ্ধি, যোগ দ্বারা পরমাত্মা দর্শন এইটি পরম ধর্ম্ম।

আত্মজ্ঞঃ শোকসন্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন॥
মৃত্যোঃ সকাশাৎ স্মরণাৎ অথবান্য কৃতাদ্ভয়াৎ॥

যিনি পরমাত্মাকে জানিয়াছেন তিনি সম্যক প্রকার শোক হইতে উতীর্ণ হইয়াছেন তিনি মৃত্যু দর্শনে স্মরণে অথবা অন্য কৃত ভয়ে কোথাহইতে ও ভয় পাননা।

উগ্রৈস্তপোভি র্বিবিধৈ র্দানৈর্নানাবিধৈরপি॥
ন লভন্তে তমাত্মানং লভন্তে জ্ঞানিনঃ স্বয়ং।

বিবিধ প্রকার উগ্র তপ নানাবিধ দান কিছুতেই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়না স্বয়ং জ্ঞানী পরমাত্মাকে লাভ করেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি যঃ।
লিখতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।

পদ্মপত্রে জল যেমন সংস্পৃষ্ট হয়না তেমনি যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরব্রহ্মে কার্য্য সমর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি কখন পাপে লিপ্ত হননা।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈ রিন্দ্রিয়ৈ রপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগিগন আত্মশুদ্ধির জন্য কায়মনঃ বুদ্ধি এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগ পুর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যমাদিগুণসংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাৎ আত্মানং পরমাত্মনি॥

যমাদিগুণ সম্পন্ন ইন্দ্রিয় গণকে বশীভুত করিয়া মনকে আত্মারমধ্যে এবং আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে সন্নিবেশ করিবে।

সুশীলোভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতেরতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্র মায়ান্তি সম্পদঃ॥
বি, ১ অং, ১১ অ, ২৩ শ্লো,

সুশীল ধর্ম্মাত্মা, প্রাণিগণের হিতানুরক্ত এবং সকলের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যাবহার কর। কারণ জল যেরূপ নিম্ন দিকেই গমন করে, সম্পদ তেমনি তাদৃশ উপযুক্ত পাত্রেরই নিকটস্থ হয়

গত বৎসরের প্রচার কার্য্য বিবরণ।

ব্রাহ্মসমাজের গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হয়। নানা স্থান নিবাসী সমাগত ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের অবলম্বিত প্রিয় ধর্ম্ম স্বদেশ বিদেশ মধ্যে কতদূর বিস্তৃত হইল, ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনের জন্য কতগুলি উপাসনা মন্দির সংস্থাপিত হইল, কত লোকে এবং কি প্রকার লোকে ব্রহ্মপদ ছায়া লাভে উৎসুক হইল। এই অদ্যকার আনন্দের দিনে কাহার হৃদয় না স্বদেশের হিত-চিন্তায় উন্মুখ হইবে, জগতের বর্ত্তমান ও ভাবী মঙ্গলের জন্য কে না পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিবে। আমাদিগের অমৃতবাহী উৎসবের স্রোতঃ সেই আনন্দ স্বরূপের শীতল চরণ শিখর হইতে নিস্যন্দিত হইয়া রত্নগর্ভা ভারত-বর্ষের শ্যামল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, কত ব্যক্তির পরিশুষ্ক হৃদয় নির্ঝরকে সরস করিল, এবং গ্রাম, নগর, পল্লী হইতে ভক্তি প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে বৃহদায়তন হইয়া আনন্দ কোলাহলে দেশকে প্রতিধ্বনিত করিল। অকূল সাগর পারে সুদূর ভূভাগের এক প্রান্ত হইতে মহাশব্দে ব্রহ্ম নামের ভেরী নিনাদিত হইল। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কহিল, ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে কহিল "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্য এই মুহূর্ত্তে কত স্থান হইতে ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি আকাশ মার্গে গভীর রোলে উত্থান করিতেছে, অদ্যকার সূর্য্যের অমৃত কিরণ কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার বিকসিত বদনকে উজ্জ্বল করিতেছে। উত্তর দিকের উচ্চ ভূমিতে তুষা-রাবৃত হিমগিরি, দক্ষিণে হরিদ্বর্ণ বিশাল নীলগিরি, পশ্চিমে চন্দন কানন কিরীট পরিহিত উন্নতশিখর মলয়পর্ব্বত, পূর্ব্ব দিকে আসাম ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যস্থিত সূচিভেদ্য প্রগাঢ় অরণ্য আর্য্যাবর্ত্তকে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে নিজ নিজ ললাটে সেই নামপতাকা ধারণ করিতেছে, তাহার মধ্যে এই মহোৎসব ক্ষেত্র আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া এই প্রিয় ব্রহ্ম মন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধমুখে সমুত্থিত হই-য়াছে। গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র একমাত্র পবিত্র আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রদেশে দশ দিকে একমাত্র সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নামের মহিমা বহন করিতেছে। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি সম্বৎসর কাল মধ্যে চতুর্দ্দিকে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল, আমাদিগের জীবনেই বা কি পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইল। গত বৎসর কোন নূতন শাস্ত্র আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল বিগত মহোৎসবের আনন্দধ্বনি মধ্যে স্বর্গ হইতে কোন্ পবিত্র প্রত্যাদেশ ব্রাহ্মের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল? "করসাধন ব্রহ্মের চরণ।" পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎসরে আমরা পরম পিতার দয়ার মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলাম, "সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে।" তাঁহার পদাশ্রয়ের হৃদয় গ্রাহী সৌন্দর্য্য ও পূর্ব্বে দর্শন করিয়া-ছিলাম, সেই পদছায়াতে অনেক সময় অঙ্গ শীতল হইয়া-ছিল, তাহা লাভের জন্য আত্মা ব্যাকুলিত হইয়াছিল, তাহার অভাবে যে কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিলাম কে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে? কিন্তু সেই চরণ যে সাধন করিতে হয় তাহা এত দিন জানিতাম না। সেই সাধনের বিধি গত বৎসরে প্রকাশিত হইল। কতবার শ্রবণ করিয়াছি যে ধর্ম্ম প্রচার করা, ভক্তিভাবে পরম পিতার আজ্ঞা বহন করা, যে রূপ জগতের কল্যাণ সাধন করিবার বিহিত উপায়, তেমনি আবার নিজের পরিত্রাণের একটী সর্ব্বপ্রধান পথ। কিন্তু পূর্ব্বে কখন এই সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সেরূপ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, গত বৎসরের পরীক্ষাতে যে রূপ তাহা অন্তরে মুদ্রিত হইয়াছে। বিগত সাম্বৎসরিক উৎসব শেষ হইল, বিদেশী ভ্রাতাগণ নিজ নিজ স্থানে এক বৎসরের জন্য বিদায় লইলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের মেঘ আসিয়া কলিকাতার ব্রহ্মোপাসক মণ্ডলীকে ঘেরিল। ব্রহ্মমন্দি-রের আচার্য্য দেশ ছাড়িয়া বন্ধু পরিবার পরিত্যাগ করত সজল নয়নে ইংলণ্ড যাত্রার জন্য সাগরবক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারক ভ্রাতা ও অনেকে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় কলি-কাতার অবস্থা মনে করিলে হৃদয়ে একটী পুরাতন বেদনা পুনরুত্থান করে। কলিকাতা শূন্য, ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসক গণ আশঙ্কায় ও বিষাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু ঈদৃশ অন্ধকারের মধ্যেই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় আলোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। মনুষ্য অসহায় না হইলে ঈশ্বরকে সহায় বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। অবস্থা বশতঃ আমাদিগকে নানা স্থানে একাকী বন্ধু বিহীন ও উপদেশ বিহীন হইয়া গত বৎসরে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল, এবং যখন তত্তৎ কালে আমরা প্রায় নিরাশ হইয়া আসিয়াছিলাম তখনই আমাদিগের উপর পরম পিতার বিচিত্র কৃপা প্রকাশ পাই-য়াছে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে ঈশ্বরের দ্বার আদিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার না লইলে, তাঁহার ইচ্ছা প্রতি পালন করিবার জন্য অসহায় ও বিপন্ন না হইলে তাঁহার চরণ সাধন হয় না, কারণ কেবল ঈদৃশ অবস্থাতেই পরম পিতার উপর যথার্থ নির্ভর ও প্রার্থনার কত আশ্চর্য্য ফল লাভ হইতে পারে গত বৎসরের বিবরণ তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রচারকেরা গত বৎসরে ভারতবর্ষের যে যে স্থানে প্রচার কার্য্যের জন্য গমন করেন তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

পশ্চিম বাঙ্গালা	পূর্ব্ব বাঙ্গলা	আসাম বিভাগ	উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব
হরিনাভি	বাগআচড়া	গোয়ালপাড়া	ভাগলপুর
বরাহনগর	কুষ্টিয়া	গৌহাটী	মুঙ্গের

বারাসত	কুমারখালী	তেজপুর	জামালপুর
কোননগর	ফরিদপুর	মওগাঙ্গ	পাটনা
বর্দ্ধমান	ঢাকা	শিবসাগর	দানাপুর
শান্তিপুর	ময়মনসিংহ	জব্বলপুর	এলাহাবাদ
বোম্বাই,	ম্যাঙ্গালোর,	মান্দ্রাজ	কানপুর
বোয়ালিয়া	লক্ষ্নৌ	গয়া	লাহোর

৫ই ফাল্গুণ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড যাত্রা করেন, পথিমধ্যে মিসর, কেরো, এবং ফরাসী রাজধানী পেরিস দর্শন করিয়া এক মাস চারি দিনের পর তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হয়েন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধি রূপে তিনি ইংলণ্ড দেশে যে রূপ সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সকলেই অবগত হইয়া থাকিবেন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সেই সমাদরের বিশেষ শুভ চিহ্ন এই যে তাহা সম্পূর্ণ রূপে উদার ও অসাম্প্রদায়িক, ইংলণ্ডস্থ প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমবেত হইয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতি প্রগাঢ় সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি ইহুদীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস যে রূপ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা সহস্র সহস্র শ্রোতৃগনের উপস্থিতিতে ও উৎসাহে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এক মাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের প্রত্যক্ষ যোগ যে কতদূর সম্ভব তাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তে ইংলণ্ড যে রূপ অনুভব করিল বোধ হয় আর এমন কখন করে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল কোমল গভীর আধ্যাত্মিক ভাব অভূত-পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সহকারে সেই পশ্চিম প্রদেশস্থ ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট অভ্যুদিত হইল, তাঁহাদিগের উল্লাস আশা ও প্রেমের ধ্বনি আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। এই রূপে পূর্ব্ব পশ্চিম মধ্যে সত্যের ও সদ্ভাবের বন্ধন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল এবং পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডকে একটী নূতন ও চির-স্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি ইউনিটেরিয়ন সম্প্রদায়স্থ অনেক ব্যক্তি যে প্রকার স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই হৃদয়ের সহিত তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি-তেছি। ছয় মাস কাল ক্রমাগত যৎপরোনাস্তি যত্ন সহকারে তাঁহার সমুদয় প্রয়োজন নির্ব্বাহ করা, রোগের সময় তাঁহার শরীরকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করা, আন্তরিক বাহ্যিক সকল প্রকার সাহায্য দানে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করা এ সমুদয় ঋণ আমাদিগের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। পরমেশ্বর তাঁহাদিগের উদার হৃদয়কে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদিগের সত্য-প্রিয়তাকে বৃদ্ধি করুন, তাঁহাদিগের ভক্তি বিশ্বাস সমুজ্জ্বল করুন, এবং আমাদিগের সহিত তাঁহাদিগের যোগ দিন দিন গূঢ়তর, উচ্চতর এবং অধিকতর প্রেমপূর্ণ হউক। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে এবং স্কটলণ্ডে নিম্নলিখিত নগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

লণ্ডন	ব্রিষ্টল	বাথ
বার্মিংহাম	নটিংহাম	মানচেষ্টর
লিবরপুল	লীড্‌স	সাউদামপ্টান
এডিন্‌বরা	গ্লাসগো	

গ্লাসগো নগরে তিনি যে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন তাহাতে পূর্ব্বে যে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে।

"আমরা গ্লাসগোনিবাসী নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ লোক আপনাকে আমাদিগের বাণিজ্যপ্রধান নগরীতে অন্তরের সহিত অভর্থনা করিতেছি, এবং যে শত শত প্রেম ও সদ্ভাব সূচক বাক্য সর্ব্ব সাধারণ হইতে উপহার স্বরূপ লাভ করিয়া আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন তাহার সহিত আমাদিগের শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করুন, আপনি আপনার ও ভারতবর্ষীয় বন্ধু বান্ধবগণ, এবং আমরা সকলে একই রাজার প্রজা, সুতরাং আপনাদিগের মহা-দেশের উন্নতির জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে তৎপ্রতি আমাদিগের যথোচিত সমাদর না হওয়া অসম্ভব, কিন্তু কেবল এজন্য ও নহে, যে সত্য স্বাধীনতা ও সমুদয় জগতের উন্নতির জন্য আপনি পরিশ্রম করিতে-ছেন তাহা কোন পার্থিব সীমার মধ্যে বদ্ধ নাই। অতএব আমরা আপনাকে সেই সমস্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি রূপে অভ্যর্থনা করি। যাঁহারা ভারতবর্ষে সামান্য লোকদিগের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদ্যা দানের উদ্যোগ করিতেছেন, সামাজিক রীতি নীতির পুনঃসংস্কার করিতেছেন, যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিবিধ উপায় অব-লম্বন করিতেছেন, জাতি ভেদ দূর করিয়া সাধারন মনুষ্য স্বভাবগত গভীর ভ্রাতৃভাবের স্রোতকে উন্মুক্ত করিতে ছেন এবং মৃত পৌত্তলিক উপাসনা হইতে সত্য জীবন্ত পরমেশ্বরের চরণে জনসমাজকে লইয়া যাইতেছেন। আপনি জ্ঞান বিস্তারের বন্ধু, সুরা পান নিবারণের বন্ধু, শান্তি, সামাজিক সমকক্ষতা, এবং মানবীয় তাবৎ উন্নতি-রই বন্ধু। এ সমস্ত কারণ নিবন্ধই আমরা দেশীয় ও জাতীয় সমুদয় বিভিন্নতা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাকে মনুষ্য ও ভ্রাতা রূপে সমাদর করিতেছি, এবং আপনার হৃদয়ের উচ্চ ভাব সকলকে বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী বোধ করিতেছি। আমরা আপনাকে কেবল যে অন্যের প্রতিনিধি রূপে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি তাহা নহে, কিন্তু আপনার নিজের গুণের জন্যও আপনাকে আমরা সাধু-বাদ করিতেছি। আপনি সেই প্রকাণ্ড মনুষ্য পরি-বারের এক জন ব্যক্তি যে পরিবারের বাসস্থান সমস্ত

পৃথিবী, যাঁহাদের কার্য্য ক্ষেত্র মানব প্রকৃতির সঙ্গে সমপ্রসারিত, এবং এক মাত্র পরমেশ্বর যে পরিবারের পিতা। অতএব আপনি আমাদিগের শুভতম আকাঙ্ক্ষা, আমাদিগের অন্তরতম স্নেহ ও প্রার্থনা গ্রহণ করুন। আপনি ও আপনার ভ্রাতৃগণ যেন ঈশ্বরের করুণার রক্ষিত হইয়া চিরকাল সত্য ও পবিত্রতার ব্রত সাধন করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় আসাম প্রদেশে প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচার বৃত্তান্ত তিনি নিজেই পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গলায় প্রচার করিতে গিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার নিজের বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ম্যাঙ্গালোরে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার প্রচার বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

ঢাকা জেলার অধীন বিক্রমপুরের একজন ব্রাহ্মভ্রাতা বিগত বর্ষে ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁহার শশুর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। গত ১৬ই মাঘ রজনী যোগে ঐ স্ত্রী আপন ইচ্ছামত সন্তান সহ পিতার অগোচরে স্বামীর সঙ্গে নৌকা করিয়া ঢাকায় আসিতে ছিলেন এমন সময়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতারা পশ্চাতে আসিয়া পথিমধ্যে বলপূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের বিচারের জন্য উক্ত ব্রাহ্মকে মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইয়াছে। যে উচ্চ ব্রতপালনের জন্য তিনি এই পরীক্ষায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই তিনি শান্তি লাভ করুন।

বিগত ১০ই ও ১১ই মাঘে দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে দীন দরিদ্র অন্ধ আতুর সর্ব্বশুদ্ধ অনুান পাঁচশত ব্যক্তিকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। উপাসনা কালে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৭ই ফাল্গুণ হরিনাভি ১১ই ফাল্গুণ কালীঘাট ও ১৫ই ফাল্গুণ বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিয়া আমাদিগের মাননীয় শুভাকাঙ্খী কোন কোন ভ্রাতা দুঃখিত হইয়াছেন, ইহা আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে সত্য সত্যই আমরা কয়েকটি কঠোর শব্দ ব্যবহার করিয়া ছিলাম, সে জন্য দোষ স্বীকার করিতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পরম পিতার ধর্ম্মরাজ্যে বাস করত কোন ভ্রাতা যদি বিদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মের নামে সত্যের অবমাননা করেন, তাহা আমরা প্রাণ থাকিতে কখন দেখিতে পারিব না। দুর্ব্বলতার নামে সকল দোষই উপেক্ষণীয়, কারণ আমরা সকলেই দুর্ব্বল; কিন্তু যখন ধর্ম্মের নামে অসাধুভাব চরিতার্থ হইয়া আবার তাহাকে সমর্থন করিতে দেখিব, তখন আমাদিগকে প্রতিবাদ করিতেই হইবে। সাংসারিক অবস্থা অনুসারে ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষী হইয়াও আমরা সত্যাসত্য পাপ পুণ্যের গুরু লঘু বিচার করিতে পারি না; অগত্যা সে জন্য সময়ে সময়ে অনেক ভ্রাতার নিকট আমাদিগকে অপ্রিয়ভাজনও হইতে হইবে। ব্রাহ্মগণ এবার এইটি চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, যখন আমরা আশার সহিত পুনঃসম্মিলনের আয়োজন করিতেছিলাম তখন তত্ত্ববোধিনী এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে বিনা দোষে আক্রমণ করিয়াছেন কি না। যাহা হউক, গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বের অতিরিক্ত সংখ্যা কএক খণ্ড বিক্রীত হইতে দেখিয়া ভরসা হইতেছে যে সেই কঠোর বাক্যও ব্যক্তি বিশেষের নিকট ঔষধের কার্য্য করিবে। অমিশ্র সত্য অনেক সময় আমাদিগের নিকট নীরস ও কটু বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে তাহাতে অমৃত বর্ষণ করে। ইহাতে এই একটি বিশেষ উপকার যে, অনেক ক্রিয়াহীন নিদ্রিত ব্রাহ্ম দুই একটা মত ব্যক্ত করেন। তাঁহারা যে জাগ্রৎ হইয়া আমাদিগকে সে জন্য অনুযোগ কি ভৎসনা করেন, ইহাও একটি মঙ্গলের চিহ্ন। ইহাতে যদি আমরা কোন ভ্রাতার বিশেষ মনঃক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তজ্জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আপাততঃ "ভারত সংস্কার সভার" অধীনে কলিকাতায় স্ত্রী নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে কিছু দিনের জন্য আবদ্ধ থাকিলেন।

"ভারত সংস্কার সভা" সংস্থাপন হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদিগের শ্রদ্ধেয় মহারাণী ভারতেশ্বরী এবং তাঁহার কন্যা লুইস অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সভার উন্নতির জন্য ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ মনোযোগী হইবেন। বিদেশস্থ বন্ধুগণ ইচ্ছা করিলে পত্র দ্বারা সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন।

আমাদিগের ইংলণ্ডস্থ মাননীয়া ভগ্নী কুমারী কলেট কেশব বাবুর ইংলণ্ডের সমুদায় বক্তৃতা এক খণ্ড বৃহৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতেছেন, ইহা ৬৩১ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে, মূল্য ছয় টাকা আন্দাজ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

পৌষ ১৭৯২।

পুর্ব্ব মাসের স্থিতি	৪/০
মাসিক দান সংগ্রহ	৮২॥০
এক কালীন দান	৪১
শুভ কর্ম্মের দান	৫
পুস্তক বিক্রয়	১৯৮১০
অপরের পুস্তক বিক্রয় গচ্ছিত	৩১৶০
ক্ষুদ্র আয়	।০
ধর্ম্মতত্ত্ব	৩১
	২১৪৮১০

ব্যয়।

বাটী ভাড়া	১৫
পাথেয়	৩১
উপজীবিকা	১৪০৬৫
অপরের গচ্ছিত শোধ	২১৬/০
ক্ষুদ্র ব্যয়	৫৬১০
অবশিষ্ট	।৵১৫
	২১৪৮১০

এককালীন দান।

চট্টগ্রামস্থ অনেক বন্ধু	১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ	৩০
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	১
	৪১

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু তুলসিদাস দত্ত	৩
" " গোপাল চন্দ্র মল্লিক ...	১
" " প্রসাদদাস মল্লিক	॥০
" " অপুর্ব্বকৃষ্ণ পাল	৪
" " প্রসন্নকুমার বসু	১
" " গোপীকৃষ্ণ সেন	২
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	১
" " পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" " দীননাথ মজুমদার ...	১॥০
" " যাদবচন্দ্র রায়	১
" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" " মধুসূদন সেন	১
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক	॥০
" " গোবিন্দ চাঁদ ধর	৫
" " বনমালি চন্দ্র	১
" " উমেশচন্দ্র দত্ত	২
" " হরকালী দাস	॥০
" " জয়গোপাল সেন	৫
" " ঠাকুরদাস সেন	৬
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" " যদুনাথ দে	২
" " নীলমণি ধর	১
" " জয়কৃষ্ণ সেন	১
" " কালীনাথ দেব	৬
" " হরগোবিন্দ চৌধুরি ...	১
" " নৃপালচন্দ্র মল্লিক	॥০
" " কেশবচন্দ্র সেন ...	১
" " বসন্তকুমার দত্ত	১
ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্র	২০
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	১০
	৮২॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় ৫

কলিকাতা, প্রচার কার্য্যালয়। ১৬ ই মাঘ। ১৭৯২ — শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মিরজাপুর ষ্ট্রীট, ১৩ নং ভবন, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩রা ফাল্গুণ তারিখে মুদ্রিত হইল।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
৪য় সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২॥০
ডাকমাশুল

উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক যোগ।

সেই প্রেমস্বরূপই আমাদের পরস্পরের পরিচয় স্থল। আমাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার অন্য কোন সাংসারিক কারণ লক্ষিত হয় না। দয়াময় পিতা আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার চরণে একত্রিত করিলেন। বস্তুতঃই তাঁহার জন্যই আমাদের পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, ও পরস্পরকে ভাল করিয়া অবগত হওয়া। সেই হৃদয়বন্ধুই আমাদের এই সকল বিষয়ের মধ্যবিন্দু বলিতে হইবে। কারণ আমরা আপনা হইতে চেষ্টা করিয়া এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই নাই। কেন পরস্পরের জন্য মন টানে? কেন ব্রাহ্মদিগকে দেখিতে ভাল লাগে? কেন তাঁহাদের সহিত থাকিতে ও তাঁহাদের সঙ্গে সদালাপ করিতে ভাল বোধ হয়? কেন আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়? ইহা আমাদের গুণে নয়, সেই প্রেমময়ের গুণেই এতাদৃশ মধুরতা আস্বাদন করা যায়। তিনি আমাদিগের মধ্যে এমনি একটী অনতিক্রমণীয় স্বর্গীয় আকর্ষণ আনয়ন করিয়া দিলেন যে তাহা সহজে ছেদন করা যায় না। বিদেশে যাই, দশ জন ব্রাহ্ম ভ্রাতা পাইলেই বোধ হয় যেন আপনার লোক পাইলাম, আপনার গৃহে আসিলাম, অথচ এক দেশ নয়, এক জাতি নয়, এক অবস্থা নয়, পূর্ব্বের আলাপ পরিচয়ও নাই, তথাপি কেমন একটী আত্মীয়তা। আমাদের কোন্ সূত্রে পরিচয়? ঈশ্বরের পবিত্র নামে তাঁহার উপাসনায় ও তদবিষয়ক সদালাপে; যখন জীবনের এই পবিত্র অংশটী দর্শন করি তখন নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে ইহা কেমন পবিত্র স্বর্গাতীত ও নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ। কিন্তু অপর অংশটীর প্রতি চাহিলে আর যেন আশা ভরসা হয় না। আপনাকে নরক সমান বলিয়া বোধ হয়। অসম্মিলন, অসদ্ভাব, বিদ্বেষ ও নিন্দায় পরস্পরের হৃদয় মন পরিপূর্ণ। আপনার জীবনের পরীক্ষাতে জানিতেছি যে যাহা ঈশ্বরের, যাহা স্বর্গীয় তাহাতেই সম্মিলন এবং যাহা আমার, যাহা পার্থিব তাহাতেই বিচ্ছেদ। দয়াময় আমাদের পরিত্রাণের জন্য এই রূপ পবিত্র যোগে সকলকে একত্রিত করিয়াছেন ইহা কি বাস্তবিক সত্য? স্বয়ং 'ঈশ্বর' ও 'আমাদের' জীবন দানের জন্য একথা আমরা কয় জন বিশ্বাস করিতে পারি? কিন্তু ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, পিতার চরণে আসিয়াও পরস্পরকে প্রেম নয়নে দেখিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্য এজন্য কত সময় ক্লেশ হয়, কত

বার এ বিষয় চিন্তা করা যায়, কত বার ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনাও হয়, কত দিন ইহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতেও ক্রুটী হয় না, তথাপি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতেছেনা। অথচ ইহাও বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, এই পবিত্র প্রেমযোগ ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে সংস্থাপিত না লইলে ধর্ম্মজীবন লাভ করা যাইবে না এবং ব্রাহ্মসমাজের বল যে অনতিক্রমণীয় ও ভুবনবিজয়ী তাহাও লক্ষিত হইবে না। ঈশ্বর কাহাদিগকে এক স্থানে সমবেত করিলেন? না যাহারা পাপী নারকী সংসারের কীট; যাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রবৃত্তি বিভিন্ন ও অবস্থা বিভিন্ন। তাহারা কি প্রকারে বিশুদ্ধ ভাবে সম্মিলিত হইবে, ইহা মনে হইলে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা সাধু হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই আপনার ভূরি ভূরি পাপ তাপ লইয়া ঈশ্বরের চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। আমাদের মধ্যে কেহ রাগী কেহ বা উদ্ধত, কেহ অসরল কেহ বা মুখর, কাহার হৃদয় কঠোর কাহার বা সাংসারিকতায় পরিপূর্ণ, কেহ স্বার্থপর, কেহ নীচ, কাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অল্প কাহার বা পবিত্র ইচ্ছার অত্যন্ত অভাব এই রূপ বিভিন্ন দোষ সংযুক্ত লোকের একত্র সমাবেশ। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া হৃদয়ের যোগ হইতে পারে? যদিও উপাসনা করিয়া কিছু দিন ভাল অবস্থা লাভ করা যায়, সকলের সহিত উপাসনা করিতে ভাল বোধ হয় ও উপাসকদিগের মুখে মধুর নাম শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, কিন্তু এই সকল সাধুভাব অন্তরস্থ রিপুর জন্য আর অধিক কাল স্থায়ী হয় না। কেবল যে এই সকল কারণে আমাদের মধ্যে পবিত্র প্রেমের যোগ হইতেছে না তাহা নহে, আবার মতেরও বিভিন্নতা আছে। আমার যাহা ভাল ও সত্য বলিয়া বোধ হয়, অপর ব্রাহ্মকে তাহা করিতে না দেখিলেই মনের শ্রদ্ধা অনুরাগ কিছু কমিয়া যায়। আমি যেমন কাহার অন্যায় আচরণের জন্য ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না, অন্যেও আবার তেমনি আমার অন্যায় দেখিলে ক্ষমা না করিয়া চটিয়া যান, সুতরাং আমরাই পরস্পরের শত্রু ও ধর্ম্মপথের কণ্টক। কোথায় পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সম্মিলিত করিলেন, না দেখি যে সেই সম্মিলন উভয়ের পক্ষে ঐ পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। মতে মতে বিবাদ, বিভিন্ন ভাবে বিবাদ, নানাবিধ অসাধু ইচ্ছা চরিতার্থতায় বিবাদ; কত সময় নিজের দুষ্প্রবৃত্তির জন্য ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। রাগ করা উচিত নয় একথা বলিলে আর আমার মন মানিবে কেন? এই অতিশয় বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে কি রূপে আমাদের একটী পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগ হইতে পারে। সংসারেও ত দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিবারের মধ্যে কত সময় মনোবাদ কোলাহল অথচ কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, পরস্পরের জন্য ব্যাকুলিত হয়, পরস্পরের হিত কামনা করে, কিসে সকলের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার জন্যও তৎপর। কিন্তু পিতার চরণে আসিয়া কেন আমাদের সে ভাবটী হইবে না? এই সকল কোলাহলের মীমাংসা কোথায়? ভ্রাতাকে গ্রহণ করিতে হইলে তাহার অত্যাচার সকল নিজ স্কন্ধে বহন করিতে হইবে এইটি ইহার মীমাংসা স্থল। পিতার গৃহে থাকিলে আমার উপদ্রব তোমাকে সহ্য করিতে হইবে ও তোমার উপদ্রব আমাকেও সহ্য করিতে হইবে; বিষম প্রকৃতির এই রূপ যোগ। ঈশ্বর আমাদের মীমাংসা ও সন্ধিস্থল, তাঁহার সহিত পবিত্র যোগে আবদ্ধ হইব এবং তাঁহার উপাসকদিগের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইব। আমাদের উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে একটী পবিত্র পরিবার সংস্থাপিত না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহা বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই স্বর্গীয় সম্বন্ধ সাধনের এই সকল প্রকৃত উপায় বলিয়া প্রতীত

হয়। প্রথমতঃ পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সকলে কেবল সেই চরণ চাহিব, তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন করিব আর কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে অভিলাষ করিতে পারিবনা। ইহা কেমন সুন্দর! সকলের লক্ষ্য এক, ইচ্ছা এক, প্রার্থনা এক, পিতা ও উপাস্য এক, জীবনের পথও এক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের পশুভাব পরস্পরকে ভাল বাসিতে দেয় না, এই জন্য ঈশ্বরের চরণে অঙ্গীকার করি পরস্পরের উপদ্রব পরস্পরকে সহ্য করিতেই হইবে। তুমি যদি আমার ক্রোধ কি কঠোর ভাব দেখিয়া আমায় ভাল না বাস, আমি কেনই বা না তোমার প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিব? কারণ উভয়ে ক্রোধ সম্বরণ করিতেও পারি না ক্ষমাও করিতে পারি না। দোষী অন্যায়াচারীকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করিতে পারিলে হৃদয় ক্ষমাতে পরিপূর্ণ হয়। ইহা ক্ষমার একটী প্রকৃত সাধন। সকলকে লইয়া ঈশ্বরের চরণে বসিব, তাঁহার প্রেমসুধা আস্বাদন করিব। এই রূপে উপাসকগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগ আস্বাদিত হইবে। এবং প্রত্যেকে পরস্পরের পরিত্রাণের পথের বাস্তবিক সহায় হইবেন।

উদারতা ও সাম্প্রদায়িকতা।

মনুষ্য জন্মাবধি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রতি পালিত হইয়া কেবল বদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক প্রণালী অনুসারে চিন্তা এবং কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; তিনি সেই সীমার বহির্ভাগে গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে সত্য ও সাধুতা গ্রহণ করিতে জানেন না। বিদেশের সত্য বিদেশের সাধু তাঁহার নিকট ভ্রম ও অসাধু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তি নির্ব্বিশেষের সাধারণ সম্পত্তি মুক্তস্বভাব সত্যের প্রতি এইরূপ সাম্প্রদায়িক অন্ধতা প্রযুক্ত চিরদিন মনুষ্য পরিবারে বিবাদ কলহ ভ্রাতৃবিরোধ সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে যেমন এক দিকে মনুষ্যের স্বাধীনতার কার্য্য লক্ষিত হয়, তেমনি অপর দিকে ক্ষুদ্রতা অনুদারতাও লক্ষিত হইয়া থাকে। কত পুরুষ পুরুষানুক্রমে এই ভাব চলিয়া আসিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? কেবল যে ধর্ম্ম লইয়া এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহা নহে, সমস্ত বিষয়েতেই এই সাম্প্রদায়িক ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। জাতিগত ব্যবসায়গত ভাষাগত ধর্ম্মগত অনুদারতার জন্য মনুষ্য মনুষ্যকে বিষ নয়নে অবলোকন করিয়াও ক্ষান্ত নহে, তাহাদের পরস্পরের প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেকের ক্রোধ উদ্দীপন করিতেছে। সহস্র বিষয়ে একতা থাকিলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবে না, বিরোধীকে দেখিবামাত্র তাহাকে মত ভেদের সহিত একীভূত বলিয়া প্রতীত হইবে।

মানবসাধারণের নির্ব্বিবাদ সম্পত্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংকুচিত ভাবের বিনাশ সাধনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার ও সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত অবতারের পরিবর্ত্তে এক ঈশ্বরের পূজা প্রচার করা কেবল ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য নহে, কেন না পৃথিবীতে এক ঈশ্বরের পূজা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালের হিন্দুরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, য়িহুদি জাতিরা জিহোবা নামক এক ঈশ্বরের উপাসক, মুসলমানেরাও এক খোদার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে এক একটী অংশ লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, সেই সকল অংশকে একত্রিত করিয়া পূর্ণ ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের এক উচ্চতর উদার উদ্দেশ্য। যাঁহারা এক ঈশ্বরের পূজা প্রচার করা কেবল এ ধর্ম্মের লক্ষ্য এই মাত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ রূপে বুঝা হয় নাই। জাতি ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া দেশ কালে বদ্ধ সমুদায় সত্য ও সাধুভাবকে সংকলন করা এবং সত্যকে সত্য সাধুকে সাধু বলিয়া অতি

সহজে সরল ভাষায় ঈশ্বরের উদার মহিমা ঘোষণা করা ইহার একটী প্রধানতম লক্ষ্য। অনন্ত ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অনন্ত ভাণ্ডারে নানা জাতীয় সত্য নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, বিনীত উদার ব্রাহ্মের ক্ষুদ্র হস্ত সে সকল একত্রে সংগ্রহ করে। সমুদায় সত্যের মধ্যে দয়াময় পরমেশ্বরের একই প্রকার আবির্ভাব সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্ম আপনার জীবনের বিশ্বাসকে অধিকতর উজ্জ্বল করেন। তিনি সর্ব্বত্রে সেই এক ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিতে থাকেন, নির্জ্জন গিরি গহ্বর নিবাসী জটাবল্কলধারী ঐ যোগীকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তোমাকে যোগের মহিমা বলিয়া দিবেন ; এসিয়ার সীমান্তবর্ত্তী বহুদূরে ক্রশাহত ঐ সূত্রধর তনয় ধর্ম্মবীরাগ্রগণ্য সাধুকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাঁহার ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বিশ্বাসী শিষ্য স্তিফান ও পলকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা তোমাকে বিশ্বাসের মহিমা বলিয়া দিবেন ; ঐ গগণ বিহারী পক্ষী এবং সমুদ্র গর্ভস্থ জলবিহারী মৎস্যদলকে জিজ্ঞাসা কর তাহারাও তোমাকে ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দিবে। মুসলমানের কোরাণ, হিন্দুর বেদ, খৃষ্টানের বাইবেল, পারসীর জেন্দাভেস্তা এবং নানকের গ্রন্থজী পাঠ কর, সেখানেও কত আশ্চর্য্য উপদেশ দেখিতে পাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সারগ্রাহী বিশ্বব্যাপী উদারতা আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অনেকে মহা বিপদে পতিত হন। ব্রাহ্মেরা নানা ভাষায় বেদ বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি পৃথিবীর যাবতীয় পুরাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রে সেই একেরই মহিমা পাঠ করিতেছেন, বিবিধ প্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত ব্রহ্ম সংগীত বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সহিত গান করিয়া সেই একেরই মহিমা প্রচার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বাহিরের লোকেরা কি বলেন ? খৃষ্টানেরা বলেন ব্রাহ্মেরা আমাদের বাইবেলের উপদেশ অপহরণ করিতেছে, হিন্দুরা এবং আধুনিক সভ্যেরা বলেন ইহারা অর্দ্ধ খৃষ্টীয়ান ও অর্দ্ধ বৈরাগী, কেহ বলেন ইহারা উন্মাদ অস্থির চিত্ত ভ্রমান্ধ। খৃষ্টানেরা বলিতেছেন হয় খৃষ্টকে ঈশ্বর বল, না হয় বল যে তিনি প্রতারক, মহৎ লোক বলিতে পাইবে না। এতটুকু জ্ঞান নাই যে খৃষ্টকে ঈশ্বর বলিলে তাঁহার আর কোন গৌরব থাকে না। মানুষ বলিয়াই ত খৃষ্টের এত মহিমা। নতুবা ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে স্বয়ং সহস্র সহস্র খৃষ্ট অপেক্ষা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিতে পারেন। এই রূপে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যে তাঁহাদের ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা বিচিত্র নহে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও যে সেই সাম্প্রদায়িক ভাব অদ্যাবধি পোষণ করিতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের দেশস্থ অনেক ব্যক্তি কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব ঘোষণা করিয়া নিজেদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি কেবল বিদ্বেষ করিতেই শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই যে মনুষ্য, সকলের নিকটেই শিক্ষা করিবার কিছু না কিছু আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে সত্য, সাধুকে সাধু, আলোককে আলোক, অন্ধকারকে অন্ধকার বল ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ। বিদেশী সাধু বিদেশী সত্য বলিয়া ঘৃণা করিবার কাহার অধিকার নাই। সত্য তোমারও নহে আমারও নহে, উহা ঈশ্বরেরই ধর্ম্ম শাস্ত্র, সাধু তাঁহারই প্রিয়তম ভক্ত সন্তান কেবল পুরাতন সংস্কার বশতঃ সে সকল কল্পনা কিম্বা ভ্রম বলিয়া প্রতীত হয়। উদার চিত্ত হইয়া অনুসন্ধান করিলে আপনার হৃদয় হইতেই তাহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। অপর সম্প্রদায়ের সেবিত সাধু এবং আদৃত সত্যে যদি বিশ্বাস না হয় তবে তাহাদের প্রতি ঘৃণা করিলে কিছু ফল নাই। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের পরিবার ও আমাদের ভ্রাতা, এবং সকলের নিকটেই ঈশ্বরের সত্য আছে এ কথা

স্বীকার করিতেই হইবে। কোন একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় যে একেবারে সত্য শূন্য ইহা বলিলে কেবল অদূরদর্শিতাই প্রকাশ পায়। যাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মপ্রচার ও সাধনপ্রণালীর বিচিত্রতা দর্শন করিয়া বালকের ন্যায় নানা প্রকার অযৌক্তিক মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোন সাধু কি কোন উৎকৃষ্ট সাধনপ্রণালী কিম্বা কোন সত্যের সহিত আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ নাই। সত্যের হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য্যে, সাধুর কমনীয় পবিত্র ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকি। স্বভাব আপনা হইতে সেই দিকে যায় বলিয়া তাহাদিগকে ভক্তি করি। নিরপেক্ষ হও, সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ কর, সর্ব্বত্র সেই সত্যের ও সাধুতার সামঞ্জস্য তোমরাও দেখিতে পাইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা।

১০ই মাঘ রবিবার, ১৭৯২ শক।

হিমালয় হইতে উচ্চ পদার্থ কি আছে? মহাসাগর হইতে গভীর পদার্থ কি আছে? যদি এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করে, উহার উত্তর এই, ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিমালয় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চতর, মহাসাগর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গভীরতর। সকল উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সীমা কোথায়? কোন্ হৃদয় এই ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে? কে ইহার পূর্ণতা বুঝিয়াছে? কোথায় ইহার সম্যক সাধন হইয়াছে? আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এই মহানগরে কেমন উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইল! আজ চক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা আরও কত অধিক আমরা ভবিষ্যতে দেখিব। যে উৎসব দেখিলাম তাহাতে ভক্ত মাত্রেরই চক্ষুঃশ্রান্ত ও মন পরাস্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আরও কত আনন্দ ও উৎসাহের উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নিহিত আছে যাহা এক দিন জগৎকে মাতাইবে। তখন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে সত্যের নিশান উড্ডীয়মান হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। আহা! ব্রাহ্মধর্ম্মের কেমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! এমন কোমলতা, এমন মধুরতা, এমন হৃদয়প্রফুল্লকর প্রেমের ব্যাপার আর কোথাও আমরা দেখি নাই! ঈশ্বর স্বহস্তে ইহা রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যের সাধ্য কি যে ইহার একটী বিন্দুও রচনা করে? ইহার একটী সত্যের মূল্য বুঝিয়া উঠা ভার, একটী ভাবের গভীরতা কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। যতই ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় ততই ইহার অমৃত রস আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। এই ধর্ম্মের প্রত্যেক অক্ষর যে ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন সুন্দর ধন তিনি কাহার হস্তে দিলেন? যাহারা জ্ঞানহীন, দুর্ব্বল দীন হীন ঘৃণিত তাহাদেরই হস্তে তিনি স্বহস্তে এই অমূল্য ধন অর্পণ করিলেন। আমরা এ দানের নিতান্ত অনুপযুক্ত। এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ও তাহার মধ্যে ঈশ্বরের করুণার অসীমতা, আর এক দিকে আমাদের অশেষ অনুপযুক্ততা। এই জন্যই বলি দয়াময় নামের প্রভাবে জগৎ বিকম্পিত হইবে। মনে করিয়া দেখ আমরা জঘন্য হইয়া কোথায় পড়িয়াছিলাম, কোন্ পাপকূপে ডুবিয়া ছিলাম, কোথা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের যিনি নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি তিনি আমাদের বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই অস্পৃশ্য অধার্ম্মিকদিগকে স্বহস্তে রক্ষা করিলেন। ইহার সাক্ষী ব্রাহ্মধর্ম্ম। আশ্রয় বিনা সে অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই মরিতাম; কিন্তু দয়াময়ের মঙ্গল হস্ত যথাসময়ে প্রসারিত হইল এবং পাপিতাপিদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত পান করাইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিল। তিনি বলিলেন পাপী মরিবে না, মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিল, ব্রহ্মাশ্রিত সন্তানদিগকে স্পর্শ করিতেও সাহস করিল না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের চন্দ্র উদিত হওয়াতে আমাদের ন্যায় কত শত অবিশ্বাসী পাপিদের মুখ প্রফুল্ল হইল, হৃদয় পবিত্র হইল, জন্ম সার্থক হইল। স্বর্গের ধন হস্তে পাইয়া আমরা অবাক্ হইলাম। যে হস্তে, হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম সেই হস্তে তুমি স্বর্গের সামগ্রী দান করিলে! ধন্য দয়াময়! পাপীর ভাগ্যে এত লাভ! এ কথা কি আমরা গোপন করিয়া রাখিব না সহস্র মুখে ইহা প্রচার করিতে হইবে? চারিদিকে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি! কাল যেখানে কুসংস্কারের অন্ধকার আজ সেখানে সত্যের জ্যোতি, কাল যেখানে পাপের দাসত্ব আজ সেখানে পুণ্যের স্বাধীনতা, কাল যেখানে সংসারের যন্ত্রণা আজ সেখানে ধর্ম্মের শান্তি! যে দেশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিরোধী ও খড়্গহস্ত ছিল আজ সেই দেশের পথে পথে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। এক শত

নয় দুই শত নয়, সহস্র সহস্র লোক পিতার প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত। কেবল ব্রাহ্ম নাম লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধর্ম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে মুক্ত করে এবং সকল প্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক যিনি তিনিই ব্রাহ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ধর্ম্মজগতে চরিত্রের বিশুদ্ধতা নিবন্ধন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সত্যসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাহার নিকট সত্য পাওয়া যায় উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ন গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। সকল জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে যিনি সত্য সঙ্কলন করেন তিনিই ব্রাহ্ম। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কেমন নির্ব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহার কেমন সদ্ভাব! এ ধর্ম্মে কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি আমরা কাহারও বিরোধী নই, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া সমাদর করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, তোমার নিকট যে টুকু সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আইস উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া ঐ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। যাঁহার কাছে ভক্তি আছে তাঁহাকে বলি ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম, আইস সকলে মিলিয়া ভক্তি রস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্য বচন, ন্যায় ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা সেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ লক্ষণ গুলি সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বলিত সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঐ আলোক সম্ভোগ করি। এমন কি আমরা যেখানে যাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মনাম লইয়া আমরা যে দেশে যে ঘরে যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি সেই স্থানেই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের অধিকার দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? না সত্যের সমষ্টি, ইহা সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই; ন্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ইন্দ্রিয় দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই। যেখানে উহা দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার। দেখ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, যত দূর সত্যের রাজ্য তত দূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের আচার্য্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, যাঁহারা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই আমরা সেই উপকারী বন্ধুদের প্রতি এ রূপ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। যাঁহারা বহু কষ্ট পূর্ব্বক জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জন সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রত্যেকে ঋণী। কোন্ প্রাণে আমরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব? কোন্ প্রাণে কৃতঘ্নতাবাণে আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে তাঁহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধুদিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব।

এমন স্বর্গীয় উদার ধর্ম্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্মলাভের আর অন্য পথ নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে। এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে কিম্বা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণগেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ করিওনা। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সর্ব্বত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্ত চিত্তে সর্ব্বত্র সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকল জাতিকে প্রেম সূত্রে বাঁধিয়া এক পরিবার করিতে যত্নবান্ হও। কুসংস্কার ও অধর্ম্মের কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতা

রূপ লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? দেশ কালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্ম্মের কেমন প্রশস্ত ভাব! ঊর্দ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারি দিকে ভাই ভগ্নীগণ; কোন দিকে বাধা নাই, যে খানে সত্য সেখানে আমাদের অধিকার। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য যে এই খানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে, একথা আমরা কখনই স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারতনিবাসিদিগের জন্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। আমাদের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, সমস্ত মানব জাতির সঙ্গে আমাদের হৃদয় সমব্যাপী না হইলে উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রাহ্মনাম লইয়া আমরা দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি না, আঁদরের সহিত সকল দেশীয় নরনারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। মহাসাগর পারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে। যথাসময়ে এই সমুদায় অগ্নি একত্র হইয়া দাবানলের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার কর। যে মহোৎসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি সেই মহোৎসবের আনন্দ সুধা সকল দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে পান করাও।

১১ই মাঘ প্রাতঃকালের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত ভাব।

এই ধর্ম্ম এই ব্রহ্মমন্দির এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা এ দেশের বিশেষ অবস্থাতে প্রচারিত হইয়াছে। যিনি শরীরকে জন্মাবধি নানা সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন তিনি আবার প্রত্যেক দেশকে দুর্দ্দশাগ্রস্থ দেখিয়া বিশেষ দয়া সহকারে ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করেন এবং পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। সেই দয়াময় বন্ধু দেখিলেন যে বঙ্গদেশ ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হইল। যেমন পুরাতন কাল চলিয়া যাইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মও বিদায় হইয়া যাইল এবং নূতন নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইল তখন পিতা স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদেশ করিলেন "যাও ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে এখনি যাও।" ব্রাহ্মধর্ম্ম তথাস্তু বলিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন মনুষ্যের দুর্দ্দশা ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখিলেন। দেখিলেন শোক যন্ত্রণা রাশি রাশি এত পরিমাণে একত্র হইয়া রহিয়াছে, যে তাহা প্রকাশ করা যায়না। সেই সময়ে ক্ষুদ্র বলে কে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিত? কেবল সেই স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম পারিতেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি এখন কতকগুলি দেশে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কখন মনুষ্যের বলে প্রচার হইতে পারে? যখন ইহা সমুদায় পৃথিবীকে অধিকার করিবে, তখন সমুদায় লোক, সমুদায় নরনারী কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর এ দেশে নিজ হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিসের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? পৃথিবীতে কি ধর্ম্মসমাজ ছিল না? আবার কেন তবে আর এক সম্প্রদায়কে আনিয়া পৃথিবীর কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করা হইল? ঈশ্বরের এই মঙ্গল ইচ্ছা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া একটি নূতন কার্য্যের ভার লইবেন যাহা অন্য কোন ধর্ম্ম কখন করিবে না। এই নবভাব-পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যুদিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা জগতের জন্য। ইহা একদিন পৃথিবীর সমুদায় লোককে দীক্ষিত করিয়া পৃথিবীকে নূতন আলোকে আলোকিত করিবে। কি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ হইল? শান্তির জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তিসংস্থাপক। শান্তি সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব। বিরোধ স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার হয় এমন প্রণালী অনেক আছে; পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্মিলন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বর্গের দূত রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব কি? শান্তি, সম্মিলন, যোগ। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি রূপে যোগ স্থাপন করিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখিলেন যে পৃথিবীতে পিতা পুত্রে যোগ নাই। রাজা প্রজায় যোগ নাই। ঈশ্বর পৃথিবী শাসন করিতেছেন রাশি রাশি প্রজা পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। এমন সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া এই মঙ্গল সমাচার প্রচার করিলেন যে আমি পিতা পুত্রের সম্মিলন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। পরম পিতার চরণ লাভ করিলে অপার শান্তি সম্ভোগ করা যায় সেই কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। অপরাধী হইয়া আমরা জীবন কলঙ্কিত শরীর মন নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছি ও পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছি। চক্ষু উঠাইতে হস্ত উঠে না, হস্ত উঠাইতে মন উঠিতে পারে না। এই দূরবস্থায় পতিত থাকিয়া সন্তান অবসন্ন হইয়া রহিয়াছে। সন্তানের দুঃখের সীমা নাই। কোন ধনবান্ ব্যক্তির সন্তান যদি আমাদিগের সম্মুখে মহা নগরীর পথ দিয়া সামান্য বেশ ধারণ করত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সেই ভিক্ষুককে দেখিলে কাহার না মনে দুঃখ হয়। পরমেশ্বরের সন্তান আমরা, পাপ দ্বারা নীচপ্রকৃতি হইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছি। অসহায় হইয়া জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছি। সংসারের পদতলে পড়িয়া বলিতেছি,

হে সংসার! ভিক্ষা দিয়া প্রাণ বাঁচাও। এমন সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলেন আর ভয় করিও না। পিতার সঙ্গে সম্মিলন হইবার পন্থা হইয়াছে। অনুতাপ কর প্রার্থনা কর। অমনি বঙ্গ দেশের নর নারী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। আবার তাহাদিগকে পদতলে আনিয়া স্থান দিলেন সন্তান তাঁহার সহিত একত্রিত হইল। এই যোগ প্রথম যোগ। ন্যায়বান্ রাজা ন্যায় দণ্ড হস্তে করিয়া অপরদিকে তাঁহার অতুল প্রেম দেখাইলেন। তিনি কখন আমাদিগকে পাপী থাকিতে দিবেন না। অবশেষে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গ দিয়া তাঁহার শান্তি ধামে লইয়া যাইবেন তথায় ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন করাইয়া দিবেন। পৃথিবীতে ভ্রাতা ভ্রাতার প্রাণ বধ করিতেছে। ব্রাহ্ম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় অসদ্ভাব থাকিবে কেন? পরমেশ্বরের সত্যজ্যোতির মধ্যে কেন এত অসদ্ভাব? ভ্রাতা ভ্রাতার ভ্রাতৃসম্বন্ধ জানে না। তাহারা সহোদর বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সহোদর ভ্রাতার সহিত এরূপ যোগ যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। তাই জগতে এত অত্যাচার। কোথায় শত নর নারী একত্র হইয়া এক পরিবার হইবে, না বিরোধী হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর যে দিকে চাই দেখি দুঃখী ধনীর কাছে, মূর্খ বিদ্বানের কাছে আশ্রয় পাইতেছে না সদ্ভাব পাইতেছে না। সকলের মধ্যে বিরোধ অপ্রণয়। ধর্ম্ম লইয়াও ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ। আপনার ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে বলিয়া মনুষ্য শত শত লোকের প্রাণ বধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ধর্ম্মের দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া আরও প্রজ্জ্বলিত হইল। কোন্ স্বর্গ ও শান্তিধামে ঈশ্বর ও কোন্ বিবাদ বিসম্বাদ অপবিত্রতা ও নীচতা মধ্যে মনুষ্য; এ দুয়ের সীমা কোথায়! সীমা ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেখানে ভ্রাতা ভগিনীর যোগ নাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যাহারা বলে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত কিন্তু ভাই ভগিনীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা মিথ্যাবাদী। আমার হৃদয়ে যদি ভাই ভগিনীর প্রতি প্রণয় না রহিল তাহা হইলে আমি স্বার্থপর। প্রথমে পিতা পুত্রের যোগ। দ্বিতীয়তঃ ভাই ভগিনীর সম্মিলন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই দুই বিশেষ কার্য্য। যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া যোগ করিয়া দিতেছেন। যখন তোমরা একত্রিত হইবে তখন বিবাদ বিসম্বাদের রাজ্য একেবারে চলিয়া যাইবে। তোমরা পরস্পরের সেবা করিও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে তাঁহার নিশান তুলিয়া জগৎকে এক করিতে চেষ্টা করিও; ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আজ্ঞা। বর্ণ ভেদ জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ এই দুইটী লোপ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় লোককে এক সূত্রে বদ্ধ করিবেন। এই কথা তোমরা সকলে বল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেখানে যাইতে বলিবেন সেই খানেই যাইব এই রূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিলে চিরদিন স্বার্থপরতার দিকে ধাবমান হইতে হইবে। এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে এক পরিবার স্থাপন করিবেন কিন্তু এক পরিবার হইয়া আবার আমাদিগের নিজের নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ চাই।

গত বৎসরের প্রচার কার্য্যের বিবরণ

(৩১৩ পৃষ্ঠার পর।)

বিগত বৎসরে এই কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত হইয়াছে। কাকিনীয়া জেলা রঙ্গপুরে, কালীকচ্ছ ত্রিপুরাতে, মুক্তাগাছা রামগোপালপুর শন্তোষ ময়মনসিংহে, দানাপুর, মোগলসরাই, রাজমহল, গৌহাটী, নওগাঙ্গ, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, সিন্ধু, রত্নগিরি, পুণা, মাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর, সৈন্ধব, সেলেম, মান্দ্রাজ, বেপুরি, মৈলাপুর, এবং কডুপাকান, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চ বিংশতিটী। গত বৎসরে কেবল পঞ্চ দশটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। এ বৎসর কেবল যে দশটী অধিক তাহা নহে, কিন্তু যে-যে স্থানে সেই দশটী প্রতিষ্টিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি প্রকাশ পায়। গত বৎসরে এই নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

উৎসবের (সঙ্গীত পুস্তক) দ্বিতীয় ভাগ, "খৃষ্ট এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম" "দি লিভিং গড অব ইংল্যাণ্ড ও ইণ্ডিয়া" "দি এজ অব এন্‌লাইটেনমেন্ট" "দি প্রগেস অব থীজ্‌ম" উপাসনা পদ্ধতি ইংরাজী, হিন্দি, সংস্কৃত, গুজরাটী, তামিল, কেনারিজও হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক।

অদ্যকার মহানন্দের দিনে নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মভ্রাতারা একত্র হইয়া নিজ নিজ কুশল ও সমাজের সম্বাদ দিতেছেন। আমাদিগের প্রচারকগণ বিবিধ প্রদেশ হইতে সুস্থ শরীরে প্রত্যাগত হইয়া পিতার কার্য্যের সাফল্য ও সমাচার আনিয়াছেন শুনিয়া অন্তরে কত আহ্লাদ হয়। গত বৎসরের অপেক্ষা এবৎসরের স্বর্গরাজ্য নিকট হইয়াছে, ভক্তি, প্রেম আধ্যাত্মিক যোগের পথ পরিষ্কার হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দির কত আশঙ্কা অন্ধকার অতিক্রম করিয়া আপনার পুত্র দুহিতাগণকে নিরাপদে নূতন বৎসরের হস্তে প্রদান করিতেছেন। এই ব্রহ্মমন্দির যেমন অদ্য স্বীয় নব নির্ম্মিত চূড়া নির্ম্মল সুনীল আকাশের দিকে সরল ভাবে উত্তোলন করিয়াছে, দ্বিপ্রহর সূর্য্যের প্রবল প্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছে তেমনি কতকগুলি দীন দুর্ব্বল লোকদিগের হৃদয় অদ্য নবনির্ম্মিত প্রেম ভক্তিতে স্বর্গের সিংহাসন সমীপে উত্থিত হইতেছে, এবং কোটীসূর্য্যপরাজিত প্রেমময়ের মুখজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইতেছে। আচার্য্যের অভাবে শিষ্যদিগকে, পিতার অভাবে

পুত্র কন্যাদিগকে অতি যত্নে রক্ষা করেন, তিনি অসহায় অবস্থাতে, অতি অনুপযুক্ত মনুষ্যদিগের হস্ত দ্বারা এই ব্রহ্মমন্দিরকে তাঁহার চরণ ছায়াতে কত আদরে লালন পালন করিয়াছেন। হে উপাসকগণ! আপনাদিগের মঙ্গলের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য, ব্রহ্মমন্দিরের নিরাপদের জন্য কৃতজ্ঞতা ভারাবনত চিত্তে পিতার চরণে সহস্র ধন্যবাদ করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ শুভ চিহ্ন এই লক্ষিত হয় যে, যেখানে আমাদিগের প্রচারকেরা গমন করেন কোন স্থানেই তাঁহাদিগের প্রকাশিত সত্য লোকে অগ্রাহ্য করেন নাই। কি বঙ্গদেশে, কি ভারতবর্ষে কি ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র এই রূপ সহজভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে। সময়ের উন্নতির সঙ্গে এই ধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে এমন একটি গভীর যোগ আছে যে, এই দুইটি কখনই অধিক কাল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না এবং একবার একত্র হইলে চিরদিন সন্নিষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্ম প্রচারের ইতি-বৃত্ত মধ্যে প্রচারকদিগের প্রতি সাধারণ লোক যে প্রকার নিগ্রহ করিয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকেরা ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, প্রচার বৃত্তান্ত শ্রবণে ইহা আপনারা অবগত হইলেন,। যেখানে আমাদিগের প্রচারকেরা গমন করিয়াছেন সেখানেই এত সমাদৃত হইয়াছেন এবং লোকেরা এত দূর অনকুলতা ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছে যে, কত সময় তাঁহারা আপনাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ বলিতে পারিবেন না যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের কি প্রচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় প্রস্তুত, জগৎ প্রস্তুত, এবং দয়াময় পরমেশ্বরও প্রস্তুত এক্ষণে কেবল আমরা প্রস্তুত হইলেই হয়। কেহ যেন কেবল বঙ্গদেশের ভাব দেখিয়া সমুদায় ভারতবর্ষের অবস্থা বিলি না করেন; কেহ যেন ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া সমুদায় জগতের অবস্থা বিচার না করেন। যিনি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক এক বার ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, এবং নানা জাতীয় ভ্রাতাদিগের স্নেহ লাভ করিয়াছেন, সহজেই বঙ্গদেশের প্রতিকূলতা বিস্মৃত হইতে পারেন, এবং এই সমস্ত ভারতভূমিকে আপনার গৃহ মনে করেন। যিনি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে কি পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডে বিচরণ করিয়া পিতার কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তিনি সমুদয় পৃথিবীকে আপনার নিবাসস্থান মনে করিতে পারেন। কলিকাতা নগরীস্থ ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে তাবৎ বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল, বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গত বৎসরে সমস্ত পূর্ব্ব পশ্চিমের ধর্ম্মগৃহে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে দূর নিকট হইয়াছে; ভিন্ন জাতি স্বজাতি হইয়াছে, নানা হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে। এক চত্বারিংশ বৎসর এই রূপে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের ও প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমূহ উন্নতি হইতেছে, সত্যঅগ্নিতে চারিদিক উদ্দীপ্ত হইতেছে। আমরাও বিনীত ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই।

মাঙ্গালোর।

বিগত বর্ষে দূরতর মালাবার কূলস্থ মাঙ্গালোরে প্রচারার্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এবং আমি গৌর গোবিন্দ রায় প্রধানতঃ তত্রত্য বিলোয়ার জাতি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গমন করি। সেখানে গিয়া প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৫ জন বিলোয়ার ভ্রাতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। এই ইংরাজী বক্তৃতা পশ্চাৎ শিক্ষিতগণকে উপাসনা সভাতে একত্র করিবার পক্ষে কারণ হয়। তত্রত্য শিক্ষিত যুবকগণ ভীরুতা নিবন্ধন শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতার অবস্থান সময়ে কোন এক সিদ্ধান্তে সমুপস্থিত হইতে পারেন নাই ও তিনি চলিয়া আসিলে কতক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে এমনি নিরাশের অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল যে, যে পাঁচটি ব্রাহ্ম হইয়াছিল তাহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা আমাদের পক্ষে একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ নিরাশার মধ্যে ঐ পাঁচটিও এমনি আশাশূন্য হইয়াছিল যে তদবস্থায় পরিবর্ত্তন না হইলে তাহারাও আমাদিগকে বিদায় দিতে বাধ্য হইত। বস্তুতঃ খৃষ্টান মিসনরীগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যতর খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে বলাতে, এবং সেই বাক্য আমাদের পরিহিত প্যান্টুলন প্রভৃতি পরিচ্ছদ দ্বারা তাহাদের বিবেচনায় সপ্রমাণিত হওয়াতে, বিলোয়ারগণ এমনি প্রতারিত হইয়াছিল যে, আমাদের অল্পই আশা ছিল যে, আমরা সেস্থানে কোন প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম হইব, মনে হইতে ছিল আমাদিগকে শীঘ্রই নিরাশ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও আবার বর্ষা প্রতিকূল, কারণ বর্ষার কয়েক মাস সেখানে ষ্টিমার গমনাগমন করে না। আমরা নিরাশ হইতে ছিলাম বটে, কিন্তু দয়াময় যেখানে লইয়া যান তিনি সেখানে কিছু কার্য্য করাইয়া কেনইবা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দিবেন। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু শিক্ষিতগণের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আলাপে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে আমাদের বাসায় আসিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ করেন নাই, এই প্রণালীতে তাঁহারাও সমাকৃষ্ট হইয়া আসিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ দয়াময় আমাদের যাইবার অগ্রেই ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে কার্য্য

করিতে ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই মিসন স্কুলে শিক্ষিত, ও তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাঁরাই অগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়াছিলেন এবং ইহাদেরই কেহ কেহ বিলোয়ার-গণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইতে প্ররোচন করিয়া ছিলেন! কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ ছিল না ও ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বিশেষ রূপে তাহা তাঁহারা জানিতেন না. সুতরাং ইহাতে যোগ দেওয়া যে তাঁহাদের অতীব কর্ত্তব্য ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন দিন দিন আলাপ দ্বারা যতই তাঁহারা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলেন, ততই তাঁহাদিগের ধর্ম্মতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহাদের অল্প সংখ্যক কয়েক জন একত্রিত হইয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র নিবন্ধন উপাসনা সভা স্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভীরুতা বশতঃ তাঁহারা আমাদিগকে তাহাতে যোগ দিতে দিলেন না। এই সময়ে সারস্বত ব্রাহ্মসভা, যে সভা আমাদের যাইবার অতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে পরাস্ত করিবার জন্য পৌত্তলিক মন্দিরে হইত সে সভা ভঙ্গ হইল, কারণ সে সভায় যাঁহারা জীবন ছিলেন তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা সভা করিলেন। সে যাহা হউক ভ্রাতারা অধিক দিন আর আমাদিগকে উপাসনা সভাতে প্রবেশ করিতে না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, আমরা তথায় আহূত হইলাম। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উপাসনা সভায় যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাদের উপাসনার পর ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমি এসময়ে বিলোয়ার ভ্রাতা গণের উপাসনা স্থলে পাঠ ভিন্ন উপাসনার ভার লই নাই। পিতার করুণা কার্য্যের অনপেক্ষিত সুচারুতা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে অধ্যবসায় সহকারে তদ্দেশীয় ভাষা কানারিজ শিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং সপ্তাহে সপ্তাহে ঐ ভাষায় শ্লোকের ব্যাখ্যা বিলোয়ার ভ্রাতা গণের উপাসনা স্থলে পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে এবং ইতঃপূর্ব্বে আর কয়েক জন বিলোয়ার ভ্রাতা আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৭৯২ শক ৭ইফাল্গুন।

১

ভেবনা ভেবনা আর,
ঘুচাও হৃদয় ভার;
দুঃখের রজনী বুঝি পোহাইল ভাইরে,
চারিদিক পরিষ্কার দেখিবারে পাইরে!
রহেছি যাঁহারে ধরে,
তিনি আজ দয়াকরে,
শিশু বলে মুখ তুলে বুঝি ভাই চান্ রে।
দক্ষিণ দেশের বুঝি হলো পরিত্রাণ রে!

২

শিশু মোরা অসম্বল,
নাহি অর্থ নাহি বল;
দেশের সকল লোক ঘৃণা করে যায় রে!
পড়ে আছি চিরদিন সকলের পায় রে।
কিন্তু তাতে দুঃখনাই,
আমরা যাঁহাকে চাই,
তাঁর যদি দেখাপাই স্বর্গ কেবা চায় রে।
কিবা তুচ্ছ ধন মান দাঁড়ায় কোথায় রে॥

৩

ধ্রুব যদি অসহায়,
হরি ভজে হরিপায়,
আমরা ডাকিলে তাঁর পাব দরশন রে।
নির্দ্দয় ঈশ্বর তিনি কোন কালে নন রে!
যাদিগে দেখিতে ভাই,
এভুবনে লোক নাই;
তাদের সহায় সেই পিতা দয়াময় হে।
এই ভেবে ভাই সব বাঁধনা হৃদয় রে

৪

ভাসিয়া নয়ন জলে,
কোথা দয়াময় বলে
দীন দুঃখী ভাই সবে একবার ডাক রে!
আর কেন বিষাদেতে ম্লান হয়ে থাক রে!
তোমাদের পিতা যিনি,
অক্ষম ত নন তিনি,
দেবদেব বিশ্বপতি তাঁর কৃপাবলে রে।
শুখায় বিপদ সিন্ধু মহাগিরি চলে রে॥

৫

কোনরূপ ভয় পেলে,
শিশু যথা খেলা ফেলে,
লুকায় মাতার কোলে, সে পিতার পায় রে!
সেরূপ আশ্রয় নিলে কেবা ধরে তাঁয় রে॥
সে পিতা রাখেন যারে,
তারে কে মারিতে পারে!
বজ্রদেহী হয়ে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে।
তাহার নাচের বাদ্য জগত বাজায় রে॥

৬

শুনিয়া তাহার স্বর,
জাগে দেশ দেশান্তর,
পিতার নামের ভেরী দশ দিকে বাজে রে।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় লোক ফেলে শত কাজে রে॥

বর্ণিব কি বৃথা আর,
দেখ চক্ষু আছে যার;
অগাধ সাগর পারে হয় আন্দোলন রে।
ব্রহ্মনামে থর থর কাঁপিছে ভুবন রে!

৭

কে তোরা কোথায় ছিলি,
আহা কিবা শুনাইলি!
বলে ওই দেখ ভাই শত শত জন রে।
আমাদিগে দেখিতেছে সজল নয়ন রে!
পাপী তরে নামে তাঁর,
পাপীর কর্ণেতে আর.
এহতে মধুর কথা কিশুনাবি ভাইরে!
এহতে অমূল্য ধন আর কিছু নাইরে!

৮

কিছু নাই কিছু নাই
সত্য সত্য কিছু নাই
কেহ ত দেখেনি তাঁরে তবু তাঁর তরে রে!
এত লোক তাই ভাই হাহাকার করে রে।
সহজেতে কেহ তাঁরে
ডাকেনা ত এসংসারে,
তবু দেখ কত লোক পাগলের প্রায় রে
কোথা কোথা কোথা করে খুজিয়া বেড়ায় রে!

৯

আমরা বালক কালে
পড়েছি তাঁহার জালে,
ছাড়িব কি ছাড়িবার শক্তি আর নাই রে!
বোঝে না অবোধ লোকে ক্রুদ্ধ হয় তাই রে
রাগিলে কি শুনে প্রাণ,
প্রাণের নিজের টান,
টেনে লয় সেই দিকে থাকে সাধ্য কার রে!
গেল বলে তাহাদের ক্ষোভ মাত্র সার রে!

১০

আত্মীয় স্বজন যাঁরা
পর হয়ে যান তাঁরা,
জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে।
পিতার গর্ব্বিত শির ভুমিতে লোটায় রে।
শুনি সব জানি সব
মার সেই হাহারব
দিবা নিশি বাজে কাণে; কিন্তু কি যে টান রে!
ব্রহ্মের দিকেতে শুধু ছুটিতেছে প্রাণ রে!

১১

আমাদের ধন যাহা
ছাড়িতে নারিব তাহা
তোদের সর্ব্বস্ব তোরা কর পরিহার রে!
এই কথা বলে লোকে এ কোন বিচার রে।
এ প্রাণ দিয়াছি যাঁরে
ছাড়িতে কি পারি তাঁরে
মরি আর বাঁচি ব্রত করিব সাধন রে!
দুদিনের খেলা শুধু মানব জীবন রে।

১২

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা
নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে।
পিতাকে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান রে।
ব্রহ্মনাম গাব সবে,
মেদিনী কম্পিত হবে,
ব্রহ্মনামে টলমল টলিবে সাগর রে,
ব্রহ্মনামে থর থর কাঁপিবে ভূধর রে!

১৩

তাই বলি ভাই গণ!
ব্রহ্মেতে সঁপিয়া মন
সকলের পদতলে দাস হয়ে রও রে!
দেশের লোকেরে ডেকে ব্রহ্মকথা কও রে!
সরল শিশুর মত
বিনয়ে হইয়া নত
নিজের কর্ত্তব্য যাহা অবাধেতে কর রে!
দেখিবে সকল বাধা হইবে অন্তর রে!

সংবাদ।

বিগত ৭ই ফাল্গুণ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভ্রাতারা তথায় গিয়া ছিলেন। প্রাতঃ কালের উপাসনা অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয়। উপাসনা স্থলে তথাকার ও নিকটস্থ গ্রামের অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম মীমাংসার ধর্ম্ম এই বিষয়ে পরিষ্কার রূপে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈকালে পাঠ আলোচনা ও উপদেশ হইয়াছিল তৎকালে প্রায় তিন চারি শত লোক মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে ছিলেন। অনেক ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকও আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পুর্ব্বে নগর সংকীর্ত্তন হইয়া পুনরায় রজনীতে উপাসনা হইয়াছিল যাঁহারা পুর্ব্বে বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও এবার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন কোন বিষয়ে সাহায্যও করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মগণের আন্তরিক সাধু অভিপ্রায় একবার বুঝিতে পারিলে আর কেহ শত্রু হইতে পারেন না। ইহা সাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি।

গত ১১ই কালীঘাটের উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে উপাসনা ও সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন হয়। রজনীতে উপা-

সভার কার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদন করেন। কালীঘাট যে রূপ পৌত্তলিকতার দুর্গ স্বরূপ তাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আন্দোলন বিশেষ আনন্দ জনক। যত দিন না একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তত দিন দেশের কোন প্রকার পাপ অমঙ্গল বিদূরিত হইবে না। ঘোর কুসংস্কার ও অন্ধকার পূর্ণ পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত হিন্দু নরনারীগন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিতে কোন আপত্তি করেন না। বরং যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি আমাদের কোন কোন ভ্রাতা খৃষ্টানী অপবাদ প্রদান করেন ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বোয়ালিয়া "ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ" নামক এক খানি পুস্তক কয়েক দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আট পেজি ফরমার ১৯২ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বোয়েলিয়ার ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য প্রতি রবিবারে যে সকল লিখিত উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করিতেন সেই সকল উপদেশ ও প্রার্থনা এই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত গুলিন বিশুদ্ধ যুক্তিসমন্বিত, ইহার ভাষা ও অতি সহজ। উপাসনা সম্বন্ধে অনেক ভাব ও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

"বিজ্ঞান বিনোদিনী" ইহা কাকিনীয়াস্থ ধর্ম্ম সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাকার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী ইহার প্রণেতা। ইহা পাঠ করিয়া বোধ হইল যে এ সভাটী ব্রাহ্মসমাজেরই নামান্তর মাত্র। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ও জীব হিংসার অবৈধতা ইহাতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। জমিদার সন্তানেরা বৃথা আমোদ প্রমোদ না করিয়া এরূপ সদালোচনা ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন ইহা অতিশয় আহ্লাদজনক সন্দেহ নাই। আমরা সকল জমিদারদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা এইরূপ হইয়া বিষয় সম্ভোগ করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার কার্য্যালয়।

বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ১ মভাগ	৮০
ঐ ২য় ভাগ	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি পাদক শ্লোক সংগ্রহ	॥০
প্রকৃত বিশ্বাস	৵০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	৵০
আচার্য্যের উপদেশ	⁄০
ব্রহ্মমন্দির ১ম উপদেশ ব্যাকুলতা	⁄০
ঐ ২য় ঐ বিনয়	⁄০
ঐ ৩য় ঐ বিশ্বাস	⁄০
ব্রহ্মমন্দির ৪র্থ উপদেশ ঈশ্বর পিতা	⁄০
ঐ ৫ম ঐ ঈশ্বর রাজা	⁄০
ঐ ৬ষ্ঠ ঐ ঈশ্বর পরিত্রাতা	⁄০
ঐ ৭ম ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা	⁄০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	⁄০
ভক্তি	৵০
ব্রহ্মোৎসব	৵১০
ব্রহ্মময়ী চরিত	।০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	১০
উপাসনা প্রণালী	⁄০
ঐ সংস্কৃত	⁄০
হিন্দি প্রার্থনা	⁄০
ধর্ম্ম তত্ত্ব পুরাতন	৵০

FOR SALE.

AT TPE BRAHMO SOMAJ MISSION OFFICE.
13, MIRZAPORE STREET.

	Rs.	As.	P.
Great men ...	0	8	0
Regenerating Faith ...	0	8	0
A Compilation, from the Hindoo Jewish, Christian, Mahomedan and Parsee Scriptures ...	0	8	0
Jesus Christ; Europe and Asia ...	0	6	0
The Future Church ...	0	8	0
Man the Son of God ...	0	4	0
The Destiny of Human Life ...	0	4	0
Brahmo Somaj Vindicated ...	0	4	0
Popular Tracts No. 1 to 4 ...	0	4	0
Lectures at the Brahmo School, parts, 1 and 2...	0	3	0
Educated Natives ...	0	2	0
America and India ...	0	2	0
Deism and Theism ...	0	2	0
Religious and Social Reformation ...	0	2	0
Divine Worship ...	0	1	0
Lectures on Prayer ...	0	1	0
Appeal to young India ...	0	1	0
Age of Enlightenment ...	0	6	0
Progress of Theism ...	0	4	0
True Faith ...	0	4	0
Theist's Prayer Book ...	0	2	0
Welcome Soiree ...	0	2	0
Keshub Chunder Sen's Lectures and Tracts (Miss Collet's Edition) ...	2	10	0

FOR SALE.

AT THE BRAHMO SOMAJ MISSION OFFICE.
13, MIRZAPORE STREET.

Channing's Complete Work ... ... Rs 1 8

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়দিগকে পুনরায় অবগত করিতেছি যে প্রত্যেককে মূল্যের জন্য পত্র লিখিত হইলে আমাদিগের অনেক ক্ষতি হয়, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মিরজাপুর ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই ফাল্গুণ তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
৫ম সংখ্যা

১লা চৈত্র মঙ্গলবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২৷৹
ডাকমাসুল ৷৷৹

ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় সাধন।

ভাবযোগ মানব হৃদয়ের একটী আশ্চর্য্য শক্তি ইহা স্বাভাবিক ও অযত্নসম্ভূত। সমস্ত মানবজীবন এই চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহার আধিপত্য ও ক্ষমতা এত দূর যে মনুষ্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিলেও উহার শক্তি বিন্দু মাত্র প্রতিরোধ করিতে পারে না, কারণ ইহা বুদ্ধি বা অন্যান্য আন্তরিক কোন শক্তির অধীন নহে। হৃদয় কোন বিষয় বিচার করুক বা না করুক, মনে কোন বিষয়ক চিন্তা উত্থিত হউক বা না হউক তথাপি এই ভাবযোগ গূঢ় রূপে কার্য্য করিবেই করিবে। মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে বিভিন্ন শব্দে আখ্যাত করেন করুন কিন্তু ইহার মধ্যে আত্মার সমস্ত শক্তি যে ভ্রাম্যমাণ, হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি ও বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত যে ইহার সমবায় সম্বন্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য শোক দুঃখ আনন্দ সকলই এই প্রণালীর মধ্য দিয়া অনুভব করিয়া থাকে। ইহা বস্তুব্যাপক, অবস্থাব্যাপক, সময়ব্যাপক, স্থানব্যাপক, শব্দব্যাপক, ও হৃদয়ের বিশেষ ভাবব্যাপক। মৃত পুত্রের কোন ব্যবহৃত বস্তু দেখিলে কেন জননীর হৃদয়ে শোক সাগর উদ্বেলিত হয়? উহা দর্শন মাত্র পুত্রকে মনে পড়ে অমনি তৎসহ তাহার সমস্ত আকৃতি হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহার সকল কার্য্য ও কোন্ সময় তাহার প্রতি কি রূপ ভাব হইত তজ্জনিত মনে কত অনির্ব্বচনীয় সুখ ও আনন্দ হইত; এ সকল ক্রমান্বয়ে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয় শোকানলে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে; এই রূপ ভূত ও বর্ত্তমান কালের ঘটনাবলীর সহিত কল্পনা সংযুক্ত হওয়াতে বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে। যে ঘটনা বা পদার্থের সহিত সাধুভাব সংযুক্ত তৎ স্মরণে পবিত্র ভাব মনে হয় ও যাহাদের সহিত অপবিত্র ভাব সংস্পৃষ্ট তচ্চিন্তনে কুৎসিত ভাবের উদয় হয়। বস্তুতঃ ভাবযোগের জন্য মনুষ্যের কার্যের কি চিন্তার কি ভাবের কিছুই স্থিরতা থাকে না; একটা করিতে আর একটা হয় একটা ভাবিতে আর একটা মনে আসে; এই রূপ মানবমনের কেবলই বিশৃঙ্খলা; জীবনের বন্ধন নাই, দৃঢ়তাও নাই, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রকৃত লক্ষ্য স্থির হয় না; হইলেও তাহা ধরিতে পারা যায় না। ইহার জন্য অধিকাংশ লোক লক্ষ্যহীন হইয়া সংসারে কার্য্য করে। ইহা আমাদের পক্ষে যেমন উপকার ও উন্নতির কারণ তেমনি এখন তদপেক্ষা অপকার ও অবনতির হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মপথের বিশেষ শত্রু এই ভাবযোগ। ইহা

প্রার্থনা সম্বন্ধে এত অনিষ্ট সাধন করে যে তাহাতে জীবনের অবিশ্বাসই দিন দিন বৃদ্ধি হয়। প্রার্থনা করিলে মন শান্ত হয় সত্য, কিন্তু যে সকল বিষয়ের সহিত কুৎসিত ভাবের যোগ আছে তাহা নয়নের সমক্ষে কোন সময়ে পতিত হইবা মাত্র মনে অসাধু ভাব উপস্থিত হয়। উপাসনার সময় কেন মন স্থির হয় না? কেন মনের একাগ্রতা হয় না? বহির্জগতে ঈশ্বরের সত্তা কি জ্ঞান কৌশল ভাবিতে যাও, দেখিবে যে ঐ ভাবযোগের নিয়মানুসারে ঈশ্বরের ভাব মনে না আসিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার কার্য্যের বিষয় কি সংসারের বিষয় মানসচক্ষে প্রকাশিত হইল। আপনার জীবনের ঘটনা দিয়া তাঁহার করুণা ভাবিতে যাও দেখিবে যে ভাবিতে ভাবিতে হয়ত ক্রমশঃ জীবনের পাপানুষ্ঠান সকল মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপনার পাপ দেখিয়া ঈশ্বরের চরণে কাঁদিবে ও বিনীত হইবে মনে কর, চিন্তা করিতে করিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া হয়ত যে স্থানে পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলে ও যাহাদের সহিত ও যাহাকে লইয়া পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল; কোথায় তোমার ক্রন্দন করা আর কোথায় বা তোমার বিনীত হওয়া! তাই কি সকল সময় বুঝিতে পারা যায়? তুমি মনে করিতেছ আমি যাহা ভাবিতেছিলাম তাহাই বুঝি একাদিক্রমে ভাবিতেছি। ইহাই ধর্ম্ম জীবনের অত্যন্ত কণ্টক, এ কি সামান্য শোচনীয় অবস্থা? ইহার বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পুরাকালে কত শত মুনি ঋষি বিরক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন। ইহার জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও একটি অবিচলিত বিশ্বাসের ভূমি স্থির হইতে পারিতেছে না; কেবলই অস্থিরতা, পরিবর্ত্তন। এই বলিলাম যে ইহাই সত্য আবার দশ দিন পরে তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। এই জানিলাম যে এই উপায়ে জীবনের বিশেষ উপকার হয় আবার মাসাবধি পরে বলিলাম ইহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম, এই স্পষ্ট বুঝিলাম, দেখিলাম ও আস্বাদনও পাইলাম যে এই পথেই প্রকৃত পরিত্রাণ, আবার বৎসরেকের পরে বলিলাম যে না, পরিত্রাণের অন্য পথ। ব্রাহ্মগণ! বল দেখি আমরা কোথায় দণ্ডায়মান আছি? এ বিষয়ে যে আমরা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। হিমালয় সদৃশ অটল বিশ্বাস না পাইলে সংসারের ঘোর শোক তাপ যন্ত্রণা পাপ প্রলোভন হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইব?

যাহাই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যতঃ পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে আত্মার নিগূঢ় সাধন বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়গত কোমল অনুরাগ ও বিগলিত ভাব থাকিলেও কার্য্যগত প্রত্যক্ষ সজীব পবিত্রতা থাকে না। যে সকল বিষয় বা কার্য্যের প্রতি আমার অপবিত্র ঘৃণিত ভাব আছে তাহার কি হইবে? তাঁহার নাম শুনিলে আমার অশ্রুপাত হয়, তাঁহার উপাসনা আমার ভাল লাগে, কত সময় তাঁহার জন্য মনে বড় ব্যাকুলতা হয়, তাহাতেই বা কি? যে সমুদায় কার্য্য বা ইন্দ্রিয়দিগের উপভোগ্য বিষয়ের সহিত আমার কলঙ্কিত জঘন্য ভাব আছে তাহারত কিছুই হইল না। সে বস্তু দর্শন করিলে, সে কার্য্য চিন্তা করিলে মন নরকের সমান হইবেই হইবে। তাহা হইতে দূরে থাকিতে বল তাহাও ত দেখিলাম! মনের কি করিলে? চিন্তা ইচ্ছা কল্পনারই বা কি করিলে? কোন কার্য্যে মন নিযুক্ত রাখা উপায় বলিয়া জানিলেও হইবে না, যতক্ষণ মনঃসংযোগ ততক্ষণই ভাল; পাপবিনাশের পন্থা ত কিছুই হইল না। কারণ পাপের মুল শতত হৃদয়ে বিদ্যামান, তাহার কখন প্রকাশ কখন অপ্রকাশ এই মাত্র। পাপের দুর্জ্জয় অনতিক্রমণীয় বল দেখিয়া মনুষ্য প্রাণপণে চেষ্টা ও উপায় না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; এই জন্য প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সাধন অবলম্বন

করিতে হয়। এই কারণে জগতের প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন কি? আমরা একথা বলি না যে মনুষ্য আপনার বলে ঈশ্বরকে পাইবে পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ঈশ্বর স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা, তাঁহার পবিত্র চরণ পুণ্যের প্রস্রবণস্বরূপ; তথায় অবস্থান করিলে প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা সহজে স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথায় অবস্থিতি করিবার সময় অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, অনেক শত্রু আকর্ষণ করিয়া থাকে; সেই সকল প্রতিবন্ধককে ও শত্রুদিগকে ঈশ্বরের সাহায্যে দূর করিতে চেষ্টা করাই সাধন। প্রকৃত সাধন সংগ্রামের ও জীবন্ত প্রার্থনার অবস্থা। ইহা পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা ও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা। এই সাধন দ্বিবিধ, ভক্তির সাধন ও জ্ঞানের সাধন। যে কোন সম্প্রদায়েই হউক, এই দুয়ের একটি আছেই আছে। পুরাকালে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ জ্ঞানের সাধন অবলম্বন করিতেন। সংসারের মোহকোলাহল ও রিপুগণের উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া পাপের কারণ হইতে দূরে থাকিবার জন্য জনকোলাহল শূন্য স্থানে সেই অনন্ত দেবের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। পাপের উত্তেজক বিষয় হইতে দূরে থাকা ও পাপ হইতে মুক্ত হওয়া এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সুতরাং সামান্য প্রলোভন আসিলেই তাঁহারা গভীর পাপকূপে নিমগ্ন হইতেন। পুরাকালে রোমান ক্যাথলিক মঙ্কদিগের মধ্যে যদিও ভক্তির ভাব ছিল, কিন্তু তাঁহারা পাপ বিনাশের জন্য কঠোর জ্ঞানের সাধন অবলম্বন করিতেন বলিয়া কত সময় অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করিয়া বসিতেন। প্রকৃত প্রত্যক্ষ পবিত্রতা ভাবী কালের মধ্যেই নিহিত থাকিত। যথার্থ মুমুক্ষুরত জীবনের এই প্রশ্ন আজ্ঞ আমি কেমন করিয়া পাপ হইত মুক্ত হইব? যদি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়গত ভাবগত দূষিত ভাব বিদূরিত না হইয়া কিছু দিন কেবল ক্রিয়াশূন্য হইয়া স্থকিত থাকে। ইহা দ্বারা পূর্ব্বতন সময়ের ধর্ম্মজগতের অবস্থাও বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে তখন পরিত্রাণের একটি পরিষ্কার ভাব উপলব্ধ হয় নাই। যখন তন্ত্রাদির সময় আসিল তখন সাধন বিষয়ক কিছু নূতন উন্নত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। তন্ত্রের আগম বিভাগে সাধন বিষয়ে এই রূপ বিধি লিখিত হইয়াছে যে, "চিন্তং ন সংস্পৃহত্যর্থং নার্থাভাসং" মন বস্তু বা কার্য্যগত অভ্যস্ত ভাব অথবা তদ্গত ভাবান্তরকে ইচ্ছা করিবে না। অর্থাৎ সমস্ত রিপুর উত্তেজক বিষয় সমক্ষে থাকিবে কিন্তু তাহা অভিলাষ করিবে না। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ভয় ও কাম প্রভৃতি রিপুগণের বিভিন্ন সাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শব সাধন ভয়-বৃত্তি নিবারণের প্রধান উপায়। উহার প্রকরণ এই রূপ অমাবশ্যার রজনী, ঘোর নিশীথ সময়, শ্মশানের বিকট বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান, চারিদিকে বিদ্যুতের সহাস্য বদন ও নরদেহোপরি উপবেশন, সংসারের অসারতা অনুধ্যান। আবার কাম রিপুর দমনও ঐ প্রকারে সংসাধিত হইত। কামের উত্তেজক পদার্থ সমক্ষে রাখিয়া তান্ত্রিকগণ তাহার সাধন করিতেন। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণের ও অসাধুভাবের উত্তেজক পদার্থ সমক্ষে থাকিতে যদি মনের বিকার ও ভাবান্তর উপস্থিত না হয়, তবেই পাপরোগ হইতে নিষ্কৃতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া কেন পাপ ও দুষ্কর্ম্মের গভীর সাগরে নিপতিত হইতেন? জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও বল ভিন্ন কাহার সাধ্য রিপুদিগকে পরাস্ত করে? তাঁহারা কেবল ঈশ্বরের বল ছাড়িয়া আপনার বলে ঐ সকল ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন ও শত্রুগণের সহিত নিয়ত

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সুতরাং অপবিত্রতার দূষিত দুর্গন্ধে শরীর মন কলঙ্কিত হইয়া গেল। বামাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায় অদ্যাপি তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অপর দিকে ভক্তির সাধন বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈষ্ণবগণ এই সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে ভক্তির এত দূর সমাদর ও প্রবলতা যে দেখিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়। সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র কেবল ভক্তি ভাবে পরিপূর্ণ, ভক্তির বিশেষ তত্ত্ব ও অঙ্গ তাঁহাদের মধ্যেই কেবল আলোচিত হইত। "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে" দ্বিবিধ ভক্তি লিখিত হইয়াছে। "নাত্রশাস্ত্রং নিযুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং" শাস্ত্রবিনা যুক্তি বিনা ঈশ্বর লাভের প্রবল লোভকে "সাধনভক্তি" বলে। চৈতন্যের শিষ্যবর্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির উচ্চ অঙ্গ সকল জীবনে সাধন করিতেন। নামেতে অশ্রুপাত, ঐ নামে প্রেমোদয়, ঐ নামেই কৃপা তাঁহারা অতি বিনীত হৃদয়ে ঐ সকল ভাব উপার্জন করিতে সচেষ্ট হইতেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিগত জীবনগত সাধন একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাপের সহিত সংগ্রাম, আপনার দুরবস্থা দেখিয়া রোদন, যাহাতে পাপ না আসে তাহার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা, যে সকল পদার্থ দেখিলে মন্দ ভাব উদ্দীপ্ত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ উপায় অবলম্বন; এ সকল ভাব কঠোর বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়াতে ঐ স্বর্গীয় ভক্তি অপবিত্রতা ও কুসংস্কারে পরিণত হইল। কেহই একটি বিশেষ পথ আশ্রয় করিতে পারিলেন না। এক এক সম্প্রদায় এক একটি সাধন লইয়া মনে করিলেন আমরা প্রকৃত পথ পাইয়াছি। তান্ত্রিক ও বৈদান্তিকদিগের মধ্যে কঠোর জ্ঞানের সাধন, বৈষ্ণবদিগের ভক্তিরসাধন, রোমান ক্যাথলিকদিগেরও ভক্তির সাধন, প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে জ্ঞানের সাধন লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা কেবল ভক্তির সাধন গ্রহন করিল তাহারা কুসংস্কারী অপবিত্র হইয়া গেল, যাহারা কেবল জ্ঞানের সাধন অবলম্বন করিল তাহারা শুষ্ক অবিশ্বাসী ও অহঙ্কারী হইয়া গেল। সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী অনুশীলন করিয়া দেখা গেল যে কেহই প্রকৃত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন করিয়া পাপ হইতে মুক্তির সরল পথে উপনীত হইতে পারিলেন না। এক্ষণে আমাদিগকে কিরূপে সাধন করিতে হইবে। ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বিবিধ সাধনই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। মহর্ষি ঈশার জীবনে এই উভয় সাধনের প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন তাঁহার প্রার্থনা তদ্রূপ সংগ্রাম বিশ্বাস, বিনয় ধ্যান ধারণা তেমনি। ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব ও ভক্তি সাধনের সর্ব্বোচ্চ ফল, প্রত্যেক পদার্থের সহিত কার্য্যগত সাধু ভাবযোগ জ্ঞান সাধনের ফল। ভক্তি সাধনের প্রকরণ প্রার্থনা, সম্পূর্ণ নির্ভর, আপনার পাপ ও অনুপযুক্ততা দেখিয়া বিনয়, কৃপাই জীবনের সম্বল, তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ও সাধুসহবাস। জ্ঞান সাধনের প্রণালী পাপের সহিত সংগ্রাম, আপনার কলঙ্ক দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হওয়া, যে সকল বিষয়ে বা কার্য্যে মন দূষিত হয় তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করা। ব্রাহ্মজীবনে এ উভয়ই আবশ্যক নতুবা প্রকৃত পরিত্রাণ অসম্ভব। আমরা যত দূর পারি তাহা প্রদর্শন করিয়াছি যে জগতের প্রতিসম্প্রদায় একএকটি আংসিক সাধন করিলেন বলিয়া চির দিন সেই অন্ধকারে রহিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল বেদ বিধি অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগের সাধন ও প্রবৃত্তির বিষয়ের সহিত বৈধ সাধুভাব সাধন এই দুইই স্বর্গীয় ব্যাপার। পরিত্রাণশাস্ত্রে যে দুইটি অতি গোপনীয় ও দুরবগাহ্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অতিমনোহর আদেশ। ভাবযোগ বিশুদ্ধ করাই যথার্থ বৈধ সাধন। ইন্দ্রিয়গণের উপভোগ্য প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অসাধুভাবের যোগেই পাপ কুচিন্তা দূষিত কল্পনা মনে উদয় হয়। যদি ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় হইতে ক্রমাগত

আমরা দূরে থাকি তবে সেই কলুষিত ভাব চির দিনের জন্য রহিয়াই গেল, যদি তাহাকে লইয়া আনন্দে দিবানিশি উপভোগ করি, তাহা হইলে পাপেরই দিন দিন বৃদ্ধি। এক্ষণে এই বিষাক্ত ভাবের পরিবর্ত্তে সাধু ভাবযোগ সকল স্থাপন করিতে হইবে। যে যে বিষয়ে মন্দ ভাব উদয় হয়, ঈশ্বরকে সমক্ষে করিয়া ঐ সকল বিষয়ের উপর পবিত্র ভাব সংস্থাপন করিতে হইবে। এই প্রণালীটি অতি চমৎকার ও অব্যর্থ। ভাবযোগ উপস্থিত হইবেই হইবে। হয় মন্দ না হয় ভাল; তাহার হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার যো নাই। এক বার যদি ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাবের সহিত সমস্ত ঘটনা ও পদার্থের যোগ হয়, তাহা হইলে ভাবযোগের নিয়মানুসারেই কার্য্যগত ও বিষয়গত পবিত্রতা এক প্রকার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই প্রকৃত পরিত্রাণ; রিপুর বিষয় থাকিবে অথচ তাহা দেখিয়া সাধু ভাব উপস্থিত হইবে। ইহাতেই পাপের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়; জ্ঞান সাধনের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু উচ্চ সাধনের সহিত সংযুক্ত না হইলে এ ভাব কখনই লাভ করা যায় না। যাহাতে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহার জন্য দিবা নিশি চেষ্টা করিতে হইবে। এই উভয় সাধন একত্র চাই। ভক্তির সাধন পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটি অবলম্বন করিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আমাদেরও দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিবে না। আমরা সময়ান্তরে ভক্তি সাধনের বিশেষ তত্ত্ব লিখিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মোন্নতির সহজ গতি।

মনুষ্যের জীবন যখন সত্যের সরল প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় তখন স্বর্গরাজ্য আপনা হইতে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। সৎপথের নেতা বিবেক ও ঈশ্বরের সর্ব্বভেদী চক্ষের সম্মুখে যখন আপনাকে নির্দ্দোষী ও বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে সপ্রমাণ করা যায় তখনই জীবনে শান্তি অনুভূত হয়। সময়ের ও স্বভাবের প্রতিকূলে গমন করিলে কখনই তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আমাদিগের গন্তব্য স্থান সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মরাজ্যের শাসনপ্রণালী অতি সরল এবং সহজ। বিপুল অর্থ, পার্থিব বলবিক্রম ক্ষমতা, অতি সূক্ষ্ম কৌশল-পূর্ণ রাজনৈতিক প্রণালী সেখানে পরাস্ত হয়। সেই গভীর জ্ঞানময় রাজ রাজেশ্বরের নিকট মানবীয় বুদ্ধির সাংসারিক চাতুর্য্য ও ধূর্ত্ততা কোন কার্য্যের হয় না। অল্পদর্শী মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীতে প্রতিপত্তি লাভ করা তাহা সহজেই হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ন্যায়বান্ ঈশ্বরের নিকট প্রতারণা চলিতে পারে না। ধনবলে কি বাহুবলে, মনুষ্যের বলে কি সম্ভ্রমের বলে কিম্বা বুদ্ধি কৌশলে ধর্ম্ম প্রচারক করা অসম্ভব।

যাঁহারা স্বভাবের সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া অতিবুদ্ধিমান্ রাজনীতি বিশারদ বিচমার্কের ন্যায় চতুর, তাঁহারা হয়ত বিবিধ কৌশলে একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ অধিকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা নিজের আত্মাকেও ধর্ম্মপথে আনিতে সক্ষম হয় না। অর্থের দ্বারা বরং এক জন সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদবীর লোককেও বশীভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা একটি স্বাধীন আত্মাকে সত্যের পথে পুণ্যের পথে আনয়ন সহজ হইবে না। এক জন ধনহীন দুর্ব্বল ধর্ম্মবীরের দুইটী জীবন্ত উপদেশ সহস্র সৈন্যের যুদ্ধাস্ত্র অপেক্ষা বীর্য্য ধারণ করে। প্রবল প্রতাপান্বিত সংগ্রাম নিপুণ মহাবীর নেপোলিয়ন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া সেণ্ট হেলেনা নামক স্থানে যখন নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করেন, তখন পার্থিব ক্ষমতার অনিত্যতা স্মরণপূর্ব্বক এক দিন সেনাপতি বারট্র্যাণ্ডকে এই রূপ বলিয়াছিলেন। "তুমি সিজার ও আলে-

কঙ্কেগুয়ারের দেশ জয়ের কথা বলিয়া থাক এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের সৈন্যদিগের হৃদয়ে উৎসাহের অনল প্রজ্বলিত করিতেন সেই কথা বল, কিন্তু তুমি কি ইহা কখন মনে ধারণা করিতে পার যে এক জন মৃত মনুষ্য এমন একদল সৈন্যের দ্বারা এখনও জয় করিতেছেন যাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে কেবল তাঁহাকে স্মৃতিপথে রক্ষা করিতেছে? যেমন কারথাজেনিয়ন সৈন্যেরা হ্যানিবলকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তেমনি জীবদ্দশা সত্ত্বেও আমাকে আমার সৈন্যেরা বিস্মৃত হইয়াছে। একটি সংগ্রামে পরাজিত হইলেই আমাদিগকে নিষ্পোষিত হইতে হয়, এবং বিপদ আসিয়া আমাদের বন্ধু বান্ধবকে নানাস্থানী করে, এইত আমাদের ক্ষমতা। কিন্তু ঈশাকে দেখ! অল্পসংখ্যক কএক জন শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডীত হইতে হইল। য়িহুদি জাতি ও তাহাদের ধর্ম্মযাজকদিগের ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র হইয়া এবং আপনার শিষ্যদিগের দ্বারায়ও অস্বীকৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া তিনি জীবন হারাইয়াছিলেন, তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতি ও চার্চ্চ রাজত্ব একটি চিরস্থায়ী অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। কত কত জাতি চলিয়া গেল, কত রাজ সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, কিন্তু খৃষ্টান চার্চ্চ অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে। খৃষ্টকে সে সময়ের লোকেরা যে সম্ভ্রম করে নাই, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তিনি সেই অনাদি অনন্ত পুরুষের সন্তান। তাঁহার সমুদায় মত ও ভাব সেই এক অনন্ত ভাবেরই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে। সত্য সত্যই খৃষ্ট এখনও কথা কহিতেছেন এবং সেই প্রেম শীখাকে আলোকিত করিতেছেন যাহা দ্বারা আত্মপ্রেম বিধ্বংস হয় এবং যে প্রেম আর আর সমস্ত প্রেমের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আমি সৈন্যদিগকে এত দূর উৎসাহে উন্মত্ত করিতাম যে তাহারা আমার জন্য প্রাণ দান করিত, কিন্তু এই সকলের পরেও আবার আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হইত। আমার চক্ষের জ্যোতি, আমার কণ্ঠধ্বনি এবং আমার একটি বাক্য হইলে তবে তাহাদের হৃদয়ে অগ্নি প্রদীপ্ত হইত। এই সকল ক্ষমতা আমার অধিকৃত ছিল; কিন্তু অপর কোন এক ব্যক্তিকেও তাহা আমি দিতে পারিতাম না। কোন সেনানী ইহা আমা হইতে শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন আমি যে একাকী এই সেণ্ট হেলেনায় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া প্রস্তরোপরি অবস্থিতি করিতেছি কে এখন আমার জন্য রাজ্য অধিকার করিতেছে? কেইবা আমার নিমিত্ত সংগ্রাম করিতেছে? কে আমার জন্য ইয়োরোপেতে এখন চেষ্টা করিতেছে? কোথায় এখন আমার সেই বন্ধু বান্ধব? সত্য বটে রাজ সিংহাসনের ও রাজ মুকুটের উজ্জলতার সহিত আমাদের জীবনের জ্যোতি এক সময় বিকীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখন আমি আমার সময়ের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। অবশ্য এখন আমার শরীর মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। খৃষ্টের বিঘোষিত চির রাজত্ব যাহাকে সকলে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করে তাহার সঙ্গে আমার এই প্রগাঢ় দুঃখ যন্ত্রণার কি অতলস্পর্শ গভীর প্রভেদ”!!

মহাসমর বিজয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নেপোলিয়ানের অন্তিম কালের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিলে কি পার্থিব ক্ষমতার অনিত্যতার প্রতি আর অণুমাত্র সংশয় হয়? অর্থ বলে কি বাহু বলে যদি ধর্ম্ম প্রচার হইত, তাহা হইলে ইংরাজেরা এত দিন সমস্ত ভারতকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিত। কেনই বা মিসনরী স্কুলে শিক্ষা পাইয়া ছাত্রেরা ব্রাহ্ম হইতেছে? এই জন্য, যে এ ধর্ম্ম স্বভাবজাত এবং সময়ের সামগ্রী। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা, নানা ভাষাজ্ঞ অগাধবুদ্ধি কত কত বিশপ, ডিকন ও পাদরির ব্যয়িত হইতেছে তথাপি কেন আর

খৃষ্টান ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করে না? আর তখনই বা কেন জন কতক সামান্য লোক দ্বারা শত সহস্র লোক খৃষ্টান হইয়াছিল? সত্যের গতি ও জীবনের জ্যোতি যত দূর গমন করিতে পারে তত দূর ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার বহির্ভাগে কেবল সাধারণ লোকের কোলাহল এবং দলের বৃদ্ধি। কুটিল বক্র পন্থা অবলম্বন করিলে তাহা সংসারের স্বার্থ সাধনের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ লোকেরা কাল্পনিক আলোক, মায়াময় সুখের স্বপ্ন দেখিয়া যে সত্য হইতে ভ্রমে ভ্রম হইতে পুনরায় সত্যেতে গতায়াত করে, তাহাতে কেবল তাহারই অস্থিরতা প্রকাশ পায়। সত্যের সমষ্টি পবিত্রতার আধার ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাতে কি কখন হীনগৌরব হইবে? কখনই না।

আমাদের বাহিরের কোন অবলম্বন বা নিদর্শন নাই, তথাপি আমরা নির্ভয়ে অবস্থিতি করিব; কেন না "বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ" একেবারে সেই সত্যস্বরূপ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারি না বলিয়া কি কুসংস্কার ও ভ্রমের সেবা করিতে হইবে? যে পথ আমাদিগকে প্রদর্শিত হইয়াছে সেই সরল পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হইব। সেই দয়াময় জীবন্ত সারবান্ ঈশ্বরই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র; তিনিই অন্তর বাহিরের অবলম্বন, তিনিই পরকাল, মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, গুরু, নেতা সকলই। এমন স্বাধীন সরল পথ ত্যাগ করিয়া কেহ "কর্ত্তাভজা" হইয়া যদি আলোক দেখিয়া সাময়িক আনন্দ ভোগ করত অট্ট হাসিতে গগন ভেদ করেন, কিম্বা "বাউল" সাজিয়া কটীতে নূপুর ও ঘুঙ্গুর বন্ধনপূর্ব্বক তব্‌লার বাঁওয়া গোপী যন্ত্র লইয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়ান, অথবা সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য পাদরির দ্বারা মৃত খৃষ্টের জড়ীয় দেহ ও নিজ্জীব মতের শরণাপন্ন হন, তাহাতেই কি সত্যের মহিমা হ্রাস হইতে পারে? আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যদি তাঁহারা ঘোর সংসারী না হন, এবং নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব না করেন, আর পরিত্রাণ চান, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। আমরা সাম্প্রদায়িক ভাবে কোন দল বিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না এবং ইচ্ছাও করি না। যাহার যাহা দোষ গুণ অভাব দুর্ব্বলতা নিরপেক্ষতার সহিত তাহা এই পত্রিকায় প্রকটিত হইবে। দল বৃদ্ধি হউক আর না হউক, পাপ চরিতার্থ করিতে উৎসাহ দিয়া পবিত্রতার আদর্শকে কখন হীন করা হইবে না। সত্য গোপন রাখিবার বস্তু নহে। দিবা দুই প্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যালোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ যদি বলেন এখন গভীর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা তাহা কি গ্রাহ্য হইবে? সুপরিস্কৃত দিবালোকে প্রকাশ্য স্থানে সত্যকে অবস্থিতি করিতে দাও, উহা আপনার স্বাভাবিক স্বর্গীয় আকর্ষণে সরল ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুকে আকৃষ্ট করিবে। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধন করা যায় না। আশ্চর্য্য ক্রিয়ার আবশ্যক নাই, দল বৃদ্ধির জন্য ভাবিতে হইবে না। যদি ঈশ্বরের অভ্রান্ত শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকে, যদি স্বভাবের অপরিবর্ত্তনীয় ক্রিয়াকে সেই মঙ্গলময় অনন্ত শক্তি ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া প্রতীত না জন্মে, তবে বাহিরের কৌশলপূর্ণ ধর্ম্মবল তোমার নিকট কত দিন সত্য বলিয়া বোধ হইবে? জগৎ এতই কি অরাজক হইয়াছে যে মিথ্যাকে সত্য, অন্ধকারকে আলোক, কল্পনাকে প্রকৃত বলিয়া লোকে প্রতিপত্তি লাভ করিবে? স্বার্থপরতাকে কর্ত্তব্য, কপটতাকে জাতীয় সম্ভ্রম, যশলিপ্সাকে পরোপকার এবং ভীরুতাকে সুশীলতা বলিয়া কি চির দিনই লোকে প্রচার করিয়া যাইবে? কখন না! কখন না! রে ভ্রান্ত মনুষ্য! মনে করিও না যে তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে; এত দুর অরাজকতা এখনও হয় নাই। কেন ব্রাহ্মধর্ম্মের এত বল? স্বভাবের ফল, সত্যের সমষ্টি, ঈশ্বরে দান এই জন্য।

সমস্ত প্রাণিজগৎ, জড়জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ, পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র কি গম্ভীর নিনাদে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে না? স্বর্গরাজ্যের সকল সামগ্রীই এখানে সঞ্চিত আছে। সরল হইয়া বিনীত ভাবে অবনত মস্তকে সেই দ্বারে প্রবেশ কর, দুষ্ট বুদ্ধি, স্বার্থপরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঠিক পথ দিয়া চল, ঈশ্বরকে লাভ করিবে; কিন্তু সংসার এখানে পাইবে না। প্রাণ বিয়োগ হইলেও পাপ করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন তোমাকে আদেশ করিবেন না। দেশ কাল পাত্র অনুসারে তোমার সকল দিক্ সুবিধা করিয়াও দিবেন না। উৎকোচ দিয়া তোমাকে চান না, কত লোক সর্ব্বস্ব দিয়া সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে।

১১ মাঘ প্রাতঃকালের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত ভাব।

এই মাঘোৎসবের দিন পরমপিতার সহিত বিশেষ যোগ এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত বিশেষ যোগ সম্পাদিত করিতে হইবে। এ যোগ সম্পাদন না করিয়া অদ্য আমরা গৃহে যাইতে পারি না। উৎসবের বাহ্যকোলাহল দর্শন করিতে আমরা প্রাতঃকালে আসি নাই। আমাদিগের বন্ধুবান্ধবের সহিত বহুদিন পরে মিলন হইল বলিয়া ক্ষণকাল আনন্দের নিমিত্ত আমরা এখানে আসি-নাই। পিতার চরণ ক্ষণকাল পুজা করিয়া ক্ষান্ত হইবার জন্যও আসি নাই। যখন বিশেষ উৎসবের মানসে আসিয়াছি তখন পিতার সহিত বিশেষ যোগ লইয়া যাইতেই হইবে; শূন্যমনে ফিরিয়া যাইতে পারি না। পিতাকে দর্শন না করিয়া যাইব না আমাদিগের এই সঙ্কল্প সাধন করিতেই হইবে। যাহাদিগকে এখানে দেখিতেছি তাহাদিগের সহিত বিশেষরূপে পরিবারে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যাঁহার পুজার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি তাঁহাকে প্রাণের সহিত বাঁধিতে হইবে। নতুবা উৎসব উৎসব নয়। এখানকার মনোহর দৃশ্য দেখিয়া বাহিরের নয়ন চরিতার্থ হইল বটে কিন্তু যাঁহার জন্য উৎসব, তাঁহার সহিত বিশেষ যোগ স্থাপন না হইলে আমাদিগের বাসনা নিষ্ফল হইল, আমাদিগের বিশেষ সঙ্কল্প সাধন হইল না। উৎসবের দিন অঙ্গীকার করিয়া পিতাকে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দর্শন কর। দুইটী সঙ্কল্প সাধন করা এই উৎসবের তাৎপর্য্য। যিনি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে পালন করিলেন প্রথমে তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; দ্বিতীয় উপাসকমণ্ডলীকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে পরমেশ্বরের পরিবার অপরদিকে পরমেশ্বরের সেই পরিবারের দেবতা। ইহাই উৎসবের প্রাণ, এইটী সাধন কর আর কিছু করিতে অনুরোধ করি না। বেদী হইতে এই নিমিত্ত অনুরোধ করি যে পিতার সহিত আত্মা সংলগ্ন কর এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত হৃদয় সংলগ্ন কর। এটী সাধন না করিয়া ফিরীও না। নতুবা যিনি এত আদর করেন, কাল প্রাতঃকালে তাঁহাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে। যে জন্য এখানে আসিলে সে সংকল্প সাধন কর, ইচ্ছাপুর্ণ কর। তিনি অধিক চাহেন না কেবল এই চান পিতাকে যেন পিতা বলি। তিনি মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন সন্তান যেন বিনীত ভাবে কোমল স্বরে প্রাণভরিয়া বলে যে, "তুমি আমার পিতা" তিনি ইহাই শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন আর কিছু চান না। উৎসবের ও বঙ্গদেশের, সমুদায় বসুন্ধরার কামনা পুর্ণ হইবে যদি তাঁহাকে পিতা বল। হৃদয়ের সহিত বল যে "তুমি আমাদের পিতা" নিশ্চয় অমৃত বারি জীবনে প্লাবিত হইবে এবং তাহা হইতে দিন দিন অমৃত ফল প্রসূত হইবে।

ঈশ্বরের দুটী ভাব সমভাবে আছে, তিনি পিতা এবং পরিত্রাতা। তাঁহাতে যেমন সূর্য্যের ন্যায় কিরণ, তেমনি চন্দ্রের ন্যায় জোৎস্না। যদি পুণ্যবান্ হইতে আকাঙ্ক্ষা কর পাপ পথে যাইওনা, এই কথা বজ্রের ন্যায় তর্জ্জন করে। আবার শান্ত হও, শুভ্র হও, শান্তি নিকেতনে বাস করিতে পারিবে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হইবে; এইরূপে সুধারস নিঃসৃত হয়। ঈশ্বর এক হস্তে মহত্ত্বয়ে মেদিনীকে কম্পবান্ করিতেছেন, সেই হস্ত হইতে পাপের বিহিত দণ্ড ও শাস্তি দান করিতেছেন। সেই পিতা অপর এক হস্ত হইতে প্রেম শান্তি পুণ্যের পুরস্কার দিতেছেন। সাধুর হৃদয়কে পুরস্কৃত করিতেছেন এবং তাঁহার কামনা পুর্ণ করিতেছেন। পিতাকে পিতা বলিয়া এই দুইটী ভাব গ্রহণ কর। ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিলাম পিতার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত রহিয়াছে, অমনি লজ্জায় মস্তক হেট হইল, কারণ তিনি আমাদিগের পিতা। তাঁহাকে পিতা বলিলাম অমনি তাঁহার চিরদাস হইলাম। তাঁহাকে পিতা বলিলাম অমনি হস্ত পদ বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা করিল যাহা বল তাহা করিব। মনের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিব। আর বলিও না যে মন প্রাণ তাঁহাকে দিব না, তাঁহার পদ সেবায় চিরদিনের জন্য নিযুক্ত হইব না। একবার পিতা বলিলাম অমনি দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম। তাঁহাকে পিতা বলা আমাদিগের সৌভাগ্য। সন্তান হইয়া জন্মদাতাকে পিতা বলিতে কোন্ প্রাণে বিরত হইব? তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেছেন

অসৎ কার্য্য করিও না, কুপথগামী হইও না, পরোপকার শিক্ষা কর, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হও, কি প্রকারে তাঁহার আদেশে বধির হইবে? তিনি এক হস্তে মুখের অন্ন অপর হস্তে আত্মার অন্ন বিধান করিতেছেন। এক হস্তে শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করিতেছেন অপর হস্তে আত্মাকে পাপ মলিনতা হইতে মুক্তি দিতেছেন। এমন পরমেশ্বরকে একবার মনের সহিত পিতা বল যেন কোন কালে আর না ভুলিতে হয়। আমাদের প্রাণে ভক্তি শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করুক, কাহার হৃদয় এমন কঠোর, মন এমন পাষাণ যে এমন পিতাকে পিতা বলিবে না? তাঁহাকে পূজা করিবে না, তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিবে? কাহার হৃদয় এমন কঠোর যে তাঁহাকে প্রভুভক্তি দেখাইবে না? কে না তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে? তাঁহাকে পিতা বলিয়া পিতা পুত্রের সম্বন্ধে বদ্ধ হইবে? আজ সকলে তাঁহার গৃহে দাস ভাবে উপস্থিত হইয়াছ। আজ তাঁহাকে পিতা বলিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য সাধন কর।

যেমন তাঁহাকে পিতা বলিতে হইবে তেমনি আর একটি কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহারা চারি পার্শ্বে বসিয়া আছেন তাঁহারা সামান্য লোক নহেন, সম্পদ্ কালের ধনাকাঙ্ক্ষী তোষামোদকারী বন্ধু নহেন। ইহাঁরা প্রাণের বন্ধু, হৃদয়ের বন্ধু, পরকালের সহযাত্রী, অনন্তকাল শান্তি নিকেতনের সঙ্গী। বিশুদ্ধ নয়নে ইহাঁদের মুখচন্দ্র দর্শন কর। যেখানে সকলে কুটীলতা দর্শন করে সেখানে ইহাঁরা ভাল ভাব দেখেন। যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতে হইবে, যে যে সাধক তাঁহার নির্জ্জন উপদেশের অধিকারী তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সহোদর ভাবে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের সহযাত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার সন্তানদিগকে, নরনারীকে বিশুদ্ধ নয়নে দেখিতে হইবে। পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনেক দিন লঙ্ঘন করিয়াছি বটে কিন্তু পরমেশ্বর প্রেমের সঞ্চারে সে সকল ক্ষমা করিয়াছেন। পিতাকে লইয়া পরিবার বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিনীত ভাবে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া এ অভাবটী পূর্ণ করিতে হইবে। পরমেশ্বরকে পিতা করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভগ্নীতে ভগ্নীতে মিলিত হইতে হইবে। এ ভাব স্থাপিত হইলে কত আনন্দ লাভ হইবে বলা যায় না। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত পরিবারের ভাব কোথাও স্থাপিত হয় নাই। ব্রহ্ম কৃপাময়, তাঁহার বিশেষ দয়া আছে, তিনি দীনের গতি এ কথা বলিতে পারি বটে কিন্তু তাঁহাকে লইয়া পরিবার স্থাপন না করিলে আশা পূর্ণ হয় না। তাঁহার চরণ সেবা করিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত না হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্মে এবং আলোক অন্ধকারে পরিণত হয়। পরমেশ্বর গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে আমরা তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া চারিদিকে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে পারি। এ সকল বিশ্বাস করিয়া পরিবার স্থাপন কর। যদি বিশ্বাসে মন পবিত্র না হয়, হৃদয় কোমল না হয় তবে যে ব্রহ্মমন্দিরের লোকদিগের কলঙ্ক। কার সাধ্য বলে আমরা কিছু পারিনা? যদি হৃদয়কে কোমল করিতে চাও, নয়নকে বিশুদ্ধ করিতে চাও তবে সেই নয়নের অঞ্জন গ্রহণ কর, নতুবা ভাই ভগিনীদিগকে বুঝিতে পারিবে না। প্রাণের সহিত ভ্রাতাদিগকে আলিঙ্গন করিতে শিখিতে হইবে। ভ্রাতা ভগিনীর গভীর অর্থ বুঝিয়া তাহাদিগকে হৃদয় প্রাণ দিতে শিখিতে হইবে। যখন রুক্ষ নয়নে অপ্রসন্ন ভাবে ভ্রাতার প্রতি দর্শন করিব অমনি সেই ভাব আসিবে। ভগিনীকে দেখিবামাত্র যাহাতে পবিত্র প্রণয়ের উদয় হয়, ছুটিয়া তাহার সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, নয়নের কুটীলতা দূর হয় তজ্জন্য চক্ষুর অঞ্জন চাই। নতুবা অপবিত্র পথে গমন করিয়া অপবিত্র হৃদয়ে কেবল অপবিত্র অভিসন্ধির উদয় হইবে। চক্ষুর অঞ্জন হইলে সেই পরম পিতাকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব, জানিব তিনি অধ্যাত্মচক্ষুর দূরে নহেন, আলাপূর্ণ করিয়া চারিদিকে তাঁহার জ্যোৎস্না দর্শন করিব। তিনি চক্ষুর অঞ্জন হইলে সকল গোলমাল চলিয়া যাইবে, ভ্রাতা ভগিনীকে হৃদয় প্রাণ দিতে পারিব, ভ্রাতা ভগিনীর সেবা করিতে পারিব। এ দুটী উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। এ আশা পূর্ণ করিতে হইবে এজন্য তিনি এখানে সংসার ক্ষেত্রে সকল উপায় বিধান করিতেছেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া মনে মনে জগতের সকলকে একত্র করিয়া ভ্রাতা ভগিনীদিগকে নমস্কার করিও। ব্রহ্মের উপাসনায় যাহাতে সকল সংযোগ হয়, অন্তর রাজ্য মধ্যে পিতাকে রাখিয়া যাহাতে চারিদিকে ভাই ভগিনী একত্র হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিও। তিনি ভিন্ন আমাদিগের আর গুরু নাই, শাস্ত্র নাই; পিতাই আমাদের সকল দেন। তিনি আমাদের হৃদয়রাজ্যের ধন, সে রাজ্যের সার শোভা। দয়াময় আমাদিগকে মন্ত্র দিতেছেন। গুরু হইয়া আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে সন্তানদিগের হৃদয়ে ভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত পিতা বলিতে হইবে। ভাই ভগিনীগণ! সকলে মিলিয়া ব্রহ্মের গৃহ পূর্ণ করিতে হইবে, ব্রহ্মপরিবার সংগঠন করিতে হইবে। ব্রহ্মের পরিবারে বঙ্গদেশ পূর্ণ হউক, সমস্ত জগতে প্রেমরাজ্য সুবিস্তৃত হউক।

মাঙ্গালোর।

(৩২০ পৃষ্ঠার পর।)

শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় উভয় প্রার্থনা সভাতে এখানকার সঙ্গতের ন্যায় আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং যখন তখন ভ্রাতাগণের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ

করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে আমিও সারস্বত ভ্রাতাগণের উপাসনা সভায় যাইতে লাগিলাম, কিন্তু উপাসনাদির কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাই করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি শুদ্ধ উপদেশ দিতেন কিন্তু উপাসনার নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া তিনি আর উপাসনা পর্য্যন্তের ভার না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা পূর্ব্বে এক বার তাঁহাকে উপাসনার ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন লন নাই। এই সভাতে অমৃত বাবু ঈশ্বরের প্রেম করুণা, তাঁহার সেবায় শান্তি ও পরিত্রাণ, নিঃস্বার্থ ভাবে ভ্রাতার প্রতি প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে উপাদেশ দেন। এই সকল উপদেশ কি প্রকার গুরুতর কার্য্য করিতেছিল, তাহার নিদর্শন যদিও কোন কোন ভ্রাতার হৃদয় উৎঘাটন দ্বারা তখনি অনেক প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাতের ঘটনায় তাহা আরো দৃঢ়তর হইয়াছে।

এই সময়ে আমি কানারিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং "অনুষ্ঠান পদ্ধতি" অনুবাদ করি, যিনি আমার সেই অনুবাদের সংশোধন কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার সময় উপস্থিত হইল। আমার শরীর কাতর হওয়াতে আমিও আসিতে সঙ্কল্প করিলাম। মান্দ্রাজস্থ প্রচারক শ্রীধর স্বামী নাইডু আমাদিগের কার্য্যের ভার লইতে আসিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মাতার পীড়ার জন্য অবস্থান করিতে পরিলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে তদবস্থায় রাখিয়া আসাই স্থির হইল এবং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থিরতর রূপে তথায় সংস্থাপিত হইল, এক জন বিলোয়ার ভ্রাতা উপাসনার ভার লইলেন। তদনন্তর শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রযত্নে যে সকল ভ্রাতা উপাসনা সভায় আসিতেন না, তাঁহাদের জন্য আত্মোন্নতি সভা সংস্থাপিত হইল এবং তথায় উপাসনাও হইতে লাগিল। আমরা আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু সে সময়ে ভ্রাতাগণের আগ্রহ এবং আর্ত্তনাদ এমনি বৃদ্ধি হইল এবং আমার হৃদয় আমাকে সেখানে কাজ করিবার এমনি ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল যে আমাকে আসা স্থকিত করিতে হইল। অমৃত বাবু চলিয়া আসিলে আমি সমাজে শুদ্ধ উপদেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রার্থনা করিতাম; উপাসনার প্রথমাঙ্গ হইতে সাধারন উপাসনা পর্য্যন্ত বিলোয়ার ভ্রাতাই করিতেন। কিন্তু প্রার্থনা সভাতে যিনি উপাসনার ভার লইয়াছিলেন তিনি সমুদায় ভার আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন, আমি অনুপযুক্ত হইয়াও পিতার উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং সাধ্যমত "ধর্ম্মোন্নতি" সভারও সহায়তা করিতে লাগিলাম। কতক দিন পরে সারস্বত ভ্রাতাগণের স্বামী (গুরু) আসিলেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের উপরে ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ তাঁহাদের কয়েক জন কিছু সাহসিকতা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু একজন ব্যতীত আর সকলকে ভীত হইয়া উপাসনা সভা এবং আত্মোন্নতি সভা পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু উপাসনার বীজ তাঁহাদিগের মধ্যে এমনি প্রবিষ্ট হইয়াছে যে তাঁহারা উপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সকলে নির্জ্জনে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে উপাসনার্থ সমবেত হইতে লাগিলেন। এই স্থানে দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভ্রাতা রঘুনাথ যিনি তিরস্কৃত এবং জাতিবহিষ্কৃত পর্য্যন্ত হইলেন, তিনি একাকী প্রকাশ্য উপাসনা সভা রক্ষা করিলেন। "পিতার করুণা কখন সন্তানকে পরিত্যাগ করে না" এই বাক্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি তাঁহার উপাসনার সভা লোকশূন্য করিলেন না। প্রতি উপাসনার দিনে নূতন নূতন লোক আসিতে লাগিল এবং উপাসনা সাধারণের বুধ্য কোঙ্কানী ভাষায় হইতে লাগিল। আমারও হৃদয়ের নিরাশান্ধকার দয়াময়ের অপ্রমেয় করুণায় ঘুচিয়া গেল। এ দিকে যে বিলোয়ার ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভার লইয়াছিলেন, তিনি অধ্যবসায়ের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই দিকেই বিশ্বাসের স্রোতঃ ভাসমান হইল এবং পরিশেষে সারস্বত ভ্রাতা প্রতিপক্ষের ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপদেশ দিতে, প্রার্থনা করিতে এবং অজ্ঞানী বিলোয়ার ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি আসিবার পূর্ব্বে সারস্বত ভ্রাতা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে উপদেশ দিলেন ও প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে সমাগত সকলেরই অতিশয় আনন্দ লাভ হইল। বিলোয়ার ভ্রাতা যিনি সমাজে উপাচার্য্যের কার্য্য করেন, স্বীয় মাতৃভাষা তুলুতে মৌখিক উপদেশ দান করিলেন। আত্মোন্নতি সভার প্রধান উদ্যোগী সভাপতি সভাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে একান্ত অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন। আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভ্রাতাগণের নিকট বিদায় লইলাম এবং তাঁহারাও আমাকে আনন্দের সহিত বিদায় দিলেন, কিন্তু পুনরায় তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ কোন পক্ষই করিতে ত্রুটি করিলেন না।

যে বিলোয়ার ভ্রাতা আরাসার উদারতা এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এত দিন তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইল এবং ভবিষ্যতে হইবে, তাঁহার পুত্রের জাতকর্ম্ম নামকরণ ভিন্ন তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আর কোন অনুষ্ঠান হয় নাই এবং এই কয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠের আর কিছু ছিলও না। ভ্রাতা আরাসার নিজের একটি উৎকৃষ্ট বাড়ী সমাজের

জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, উপাসনা এখন সেই স্থানে হইয়া থাকে।

এই স্থান হইতে মাঙ্গালোর প্রায় সহস্র ক্রোশ অন্তরে মালাবর কূলে অবস্থিত। অনেকেরই দেখা যায় সংস্কার আছে মাঙ্গালোর বম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে অবস্থিত বস্তুতঃ তাহা নহে, এটি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। এই নগরটি সমুদ্র সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র নদীর উপরে সংস্থিত। নদীটি ঐ স্থানেই সমুদ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছে এবং সঙ্গমস্থল বর্ষাকালে এত ভয়ানক হয় যে বর্ষার কয়েক মাস বাণিজ্য বন্ধ থাকে। মাঙ্গালোরে উৎকৃষ্ট ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল গৃহ অতি বিরল। যে সকল দ্বিতল গৃহ আছে তাঁহাও অতি সুন্দর নয়। গৃহের মধ্যে কুটিরই সমধিক। এখানে নগরে বাস করিয়াও নানা জাতীয় বৃক্ষ শোভিত পল্লীর সুখ অনুভব করা যায়। পথ গুলি স্বভাবতঃ অতি পরিষ্কৃত, বর্ষাতেও পঙ্কিল হয় না। প্রায় সর্ব্বদা সামুদ্রীয় বায়ু লাভ করা যায়, কিন্তু নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে গৃহ সকল এমনি সংশ্লিষ্ট যে তথায় বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার অতি অল্প। এখানে বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবও অল্প নয়; সাধারণ লোক প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই প্রাণ ত্যাগ করে। সাধারণ লোকের ভুত প্রেতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস থাকাতে তাহারা যে কোন উৎকট রোগকে ভুতের আবেশ জন্য মনে করে। ইহাতে বঞ্চিত হইয়া অনেকেই প্রাণ হারায়। একেত চিকিৎসক নাই তাহাতে আবার তাহারা চিকিৎসা অপেক্ষা প্রেত পূজাকেই সমধিক আরোগ্যের কারণ মনে করে। সুতরাং যে তাবৎ জ্ঞানালোক এই সকল লোকের মধ্যে প্রবেশ না করে সে তাবৎ ইহাদিগের শরীর মন বা আত্মার কিছুরই হিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মাঙ্গালোরের আচার ব্যবহার ও নীতি দর্শন করিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সকলের আচার ব্যবহার ও নীতির বিষয় শ্রবন করিয়া এই প্রতীত হয় যে ইহাদের মধ্যে কোন কালে জ্ঞান বা সংস্কৃত ধর্ম্মের আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই। যাহারা এ স্থানের প্রকৃত অধিবাসী, বলিতে হয় তাহারা এখন পর্য্যন্ত সেই অতি আদিম অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। আর্য্য জাতির সম্মানার্থে বলিতে হয় তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দেশে তাঁহাদের বংশ অতি অল্প, এবং যাঁহারা আছেন তাঁহারাও যে তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময় এখানে আসিয়াছেন এরূপ প্রতীত হয় না। শূদ্রগণের প্রতি—বিজাতীয়ের প্রতি যখন তাঁহাদের ঘৃণা বদ্ধমূল হয় এবং তাঁহারা স্বীয় স্বাধীনতা হারান, হয় ত তখনই তাঁহাদের দুই চারি জন এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়াছে। এ দেশীয় শূদ্রগণের আর কিছু না থাকুক দেব দেবী পূজা করিবার এবং করাইবার অধিকার আছে; সদ্দৃষ্টান্ত ও উপদেশে তাহারা ধর্ম্মনীতিতেও উন্নত হইতে পারে, কিন্তু সে দেশের শূদ্রগণ অনেকে দেব দেবীর নাম পর্য্যন্ত জানে না, সঙ্গ ও উপদেশের অভাবে প্রকৃত ধর্ম্মনীতি তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহারা অসভ্যদিগের নিয়ম অনুসারে প্রেত ও পিতৃগণের উপাসনা করিয়া থাকে এবং অসংস্কৃত প্রকৃতি যত দূর অস্ফুট অজ্ঞাত ভাবে নীতি বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারে সেই মাত্র আছে। শূদ্রগণের প্রতি আর্য্য ও অনার্য্য ব্রাহ্মণগণের এত ঘৃণা যে তাঁহারা শূদ্র জাতিকে সম্ভ্রম করা দূরে থাকুক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সে জাতিকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করেন না। ইহাতে ইহারা, স্বয়ং ঈশ্বর উহাদিগকে ঘৃণ্য করিয়াছেন এই রূপ মনে করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতে যে অনিষ্ট ফল হইতে পারে তাহাও ইহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ হইয়াছে। ইহাদিগের পবিত্রতার ভাব অতি অল্প, বলিতে গেলে পবিত্রতা কাহাকে বলে তাহা ইহাদিগের বোধ নাই। ইহা নিশ্চয় কথা যদি মনুষ্যপ্রকৃতি নিতান্ত বিরোধী না হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের মধ্যে কোন বিষয়ে ক্ষনিক নিবন্ধন থাকিত না।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের বাবু হেমচন্দ্র সিংহ সম্প্রতি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার যে জন্য খৃষ্টীয়ান হওয়া ব্রাহ্মসমাজ তাহা কখন দিতে পারেন না। এ সংবাদ ব্রাহ্মভ্রাতাগণের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ দায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শীতল জলস্পর্শে মনের পরিবর্ত্তন হইবার নহে। জ্বলন্ত হুতাশনে পাপ প্রবৃত্তি সকলকে দগ্ধ করা আবশ্যক। এ ঘটনাকে আশ্চর্য্য বলিয়া আর বোধ হয় না; অন্বেষণ করিলে দুই এক জন খৃষ্টানও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে। আবার শুনা যাইতেছে লক্ষ্ণৌতে এক জন মুসলমান সম্প্রতি ব্রাহ্ম হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে যত দিন সত্য পালন করেন, তিনি সেই পরিমাণে তত দিন ব্রাহ্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উপদেশ।

চুঁচুড়ার রাজার সমাজ হইতে যাঁহারা কিছু দিন পুর্ব্বে পৃথক্ হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র রূপে আর একটি সমাজ গত রবিবারে স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম বারে শ্রদ্ধাস্পদ উমানাথ বাবু সেখানে বক্তৃতা দিয়াছেন, আগামী বারে প্রতাপ বাবু তথায় গমন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

মাঘ ১৭৯২।

আয়

পূর্ব্ব মাসের স্থিতি … …	।৵১৫
মাসিক দান সংগ্রহ .. …	১৪৪॥০
এক কালীন দান … …	৩৪৸০
শুভ কর্ম্মের দান … …	১
সাম্বৎসরিক দান … …	১৩
উৎসব উপলক্ষে … …	৫৯॥০
পুস্তক বিক্রয় … …	১০৭৸/১৫
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের গচ্ছিত …	১৮৬॥/১০
ক্ষুদ্র আয় … …	১০॥০
	৫৫৮৵০

ব্যয়

বাটী ভাড়া … …	১৫
উৎসব উপলক্ষে … …	৬৭
উপজীবিকা … …	২৫৪৵৫
পাথেয় … …	২
অপরের গচ্ছিত শোধ … …	১৬৪৸০
ক্ষুদ্র ব্যয় … …	৮৶/১২
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন, (কাগচ) … …	৩৭৸০
অবশিষ্ট	৯৵৫
	৫৫৮৵০

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী …	১
" " হরগোপাল সরকার …	১॥০
" " তুলসি দাস দত্ত …	৩
" " প্রসাদ দাস মল্লিক …	॥০
" " গোপাল চন্দ্র মল্লিক …	১
" " হরিদাস শ্রীমানি …	১
" " কৃষ্ণদয়াল রায় …	২
" " কেদারনাথ রায় …	১
" " শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় …	১
" " গোবিন্দচাঁদ ধর …	৫
" " যাদবচন্দ্র রায় …	১
" " মধুসূদন সেন …	১
" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক …	॥০
" " দীননাথ মজুমদার …	১
" " নেমালি চন্দ্র …	১
" " জয়কৃষ্ণ সেন …	১
" " তারকনাথ দত্ত …	১
" " নীলমণি ধর …	১
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী …	১
" " যদুনাথ দে …	১
" " জয়গোপাল সেন …	৫
" " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" " কেশবচন্দ্র সেন …	১
" " বসন্তকুমার দত্ত …	১
শ্রীমতী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় …	১
ব্রহ্মমন্দির …	৬০
ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্র …	২০
কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ ..	৬
গয়া ঐ …	১২
লক্ষ্ণৌ ঐ …	১০
	১৪৪॥০

এককালীন দান।

জনৈক বন্ধু …	১
ফরিদপুর ব্রাহ্ম-সমাজ …	১০
বাঘ আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ …	২
জনৈক বন্ধু …	৪
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ …	১০
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী …	১
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু …	৫
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	॥০
" " আনন্দচন্দ্র দাস …	।০
" " রামদাস দাস …	১
	৩৪৸০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ …	১
	১

সাম্বৎসরিক দান

শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ রায় …	১০
" " হরিনাথ দাস …	২
" " বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ …	১
	১৩

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

পৌষ, মাঘ, এবং ফাল্গুণ ১৭৯২।

আয়

পূর্ব্ব মাসের স্থিতি …	৮৮৵১৫
দান সংগ্রহ …	৩৭॥৶০
নির্দ্দিষ্ট আসন …	১৬২
এক কালীন দান …	৩৷০
মাসিক দান ..	৩
উৎসব উপলক্ষে দান …	৭৯॥৶১০
	৩৭৪৴৫

ব্যয়

আলোক …	৬৪৸৵১৫
কর্ম্মচারীর বেতন …	৪০৸৶০
ক্ষুদ্র ব্যয় …	২২৵৫
দ্রব্যাদি ক্রয় …	১২৩৸/৫
প্রচারের মাসিক দান …	৬০
অবশিষ্ট	৬২।০
	৩৭৪/৫

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা চৈত্র তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

[illegible] ভাগ
[illegible] সংখ্যা

১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৭৯২ শক।

বার্ষিক অগ্রিম ২৷৷০
ডাক মাসুল ১৷৷০

স্তোত্র।

হে ঈশ্বর! সংসার ও ধর্ম্মের, শরীর ও আত্মার ঘোর সংগ্রাম মধ্যে পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে অবসন্ন মনে যখন তোমার শরণাপন্ন হই, তখন তুমি যে অজস্র আরাম শান্তি প্রদান কর তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে ধন্যবাদ করি। নাথ! এক দিকে শরীরের অনিত্য ভোগ বাসনা সকল মনকে বিচঞ্চল করিয়া পৃথিবীর দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতেছে, অপর দিকে আত্মার সাধু কামনা সকল উত্তেজিত হইয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছে, ইহার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া সময়ে সময়ে অধ্যাত্ম ধ্যান-যোগে যে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পাই তাহা স্মরণ করিয়া তোমাকে প্রণিপাত করি। সত্যের গুরুতর ব্রত সাধনে পরিশ্রান্ত হইয়া শান্তির প্রত্যাশায় নানাস্থান ভ্রমণ করত পুনরায় যখন আবার তোমারই পদতলে আসিয়া পতিত হই, এবং তুমি আমাদের দুর্গতি দর্শনে সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার নিকটে আহ্বান কর, তখন তোমার সেই প্রসন্ন বদন চির ক্ষমা জ্যোতিতে জ্যোতি-স্মান অবলোকন করিয়া হৃদয়ে যে আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার। হে দয়ানিধান পরমেশ্বর! তুমি অলক্ষিত ভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছ তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই, আমাদের দুঃখের সরল আর্ত্তনাদ তোমার নিকট কদাপি উপেক্ষণীয় নহে, তুমি ন্যায়বান্ রাজা হইয়া সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যথাযথ ফল সকলকে বিধান করিয়া থাক, আমরা তোমার নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার ও অপার স্নেহের জন্য হৃদয়ের সহিত বারম্বার প্রণাম করি। প্রতিদিনের অন্নপান, সুখ সৌভাগ্য, প্রতি ঋতুর পরিবর্ত্তনের সুখসেব্য নব নব ফল শস্য যাহা জননীর ন্যায় তুমি মুক্ত হস্তে আমাদিগকে পরিবেষণ করিতেছ, এবং এই রমণীয় বসন্ত কালের সুমধুর মলয় বায়ু যাহাতে হৃদয়ে উল্লাস বহন করিতেছে, সেই সকল অনুপম দানের জন্য, হে জীবনের জীবন! তোমাকে প্রীতির সহিত ধন্যবাদ।

পরিবারিক শান্তি।

পরিবার মধ্যে সুখ শান্তি লাভের প্রত্যাশায় মনুষ্য অহর্নিশি পরিশ্রম করিয়া শরীর মনের সমস্ত বীর্য্য ক্ষয় করিলেন, স্ত্রী পুত্রের সহিত পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য না করিতেছেন এমন কার্য্যই নাই, মহা মহা জ্ঞানী সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রলোভনে পতিত হইয়া

কত সময় আপনাকে নীচের এক শেষ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, স্বাধীনতা, বিদ্যা, সভ্যতায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতেছেন, তথাপি প্রত্যেক পরিবার হইতে আর্ত্তনাদ, বিলাপধ্বনি, নিরাশ বাক্য সমুত্থিত হইতেছে। কিছুতেই তিনি সেই চিরপ্রার্থিত শান্তি লাভে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যাহাদের জন্য চিরজীবন শরীরের রক্ত শোষণ করিলেন, তাহারাই আবার বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কত সময় বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কাহারবা মুহূর্ত্তের জন্য শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সংসারে শান্তি নাই বলিয়া কেহবা সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু কেমন যে সেই দুশ্চেদ্য মানবীয় পারিবারিক বন্ধন, পার্থিব সুখের কেমন মনোহর আকর্ষণ, তিলেকের মধ্যে সমস্ত বৈরাগ্য চূর্ণ করিয়া দিয়া আবার তাঁহাকে মোহ নিগড়ে সম্বদ্ধ করিতেছে। তিনি যাবেনই বা কোথায়? আর স্থানও নাই। এই রূপে হতাশ্বাস হইয়া পারিবারিক অত্যুন্নত পবিত্র শান্তির আদর্শকে শেষে কল্পনা বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইতে থাকে। অতি উন্নত জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অবশেষে তাঁহাকে হীন সংসর্গে কালযাপন করিতে হয়। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয় চরিতার্থ না হওয়াতে কত লোক এই কারণে দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে তবে কি চিরদিন এই ভাবে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াই লোকে সন্তুষ্ট থাকিবে? পরিবারের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি সাংসারিক সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্মের অনুগামী করিতে কখনই পারিবে না? পুত্র কন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধার্ম্মিক জনক জননী প্রতি দিবস সেই গৃহ দেবতার আরাধনা করত পরিবার মধ্যে সাধু ভাব, শান্তি, পবিত্রতা বিস্তার করিবেন এ আশা কি চিরদিন কল্পনাতেই থাকিবে? তাহা যদি হয় তবে ইহাই বিশ্বাস করিতে হইল, যে এ সংসারে পারিবারিক শান্তির আদর্শ অতি হীন। কিন্তু মানব প্রকৃতি এরূপ নীচ লক্ষ্য লইয়া সংসারে আসেন নাই। তাঁহার উন্নত দেব ভাব যত দিন ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তত দিন তাঁহার পক্ষে প্রকৃত শান্তি লাভের কোন আশা নাই।

মনুষ্য জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য দয়াময় ঈশ্বর সংসারকে তাহার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের কঠিন প্রকৃতিকে সরস করিবার জন্য স্ত্রী জাতিকে তাহার অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নারীর সুকোমল হৃদয়ে যে সকল স্বাভাবিক কমনীয় ভাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিকশিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতিতে বিভূষিত না হওয়াতে এবং পুরুষ হইতে তাঁহাদের যাহা যথার্থ প্রাপ্য তাহা না পাওয়াতে মনুষ্য পরিবারে শান্তি সঞ্চারিত হইতেছে না। যে পরিমাণে উভয় জাতির মানসিক শক্তি সকল উন্নত, সেই পরিমাণে তাঁহারা সুখী। মানব মানবী যদি পরম পিতার চরণের দাস দাসী না হইয়া কেবল সামাজিক সভ্যতার দাস হইয়া বিলাসপরায়ণ হন, তাহা হইলে আর শান্তির আশা কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে পার্থিব ভোগ লালসা চরিতার্থ হইলেই মনুষ্য সভ্যতা ও ভদ্রতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিলেন এরূপ মনে করেন। কিন্তু ইহাতেই কি তিনি সুখী আছেন? যেখানে গৃহিণী গৃহ-স্বামী হইতে প্রতিনিয়ত কেবল অর্থ, আভরণ, বিলাস সামগ্রী শোষণ করিবার জন্যই লোলুপ, স্বামীও সেই সকল আহরণের জন্যই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে কি কখন প্রকৃত শান্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? বর্ষে বর্ষে বস্ত্র অলঙ্কার ও নব নব গৃহসামগ্রীতে ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনীকে জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য একটি পয়সাও ব্যয়িত হয় না। এ সম্বন্ধে বাহ্য স্বাধীনতা-প্রিয় এবং অবরোধ প্রণালী-প্রিয় উভয়েই সমান অপরাধী।

জ্ঞানধর্ম্ম বিহীন সভ্যতা ভদ্র সমাজের কণ্টক এবং মনুষ্য পরিবারের দুরপনেয় কলঙ্ক। সুতরাং যে পুরুষ শান্তি লাভের জন্য কর্ত্তব্যের ভান্ করিয়া কেবল নারীগণকে বিলাসবতী করিয়া তোলেন, শান্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার সেই অবিবেচিত কার্য্যের বিষময় ফল অচিরে তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়।

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রতি অবহেলা করার যে অনিষ্ট ফল তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। সাধারণতঃ এক্ষণে দুইটি মত এ বিষয়ে প্রবল দেখা যাইতেছে; একপক্ষ বলেন(এবং করেন) যে সম্ভ্রমের সহিত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানে এবং সমাজে এখন তাঁহাদের লইয়া যাইতে হইবে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে বাহ্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দিতে হইবে, দেশীয় ভাব ও লজ্জাশীলতা পোষণপূর্ব্বক জীবনের মহত্ত্ব এবং আত্মাদরের গুরুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা হইলে, অভদ্র অসচ্চরিত্র ও অসভ্যদিগের কুৎসিত বাক্য এবং অবমাননা হইতে দূরে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুগামী হওয়া উচিত। অগ্রে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দাও, বাহ্য স্বাধীনতা তাহা হইতে আপনিই উৎপন্ন হইবে; ইহাই স্বাভাবিক এবং বিশুদ্ধ। আর একপক্ষ বলিতেছেন (এবংকিছু কিছু করিতেছেন)যে সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাও, লোকের অবমাননার ভয় করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিও না, বাহিরে স্বাধীন ভাবে বিচরণ না করিলে সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতি হইবে না। বারম্বার পদস্খলন দ্বারা আঘাত না পাইলে সন্তান যেমন বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। যে সকল ব্যক্তি জাতীয় ভাব একেবারে বিনাশ করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, কি যাঁহারা এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, তাঁহাদের বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যাঁহারা হিন্দু জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া স্বাধীনতা শিক্ষা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে যেরূপ প্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিবেন তাহার যেন একটা সামঞ্জস্য থাকে; নতুবা বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রমুক্ত ভাব, কোথাও আবার অবগুণ্ঠনবতী, ইহা নিতান্ত অসংগত। যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ, ব্যবহার, রীতি নীতি বাক্যালাপ, ভাব ও চিন্তা সমস্ত ভদ্রসমাজের উপযোগী হয় তাহার প্রতি অগ্রে দৃষ্টি রাখা উচিত। জলে অবতরণ না করিলে সন্তরণ শিক্ষা হয় না সত্য, কিন্তু একেবারে অগাধ জলে নামিলে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়। স্ত্রীলোকেরা যত দিন আপনাদের জীবনের মূল্য বুঝিয়া স্বীয় মহত্ত্ব এবং ভদ্রতা, লজ্জাশীলতা ও পবিত্র নীতি শিক্ষা করত কিয়ৎ পরিমাণে মনকে সংস্কৃত করিতে না পারেন, তত দিন বাহিরে যথেচ্ছা গমনাগমন কল্যাণকর বোধ হয় না; তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় তাহা পরিগণিত হইবে।

এ বিষয়ে আপাততঃ আমাদের প্রস্তাব এই যে, প্রথমতঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ রূপে যত্ন করা হউক, তাহা হইলে আপনিই বাহিরের কার্য্য প্রণালী সকল স্বাভাবিক নিয়মে নিয়মিত হইবে। বাহ্য স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রথমে এই প্রণালী অবলম্বন করিলে ভাল হয়; যে সকল আত্মীয় বন্ধুগণের সাধুতার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের সহিত একত্র সদালাপ উপাসনাদি করা হউক, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নীতি শিক্ষা হইবে। ফ্যানসিফেয়ার, টাউনহলের সভা কি ইংরাজদিগের নাচের মজলিসে অথবা

তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইলে মহা অনিষ্টই হইবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার জন্য ভদ্রতা ও সম্ভ্রমের সহিত স্থান বিশেষে গমন করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, পরে তাঁহারা আপনারাই সকল বুঝিয়া লইবেন। বাধ্য করিয়া যাহা করা হইবে তাহা অকালে পক্ব কণ্টকি ফলের ন্যায় বিস্বাদু হইয়া দাঁড়াইবে। এখন এমন ভিত্তি স্থাপন করা আবশ্যক যাহার উপর ভবিষ্যতে উন্নতির গৃহ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। ঈদৃশ গুরুতর বিষয় লইয়া সাময়িক ইচ্ছা চরিতার্থ করা কখন উচিত নহে। বিশেষতঃ এ দেশের স্ত্রীগণের যেরূপ পরিচ্ছদ এবং জ্ঞান সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে এরূপ অবস্থায় আপনাদের সমভাবী বন্ধুগণের সমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও লইয়া যাইতে হইলে তাহা যৌবন কালের ক্ষণিক মত্ততার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা বহুদর্শন দ্বারা ইহার ইষ্টানিষ্ট উভয় দিক্ দেখিয়া সাবধান করিয়া দিতেছি যে এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যেন ব্রাহ্মেরা কার্য্য করেন। সর্ব্বত্রই আমাদিগকে এই উপদেশের অনুসরণ করা উচিত, "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণকর, পরে তোমাকে সকলই প্রদত্ত হইবে।" তদ্ভিন্ন পরিবারে শান্তির আশা নাই।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম

(২৮২ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্য উপযুক্ত বয়সে দ্বার পরিগ্রহ করাতে শচীর মনের বদ্ধমূল সংশয় উৎপাটিত হইল; নিমাইয়ের আর সন্ন্যাসী হইবার সম্ভাবনা থাকিল না এ বিষয়ে তিনি নির্ব্বিকল্প হইলেন। প্রতিবাসিনীগণ তাঁহাকে গৃহী দেখিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ নবদম্পতী রূপে গুণে এত শোভমান যে, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল বুঝি হরগৌরী উভয়ের দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বিদ্যায় সরস্বতী ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি বলিয়া সাধারণ সমীপে পরিচিত হইলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বিদ্যালোক সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ ন্যায় শাস্ত্রের জটিল বিষয়ে তিনি এত দূর প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তদ্বিষয় প্রাঞ্জল করিতে তাঁহার ক্ষমতা জন্মিল। এই রূপে তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইলেন। চৈতন্য অবশেষে অধ্যাপনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ছাত্রগণের সমাগম হইতে লাগিল। তিনি তর্কশাস্ত্রের নিপুণতা বিষয়ে এত অভিমান করিতেন যে বলপূর্ব্বক অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে তর্কে পরাস্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি কোন শ্লোকের ব্যাখ্যান বিষয়ে আপনাকে এত দূর অভ্রান্ত মনে করিতেন যে অপরে তাঁহার মনের বল ও বুদ্ধিগত অভ্রান্ততা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। বস্তুতঃ তৎকালে যেন তাঁহার শাস্ত্রীয় গর্ব্ব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত হইত, তদ্বিষয়ে কাহাকে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ফলতঃ তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

প্রবাদ আছে যে চৈতন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে ন্যায়শাস্ত্রের এক খানি নূতন টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে গঙ্গা পার হইতেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পর হৃদ্যতা সহকারে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার হস্তে কোন গ্রন্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনার হস্তে এ কি পুস্তক? তিনি বলিলেন ইহা মম রচিত ন্যায়শাস্ত্রের

টীকা। এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; তাঁহার মুখ ম্লান ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। চৈতন্য নাকি স্বভাবতঃ বড় হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহসা তাঁহার মুখভঙ্গির পরিবর্ত্তন ও বিকৃতাবস্থা সন্দর্শন করিয়া কিছু চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমিই বুঝি ইহাঁর দুঃখের কারণ; এ বিষয়ে অবশ্যই আমার কোন বিশেষ অপরাধ থাকিবে, নতুবা এক কথায় কেন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! অকস্মাৎ আপনি কেন দুঃখিত হইলেন? তিনি বলিলেন আজ্ঞে তাহা বলিলে আর কি হইবে। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর তাঁহাকে বলিতে হইল। তিনি বলিলেন, দেখুন আমি বহু দিন যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ঐ বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, কিন্তু "নিমাই পণ্ডিত" নাম শুনিলে কে আর আমার গ্রন্থকে সমাদর করিবে? আপনার থাকিতে আমার টীকা আর প্রচলিত হইবে না। এত দিনের যত্ন পরিশ্রম আমার বৃথা হইল, এই মনে করিয়াই আমার বড় দুঃখ উপস্থিত হইল। ইহা শুনিবামাত্র চৈতন্য তৎক্ষণাৎ স্বরচিত পুস্তক অম্লান বদনে জলসাৎ করিলেন। নব পরিচিত ব্যক্তি নিমাই পণ্ডিতের এতাদৃশী সহৃদয়তা ও উদারতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন; এমন কি ক্ষণকাল তাঁহাকে লজ্জাবনত মুখে স্থির ভাবে থাকিতে হইল। অবশেষে চৈতন্যের অভূতপূর্ব্ব গুণ গরিমা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতা, স্তুতি ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইল। একে অধ্যাপক তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহার মুখে চৈতন্যের প্রশংসা আর ধরিল না। এই ঘটনা কতদূর তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ করিতেছে! ইহা ত্যাগস্বীকারের কেমন আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত! তিনি হৃদয়ের কোমলতা গুণে অন্যের দুঃখ দেখিলে কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; যাহাতে তাহার সুখ হয় তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। এই রূপে তিনি অতি দক্ষতার সহিত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া চারি দিকে খ্যাতি লাভ করেন। তখন তাঁহার মনে ধর্ম্মের উত্তেজনা বিশেষ রূপে উত্থিত হয় নাই, কেবল কঠোর জ্ঞান, শুষ্ক তর্ক লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময়ে চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ শ্রীবাসাদি কএক জন তথায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বিশেষ ভক্তিপরায়ণ বলিয়া নিত্য অদ্বৈতের সভায় ধর্ম্মচর্চ্চা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন। বৃথা তর্কে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন না, সুতরাং চৈতন্যের ঐ রূপ তার্কিক ব্যবহার দেখিয়া সাতিশয় খিদ্যমান হইতেন। ধর্ম্ম না থাকিলে বিদ্যা লইয়া কি হইবে, ইহা ত পাষণ্ডদিগের কার্য্য, এই মনে করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পথে ঘাটে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কথা লইয়া তর্ক করিতেন; তাঁহারা চৈতন্যের বুদ্ধিমত্তার নিকট পারিবেন কেন? অবশেষে পরাস্ত হইয়া যাইতেন। বিপদ দেখিয়া আর তাঁহার সহিত তাঁহারা তর্ক করিতেন না; এমন কি পথে তাঁহার সহিত দেখা হইলে পাছে অবিশ্বাসী পাষণ্ড হই এই মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেন। চৈতন্য এতাদৃশ বিশ্বাস ও অনুরাগ দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং তাহাতে তাঁহার মন বিগলিত হইল। সেই অবধি তাঁহার মনে ধর্ম্মের একটি বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া তাঁহার জীবন ধর্ম্মের একটি ভিন্ন গতি আশ্রয় করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত
"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"
হইতে গৃহীত।

দাদূ পন্থী।

দাদূ নামে এক ব্যক্তি এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম দাদূপন্থী হইয়াছে। জনশ্রুতি আছে, তিনি এক কবীর পন্থীর শিষ্য। তাহাদের গুরু-প্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যথা ১ কবীর। ২ কমাল। ৩ যমাল। ৪ বিমল।

৫ বুদ্ধন। ৬ দাদু। রাম নাম জপ মাত্র এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের উপাসনা। কিন্তু বেদান্ত-মত-সিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার নিগুর্ণ স্বরূপ বর্ণন করেন, এবং তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অবিধেয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

দাদু আহমেদাবাদের এক জন ধুনুরি ছিলেন। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে জয়পুর হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে নরৈন নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন। তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববানী হইল, (তুমি পরামার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও)। এই দেব বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নিকটস্থ বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পর তিনি লোকের অদৃশ্য হইয়াছিলেন। দারিস্তানে লিখিত আছে, দাদু আকবরের সময়ে দরবেশ (উদাসীন) হইয়াছিলেন।

দাদু পন্থীরা কেবল জপ মালা সঙ্গে রাখেন, এবং মস্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন। ঐ টুপি চতুষ্কোণাকৃতি অথবা গোলাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি গুচ্ছ লম্বমান থাকে। তাঁহাদিগকে এই টুপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

দাদুপন্থীরা তিন প্রকার; বিরক্ত, নাগা, এবং বিস্তর ধারী।

যাহারা পরমার্থ সাধনে কাল ক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। নাগারা অস্ত্রধারী; বেতন পাইলেই যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করে। এক জয়পুরের রাজারই দশ সহস্রের অধিক নাগা সৈন্য ছিল। বিস্তর ধারীরা অন্যান্য নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫২ টি প্রধান।

আজমীর ও মারোয়ার দেশে বহু সংখ্যক দাদুপন্থী বাস করে। পূর্ব্বোক্ত নরৈন গ্রামে ইহাদের প্রধান দেবস্থান। তথায় দাদুর শয্যা ও ইহাদের শাস্ত্র সকল রহিয়াছে, এবং ঐ দুয়ের পূজা হইয়া থাকে। নৈরনের পর্ব্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে, লোকে কহে তথা হইতে দাদুর অন্তর্দ্ধান হয়।

দাদুপন্থীরা উষা কালে শবদাহ করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মব্রতী লোকেরা পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় ভয়ে আপনাদিগের মৃত দেহ পশু পক্ষীর আহারার্থ প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে বলিয়া যান।

হিন্দীভাষায় ইহাদের বিস্তর বিবরণ লিখিত আছে। 'বিশ্বাসকা অঙ্গ' নামে যে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদিত ৫৮ টি শ্লোক ক্রমশঃ উদ্ধৃত করা হইল।

১। রাম যাহা করেন তাহা সহজেই হইবে, অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর? এ অতি দূষ্য কর্ম্ম।

২। পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তিনিই যাবৎ বিদ্যমান পদার্থের কর্ত্তা। তবে লোক কেন শোক করে?

৩। দাদু কহেন, জগদীশ্বর! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে। তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর দ্বিতীয় নাই।

৪। যিনি সকল বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাঁহাকেই চিন্তা কর।

৫। যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি জগতের আদি অন্ত মধ্য-স্থিত যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই আমার ঈশ্বর।

৬। আমার এই প্রকার জ্ঞান যে, কারণ-স্বরূপ কর্ত্তা পুরুষই সকল বস্তু সৃজন করেন। তিনিই দাদুর মিত্র।

৭। মনোবাক্ কর্ম্মে তাঁহাকে বিশ্বাস কর। যে জন সৃজন কর্ত্তার সেবক, সে আর কাহার আশা করিবে?

৮। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাহারই প্রেমানন্দের উদয় হয়, এবং কোন বিষয়ের চেষ্টা না করিলেও, তাহার সকল সম্পদই আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। দয়ার পথ বুঝিতে পারে এমত লোক অতি অল্প।

৯। যে নিষ্পাপ হইয়া নিজ বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে জানে, তাহার নিকট উহা দূষ্য কর্ম্ম নহে। সে যদি ঈশ্বরের সঙ্গ করে, তবে সেই কর্ম্মেই তাহার আনন্দ-লাভ হয়।

১০। পূরণ কর্ত্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয়বাসী হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে হরি উচ্ছ্বসিত হইবেন। রাম সর্ব্ববস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

১১। অরে মূঢ়! ঈশ্বর তোর দূরে নহেন, তোর নিকটেই আছেন।

অরে উন্মত্ত! তিনি সকলই জানেন, এবং সযত্ন হইয়া যথাযথ দান করিতেছেন।

১২। রাম সর্ব্ব-শক্তি-পরিপূর্ণ; সকলেরই বিষয় চিন্তা করেন, ও সকলই জানেন। রামকে হৃদয়ে রক্ষা কর, আর কিছুতেই চিত্তার্পণ করিও না।

১৩। চিন্তাকরা কিছু নয়, চিন্তা কেবল জীবন শোষণ করে। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, এবং যাহা যাইবার, তাহাই যায়।

১৪। যিনি জীবের প্রাণদান করেন, তিনিই গর্ভাশয়ে তাহার মুখে দুগ্ধ দান করেন। জঠরাগ্নি মধ্যে থাকিয়াও তাহার কোমল কায়া হয়।

১৫। ঈশ্বরের শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছে। তোমার অন্তরে বিকট ঘাট আছে, তথায় রিপু সকল সমাগত হয়। অতএব ঈশ্বরকে ধারণা কর, বিস্মৃত হইও না।

১৬। মনের সহিত জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর। তিনি তোমাকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শির প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগদীশ। তিনিই প্রাণনাথ।

১৭। যিনি একান্ত ভাবে যথা নিয়মে সমস্ত-বস্তুর রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে তুমি স্মরণ কর না? তুমি শাস্ত্রের শাসন স্বীকার কর।

১৮। যে প্রিয় পরমেশ্বর দেহের সহিত জীবের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, যিনি তোমাকে গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যিনি পালন ও পোষণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর।

১৯। হৃদয়ে রামকে স্থাপনা কর ও মনেতে বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে পরমেশ্বরের শক্তি প্রভাবে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

২০। পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্নদান করেন, ও জীবিকা সমর্পণ করেন। তিনি আমার নিকট। তিনি আমার সদাসঙ্গী।

২১। পরমেশ্বর সকলের সেবক হইয়া সকলের সুখ বিধান করেন। মূঢ়-মতি ব্যক্তিদিগেরও এ জ্ঞান আছে, তথাপি তাহারা তাঁহার নাম করে না।

২২। যদিও সকলে ঈশ্বরের নিকটই হস্ত প্রসারণ করে, এবং যদিও সে ঈশ্বরের এমত মহতী শক্তি, তথাপি তিনি কালে কালে সকলের সেবক হইয়া থাকেন।

২৩। ধন্য ধন্য পরমেশ্বর। তুমি অতি প্রধান। তোমার কি অনুপম রীতি। তুমি সকল ভুবনের অধিপতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অগোচর হইয়াছ।

২৪। দাদূ কহেন, যিনি সকলের প্রতিপালক, এবং কীট অবধি হস্তী পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তুকে নিমেষের মধ্যে পালন করিতে পারেন, আমি সেই দেবের বলিহারি যাই।

২৫। পরমেশ্বর সহজে যে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করেন, তাহাই গ্রহণ কর। তোমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

২৬। যাহাদিগের চিত্ত-সন্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বরদত্ত যে কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। শিষ্য, তুমি অপর অন্ন কেন প্রার্থনা কর? তাহা শব তুল্য।

২৭। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রীতির কণা মাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত পাপ ও সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

২৮। কেবা পাক করিবে? কেইবা পেষণ করিবে? যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই স্থানেই আহারের দ্রব্য।

২৯। মৃত্তাও তুল্য যে তোমার দেহ, তাহার প্রকৃতি বিচার কর। তন্মধ্যে যে কোন পদার্থ হরি হইতে অন্তরিত তাহার নিরাস কর।

৩০। আমি রামের প্রসাদী জল দল গ্রহণ করি। আমি সংসারের কিছু বুঝি না, ঈশ্বরের অগাধ ভাব। দাদূ ইহা কহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।

মাঙ্গালোর।

(৩৩৭ পৃষ্ঠার পর)

শূদ্রগণের মধ্যে প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পরিবার সম্বন্ধ নাই। তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে একত্র সম্মিলিত হয় এবং যদৃচ্ছাক্রমে সে সম্বন্ধ ভগ্ন করে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্মিলিত হইয়া একটি নূতন পরিবার উৎপন্ন না করিয়া ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বে অবস্থান করে। যে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর সম্মিলিত হয়, তাহারা জানে তাহাদের যত দিন মনের মিল থাকিবে, তত দিনের জন্য ভর্ত্তা ও ভার্য্যামাত্র সম্বন্ধ। ভর্ত্তা ও ভার্য্যা সেই সম্বন্ধ মধ্যেও অনেক সময় পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা থাকে না। তাহা এজন্য নহে যে পরিবার সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয় না; কিন্তু এইজন্য যে পিতার ধনে পুত্রের, এবং স্বামীর ধনে স্ত্রীর কোন অধিকার নাই, সুতরাং তাহাদের

পরস্পরের সম্বন্ধ আরো শিথিল হইয়া পড়ে। এ দিকে আবার ভগ্নী এবং তাহার পুত্রকে স্বীয় পুত্রগণের বিত্তাপহারী জানিয়া তাহাদিগের উপর ভ্রাতার ও মাতুলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে না। ইহাতে এরূপ প্রায় অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে যে, তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে সমুদায় বিত্ত হস্তান্তর বা ব্যয় করিয়া উত্তরাধিকারির জন্য কেবল ঋণ রাখিয়া যায়। এত দূর অস্বাভাবিক ও বিশৃঙ্খলা এ সমন্ধে দেখা যায় যে সে দেশে যাহাকে পরিবার বলে তাহা নাই; কেবল পশুভাবে যত দূর স্বামী, স্ত্রীপুত্র, ও কন্যাগণ কএক দিনের জন্য একত্র থাকিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। বস্তুতঃ ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যত দিন না এ কুৎসিত অপবিত্র ভাব এবং অস্বাভাবিক রীতি তিরোহিত হইবে, সে তাবৎ সেই দেশের লোক পারিবারিক সুখে নিয়ত বঞ্চিত থাকিবে।

মাঙ্গালোরের অদূরবর্ত্তী মালাবর প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার আরো অধিক। তত্রত্য পশুবৎ ব্রাহ্মণেরা আপনাদের অতি হেয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শূদ্রগণের মনুষ্যত্ব ও পবিত্রতা এত দূর অপহরণ করিয়াছে যে, এখানে এমন কেহ নাই যিনি সেই অত্যাচারের ব্যাপার শুনিয়া অমুষ্ণ-শোণিত এবং অবিকল-হৃদয় থাকিতে পারেন। সে দেশে শিক্ষিত লোক নাই বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। যদি দুই এক জন থাকেন তাঁহারা এত দূর ভীরু এবং দেশীয় রীতির বশবর্ত্তী যে শিক্ষা কেবল তাঁহাদের হীনতারই পরিচয় দেয়।

মাঙ্গালোরে ব্রাহ্মণ এবং খৃষ্টীয়ান ব্যতীত অন্য সকল লোক প্রায় অশিক্ষিত। সুখের বিষয় এই শিক্ষিত গণ মিসন স্কুলে শিক্ষা লাভ করাতে নাস্তিক বা সংশয়ী নহে। যে স্বারস্বত ভ্রাতাদিগের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহারাই শিক্ষিতশ্রেণীর প্রধান; ইহাঁদিগের অনেকেরই ধর্ম্মের দিকে বিলক্ষণ প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু যে ভীরুতা ও সৎসাহসের অভাব এ দেশীয় শিক্ষিতগণের অনেককে প্রকৃত সত্যের পথ অনুসরণ করিতে নিরুদ্যম রাখিয়াছে, সেই ভীরুতা ও সৎসাহসের অভাব ইহাঁদিগের মধ্যে অতি মাত্র প্রবল। ইহাঁরা সুচতুর এবং সুনিপুণ, কিন্তু সুচতুরতা এবং সুনিপুণতা বিবেকের অনুবর্ত্তী না হইলে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, এখানে তাহার অসদ্ভাব নাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে ইহাঁরা এখন নিজেদের হীনতা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং সেই হীনতা হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন। যদি এই চেষ্টাতে তাঁহাদিগের সময় সময় পদস্খলন হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের হতাশ্বাস হইবার কোন কারণ নাই। কারণ এ রূপ পদস্খলন ব্যতীত কেহই ধর্ম্ম পথে পরিশেষে অস্খলিত পদে বিচরণ করিতে পারেন না।

যে বিলোয়ার জাতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা তথায় গিয়াছিলাম, তাহারা ব্রাহ্মণ, মুসলমান এবং তাহাদিগের উপরিস্থ শূদ্রগণ কর্ত্তৃক এত দূর নিঃপীড়িত যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়? কিন্তু অন্যান্য শূদ্রগণের অবস্থাও অল্প শোচনীয় নহে। যিনি অগতির গতি তিনি বহু দিন হইল এই সকল জাতিকে নিঃপীড়িত দেখিয়া তাঁহার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম তথায় লইয়া গিয়াছেন। এই সকল অজ্ঞান কুসংস্কারী ভ্রাতাগণ মধ্যে সত্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক প্রবিষ্ট হইয়া যে ইহাদের সমুদায় ক্লেশ ও সন্তাপ অপহরণ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ যাহারা কোন দিন শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যকে এমনি সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে এবং সেই সত্যের জন্য পরিবারের ও দেশীয় লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়া দেশীয় রীতি নীতির বিরুদ্ধে এমনি বদ্ধপরিকর হইয়াছে যে তাহাদের সে ভাব দেখিয়া জ্ঞানীর জ্ঞানের গর্ব্বও চূর্ণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা দয়াময় ঈশ্বর এবার ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জ্ঞানী অজ্ঞানী, মূর্খ দরিদ্র সকলের জন্য তাহার পরিচয় দিলেন। এখন তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা যে তিনি তাঁহার দয়াময় নামের মহিমা সর্ব্বত্র মহীয়ান করুন এবং সমুদায় প্রদেশে তাঁহার সত্যের আলোক প্রেরণ করিয়া সেই সেই দেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করুন। সকলের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ।

বোম্বাই নগরের সামাজিক অবস্থা প্রায় কলিকাতার অবস্থারই সদৃশ। সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অনেক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতাকে অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিলেই স্বভাবতঃ যে কোন উচ্চতর ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস জন্মে এমন নহে। যেরূপ কলিকাতায় সেইরূপ বোম্বাই নগরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ধর্ম্মের সহিত কোন যোগ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্মেরও প্রাবল্য এ দেশ অপেক্ষা অধিক। এরূপ সামাজিক অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের কথঞ্চিৎ উন্নতিও আশ্চর্য্য। তত্রত্য "প্রার্থনা সমাজ" ৪ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিকূল সমাজের বিপক্ষে অধিক কার্য্যকর হইতে পারিতেছে না। যে প্রণালীতে বঙ্গ দেশে জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই প্রণালী হইতেই প্রার্থনা সমাজের উৎপত্তি। আমাদিগের আচার্য্য মহাশয়ের তদ্দেশ গমনের অল্প কাল পরে কতকগুলি সচ্চরিত্র লোক আন্তরিক উত্তেজনায় ধর্ম্মপিপাসু হইয়া নিজ নিজ আত্মার

কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এই সাধারণ উপাসনা সমাজ সংস্থাপিত করেন। সুতরাং এই সভাটি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদিগের চেষ্টা ও যত্ন সম্ভূত বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা যেমন প্রার্থনা সমাজের বিশেষ গৌরবের বিষয়, তেমনি আবার অপর দিকে ইহা উক্ত সমাজের অনুন্নতির কারণ। মাতা হইতে শিশু যেরূপ অকালে বিচ্ছিন্ন হইলে যথোচিত রূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তেমনি প্রার্থনা সমাজ প্রথক্ থাকা প্রযুক্ত অভিলষিত উন্নতি লাভে অসমর্থ রহিয়াছেন। প্রার্থনা সমাজে উপাসনা হয় বটে কিন্তু উপাসনার বিহিত পদ্ধতি কিম্বা উপদেশ দিবার নিয়ম তাদৃশ লক্ষিত হয় না। নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য কেহই নাই। সভ্যদিগের মধ্যে প্রত্যেক জন পর্য্যায়ক্রমে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন। উপাসনা মহারাষ্ট্র ভাষাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু বোধ হয় তাদৃশ হৃদয়গ্রাহিণী হয় না। সভ্য সংখ্যা প্রায় ৫০ পঞ্চাশৎ জন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরিণত বয়স্ক এবং বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। সভ্য শ্রেণীর মধ্যে সকলেই নিজ নিজ বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত, সমাজের হিত পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবার তাদৃশ অবকাশ নাই। অধিকন্তু সভ্যগণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় সাধ্যাধীন অনেক বিষয়ও অসম্পন্ন থাকে। বাস্তবিক মনের বিশ্বাস জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা প্রার্থনা সমাজের প্রধান অনুন্নতির কারণ। এমন কি অনেক সহজ সামাজিক উন্নতিতে সভ্যদিগের উপেক্ষা ও ভীরুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়! কিন্তু এক দিকে এ প্রকার শৈথিল্য যেরূপ বোম্বাই নগরস্থ ভ্রাতাদিগের সভ্যতা ও সুশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের বিষয়, তেমনি আবার পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের অনেক মহদ্গুণ দেখিয়া সাধুবাদ সম্বরণ করা যায় না। অতি উচ্চ পদস্থ এবং অত্যন্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও এরূপ সরল ও বিনয়ী যে তাঁহাদিগের সহবাস সময়ে সময়ে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহাদিগের বাহ্যিক কোন যোগ না থাকুক, ব্রাহ্মদিগের উপরে তাঁহাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি আছে। এখানকার প্রচারকদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সস্নেহ ও অনুকূল ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও পুলকে পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সত্য যখন প্রচারিত হইয়াছে, তখনই তাঁহারা তাহা বিনম্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়াছেন; এবং শ্রেয়তর পদবী অবলম্বন করিবার অভিলাষ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা প্রার্থনাসমাজের সভ্যেরা আপনাদিগের অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিশেষ যোগ সংস্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিতেছেন, এবং আমাদিগের উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সভ্যদিগের দুই একটি সভা হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের উপস্থিত ভ্রাতা সদানন্দ বালকৃষ্ণ বম্বেতে প্রত্যাগমন করিয়া বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ পাইবেন।

এ স্থলে ইহা বিশেষ রূপে উল্লেখ করা উচিত যে গতবর্ষে প্রার্থনা সমাজের একটি সভ্য বাসুদেব বাবাজী নওরঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মমতানুসারে একটি বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন। এইটি বম্বেতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথম দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান বর্ষে প্রতাপ বাবু মহাশয়ের তথায় তিনটি উৎকৃষ্ট ইংরাজি বক্তৃতা হয়, তাহাতে বহু সংখ্যক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব সমস্ত ভারতবর্ষে আর এরূপ কোথাও আছে কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশ সুলভ সভ্যতাও উক্ত প্রদেশে অদ্যাবধি প্রবেশ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণদিগের দৌরাত্ম্যে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদায় হিন্দুসমাজ তটস্থ। কি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কি অশন বসন সম্বন্ধে, কাহারও প্রকাশ্য ভাবে কোন স্বাধীনতা অবলম্বন করা অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে বাক্য মাত্র উচ্চারণ করিলে সমুদায় জনসমাজের শত্রুতা আসিয়া আক্রমণ করে। হিন্দু আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে অতি অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান করিলেও একেবারে সমাজ ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। বোধ করি অনেকেই "বেদসমাজের" নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সে সমাজ এক্ষণে আর নাই। ইহার কারণ এই যে বেদসমাজের সংস্থাপক মৃত রাজাগোপালা চারলু তাঁহার সংবাদ পত্রিকা এবং বক্তৃতাতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টাতে নব্য সম্প্রদায়দিগের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদসমাজেরও বিনাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সমাজের বিনাশ অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় না। বেদসমাজ যদি পৌত্তলিকতার ভ্রম সপ্রমাণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত না। কিন্তু যখন পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে বেদান্তধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা এই সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, রাজাগোপালা চারলু এবং সোবরায়েলু সেটিয়ার প্রযত্নে শিক্ষিত নব্যদলের মনে পৌত্তলিকতার শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। ঐ দুই মৃত মহাত্মার মৃত্যুর পর সেই নব্যদলকে পরিচালন করিবার কোন লোক না থাকায় তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মহীন হইয়াছিলেন। যে সমুদায় উচ্চ পদবীস্থ লোকের প্রতি তাঁহারা নির্ভর করেন, সেই ধনাভিমানিরা রাজাগোপালা এবং সোবরায়েলুর লোকান্তরের

সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতিষ্ঠিত মত বিশ্বাসও পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মোন্নতি ও আচার ব্যবহার সংস্কারের সহিত আর কোন যোগ রাখিতে সাহস করিলেন না। বেদসমাজও বিনষ্ট হইল, সেই সমাজের লোকেরাও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন, নব্যেরাও প্রবীণদিগের সহায়তায় নিরাশ হইলেন। ঈদৃশ অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মান্দ্রাজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকেরও সম্বল ছিল না। সাহায্য বা পরামর্শ দিবার একটি লোকও ছিল না। কেবল অসহায়ের সহায় দীনদয়াময় পরমেশ্বরের করুণা সম্বল করিয়া সেই কঠিন কার্য্যক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ সকলি প্রতিকূল ছিল, কিন্তু সহসা তাবৎ অবস্থাই আশাতীতরূপে অনুকূল হইয়া পড়িল। দলে দলে সুশিক্ষিত ও সুবিখ্যাত লোকেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। যে তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে সুফল উৎপন্ন হইল, এবং শীঘ্রই মান্দ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উন্নতির আশা হইতে লাগিল। সে আশা নিষ্ফল হয় নাই; কেবল মান্দ্রাজ নগরে চারিটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মান্দ্রাজ প্রদেশীয় বাঙ্গালোর, সেলেম ইত্যাদি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ আছে। ভরসা হইতেছে এক দিকে মান্দ্রাজে পৌত্তলিকতার প্রতাপ যত অধিক, অপর দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতাপ তত অধিক সম্বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় প্রদেশকে সত্যের রাজ্যের অধিকৃত করিবে। মান্দ্রাজের অপেক্ষাকৃত অশিক্ষা, অসভ্যতা, কুসংস্কার এক দিন তদ্দেশ নিবাসীগণের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত করিবে। কারণ পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বরের করুণা অন্ধকার মধ্যেই সমধিক জ্যোতিঃ প্রসব করে; অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য রূপে স্ফূর্ত্তি ও জয় লাভ করে। কে না জানে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেক সময় পার্থিব বিদ্যা হইতে অভিমান ও অজ্ঞান হইতে সরলতা সমুদ্ভূত হয়? কে না জানে অনেক সময় কল্পিত সভ্যতা হইতে সন্দেহ, নাস্তিকতা এবং কুসংস্কার হইতে অনেক সময় বিশ্বাস এবং ভক্তি জন্ম গ্রহণ করে? ঈশ্বর করুন মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে এবং সমুদায় ভারতবর্ষ হইতে অজ্ঞান এবং বিদ্যাভিমান, কুসংস্কার এবং কুসভ্যতা, উভয়ই তিরোহিত হউক এবং জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মালোক স্বর্গ হইতে সহস্রধারে বর্ষিত হউক।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী সভা।

১৭৯২ শক ৩ চৈত্র।

প্র। জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি এবং এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে?

উ। জ্ঞান অর্থ কোন সত্য বুদ্ধি দ্বারা জানা, বিশ্বাস সমুদায় হৃদয় ও আত্মার সহিত সত্যকে ধারণ করা। জ্ঞান দুর্ব্বল, বিশ্বাস প্রবল। জ্ঞান অস্পষ্ট ও চঞ্চল, বিশ্বাস উজ্জ্বল ও দৃঢ়। জ্ঞান অবশ্য অগ্রে, তাহার পরিপক্ব অবস্থা বিশ্বাস। তবে যে বিশ্বাস জ্ঞানের অগ্রে বলা যায় তাহার অর্থ এই, এমত অনেক সত্য আছে যে বুদ্ধির পথ দিয়া সে সকল জানিতে হইলে অনেক পুস্তক পাঠ করিতে ও অনেক তর্ক বিতর্ক করিতে হয়, কিন্তু সেই সকল সত্য সহজজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস যেরূপ হউক, তাহার পূর্ব্বে জ্ঞান আবশ্যক হইবেই হইবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অর্থ সম্পূর্ণ ও অনেক জ্ঞান নয়, ইহা সামান্য জ্ঞানও হইতে পারে। কাহারো সামান্য জ্ঞান হইতে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কাহার বা ১০ বৎসর আলোচনা, সন্দেহ ও তর্ক করিয়া সেই বিশ্বাস জন্মে। মনে কর ঈশ্বর অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, মঙ্গলময় ইত্যাদির স্থূল জ্ঞান সকল ব্রাহ্মেরই আছে, তাহাই তাঁহাদের বিশ্বাসের অবলম্বন। নতুবা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইয়া কে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? ধর্ম্মের এই রূপ মূল সত্যের মোটামুটি জ্ঞান বালক এবং চাষাদেরও আছে। ধ্রুব এই রূপে সামান্য জ্ঞান সহায় করিয়া কত বড় বিশ্বাস সাধন করিয়াছিলেন! জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে এবং অল্পেতে পরিসমাপ্ত হয়, বিশ্বাস জীবনের ব্যাপার হইয়া মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যায়। 'ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণ করিবেন' বিশ্বাসীর নিকটে এই সামান্য জ্ঞানটি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রবল অঙ্গীকার বলিয়া প্রতীত হয় এবং প্রকাণ্ড বলে তাহাকে মুক্তির পথে চালিত করিতে থাকে। জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবিশ্বাসীর মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী যুক্তি ও আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ তন্ন তন্ন করিয়া নিরূপণ করিতে থাকেন। বিশ্বাসীর নিকটে যুক্তি নাই, হেতুবাদ বা অতএব নাই, বিশ্বাস আত্মার চক্ষু হইয়া তাঁহার নিকট সত্য ধারণ করে, তিনি জানিয়াছেন তাহা সত্য, অতএব সমুদায় হৃদয়ের সহিত তাহা ধারণ করিয়া রাখেন।

যে বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশবিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন 'চন্দ্রলোকে যে জীবগণ আছে, তাহারা মরিয়া ৫ দিনের পর ৬ দিনে অন্য লোকে যায়।' ইহা কল্পনা, কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না।

২ প্র। কুসংস্কার ও সহজজ্ঞান কিরূপে প্রভেদ করা যায়?

উ। নানা প্রকার তর্ক যুক্তি দ্বারা কুসংস্কার প্রকাশিত ও দূরীভূত হইতে পারে।

প্র। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রধান অভাব কি?

উ। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান রোগ স্থিরতার অভাব। ব্রাহ্মগণ কিছু দিন উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করেন, কিছু দিন পরে নিরুদ্যম হইয়া একে একে সকল কার্য্য ছাড়িয়া দেন ইহার দৃষ্টান্ত ক্রমাগত পাওয়া যাইতেছে। রাগী ব্যক্তি রাগ কিছু কাল দমন রাখিতে পারে, কিন্তু প্রলোভন পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইলেই তাহা পুনরুত্তেজিত হয় এবং সে অনেক দিন রাগের সেবা করিতে থাকে। ব্রাহ্মদিগের অস্থিরতা রোগ সেই রূপ বারংবার উত্তেজিত হইয়া সকল ধর্ম্মসাধন বিফল করিয়া দেয়। কোন রোগ আরোগ্য করিতে হইলে প্রতীকার অপেক্ষা নিবারক (Preventive) ঔষধ অধিকতর কার্য্য কর হইয়া থাকে, উত্তেজনার সময় প্রবল মহৌষধ সকলও ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা আমাদিগের রোগের নিবারক ঔষধ সেবন করিতে চাই না। যখন উপাসনা ভাল হয়, তখন আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, বেশী সম্বল করিতে চেষ্টান্বিত হই না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃসম্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকি। যাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত হয় তাহাই আমাদিগের শত্রু। কত সময় মনের চঞ্চলতায় উপাসনা করিতে দেয় না এবং সেই চঞ্চলতা কেবল কুচিন্তাদির ফল। পরের দুঃখ বিপদে দয়া হইয়া সময় সময় মন চঞ্চল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ দৃঢ়তর করিয়া দেয়। মনের সুস্থতা ও অসুস্থতা অনেক সময় নিজে বুঝিতে পারা যায় না, উপাসনা ভাল হইতেছে কি না ইহা দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। উপাসনার স্থিরতা থাকিলে আত্মার স্থিরতা ও শান্তি থাকিবে। আমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য অন্ততঃ প্রতিদিন মোটা ভাত ও ব্যঞ্জন চাই। যদি আত্মীয় বন্ধুর অমঙ্গল বা অনুরোধ প্রযুক্ত প্রতিদিন আহারের ব্যাঘাত হয়, শরীর ত্বরায় ভগ্ন হইবেই হইবে। প্রতিদিন সেই রূপ উপাসনার একটা মোটামুটি বাঁধনী চাই। যে রূপ ভাবেই হউক, যেমন পেট ভরিয়া আহার করা যায়, সেই রূপ যে দিন হৃদয়ের যে রূপ ভাব ও বাহিরের যে রূপ অবস্থা হউক, উদ্বোধন হইতে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত উপাসনা যেন সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম এই, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিদিন উপাসনা করিলে রোগ শোক ও পাপের মধ্যে ধর্ম্মের নিত্যভাব বাড়িতে থাকে, এবং তাহাই আত্মার চিরকালের সম্বল হয়। আহারের বিষয়ে যেমন এক দিন পোলাও ও আর এক দিন অনাহারে শরীর রক্ষা হয় না। উপাসনা বিষয়ে এক দিন খুব উৎসাহ ও অন্য দিন শুষ্কতা এই রূপ অস্থায়ী ভাবে আত্মার প্রাণ রক্ষা হয় না। অনেক ব্রাহ্মের যে মরণ হয়, তাহা কেবল নিত্য উপাসনার অভাবে। অতএব প্রতি জনের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, ব্রহ্মমন্দিরে যে প্রণালীতে উপাসনা হয়, সংক্ষেপে হউক বিস্তারিত রূপে হউক, প্রতিদিনের নির্জ্জন উপাসনায় তাহার সকল অঙ্গগুলি যেন সাধন করা হয়। এই টুকুর কমে চলিবে না, এই রূপ একটি দৃঢ় নিয়ম চাই। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিলে যেমন যথায় পাওয়া যায়, খাদ্য রাশীকৃত করিয়া গৃহে সঞ্চয় করিতে হয়; সেই রূপ আধ্যাত্মিক অভাবের আশঙ্কা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ভাল উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যাহাতে পারা যায় এরূপ প্রতিজ্ঞা থাকা আবশ্যক। এই রূপ অভ্যাস করিতে করিতে একটি নিয়ম দাঁড়াইয়া যাইবে, তাহাতে ভাল রূপে দিন কাটিবার উপায় হইবে। অত্যন্ত কার্য্যের ব্যস্ততা বা সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থার ছল করিয়া এই প্রতিজ্ঞা যেন লঙ্ঘন না হয়। উপাসনার ৮টি অঙ্গ বরং আট বারে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু কার্য্যের ব্যস্ততাদিতে উপাসনার প্রতিবন্ধক হয় এ কোন কার্য্যের কথা নহে। অনেকের সপ্তাহ মধ্যে কার্য্যের দিনে কোন অসুখ হয় না, কিন্তু রবিবার অবকাশের দিনে যত গোলযোগ উপস্থিত হয়; সেই রূপ কার্য্যের দিন অপেক্ষা আলস্যের দিনে উপাসনার অধিক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মদিগের আর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য অন্যের জন্য প্রার্থনা করা। ১০।১৫ বৎসর ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়া যদি কেবল আপনার জন্য ব্যস্ত রহিলাম, অন্যের দুঃখে হৃদয় একবার ক্রন্দন না করিল, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম যে শূন্য ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মপ্রচারক অন্যের জন্য ক্রন্দন ও পরিশ্রম করিয়া বেড়াইয়াছেন। খৃষ্টীয়ানেরা বলেনঃ—"খৃষ্ট পৃথিবীর সমুদায় পাপ ও যন্ত্রণা লইয়া গিয়াছেন।"

আপাততঃ ইহা পরিহাসের কথা হইতে পারে অর্থাৎ এক জন পুণ্যাত্মা কি রূপে অন্যের পাপভার বহন করিবেন? কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের গূঢ় কথা আছে। যিনি যে পরিমাণে ধার্ম্মিক, অন্যের পাপ যন্ত্রণায় তাঁহাকে তত যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হয়। এখন আমরা সকলে আপনার আপনার পাপ ও দুঃখে কষ্ট বোধ করিতেছি। কিন্তু একজন যদি হঠাৎ অধিক পবিত্র হয়েন, সকলের পাপের ভার তাঁহার মস্তকে পড়ে। পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে দয়া বাড়ে, দয়া বাড়িলেই দৃষ্টি প্রশস্ত হয়। আপনার হইতে পরিবার, তৎপরে প্রতিবেসী, তৎপরে দেশ, অবশেষে সমস্ত পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। কিন্তু পরদুঃখে এই রূপ দুঃখিত হইতে পারা একটি স্বর্গীয় ভাব, ইহাতে অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের শান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ধর্ম্মরাজ্যের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! পিপাসার্ত্ত ভ্রমণকারী ব্যক্তি যেমন মরুভূমিস্থ সলিল-ভ্রান্তি বৃক্ষ

হইতে বারি নির্গত করে, তদ্রূপ ধার্ম্মিকের অন্তরে পাপী-দিগের পরিত্রাণের যে ঔষধ ঈশ্বর সঞ্চয় করিয়া রাখেন, অন্যের দুঃখ যেন তাঁহার শরীর মন খুঁচিয়া সেই ঔষধ বাহির করিয়া লয়। ধার্ম্মিক ঔষধ দিয়া সুখী হন, পাপীরা ঔষধ পাইয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়।

আমরা উপাসনার সময় বলিয়া থাকি 'অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও।' ইহাতে পরের জন্য প্রার্থনার নিয়ম আছে। কিন্তু আমাদিগকে এই কথাটি শূন্য অর্থে ব্যবহার না করিয়া অমুক অমুক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করিলে অধিক ফল লাভ হয়। অন্যের জন্য ভাবা স্বাভাবিক, এমন কি কতব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের হিতের জন্য ব্যতিব্যস্ত। ব্রাহ্মগণ যেন আপনার মুক্তির প্রার্থী হইয়া উন্নত প্রকার স্বার্থপরতা লইয়া সন্তুষ্ট না হন।

৪। ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে অবিশ্বাস একটি পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে সে কি রূপ?

উ। অবিশ্বাস অর্থ সত্য স্বীকার না করা। সত্য-স্বীকার না করিলেই মিথ্যা অবলম্বন করা হইল, সুতরাং তাহা পাপ বলিয়া গণনা করা উচিত। এইজন্য কর্ত্তব্য শ্রেণীতে ঈশ্বরের প্রতি যে যে আচরন নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে অবিশ্বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বাস যায় কেন? কোন গূঢ় পাপ তাহার কারণ সন্দেহ নাই। একজন ব্রাহ্ম ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার সহিত পৃথিবীর কষ্টের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না; অন্য দিকে বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার মনকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে, ইহার ফল অবিশ্বাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পুণ্য, বল, পবিত্রতা, বিশ্বাস সকলই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে যেমন সকলই বৃদ্ধি পায়, তেমনি একের অভাবে অন্য সকলেরও দুরবস্থা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি হইলে অবিশ্বাস ও অধর্ম্ম হয়। বিশ্বাস কমিয়া গেলে উপাসনাদিও চলিয়া যায়। সংশয়ের সঙ্গে সংসারাসক্তি ও পাপ প্রলোভন প্রভৃতি যোগ দিলে সর্ব্বনাশ হয়। এক ব্যক্তির কেবল পাপ থাকিলে তাহার আরোগ্যের আশা থাকে, কিন্তু অবিশ্বাস আশার মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। দস্যুতা হত্যা প্রভৃতি পাপেচ্ছার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু অবিশ্বাস চোরেরন্যায় গোপনে আসিয়া গলায় ছুরী দেয়। অনেকে সচরাচর একটি কথা বলিয়া থাকেন "কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক থাকিতে পারেন না" ইহা হইতেই অবিশ্বাসের মূলপত্তন এবং পাপ সাধনের সুবিধা হয়। কেহই যখন ধার্ম্মিক থাকিতে পারেন না, বড় লোক দুই লক্ষ টাকা পাইলে পাপ করেন, আমার পক্ষে ৵০ আনার লোভ তাদৃশ, [illegible] রূপে ইহার লোভ ছাড়িব? এই রূপ চতুরতা দ্বারা ধর্ম্মের বলের প্রতি বিশ্বাস ক্ষীণ হয়, পাপ সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়া ফেলে। খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পাপ অনেক আছে, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাসের বলে বাঁচিয়া যান। ব্রাহ্মের পাপের সঙ্গে বিশ্বাসও চলিয়া যায়, সুতরাং সকল ধর্ম্ম বিনাশ পায়।

সংবাদ।

—ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ হওনের অনেক সুবিধা দেখা যাইতেছে। বিগত সোমবারে "ন্যাটিভ ম্যারেজ" বিল ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিলে পরিবর্ত্তিত হইয়া এবং তাহার পূর্ব্বেকার কোন কোন অংশ সংশোধিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণর সাহেবের সিমলা গমনের পূর্ব্বে, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক যদি না হয় তবে আগামী শুক্রবারে উক্ত বিল বিধিবদ্ধ হইবার আশা করা যাইতে পারে। এই বিলের বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এ বিষয়ের জন্য ব্যবস্থাপক মান্যবর ষ্টিফান সাহেবকে ব্রাহ্মমাত্রেরই ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত।

—লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের বাবু হেমচন্দ্র সিংহ পুনরায় খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথোচিত অনুতাপ সহকারে ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার শোকার্ত্ত ভাব শ্রবণে সহৃদয়তা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। কোন অপরাধী বিপথগামী ব্রাহ্ম স্বীয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক প্রকৃত অনুতাপের সহিত প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার কাহারো অধিকার নাই। ব্রাহ্মসমাজের দ্বার অবারিত। দয়াময় ঈশ্বর যে প্রণালীতে মহাপাপীকে আশ্রয় দান করেন, ব্রাহ্মসমাজও সেই প্রণালীর অনুসরন করিয়া উদারতা ও পবিত্রতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন। চঞ্চল-চিত্ত পার্থিব সুখান্বেষী ভ্রাতৃগণ এই ঘটনা দৃষ্টে সাবধান হউন। হেম বাবু প্রত্যাগমন করাতে সেখানকার হিন্দুগণ ব্রাহ্মদের প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। তিন জন ব্রাহ্মের খৃষ্টান হওয়ার যে কথা উঠিয়াছিল তাহা সত্য নহে।

—ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড চারল্‌স ভয়ছি নামক একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কতিপয় উদার মত স্বাধীনতার সহিত প্রচার করাতে কএক জন প্রধান ধর্ম্মযাজকের বিচারে তাঁহাকে মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। রেভারেণ্ড ভয়ছি বলেন, পাপের জন্য অকৃত্রিম দুঃখই মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের সম্মিলন পক্ষে যথেষ্ট, অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবিধি আবশ্যক করে না। ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং আমরা তাঁহার সন্তান, এই সত্য সমস্ত মধ্যস্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকে দূরীকৃত করে। খৃষ্টকে উপাসনা করা পৌত্তলিকতা। ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান দান করিতে কোন পুস্তক উপায় হওয়া অসম্ভব। মনুষ্য হৃদয়ে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশিত হয়। খৃষ্টান সমাজে স্পষ্টরূপে স্বাধীন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাতে তাঁহাকে তাড়িত হইতে হইল। তাঁহার উক্ত মত প্রত্যাহরণ করিয়া লইবার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে আপনার সরল মত গোপন করিলেন না। এ প্রকার সাহসী বীর-প্রকৃতি একটি লোকের সে দেশে এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই চৈত্র তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ } ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৩ শক। { বার্ষিক অগ্রিম ২॥০
১ম সংখ্যা } { ডাক মাশুল ১॥০

ভক্তের লক্ষণ।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং, বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তি স্তদ্‌গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে,
ইত্যাদয়োঽনু ভাবাস্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে।

শান্তি, ক্ষমা। ক্ষমা ভক্তের প্রথম লক্ষণ। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি যে পরিমাণে ভক্তি হইবে সেই পরিমাণেই মনুষ্যের প্রতি প্রীতি ও সদ্ভাব পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। হৃদয় প্রেমে বিগলিত না হইলে শুষ্ক মনে ক্ষমার উদয় হয় না। ক্ষমা সম্বন্ধে সহস্র সহস্র পুস্তক অধ্যয়ন কর আর উপদেশ শ্রবণ কর, অথবা দৃষ্টান্ত দর্শন কর, তথাপি হৃদয় প্রেম-শূন্য হইলে তোমার সাধ্য নাই যে সামান্য অপরাধ-যুক্ত দাস দাসীকেও ক্ষমা করিতে পার। যখন প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না কর, ভ্রাতা ভগিনীর দুঃখে যদি অশ্রুপাত না কর, তবে বিশ্বাস করিতে হইবে এখনও অপরাধীকে ক্ষমা করিতে সক্ষম হও নাই। মনুষ্য অত্যন্ত অপরাধ করিলে, তোমার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিলেও যখন তাহাকে দমন করিতে গিয়া তোমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, প্রহারোদ্যত হস্ত অবসন্ন হইয়া আর প্রহার করিতে পারিবে না, রসনা কটু বাক্য বলিতে গিয়া লজ্জিত হইবে, হৃদয় মন্দভাব ধারণ করিতে গিয়া ব্যথিত হইবে হে ভ্রাতঃ! তখন অপরাধী ভ্রাতাকে বিনা ক্লেশে ক্ষমা করিয়া কৃতার্থ হইবে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি মহাপাপিকে ক্ষমা করিতেছেন, যাঁহার দয়াতে জগৎ পরিপূর্ণ সেই দয়াময় ঈশ্বরে প্রেমভক্তি সঞ্জাত হইলে ভক্ত-হৃদয় সহজেই ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হয়। যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি নাই ক্ষমাগুণ তাঁহার ত্রিসীমাতেও গমন করিতে সক্ষম হয় না।

দ্বিতীয় অব্যর্থকালত্ব, বৃথা সময় ক্ষেপণ না করা। ভক্ত আপনার মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার দাস হইয়া অবস্থিতি করেন। প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ তাঁহার অবশ্য প্রতিপাল্য। প্রভুর আদেশের অন্ত নাই, সুতরাং তাঁহার কার্য্যেরও অন্ত নাই। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর যাঁহার প্রভু তিনি অলসের ন্যায় বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতে পারেন না। তাঁহার জীবন দুই প্রকার কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকে। কখন বা প্রেমময় পিতার চরণ পূজা, তাঁহার মুক্তিপ্রদ পবিত্র দয়াময় নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, কখন

বা তাঁহার পবিত্র আদেশ প্রতিপালন করেন। যখন তিনি এই প্রকার কার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্যই না করিয়া আমোদ প্রমোদে, শোক দুঃখে, ক্রোধ মোহে প্রমত্ত হন, তখনই জীবনকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রন্দন করেন। বস্তুতঃ ভক্ত না হইলে অনন্তজীবন আস্বাদ করা যায় না।

তৃতীয় বিরক্তিবৈরাগ্য। ভক্ত প্রাণ মনঃ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিঃস্বার্থ হন। তাঁহার জীবনে বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা স্থান পাইতে পারে না। তাঁহাকে স্তুতি করিলে তিনি যে ভাবে শ্রবণ করেন, অতীব গ্লানিকর নিন্দা করিলে তদ্রূপ শান্ত ভাবে শ্রবণ করেন। উত্তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ যেমন গাম্ভীর্য্যের সহিত স্থির ভাবে রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র হিমানি ধারণ করিয়া থাকে, ভক্ত সেই রূপ শোক দুঃখে, সম্পদ্ বিপদে, অবিচলিত থাকিয়া আনন্দ মনে কাল যাপন করেন। কথিত আছে শুকদেব গোস্বামী যখন রাজা পরীক্ষিতের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে নাগরিক বালকেরা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তিনি কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া শান্ত ভাবে প্রসন্ন মনে পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন; পরীক্ষিত পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। যখন খৃষ্টকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিবার জন্য জুডাস্কেরিয়ট তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়াছিল, খৃষ্ট শিষ্যের দুষ্টাভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। ফলতঃ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া নিঃস্বার্থ হইলেই প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করা হয়। অন্তরে স্বার্থপরতা থাকিলে ভস্মই মাখ, চীরবসনই পরিধান কর, বিবস্ত্রই থাক, উপবাসই কর, অথবা শ্মশান দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তকাল উদাসীনই হও; সে সকলকে বৈরাগ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। প্রকৃত বৈরাগী বস্ত্রাভাবে কৌপীনও পরিধান করেন, কখন বা পট্ট বসন পরিধান করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন; অথচ কোন অবস্থা তাঁহাকে প্রেমস্বরূপ হইতে বিচলিত করিতে পারে না।

চতুর্থ মানশূন্যতা। ভক্ত কখনই যশোমানের প্রত্যাশা করেন না। তিনি বলেন যাঁহারা যশোমানের জন্য সাধুকার্য্য করেন, তাঁহাদের সে কার্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা হয় না। সে কার্য্য বনিক্‌দিগের ব্যবসায়ের ন্যায় বিনিময় মাত্র। সাধু কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিলে যদি ভক্তের মনে আনন্দ হয় তাহাতে তিনি ধর্ম্মহানি মনে করেন। কেহ ভক্তকে প্রশংসা করিলে তিনি ঊর্দ্ধ হস্তে ঈশ্বরকে বলেন হে প্রভো! তোমারই ইচ্ছা জগতে সম্পন্ন হউক, হে মহান্ ঈশ্বর! তুমিই ধন্য।

পঞ্চম আশা-বদ্ধ সমুৎকণ্ঠা। ঈশ্বরের দয়াতে সম্পূর্ণ রূপে আশা বদ্ধ রাখিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত হওয়া। ঈশ্বরের দয়াতে যদি আশা দৃঢ় রূপে বদ্ধ না হয়, তিনি ঘোর মহাপাপিকেও নিরাশ করেন না ইহাতে যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, তবে ঈশ্বরের জন্য লালায়িত ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আমি যাঁহার জন্য লালায়িত হইয়াছি তিনি অবশ্যই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন ভক্তের হৃদয়ে এই আশা সর্ব্বকালেই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এই আশাই ভক্তের প্রাণ জীবন।

ষষ্ঠ দয়াময় ঈশ্বরের নামগানে সর্ব্বদা অভিরুচি। ভক্তের বিশ্বাস দয়াময় নাম স্মরণ কীর্ত্তনে জীবের পরিত্রাণ হয়। প্রিয় বন্ধুর মধুর নামে তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা। সে নাম শ্রবণ মাত্র, উচ্চারণ মাত্র তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হয়। ভক্তিশূন্য হৃদয় দয়াময় নামের মহিমা বুঝিতে পারে না। এ জন্য আমরা তানলয়

সম্বলিত সুস্বর সঙ্গীতে যেমন মুগ্ধ হই ব্রহ্মনামে তেমন মুগ্ধ হই না। শর্করা স্বাভাবিক মিষ্ট, যখন যে রূপ আকারে তাহা ভক্ষণ কর না কেন সর্ব্ব সময়েই তাহার মিষ্টতা অনুভব করিবে। তবে সুমধুর দয়াময় নামে সকল সময়ে মধুরতা আস্বাদন না করিয়া তানলয় যুক্ত সুস্বরের অন্বেষণ করি কেন? অভক্ত শুষ্ক হৃদয় ইহার এক মাত্র কারণ। যে পরিমাণে নাম-গানে রুচি সেই পরিমাণে ভক্তির বৃদ্ধি। যদি ধর্ম্মরাজ্যে চিরশান্তি পাইতে অভিলাষ কর তবে দয়াময় নাম সাধনা কর। নাম সাধনা দ্বারা হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইলে দয়াময় নামের মধ্যে স্বর্গরাজ্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই। প্রতিদিন নির্জ্জনে সজনে নাম সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যানস্তিমিত লোচনে হৃদয় মধ্যে দয়াময় নাম জপ করা, স্মরণ করা, এই রূপ সাধনা দ্বারা দিন দিন নামগানে রুচি জন্মিবে জীবন সার্থক হইবে।

সপ্তম দয়াময় পিতার গুণকথা শ্রবণে আসক্তি। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার গুণ শ্রবণে আসক্তি জন্মে। যেখানে তাঁহার বিষয় আলাপ হয় সেখানে গমন না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে ভক্ত বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া বিমুগ্ধ হন। আমাদের ন্যায় অভক্ত শুষ্ক হৃদয় মনুষ্যগণই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মসমাজে—সঙ্গত সভায় ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে গমন না করিলে কি ধর্ম্ম হয় না? বিদেশস্থ বন্ধুর কুশল সংবাদে লোকের কত আমোদ হয়, সচ্চরিত্র ভদ্রলোকের এবং আত্মীয় স্বজনের প্রশংসা শ্রবণে কীর্ত্তনে কত আনন্দ হয়, পতি-পরায়ণা বঙ্গবাসিনী কুলবধূগণও অন্তরালে থাকিয়া প্রিয় পতির প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে, কিন্তু পাঠক! তুমি কি প্রিয়তম ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে সমুৎসুক হন? তিনি কি তোমার নিকট প্রিয়তম বলিয়া প্রতীত হন নাই? একবার যদি তাঁহাকে ভাল বাস তবে তোমার আর ক্ষমতা থাকিবে না যে, প্রিয়তম ঈশ্বরের গুণাখ্যানে অমনো-যোগী থাকিতে পার। তিনি তোমার প্রাণ কাড়িয়া লইবেন।

অষ্টম, তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি। দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বাস করেন, সকল হৃদয়ে বাস করেন। এজন্য সকল বস্তুতে সকল ব্যক্তিতে তাঁহার প্রীতি। স্বদেশ তাঁহার নিকট যেমন প্রিয় স্থান, বিদেশও তেমনই প্রিয় স্থান। যেখানে ভক্তের প্রিয়তম বাস করেন, সেই তাঁহার প্রিয় স্থান। তিনি যেখানে গমন করেন সেখানেই প্রিয়তমের স্বহস্ত রচিত রচনা দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পান না। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয়ে প্রিয়তমের আবাস দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেবমন্দির বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেন॥ দয়াময় ঈশ্বরে যাঁহাদের ভক্তির অঙ্কুর সঞ্জাত হইয়াছে তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ হৃদয়ে উক্ত অষ্ট প্রকার মহৎ ভাবগুলি নিত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। হায়! কত দিনে আমরা অহেতকী ভক্তি লাভ করিয়া প্রেম বিগলিত হৃদয়ে দয়া-ময় পিতার চরণ পূজা ও সেবা করিতে সক্ষম হইব। "প্রেম ভক্তিযোগে বিভুর কর অর্চ্চনা, পাবে পরিত্রাণ পাশরিবে ভবের যাতনা।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

বহু দিন হইতে হিন্দু ধর্ম্ম বিভিন্ন সম্প্র-দায়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই জন্য এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম কি! এ প্রশ্নে সকলকে অনুত্তর থাকিতে হয়। প্রতি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালী ও ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী উপাস্য। কিন্তু যতই কেন সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উল্লেখ হউক না, কেহই অদ্যাপি বেদকে সম্পূর্ণ রূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ। যদিও ভাগবত অন্যান্য সম্প্রদায়ে কোরাণ বাইবেলের ন্যায় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ও

বিশ্বস্ত হইয়া থাকে তথাপি বেদের একটি সূত্র সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পত্তন বলিতে হইবে। "রসোবৈসঃ" শ্রুতির এই সূত্রটি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব, মত ও সাধন স্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর রসস্বরূপ আনন্দ-ময়। তাঁহার উপাসনা ও সহবাস করিলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুখ হয়। তাঁ-হাকে দেখিলে লোভ হয়, হৃদয়ের একটি আক-র্ষণ হয় ইহা বাস্তবিক সত্য। ঈশ্বর লোভের বস্তু, আনন্দের বস্তু ও আকর্ষণের বস্তু ইহা যথার্থ কথা। আনন্দের আধার বলিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে মন বিগলিত হয়, ভক্তি প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের নিগূঢ় শাস্ত্র এই। আনন্দ, উৎসাহ, কোমলতা, ভক্তি, প্রেম, ধর্ম্মোন্মত্ততা এ সকলই আনন্দস্বরূপ জীবন্ত ঈশ্বরের আনন্দরস হইতে উত্থিত হয়। যত দিন ঈশ্বরকে দেখিয়া মনে সুখ, আনন্দ, লোভ না হয় ততদিন মনুষ্য ধর্ম্মে তৃপ্ত হইতে পারে না, এবং ইহাও নিশ্চয় যে সে লোক ধর্ম্ম পথে চির দিন থাকিতেও পারে না; সময়ে তাঁহাকে ধর্ম্ম ছাড়িয়া ঘোর সংসারী হইতে হয়। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পূর্ব্বকালে ঋষি-রাও ত ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য কত কঠোর তপস্যা ও ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন তবে আর বৈষ্ণব মতের সহিত তাঁহাদের বিভিন্নতা কি? অতি সূক্ষ দৃষ্টি সহকারে উভয় সম্প্রদা-য়ের ধর্ম্ম জীবন ও বিশ্বাস তুলনা করিয়া দেখিলে পরস্পরের মধ্যে অতিশয় প্রভেদ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিষয়ীভূত তাঁহার শুষ্ক স্বরূপ অন্তরে চিন্তা করিতেন বলিয়া হৃদয়ের সরস ভাব ও প্রেমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা ভক্তি বিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া কেবল বুদ্ধির ও বৈজ্ঞানিক দুরব-গাহ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে শেষে অদ্বৈতবাদ প্রবেশ করিল। এই আনন্দস্বরূপ ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ ঈশ্ব-রের উপাসনাতে ধর্ম্মের কোমল ও মধুর পঞ্চ-বিধ অবস্থা বৈষ্ণবগণ উপলব্ধি করেন। বাৎসল্য, দাস্য, শান্ত, সখ্য, ও মাধুর্য্য এই কয়েকটি সম্বন্ধ হৃদয়ে ভালরূপ অনুভব করা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান মত। সেই সর্ব্ব স্রষ্টা পিতা, প্রভু, ঈশ্বর, সখা ও হৃদয়নাথ এই সকল উচ্চ স্বর্গীয় গূঢ় ভাবে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীরা কেমন সুন্দররূপে তাঁহাকে প্রতীতি করিতেন। কয়ে-কটি সম্বন্ধ জনিত আত্মার অবস্থা ভেদে চতু-র্ব্বিধ মুক্তিরও নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে—যথা সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য। কিন্তু কালক্রমে ইহাতে বৈদান্তিক মত আসিয়া যুক্ত হইল। ফলতঃ চৈতন্য রাধাকৃষ্ণকে স্বকপোল কল্পিত আধ্যাত্মিক রূপকে ব্যাখ্যা করাতে সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম জটিলতায় পরিপূর্ণ হইল। এবং ইহাও বলিতে হইবে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের এই সকল নিগূঢ় উচ্চ আধ্যাত্মিক বিভাগ অতি সু-ন্দর। কিন্তু কি প্রকারে ইহার রূপান্তর ও কি-রূপে ইহা শাখা উপশাখায় পরিণত হইল তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। অনেক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চৈতন্যের মতে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত নিত্যবিগ্রহ; তাঁহার এই মত বর্ত্তমান সময়ের সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অনুমোদনীয় সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়াতীত মনশ্চক্ষুর গ্রাহ্য নিত্য বিগ্রহের প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিত্ব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। পুরাকালে সাধারণতঃ সকল হিন্দুশাস্ত্রের এই বিষয়ে ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর নির্গুণ, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বিবর্জিত; কেবল জ্ঞানাদি কয়েকটি শক্তির সমষ্টি মাত্র। এ রূপ মত কি ভয়ঙ্কর! জগতের সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল মৃত দেবতা। ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ মত বিশ্বাস করিতে গেলে জগৎসৃষ্টি সম্পূর্ণ যুক্তি ও জ্ঞানের অসম্ভব হইয়া পড়ে; সেই জন্য তাঁহা-দিগকে আবার মায়া ও অবিদ্যা নামে কোন পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

কারণ ইচ্ছা ও অভিপ্রায় শূন্য বলিয়া ঈশ্বরের পক্ষে জগৎসৃষ্টি সমন্বয় করা অসাধ্য। এই সকল কারণে তাঁহাদের মধ্যে একটি সতেজ অগ্নিসম ধর্ম্মজীবনও লক্ষিত হয় নাই; শেষে মায়াবাদ ও জীব ব্রহ্মের অভেদ তাঁহাদের ধর্ম্মমতের প্রধান ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চৈতন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতা উভয় স্বীকার করিতেন বলিয়া মায়াবাদ ও নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ মহাভ্রমে তাঁহাকে আচ্ছন্ন হইতে হয় নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে ঈশ্বর পূর্ণ চৈতন্য অথচ অবিকৃত ব্যক্তিত্ব পূর্ণ এই উভয় এক অধ্যাত্মযোগে উপলব্ধি করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই বিষয় লইয়া হিন্দুশাস্ত্রে চির দিন বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ হিন্দুশাস্ত্রে ইহার আর মীমাংসা হইয়া উঠিল না। যদি সগুণ বল তবে যুগে যুগে তাঁহার অবতার স্বীকার কর, কখন মৎস্য কখন বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইতেছেন ইহাও বিশ্বাস কর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব মানিলেই তাঁহাকে সগুণ স্বীকার করিতে হইবে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার ক্রিয়াকলাপ, মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা অভিপ্রায়। আর যদি তাঁহাকে নির্গুণ বল তবে তাঁহার ইচ্ছা নাই, ক্রিয়া নাই, সজীবতাও নাই; তিনি নিষ্ক্রিয় নির্জীব জড়পিণ্ড তাঁহার দয়া নাই স্নেহ নাই মমতা নাই কেবল কতকগুলিন অন্ধশক্তি মাত্র। তিনি অবিকৃত পূর্ণচৈতন্য ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণ এই বিশুদ্ধ স্বর্গীয় আলোক চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন "ঈশ্বর কেবল নিরাকার অন্ধ শক্তিও নহেন ও কোন দেহ সমন্বিত অবতারও নহেন; তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। এই চর্ম্ম চক্ষুতে যেমন বাহ্য বস্তু দর্শন করা যায় তেমনি আত্মার চক্ষুতে ঈশ্বরের ঐ বিগ্রহ দর্শনীয় হয়।" এখানে পলের কথার সহিত কেমন সম্মিলন হইতেছে "বিশ্বাস অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ" অর্থাৎ বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি রধাকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক জীবন্ত ভাবে আনন্দদাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং আত্মার হ্লাদিনী শক্তিকে রাধা রূপে প্রত্যক্ষ করিতেন এই নিমিত্ত কান্তাভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসকগণ প্রেম সম্বন্ধে স্ত্রী ও তিনি তৎ সম্বন্ধে তাহার স্বামী ইহা বিশ্বাস করিতেন। ইহার রূপক পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিলে অতি সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু আবার ইহাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইল; এই কারণেই ঐ সম্প্রদায় মধ্যে অপবিত্রতা জঘন্যতা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কাল ক্রমে আধ্যাত্মিক রাধা কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে সেই ভাগবত প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক রাধা কৃষ্ণই গৃহীত হইল কারণ ভাগবত ঐ সম্প্রদায় দিগেরমধ্যে মূল ধর্ম্মপুস্তক। বৈষ্ণবগণ ভাগবতকে ঈদৃশ চক্ষে দর্শন করেন যে তাহা পাঠ করিলেই তাহার প্রাধান্য অতিশয় প্রবল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

নিগম কল্পতরোর্গলিত ফলং
শুকমুখামৃতদ্রবসংযুক্তং
পিবতো ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ
গ্রন্থোষ্টাদশসাহস্রঃ
শ্রীমদ্ভাগতাবিধঃ
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং
সারং সারং সমুদ্ধৃতং
সর্ব্ববেদান্তসারং হি ।
শ্রীভাগবত মিষ্যতে ।
তদ্রসামত্তৃপ্তস্য
নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।
ভাগবত।

এই সকল শ্লোক দ্বারা ভাগবতকে অভ্রান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশ্বাস করা এবং উহার মধ্যেই ধর্ম্মের যাহা কিছু সন্নিবিষ্ট আছে, অন্য আর

কিছুই প্রয়োজন নাই। ঐ ধর্ম্মপুস্তকের উপর অসদৃশ ভক্তি হওয়াতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় পূর্ব্বাচরিত পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইল। কেবল পৌত্তলিকতায় যে শেষ হইল তাহা নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত ভাবান্তর আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই শ্লোকের বৈধভাব বশতঃ অশ্লীল ভাব ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং
তৎপরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষীকেন হৃষীকেশ,
সেবনং ভক্তি রুচ্যতে।

এই শ্লোক দ্বারা অজ্ঞাত সারে কেমন অল্পে অল্পে অশ্লীল ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ এই শ্লোকের অন্তরস্থ ভাব স্পষ্টতঃ মন্দ নহে। অতঃপর কামোদ্দীপক উপকরণাদি সহ কৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সুতরাং তাহার ফল যে অতি জঘন্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এমন কি ইহাতেও বৈষ্ণবগণ ক্ষান্ত হন নাই। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণেতা বিশ্বনাথ করিরাজ যেমন সাহিত্য দর্পণে নায়িকাভেদ ও তাহার লক্ষণ সকল প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থকর্ত্তারাও স্বীয় পুস্তকে ঐ রূপ নায়িকাভেদ ও তৎসহ লক্ষণ সকলও বিন্যস্ত করিয়াছেন। ঐ সকল ঈদৃশ ভাবে লিখিত যে তাহা অশ্রোতব্য অকথ্য, কোন ব্যক্তির সমক্ষে তাহা বলিতে পারা যায় না। কর্ত্তাভজা ন্যাড়া ও বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা এই শেষ ভাগ লইয়া সন্তুষ্ট হন, কিন্তু বিজ্ঞতম বৈদান্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অনেকটা এই কুৎসিত ভাব হইতে দূরে থাকেন। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে আবার তন্ত্রের প্রকৃতি পুরুষের সাধন লক্ষিত হয়। পাঠকগণ! সকল দর্শন কর, বৈষ্ণবধর্ম্মের আরম্ভ কোথায় শেষ কোথায়! কি ভাবে সংস্থাপিত হইল ও কোন্ ভাবে ইহা বিনষ্ট হইল মনে করিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাব না হইলে সকলেরই ঈদৃশী দুর্গতি হইয়া থাকে।

সামাজিক উন্নতি।

মনুষ্যের জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহারের উন্নতি প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে মানসিক উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের স্রোতে সামাজিক অবস্থার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে। সত্যের অথবা কর্ত্তব্যের অনুরোধে না হইলেও আপনাপন কার্য্য সৌকার্য্যার্থে তদ্বিষয়ে অভাব সকলকে বোধ করিতেই হয়। কিন্তু যে সভ্যসমাজে এ সম্বন্ধে আশানুরূপ উন্নতি কর্ম্মিষ্ঠতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়, সেই সমাজে ভীরুতা কপটতা এবং স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। এ দেশে যখন উন্নত জ্ঞান শিক্ষার অভাব ছিল, তখন স্বভাবতঃই এই মনে হইত যে জ্ঞানালোকের অভ্যুদয়ে হীন ভারতের অজ্ঞান ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার তিরোহিত হইবে; মহানিষ্টকর পৌত্তলিকতা, দূষিত দেশাচার, অপবিত্র সামাজিক রীতি সকল বিদ্যা প্রভাবে সংশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম নীতি সংস্থাপিত হইবে; কিন্তু বঙ্গসমাজের উন্নত শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আর সে আশা ক্ষণকালের জন্য মনে স্থান পায় না। এখন ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে লোকের স্বার্থপরতা কপটতা ও ভীরুতা চিরকালই ঐ সকল কুসংস্কার দুর্নীতিকে নীচ সুখের অনুরোধে রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর আকারে পোষণ করিতে পারে। এক স্বার্থপরতাই চির অমঙ্গলের প্রসূতি হইয়া উন্নতির সমস্ত উপকরণকে আপনার উপযোগী করিয়া লইতে পারে। এই জন্য সুশিক্ষা সত্ত্বেও নূতনবিধ পৌত্তলিকতা

এবং অপবিত্র দেশাচারের আধিপত্য নয়ন গোচর হইতেছে।

এক বার কৃতবিদ্য সভ্যমণ্ডলীর প্রকৃতি বিশেষ রূপে আলোচনা কর, দেখিবে যে জ্ঞান মাত্র কেবল আমাদিগের দেশের অভাব ছিল না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক জন উচ্চতর উপাধিধারী যুবার সহিত এক জন ঘোর কুসংস্কারী অসভ্য জ্ঞানহীনের উপমা করিয়া দেখ, বাহ্য সৌন্দর্য্য ও অসার সভ্যতা ব্যতীত পবিত্র নীতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কতটুকু তারতম্য তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে না। এক জন সার্দ্ধশত বয়স্ক সম্ভ্রান্ত জ্ঞান-প্রবীন মনুষ্য একটি অষ্টমবর্ষীয় বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে নানা ভাবে রস রঙ্গ করিতেছেন এই ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক দৃশ্য যদি এখন মহাত্মা ডেবিড্‌হেয়ার এক বার আসিয়া দেখেন, তাহা হইলে সেই কৃপাপাত্রের বিদ্যা সভ্যতার অবমাননা দেখিয়া কি তাঁহার ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় না? শত শত বিদ্যা-ভিমানী আপনার অধীনস্থ চিরদুঃখিনী বিধবা কন্যা ভগিনীদিগকে পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত করিয়া আবশ্যক হইলে আপনি পুনঃ পুনঃ দ্বার পরিগ্রহ করিতেছেন, তাহাদের দুর্ব্বি-সহ যন্ত্রণার পাষাণ ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবন করিয়াও বধির হইয়া রহিয়াছেন, কেহ বা বিধবা বিবাহ করিয়া পুনরায় মস্তক মুণ্ডন ও গোময় ভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়া দ্বারা ভদ্রতার কুলে কলঙ্ক দিলেন, এ সকল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভগ্নান্তঃকরণে নগর প্রান্তরে বসিয়া আক্ষেপ করিবেন না ত কি করিবেন? এক জন সুপণ্ডিত যুবা ব্রহ্মাণ্ডের ভূত ও বর্ত্তমান কালের সহস্র সহস্র ঘটনাকে উদরস্থ করিয়া বসিয়া আছেন, একটি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত শতটা বলিয়াদিবেন, তিনি নারীজাতি বিষয়ে প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতা তাঁহার লেখনীর তেজে জনসমাজ বিকম্পিত, বিজ্ঞতাতে সভ্য-তাতে এক জন গণ্য মান্য, আপনার জীবন-দাতাকে স্বীকার করিতেও হয়ত তাঁহার জ্ঞান সভ্যতার অবমাননা বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু একবার তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়া দেখ তিনি গৃহে গমন করিয়া কি করিতেছেন। সেখানে দেখিবে যে তাঁহার পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার নাম গন্ধ নাই, অন্তঃপুরে বিধবা ভগিনীও কন্যা চিরদুঃখে বিষণ্ণ হইয়া মৃত্যু প্রতীক্ষা করি-তেছে, তিনি প্রাচীন পৌত্তলিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া দলাদলির আন্দোলনেও এক জন অগ্রণী হইয়া কাহাকে সমাজচ্যুত, কাহাকে বা জাতিভ্রষ্ট করিতেছেন, অবস্থা বিশেষে আপনার অল্প বয়স্কা কন্যা ভগিণীগণকে বহু কৃতদ্বার এক জন পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট জাতীয় গৌরবের আস্ফালন করিতেছেন, কন্যার বয়ঃক্রম আট বৎসর হইলে গৃহিণীর উত্তেজনায় এবং নিজের ভাবনায় তাঁহার চক্ষে আর নিদ্রা আসিবে না, অর্দ্ধা-ঙ্গিনী অথবা সর্ব্বাঙ্গিনী স্ত্রীর অনুরোধ তিনি ষষ্ঠি মাখাল পঞ্চানন্দ চণ্ডী মনশা হইতে দুর্গা কালী শিব পর্য্যন্ত সকলের চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, এই সকল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে কি আর এ দেশের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কিছু মাত্র আশা থাকে? কেবল ব্রাহ্মসমাজের দিকে দৃষ্টি করিলে যে কিঞ্চিৎ ভরসা হয়। ঘন নিবিড়ান্ধকারাবৃত হিন্দুসমাজের এক অন্ত-ভাগে যেন উহা আশার আলোক রূপে স্বদেশহিতৈষীর নিরাশনয়নে জ্যোতি দান করিতেছে।

যাহারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বিশেষ স্বভাবের বিলোপ সাধনপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছেন, হিন্দুসমাজের বন্ধন এককালে ছিন্ন করত যাঁহারা জাতীয় সংস্করণ বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপনি একাকী সুখে থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের সরলতা, সৎসাহস ও সাধু ইচ্ছাকে আমরা শ্রদ্ধা করি; কিন্তু

ধর্ম্মবিহীন সমাজসংস্কার এবং জাতীয় ভাব বিনাশপূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয়ে বিদেশীয় অনুকরণ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সাহসহীন অপদার্থ কৃতবিদ্যদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শন করিবেন কি না তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। জানি না ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মের জীবনে এত দিন কিরূপ কার্য্য করিলেন যিনি দশ বৎসর—বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন করিয়াও অষ্টমবর্ষীয় বালিকার বিবাহের জন্য ভাবনায় এখন হইতে রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারেন না। জানি না সে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মজীবনের নীতি শিক্ষা এবং সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত কি প্রকার যাহাতে অদ্যাবধি এক শত ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে আনিতে পারিল না। দশবৎসরের ব্রাহ্ম কি এখনও পূর্ব্ববৎ দেশাচারের দাসত্ব করিবেন? সহস্র উপদেশ দান ও গ্রহণের পরেও কি তিনি স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়া বন্দীর ন্যায় তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন? এত ভর্ৎসনা উপহাসের মধ্যেও তিনি কেমন করিয়া জাত্যাভিমান ও অসার জ্ঞান সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত আছেন বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম তাঁহারা অন্ততঃ নীতি ও সভ্যতা, বিদ্যা ও ভদ্রতা, স্বাধীনতা অথবা সমাজের কুশলের অনুরোধেও এক বার এক পদ অগ্রসর হউন, দেখিয়া সকলের আশা হউক। কত দিন এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া আর তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দেখিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে সকলপ্রকার দাসত্বহইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক মুক্ত করিতেছেন তাঁহারা নিজে হইতে কেন আর অধীনতার শৃঙ্খল গলে পরিধান করেন? একবার অগ্রসর হইয়া দেখুন স্বাধীনতার বল কত বৃদ্ধি হইবে। দেশাচারের শাসনে তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে অকর্ম্মণ্যও উপহাস্যাস্পদ করিয়া রাখিয়াছে তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করুন। বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ, অপ্রচলিত, স্ত্রী শিক্ষার অভাব এ সকলের বিষময় ফল আমাদের মধ্যে কে না ভোগ করিতেছেন? শত শত ব্রাহ্মের সাধু গুণ, জ্ঞান, সভ্যতা, উন্নত উপাধি কুৎসিত দেশাচারের চরণে অদ্যাপি দাসত্ব করিতেছে ইহা কি আর দেখিতে পারা যায়? ব্রাহ্মেরা এ বিষয়ে কি বলেন আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। গর্ব্বিত উপাধিধারী "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মেরাই বা এ বিষয়ে কি চেষ্টা করিতেছেন তাহাও আমরা দেখিতে চাই।

প্রার্থনা।

হে অদ্বিতীয় সর্ব্বলোক প্রতিপালক প্রভো! তোমারই অখণ্ড সুন্দর পরিশুদ্ধ নিয়মে দিবা ও রজনী, সপ্তাহ ও পক্ষ, মাস ও বর্ষ পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। আজ দেখিতে দেখিতে নববর্ষে আমরা পদ নিক্ষেপ করিলাম। এই এক বৎসর কাল তোমারই প্রসাদে ও তোমারই ক্রোড়ে আমরা পালিত হইয়া আসিলাম। নাথ! যদি এই এক বৎসরের পাপ দুর্ব্বলতা ও অপরাধ স্মরণ করি, তবে তাহার মধ্যে তোমার দয়া ও অসদৃশ প্রেম না দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যতই আপনার অবাধ্যতা ও অত্যাচারের মধ্যে তোমার প্রেম দেখি, ততই সেই প্রেমের মধুরতা ও মূল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। দয়াময়! কি আর তোমাকে বলিব! আপনার দোষ ও কলঙ্কের জন্য ক্ষমা চাহিব মনে করি, দেখি যে চাহিবার পূর্ব্বে তাহা তুমি করিয়া রাখিয়াছ। কারণ তুমি ক্ষমা না করিলে কি এত অপরাধ সত্ত্বেও প্রতিদিন সুখ হিল্লোলে ভাসিতে পারিতাম? তোমার দয়া প্রেম চাহিব মনে করি, দেখি যে তাহাতেও মুখ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ তুমি চিরদিন সদয় না থাকিলে কি এ জীবনে এক দিনও ধর্ম্মামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতাম? হা নাথ! না জানি তোমার কতই সহিষ্ণুতা কতই প্রেম! বৎসরে বৎসরে তোমার প্রতি অত্যাচার ও অপরাধ করিয়া আপনার পাপরাশি স্তূপাকারে বাড়াইতেছি, কিন্তু তুমি সকলই অম্লান বদনে তাহা বহন করিতেছ। সময়ে সময়ে হস্ত এত দূর উদ্ধত হয় যে তোমার বক্ষে তীব্রতর অস্ত্রাঘাত করিতেও ত্রুটি করি না, কিন্তু তুমি অনায়াসে তাহা সহ্য করিতেছ; বাস্তবিক তুমি দয়ার অবতার, প্রেমের জলধি। তুমি [illegible] পূর্ব আমাদিগকে ভালবাস যে

নিষ্কলঙ্ক পুণ্যের আধার হইয়াও আমাদিগকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা কর না। হে দীনদয়াল! তোমার ঈদৃশ প্রেমই পরিত্রাণের অভ্রান্ত শাস্ত্র তাহাতে কি আর সংশয় আছে? প্রতিমাসে ও প্রতিবৎসরে অত্যন্ত ক্ষুধার সময় তুমি যে অজ্ঞাত সারে বিবিধ উপভোগ্য সামগ্রী আনিয়া দিয়াছিলে আজ কি তাহা ভুলিয়া যাইব? কার্য্যভারে পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছিলাম তখন যে তুমি তোমার চরণ পল্লবের ছায়া বিতরণ করিয়া শীতল করিয়াছিলে তাহা কি বিস্মৃত হইব? যখন পাপ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম তুমি বল ও জীবন দান করিয়া আমাদিকে বাঁচাইয়াছিলে এখন কি তাহা অস্বীকার করিব? যখন সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইয়া তোমাকে ডাকিয়াছিলাম তখন তুমি একবার দর্শন দিয়া কি উপকার করিয়াছিলে তাহা কি মনে নাই? হে সন্তান বৎসল! এইএক বৎসর কাল মধ্যে মৃত্যু, যন্ত্রণা, পাপ, অপবিত্রতা, শুষ্কতা, নিরাশ, অবিশ্বাস, ভ্রাতৃ বিরোধ, সংসারাসক্তি ও অন্ধকার অজ্ঞানতার মধ্যদিয়া জীবন, সুখ, সাধুতা, পুণ্য, আশা বিশ্বাস প্রণয়, নির্ভর ও জ্ঞানালোক যে এই পামরদিগকে প্রদান করিলে তাহা কে না জানে? নাথ! তুমি আমার সম্বন্ধে চিরকালের হইয়াছ কিন্তু আমি তোমার হইলাম না। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! তুমি আমার জন্যএত করিতেছ কিন্তু বল দেখি আমি তোমার জন্য কি করিয়াছি। এদুঃখের কথা আর কাহাকে বলি কেবল তুমি মর্ম্ম জান তাই তোমার চরণে কাঁদি। প্রভো! এখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা যেন আর পুরাতন পাপের মুখাবলোকন করিতে না হয় যেন পুনরায় তোমার নিকট এই সকল পাপের জন্য ক্ষমা চাহিতে না হয় "চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি,, এইমাত্র অভিলাষ। পূর্ব্ব বৎসরের কৃপার জন্য তোমার চরণে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে শতবার প্রণিপাত করি। যেন নূতন বৎসরে নব উৎসাহ জীবন্ত বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেম সহকারে তোমার কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৭ শে চৈত্র ১৭৯২ শক।

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, বৎস! তুমি কি চাও, তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন আমি তোমার দর্শন চাই। তিনি পূর্ব্বকালের সাধুদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।" পরমেশ্বর যদি ভক্তকে বলেন ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, মান লও, তিনি তৎক্ষণাৎ অকুণ্ঠি হৃদয়ে এই বলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। পুনশ্চ যদি বলেন ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর সুন্দর পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর, ভক্ত বলিবেন আমি ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না, আমি তোমাকেই চাহি, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমার পরম লাভ। ভক্ত যিনি তিনি আর কিছুরই জন্য লালায়িত হন না। তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, পরমধনকে ছাড়িয়া কোন মতেই সংসারের নিকট আপনার প্রেম অনুরাগ বিক্রয় করিতে পারেন না। যদি আবশ্যক হয়, পরমেশ্বরের জন্য তিনি সাধুদিগকে এবং সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ সকলও পরিত্যাগ করিবেন। এক দিকে ঈশ্বর অন্যদিকে সংসার এ স্থলে ভক্তের সংশয় নাই, তিনি সহজেই সংসার পরিত্যাগ করেন; কিন্তু এক দিকে জগতের সাধুগণ এবং সত্য-পূর্ণ গ্রন্থ সকল, অন্য দিকে স্বয়ং ঈশ্বর, এই অবস্থায় অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি যথার্থ পথ চিনিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেন, এবং পুস্তক ও সাধুগণ হৃদয়ের পুত্তল স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে সাধু ব্যক্তি কে? সাধুব্যক্তি তিনি যাঁহার অনেক সাধুতা আছে, অর্থাৎ যিনি অনেক সাধু কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ধর্ম্মরাজ্যের সাধুর লক্ষণ নহে। ধর্ম্মজগতের সাধু ব্যক্তি স্বচ্ছ, তাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বর উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হন; তিনি প্রতিবন্ধক নহেন। তিনি সর্ব্বদাই স্বচ্ছ, তাঁহার মধ্য দিয়া সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম গ্রন্থ কি? যে গ্রন্থ ধর্ম্ম-মূলক সত্যে পরিপূর্ণ তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত; কিন্তু তাহাই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, যে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহাতে সেই লক্ষণ নাই, যাহা থাকিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি না, সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। যাহা স্বচ্ছ নহে, যাহা সহস্র সত্যবিশিষ্ট হইয়াও পিতার মুখ আবরণ করে, তাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। কিন্তু যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশঃই পিতার মুখ উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই রূপ তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, ঈশ্বর প্রেরিত বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রকাশিত হন; যিনি ঈশ্বরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করেন। যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি হৃদয়কে হরণ করেন না তিনিই সাধু। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন না, তাঁহার প্রেম

মুখ আবরণ করেন, এবং ধর্ম্মের নামে লোকের চিত্ত অপহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদের আদর নাই। এখানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। এখানে সেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ভক্তিও পূজা গ্রহণ করিতে পারে না। এখানে যিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজের জন্য লোকের অনুরাগ হরণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত হইবেন সত্য-ধর্ম্মপথে আমাদের সহায় চাই, নেতা চাই, এবং সেই সকলই ঈশ্বর দিয়াছেন। জগতে কত শত সাধু ব্যক্তি আপনাদের শোণিত পাত করিয়া ধর্ম্মের মমতা প্রচার করিয়াছেন, কত শত ব্যক্তি সত্যের কবচে আবৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আঘাত সহ্য করিয়াও অসত্য এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, কত শত ব্যক্তি জগতের মঙ্গলের জন্য আপনাদের সুখ সম্পত্তি আপনাদের জীবনকে বলিদান করিলেন। তাঁহাদের মুখ দেখিলে তাঁহাদের নাম করিলে যে আমাদের পুণ্য হয় তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়াও এই বলিব, যত দিন এবং যে পরিমাণে তাঁহারা স্বচ্ছ, তত দিন এবং সেই পরিমাণে তাঁহারা আমাদের সহায়। যে পরিমাণে তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগকে সম্মান করিব; কিন্তু তাঁহারা যদি প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাদের মধ্য দিয়া যদি ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিতে না পারি, তবে আর তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা এ জন্য সৃষ্ট হই নাই যে চিরকাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এ জন্যও সৃষ্ট হই নাই যে কোন পুস্তক কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করিব। কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমরা সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্ম্ম পালন করিব না এই কথায় যে পাপ তাহা যেন ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত না করে। সাধু সহবাসের যে উপকার তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। পুস্তক সকলের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে তাহাও প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা বিনীত হৃদয়ে তাঁহার প্রেরিত সাধুদিগকে চক্ষুর অঞ্জন-স্বরূপ বালয়া স্বীকার করি। যদি কাহারও সাহায্যে চক্ষু উজ্জ্বল হইল তবে নিশ্চয় জানিলাম যে এই ব্যক্তি সাধু যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই কিরূপে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিব। কিন্তু সাধুদিগের বাহ্যিক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ করিয়া লইতে হইবে। আমাদের ভারতবর্ষে এমন অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত শরীরে উপাস্য দেবতার নাম লিখিয়া আপনাদিকে অনুরঞ্জিত ও পবিত্র মনে করেন; আবার পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে এরূপ শত শত ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হয় যাঁহারা সাধুকে এত ভক্তি করেন যে তাঁহার রক্ত মাংস আপনাদিগের রক্ত মাংস করিয়া লন। এই দুই কথা হইতেই আমাদিগকে সার সংগ্রহ করিতে হইবে। শরীরের প্রত্যেক ভাগে, প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে প্রত্যেক অস্থিতে দয়াময় ঈশ্বরের নাম লিখিতে হইবে। ব্রাহ্ম দেখিবেন যে ঈশ্বরের পবিত্র নামে তাঁহার সমস্ত শরীর নির্ম্মল হইয়াছে; দেখিবেন যে শরীর মধ্যে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখানে স্বর্ণাক্ষরে দয়াময় নাম লিখিত হয় নাই। ঈশ্বরের পবিত্র নামে ব্রাহ্মের শরীর যেমন পরিপূর্ণ থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির রক্তমাংস তাঁহার রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নব জীবন দান করিবে। ঈশ্বরের নিকটে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যেমন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে দিব না, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণের মধ্যে তাঁহাকে গাঁথিয়া রাখিব, তেমনি প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিকে আমাদের হৃদয়ের সম্পত্তি করিয়া লইব। সাধুদিগের শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার বাহিরের সম্বন্ধ থাকিবে না। তাঁহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাঁহাদের সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাঁহাদের রক্তমাংস আমাদের রক্তমাংস রূপে পরিণত হইবে। যেমন হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের চরণতরণী অবলম্বন করিয়া অনন্ত সাগরে ভাসিয়া যাইব, তেমনি যত্নের সহিত জগতের সাধুদিগকে আমাদের অস্থি চর্ম্মের মধ্যে রক্তমাংস করিয়া রাখিতে হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর কোথায় সত্য? কোথায় সাধু দৃষ্টান্ত? ভক্ত যিনি তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলি[illegible] সে সমস্ত আমার হৃদয় মধ্যে। তিনি বলি[illegible], পরমেশ্বরের ধন সাধুর সম্পত্তি আমি বাহিরে দেখিয়া সুখী হইতে পারি না, সে সকল আমি বুকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি। ঈশ্বর যদি প্রিয় পাত্র হইলেন, তাঁহাকে যদি প্রাণের মধ্যে রাখিতে হয়, তবে যে সকল উপায়ে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা কিরূপে বাহিরে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইব? যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি তাহা আমার করিয়া লইব; পরের সত্যে, পরের সাধু দৃষ্টান্তে আমার কি হইবে? এ সমস্ত যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই আমার জীবন। যখন জগৎ পরিত্যাগ করিব তখন জগৎকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার মধ্যে কি এমন সত্য আছে যাহা আমি ভোগ করি নাই? তোমার মধ্যে কি এমন সাধু দৃষ্টান্ত আছে যাহা [illegible] জীবনে পরীক্ষা করি নাই? জগৎ যদি বলে হাঁ [illegible] মধ্যে এমন অনেক সত্য এবং অনেক সাধু দৃষ্টান্ত আছে যাহা তুমি জানিতে পার নাই

তখন দেখিব সেই পরিমাণে আমার জীবন অপূর্ণ; তখন বুঝিতে পারিব এই হৃদয়ে এই জীবনে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আংশিক, অপূর্ণ এবং ক্ষণিক। কিন্তু আমার প্রকৃত লক্ষ্য পূর্ণ সত্য এবং ব্রাহ্মজীবন। সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের বাহিরের কোন সম্পর্ক নাই; তাঁহাদের পৃথিবীর ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরের যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রাণ পণে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিব; তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের যে সকল পবিত্র ভাব প্রেরিত হইয়াছে তাহা আমাদের করিয়া লইব; এই পিতার আদেশ এই পিতার নিয়ম। তাঁহাদের জীবনে যে পরিমাণে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিব, যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিব সেই পরিমাণে তাঁহারা সাধু। যদি কোন সাধুব্যক্তি ঈশ্বরের হস্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রচার করেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না; কেন না ব্রাহ্মেরা তিনি স্বচ্ছ কি না, তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মুখ দেখা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যখন দেখেন তাঁহাকে প্রাণ দিলে ঈশ্বরকে প্রাণ দেওয়া হয় না, তাঁহার অধীন হইলে ঈশ্বরের প্রভুত্ব অপলাপ হয়, তখন আর তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অকুণ্ঠিত মনে ব্রাহ্মেরা সেই সকল ব্যক্তিকে হৃদয় দান করেন যাঁহারা চক্ষুর অঞ্জনস্বরূপ। যাঁহাদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে দর্শন করা যায়। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করেন সন্তানগণ! তোমরা কি চাও? আমরা বলি তোমাকেই চাই। তবে আমরা কি সাধুদিগকে চাহিনা? আমরা কি ভাই ভগ্নীদিগকে চাহিনা? তাহা নহে, যাঁহারা ধর্ম্মপথের সহায়রূপে বলিব তাঁহাদিগকে আমরা চাহিনা? তবে যদি কোন সাধু ব্যক্তি কিম্বা কোন ভাই ভগ্নী ঈশ্বরের মুখ আবরণ করেন, তাঁহাদিগকে বলিব তোমাদের যাহা কিছু সাধুতা, যাহা কিছু পবিত্রতা আছে তাহাতে আমাদিগকে মুগ্ধ কর; তোমরা যে পরিমাণে স্বচ্ছ হইয়া আমাদের নিকট ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ প্রকাশ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সাধু এবং আমাদের ভাই ভগ্নী। এই ভাবে আমরা সাধুদিগের সঙ্গে যোগ রাখিয়া অবাধে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিব। কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না। আমারা "মধ্যবর্ত্তী" মতে বিশ্বাস করি না। যদি কখনও আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাত দেখিতে না পাই, তখন কোথায় সেই প্রেমময়! কোথায় সেই প্রেমময় বলিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিব। মন যখন সংসারে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে তখন পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোজ্জ্বল করিয়া লইব; হৃদয় যখন অবসন্ন হইবে, তখন সাধুভক্তের সহবাসে তাহা সতেজ এবং সরস করিয়া লইব। কিন্তু যাই হৃদয় জাগ্রৎ হইবে তখন পিতার এবং আমার চক্ষুর মধ্যে আর কেহই স্থান পাইতে পারিবে না।

যত দিন পিতাকে দূরস্থ বোধ হয় ততদিন সেই দূরবীক্ষণ অবলম্বন করিব, যে দূরবীক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরকে ক্রমশঃই নিকটতর এবং উজ্জ্বলতর দেখিব। সেই দূরবীক্ষণ কি, না, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, ব্রাহ্ম সাধু ব্যক্তি। চক্ষুর অঞ্জনরূপে, দূরবীক্ষণরূপে, সহায়রূপে আমরা কিছুই গ্রহণ করিতে ঘৃণা করিব না। কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না; কোন বিশেষ পুস্তককে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দিব না। যত দিন ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবে তত দিন তাহা ব্রাহ্মদিগের দূরবীক্ষণ। যত দিন সাধু আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রচার করিবেন তত দিন তিনি ব্রাহ্মদিগের সাধু। ব্রাহ্মদিগকে এ সকল উপায়ের মধ্য দিয়া সাক্ষাত পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই পিতার উদ্দেশ্য। এই পবিত্র উচ্চ অধিকার দিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার কাছে আকর্ষণ করিতেছেন।

সংবাদ।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়ার কথা পূর্ব্বে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আপত্তি করাতে আপাততঃ স্থগিত আছে। ষ্টিফান সাহেব সিমলা গিয়া উহা পুনরুত্থাপন করিবেন। তাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু মতানুসারে বৈধ বলিয়া প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই নূতন ব্রাহ্মবিবাহ বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পক্ষে কেন প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন আমরা বুঝিতে পারি না। কেন না এই আইন বলপূর্ব্বক কাহাকেও বাধ্য করিতেছে না। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় কলিকাতা সমাজ ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার প্রতি অবিশ্বাস করেন; নতুবা ভয় করিবার কারণ কি? তাঁহাদের এই আশা আছে যে অন্য কোন নূতন বিধির জন্য আন্দোলন না করিলে এই বিবাহই ক্রমে বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু সে আশা করা নিতান্ত ভ্রম। ইহাও শুনা যাইতেছে যে কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে। পৃথক্ আইন হইলে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে ইহাও একটা ভাবনার বিষয়। যাহা হউক, নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে এমন একটা মহৎ কার্য্যেতে তাঁহারা ব্যাঘাত দিতেছেন। এই কারণে সম্প্রতি ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু বলেন "পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইতেছি। গত রবিবারে বেদী হইতে এই রূপ বলা হইয়াছে যে পুত্তল পূজা হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত করা উচিত নহে, পুত্তল পূজাতে লোকের ভক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন প্রকার অনুষ্ঠান নিয়া গোল করা উচিত নহে, বাহিরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়। লোককে পাপ করিতে দেখিলে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়; তাহাকে পাপ করিতে দেও সময়ে পাপ চলিয়া যাইবে।

এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজে মত নিয়া গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইলেই হয়। উপাচার্য্য মহাশয় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে কত দূর ভক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে আমরা বুঝিতে পারি না।"

—উক্ত পত্র পাঠে আরও অবগত হওয়া গেল ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় পাপ বিষয়ে একটি অতীব মনোহর উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে অনেকের শুষ্ক হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। পাপ সম্বন্ধে যেরূপ উদারতা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে যে লোকের হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট এবং বিগলিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি।

—বর্ষশেষ উপলক্ষে বিগত কল্য গভীর নিশীথ সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। পুরাতন ও নব বর্ষের সন্ধি স্থলে নিম্নলিখিত সংগীতটি হইয়াছিল।

রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়া।

অনন্তকাল সাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।

যমদণ্ড লয়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে, কে জানে কখন কারে, করিবে কেশাকর্ষণ।

থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন ত্যজিতে হবে এ ভব পান্থভবন।

মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন ; মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে, কালভয় নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ।

—ঠিকানা "ঈশ্বরের রাজ্য" মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গোঁড়াও নহে, ভীকও নহে এমন এক জন ব্রাহ্ম।" এই স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের হিতের জন্য কতকগুলি তীব্রতর কটূক্তিতে উহা পুর্ণ। লেখক অঙ্গীকার করিয়াছেন যে আরও সে বিষয়ে লিখিবেন। তিনি যে এক জন স্পষ্টবক্তা সাহসী তাহা উল্লিখিত স্বাক্ষরেই প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে তিনি ঈশ্বরের যে দুইটি রাজ্য আছে তাহার কোন্‌টিতে থাকেন, এবং নামটি কি জানাইলে বাধিত হইব। তাঁহার উদ্দেশ্য এই পত্রেই সম্পন্ন হইয়াছে পুনরায় কষ্ট পাইবার আর আবশ্যকতা নাই। পোষ্টের চিহ্নতে দেখা যায় এলাহাবাদ হইতে পত্র খানি প্রেরিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

ফাল্গুণ ১৭৯২ শক

আয়

পুর্ব্বমাসের স্থিতি	...	৯৵৫
মাসিকদান সংগ্রহ	...	৬৮৸০
এক কালীন দান	...	২৪৷৹
শুভকর্ম্মের দান	...	২
সাম্বৎসরিক দান	..	১
উৎসব উপলক্ষে	...	৩
পুস্তক বিক্রয়		৩৮৸৶১০
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের গচ্ছিত	...	১০৩
ক্ষুদ্র আয়		৭৸
		২৫৭৷১৫

ব্যয়

পাথেয়	...	২০৬৶০
উপজীবিকা	...	১২১৴১৫
অপরের গচ্ছিত শোধ	..	৯৭৸৶০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	১৬৸৶১০
পুস্তক মুদ্রাংকণ (দপ্তরী)	...	২
		৬৮৵১০
অবশিষ্ট		২৫৭৷১৫

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী	...	১
" " গোপালচন্দ্র সরকার	...	২
" " রামচন্দ্র দাস	...	৷৹
" " গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	...	১০
" " বেণীমাধব মিত্র	...	১৲
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	...	৫৲
টুণ্ডলা ও গাজিয়াবাদ ব্রাহ্মসমাজ	...	৫৲
		২৪৷৹

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার রায়	১৲
" " ষষ্টিদাস মল্লিক	২৲
	৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন	১

মাসিক দান সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
" " মথুরমোহন খাঁ	...	২
" " দীননাথ মজুমদার	...	২
" " পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
" " তুলসিদাস দত্ত	...	৩
" " গোবিন্দচাঁদ ধর	...	৫
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক	...	৷৹
" " [illegible]দেন সেন	...	১
" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
" " যাদবচন্দ্র রায়	...	১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
" " জয়কৃষ্ণ সেন	...	১
" " বনমালি চন্দ	...	২
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	...	২
" " তারকনাথ দত্ত	...	১
" " নীলমণি ধর	...	১
" " হরকালী দাস	...	১
" " উমেশচন্দ্র দত্ত	...	২
" " যদুনাথ দে	...	১
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী	...	১
" " জয়গোপাল সেন	...	৫
" " কেশবচন্দ্র সেন	...	১
" " বসন্তকুমার দত্ত	...	১
" " গিরিশ[illegible] সেন	...	৪
" " কালি[illegible] ঘোষ		৫৲
ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্র		২০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা বৈশাখ তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
৮ম সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
ডাক মাসুল ১৷৷০

স্তোত্র।

হে দেবদেব বিশ্বপতি! এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব তোমারই, আমরাও তোমার। তুমি দুঃখ বিপদ্ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য সকলকে স্বীয় ক্রোড়ে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ; তাই আমরা সুখের মুখাবলোকন করিতেছি। পিতঃ যাঁহার ভক্তিচক্ষু অনিমেষ তোমার ঐ চরণারবিন্দে অর্পিত তিনি সর্ব্বত্র তোমার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার নিকট এই ভূমণ্ডল পবিত্র রমণীয় বেশ ধারণ করে, জগতের প্রত্যেক পদার্থ তোমার মহিমা প্রচার করে, সাংসারিক প্রতি ঘটনা তোমার কার্য্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে ও দুঃখ বিপদের প্রতিআঘাত তোমার মধুর বাণী প্রচার করে। স্বদেশে বিদেশে, নির্জনে স্বজনে, নগরে বনে, বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে তোমার অতলস্পর্শ গভীর সহবাসসাগরে নিমগ্ন হইয়া সুদুর্লভ স্বর্গীয় অমৃত পান করেন। তিনি আর অবস্থাজনিত সুখে দুঃখে প্রতারিত হইয়া ভীত বা অবসন্ন হন না। প্রভো! আবার বলি এ সকল তোমারই। যিনি বলেন নাথ! "আমিও তোমার" তিনিই পবিত্র বৈরাগ্যের সুমধুর রসাস্বাদন করিয়াছেন এই পৃথিবীর যাহা কঠোর ও তিক্তরসাভিষিক্ত তাহাও আবার যখন তোমার বলিয়া জানি তখন অমৃত বর্ষন করে।

এই দিনকর কিরীটপরিহিত গ্রীষ্ম কালীন মধ্যাহ্ন সময়, চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, আতপতাপে ক্লিষ্ট বৃক্ষশাখোপরি সুমন্দ শীতল ছায়ার্থী পক্ষিগণ কঠোর সূর্য্যকিরণে চঞ্চু আম্রেড়ণ করিতেছে, পশুশাবক দুর্দ্দান্ত রবিকরে অসহিষ্ণু হইয়া শুষ্ককণ্ঠে পাদপতলে মাতৃ সন্নিধানে শয়ন করিতেছে। পল্লিগ্রামে কৃষকবর্গ নূতন রবিশশ্য বপনার্থ এই কঠোর রৌদ্রে ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে আর মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণায় অস্থিরপ্রাণ হইতেছে। সুখাভিলাষী মনুষ্যগণ উত্তাপের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া গৃহ হইতে পদ নিক্ষেপ করিতে সাহস করে না; অঙ্গ অবসন্ন, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, মুখ বিজৃম্ভিত, মন উদ্যমবিরহিত। প্রভো! ঈদৃশ দুরন্ত সময়ে তোমারই হস্তলেখনী প্রতিভাত রহিয়াছে। যাঁহার নয়ন নিরন্তর তোমাতে আসক্ত তিনি এই কঠোরতার মধ্যে সরস ভাব উপলব্ধি করেন, তিক্ততার মধ্যে মধুরতা আস্বাদন করেন, অবসন্নতার মধ্যে জীবনের প্রগাঢ়তা প্রতীতি করেন এবং এই শারী-

রিক ক্লেশের মধ্যে তোমার মহিমা জনিত সুখ সম্ভোগ করেন। হে ভক্তবৎসল! যাহার তুমি নাই তাহার আর কেহ নাই। এই বিচিত্র সংসার ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিলেও সে অনাথ, সে কেবল অকূলপাথারে ভাসিতে থাকে। হে দীন দয়াল! আমাদিগকে তোমার দাস ও ভক্ত কর, যেন চিরদিন তোমার অনুচর থাকিয়া ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারি।

ব্রাহ্ম পরিবার।

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকার প্রবল ভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে, কুসংস্কার ও অন্ধকারাবৃত হিন্দু সমাজ ভেদ করিয়া যে রূপ প্রবল পরাক্রমসহকারে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্ম মাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু এক দিকে ইহা আবার তাদৃশ আনন্দের ব্যাপার নহে কারণ অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত সমাজের অস্থি, মাংসে ও শোনিতে প্রবাহিত হইতেছে না, তাহার অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশের দূষিত শোণিত অপনয়ন করিয়া স্বাস্থ ও পবিত্রতা সঞ্চার করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যত দিন এই দুর্ব্বল অপবিত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত পরিবারগণকে উত্তেজিত ও জীবন দান না করিবে ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্বের প্রতি সহজেই আশঙ্কা হইতে পারে। মনুষ্যসমাজের অর্দ্ধ পুরুষ জাতিকে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে তৃপ্ত ও স্থায়ী হইতে পারে? সমাজের ভূষণ স্বরূপ কোমলস্বভাব অপরার্দ্ধ নারীজাতিকে পরিত্যাগ করিলে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় প্রাণ বিনষ্ট হয় ইহা অত্যুক্তি নহে। অতএব প্রতি ব্রাহ্মের আপনার জীবনের গভীরতা ও সারবত্তা প্রতিপন্ন করা ও প্রদর্শন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রতিদিন অধিকাংশ সময় পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, জীবনের অত্যল্প কাল সমাজে বা প্রকাশ্যে ব্যয়িত হয়। সুতরাং সেখানকার বায়ু পবিত্র না হইলে আমাদের মহানিষ্ট ও দুর্গতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সত্যতঃ এই কারণেই ব্রাহ্মদিগের জীবনে পবিত্রতা ও জীবন্ত ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হইতেছে না। বিশেষতঃ আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত উপাসনার অতি নিগূঢ় ও নিকটতর যোগ। হৃদয়ে স্বর্গীয় উপাসনা পরিবারে তাহার সুমধুর ফল, আত্মায় ঈশ্বরের সহবাস পরিবারের মধ্যে তাহার প্রকাশ, অন্তরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা গৃহে তাহার পরীক্ষা। এই আমি কামের জন্য, অসাধু চিন্তার জন্য প্রার্থনা করিলাম পরিবারে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলাম, এই তাঁহার সহবাসে হৃদয় পুণ্যে ও পবিত্র আনন্দে পূর্ণ হইল সংসারে তাহার জীবনগত বাস্তবিকতা উপলব্ধি করিলাম। উপাসনার সহিত পারিবারিক জীবনের এই গোপনীয় দুরবগাহ্য সম্বন্ধ। হৃদয়ে তাঁহার প্রেম, সংসার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। বাস্তবিক মনুষ্যের সমস্ত রিপু ও দূষিত ভাবের উত্তেজনার কারণ এই ক্ষুদ্র পরিবার, সর্ব্ব প্রকার প্রলোভনের স্থানও এই পরিবার, এবং সকল সাধুভাব সমুত্থিত হইবার প্রমাণ এই সুন্দর স্বর্গসদৃশ পরিবার। এখানে আত্মার উচ্চ নীচ আদর্শানুসারে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়। ফলতঃ পারিবারিক জীবন পবিত্র না হইলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীরতাও ঈশ্বরের সুমধুর সহবাসের পুণ্য আস্বাদন করিতে পারি না পরিবারেই আমাদের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও জীবন প্রকাশিত হয়। প্রকৃত জীবনগত ধর্ম্মের স্বর্গীয় লক্ষণ এই। একটি ব্রাহ্মপরিবার কি রূপে পবিত্র ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারেন তাহার সাধন ও উপায় কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মপারিবারিক জীবনই ব্রাহ্মসমাজের ভূষণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ। ঈদৃশ জীবনই ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবন লাভ করিতে গেলে অগ্রে স্ত্রী পুরুষের সহিত পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। পারিবারিক বিশুদ্ধতা নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতেছে, পারিবারিক শান্তি ও এই স্বর্গীয় ভাবে সংস্থিত রহিয়াছে। স্বামী যদি স্বীয় ভার্য্যার সহিত পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে না পারেন তবে তিনি কেমন করিয়া অন্য নারী জাতিকে বিশুদ্ধ নয়নে দেখিবেন? যত দিন দুর্ব্বৃত্ত কামের সম্বন্ধ তত দিন ব্রাহ্ম পারিবারিক জীবনের অভাব, তত দিন শান্তি ও বিশুদ্ধতা অনুভব করা যায় না। দুর্দ্দান্ত রিপুই এই স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেয় না, ইহাই পরস্পরের আলাপ অপবিত্র করে, দর্শন অপবিত্র করে, হাস্য অপবিত্র করে এবং রজনীর শয্যা পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া তুলে। মনুষ্যের সামান্য ধর্ম্মবল এখানেই পরাস্ত হয়, উপাসনা ও প্রার্থনা এখানেই শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রেম আর নয়নগোচর হয় না। বিশেষতঃ কামের প্রবলতরঙ্গ সমস্ত আত্মাকে তরঙ্গায়িত করিলে এখানে আর কেহ বলিবার নাই ও ভৎর্সনা করিবারও নাই, লজ্জা ভয়ে হৃদয় কুণ্ঠিতও হয় না; সুতরাং তখন পবিত্রতা রক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একেত এই, আবার নীচ জঘন্য সুখাসক্তি পরস্পরের মনকে পিশাচের ন্যায় করিয়া তুলে যে, উভয়ের সমস্ত ব্যবহার ও ক্রিয়াদি অপ্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ দুষিত ভাবে মিশ্রিত। এই নীচাসক্তির জন্য পরস্পরের গভীরতর স্বর্গীয় হিতকামনা আর হৃদয়ে স্থান পায় না, কেবল বহির্দৃষ্টিতেই পরিদৃশ্যমান হয় বলিয়া সে সকল অপবিত্র ও পার্থিব ভাবে পরিণত হয়। ক্রোধেরত কথাই নাই, সামান্য কারণেই সমস্ত দেহ মন হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বিবাদ, কোহাহল, অভিমান সংসারকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, যেন কেহ কাহার নয় এইরূপ তৎকালে প্রতীয়মান হয় সুতরাং পারিবারিক সুখে অনেক সময় বঞ্চিত হইতে হয়। মনুষ্য অপরনারীদিগকে অন্তাবপক্ষে কথঞ্চিৎ ভাল ভাবে দেখিতে পারেন বটে, কারণ কার্য্যতঃ তাহাদের সহিত কোন সংস্রব নাই। এই জন্য সমস্ত প্রলোভনের দুর্গ স্বরূপ পরিবারের সহিত যিনি স্বর্গীয় সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত জীবন্ত পুণ্যের আস্বাদন পান। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে অদ্যাপি একটি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপরিবার সংগঠিত হইল না? পরিবারের দুই একজন পুরুষ ভাল হইলে কি হইবে? উভয়ের বিশুদ্ধ যোগ না হইলে পরস্পরের সম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। তবে সেরূপ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় একটি ধর্ম্ম জীবন পরিবারের মধ্যে থাকিলে তিনি অনেকটা আপনি বাঁচিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনের আর উচ্চতর ধর্ম্মলাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক। এই ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্রাহ্মমাত্রেরই এখন বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক। পরিবার যদি ধর্ম্মপথের সহায় না হয় তবে আর কি হইল? এই পবিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য কতকগুলিন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহার সাধন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে স্ত্রীলোকের যেরূপ অভাব তাহাতে সহস্র দোষ থাকিলেও দুর্ব্বল ও অজ্ঞান বলিয়া স্বামীর নিকট তাহারা শতবার ক্ষমার যোগ্য। ব্রাহ্মগণ! যদি বাস্তবিক দেবতুল্য পারিবারিক কুশল অভিলাষ কর তবে অগ্রে পত্নীর সহিত পাশব সম্বন্ধ পরিহার কর, পিতার উপাসনাতে পরস্পরের হৃদয় সংযোগ কর। একবার মনে করিয়া দেখ, তোমরা অনেক সময় আপনার ভার্য্যার জন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছ, পত্নী ধর্ম্মপথের একজন প্রবল সহায় ইহা জীবনের পরীক্ষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছ; তবে পবিত্র সম্বন্ধ

স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের বিশেষ অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ পুরুষ জাতি স্ত্রীলোকের দোষ ক্ষমা করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। তাহাদের ক্ষমা করিতে না পারিলে কি রূপে পবিত্র প্রীতিলাভ করিবে? কোমল সদ্ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় বিরক্ত হইয়া অনেক সময় কটুকাটব্য শুনিতে পাইলেও তৎপরিবর্ত্তে যদি আমরা সাধু ব্যবহার না দিতে পারি তাহা হইলে আর কেমন করিয়া তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিব? ঈদৃশ ব্যবহার না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মপরিবার সংস্থাপিত হইবে না। পত্নীর সহিত উপাসনার যোগ, এবং তাহাদিগের উচ্চ আদর্শকে শ্রদ্ধা সম্মান ও সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ নিশ্চয় পবিত্র পরিবার সংস্থাপিত হইবে। ব্রাহ্ম-পরিবারের ব্রহ্মই গৃহদেবতা, ব্রহ্ম সকলের প্রাণ। তাঁহার চরণ স্বামী স্ত্রী, জনক জননী, ভ্রাতা ভগ্নী সকলের হৃদয়ে সংস্থাপিত; তাঁহার সেবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। কি মনোহর দৃশ্য!

"চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম।"

(৩৪৩ পৃষ্ঠার পর।)

এই সময়ে মহর্ষি চৈতন্যদেবের অন্তরে একটিধর্ম্মের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তৎকালে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনল্প দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু নিয়ত অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন বলিয়া সে সকল ভাব ও সংগ্রাম হৃদয়ে অধিক কাল স্থান পাইত না। দিন দিন তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তর্ক বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক নিপুণতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার শাস্ত্রীয় জিগীষা অতিশয় বলবতী হইয়া-ছিল এই জন্য কেহ তাঁহার নিকট বড় তর্ক করিতে আসিত না। "চৈতন্যভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাস বলেন একদা সুদক্ষ তার্কিক সুবিজ্ঞ অধ্যাপক জিগীষাপরবশ হইয়া দিগ্বিজয়ী খ্যাতি লাভে বহির্গত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের মধ্যেও ঐ রূপ প্রথা ছিল। তিনি দেশ বিদেশস্থ পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক দিন নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘোরতর তর্ক হয়, কিন্তু প্রখরবুদ্ধি চৈতন্যের নিকট তাঁহাকে পরাভব মানিতে হইয়াছিল, সেই সূত্রে চৈতন্যদেবের শাস্ত্রজ্ঞতার নির্ম্মল যশঃ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। স্থানে স্থানে ধনবান-জনগণ তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্রের মর্ম্ম ও ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। এই কারণে একবার তাঁহাকে সশিষ্য বহু দূরদেশে যাইতে হইয়াছিল। প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর পরলোক হইয়াছে, শোকাতুরা জননী বিরসবদনে রোদন করিতেছেন। চৈতন্য স্বভাবতঃ অতি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ধৈর্য্যশালী, তিনি ক্ষণ কাল স্তম্ভিত থাকিয়া জননীর শোকাপনোদন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছু দিন পরে মাতৃ অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি পরমদয়ালু সনাতন পণ্ডিতের বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। শচী এই নব বধূটীর মুখ চন্দ্র সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্ব শোক একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। চৈতন্য গৃহস্থাশ্রমে সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে সেই অন্তর্যামী দীনদয়াল নিশ্চিন্ত নহেন এই শুষ্ক আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দু ধর্ম্মকে প্রেম ও ভক্তিসলিলে অভিষিক্ত করি-বার জন্য নানাবিধ উপকরণ ও সংঘটন করিতে লাগিলেন। কোন্ সূত্রে তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হয় ইহা মনুষ্যবুদ্ধির দুরবগাহ্য, অথচ তাঁহার কৃপাপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। যখন সেই জ্ঞানের শুষ্কতা বুদ্ধির অহঙ্কার ও ক্রিয়া কলাপের কল্পিত পুণ্যের মধ্যে ভাগবতানুযায়ী বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি-

নাম উচ্চারণ করিতেন এবং সকলে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; তখন চৈতন্য তাঁহাদের ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহ ঘৃণিত ভাবে ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে উপহাস করিতেন; বলিতেন "ইহারা কি জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে; কি জন্য সকল লোকের নিকট মাগিয়া বেড়ায়, বুঝি লোককে জানাইবার জন্য উচ্চরবে হরিনাম উচ্চারণ করে, এ হতভাগ্যদিগের ঘর দ্বার ভূমিসাৎ করা বিধেয়।" চৈতন্যের এ প্রকার উপহাস শুনিয়া তাঁহারা সকলেই নিরতিশয় বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইতেন। মনুষ্য যত দিন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া তথাকার সৌন্দর্য্য, নিয়ম ও মধুরতা অনুভব করিতে না পারে, তত দিন এ সকল ব্যাপার যে, দর্পবিস্ফারিত দৃষ্টিতে কল্পনা, বাতুলতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণিত ও উপহসিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! হিন্দুধর্ম্মের ঈদৃশ মুমূর্ষু অবস্থার সময় ধর্ম্মপরায়ণ হরিদাস অনেক উৎপীড়িত হইয়া নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য্যের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। যাহা হউক এখন ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাদর্পেস্ফীত জনগণ যেমন ধর্ম্মকে ঘৃণিত চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, চৈতন্যও যৌবনসুলভ সেই দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং বৈষ্ণবগণ তাঁহার অনুচিত ব্যবহার দেখিয়া বিষাদিত মনে তাঁহার প্রতি অনেক দোষারোপ করিতেন। চৈতন্য সেই সকল শুনিতে পাইলে বড়ই দুঃখিত হইতেন এবং মনে মনে আপনার দোষও বুঝিতে পারিতেন। এই অবকাশে কখন কখন তাঁহার স্বীয় জীবনের উপর দৃষ্টি পড়িত, সময়ে সময়ে বিনয় ও আপনার উপর ঘৃণার উদয় হইত। মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে দেখা যায় যে, বিশেষ দোষাশ্রিত হইলেই নিজ জীবনের কলঙ্ক ও পাপ নয়নগোচর হয়। হৃদয়ের ঈদৃশ অবস্থা ধর্ম্মতৃষ্ণা লাভ করিবার এক সুন্দর অবকাশ বলিতে হইবে। যখন কোন অসাধুতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত হওয়া যায়, তখন বিশেষ দোষ আত্মার নিকট উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পায়। এই কলঙ্ক চৈতন্যের পক্ষে ধর্ম্মজীবনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দেখিলেন যে সকলে তাঁহার এই অপরাধের জন্য দুঃখিত হয় ও নিন্দাবাদ করে, তখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ধর্ম্মের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন যায়, মনে সুখ শান্তি পান না, কেমন একটা বিরক্তির ভাব, ক্রমে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল; একটা বিষম আন্দোলন আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। বাহ্য লক্ষণে বোধ হয় যেন তাঁহার জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। অনন্তর তাঁহার সহসা তীর্থপর্য্যটনে অভিলাষ হইল। অবশেষে তিনি মাতার অনুমতি লইয়া পিতৃপিণ্ডার্থ শিষ্যগণের সহিত গয়াধামে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মলাভ করিবার বিশেষ সুযোগ হইল। তিনি পথে যাইতে যাইতে ছাত্রগণের সহিত কেবল ধর্ম্মালাপেই নিমগ্ন থাকিতেন, বিশেষতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সম্মিলন হওয়াতে তিনি অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হইলেন। কুমারহট্ট নিবাসী ঈশ্বরপুরী যদিও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ ছিল। চৈতন্য তাঁহার পবিত্র সহবাসে ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব ও ভাব শিক্ষা করিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার জীবনগত ভক্তির প্রতিবিম্ব আপনার আত্মায় প্রতি ফলিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ মধুর আস্বাদন পাইলেন। জীবন্ত প্রেমপূর্ণ সরস সাধুসহবাস যে কি উপকারক তাহা কে না জানে? সাধু ভক্ত জীবনের পুণ্য ও ভক্তিতে নিতান্ত অসাড় ও মৃত আত্মায়ও ধর্ম্মতৃষ্ণা বর্দ্ধিত ও জীবন সঞ্চারিত হয়। চৈতন্য তাঁহার সহবাস পাইয়া এত দূর ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইলেন যে তৎকালে

কেবল তাঁহাকে ঈশ্বরের নিমিত্ত হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইত। দিন দিন তাঁহার ঈশ্বরপুরীর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিতে লাগিল, অবশেষে তিনি তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। "চৈতন্যভাগবতে" লিখিত হইয়াছে যে নিমাই দীক্ষিত হইয়া বিনীত হৃদয়ে ভক্তির সহিত ঈশ্বরপুরীকে বলিলেন, "এই শরীর প্রাণ আমি আপনাকে সমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি আপনি ঈদৃশ কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন যাহাতে আমার হৃদয় প্রভুর প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হয়।" ঈশ্বরপুরী তাঁহার ঈদৃশ মধুর বিনয় বচন শুনিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। উভয়ে প্রেমে বিগলিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন,। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যে মহৎ গভীর আদর্শ লইয়া দয়াময় পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, এখন হইতেই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর পবিত্র ও প্রেমবিগলিত জীবনে প্রমুগ্ধ হইয়া কিছু দিন আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার সহবাস করিতে বাধ্য ও প্রলুব্ধ হইলেন। বলিতে কি তাঁহার সহবাসে তিনি ধর্ম্মপথে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়স্থ প্রেমকলিকা প্রস্ফুটিত হইল।

ব্রাহ্মবিবাহের সংশোধিত বিধি।

ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতির অবস্থা তাহাতে ব্রাহ্মবিবাহ যে বৈধ হওয়া আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অনেকে মিথ্যা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, ফলতঃ তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কেহ বলেন যে ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজকে বিপ্লাবনে পতিত হইতে হইবে। মহোদয় মেইন সাহেব উদারভাবে যে বিধির পাণ্ডু লিপি করেন তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বহুবিধ আপত্তি আসাতে তাহা কেবল ব্রাহ্মদের জন্যই স্থিরীকৃত হইল। যিনি আপনাকে ব্রাহ্ম জানিয়া হিন্দুধর্ম্মানুগত বিবাহপদ্ধতিকে পবিত্র বিবেকের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করত এই বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতি অনুসারে বিবাহ করিবেন তিনিই এই বিধির অধীন, সুতরাং ভারতবর্ষস্থ খৃষ্টসমাজ ও মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু-সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা ইহাতে আর রহিল না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা ঐ বিধির অধীন না হইয়া অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ করিতে চান তাঁহাদের আপত্তিত গ্রাহ্যই নহে; কারণ যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিবাহ বৈধ করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্যই এই আইন। আর যাঁহারা ইহার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন তাঁহারাত পূর্ব্ববিধির বৈধতা বিষয়ে বিশ্বস্ত আছেনই, তবে আর তাঁহারা কি জন্য আপত্তি করেন আমরা বুঝিতে পারি না। তৃতীয়তঃ যাঁহারা রেজিষ্ট্রারের সার্টিফিকট ভিন্ন এই বিবাহের বৈধতা প্রামাণিক নহে এজন্য উহার প্রতিবাদ করিতে চান তাঁহারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না। কারণ ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ এখনইত বৈধ রহিয়াছে কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট বৈধ করিবার জন্য ও দুষ্ট লোকের ধূর্ত্ততা ও দুরভিসন্ধি নিবারণের জন্য রেজিষ্টারী করা আবশ্যক। বিবাহের সময় কি বিবাহের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করিলেই চলিবে। হয়ত বর কন্যা পল্লিগ্রামে, আর রেজিষ্ট্রার ১০।২০ ক্রোশ দূরে এই মনে করিয়া যাঁহারা ভয় করিতেছেন তাঁহাদের সে আশঙ্কা তত যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ রেজিষ্ট্রার আইন অনুসারে যাইতে বাধ্য; তবে আর তত আশঙ্কার বিষয় কি? কারণ বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ ঘটিয়া থাকে ইহাতেও অবিকল তাহাই ঘটিবে। চতুর্থতঃ পাণ্ডুলিপিতে কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বিবাহযোগ্য নহে যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও অনেকে আপত্তি করিতেছেন। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে

পাই যে ১৩।১৪ বৎসরে স্ত্রীলোকের পুনঃসংস্কার হয়, সুতরাং যুক্তি ও শাস্ত্রানুসারে কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূনে বিবাহ দেওয়া কোন মতে উচিত বোধ হয় না। বিশেষতঃ চিভার্স প্রভৃতি সুদক্ষ ডাক্তারদিগেরও এ বিষয়ে মত আনান হইয়াছে, তাঁহারাও আমাদের মতে মত দিয়াছেন। অধিকন্তু যদি কেবল শারীরিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতির চক্ষে বিচার করা যায়, তাহা হইলে ত ষোল বৎসরের নীচে কেহ ই বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন না। অতএব সকলের আপত্তিই অমূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ষ্টীফেন সাহেবের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ব্রাহ্মবিবাহের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের বিবাহ ব্যবস্থাসিদ্ধ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

এই আইনের বিধানমতে ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত সম্প্রদায়ের লোকদের বিবাহ সাধন হইলে তাহা ব্যবস্থাসিদ্ধ নির্দ্দেশ করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

ও বিধিবদ্ধ হইলেইপ্রচলিত হইবে ইতি।

২ ধারা। উক্ত সম্প্রদায়গত ব্যক্তিদের বিবাহ নিম্ন লিখিত নিয়মমতে সিদ্ধ হইবে।

(১) নিম্নলিখিত রেজিষ্ট্রারের এবং বিশ্বাসযোগ্য অন্যূন তিন জন সাক্ষীর সাক্ষাতে বিবাহ সাধন হয়। এবং বর কন্যা তাঁহারদের শ্রুতিগোচরে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাবাক্য কহেন, যথা—

আমি ক খ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি।

গ ঘ আমি তোমাকে আপনার বৈধ বিবাহিত পত্নী (কিম্বা স্বামী) স্বরূপ গ্রহণ করি, আমি ক খ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। (অথবা এই মর্ম্মের কথা কহেন।

(২) বর ও কন্যা অবিবাহিত হন।

(৩) বরের অষ্টাদশ বর্ষ ও কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়।

(৪) আইন প্রণীত না হইলে যে প্রকারের জ্ঞাতির কি কুটুম্বের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হয় বরের ও কন্যার সেই প্রকারের আসন্ন সম্বন্ধ না থাকে।

(৫) কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে সেই বিবাহে তাঁহার পিতার কিম্বা অবিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন।

অর্থের কথা।—এই ধারায় অবিবাহিত যে শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তন্মধ্যে মৃতস্ত্রীক ও বিধবা গণ্য ইতি।

উভয় পক্ষের ও সাক্ষীদের প্রতিজ্ঞাপত্রের কথা।

৩। দ্বিতীয় ধারায় ও তৎপশ্চাৎ প্রকরণে যে যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হইয়াছে তাহা সত্য কি না এই বিষয় রেজিষ্ট্রারের হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক নাই। কিন্তু বিবাহ সাধন হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এই আইনের প্রথম তফসীলের পাঠের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। অর্থাৎ,

(১) প্রস্তাবিত বিবাহের বর ও কন্যা। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে, তাঁহার পিতা বা অভিভাবক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ও

(২) তিন জন সাক্ষী।

রেজিষ্ট্রারও তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

বিবাহের সর্টিফিকটের কথা।

৪ ধারা। যে জিলার মধ্যে উক্ত প্রকারের বিবাহ সাধন করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ ঐ জিলার যে ব্যক্তিকে এই কার্য্যের পক্ষে নিযুক্ত করেন, উক্ত বিবাহ সাধন হইলে পর সেই ব্যক্তি যথাশীঘ্র ঐ বিবাহের সার্টিফিকট লিখিবেন। ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্ম বিবাহের রেজিষ্ট্রার নামে খ্যাত হইবেন। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী আইনমতে যিনি রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন তিনিই সেই বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইতে পারিবেন।

ঐ সর্টিফিকট এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের নির্ণীত পাঠে লিখিতে হইবে। তাহাতে রেজিষ্ট্রার এবং বিবাহ কালে বিদ্যমান তিন জন সাক্ষী স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

রেজিষ্ট্রারের আদেয় ফীর কথা।

৫ ধারা। রেজিষ্ট্রারের আফিসে বিবাহ সাধন হইলে স্বামী রেজিষ্ট্রারকে দুই টাকা ফী দিবেন। তাঁহার ডিষ্ট্রিক্টের অন্য স্থানে বিবাহ সাধন হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা দিবেন।

বিবাহ সাধন হইলেই ঐ ফী দিতে হইবে। না দেওয়া গেলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবধারিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবার কথা।

৬ ধারা। রেজিষ্ট্রার উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র ও সর্টিফিকট লিখিবার জন্য রেজিষ্টরী বহী রাখিয়া উক্ত ফী দেওয়া গেলে বা আদায় করা গেলে সেই বহীতে লিখিবেন ইতি।

রেজিষ্টরী দৃষ্টি হইতে পারিবার কথা।

যুক্তিমত সকল সময়ে ঐ রেজিষ্টরী বহী খুলিয়া দেখা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে যে কথা লেখা থাকে ঐ বহীই সেই কথার সত্যতার প্রমাণে গ্রাহ্য হইবে। কোন ব্যক্তি ঐ বহীর লিখিত কোন কথার সংশিত প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলে তদ্রূপ গৃহীত কথায় প্রত্যেক প্রতিলিপির জন্য দুই টাকা দিলে রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে ঐ সংশিত প্রতিলিপি দিবেন ইতি।

প্রতিজ্ঞাপত্রে ও সর্টিফিকটে স্বাক্ষর করিবার দণ্ডের কথা।

৭ ধারা। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে বা সর্টিফিকটে সাক্ষী কি প্রকারান্তরে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর করা প্রয়োজন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা না করিলে কি করিতে ত্রুটি করিলে, সেই দোষের কি ত্রুটির প্রমাণ হইলে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইবে ইতি।

প্রতিজ্ঞাপত্রে কি সর্টিফিকটে মিথ্যা উক্তি থাকিলে তাহা স্বাক্ষর করিবার দণ্ডের কথা।

৮ ধারা। তদ্রূপ কোন প্রতিজ্ঞাপত্রে বা সর্টিফিকটে মিথ্যা উক্তি থাকিলে ও যে ব্যক্তি সেই পত্র করেন কিম্বা তাহাতে স্বাক্ষর করেন কিম্বা সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করেন তিনি সেই কথা মিথ্যা জানিলে কি বোধ করিলে কিম্বা সত্য জ্ঞান না করিলে, দণ্ডবিধির আইনের ১৯৯ ধারায় নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অপরাধী জ্ঞান হইবেন ইতি।

সস্ত্রীকের কি সধবার বিবাহের দণ্ডের কথা।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি সস্ত্রীক কি সধবা হইয়া যদি এই আইনমতে অন্য স্ত্রীকে কি পুরুষকে বিবাহ করে, তবে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৪ ও ৪৯৫ ধারায় স্বামীর কি স্ত্রীর বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী কি স্বামী গ্রহণের যে দণ্ডের বিধান হইয়াছে ঐ ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে ইতি।

ইতিপূর্ব্বে যে বিবাহ হইয়াছে তাহা ব্যবস্থাসিদ্ধ হওয়ার কথা।

১০ ধারা। উক্ত সম্প্রদায়গত কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সেই সম্প্রদায়গত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করণোদ্দেশে কোন ক্রিয়াদি করিলে তাঁহার সেই বিবাহ ন্যূনকল্পে তিন জন সাক্ষীর সাক্ষাতে হইলে এবং দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণের অবধারিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইলে এই আইন মতে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে জ্ঞান হইবে ইতি।

প্রথম তফসীল।

(৩ ধারা দেখ।)

প্রতিজ্ঞাপত্র।

আমরা ক খ (বর) ও গ ঘ কন্যা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যথা,

১। আমরা উক্ত ক খ ও গ ঘ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি।

২। আমরা বিবাহিত নই।

৩। ক খ আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে ও গ ঘ আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

৪। ব্রাহ্মবিবাহের আইন প্রচলিত না হইলে দেশাচারমতে যে প্রকারের কুটুম্বিতা বা সম্বন্ধ হেতুক আমাদের বিবাহ নিষেধ হইত আমাদের বিশ্বাসমতে আমাদের মধ্যে সেই প্রকারের কুটুম্বিতা কি সম্বন্ধ নাই।

কন্যার অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে।

৫। ক খর সঙ্গে গ ঘ নামা আমার বিবাহ বিষয়ে গ ঘ নামা আমার চ ছ নামক পিতা কি অভিভাবক সম্মত আছেন ও সেই সম্মতি রহিত করা যায় নাই।

৬। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কোন কথা মিথ্যা হইলে ও যে ব্যক্তি সেই কথা কহেন তিনি তাহা মিথ্যা জানিলে কি বোধ করিলে কিম্বা সত্য বলিয়া না জানিলে তাঁহার কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত আছি।

ক খ বর
গ ঘ কন্যা

উক্ত ক খ ও গ ঘ আমাদের সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিলেন।

জ ঝ
প ফ
ব ভ } তিন জন সাক্ষী।

ও কন্যার অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে,
চ ছ। উক্ত গ ঘর পিতা কি অভিভাবক।

ত থ।
অমুক ডিষ্ট্রিক্‌টে ব্রাহ্ম বিবাহের রেজিষ্ট্রার।
সাল তাং

দ্বিতীয় তফসীল।

৪ ধারা দেখ।

রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকট।

নিম্ন লিখিত ক খ ও গ ঘ প্রত্যেকে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত

হইলেন এবং আমারও বিশ্বাসযোগ্য নিম্নলিখিত তিন জন সাক্ষীর সাক্ষাতে ব্রাহ্মদের বিবাহ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের দ্বিতীয় ধারার আজ্ঞামত প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি চ ছ এই কথা সংশিতমতে জানাইতেছি। এবং উক্ত ক খ ও গ ঘ বৈধ বিবাহিত স্বামী ভার্য্যা হইলেন ইহাও সংশিতমতে জানাইতেছি।

চ ছ

অমুক জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মদের বিবাহের রেজিষ্ট্রার।

সাল তাং জ ঝ, প ফ, ব ভ } তিন জন সাক্ষী।

উইটলি ষ্টোক্‌স।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

নিশীথকালীন ব্রাহ্মোপাসনা।

৩০শে চৈত্র বুধবার, ১৭৯২ শক।

একবার নীমিলিত নয়নে ভাবিয়া দেখিলে আমরা সম্মুখে কি দেখিতে পাই। অনন্ত কালরূপ মহাসাগর ধূ ধূ করিতেছে। ইহার মধ্যে এক এক বৎসর এক একটি তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। আজ সেই প্রকার একটি তরঙ্গ বিলীন হইবে। আজ পুরাতন বৎসর এবং নূতন বৎসরের সন্ধি স্থল। পরিহাস উপহাসের সময় নাই। গম্ভীর ভাবে আপনাদিগের জীবন পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা একটি তরঙ্গের উপর রহিয়াছি, কিয়ৎকাল পরেই আর একটি ঢেউ অবলম্বন করিব। এই তরঙ্গের মধ্যে অপরাধী পাপী যাহারা, তাহারা কম্পিত হইবেই হইবে। কিন্তু এক দিকে দেখিতে গেলে বাস্তবিক পুরাতন বৎসর আমাদের বন্ধু বটে। এই এক বৎসর মধ্যে আমরা কত সুখসম্পদ, পরিবারের কত স্নেহ, বন্ধুতার কেমন পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা ভাবিলে ইহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কতবার রোগে শোকে যখন প্রাণ যায় মনে করিয়াছিলাম, তখন পুরাতন বৎসর আশা এবং বল বিধান করিয়া কত প্রকার দুঃখের আগার হইতে আমাদিগকে উন্মুক্ত করিল। এই বৎসরের সাহায্যে কত সদনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে পবিত্র করিলাম। এ বৎসর ধাত্রীর ন্যায় আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিল, মাতার ন্যায় আমাদের রক্ষা করিল, বন্ধুর ন্যায় আমাদের চক্ষুর জল মোচন করিল, সাধুর ন্যায় আমাদিগকে পরম পিতার ক্রোড়ে বসাইয়া কত শান্তি পবিত্রতা প্রদান করিল। সেই জন্য প্রথমতঃ আমাদের দুঃখ হইতেছে, আর এ বন্ধুর সহিত কখনও দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। কিয়ৎক্ষণ পরেই অনন্ত কালরূপ সাগর মধ্যে সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া ইহাকে বিসর্জ্জন দিব। আর ইহার কোমলতা ভোগ করিতে পারিব না; ইহকাল, পরকাল, এবং চিরকালের জন্য ইহা বিদায় গ্রহণ করিবে। এই ভাবে কত বৎসর আমাদিগকে বন্ধুর ন্যায় কত প্রকার সুখ সম্পদ দান করিয়া চলিয়া গেল। এই পুরাতন বৎসরকে কেমন করিয়া বিদায় দিব। যাও পুরাতন বন্ধু! কিন্তু তুমি যে সকল ধর্ম্মভাব, এবং সুখ দিয়াছ তাহার জন্য যেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যাঁহার প্রসাদে তোমাকে পাইয়া এত কাল সুখ ভোগ করিলাম, সেই পরম পিতাকে কেমন করিয়া ভুলিব? কে আশা করিয়াছিল যে, এই বৎসর মধ্যে আমরা জীবনের উচ্চতম নির্ম্মলতম সুখ সম্ভোগ করিব। কিন্তু তাঁহার কৃপায় আমরা আশাতীত উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই বৎসর মধ্যে নূতন নূতন উপকার লাভ করিয়াছি। আজ এই বৎসর বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এবং কিছুকাল পরেই নূতন বৎসরকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আজ এই সন্ধিস্থলে সেই পূজনীয় পিতা দণ্ডায়মান। তাঁহার সঙ্গে আজ বিশেষ রূপে আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে। এই বৎসর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে; দেখ দয়াময় পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহার আজ্ঞা সাধন করিয়া আমি চলিলাম তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া জীবনকে সফল কর। ব্রাহ্মগণ! এই প্রতিজ্ঞা কর, যে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা না দিয়া পুরাতন বৎসরকে চলিয়া যাইতে দিব না। পুরাতন বৎসর যেমন পরম পিতার করুণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে তেমনি আমাদের হৃদয়ের অকৃতজ্ঞতা দেখাইতেছে। যে দয়াময় আজ বিশেষ রূপে দেখা দিতেছেন তাঁহারই প্রতি আমরা কতবার অত্যাচার করিয়াছি। যে হস্ত কতবার আমাদের রোগ দূর করিয়াছে, কতবার তাহা আমরা অস্বীকার করিয়াছি। আজ দয়াময় পিতা স্বয়ং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন যে তাঁহার প্রতি জানিয়া শুনিয়া আমরা বারম্বার আঘাত করিয়াছি, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিয়াছি। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া আজ কোথায় পলায়ন করিব। আজ ইঁহার সহস্র চক্ষু আমাদিগকে ঘেরিয়াছে। যতবার তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিয়াছি, যতবার তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত করিয়াছি, আজ সেই সকল স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

বৎসর যেমন এক দিকে সময় হইয়া অনন্ত কালে বিলীন হইতেছে, তেমনি আর এক দিকে আমাদের হইয়া সেই রাজরাজেশ্বরের নিকট যাই-

তেছে। জীবনের সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বিচারের অধীন। আমরা মনে করিতেছি বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্য্য সকলও চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। গত বৎসর যে সকল পাপ করিয়াছি তাহার আর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে না তাহা নহে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছামতে তাহা যাইবে না। সে সকল সর্ব্বদর্শী পিতা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কখনই বলিতে পারিব না এই পাপ করি নাই, কখনই বলিতে পারিব না এই অপরাধ, এই দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। আলস্যই হউক, ইন্দ্রিয় দোষই হউক, কি অন্য কোন অপরাধই হউক, সকলই আমাদের জীবন গ্রন্থে গ্রথিত রহিয়াছে। আজ পুরাতন বৎসরের সঙ্গে পুরাতন পাপগুলিকেও বিদায় দিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম অনিবার্য্য। পুরাতন বৎসর মধ্যে যদি সহস্র পাপ করিয়া থাকি, তাঁহার শাসন অনুসারে সেই সকল লইয়া নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ! এই বৎসর তোমাদের বন্ধু ছিল; কিন্তু এই বৎসর তোমাদের প্রতিজনের পক্ষে আবার পাপের সাক্ষী হইয়া রহিল। ইহা নিশ্চয়ই বলিবে, এই ব্যক্তি অমুক রাত্রে অমুক পাপ করিয়াছিল। এই জন্য জিজ্ঞাসা করি; প্রথমতঃ এই বৎসর কামরিপু কত দূর দমন করিয়াছ, একবার স্মরণ করিয়া দেখ। কোন রাত্রি, কোন দিন, কি কোন সময়ে কোন ভগ্নীর প্রতি কুৎসিত ভাবে দৃষ্টি করিয়াছ কি না, কোন দিন হৃদয়ে কুচিন্তাকে স্থান দিয়া কোন সাধ্বী ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছ কি না এবং কোন প্রকার অসাধু ব্যবহার তোমাদের শরীরকে কলঙ্কিত করিয়াছে কি না, একবার এই বৎসরকে জিজ্ঞাসা কর; যদি যথার্থই অপরাধ করিয়া থাক তাহা হইলে কম্পিতকলেবর হইয়া ঈশ্বরের বিচার আসনে উপস্থিত হও। কার্য্যে কর নাই ইহা বলিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পার না। তোমাদের হৃদয় নির্ম্মল ছিল কি না, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ; যদি হৃদয় অপরাধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুতপ্ত-হৃদয় এবং কম্পিতকলেবর হইয়া আজ তাহা স্বীকার কর। ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা পাপ ভারাক্রান্ত হইয়া থাক সকলে আজ সরল ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। মনুষ্যের নিকট পাপ স্বীকার করিতে বলিতেছি না; কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী এবং পাপ পুণ্যের বিচার করেন তাঁহার নিকট ক্রন্দন কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ। ক্রোধ কতদূর দমন করিয়াছ; পরিবার মধ্যে শান্তি যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছ কি না! ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীর কোন অপরাধ ক্ষমা করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কি না; কলহ বিবাদ অনলে ব্রাহ্মসমাজকে ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছ কি না; ক্রোধকে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইয়া নম্র হইয়া জনসমাজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছ কি না বল। তৃতীয়তঃ। লোভে আসক্ত হইয়াছ কি না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দিয়াছ কি না, পরের সুখ দেখিয়া সুখী হইয়াছ কি না, এক বার স্মরণ করিয়া দেখ। যদি কাম ক্রোধ লোভে আসক্ত হইয়া ঈশ্বরের পরিবারকে ছারখার করিয়া থাক, তবে আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিও না; কিন্তু তাঁহার চরণ ধরিয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আজ দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে এই প্রকার অশুভ ব্যবহার আর না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। আগামী বৎসর শান্তির বৎসর হইবে; নির্ম্মলহৃদয় এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাহাতে আমরা একটী সাধু পরিবার হইতে পারি ঈশ্বর এই বিষয়ে সহায় হইবেন।

পুরাতন বর্ষ যায়, নব বর্ষ আগতপ্রায়। কাঁপিতে কাঁপিতে কিরূপে আমরা অগ্রসর হইব। কেমন করে পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া স্পর্দ্ধা করিব। কোথায় সেই দয়াময়! একাকী এত পাপ বহন করিয়া কেমন করে নব বর্ষে প্রবেশ করিতে পারি। যাহাদের প্রলোভনে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কত দুষ্কর্ম্ম করিলাম, আজত আর কেহই সঙ্গী হইতেছে না, এই স্থলে তিনিই এক মাত্র সহায়। ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আর দুই মিনিট পর নব বর্ষ হইবে। পিতার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা কর, প্রতিজ্ঞা কর আর ঐ চরণ ছাড়িবে না।

(নূতন সঙ্গীত)।

রাগিণী বাগেশ্রী, তাল আড়া।

অনন্ত কালসাগরে সম্বৎসর হল লীন। নব বর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।

যম দণ্ড লয়ে করে আসিতেছে ধীরে ধীরে কে জানে কখন কারে করিবে কেশাকর্ষণ।

থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন ত্যজিতে হবে এভবপান্থ ভবন।

মাস ঋতু, সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন; মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে, কালভয় নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ।

তোমাদের সৌভাগ্য যে পুরাতন বর্ষের সঙ্গে তোমাদের জীবন শেষ হইল না। আজ কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে; কিন্তু এই নূতন বৎসর আবার তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে লাগিলেন, নব বর্ষকে আলিঙ্গন কর। আবার সব ভাই ভগ্নী কাঁধ ধরা ধরি করিয়া স্বর্গ রাজ্যের যাত্রী হইবার জন্য এস পিতার নিকট প্রার্থনা করি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় বিগত বারের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কএকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা এবং তাহার উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে। এই গুলিন পাঠ করিলে বোধ হয় সম্পাদক প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর স্পষ্টরূপে না দিয়া কতকগুলিন কথাদ্বারা একটু গোলযোগ করিয়াছেন। তাঁহার গোলযোগের মধ্যে কতকগুলিন মত অজ্ঞাতসারে প্রচারিত হইয়াছে তাহা সাধারনের গোচর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হওয়ায় নিম্ন লিখিত কএকটি কথা আপনার নিকট লিখিয়া পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আপনার পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

১ম প্রশ্ন। গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে "ব্রাহ্মেরা সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন কি না?" এই প্রশ্নের উত্তরের প্রথম ভাগে সম্পাদক লিখিয়াছেন যে "সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ, ভ্রমর যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকল পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে ব্রাহ্মেরাও তদ্রূপ সকল শাস্ত্র হইতে সহজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সত্য গ্রহণ করেন। কোরাণ বাইবেল অপরাপর গ্রন্থ সকলই ব্রাহ্মদের উদার চক্ষুতে ধর্ম্মশাস্ত্র।" এ সমস্ত ঠিক ও স্পষ্ট কথা, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু উত্তরের শেষ ভাগটীর মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সম্পাদক লিখিয়াছেন, যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার অধুনাতন ব্রাহ্মেরা পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক সঙ্কলন বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও সেই রূপ এ দেশের পুরাতন ঋষিদিগের হৃদয়মন্দিরনিঃসৃত সুধার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক তৃপ্তি লাভ করেন। এই দুই কথার গোলযোগের মধ্যে আমরা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা (ব্রাহ্মগন) এক্ষণে কি বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সত্য গ্রহন করিব কি না? ইহা স্পষ্ট কিছুই বুঝা গেল না। এ প্রকার গোলযোগ করিয়া কেন সম্পাদক উত্তর দিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। সম্পাদক "ইউরোপ ও আমেরিকার অধুনাতন ব্রাহ্মগণ" বলিয়া কাহাদের নির্দ্দেশ করেন? ইউনিটেরিএন খৃষ্টান নামে এক দল এক ঈশ্বরবাদী আছেন তাঁহারাই ত কহিয়া থাকেন যে বাইবেলই এক ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ, ইহাতেই সকল সত্য আছে, তথা হইতেই আমরা সকল সত্য গ্রহণ করিব, অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিব না। সম্পাদক কি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মদিগকে তাহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন? ইহাদিগকে হিন্দু ইউনিটেরিএন হইতে কহেন? আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ইউনিটেরিএন, খৃষ্টান ইউনিটেরিএন বা মুসলমান ইউনিটেরিএন ধর্ম্ম এ কিছুই নহে, ইহা উদার ও বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম। ইউরোপ ও আমেরিকার অপর যাঁহারা খৃষ্টান ইউনিটেরিএন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম নাম লইয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় কি অবগত নহেন যে, তাহারা উদার ভাবে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? আমেরিকার ফ্রিরিলিজস এসোসিয়েসন ও কার্য্যবিবরণ পুস্তক এবং ইউরোপীয় ব্রাহ্মগণ যে কনফিউসিয়ন ও হিন্দুশাস্ত্রকে সম্মান করিতে শিক্ষা করিতেছেন এই সমুদয়ই তাহারদের উদারতার প্রমাণ স্থল। বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন ইংলণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য উদ্ধৃত করিতেন তখন কত সমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত তথাকার কেবল ব্রাহ্ম নহে কোন কোন উন্নতিশীল নামধারী খৃষ্টানও শ্রবণ করিতেন এমন কি হিন্দু শাস্ত্রোদ্ধৃত সত্য তাঁহারা যেমন সমাদর করিতেন বাইবেলের সত্যকে তেমন করিতেন না। তাহা কি তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় শ্রবণ করেন নাই? সত্যের জন্য বাইবেলই যে একমাত্র আশ্রয় স্থান খৃষ্টান ব্যতীত এ কথা ইউরোপে আর কেহই কহেন না। পিতৃ পিতামহদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ বটে কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তৃক উদারতা বিনষ্ট হওয়া কখনই স্বভাবসিদ্ধ নহে।

৭ম। প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদক সাধু ব্যক্তিদিগের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার কএকটী ভাব ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। সম্পাদক কহিয়াছেন "মনুষ্য চেষ্টা ও সাধনের বলে উন্নতির পথে যত কেন অগ্রসর হউন না তথাপি সে মনুষ্য" অন্যান্য লোকের সহিত সাধুদিগের এইমাত্র প্রভেদ যে "অপরাপর অনেকের হয়ত হৃদয়নিহিত মহদ্বৃত্তি উপদেশ ও যত্নের অভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু যাহাকে আমরা সাধু বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করি তাঁহার সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তি অবস্থার অনুকূলতায় অধিকতর বিকসিত হইয়াছে।" এই কয়েকটি কথা পাঠ করিলে কে না স্বীকার করিবে যে সম্পাদক বিশ্বাস করেন যে "চেষ্টা" "সাধনের বলে" "উপদেশ ও যত্ন এবং অবস্থার অনুকূলতার" জন্যই মনুষ্য পরিত্রাণ লাভ করেন অথবা সাধুভাব সকল প্রাপ্ত হন। এই ভয়ানক কথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল কথা লইয়া টান পড়িতেছে, প্রার্থনার আবশ্যকতার উপর আঘাত পড়িতেছে। "ব্রহ্মকৃপাহি

কেবলং” এ কথা মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য কি কখন আপনার চেষ্টা, যত্ন, সাধনের বল ও অবস্থার অনুকুলতায় সাধু হইতে পারে? এ সমস্ত কি তাঁহাকে পরিত্রাণ দিতে পারে? সম্পাদক মহাশয়! বর্ত্তমান সময়ে যখন আমরা অবিশ্বাস জনিত ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া দিন দিন নিরাশা অন্ধকার ও পাপে আরও জড়িত হইতেছি তখন তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির নিকট হইতে যদি উক্ত প্রকার কথা শুনি তখন আমাদের দুর্ব্বল চিত্তের কি আর দুর্দ্দশার শেষ থাকে? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ে যেন সে ধর্ম্মকথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ না করে, এই ভয়ানক কথা যাহা শিক্ষা দেয়—মনুষ্য এক মাত্র আপনার বলে সাধু হয় অথবা ঈশ্বরের সহযোগী হইয়া আপনার/ পরিত্রাণ প্রদান করে। কেবল ব্রহ্মকৃপাতেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কথা কহেন যেন আমরা তাহাতে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া পলায়ন করি। যদি এ প্রকার মত অন্তরে পোষণ করিয়া রাখি তবে উপাসনা উপদেশ সংগীতের সময় কেন আমরা বলিয়া থাকি ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত আর আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নামে কেমন করিয়া এ প্রকার কথা সকল কথিত হইল তাহা বুঝিতে পারি না। “ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং” এই সার কথা তাঁহার অনেক উপদেশের আদ্যোপান্ত লিখিত হইয়াছে?

৮ম প্রশ্ন “ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের এক মাত্র ধর্ম্ম কি না’ এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ইহার যে কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিম্বা ক্রোধ দ্বেষ ধর্ম্মাভিমান প্রভৃতি মানসিক ভাবে আবৃত না হইবে তখনই ইহা ত্রিভুবনের ধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কখন সাম্প্রদায়িকতায় অথবা মনুষ্যের অসদ্ভাবে বদ্ধ থাকে? ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সূর্য্য কি কখন মনুষ্যের অবস্থায় মলিন হয়? ঈশ্বর কি কখন নরলোকের পাপে অপবিত্র হন? সত্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে? তাহা কি আমাদের মনোরচিত পদার্থ না আমাদের মন হইতে পৃথক তাহার অস্তিত্ব আছে? যদি তাহা হয় তবে কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম না হইয়া মনুষ্যকল্পনায় কলুষিত হইবে? সত্যই কি তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাস করেন যে, যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈশ্বর ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছেন তাহা সত্য নহে, জগতের ধর্ম্ম নহে ঈশ্বরপ্রচারিত নহে? তাহা হইলে কেন তিনি এই কল্পনার ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন এবং ইহা প্রচার করিতেছেন। আমাদের পাপ থাকিতে পারে, জাতি বিশেষের ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কখনও সাম্প্রদায়িক হইতে পারে? ঈশ্বর আমাদের এ প্রকার অবিশ্বাস হইতে রক্ষা করুন আপনাদিগের ও জগতের পাপ দেখাইয়া আমাদিগকে এক দিকে বিনয়ী ও প্রার্থনাশীল করুন এবং অপরদিকে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে ও তাঁহার প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর এক মাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে শিক্ষা প্রদান করুন।

পত্র খানির কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যায় বলিয়া সংক্ষেপে এখানেই ইহা শেষ করিলাম।

এলাহাবাদ
২০এ এপ্রেল

আপনার এক জন
ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়দিগকে পুনরায় অবগত করিতেছি যে, প্রত্যেককে মূল্যের জন্য পত্র লিখিতে হইলে আমাদিগের অনেক ক্ষতি হয়, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

“ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত” বর্ত্তমান মাসের মধ্যেই মুদ্রিত হইবে। এক চল্লিশ বৎসরের বিস্তারিত বিবরণ সহ পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। ইহা ৪০০ চারি শত পৃষ্ঠার অধিক হইবে। ইহার মূল্য বোধকরি ২ দুই টাকা হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী ও ইহার বিশেষ ঘটনাবলী জানিতে অভিলাষী তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত পঠনীয় ও সমাদরণীয় সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অভ্যুদয় কিরূপে হইল তাহা জানিতে পারা যাইবে। যাঁহারা এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছু তাঁহারা প্রচার কার্য্যালয়ে মূল্য সহ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই বৈশাখ তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ ৩য় সংখ্যা | ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩।।০ ডাকমাশুল ।।০

প্রার্থনা।

চিরপবিত্র পরমেশ্বর! আমি অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে পড়িয়া মন্দকে ভাল মনে করি, ভালকে মন্দ মনে করি, সাধু লোক দিগকে ঘৃণা করি, ও অসাধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে যাই. তুমি আমার গভীর সন্দেহ ভঞ্জন কর। আমি আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া তোমার নিকট অভিসম্পাত প্রার্থনা করি, তুমি জান আমার পক্ষে কি শুভ, তুমি তাহাই বিধান কর। আমার মুক্তির জন্য যখন তুমি অজানিত পরীক্ষা ও অভূতপূর্ব্ব দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ কর, তৎকালে. হে অসহায়ের সহায়! আমাকে তোমার আশ্রয়-পূর্ণ চিরঅনুকূল শ্রীচরণ চুম্বন করিতে দাও। আমি জানি যে চিরকাল তুমি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পূর্ণ করিতেছ, কিন্তু আমি যেরূপে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তুমি তোমার নিজের মঙ্গল অভিপ্রায় অনুসারে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তবে তুমি যে আমার ক্ষীণ শব্দ শুনিয়া আমার দুঃখ নিবারণের জন্য অতিশয় প্রযত্ন করিতেছ যেন এই সত্যে আমার সর্ব্বদা বিশ্বাস থাকে। হে প্রভো! আমার দিবস শেষ হইয়া আসিতেছে পৃথিবীর সম্বন্ধ দিন দিন শিথিল হইতেছে, জীবনস্রোতঃ শুষ্ক হইতেছে, মোহে আবদ্ধ, পাপ তাপে অবনত হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি; এই সময়ে যে তুমি আমাকে তোমার দয়াময় নাম উচ্চারণ করিতে দিয়া তোমার ক্রোড়ের নিকট আসিতে দিতেছ ইহাতে অত্যন্ত কৃতার্থ হইতেছি, অচিরে যেন ঐ কোমল ক্রোড়ের উপযুক্ত হইতে পারি। আমার অবশ অন্তরকে এরূপ সবল কর, এরূপ প্রস্তুত কর যাহাতে আমি তোমার আদেশ বুঝিতে পারি, এবং তোমার বিচিত্র বিধানের গভীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। আমার আত্মাকে এরূপ ধীর নম্র ও সতর্ক কর যাহাতে আমি তোমার গূঢ় সহবাসের উপযুক্ত হই, এবং যাহাতে তোমার গূঢ় শিক্ষা ধারণ করিতে পারি। হে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর! সাধুদিগের জীবনের সহিত আমার জীবনকে একীভূত কর। যেমন আমার নিজের জীবনে তেমনি তোমার পুত্র কন্যাদিগের জীবনমধ্যে আমাকে দর্শন দাও। আমার আত্মাকে এরূপ বিশুদ্ধ ও স্বর্গীয় কর যাহাতে আমি তোমার স্বর্গনিকেতনে যাইবার নিমিত্ত সকল আশা ও সম্বল সঞ্চয় করিতে পারি। তোমার গৃহ আমার গৃহ হউক, তোমার ঐশ্বর্য্য আমার

ঐশ্বর্য্য হউক, তোমার প্রেম, আনন্দ, ও শান্তি আমার বিশ্রাম হউক।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়।

দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র প্রত্যাদেশ মনুষ্য-হৃদয়ে নিহিত আছে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব অজ্ঞাতসারে দুর্জ্জয় বল সহকারে অন্যান্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও সময়ে সময়ে সমুত্থিত হয়, কিন্তু অবস্থা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বশতঃ তাহা জাগ্রৎ হইয়াও আবার বিমর্দ্দিত ও শুষ্কোন্মুখ হইয়া থাকে। এই জন্য সাধারণতঃ মনুষ্যজীবনে তাহার বিশেষ বল ও আধিপত্য সচরাচর লক্ষিত হয় না। কিন্তু যখন সেই ভাবের উপর ভক্তবৎসল পিতার বিশেষ কৃপাবারি সিঞ্চিত হয় তখনই অবয়বসম্পন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময় তাহার একটি নিদর্শন স্থল। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই একটি স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ। আমাদের পিতা নাকি জীবন্ত ও সর্ব্বসাক্ষী এবং তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের নেতা ও পাপীর পরিত্রাতা, তাই তাঁহার স্বর্গীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে একটি অমোঘ আশা হৃদয়ে নিয়ত স্থান পায়। তাঁহার শাস্ত্র ও পরিত্রাণের প্রণালী এত অদৃশ্য ও সূক্ষ্মতর যে তাহা মনুষ্যের বুদ্ধি বিচারের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বাহ্য কোন প্রণালী নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট উপায়ও নাই। ইহার কোন প্রত্যাদেশ বা শাস্ত্র অবস্থাগত স্থানগত বা ব্যক্তিগত নহে; ইহার সৌন্দর্য্য ও বিশ্বাসের অটল ভূমি এই যে, দয়াময় ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়কুটীরে বাস করেন এবং স্বয়ং আত্মার পরিবর্ত্তন ও মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে পাপীর রোদন ও বেদনা শ্রবণ করেন এবং প্রত্যক্ষে অথচ নির্জ্জনে তাহার বিভিন্ন উপায় অবস্থানুসারে বিধান করেন। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সামান্য উপায়, অথচ এই সহজ উপায়ের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের এত বড় প্রকাণ্ড শাস্ত্র নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্য একটি আন্তরিক অজ্ঞাত তৃষ্ণা উত্থিত হইয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যাত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃষ্ণা বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবী পুরাতন ধর্ম্মে বীতরাগ, সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের পুরাতন বিশ্বাসে বিতৃষ্ণা। এক্ষণে জগতের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যেমন অসত্য ভ্রম অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে তেমনি তৎ পরিবর্ত্তে অবিশ্বাস, কপটতা, বিষয়াসক্তির প্রবলস্রোতঃ সমস্ত মনুষ্যসমাজে প্লাবিত হইয়াছে। এখন যেমন পুস্তক বিশেষের দাসত্ব, মনুষ্যের অধীনতা ও ভাবের সঙ্কীর্ণতা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে, তেমনি তৎপরিবর্ত্তে আত্মার উচ্চ অবস্থালাভে উদাসীনতা, সত্যে অনাস্থা, হৃদয়ের শিথিলতা ও নির্জ্জীবতা এবং বুদ্ধির দাসত্ব লক্ষিত হইতেছে! ফলতঃ খৃষ্টীয়ান কি হিন্দু কি মুসলমান সকল ধর্ম্ম রাজ্যেই জ্ঞানালোক ও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিশ্বাস মত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অজ্ঞাতসারে অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় যিহুদি সম্প্রদায়গণের মধ্যে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, শুষ্কতা, ভাবশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্যভিচার প্রভৃতি দুরবস্থা যেমন পুরাতন সত্য নূতন বেশে ও নব আলোকে হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে বিশেষ সূচনা হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে অবিকল তাহারই সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যখন উজ্জ্বলতর সত্যরাজ্য বীরপরাক্রমে ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হয় তখন সকলকেই চমকিত ও বিস্মিত করিয়া দেয়। প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের প্রাণ, সাধুর শান্তিবারি, দুঃখীর ক্ষুধার অন্ন ও আত্মার পূর্ণ চন্দ্রমা। এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ

করিবার জন্য তৃষিত, ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ সজীব সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে প্রতীক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ সূচনা এই যে, এখন দিন দিন লোকের খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাস হইতেছে,অন্যান্য ধর্ম্মের মুক্তি পরিত্রাণ ও প্রায়শ্চিত্য সম্বন্ধে মত সকল কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। ইহা সামান্য আনন্দ জনক ব্যাপার নহে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের জগৎব্যাপী মুক্তিপ্রদ সত্য সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে চিরকুসংস্কারাবদ্ধ নিষ্ঠাপন্ন খৃষ্টীয়ানদিগের মনকেও অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন অল্পে অল্পে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অভাব পক্ষের এক একটি সত্য খৃষ্টধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়গণের মধ্যে বহু দিন হইতে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের মত সম্প্রদায় বিশেষে অসত্য ও ভ্রম বলিয়া অনাদৃত হইয়াছে। ইউনিটেরিয়ানগণ খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, সোসিনিয়ান সম্প্রদায় বাইবেলের অভ্রান্ততা মানেন না, ইউনিভার্সালিস্টেরা অনন্তনরকে অবিশ্বাস করেন; আবার কোন কোন সম্প্রদায়, পুস্তক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পারে না ইহাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, কেহ বা অভিষিক্ত হইবার আবশ্যতা বোধ করেন না। এই রূপ বিবিধ সম্প্রদায় পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মত অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত সম্প্রদায় অদ্যাপি খৃষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। পাঠকগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, যে সকল অভাব পক্ষের সত্য লইয়া খৃষ্টধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলগত বিভিন্নতা হইয়াছে সেই সকল সত্য এক্ষণে সম্প্রদায়বিশেষে প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইতেছে। আমরা প্রমুক্ত হৃদয়ে বলিতেছি ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা, স্বর্গীয় বল ও কৃতকার্য্যতার বিশেষ লক্ষণ। প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় ভাবের মধ্য দিয়া নববেশে অভ্যুদিত হইতেছে ও হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভাব পক্ষীয় সত্য যে ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপখণ্ডে প্রচারিত হইয়াছে তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইল। কারণ ঐ বিভিন্ন সম্প্রদায় ইয়োরোপ খণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বিগত বৎসরে যখন পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করেন তখন ধর্ম্মজগতের ইতিহাস মধ্যে একটি অনুপম ঘটনা চিরস্মরণীয় হইবে তাহারও সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহার গমনে পরস্পর রক্তপিপাসু পরম শত্রু বিভিন্ন খৃষ্টসম্প্রদায় একত্র এই প্রথম সম্মিলিত হইলেন। ইহা ব্যক্তিগত গুণে নয় কিন্তু কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদেই এই উদারভাব খৃষ্টীয়ান জগতে সংস্থাপিত হইল। এটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। পাঠকগণ আবার একটি নূতন সম্বাদ শুনিলে নিশ্চয়ই চমকিত হইবেন। এক্ষণে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হইয়া বাইবেল পুনর্ব্বার অনুবাদ ও সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত যে বিচলিত হইয়া গিয়াছে ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। এক্ষণে অন্তরে অন্তরে যে গরল সংশয় ও পরিগৃহীত ধর্ম্মপুস্তকে যে বিশদ যুক্তি ও বিবেকের অভাব তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে। এত দিন তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য কেবল বিক্ষিপ্ত ছিল এখন তাহা একত্র অবয়বে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের পাঠকবৃন্দ শুনিয়াছেন যে, সত্যপরায়ণ দৃঢ়ব্রত মহানুভব ভয়েসিকে লইয়া বিলাতে আজকাল ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। ধর্ম্মের স্বাধীন ভাব ও খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রান্ত মতে অবিশ্বাসের জন্য তিনি চর্চ্চ অব ইংলণ্ড হইতে তাড়িত হইয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহাকে ইউনিটেরিয়ান মনে করে এবং ইউনিটেরিয়ান দিগের সহিত যোগ দেন এই নিমিত্ত তিনি টাইমস নামক সম্বাদ

পত্রে স্বাধীন ভাবে স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে ইউনিটেরিয়ানদিগের অনুরোধ অস্বীকার করিয়াছি। ইহা আমার ও আমার বন্ধুবর্গের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে ইউনিটেরিয়ান কি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সহিত আমার যোগ না দেওয়ার অভিপ্রায় সাধারণের জন্য আবশ্যকৎ, তাহা বিগত বরিবারে সেন্ট-ভর্জহলে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি লণ্ডন নগরে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উপাসনালয় সংস্থাপন করিতে আশা করি। আমি এই সিদ্ধান্তের জন্য কোন মতে আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না কেবল আমার অনুরোধ যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এইটি সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়া আমায় বাধিত করেন। ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করাতে সাধারণতঃ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আমার আস্থা কি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পাইতেছে না বিশেষতঃ ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি আমার কোন রূপ অশ্রদ্ধা নাই কারণ যাহার অনেক সভ্যের উপর আমার কৃতজ্ঞতা ও উচ্চ সম্মান আছে। কিন্তু আমি ইহাও বলিতেছি যে যাঁহারা আমাকে সময়ে সময়ে বেদী অর্পণ করিবেন তথায় কার্য্য করিতে আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করিব।

আপনার বশম্বদ ভৃত্য
চার্লস্ ভয়েসি।

তিনি ক্রমাগত পাঁচ বৎসর হইতে প্রকাশ্য রূপে উপাসনালয়ে খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রম ও কুসংস্কার খণ্ডন করত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন বিশেষতঃ তিনি ভারতবর্ষের উচ্চ স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যদিও বিলাতে এখন অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি ব্রাহ্মসমাজ তথায় সংস্থাপিত হয় নাই। দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে যে, তিনি এখন লণ্ডন নগরে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ভারতবর্ষের উপর তাঁহার যেরূপ শ্রদ্ধা ও উৎকৃষ্ট ভাব তাহাতে বোধ হয় যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউরোপীয় ভ্রাতৃগণের বিশেষ আন্তরিক যোগ তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইবার আর একটি কারণ উপস্থিত হইল। আমাদের কোন শ্রদ্ধাভাজন পরম বন্ধুকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাঁহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

বাস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে শত শত বৎসর মনুষ্যের উন্নতি সংসাধিত হইয়া আসিতেছে অদ্য তাহার আর একটি নূতন ও সাময়িক উদাহরণ দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সভ্যতা হইতে ইয়োরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মভাব, সমস্ত নিয়ম, বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে ভবিষ্যতে, মনুষ্য জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মসূর্য্য নূতন ও উজ্জ্বলতর আলোক সহকারে উদিত হইবে সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনের পক্ষে ভারতবর্ষ সর্ব্ব প্রধান। ইয়োরোপে, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ আমেরিকায় আমাদের অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আছেন কিন্তু তথায় এখনও এক শরীরে ও এক ভাবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও কোন প্রকার উৎসবও সম্পাদিত হয় নাই। ইতিহাস এই ঘটনা ভাবীকালে সংরক্ষা করিবে এবং ভারতবর্ষ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পূর্ব্বদেশ পাশ্চাত্য দেশের প্রসূতি তাহা সহস্রবার সপ্রমাণ করিবে।

আমরা তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব, সত্যের প্রতি স্বাধীন ভাবে বিশ্বাস এবং ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখিয়া দয়াময় ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ও আহ্লাদিত না হইয়া থাকিতে পারি না। তিনি নিশ্চয় এবার ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতেছেন। আমাদের এতদিনের আশা এখন চরিতার্থ হইল।

আবার যখন বহুদূরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারস্থিত পৃথিবীর অপরাংশে নূতন মহাদ্বীপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি দেখি যে সেখানেও ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন। তথাকার স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষ হইতে প্রচারক আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বলতর স্বর্গীয় ভাবে তাঁহারা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছেন এবং বিদ্যায় ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ হইয়াও সামান্য অবস্থার লোকদিগকে এত শ্রদ্ধা ও সমাদর করেন যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। বিগত বর্ষে স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের

বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদক পটার সাহেব “ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম” বিষয়ক বক্তৃতায় যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

অদ্য আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে আমি তাহার উন্নতি ও অভ্যুদয়ের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করি। কিন্তু তথাপি যে ধর্ম্ম এক্ষণে ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাহ্মসমাজ নামে সাধারণে পরিচিত, তাহার জীবন্ত স্বাভাবিক জাতীয় ধর্ম্মজীবন ও অদ্ভুত ক্ষমতা বিষয়ে আমি বিশেষ সম্বদ্ধ ও পরিচিত আছি বলিয়া এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে তত সঙ্কুচিত হইতেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি অতি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের স্বাভাবিক অঙ্কুর সকল প্রদর্শন করিতেছি যাহা হইতে এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম ফলস্বরূপে প্রসূত হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিস্মিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন হিন্দুরা কি এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন? যেরূপ সাধারণ ভাব তাহাতে বোধ হয় যে ইয়োরোপ ও আমেকার অধিবাসী আমারদেরই সকলের সত্যস্বরূপ এক মাত্র ঈশ্বর, তিনি আমাদের ভিন্ন অপরের নহেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ফলতঃ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন কোন বিষয়ে এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মূলগত সত্যরত্ন অনেক নিহিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ক এমন উৎকৃষ্টভাব আছে যাহা আধুনিক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন ধর্ম্মগত ও সামাজিক বলের ফলস্বরূপ; যে উপায়ে পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্মের পরস্পর রূপান্তরিত ও সংশোধিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ সেই অসদৃশ ঘটনার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। হিন্দুধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের পরস্পর কার্য্যগত প্রতিযোগিতাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। অতএব মনুষ্যের ভাবী ধর্ম্ম যে অন্যান্য একটি ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমুত্থিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু সকল ধর্ম্ম, সমস্ত জাতিও সর্ব্ব প্রকার সভ্যতার পারস্পারিক বহিঃস্থিত ও অন্তর্নিবিষ্ট ক্রিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাস ও উৎকৃষ্টতর সামাজিক অবস্থা আনয়ন করিবে যাহা তাহাদের মধ্যে কোন একটি একা এত দিন উৎপাদন করিতে পারে নাই। যদি সময় থাকিত তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট পাঠ করিতাম। সেই পুস্তকে কেমন উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটি জীবিত রহিয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে পৌত্তলিকতার আকর কলিকাতা হইতে খৃষ্টীয়ান নিউ ইংলণ্ড ঈদৃশ পুস্তক সকল সমাগত হইল। আমার বোধ হয় যে এপর্য্যন্ত আমেরিকান ট্রাক্ট সোসাইটী হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা এই ভারতবর্ষের ঐ কতিপয় পুস্তকে জীবনের প্রকৃত অন্ন অনন্ত গুণে অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবর্ষের এই পবিত্র ধর্ম্মের বর্ত্তমান সুবিখ্যাত প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন। এই সভায় ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিশ্বাস বলিবার জন্য আমারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু ইংলণ্ডের কার্য্যানুরোধে তিনি শীঘ্র এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন, যাহা হউক আমরা আশা করি যে বর্ত্তমান বর্ষের কোন সময়ের মধ্যে তিনি এখানে সমাগত হইবেন। এবং যখন তিনি আসিবেন স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ ভ্রাতৃপূর্ণ প্রমুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইবেন। নিশ্চয় অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরাও উদার ভাবে ও পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। যিনি সমভাবে হিন্দু খৃষ্টীয়ান উভয়কেই পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অতীত উচ্চ পথ প্রদর্শন করিতেছেন, ও যাঁহার উপদেশ আধ্যাত্মিক সহযোগিতা সম্মিলন ও ভ্রাতৃভাবে মনুষ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, আমারা এখানে অকপট ও সম্পূর্ণ সরল চিত্তে তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ইচ্ছা করি।

ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভারতবর্ষের গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্মান্ন পৃথিবীর ক্ষুধিত আত্মা সকলকে পরিতৃপ্ত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্ববিজয়ী জয়পতাকা পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে প্রচারিত হইবে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই। সকলেই এই দুর্ব্বল ভারতের পরম রমণীয় ধর্ম্মগ্রহণে সমুৎসুক। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর সভ্যতম প্রদেশেও ভারতের সমাদর। বলিতে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আজ ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল, ভারতসন্তানগণ সম্মানিত হইল ও ভারতের নীতি ধর্ম্মভাব পরম সমাদৃত হইল। দয়াময়ের এই আশ্চর্য্য কৌশল যে তিনি সামান্য কার্য্য দিয়া বৃহৎ ব্যাপার সাধন করেন, সামান্য

লোকদ্বারা বিদ্বান্ জ্ঞানাভিমানিদিগকেও বিনম্র করেন। ব্রাহ্মগণ! আর নিদ্রিত হইবার সময় নাই। স্বর্গীয় উৎসাহে, জীবনে, আলোক ও বিশ্বাসে পিতার চরণ সেবা কর।

সমাধি।

সমাধি কাহাকে বলে? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জীবন্তপ্রেমপূর্ণ সত্তাতে একান্ত নিমগ্ন হওয়ার নাম সমাধি। ইহা আত্মার অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য অন্তর্জগতে নিয়ত অকম্পিত অবস্থান, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্মিলন, হৃদয়ের অবিচলিত শান্তি, জীবনের প্রত্যক্ষ আদর্শের অনুভব, পরলোকের সৌন্দর্য্যে মনের অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়, পবিত্রতার পরম রমণীয় মাধুর্য্য, এবং জীবনের চিরপরিচিত অবলম্বন। ধর্ম্মের উচ্চ সাধনের ফল এই সমাধি। এই অবস্থায় জীবনের স্থিরতা, হৃদয়ের সুশৃঙ্খল, আত্মার চিরন্তন সৌন্দর্য্য প্রতীত হয়। পূরাকালে মহর্ষিদিগের জীবনে ইহার অত্যুজ্জ্বল আভাস অনুভূত হইত। সমাধি ধর্ম্মজীবনের উচ্চ অবস্থা।

ইহার প্রথম লক্ষণ, ঈশ্বরে নিয়ত অবস্থান। হৃদয় আর কোন দিকে যায় না, কেবল এক অবস্থায় ও এক ভাবে ঈশ্বরে সংযুক্ত থাকে। শরীর বাহ্য জগতে, কিন্তু মন তাঁহাতে বিচরণ করে। ইহার বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে, অতলস্পর্শ গভীর সাগরসমান গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ত ভাব পৃথিবীর কোলাহলেও অবিচলিত থাকে। দয়াময় ঈশ্বর তখন ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তাঁহার কোটীসূর্য্যপরাজিত জ্বলন্ত আবির্ভাব উপাসনার সময় স্থির ভাবে দীপ্যমান থাকে। এই অবস্থায় ঈশ্বরের বিশ্বাতীত পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, তাঁহার নির্ম্মল আনন্দসুধা প্রতীত হয়, পৃথিবীর বাস্তবিক প্রত্যক্ষ অসারতা প্রকাশিত হয় ও জীবনের যথার্থআদর্শ উজ্জ্বল ভাবে নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। এই রূপ সমাহিত আত্মায় ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ কীদৃশ তাহা বিলক্ষণ মীমাংসিত ও আস্বাদিত হইয়া থাকে, যাহা চিরদিন অমীমাংসিত দুরবগাহ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনকে নিরাশ ও সংসারের কূটস্থ বিষয়ে নিক্ষেপ করে। এই সময়ে বিশ্বাসের সর্ব্বসন্তাপহারিণী বিশুদ্ধ কান্তি সমস্ত আত্মায় প্রতিভাত হয়। সমস্ত বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিকতায় পর্য্যবসিত ইহাই অনুমিত হয়। সুতরাং বহির্জগতের ভাব তৎকালে রূপান্তরিত হওয়াতে ঈশ্বরকৃপায় অত্যুৎকৃষ্ট উপাসনার সময় জীবনে কখনও ইহার রসাস্বাদন হয়।

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাপিতং দৃশ্যতাং
প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাং

সাধনপঞ্চকং। ৫

নির্জনে আন্তরিক সুখে অবস্থান কর, পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত কর, সেই পূর্ণাত্মাকে দর্শন কর, এই জগৎ তাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ কর, পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত কর, আপনার বুদ্ধিবলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিও না, আপনার প্রারব্ধ কার্য্য সম্ভোগ কর এবং পরব্রহ্মে অবস্থিতি কর। বস্তুতঃ আত্মার সমাহিত অবস্থায় জীবনে এই সকল সম্পাদিত হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকৃষ্ট ভাব এই সমাধি। ইহার অসামান্য আলোকে অন্তরের নিগূঢ় ধন রত্নে নিয়ত আনন্দধারা বহিতে থাকে। চিত্ত ধ্যানস্তিমিত, হৃদয় তাঁহার দর্শনে একান্ত অনুরক্ত, জগৎ তাঁহার সত্তায় পরিপূর্ণ প্রতীত হয় ও জীবনের পাপপ্রবৃত্তি শিথিল হয়। যখন আত্মা তাঁহাতে এই ভাবে অবস্থান করে তখন এক চক্ষু যুগপৎ তাঁহার রমণীয়তা দর্শন করে, অপর চক্ষু জীবনে তাঁহার কার্য্য প্রত্যক্ষ করে, এক হস্ত তাঁহার পদ সেবা করে অপর হস্ত তাঁহার আদেশ পালন করে, এক কর্ণ তাঁহার আদেশ শ্রবণ করে অপর কর্ণ পৃথিবীর দুঃখ দারিদ্রের কাতর ধ্বনি শ্রবণ করে, হৃদয় এক দিকে তাঁহাতে আসক্ত, অপর দিকে কর্ত্তব্যে অনুরক্ত।

ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ। পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের পুণ্যে জীবনের অবস্থান্তর। সেই চিরপুণ্যে হৃদয়ের দূষিত পাপরক্ত প্রক্ষালিত হয়, রিপুগণের মৃত্যু, শারীরিক উন্মত্ততার নির্ব্বাণ, জীবনের বিশুদ্ধ শুভ্র নব বেশ ও আত্মার অপূর্ব্ব অননুভূত জীবন সঞ্চারিত হয়। যখন তাঁহাতে হৃদয়ের অবিবাস হয় তখন সেই চিরপুণ্যের প্রস্রবণ পাপপঙ্কিল মলিন হৃদয়ে বিনিঃসৃত হইয়া তাহাকে ধৌত ও সংশোধিত করে। এই ভাবে তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব জীবনের স্থায়ী সম্পত্তি হয়, আর কোন স্থানে হৃদয় তৃপ্তির অভিলাষ করে না। হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা, মনের সকল প্রবৃত্তি পুণ্যালোকে নূতনরূপে সংগঠিত হয়। জীবনের পরিবর্ত্তন এই অবস্থাতেই সংসাধিত হয়। এই বিশুদ্ধ জীবনের গভীরতা অনেক, প্রকাশ অল্প; বিস্তৃতি বহুদূরে, অবস্থান অল্পের মধ্যে; সারবত্তা অধিক, প্রদর্শন সামান্য। আধ্যাত্মিক জগতের ধনসম্পত্তিতে হৃদয় প্রলুব্ধ হইয়া এখানে মোহিত হইয়া যায়। আমাদের ব্রাহ্ম জীবনের এই সমাধি প্রাণ ও ভুবন, আত্মার চির শান্তি ও পবিত্রতা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২০শে চৈত্র ১৭৯২।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই। কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহা হইতে যে কোন ঘটনা, যে কোন ব্যাপার, যে কোন ভাব নির্গত হয় তাহা মঙ্গলের জন্য। তিনি কেবল যে মঙ্গল বিধান করেন তাহা নহে, অমঙ্গল করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার পক্ষে অসৎ হওয়া, দুর্ব্বল হওয়া, অপবিত্র হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি অমঙ্গল করাও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। দক্ষিণে বামে পশ্চাতে উর্দ্ধে কেবল মঙ্গলের ব্যাপার। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপার এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। অবিশ্বাসী চক্ষু সর্ব্বদা সেই মঙ্গলময় সূত্র দেখিতে পায় না। অবিশ্বাসী চক্ষু ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ দেখিতে পায় না। জগতের নানা স্থানে নানা সময়ে বিবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, এ সমুদয়ই এক মঙ্গল সূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। যুদ্ধ কেন হয়, বিপদ কেন হয়, রোগ শোক কেন হয়, এসকল অবিশ্বাসী চক্ষু বুঝিতে পারে না। এজন্য অল্প বিশ্বাসীদিগের যতটুকু বিশ্বাস থাকে তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহারা ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া তাঁহার প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করে। যাঁহারা দুঃখ বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বিশ্বাস করেন তাঁহারাও সমুদয় শৃঙ্খলা দেখিতে পান না; কিন্তু তাঁহারা অবিশ্বাসী হন না, মঙ্গলময় রাজ্যের সমুদয় দেখুন আর না দেখুন, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় ইহা সম্পূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করেন। এক দিন মেঘেতে সমুদয় আচ্ছন্ন হইল, আর সূর্য্যের কিরণ প্রকাশ পায় না, তখন এমন অবোধ কে যে বলিবে সূর্য্য নাই? যদি দশ দিন মেঘেতে আচ্ছন্ন থাকে তথাপি আমরা বিশ্বাস করি এই মেঘের মধ্যে সূর্য্য বিরাজ করিতেছে। সেইরূপ ঈশ্বর এই গভীর সংসারের অন্ধকার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, যদি ও আমাদের মলিন চক্ষু তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না; কিন্তু যখন আমাদিগের আবরণ চলিয়া যাইবে, তখন এই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই পরম ঈশ্বরের প্রেমালোক দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

সম্পদের সময় সুখের সময় কে না ঈশ্বরকে দয়াময় বলে, নবজাত সন্তানের সুকোমল মুখশ্রী দর্শন করিলে কে না পরম ঈশ্বরকে ধন্য বাদ করে, বহু কালের যন্ত্রণার পর সৌভাগ্যের উদয় হইলে কে না ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত সেই ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া জীবনকে সফল করে। ভৌতিক জগতে যখন অন্ধকার চলিয়া যায়, যখন ঘোর ঝটিকা স্থগিত হয়, এবং যখন সাগর সকল সুস্থির হয়; যখন উদ্যানের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করে, যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, সেই খানে ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। ভৌতিক জগতে যেমন আধ্যাত্মিক জগতেও তেমন। যখন পরমেশ্বর নিজের নিজের দক্ষিণ হস্তে আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, যখন শুষ্ক হৃদয়ে স্বয়ং ভক্তি বিধান করেন, যখন অন্তরের সংশয় সকল স্বহস্তে বিনাশ করেন, তখন হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আবার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যখন দিবা নিশি হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি তখন তাঁহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া জীবন সফল করি এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করি। অতএব কি ভৌতিক জগতে কি আধ্যাত্মিক জগতে সৌভাগ্যের উদয় হইলেই ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত দয়াময় বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ইহাতে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। কেবল সুখের সময় তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া আমরা প্রাণ ধারণ

করিতে পারি না। ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল চরণ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। মন্দ অবস্থা উপস্থিত হইল, বিষাদের ঘন মেঘ আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, সংসারের ঘৃণা, নির্যাতন অন্তর জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, শরীর রোগ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণার আলয় হইয়া উঠিল; সেই বিপদের সময় ভক্ত ভিন্ন আর কে পরমেশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে পারেন? ভক্ত যখন সেই বিপদের সময় পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, সেই 'পিতা' শব্দ কেমন মধুর। তিনি সেই ঘোর বিপদকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি, আমার পিতা কি অমঙ্গল করিতে পারেন, সেই বিপদেই তাঁহাকে বলিয়া দেয় তিনি কখনও অমঙ্গল করিতে পারেন না।

পাঁচ দিন যদি প্রার্থনার উত্তর না পাই সময়ে সময়ে কি এরূপ ভাব মনে হয় না, বুঝি ঈশ্বর আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; চারি দিকে অন্ধকার, কোথাও ঈশ্বর নাই, আমাকে বিপদে ফেলিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন। অপরাধীর কথা আর বুঝি তিনি শুনিবেন না। ঘোর পাপী আমি,এই মনে করিয়া বুঝি ঈশ্বর চির কালের জন্য আমাকে বিসর্জ্জন করিলেন। এই মনে করিয়া কত জন ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই ভাবে কেহই ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারেন না। যত দিন হৃদয় সরস থাকে তত দিন ঈশ্বরকে স্বীকার করিলে, আর যখন শুষ্কতা হইল, তখন ঈশ্বরকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ব্রাহ্মসমাজে আর এই ভাব শোভা পায় না।

যখন তোমাদের হৃদয় কঠোর হইয়া যায়, যখন বাহিরের সমুদয় ঘটনা প্রতিকূল হয়, তখন কি পিতার মঙ্গল মুখ জাজ্বল্য দেখিতে পাও? বিপদের সময় পিতার হস্ত হইতে যে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তখন কি বলিতে পার, পিতার হস্তের এই বাণ কখনও বিষময় নহে? যখন পিতা পদাঘাত করেন তখন কি সেই চরণ ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগৎকে বলিতে পার এই দেখ পিতার পদাঘাত কেমন সুমিষ্ট? যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পিতাকে স্পষ্ট রূপে দেখিতে না পাও তখন কি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পার এই দেখ পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার মুখ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কোথায় দয়াময় কোথায় দয়াময় বলিয়া হাহাকার করিব? যখন সংসার পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব হীন হইয়া ভয়ানক শ্মশান তুল্য বোধ হয় তখন কি বলিতে পার পিতা বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য সংসারকে এমন ভয়ানক করিয়া তুলিলেন? যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কি বলিতে পার যে, পিতার ইচ্ছা যে ইহা হইতে আমি নব জীবন লাভ করিব? ব্রাহ্মগণ! তোমরা জগতের মানচিত্র দেখেতেছ, কিন্তু কে আধ্যাত্মিক জগতের মানচিত্র দেখিয়াছে? ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে নানাবিধ অবস্থা আছে, নানাবিধ ঘটনা আছে। সংসারে যেমন কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও হর্ষ কখনও বিষাদ, কখনও সুখ কখনও দুঃখ; তেমনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে কখনও দিবা কখনও রাত্রি, কখনও প্রসন্নতা কখনও বিষাদ, কখনও ঈশ্বরদর্শন, কখনও ঈশ্বর বিচ্ছেদ, কখনও পুণ্যের অভাবে হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল, কখনও পুণ্যের সাহায্যে হৃদয় প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাব যদি বুঝিতে পারিতাম কখনই পিতাকে নির্দ্দয় বলিতাম না, অমুক নিয়ম এখানে এখন পালিত হইতেছে, অমুক নিয়ম তখন ঐ খানে পালিত হইয়াছিল এসকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতাম। ঈশ্বরের শত শত নিয়ম আমাদের চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই জন্য পরীক্ষার সময় অনেকে অবিশ্বাসী হইয়া মরিতেছেন ঈশ্বর মঙ্গলময় মুখে বলিলে হইবে না। কিন্তু যিনি অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রত্যেক অবস্থায় এবং ঘোরতম অন্ধকার মধ্যেও আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন তিনিই বাস্তবিক নিরাপদ। যতদিন, এই প্রকার নির্ভর না হয় ততদিন জীবনের স্থিরতা হইতে পারে না। অনেক হইয়াছে বলিয়া পথি মধ্যে অলস হইয়া থাকিও না। যদিও সহস্র ঘটনা দেখিতে পাও যাহা বুঝিতে পার না, যদিও দশ দিন ঈশ্বর দেখা না দেন, যদিও দিন দিন বিপদসাগরের তরঙ্গ বৃদ্ধি হয় তথাপি ভীত হইওনা, তথাপি ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলিওনা, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে সংশয় করিওনা। মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল হইতে পারে না। বিদ্যালাভ করি তাহাও মঙ্গল, বিদ্যালাভ হইল না তাহাও মঙ্গল। বাঁচিয়া থাকি তাহাও মঙ্গল, মরিতে হয় তাহাও মঙ্গল। অজ্ঞান এই জন্য যে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব! সুতরাং অজ্ঞানের অবস্থা মঙ্গলের কারণ, মৃত্যু এই জন্য যে তাহা হইতে নব জীবন লাভ করিব, বিপদ এই জন্য যে সম্পদের মূল্য জানিতে পারিব, অন্ধকার এই জন্য যে আলোকের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিব, রোগ এই জন্য যে সুস্থ হইয়া ভালরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব। প্রত্যেক ব্যাপারই মঙ্গলপূর্ণ। অতএব যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয় অকুতোভয়ে তাহা বহন কর। বিপদে ভীত হইও না, অন্ধকারে মুহ্যমান্ হইও না। সুখ, দুঃখ, সাময়িক সম্পাদ বিপদ উভয়ই কল্যান সাধনের জন্য প্রেরিত হয়, অতএব যাহা কল্যাণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া সেই মঙ্গলময়ের আজ্ঞা অনুসরণ করিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর-দর্শন।

২৫ শে বৈশাখ ১৭৯৩ মাসিক সমাজ।

আত্মার গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া যে সাধক এই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাইল, পৃথিবীর প্রতি অন্ধ হইয়া ঘটনার প্রতি বধির হইয়া নির্জ্জনে আত্মার গভীর স্থানে ভক্তির সহিত অবতরণ করিয়া যে উপাসক সেই পরমেশ্বরের নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ লাভ করিল, তাহার সঙ্গে কি পরমেশ্বর কোন আলাপ করিলেন, না সাক্ষাৎ দিয়া চলিয়া গেলেন? তাপিত চিত্তে সাধুদিগের নিকট গমন করিলাম, সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম, সরল ভাবে হৃদয়ের অনেক কথা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু হৃদয়ের গোপনতম, গূঢ়তম যে জিজ্ঞাসা তাহার উত্তর কে দিল? মনুষ্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শাস্ত্র কারেরা শাস্ত্রে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন, উপদেষ্টারা সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন; এবং সাধুরা জগতের হিতের জন্য আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্ধকারপূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল তাহার উত্তর কে প্রদান করিল? আমি অন্যের মুখ-বিনিঃসৃত যে সকল কথা তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি। সাধুদিগের চরিত্র আমার বুদ্ধির অগম্য হইয়াছে। অসাধুদিগের জীবনও আমি বুঝিতে পারি না। আমার সঙ্কীর্ণ চিত্ত আত্মার অন্ন পানের অভিলাষী, যে প্রশ্ন আপনাকে আপনি শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি সে প্রশ্নের উত্তর কে প্রদান করিল। অনেক লোকের সহবাসে উপকার হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে আমার পাপপূর্ণ আত্মার গভীর প্রশ্নের উত্তর হয় নাই। হে সচ্চরিত্র ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্ম ভ্রাতা! তোমার নিকট গমন করিতে চাই। তোমার নিকট অনেক পাইয়াছি; কিন্তু তুমি কি এমন সময় দেখিতে পাইয়াছিলে যে সময়ে আমার হৃদয়ের কোন গভীর অভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও মোচন করিতে পার নাই? সেই প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তোমারও মনে আছে, আমারও মনে আছে। তোমার যথা সাধ্য আমার উপকার করিতে তুমি বিধিমতে চেষ্টা করিয়া অবশিষ্ট ভ্রাতার জন্য অল্পই রাখিলে। আমার দারিদ্র্য মোচন করিতে ত্রুটি করিলে না; কিন্তু যে ধনের জন্য আমি চির দিন দরিদ্র হইয়া রহিয়াছি, যে জলের জন্য আমার চিত্ত তৃষ্ণাতুর রহিয়াছে, যে অন্নের জন্য আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল না, সে ধন, সে বারি, সে অন্ন তুমি কোথায় পাইবে? আমার অশ্রুজল তুমি মোচন করিতে পারিলে না। যতই সান্ত্বনাপূর্ণ প্রেম দানে আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে চাও ততই আমার অন্তরের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ধন্যবাদ তোমাকে, হে ব্রাহ্ম ভ্রাতা! হে সচ্চরিত্র ভদ্র! হে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু! ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যত দূর করিতে পারে তাহা তুমি করিলে। এখন ক্ষণকালের জন্য তোমার স্নেহ হইতে গোপনে গমন করি। আসিলাম ভ্রাতা বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজের হৃদয়কুটীর দ্বার বন্ধ করিলাম, অহঙ্কৃত মস্তককে বহু আয়াসে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুরূপ ভয়ানক তুফানকে একটি বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটী নাম করিলাম অসংযত মন স্তম্ভিত হইল। চতুর্দ্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জ্জন স্থানে, সেই রূপরহিত, বাক্যাতীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; হৃদয় অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি, ইহা কি? এই যে জ্যোতি ইহা কি সূর্য্যের জ্যোতি না অন্য কোন বস্তুর জ্যোতি? এই যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ইহা কাহার? পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির স্রোতঃ ইহা কোথায় হইতে আসিল? এই রূপরহিত জীবন্ত সত্তা, এই মূর্ত্তি কাহার? হৃদয়ের মধ্যে এই যে সুখ উথলিত হইতেছে এই সুখ কোথা হইতে? যাঁহার স্নেহ দেখিতে পাই না, ইনিই কি সেই স্নেহময় ঈশ্বর? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ, ইহা কি স্বপ্ন? ইহা কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পূর্ব্বে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে ছিলাম, এক্ষণে এই পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষ নয়নে তাহা দেখুক; চক্ষু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দেখুক, কর্ণ যাহা শুনিয়াছে তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শুনুক, কারণ অনুসন্ধানে এতব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃতজ্ঞ হও যে অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই, এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছ ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাঁহাকে সম্ভোগ কর। "বল, হে করুণা সিন্ধু পরমেশ্বর! কি বলিলে, পুনর্ব্বার বল শ্রবণ করি। হে রূপরহিত, নামরহিত! আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয়া একবার যাহা দেখাইলে পুনর্ব্বার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকি; একবার যাহা বলিলে, পুনর্ব্বার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছি। পিতা! যাহা দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, আর এমন শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধু বান্ধবের নিকট ও পাই নাই। কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম।" এই রূপে যাঁহার প্রকাশে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন? অন্তরের গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা

হইল? স্থির হও, ইহা অতি সহজ, অতি সামান্য কথা। পরমেশ্বরের করুনার পর করুণা, স্নেহের পর স্নেহ, এবং আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত গত জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। সেই যে করুণা সেই যে স্নেহ, গত জীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, যে করুণার প্রতিমা সমুদয় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ যে করুনার সাক্ষ্য দান করিতেছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা যাঁহার, তাঁহার আশ্রয় লাভ কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সকলের আশ্রয়দাতা সেই পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবেন, তোমার অন্তরের গভীরতম অভাব মোচন করিবেন। তাঁহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে। সাবধান সেই জিজ্ঞাসাতে কেহ যেন নিরস্ত না হয়েন। সেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না। এবং সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন, এবং নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্নের উত্তর পাইবে না। প্রকৃত রূপে হৃদয়ের দারিদ্র্য দূর করিবার এক মাত্র উপায় স্বয়ং পরমেশ্বর। যে ধন তুমি চাও পৃথিবীতে সে ধন নাই, যে জলের জন্য তুমি তৃষিত, মর্ত্ত্যে সে জল নাই, তাহা স্বর্গে প্রবাহিত হইতেছে, যে অন্নের জন্য তুমি ক্ষুধিত, তাহা প্রচুর পরিমাণে স্বর্গে প্রস্তুত হইতেছে। সে ধন, সে জল, সে অন্ন, মনুষ্যের নিকট অন্বেষণ করা বৃথা। মনুষ্য যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; পুস্তক যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; নিজের হৃদয় যাহা দিতে পারে, এবং যাহা দিতে পারে না; এত কাল পরেও কি তাহা জানিলে না? তবে আর কেন পুস্তক পাঠ করিয়া মনুষ্যের দ্বারে গিয়া এবং নিজের মনকে নিষ্পীড়ন করিয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়া মর। চল যাই নিজনিকেতনে, সেই মাতার দ্বারে চল; সেই পিতার দ্বার আঘাত কর, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল তাঁহার নিকট পাইব। সদাব্রত যাঁহার দ্বারে, তিনি কি আমাদিগকে মরিতে দিবেন? প্রেমসিন্ধু যাঁহার নাম, তাঁহার সম্মুখে কি এই জীবন শুষ্ক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে? গত জীবন সাক্ষী দিতেছে ইহা অসম্ভব। সমস্ত আকাশ তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া চতুর্দ্দিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতেছে। নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বারা সন্দেহ দূর হইবে, অন্ধকার চলিয়া যাইবে। তাঁহারই নিকট, ক্ষুধার অন্ন এবং তৃষ্ণার বারি লাভ করিব। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভাব দূর করিবেন।

হে করুণাসিন্ধু! তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার ভাষাতে বল, আমি শ্রবণ করি, আমি মুক্তি লাভ করি। তোমাকে ভুলিয়া তোমার প্রেম নির্ম্মিত বস্তু সকলের দ্বারা আত্মার গভীর অভাব দূর করিতে গিয়াছিলাম, তাহাও কি কখনও সম্ভব? তোমাকে ছাড়িয়া তোমার সৃষ্ট উপকরণ দিয়া কখনও কি আত্মার শান্তি হয়? আপনার মুখে আপনার অভাব বলিব; তোমার হস্ত হইতে তোমার ধন লইব। তোমার প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিয়া জীবন পথে চলিব এই আমাদের মানস। তুমি নিজ হস্তে অন্তরের তুফানকে স্থির কর। এমন শিক্ষা দাও, আর যেন সংসার গরল ক্ষেত্রে সুধা অন্বেষণ করিতে না হয়। নির্জ্জনে তোমার প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখাইয়া চক্ষুকে বিমোহিত কর; এবং তাপিত আত্মাকে শীতল কর।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্তপ্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" হইতে গৃহীত।

দাদূ পন্থী।

([illegible] পৃষ্ঠার পর।)

৩১। ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। অতএব উৎকণ্ঠায় প্রাণ ত্যাগ করিও না, শ্রবণ কর।

৩২। ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া, সকল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিলেও কিছু ফল লাভ হইবে না। মূঢ়! সাধুগণ বিচার করিয়া কহেন, ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল।

৩৩। সেই নিগূঢ়-জ্ঞান- নিধানে যাঁহার মন লগ্ন হইয়াছে, তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ থাকিয়া যৎ কিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। শুদ্ধচিত্ত সাধুগণ সেই নিরঞ্জন নাম গ্রহণ করেন।

৩৪। কামনা-শূন্য হইয়া, যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রহণ কর, কারণ জগদীশ্বর যাহা বিধান করেন, তাহা কখনই দূষ্য নহে।

৩৫। নিরাকাঙ্ক্ষ হও, এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয় তাহা যদি এক গ্রাস মাত্রও হয়, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।

৩৬। পরমেশ্বরেতে যাঁহাদিগের প্রীতি আছে, তাঁহাদিগের নিকট সকল রস সাতিশয় সুমিষ্ট। যদি তাহা বিষপূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহারা কটু বলি-

বেন না,। বরঞ্চ তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।

৩৭। হরিনাম গ্রহণের জন্য যদি বিপত্তি ঘটে, সেও মঙ্গল। দুঃখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আরাম বিনা যে সুখ সম্পত্তি তাহাই বা কি কর্ম্মের।

৩৮। এক মাত্র পরমেশ্বরকে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মন স্থির নহে। সে বহু ধনপতি হইলেও দুঃখ পায়। চিন্তামণি অমূল্য ধন।

৩৯। যে মনের বিশ্বাস নাই তাহা চঞ্চল ও অব্যবসায়ী; নিশ্চয় জ্ঞানবিহীন হইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়।

৪০। যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব সুখ অথবা দুঃখ কিছুই বাঞ্ছা করিও না। সুখের প্রার্থনা করিলে দুঃখেরও ঘটনা হইবে। পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না।

৪১। যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্গও কামনা করিও না, এবং নরকভয়েও ভীত হইও না। যাহা নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল তাহাই হইয়াছে।

৪২। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমার হৃদ্গত হউক।

৪৩। যাহা হইবার তাহা হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না। যাহা তোমার গ্রাহ্য তাহাই গ্রহণ কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিও না।

৪৪। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে, অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিজ মস্তকে ভার গ্রহণ কর? পরমেশ্বরকে সর্ব্বোপরি করিয়া জান এবং সংসারের কৌতুক দেখ।

৪৫। হে জগদীশ্বর! তুমি যেমন জান, আমাকে তেমনি অবস্থায় স্থাপন কর, আমি তোমারই অধীন। শিষ্যগণ! তোমরা অন্য দেবতাকে দর্শন করিও না, অন্য স্থানে ভ্রমণ করিও না, কেবল তাঁহারই নিকট গমন কর।

৪৬। আমার এই কথা যে, যে পরিমাণে পরমেশ্বরের ভাবে ভাবী হইবে, সেই পরিমাণে তোমার সুখ লাভ হইবে। দাদূর অন্তঃকরণ দিবা নিশি ঈশ্বরের ভাবে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৫৭। কর্ত্তা পুরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা দূষ্য বলা যায় না। যাঁহারা তাহাতেই তৃপ্ত আছে, তাহারাই তাঁহার সাধু সেবক।

সংবাদ।

সম্প্রতি বিলাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবানুসারে এক খানি ইংরাজী 'প্রার্থনাপুস্তক' মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের মাননীয়া ভগ্নী মিসকব কর্তৃক তাহার ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত প্রার্থনা একত্রিত হইয়াছে। তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুগত উপাসনা পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা, গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতা সমস্ত খৃষ্টীয়ান সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বিগত ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার শামবাজার ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শত লোক সমাগত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সে দিবস উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি 'যোগ' বিষয়ে একটি গভীর উপদেশ দেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে গূঢ় উপাসনা ও ঈশ্বরের সহিত জীবন্ত যোগ বিশেষ প্রয়োজন। যাহা না হইলে ব্রাহ্মসমাজের জীবন ও শক্তি কখনই লক্ষিত হইবে না।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বাহির হইয়াছে। বাঁধান ১৷০ এবং সাদাসা কভর দেয়া ১৷৷০ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হুগলি জেলার অন্তর্গত মান্দাড়াই ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

বিগত রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে "স্বার্থপরতা" বিষয়ে অতি গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় স্বার্থপরতা দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সংসারের ধন সম্পত্তি সুখ ঐশ্বর্য্যের জন্য, দ্বিতীয়তঃ আপনার পরিত্রাণ, আপনার সাধুতা সঞ্চয় করিবার জন্য। একটি নীচ শ্রেণীর ও অপর উচ্চ শ্রেণীর। কর্ত্তব্য বলিয়া উপকার সাধন তত নিঃস্বার্থ নহে। আপনাকে অপরের সহিত একীভূত করাই প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভাব "আত্মবৎ প্রতিবাসীকে প্রেম কর" ইহা উৎকৃষ্ট নীতি নহে ও স্বার্থপরতার বিনাশও নহে, কিন্তু অপরের ন্যায় আপনাকে প্রেম কর ইহা উচ্চ অঙ্গের বৈরাগ্য। এই অবস্থায় 'আমি' শব্দের অর্থ অন্যের প্রতি প্রেম। ঈদৃশ আমিত্বকে যে ভালবাসে সে অপরকে ভাল বাসে।

অদ্য ব্রহ্মমন্দিরের মাসিক দান সংগৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

চৈত্র ১৭৯২ শক।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের স্থিতি	৸৶১০
মাসিক দান	৭৯৲
এক কালীন দান	৯১৲
উৎসব উপলক্ষে	২৲
ক্ষুদ্র আয়	২৸/১০
পুস্তক বিক্রয়	২৬॥/০
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের গচ্ছিত ...	১৯৯॥৶০
	৪০২৲

ব্যয়।

বাটী ভাড়া	৩০৲
পাথেয়	৩১৸/০
উপজীবিকা	১৪৭।/১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	১০॥/১৫
অপরের গচ্ছিত শোধ	১৮১৸/০
অবশিষ্ট	।৶১৫
	৪০২৲

এক কালীন দান।

চুচুড়া ব্রাহ্মসমাজ	১০/০
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	২০৲
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	১০৲
রঙ্গপুর সংগত সভা	২০৲
ধর্ম্মতত্ত্ব	২৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত	৫৲
	৯১৲

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকার ...	২৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	১॥০
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	১৲
" " প্রসাদদাস মল্লিক ...	১৲
" " প্রসন্নকুমার বসু ...	১॥০
" " যাদবচন্দ্র রায় ...	১৲
" " গোবিন্দচাঁদ ধর ...	৫৲
" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৲
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক ...	॥০
" " মধুসূদন সেন ...	১৲
" " কেদারনাথ রায় ...	১৲
" " কৃষ্ণদয়াল রায় ...	১৲
" " জয়কৃষ্ণ সেন ..	১৲
" " দীননাথ মজুমদার ...	২৲
" " নীলমণি ধর ...	১৲
" " হরকালী দাস ...	॥০
" " প্রসন্নকুমার চৌধুরী ...	॥০
" " জয়গোপাল সেন ...	৫৲
" " তারকনাথ দত্ত ...	১৲
" " গিরিশচন্দ্র সেন ...	১৲
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী ...	১৲
ব্রহ্মমন্দির	২০৲
গাজিয়াবাদ ও টুণ্ডুলা ব্রাহ্মসমাজ ...	৫৲
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
কাগ্মারী ব্রাহ্মসমাজ	॥০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৬৲
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	১২৲
	৭৯৲

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের স্থিতি	৬২।০
দানসংগ্রহ	১৮।৶৫
নির্দ্দিষ্ট আসন	১২৫৵০
মাসিক দান	১৲
এক কালীন দান	২।৶১০
হাওলাত	১৫৶০
	২২৪।৶১৫

ব্যয়।

আলোক	৯৫৵১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	৫০৶১৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	৬৵১০
দ্রব্যাদি ক্রয়	৩৩৸/৫
প্রচারের মাসিক দান	৩৯/১০
	২২৪।৶১৫

নূতন পুস্তক।

English visit.	
Farewel' soiree	
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ	
উদারতা	/০
ঐ ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধু জীবন	/০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	১৸০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুরস্থ ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা জ্যৈষ্ঠ, তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্নবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ স্নুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১০ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
ডাক মাসুল ১।০

প্রার্থনা।

চিরসহায় দীনদয়াল প্রভো! এই সংসারে আসিয়া কি করিলাম, কেবল ত অসার পদার্থ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিলাম, তুমি আমার কে? একথা ত নির্জ্জনে একদিনও ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম না, নাথ! তুমি আমার কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া হৃদয়ের সকল সংশয় দূর কর। পৃথিবীর সুখ সম্পদ ঐশ্চর্য্যই কি সর্ব্বস্ব না তদ্ব্যতীত আর কিছু আমার আছে? যাহা চিরদিনের অক্ষয় ধন। পিতঃ সংসারে প্রকৃত সুখ কি, ধন কি, শান্তি কি, জীবন কি, তাহা একবার হৃদয়ে দর্শন দিয়া আমায় বলিয়া দেও, এই সুন্দর বাক্য গুলি সাধুমুখে শুনি, পুস্তকে পাঠ করি, কিন্তু অদ্যাপি ইহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইতে পারিলাম না। সংসারে থাকি, আহার পান করি, আপনার কার্য্য কর্ম্ম দেখি; কিন্তু চিরদিন আমি কি লইয়া থাকিব, এখানেই বা জীবনে কি করিব, তাহাও বুঝিতে পারি নাই এবং তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। হৃদয় এমন অসাড় ও পাপাসক্ত যে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, ধর্ম্মের অনেক কথাও শুনিয়াছি কিন্তু তুমি আমার ঈশ্বর, পিতা আশ্রয় এ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। প্রভো! বল দেখি সত্যই কি তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, সুখ সম্পদ, পিতা মাতা? তবে কেন মিথ্যাকে সত্য বলি, গরলকে অমৃত বলি, মৃত্যুকে জীবন বলি, সংসারকে সার বলি? হিংসা করিয়া নিন্দা করিয়া, রাগ করিয়া, পরস্পরকে কষ্ট দিয়া ও বিষনয়নে দেখিয়া নারকী পাতকী হই? পিতা আমি তোমাকে চিনি না জানি না, তাই পাপ করি, অধর্ম্ম করি, কুকার্য্য করি। যদি কৃপা করিয়া চিনিতে দেও, তবে চিনিতে পারি, জানিতে দেও তবে জানিতে পারি। নাথ! তোমাকে না চিনিলে না জানিলে আমার উপাসনা প্রার্থনার ত কোন অর্থ নাই। আজ বিনীত হৃদয়ে তোমার চরণে এই ভিক্ষা, যেন তোমাকে চিনিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি।

ধ্যান।

আমরা জীবনের অধিকাংশ সময় বহির্জ্জগতেই বাস করি, তাহাতেই বিচরণ করি ও তাহাতেই জীবিত থাকি, সুতরাং আধ্যাত্মিক জগৎ যে আমাদের নিকট কল্পনা, ছায়া ও অজ্ঞাত প্রেহেলিকা বলিয়া প্রতীত হইবে

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের সুখ সৌভাগ্য, বল আশা অধিক পারিমাণে বাহিরেই বদ্ধ থাকে, এই জন্য ধর্ম্মের নির্ম্মলতর আনন্দ শান্তি, সুখ সৌভাগ্য আমরা অল্পই অনুভব করি। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বলিয়া অনেকের নিকট তাহা শুষ্ক নীরস হইয়া দাঁড়ায়। পরলোক, প্রার্থনা, ঈশ্বরদর্শন, তাঁহার আদেশ শ্রবণ প্রভৃতি ধর্ম্মের নিগূঢ় দুর্ব্বোধ্য সত্যের যাথার্থ ও বাস্তবিকতা বিষয়ে হৃদয়ের সংশয় ঔদাসীন্য এবং অনাস্থা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে বাহ্য অবলম্বন আছে বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মের বাস্তবিকতা, সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ তত না হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, হে ব্রাহ্ম! বল দেখি। 'ঈশ্বর' এ শব্দটী কি কেবল তোমার হৃদয়ের ভাব, কি বুদ্ধির প্রকৃতিগত সিদ্ধান্ত, না তোমার আত্মা ঐ শব্দানুভূত কোন স্বতন্ত্র সত্তার বাস্তিকতা স্পর্শ করে? 'পরলোক' ইহা কি তোমার আশা ও ইচ্ছানুগত ভাবের কোন অর্থশূন্য অলক্ষিত অজ্ঞাত রূপান্তরিত বিষয়, না ইহার কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে? প্রার্থনা, ইহা কি কেবল তোমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়ম, না ইহা দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধগত অবস্থার অপ্রতিহত ফল? এ প্রশ্ন কে মীমাংসা করিবে? বাহিরের কোন প্রমাণ ইহার সিদ্ধান্তে সহায়তা করিতে পারে না। তবে এই গভীর অতলস্পর্শ সাগরের নিম্নস্থ সম্পাদ্য কে প্রতিপন্ন করিবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি বিস্তীর্ণ সত্যসাগরের বিন্দু বিন্দু বারি নিজ হৃদয়ে পান করিয়া কৃতার্থ হন। ফলতঃ এই সকল সত্য যত দিন কেবল ভাবের বিষয় থাকিবে ইহার স্বতন্ত্র সত্তার প্রত্যক্ষ বাস্তবিকতা অনুভূত না হইবে, তত দিন মনুষ্যাত্মা ধর্ম্মের অগাধ সাগরের নিম্ন প্রদেশে ডুবিয়া অমূল্য সত্যরত্ন সঞ্চয় করিতে পারিবে না এবং ধর্ম্মজীবনেরও আস্বাদন পাইবে না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মালম্বীদের অবস্থা হইতে ব্রাহ্মদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অসদৃশ। এরূপ গুরুতর অবস্থায় কোন সম্প্রদায়কে অদ্যাপি পড়িতে হয় নাই। ব্রাহ্মেরা কেবল ভাব, বুদ্ধিগত স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা, কি সত্তাবিহীন আশা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন না। কোন গভীরতর বাস্তবিকতার রাজ্যে প্রবেশ না করিলে কদাপি জীবনে ঈশ্বরের জ্বলন্ত অনল সদৃশ গভীর সত্য প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মজগতের প্রত্যেক উচ্চ সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা। সেই অবস্থা লাভ করিবার বিশেষ উপায় ধ্যান। এই আধ্যাত্মিক ধ্যান ধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ। ঈশ্বরকে নিকটস্থ করিতে হইলে ইহা প্রত্যেকের অবলম্বন করা বিধেয়। সাধক ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন, সেই রূপ নাম শব্দ বিবর্জিত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া অলোকসামান্য ভুবনমোহন আলোক সন্দর্শন করেন, এবং স্বর্গের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান। জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাব দর্শন, তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ উপলব্ধি ও তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে নির্জ্জনে নিদিধ্যাসন একান্ত প্রয়োজন। তবে প্রকৃত ধ্যানের তাৎপর্য্য হৃদ্গত না হইলে তাহা দ্বারা কেবল কল্পনা শক্তিই মনে অধিক পরিমাণে উদ্দীপ্ত হয়; কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রণালী সহকারে ধ্যান করিলে সত্যের পরম রমণীয় রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়। প্রতি ব্রাহ্মের ধ্যানকে জীবনের সহিত গ্রথিত করা চাই। ধ্যান রূপ দ্বার দিয়া আমরা ধর্ম্মের তিনটী উচ্চ স্বর্গীয় অবস্থা লাভ করিতে পারি। তাহার প্রথম অবস্থায় আধ্যাত্মিক জগৎ জড় জগতের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যেমন বাহ্য জগৎ বাস্তবিক

সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ ধ্যানের অবস্থায় আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বর, পরলোক ও তাঁহার সহিত যোগ প্রত্যক্ষ হয়। এবং বহির্জগতের অসারতা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়,।

ইহার দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত একত্ব সংস্থাপিত হয়। তিনি আর আমি, আর আমার কাহারও সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ নাই, চিরদিন তিনি আমাতে আমি তাঁহাতে, "তাঁহাতেই আমি বাস করি তাঁহাতেই বিচরণ করি ও তাঁহাতেই জীবিত থাকি" ঈদৃশ একত্ব সংস্থাপিত না হইলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, ধর্ম্ম কেবল জীবনের উপরি ভাগে ভাসে; কিন্তু গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হয় না। সমাজ, সাধুসঙ্গ, বাহিরের উপাসনা, মনুষ্যের সাহায্য ও বাহ্য অবলম্বনকে অতিক্রম করিয়া যে অবস্থায় ভক্ত আপনাতেই আপনি আনন্দিত হন, ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করেন ও তাঁহার আদেশ উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, এই সেই ধ্যানের অবস্থা। সমস্ত পৃথিবী এক দিকে, আর তাঁহার সমস্ত ভাব অন্যদিকে। যখন জীবনের তাবৎ সুখ এক স্থানে আবদ্ধ হয়, তখন তাঁহার আত্মাই সকল সুখ শান্তির আলয় হয়, সকল সৌন্দর্য্য পুণ্যের প্রস্রবণ হয়, প্রকৃত স্বর্গরাজ্য কি তাহা জীবনকে আলোকিত করে। এঅবস্থায় সকলেরই মনশ্চক্ষু অতীন্দ্রিয় পদার্থে নিয়ত উন্মীলিত। আমাদের ধর্ম্মের সকল ব্যাপারই আন্তরিক, সুতরাং ইহাকে অন্তরের নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু না করিয়া তুলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মগণ! দেখ এ ধ্যান কেবল শূন্য চিন্তা নহে, আপনার কল্পনার চরিতার্থতাও নহে। কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ জীবন্ত উপলব্ধি।

ইহার তৃতীয় অবস্থায় ঈশ্বরের সত্তার সহিত সাধুর সমস্ত প্রকৃতি অনুস্যূত হয়। বাস্তবিক যিনি অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত ক্রিয়া সাধন করিতেছেন, তিনিই এই সামান্য মনুষ্যের অন্তরে বাহিরে বাস করিয়া তাহার সমস্ত জীবনকে আপনার সত্তার মধ্যে জীবিত রাখিতেছেন। প্রকৃতই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জীবনী শক্তি তিনি, সমুদায় আত্মার প্রাণও তিনি, ইহার বাস্তবিকতা অনুভব হইলে ঈশ্বর আত্মার প্রকৃতিগত হইয়া যান, তাঁহার সমস্ত ভাব অন্তরাত্মায় শোণিত রূপে প্রবাহিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাতে অভিষিক্ত, চিন্তা তাঁহাতে অভিষিক্ত, ইচ্ছাও তাঁহাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তখন জীবনের গভীরতার মধ্যে ঈশ্বর উপবিষ্ট হন, আর তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। এই সকল উচ্চ অবস্থা ধ্যানদ্বারা সংসাধিত হয়।

কিন্তু এই ধ্যান কি প্রকারে জীবনে অবলম্বন করিলে প্রকৃত পক্ষে তপস্যা সিদ্ধ হইতে পারে? বাহ্য জগৎ হইতে মনের প্রতিনিবৃত্তি, হৃদয়ের একাগ্রতা। ধ্যানের সময় মন আর কোন দিকে ধাবিত হইবে না কেবল সেই অন্তর্জগতে প্রবৃষ্ট হইয়া জীবনের প্রকৃত ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ের মধ্যে সংস্থাপন করত আত্মার একটি মাত্র বিষয় দর্শনীয় হইবে, আর অন্য কোন ভাব নাই, ইচ্ছা নাই, চিন্তা নাই। যাহা বাস্তবিক তাহা অবাস্তিক হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু মনের একাগ্রতা, চিন্তা এবং আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অনুভব এই কয় ভাব দ্বারা তাহা জীবনের নিকট বাস্তবিক রূপে প্রকাশিত হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নিরাকার পদার্থের আবার ধ্যান কি? ইহাতে কেবল কল্পনাই বৃদ্ধি হয়? কিন্তু ইহা বাস্তবিক নহে, বাস্তবিক পদার্থকে সত্য করিয়া দেখিব ইহাই ধ্যানের নিকটস্থ ও প্রত্যক্ষ ফল, তাহা না হইলে বরং ঐ বিষয়ে কল্পনা ছায়ার ভাব আরও রহিয়া যায়। ব্রাহ্মগণ! তোমরা প্রতি দিন নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যানসহকারে ঈশ্বরের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ, ও যোগ উপলব্ধি কর, ধর্ম্মজীবনের

প্রকৃত পবিত্র মধুর আস্বাদন পাইবে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ তুচ্ছ হইবে, দিবসের সূর্য্যালোকের ন্যায় হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইবে।

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি নভেৎ।
তস্য তুচ্ছং সকলং॥
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবে রভ্যুদয়ে।
ভাতি তত্ত্বং বিমলং"॥

"চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম"

(৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রিয়দর্শন চৈতন্য কিছু দিন এই ভাবে তথায় অবস্থান করিয়া ভক্তির কোমল ভাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে হৃদয়ের প্রগাঢ় উন্মত্ততা জন্মিল। একদা সহসা ঘটনাক্রমে আগন্তুক বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যিনি যৌবনের সুললিত সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, দেখিতে অতি প্রশান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি বশতঃ প্রথম দর্শনেই অপরিচিত ব্যক্তির ও হৃদয় মন যাঁহাতে আকৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ হৃদয় অতি কোমল ও সুমধুর বলিয়া সকলের নিকট যিনি আত্মীয় ও পরম বন্ধু বলিয়া পরিগৃহীত হইতে সক্ষম, তিনি কে? সকলেরই ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়, ইনিই সেই নিত্যানন্দ। তাঁহার পিতার নাম হাড় ওঝা ও জননীর নাম পদ্মাবতী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কান্‌নার সন্নিকট একচাকা গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাস বলেন যে চৈতন্যের জন্ম দিবসই তাঁহার জন্ম দিবস। নিত্যানন্দের তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে এই রূপ জনপ্রবাদ আছে, যে এক দিন এক সন্ন্যাসী হাড়াই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐ পরমসুন্দর দ্বাদশবর্ষীয় শিশুকে সন্দর্শন করিবামাত্র তাঁহার মনে এক অযত্নসম্ভূত অনুরাগ সঞ্চারিত হইল, তিনি তৎপ্রতি এত দূর আসক্ত হইলেন যে ঐ বালককে না পাইলে তাঁহার হৃদয় কিছুতেই সুস্থির হইল না। ইহা কেমন একটী প্রকৃতির অপূর্ব্ব ঘটনা যে যাঁহাদের ভাবী স্বর্গীয় নিয়তি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তাঁহাদের বাল্যাবস্থাই কেমন অপরের হৃদয় মন আকর্ষণ করে, এমন কি তাঁহাদের প্রথম দর্শনেই আত্মা অতর্কিত ও অজ্ঞাত ভাবে অনুরাগী হয়। অবশেষে তিনি ঐ বিষয়ক স্বাভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলেন। নিত্যানন্দের পিতা অতিথীর ঈদৃশ হৃদয়ভেদী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিষন্ন হইয়া গেলেন অবশেষে একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার প্রার্থনা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল, কিন্তু জননীর প্রাণ কি এই নিদারুণ অভিলাষে সুস্থির থাকিতে পারে? তিনি যখন শুনিলেন তাঁহার পতি ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন তখন চিৎকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়কে দ্বিখণ্ড করিয়া কে লইয়া যাইতেছে, হায়! এমন হৃদয়ের স্নেহের ধনকে স্বহস্তে কে ফেলিয়া দিতে পারে? যে জননী পুত্রের মৃত দেহ কখন ক্রোড় হইতে ছাড়িতে পারেন না, সেই জননী কি আত্মজকে বিতরণ করিতে পারেন? কিন্তু অপরদিকে ধর্ম্ম ভাবেরও কি মহীয়সী শক্তি। হাড়ওঝা অতিথীর সৎকারের জন্য ও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র দিতেও বাধ্য হইলেন। ধর্ম্মের কি অলৌকিক শক্তি! মনুষ্য যাহা কল্পনাতেও ভাবে নাই স্বপ্নেও দেখে নাই ধর্ম্মরাজ্যে সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়। এই সূত্রে নিত্যানন্দ অল্প বয়সেই তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে সেই প্রসঙ্গে তিনি গয়াধামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেই প্রেমময়ের অজ্ঞাত সাধুতা ও প্রেমের নিয়মে উভয়ের সংঘটন হয়।

চৈতন্য তিন দিন ধর্ম্মে এত দূর মত্ত হইয়া গেলেন যে সংসার একেবারে বিস্মৃত হইলেন, আর তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না, দিবা নিশি ঐ মধুর নামরসে নিমগ্ন। অবশেষে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন, অবশেষে বৃন্দাবন লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন; অবশ্য তৎকালে ভাগবত বিবৃত কৃষ্ণলীলা তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইয়া মনকে বিগলিত করিয়াছিল। তখনও তাঁহার ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব মনে স্থাপিত হয় নাই, প্রকৃত জীবনের উচ্চ আদর্শ ও ভক্তির নিগূঢ় সাধন এ সকল কিছুই হৃদগত হয় নাই, কেবল ভাবে চালিত হইতেছেন। অতঃপর পথি মধ্যে যাইতে যাইতে হৃদয়াকাশে এক অশব্দ বাণী শ্রবণ করিলেন "বৎস! তুমি এখন যাইও না;" চৈতন্য আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন তিনি কেন হৃদয়ের এতাদৃশ বেগ সম্বরণ করিলেন? কারণ উহা ঈশ্বরের আদেশ। যে ঐ আদেশ শুনিতে পায় এবং শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে তাহার সদগতি হয়, জীবন পবিত্র হয়, এবং সে পরিত্রাণের অমৃত রস আস্বাদন করে। মনুষ্যজীবনে ঐরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। উহাই তাঁহার পলায়িত দুরন্ত সন্তানকে ধরিবার সুযোগ, নিবিড় অন্ধতমসাবৃত অবস্থায় আলোক, জীবন স্রোতের গত্যন্তর। চৈতন্যের সাধ্য কি আর পদ সঞ্চালন করিতে পারেন, কেবল কর্ত্তব্যের গুরুভারে তাঁহাকে চালিত হইতে হইল। ইহা যে রাজশাসন তাই তিনি অমনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন, ইহা কঠোর তাই আপাততঃ সুখকর ব্যাপারে পড়িয়া মনুষ্য ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হয়। যাহার মন ধর্ম্মপ্রবণ ও বিনীত সে উহা শ্রবণ করিবামাত্র ভীত হয় এবং তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব জীবনের গতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়; অনিচ্ছায় অগত্যা তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এ দিকে শচী পুত্রকে সমাগত দেখিয়া আনন্দমনে কতই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া তীর্থের দেবপ্রসাদ সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং তথায় যাহা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা বন্ধু বান্ধবদিগকে বলিতে লাগিলেন।

প্রেমরাজ্যের গভীরতা ও সৌন্দর্য্য।

যে সাধক বাহিরের অসার কার্য্য, নিকৃষ্ট চিন্তা, বৃথা ধর্ম্মাভিমানের আংশিক ও পুরাতন প্রণালীগত সাধন ভেদ করিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য বিশ্বাস নেত্রে সেই প্রেমময় পিতাকে হৃদয়ে অবলোকন করিয়াছেন, যিনি পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া ব্যাকুলতার সহিত একবার সেই প্রেমসিন্ধুনীরে অবগাহন করত তাপিত প্রাণকে শীতল করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন দয়াময় পিতার প্রেমরাজ্যের কি অসীম গভীরতা! কি মনোহর সেখানকার সৌন্দর্য্য! সেই অতলস্পর্শ গভীর প্রেমসাগরে যতই নিমগ্ন হওয়া যায়, পৃথিবীর ভাবনা চিন্তা, সংসারের কঠোর নির্যাতন বিস্মৃত হইয়া যতই সে দিকে ধাবিত হওয়া যায়, ততই নূতন অভাবনীয় ক্রিয়া সকল সন্দর্শন করিয়া হৃদয় মন কৃতার্থ হইতে থাকে। সেখানে ভাবেরও অন্ত নাই, যোগেরও বিরাম নাই। আশা ও উৎসাহের জ্যোতিতে হৃদয়মন্দির আলোকিত হয়। রসনা মুহুর্মুহু তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া যায়। পুরাতন ভাব, পুরাতন সত্য নববেশে সজ্জিত হইয়া দীন দরিদ্র শরণাগত সাধকের মনকে চরিতার্থ করে। প্রেমময়ের পবিত্র সহবাসের সুমন্দ মধুর হিল্লোলে ভক্তিকমল বিকশিত হইয়া মধু গন্ধে সমস্ত জীবনকে আমোদিত করিতে থাকে। এক একবার সেই প্রেমসাগরের তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ভক্তবৎসল পিতা ভক্তের

মনোবাঞ্ছা যখন এই রূপে পূর্ণ করেন, তখন তাঁহার সন্তানের কণ্ঠ অবরোধ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উথলিয়া উঠে, সে ভাব ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তিনি কেবল অনিমেষে সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন। তৎকালে সকলই অবক্তব্য, তাঁহার এক গুণ আশা সহস্র গুণে পূর্ণ হইয়া যায়। সেই স্বর্গীয় আনন্দ যিনি একবার সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য হেরিয়া যাঁহার মন একবার ভুলিয়াছে, তিনি সংসারের কোন সুখের মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। সেই অনির্ব্বচনীয় সংসারাতীত প্রেমানন্দে যাঁহার চিত্ত মগ্ন হইয়াছে তাঁহার সৌভাগ্য বিপুল বিভবশালী নরপতির সৌভাগ্য অপেক্ষাও মুল্যবান্। তাঁহার ভজন সাধন তাঁহার জ্ঞান অনুষ্ঠানই যথার্থ। তিনি নিরাশায় অবসন্ন হইয়া, এবং গূঢ় সংশয় অবিশ্বাসে অস্থিরপ্রাণ হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে ধর্ম্ম সাধন, করিতে পারেন না। ভগ্নান্তঃকরণে ও শোকে বিষণ্ণ হইয়া বৃথা ক্রন্দন বিলাপে তিনি কাহারো বিরক্তি উৎপাদনও করেন না।

ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ব্যাপার লইয়াই যাঁহারা ভুলিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রেমসিন্ধুতটে বসিয়া পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের দুঃখের অবধি নাই। তাঁহারা অবিভক্ত হৃদয়ে পিতাকে ডাকিতে পারেন না। কি জানি তিনি কোন্ বিপদে ফেলিবেন, কোন্ দুর্গম অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন এই ভয়ে এবং সংশয়ে হৃদয় খুলিয়া কিছু বলিতে পারেন না। সংসারে শান্তি নিরাপদ থাকুক, পরিত্রাণও হউক। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব? সভ্য ভব্য সামাজিক জীব হইয়া নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা এক প্রকার, এবং ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া তাঁহার চরণামৃত পান, তাঁহার প্রেমের প্রসাদ লাভ অন্য প্রকার। যথার্থই যদি তোমার জীবনে জ্ঞানকৃত অপরাধ অবিবাদে রাজত্ব করে, এবং তাহার জঘন্য নীচ ভাব বিবেকের চক্ষে পতিত হয়, তবে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই উপাসনা প্রার্থনা বন্ধ করিতে হইবে। যখন তুমি জানিলে আপনিই আপনার পরিত্রাণের প্রতিবন্ধক, তখন তোমার প্রার্থনার বাক্য ও ভাব নিঃশেষ হইয়া গেল। কে বলিতে পারে যে আমি ধর্ম্মের আদেশ সকলই পালন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং আমি সংসারে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতেছি? সত্যকে সাক্ষী করিয়া কার সাধ্য একথা বলিবে? আংশিক সাধনে তৃপ্তি নাই। আপনি আপনার হাতে যদি জীবনের গুরুভার গ্রহণ করি তবে আর কেমন করিয়া শান্তি পাইব। নিশ্চয় যাহারা সেই প্রাণস্বরূপকে প্রাণ দিবে না তাহারা প্রাণ পাবে না। তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মরাজ্যে তিষ্ঠিয়া থাকা বড় কঠিন। সামাজিক জীব হইয়া থাকা যাইতে পারে এই মাত্র। যথার্থই যদি কাহার হৃদয় পিপাসার্ত্ত হইয়া থাকে, তবে তিনি আর যেন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকেন। আপনার হস্তে ভার লইয়াত এতদিন দেখিলেন, এখন তাঁহার চরণে সকল সমর্পণ করিয়া দেখুন। আর বিলম্ব করিও না হে ভ্রাতঃ! চল আর সহ্য হয় না, এক বার পিতার দ্বারে গিয়া হত্যা দিয়া পড়ি। একবার মন সংযত করিয়া অচঞ্চল নেত্রে আত্মার অভ্যন্তর প্রদেশে ঐ অবলোকন কর বহু দূরে পিতার উজ্জ্বল প্রেমনিকেতন কেমন শোভা পাইতেছে। চল যাই সেইখানে গিয়া আনন্দময় পিতার প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন অনন্ত যোগে মিলিত হই এবং তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে কর্ণ ও রসনাকে পবিত্র করি। যদি একবার প্রাণপণ যত্নে পিতার সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পার তবে সংসারের সকল ক্ষতি পূর্ণ হইবে। হে নির্ব্বোধ জ্ঞানী! এত ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া কি কখন ধর্ম্ম হয়? এখানে কি তুমি বণিক বৃত্তি করিতে আসিয়াছ? আর বাহিরে বসিয়া লাভালাভ ফলাফল চিন্তা করিয়া দিন যাইতে দিও না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া

পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি যাহা করিতে বলেন তাহা শ্রবণ কর। তাঁহাকে লোভের বস্তু বলিয়া জ্ঞান এবং অনুভব কর তাহা হইলেই আর সংসারের দাসত্ব করিতে হইবে না। একবার নিম্নে অবতরণ করিয়া দেখ পিতার প্রেমরাজ্যের কতদূর গভীরতা ও সৌন্দর্য্য।

প্রবোধ বচন।

১ হায়! ঈশ্বর কোথায়?

আমি তোমার নিকটেই আছি, ভয় নাই।

২ অন্ধকার রাত্রি কি চিরকাল থাকিবে?

দিন অবশ্যই হইবে।

৩ শেষে কি এই দুর্গতি হইল?

কিছুরই শেষ নাই।

৪ আমার ন্যায় পাপী কি ভাল হইতে পারে?

আমা অপেক্ষা পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে।

৫ ডাকিলে কি তিনি উত্তর দিবেন?

"ভক্ত ডাকিলে আসিব আমি।"

৬ আর কত কাল কাঁদিব?

যতদিন না তিনি চক্ষের জল মোচন করিবেন।

৭ এখনো কিছু হইল না; আরো কি পড়িয়া থাকিব?

হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক।

৮ পিতার কাছে কে আমায় লইয়া যাইবে?

স্বয়ং তিনি।

৯ এত উঠিলাম, আবার কেন পড়িলাম?

অহঙ্কার বিনাশের অগ্রে গমন করে।

১০ এত অনুরাগী হইয়াও কেন তাঁহাকে পাইলাম না?

তিনি ভক্তের নিকট সেবা চান।

১১ তাঁহার কোন্ নামটি সাধন করিলে চির কাল ভাল থাকিতে পারি?

প্রাণের প্রাণ।

১২ পিতঃ কি দিলে তুমি তুষ্ট হও।

আমি প্রাণ চাই।

১৩ সম্মুখে কি সব শূন্য?

না, এই যে তিনি সর্ব্বত্র স্পষ্ট রহিয়াছেন।

১৪ চক্ষু খুলিলে আর কি দেখিব?

চক্ষু খুলিলে তাঁহাকে দেখা যায়।

১৫ তাঁহাকে কিরূপে ভাবিব?

তিনি ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না।

১৬ বার বার পাপ করিলে কি তাঁহার স্নেহ পরাস্ত হইবে না?

আমার পাপ অপেক্ষা তাঁহার স্নেহ অধিক।

১৭ একা গেলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়?

না, তিনি পরিবারের পিতা।

১৮ জ্ঞান বুদ্ধিত তাঁহার কাছে গেল, তথাপি কেন তাঁহার সেবক হইলাম না?

জ্ঞান বুদ্ধি সেখানে যায় নাই।

১৯ প্রতি দিন তাঁহাকে না ডাকিলে কি হয় না?

শরীরের ন্যায় প্রতি দিন আত্মার ক্ষুধা হয়।

২০ কত দুরে গেলে তাঁহাকে পাইব?

প্রতি নিকটে পাইবে।

২১ ভয়ে কোথা পলায়ন করিবে?

তিনি আমার দুর্গ এবং বর্ম্ম।

২২ হাতে পাইয়া কেন হারাইলাম?

তুমি মনে করিয়াছিলে যে মূল্য দিয়াছি।

২৩ মুখ দেখাইয়া আবার কেন ঢাকিলেন?

দর্শনের মূল্য বুঝিবে।

২৪ আশ্রিতের এত পরীক্ষা কেন?

যাহাকে তিনি চান তাহাকে তিনি দৃঢ় করিয়া লন।

২৫ এমন পঙ্কিল মনে কি ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়?

পঙ্কজ দেখিয়া আশান্বিত হও।

২৬ কাল কি খাইব কি পরিব?

সুপ্রসন্ন পক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর।

২৭ কোথায় তাঁহাকে পাওয়া যায়?

বিশ্বমন্দিরে, সাধুজীবন মন্দিরে ও হৃদয়মন্দিরে।

২৮ ধ্যানের মন্ত্র কি।

তুমি আছ।

২৯ উপাসনা ও প্রিয় কার্য্যের যোগ কোথায়?

তাঁর চরণে চরণ পূজা, ও চরণসেবন।

৩০ মুক্তির মূল্য কি?

মূল্য নাই এইটী জানা।

৩১ কোন্ কাণে তাঁহার কথা শুনা যায়?

বিবেক।

৩২ সামাজিক ধর্ম্মের সার কি?

ভাই ভগিনী বলিয়া সেবা।

৩৩ এত ডাকিলাম এখন কি করি?

আবার ডাক।

৩৪ এত চক্ষের জলেও মন ভিজিল না কেন?

যে চক্ষুর জল বহির্গামী না হইয়া অন্তর্গামী হয় তাহাতেই মন আদ্র হয়।

৩৫ কবে তাঁর দেখা পাইব?

চক্ষু খুলিলে এখনই দেখিবে।

৩৬ আমার শাস্ত্র কি, মুক্তি কি?

তিনিই শাস্ত্র, তিনিই মুক্তি।

৩৭ ইহকাল পরকালের যোগ কোথায়?

জীবনের জীবনে; যে জীবন যাইবার নয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নি।

রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়। ইহাতে সংসারের শীতল বারি প্রবেশ করিতে পারে না। যে আত্মা একবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিতে সংলগ্ন হইয়া জ্বলন্ত হইয়াছে, তাহাতে যদি মহাসাগরের অজস্র জল বর্ষিত হইয়া শুষ্ক করিয়া দেয়, তথাপি সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে না। যে অগ্নি ঈশ্বর স্বয়ং প্রজ্বলিত করেন, যে অগ্নি তিনি স্বয়ং স্বর্গ হইতে আনিয়া দেন, কাহার সাধ্য ঈশ্বর হস্ত-প্রদীপ্ত সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করে? চারিদিকে অজ্ঞানের অন্ধকার, কুসংস্কারের অন্ধকার, ব্যভিচারের অন্ধকার, অবিশ্বাসের অন্ধকার, আলস্যের অন্ধকার, এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গে এসকলই এককালে তিরোহিত হইবে। সেই অগ্নি যদি আমাদের মধ্যে থাকে তবে আমাদের ভয় নাই। চারিদিকে পাপের আধিপত্য, শুষ্কতার আধিপত্য, এ সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যেখানে ব্রহ্মের অগ্নি প্রদীপ্ত, যেখানে মুখেতে অগ্নি, জীবনেতে অগ্নি, আত্মার অভ্যন্তরে সেই স্বর্গের অগ্নি, সেখানেই স্বর্গ। ব্রাহ্মগণ! এই অগ্নিতে তোমাদের জীবন জ্বলন্ত রাখ; ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ নিরুৎসাহ আলস্য পরিত্যাগ কর। কিছু দিনের উৎসাহের পর যদি সংসারাসক্ত হইলে, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত দাস বলিয়া পরিচয় দিতে পার না। যেখানে চিরকাল ব্রহ্মের অগ্নি প্রজ্বলিত, যেখানে নিত্য উৎসাহ, সেখানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে কোন দেশের লোক ধর্ম্মের জন্য সত্যের অগ্নি ধারণ করিয়া সহস্র বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন তিনিই ব্রাহ্ম। যে এই অগ্নিকে সংসারের শীতল জলে নির্ব্বাণ হইতে দেয়, যে পৃথিবীর সামান্য ভূমিতে আপনাকে স্থাপন করে, যে কিছু দিনের পর সংসারী হইয়া যায়, বিষয়ী হইয়া যায়, সেই পরিমাণে সে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাঁহার যে পরিমাণে জীবনের অগ্নি নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকে তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। কিয়ৎকাল পরে কেন ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়? এই জন্য, যে ব্রাহ্মেরা সকলে জানেন না যে, ঈশ্বর তাঁহাদের নেতা, তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন, এখনও আদেশ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে সাধকদিগের নিকট যেমন সাক্ষাৎ আদেশ প্রচার করিতেন, এখনও ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিবার জন্য তিনি নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাঁহারা ইহাতে অবিশ্বাস করেন তাঁহাদের উদ্যমে উৎসাহ অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু যিনি ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পান, এবং প্রতি দিন সেই আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত, সেই ব্যক্তি এক কার্য্য শেষ না করিতে করিতে অন্য কার্য্য পান। তাঁহার অন্তরে যেমন অগ্নি বাহিরেও তেমন উৎসাহ। প্রতিদিন তাঁহাকে নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হয়। এক জনের হিতসাধন করিলেন আর এক জন আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল। ব্রাহ্মেরা অনেক সময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ক্ষান্ত হন, মনে করেন, উপাসনাই জীবনের সার লক্ষ্য, সংসার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। বাস্তবিক ধর্ম্মে ও সংসারে বিরোধ নাই। সংসারী ব্যক্তিরা বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, এই জন্য সংসারকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করে; কিন্তু যদি ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম ও সংসার মধ্যে দণ্ডায়মান হন, তবে ধর্ম্মে ও সংসারে কোন প্রভেদ থাকে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। উপাসনার সময় যেমন ব্রাহ্মের ভক্তি এবং উৎসাহ, সংসার কার্য্য নির্ব্বাহেও তেমনই তাঁহার ভক্তি ও উৎসাহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অনল লইয়া তিনি যেখানে যান সেখানেই স্বর্গ। যেমন দেবমন্দিরে ঈশ্বরের পূজার জন্য তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ এবং ভক্তি, যেমন ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ এবং অনুরাগ, তেমনই কার্য্যালয়ে তাঁহার উদ্যম এবং শ্রদ্ধা। তিনি যে কোন কার্য্য করেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য; নিজের জন্য তিনি কিছুই করিতে পারেন না। ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করাই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার আদেশ শুনিয়াই তিনি সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং সংসারের কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মগণ! যদি সংসারের কার্য্য কেবল সংসারের কার্য্য বলিয়া কর, তবে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কর, তবে আর ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রাহ্ম, তিনি যদি নিকৃষ্ট সামান্য কার্য্যও করেন তাহাও স্বর্গীয়। তাঁহার উন্নত ভাবে অসাধু জঘন্য সংসারও

সার হইয়া যায়। তাঁহার অন্তরের ব্রহ্মাগ্নিতে নিকৃষ্ট ভাব সকল ভস্মীভূত হইয়া সংসারের কার্য্যকে উজ্জ্বল করে। হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন কিছুই করিও না। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাও, তাঁহার অজ্ঞা পাইয়া প্রতিদিন কার্য্যালয়ে যাও দেখিবে প্রচুর শান্তি, পবিত্রতা তোমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করিবে। ব্রহ্মপূজা করিবার জন্য তোমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছ, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন তোমরা সংসারে যাও, তখন কি তোমরা মনে কর না, ব্রহ্মপূজা শেষ হইল? সংসারের সহিত ব্রহ্মপূজার কোন সম্পর্ক নাই? তখন কি তোমরা সংসারের জন্যই সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও না? যখন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে যাও, তখন কি কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করা তোমাদের লক্ষ্য নহে? কিন্তু এ সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ। যিনি ব্রহ্মের অনুগত দাস, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কার্য্যালয়ে, তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সময়, এবং সমুদয় কার্য্যে ব্রহ্মই তাঁহার এক মাত্র প্রভু। যে কোন কার্য্য করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া করিব, তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যদি সহস্র লোক তাঁহাকে বিরক্ত করে তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটী ক্ষুদ্র কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না কিন্তু যখন ঈশ্বর স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে বলিবেন, তখন বজ্রদেহীর ন্যায় ভয়ানক প্রতিকূলঅবস্থা সত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধও পালন করিব না। যদি পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাক্‌শক্তিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, তাহা হইলে সেই দেবতা নির্জীব কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিয়া তখন গুরু অন্বেষণ করিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের উপদেশ লইতাম। কিন্তু যখন জানি ঈশ্বর মৃত নহেন, এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং তাঁহার অগ্নি আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পরের আদেশ শুনিয়া তাঁহার অপমান করিব। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশস্রোতঃ যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, যদি পূর্ব্বকালের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তর্হিত হইতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্তু প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতেছেন; এখনও আমাদের নিকট তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে, অনন্ত কাল বলিলেও তাঁহার শেষ হইবে না। তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার জন্য, অবিশ্রান্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। যখন তিনি কথা বলিবার জন্য আমাদের এত নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। সেই দেব আজ্ঞা অন্তরে শুনিলাম, কেবল শুনিলাম তাহা নহে; কিন্তু সেই আজ্ঞা হৃদয়ে উৎসাহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল, তখন কিরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিব; কিরূপে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব। এইটি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। অন্য অন্য ধর্ম্মে কার্য্যের সময় উপাস্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। সংসারের জন্য সংসার। কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র করিয়া ইহার কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়কে তাঁহার চরণে একত্র করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে সংসার স্বর্গের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। এই জন্য উপাসনার সময় যেমন ভক্তি, যেমন বল, তেমনই কার্য্যালয়ে। উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাঁহার কার্য্যও পুরাতন হয় না। উপাসনাতে যেমন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন. তেমন প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তিনি তাঁহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট নূতন ভাবে দিন দিন তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিন রাত্রি যদি তাঁহার আদেশ সাধন করি, তথাপি কার্য্যস্রোতঃ পুরাতন হইবে না। যদি তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তবে সংসার নূতন হইবে, সমস্ত জগৎ প্রিয় হইবে। যেখানে তিনি বর্ত্তমান সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের আশঙ্কা কোথায়। যে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে তাঁহার আদেশ সম্পন্ন হয়, যে সংসার তাঁহার পূজায় নিযুক্ত; সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে? যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যদি আমাদের মধ্যে এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে আমরা কি রূপে ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি? ব্রাহ্মগণ! এস আমরা সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন অবিশ্বাস হইতে দূরে থাকিবে. তেমন আলস্য নিরুৎসাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন দেখিবে কার্য্যস্রোতঃ শুষ্ক হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প না হয় নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের হৃদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক বিপদ নিকটবর্ত্তী। যখন দেখিবে, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় না, তাঁহার সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয় না, তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়; তখন বুঝিবে

যে এখনও আত্মা সম্পূর্ণ রূপে অচেতন হয় নাই। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন না করিয়া কখনও তাঁহার নিকট শান্তি লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার ন্যায়পূর্ণ রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। আলস্য নিরুৎসাহের উচিত দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। ঈশ্বরের এক রাজ্য। স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁহার প্রদত্ত। যেমন উপাসক মণ্ডলীর সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহার আরাধনা করিবে, তেমন পরিবার মধ্যে তাঁহার চরণ সেবা করিবে। নতুবা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকদিগের সঙ্গে তাঁহার পূজা করিলে; কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন না করিতে করিতে তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে, ও সংসারের দাস হইলে; ইহাতে ব্রাহ্মজীবন স্থির থাকিতে পারে না। যদি চিরকাল ব্রহ্মরাজ্যে বাস করিতে চাও, তবে দিবা নিশি তোমাদের অন্তরে সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে প্রবিষ্ট হইতে দাও। সেই অগ্নি লইয়া প্রত্যেক কার্য্য সম্পন্ন কর। কেবল ইহ লোকে সেই অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিবে তাহা নহে, এই অগ্নি পরলোকে, অনন্ত কাল তোমাদের আত্মাকে জ্বলন্ত রাখিবে। এই অগ্নির বলে তোমাদের সকল প্রকার মলিনতা দূর হইবে, আত্মা নির্ম্মল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটতর দেখিবে।

অগ্নির কথা বারবার হইতেছে কেন? চারিদিকে শীতলতা নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিরুদ্যম মৃতভাব। সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম, যে পরিমাণে তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বরের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বলিও না ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে করিতে মন শুষ্ক হইয়া গেল, আর কার্য্য করিতে পারি না, সংসার পুরাতন হইল, শরীর অসাড় হইল, তাঁহার কার্য্য সাধনে আর সুখ নাই। যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত, তাঁহার মন শুষ্ক হইতে পারে না, তাঁহার নিকট ঈশ্বরের কার্য্য সর্ব্বদাই সরস, সর্ব্বদাই নূতন।

সে সংসার সংসার নয় যাহাতে সেই অগ্নি নাই। যে সংসার ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত, তাহা প্রতিদিন নব নব ভাবে ঈশ্বরের চরণ সেবায় ব্যস্ত, তাহা চিরকাল তাঁহার অগ্নিতে প্রদীপ্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া তাহা পবিত্র হয়, প্রতিদিন ব্রহ্মাগ্নিতে ইহা নির্ম্মলতর উজ্জ্বলতর হইয়া হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে! যদি এই প্রকারে তোমরা সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে পার তাহা হইলে কিছুতেই তোমাদের ভয় নাই, কিছুতেই তোমাদের বিপদ নাই। উপাসনাতে যেমন বৎসরের পর বৎসর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, অন্তরে যেমন প্রতিদিন ব্রহ্মাগ্নি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, বাহিরেও তেমনি কার্য্যস্রোতে ইহার প্রকাশ হইবে। যে হৃদয় ব্রহ্মাগ্নিতে প্রদীপ্ত, তাঁহার জীবনের সমস্ত বিভাগ পবিত্র হয়। যদি আপন আপন জীবনে এসকল লক্ষণ দেখিতে পাও তাহা হইলে জানিবে তোমরা ব্রাহ্ম। যে অগ্নি এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রজ্বলিত, হইতেছে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা তোমাদের হৃদয়ে কতদূর প্রবেশ করিয়াছে। সামান্য সামগ্রী যদি অনন্ত কালের অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয় কিছুদিন পরে তাহা বিনষ্ট হইবে। যত দিন জীবন তত দিন ব্রহ্ম অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

যখন প্রদীপে তৈল থাকিবে না, তখন কার্য্য করিবার সময়ও থাকিবেনা।

সঙ্গত।

৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

প্র। শুষ্কতা কিরূপ পাপ? ইহা কেন হয় এবং ইহার নিবারণের উপায় কি?

উ। যাঁহারা কেবল কর্ত্তব্য সাধনকে ধর্ম্ম বলেন তাঁহাদের মতে কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাপ, কিন্তু শুষ্কতা একটী পাপ নহে। কেবল এদেশের নহে সকল দেশের লোকের বাল্যসংস্কার এই, বিবেকের নিকট নিরপরাধী থাকিতে পারিলে, লোকের নিকট ধার্ম্মিক হইতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধন হইল। কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের ধর্ম্মের আগাগোড়া কঠোর, তাহাতে রস নাই, শান্তি নাই। প্রেমের ধর্ম্ম ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাহার মত যে, সাধনে শান্তি ও সরস ভাব নাই, তাহা ধর্ম্মনামের যোগ্য নহে, তাহা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতির অবস্থা; সুতরাং শুষ্কতা একটী পাপের মধ্যে গণ্য! প্রেম ও শান্তির ভাব যে কি তাহা অন্যকে কেহ বুঝাইতে পারে না, যাহার হয় সেই জানে। একজন মানুষকে আর একজন যদি ভাল বাসেন, তাহার সেবা করিতে কেমন আন্তরিক উৎসাহ ও সুখবোধ হয়। প্রেমিক ব্যক্তির ঈশ্বরসেবাতেও সেই রূপ মধুময় ভাব, তাহা অন্যকে বলিয়া তিনি বুঝাইতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছেন জানিয়া দুরূহ চিন্তা, কঠিন পরিশ্রম, ভীষণ সংগ্রাম এসকলেতেই আনন্দিত হন।

সে কিভাব যাহাতে তাহার মনকে এইরূপ সরস করিয়া রাখে?

প্রত্যেকে উপাসনাতে ইহার পরীক্ষা দেখিতে পান। কতদিন উপাসনা করিয়া শুষ্কভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার এক এক দিন তাহা এমন মধুর হয় যে আর তাহা ছাড়িয়া কোথায় যাইতে ইচ্ছা করে না। এই ভাবটী যে কি তাহা বলিবার যো নাই, কিন্তু ইহাকেই আমরা যথার্থ তৃপ্তি, ও পূর্ণ শান্তি বলিয়া থাকি। ইহা একটী অতি নিগূঢ় ভাব। ইহা হৃদয়ে থাকিলে এক ব্যক্তি অতি সামান্য সাংসারিক কার্য্য করিয়াও তৃপ্তি ও শান্তি পান, ইহা না থাকিলে একব্যক্তি প্রচারক হইয়াও বৃথা জীবন ক্ষেপণ করেন। যে পরিমাণে এই ভাব, সেই পরিমাণে ধর্ম্মজীবন

সরস থাকে ও উন্নত হয় এবং অন্যের সহিতও প্রেম-ভাবে সম্মিলিত হওয়া যায়। ধর্ম্মের এই সরস ভাব না থাকিলে উৎসাহ, সত্যবাদিতা ও সহস্র সাধুকার্য্যও নিস্ফল হইয়া যায়। একটী বাটী গাঁথিবার জন্য ইষ্টক চূণ ও বালি থাকিলেই হয় না, রস আবশ্যক করে, রস না থাকিলে ধর্ম্মগৃহেরও জমাট গাঁথনি হয় না। আমরা বলি, আমরা এতকাল একত্র হইয়াছি, এত চেষ্টা করিতেছি তথাপি আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হয় না। দুই খানি শুষ্ক ইষ্টক শত বৎসর একত্র রাখিলেও কি জমাট হয়? কিন্তু মধ্যে রসাক্ত দ্রব্য রাখ, উভয়ের যোগ অকাট্য হইবে। বিভিন্ন প্রকৃতি দুই মনুষ্যের মধ্যে যোগ আপাততঃ অনেক কারণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেই রূপ অসম্ভব, ঈশ্বরবিষয়েও তদ্রূপ। তিনি নিষ্কলঙ্ক, আমরা পাপী এই বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপে মিলিত হইবে? কিন্তু প্রীতিরস থাকিলে যোগ সহজে সম্পন্ন হয়। অন্তরের শুষ্ক বা সরস ভাব দ্বারা সমুদয় জীবন কঠোর বা সরস ভাব ধারণ করে। প্রেমের যোগ হইলে ভিতরে কেমন একটা নূতন ব্যাপার হয়, তাহা নয়নের অঞ্জন হইয়া চক্ষুকে নূতন জ্যোতি দান করে এবং সমুদয় জীবনের স্রোতঃ নূতন ভাবে প্রবাহিত করিয়া দেয়।

ঈশ্বর প্রীতিরস হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে দুইটী ভাবে তাহা পরিণত হয়, প্রেম ও আনুগত্য। এই দুয়ের একত্র সন্ধি হইলে জীবনের পূর্ণতা হয়; কিন্তু তাহা দর্শন করা দুর্লভ। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যে চির কাল দুই পৃথক্ শ্রেণী চলিয়া আসিতেছে। কর্ত্তব্যপালন—মত অনুসরণ করিলে ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে, অনেক দুঃখ ক্লেশও অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু প্রেম ভক্তি ভিন্ন তদভ্যন্তরস্থ মধুর আস্বাদন হয় না, কেবল ক্লেশাবশেষই হয়। কেবল প্রেম সাধনের বিপদ্‌ও আছে, তাহা পবিত্রতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে অকালে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হইলে সমুদয় জীবন স্বর্ণময় হয় এবং তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্ণময় করিয়া দেয়। হৃদয় তাঁহার প্রেমপূর্ণ এবং জীবনের সমুদয় কার্য্য কেমন প্রেমাভিষিক্ত হয়!

শুষ্কতা অর্থ প্রেমের অভাব। ইহা একটা রোগ নহে। কিন্তু বিকারের তৃষ্ণায় যেমন দশটা রোগের পরিচয় দেয় ইহা দ্বারা দশটা পাপ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাই প্রকাশ পায়। অহঙ্কারই ইহার একটী প্রধান কারণ। নানাবিধ সাংসারিকতা ও পাপাসক্তিও সামান্য নহে। শুষ্কতা ও পাপের মধ্যেও ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে হইবে। ঈশ্বর ইহা দ্বারা দেখান যে কূপের জল শুকাইয়াছে, সাবধান হও। কিন্তু এই সময়ে নিরাশ হইলেই সর্ব্বনাশ। সকলের জানা উচিত, ভিতরে জল আছেই আছে, দশ খান পাথর কি বালী চাপা পড়িয়া তাহা লুক্কায়িত হইয়াছে। যিনি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী হইয়া বিনীত প্রার্থনার উপর নির্ভর করেন, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন তাহার নিকট সকল বাধা দূর হয় এবং তিনি পুনরায় নির্ম্মল স্রোতোজল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, শুষ্কতার সময় পাথর চাপা যে এই জল আছে, প্রায় কাহারও তাহা বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভাল ভাল লোক এই বিশ্বাসের অভাবে মরিয়া যান। শুষ্কতা সংক্রামক রোগ। কাম ক্রোধাদি ব্যক্তিগত, দুই এক ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শুষ্কতা দলের মধ্যে এক জনকে ধরিলে সকলের প্রাণ সংশয় করে। সংক্রামক রোগের সময় যেমন জ্বর পিলা প্রভৃতি দশ খানি রোগ একত্র হয়, শুষ্কতার মধ্যে সেই রূপ নানা পাপ নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটী আশ্চর্য্য আত্মপ্রবচনা দেখা যায়, অনেকে পরের পুষ্করিণীর জলে আপনার পুষ্করিণী করেন। পরের সঞ্চিত জল পান করিয়া আপাততঃ তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পথে নিজের সম্বল না হইলে কি রূপে চলিতে পারা যায়? এ সম্বল কেবল উপাসনা যোগেই লাভ হইতে পারে। কিন্তু মদ খাইয়া হাজার লোক মরিতেছে, স্বচক্ষে দেখিয়াও যেমন মাতালেরা মদ ছাড়িতে পারে না, উপাসনা বিনা সহস্র লোক মরিতেছে দেখিয়াও অনেকে তাহার প্রতি উপেক্ষা করেন, ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন।

শুষ্কতা নিবারণের ঔষধ একমাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসস্বরূপ। আমাদের সাধন কি! কেবল তাঁহার নিকট বসা। নদী তীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া বর্দ্ধিত করে। জীবনের সেই রূপ একটী মূলদেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা নিত্য কাল সরস থা[illegible]য়া উন্নতি লাভ করিতে পারে।

সকলে জীবনে এই সার সত্য পরীক্ষা করুন্। লোকে কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হইলে [illegible] বন্ধুদিগের নিকট যায় এবং শান্তি লাভ করে; জীবনে[illegible] শান্তি হারা হইয়া আমরা শান্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিক[illegible] যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাঁহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে তাঁহার সহিত যত [illegible]বিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পারিব ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেমরস শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে।

নিশাবসানে ব্রাহ্মের মনের ভাব।

ওই নিশি পোহাইল
চারি দিক্ প্রকাশিল
ওই পিতা জাগিল সংসার।
পূর্ব্বাগার দ্বার খুলি
অরুণ পতাকা তুলি
নব রবি আসিছে তোমার ॥ ১

যে দিকে নয়ন যায়
উৎসব ক্ষেত্রের প্রায়
সেই দিক্ করি দরশন।
বাহু তুলে নাচে শাখী
মহানন্দে গায় পাখী
কোলাহলে পুরিল ভুবন ॥ ২

সারা নিশি মাতা হয়ে
ছিলে মোরে কোলে লয়ে
সেই দেব পোহাল রজনী।
প্রভাতের সমীরণে
সুমধুর সম্ভাষণে
মৃদুকরে জাগালে অমনি ॥ ৩

উঠে দেখি মনোহর
আনন্দে তোমার ঘর
পরিপূর্ণ; পিতা পিতা বলে।
পশু পক্ষী নর নারী
সকলে ' গাইছে সারি'
ভাসিতেছে প্রেম সিন্ধুজলে ॥ ৪

সূর্য্যের তরল করে
চাতক বিহার করে
সুখে যেন দিতেছে সাঁতার।
নবীন স্বর্গের জলে
তরুগণ দলে দলে
যেন স্নান করে অনিবার ॥ ৫

একি অপরূপ বিশ্ব।
জগদীশ একি দৃশ্য
খুলিলে হে চক্ষের উপরে
বল নাথ কি কারণ
দেখি এত আয়োজন
এত সজ্জা বল কার তরে ॥ ৬

আমাকে পাবার তরে
বিবিধ উপায় করে
তবু মন পাওনা আমার।
তাই কি হে দয়াময়
দেখাইছ সমুদয়
মুগ্ধ করি ফেলিবে এবার ॥৭

ছিলাম কাতর প্রাণে
কাছে এসে কানে কানে
" আছি আমি " বলেছ যে দিন।
জগদীশ সে আহ্বান
কাণে শুনি, এই প্রাণ
মুগ্ধ হয়ে গেছে সেই দিন ॥ ৮

বিজনেতে অধোমুখে
নিরাশায় মনোদুখে
ম্লান হয়ে ছিলাম বসিয়ে
কোথা হতে কে ডাকিল।
মন: প্রাণ হরে নিল
উঠে তাঁরে বেড়াই খুজিয়া ॥ ৯

তুমি পিতা যে তখন
সে মধুর সম্ভাষণ
করেছিলে, জানিব কেমনে।
সব কাজ পরিহরি
শুধু সেই ডাক ধরি
ছুটিলাম কিন্তু প্রাণপণে ॥ ১০

পিতা ভাসি অশ্রুজলে
ফিরে আয় বাপ বলে
ফিরাইতে নারিল আমারে।
কাটিল মাতার প্রাণ
অসহ্য বিষাদ-বাণ
হৃদে পশি দহিল তাঁহারে ॥ ১১

জানি না কেমন করে
এত বাধা পরিহরে
আসিলাম দুর্ব্বল হইয়া।
কার তরে কোথা যাই
তাহার নিশ্চয় নাই
কিন্তু তবু চলিনু ছুটিয়া ॥ ১২

কেহ বা নির্ব্বোধ বলে
ঘৃণা করে গেল চলে
কেহ মোরে পাগল বলিল।
কিন্তু কি অপূর্ব্ব টানে
আমাকে টানিয়া আনে
তাহা নাথ কেহ না বুঝিল ॥ ১৩

নির্ব্বোধ পাগল হই
তাহাতে দুঃখিত নই
তুমি নিজে এনেছ ডাকিয়া।
একবার স্মরণ হলে
ভাসি শুধু চক্ষুজলে
এত দয়া কেন হে বলিয়া ॥ ১৪

দয়াময় দয়াময়
ঢের হল আর নয়
দয়া আর ধরিতে না পারি।
দেখাতে হবে না আর
ধরা দিনু এই বার
এই বার হলাম তোমারি ॥ ১৫

তুমিত আমার হলে
যত কাল ধরাতলে
রব আমি, থাকিবেত পাশে।
যখন যেখানে যাব
সেখানে তোমাকে পাব
এই রূপে রাখিবেত দাসে। ১৬

বাহিরের ধর্ম্ম লয়ে
মন পরিতৃপ্ত হয়ে
থাকে না যে প্রাণ প্রাণ চায়।
বাহির লইয়া যাঁরা
সুখী হন হোন্ তাঁরা
মোর প্রাণ ভোলে না তাহায় ॥ ১৭

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুরষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
১১ সংখ্যা

১লা আষাঢ় বুধবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।।
ডাক মাশুল ১।০

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন দীনশরণ! যে দিবস তুমি আমায় দর্শন দিয়াছিলে, যে দিন তুমি আমার মনকে পাপের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ ও শিক্ষিত করিয়াছিলে সে দিন আমার জীবনের চিরস্মরণীয় ও অতি পবিত্র দিবস। প্রভো! সেই যে কি আনন্দ শান্তি পবিত্রতার আস্বাদন দিয়াছিলে তাহা আর কখন ভুলিতে পারিলাম না, সেই লোভে পড়িয়াই কেবল আমি প্রথমতঃ তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। কিন্তু নাথ! জীবনের আর সে রূপ কখন দেখিলাম না। এখন কেবল সংসারের দিকে কোন রূপে ফিরিয়া যাইতে পারি না বলিয়া তোমাকে ডাকি, তোমার উপাসনা করি। জীবনের অনেক সময় ধর্ম্মসংগ্রামে পরাস্ত হইলেই মন অবসন্ন হইয়া যায়। কখন কখন মনে হয় এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আর ধর্ম্ম সঞ্চয় করা যায় না। আবার পাপ প্রবৃত্তি সকল উন্মুখ; কিন্তু তাহারা তোমার ভয়ে কার্য্যে তত প্রকাশিত হয় না। পিতা বল দেখি এই রূপ করিয়াই কি আমার জীবন যাইবে? উপাসনা করিতে যাই বটে কিন্তু প্রতিদিন তোমার নিকট হইতে হৃদয়ের অন্ন পানীয় সঞ্চয় করিতে পারি না। অনেক দিন রিক্ত হস্তে শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিতে হয়। আর উপাসনার বাহ্য অঙ্গেতেও তৃপ্তি হয় না। তোমার চির সহবাস না পাইলে আর আমার কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, তোমার ঐ স্বর্গীয় সহবাস ব্যতীত জপ তপ সাধন ভজন সকলই বৃথা। অনেক উপায় ত অবলম্বন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, কিন্তু যে দিন তোমার প্রেমসাগরের এক বিন্দু প্রেম এই শুষ্ক উত্তপ্ত হৃদয়ে বর্ষিত হয় সেই দিন যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি তাহাতেই জীবনের সুস্থতাও শান্তি হয়। অতি কাতর ভাবে তাই তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, এখন আমি কি করিব বল, যে সকল উপায় ছিল তাহাত নিঃশেষিত হইল। এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, তুমি স্বয়ং ধর্ম্মের নেতা হইয়া আমার জীবনকে এতদূর করিয়া আনিলে, এখন বল প্রভো! আমায় কে দেখিবে, আরত কেহ নাই, হৃদয়ের সহিত তোমাকে নিয়ত গ্রথিত দেখি এই বড় মনের সাধ। তোমার চরণতলে বসিয়া বলিব "প্রভো! আমি যে তোমার" এই রূপ প্রেমে আপনাকে তোমাতে হারাইব, পাপ আসিলে বলিব "পিতা আমি ত আর কাহারও নাই।" কবে পিতা এ প্রকার শুভ দিন হইবে.

জীবনের সকল খেদ মিটিবে, তোমার সহচর অনুচর হইয়া জীবন যাপন করিব, সুখ দুঃখ জানিব না, সম্পদ্ বিপদও বুঝিব না। নাথ! যাহাতে এই রূপে সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিয়ত তোমার প্রেমামৃত পান করিতে পারি জীবন তোমাতে উৎসর্গ করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইতে পারি এ রূপ কৃপা বিতরণ কর।

যোগের প্রকৃত অন্তরায়।

মনুষ্য যখন ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া সংসারে বিচরণ করে, যখন পাপের গভীর সাগরের অতল স্পর্শ প্রদেশে নিমগ্ন হয়, যখন তাহার নিকট পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তবিকতা প্রতীত ও স্বীকৃত হয় না, যখন তাহার আত্মা মৃত প্রায় হইয়া কেবল দুঃখ ক্লেশেই জর্জ্জরিত হয়, তখন অজ্ঞাতসারে বুদ্ধি মনের অগোচরে এক অসামান্য দিব্য জ্ঞানালোক সেই চিরনিদ্রিত পাপীকে জাগ্রৎ করে। প্রেমময় ঈশ্বর স্বীয় করুণাকে দূত রূপে প্রেরণ করিয়া তাহার হৃদয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করেন, তাহাকে কেমন অপ্রত্যক্ষ ভাবে চিন্তিত করিয়া দেন, অশনে বসনে, শয়নে স্বপ্নে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, পূর্ব্বের ন্যায় কোন কার্য্যে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, সকল বিষয়ে যেন একটা উদাসীনতার ভাব লক্ষিত হয়, সাংসারিক নিয়মিত কার্য্য কলাপেও তাদৃশ অনুরাগ জন্মে না। কখন কাহার মুখে ধর্ম্মালাপ শুনিলে হৃদয়ের ইচ্ছা সেই দিকে প্রধাবিত হয়, কাহাকে বিগলিত ভাবে উপাসনা করিতে দেখিলে উপাসনা করিতে বড়ই অভিলাষ হয়; কিন্তু করিতে গেলে মনের তাদৃশ স্থিরতা হয় না। এই রূপে জীবনের পুর্ব্ব স্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়। দয়াময়ের কি অপুর্ব্ব স্নেহের কৌশল, কি চমৎকার পরিত্রাণের প্রণালী! তিনি আস্তে আস্তে মনোযন্ত্রের পূর্ব্ব ক্রিয়া স্থগিত করিয়া দেন, ক্রমে ক্রমে কোন অননুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের জন্য তৃষ্ণাতুর করেন। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে এক এক দিন পাপীর পবিত্রাতা দয়াময় পিতা সেই পতিত সন্তানকে উপাসনা করিতে বাধ্য করেন। কে যে এরূপ করিতেছে এবং কেনই বা এরূপ হইতেছে, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। সে বাধ্যতা পাপী কোন রূপেই অতিক্রম করিতে পারে না, কারণ এ ব্যাপার ত তাহার স্বীয় চেষ্টার ফল নহে, সুতরাং তাহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়, কি রূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাহার সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞতা, কিন্তু হৃদয়ের দুঃখ শোক সংগ্রাম তাহার সমস্ত আত্মাকে এতই উত্তেজিত করে যে সে আর কিছু জানুক আর নাই জানুক অশ্রুপূর্ণ লোচনে চিৎকার রবে এই কথা বলে "প্রভো! আমি যে আর বাঁচি না, সংসারে আর যে আমার তৃপ্তি হয় না, চারি দিক্ যে অন্ধকার, নরাধম পাপীর কি কিছু উপায় নাই?" হৃদয়ের এই প্রার্থনাতেই, "পাপী ডাকিলে আসিব আমি" যাঁহার এই আশাপ্রদ অঙ্গীকার, সেই ভক্তবৎসল দীনবন্ধু তাহার আত্মাতে আপনার সুমধুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ঐ অলৌকিক সুন্দর প্রশান্ত আলোক দেখিবামাত্র আত্মা স্তব্ধ হয়, ক্ষণকাল আর মুখে কথা সরে না, ক্রমে অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, হৃদয় অচেতন হইয়া যায়, এক অপূর্ব্ব আনন্দ রসে আত্মা প্লাবিত হয়; কিন্তু সে আলোক পাপ জীবন আর কতক্ষণ দেখিবে, সে আনন্দ নরকসমান হৃদয় আর কতক্ষণ সম্ভোগ করিবে? দয়াল পিতা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন; পাপী সহসা চৈতন্য পাইল, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গম্ভীর ভাবে নয়নধারা বাহিত লাগিল, কাহাকে কিছুই বলিবার নয় যে বলিবে। তখন গভীর শোকাবেগ ও যন্ত্রানানল হৃদয়ে ...ইল; এমন ত "কভু চক্ষে দেখি

নাই শুনি নাই এমন ত সুখও কখন পাই নাই, এমন ত রূপও কভু দেখি নাই," এই বলিয়া প্রাণ অস্থির হইল। সেই পতিতপাবন ঈশ্বর এই রূপে পাপীকে ধরেন, পরিত্রাণের পথে আনয়ন করেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার দয়ার রীতি, দুরাচারী পুত্রকে ব্যাকুল করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাকে শোকার্ত্ত করিয়া দুঃখিত করিয়া অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলেন। পাপী সেই পবিত্র আলোক দর্শন করিয়া পাপের গভীরতা জঘন্যতা বুঝিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, সংসারের অসারতা ও আপনাকে অপদার্থ জানিয়া বিনীত হইল। স্বর্গ রাজ্যের মধ্যে আসিবার এই প্রথম প্রণালী, ধর্ম্ম জীবন লাভ করিবার ইহাই প্রথম সোপান।

যখন আমরা স্বীয় স্বীয় জীবনপুস্তক পাঠ করি; তখন দেখিতে পাই যে আমরাও অনেকে এই রূপ আধ্যাত্মিক গূঢ় প্রণালীর মধ্য দিয়া পিতার চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। উপাসনার আস্বাদন এই রূপে লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন যে অবস্থায় আমাদের ধর্ম্মজীবন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ইহাই তাহার চরমাবস্থা না আর কোন বিশেষ অবস্থা আছে? কারণ দেখা যাইতেছে যে এ ভাব চিরকাল থাকিবার নয় ক্রমে সকলই পুরাতন হইয়া আসিতেছে। আপনার উপর আর বিশ্বাস হয় না বারম্বার কেবল উন্নতি ও পতনের মধ্যে দিয়াই আত্মা যাতায়াত করিতেছে।

বহু দিন হইতে এই বিষয় লইয়া সকলেরই হৃদয়ে সংগ্রাম হইতে দেখা যায়। এখন আত্মা কিরূপে অবস্থায় আসিলে প্রকৃত স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে। যখন সেই দয়াময় পিতার কৃপার প্রতি চাই, দেখি যে তাঁহার ত কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই, যখন যাহা চাহিয়াছি তাহাই প্রায় পাইয়াছি, যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তিনি তখনই তাহা বিতরণ করিয়াছেন তথাপি জীবন দিন দিন ঈশ্বরে পরিবর্দ্ধিত হইল না। আপনাদের হস্তে যে সকল উপায় ছিল তাহাত বিফল হইয়া গেল; আবার এক মাত্র উপায় যে পিতার সহায়তা ও বিশেষ করুণা তাহাও কার্য্যকর হইল না? সেই কৃপা স্বহস্তে লইলাম না, আমাদের জীবনে যাহাতে তাহা প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হইলাম না। বাহিরের জীবন দেখিলে বোধ হয় কতই না সাধু, কিন্তু অন্তরাত্মার সমস্ত অঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ ও গলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে এমনি একটি অন্তরায় আছে যাহার জন্য উভয়ের নিত্য পবিত্র যোগ সম্পাদিত হইতেছে না। স্বর্গ রাজ্যের প্রণালী সন্দর্শন করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট হইতে একটি আন্তরিক অবস্থা চান। সে অবস্থা অতি সুন্দর, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা জীবনের অতি প্রিয়ধন। সেটি ঈশ্বরের কৃপালোক আত্মাতে প্রবেশ করিতে দিবার প্রগাঢ় ইচ্ছা। ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট হইতে কেবল এই ইচ্ছাটি চান, তিনি আপনার ইচ্ছার সহিত ঐ ইচ্ছার যোগ করিয়াদেন। এই খানেই জীবনের প্রারম্ভ, ঐ যোগের মধ্য দিয়াই স্বর্গীয় স্রোতঃ হৃদয়ে নিয়ত প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের আলোক স্বাধীন ভাবে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে। পাপের দুষ্প্রবৃত্তি সকল উহাতে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, দয়াময়ের পবিত্র আবির্ভাব দিন দিন জীবনে প্রকাশিত হয়, ধর্ম্মের সকল প্রকার কঠোর সাধন কোমল হইয়া যায়। বিশেষতঃ ঐ যোগের আকর্ষণে সমস্ত আত্মা সর্ব্বদা ভাবে ভক্তিতে প্রেমে ও পুণ্যকার্য্যে অনুরক্ত হয়। তখন জীবনের কোন ব্যাপারই পুরাতন হয় না। সকলই তাঁহার প্রেমস্পর্শে সুন্দর ও মধুর হয়। ব্রাহ্মগণ! এই রূপে তাঁহার সহিত যোগ সাধন কর, চির দিন কি রোদন করিতে হইবে? পিতার চরণে জীবিত হও তাঁহার প্রেম সাগরে অবতরণ কর।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম।

(৩৮১ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্যের বিশেষ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব, ছাত্রবর্গ ও প্রতিবেশিগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও আনন্দিত হইলেন। তিনি দিবানিশি ধর্ম্মালাপ, কৃষ্ণনাম ভাগবত পাঠ ও প্রেমসাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। জননী তাঁহার এতাদৃশ ভাব দেখিয়া মনে মনে কতই আশঙ্কা করিতেন। তখন তাঁহার আর কিছু বড় ভাল লাগিত না, কেবল স্তব্ধভাবে অনন্যমনা হইয়া অশ্রুজলে কপোল যুগল অভিষিক্ত করিতেন। গদাধর, মুরারি গুপ্ত ও শ্রীবাসাদি প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার জীবনের এই রূপ সাধ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সংগোপনে কতই আলোচনা ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাসের লেখা অনুসারে বোধ হয় ১৪৩০ শকে নবদ্বীপস্থ শুক্লাম্বরের গৃহে তিনি মুরারি গুপ্ত গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হন। সেই সঙ্কীর্ত্তনের গূঢ় ভাব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ ও জ্বলন্ত উৎসাহ একত্র হইয়া প্রবল বেগে বাহিরে প্রতাশিত হওয়াই ইহার স্বাভাবিক অবস্থা। চৈতন্যের জীবনেও ঐ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে সংকীর্ত্তন উত্থিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ পাঠ করিতে করিতে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন, এমন কি শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। আবার ক্ষণকাল পরে কিছু প্রশান্ত হইলে সকলে মিলিয়া প্রেমবিগলিত হৃদয়ে উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিতেন। ক্রমেই তাঁহার জীবন ধর্ম্মের জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিল। সেই যে গয়াধামে এক দিন কি ভূমানন্দ ও জ্যোতি দেখিয়াছিলেন তদবধি তাঁহার হৃদয় ক্রমে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে মহৎ লোকদিগের এই একটী বিশেষ লক্ষণ যে তাঁহাদের জীবনের গভীর সরলতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট ও আপনার নিকট স্বভাবতঃ সরল হন। কপটতা তাঁহাদের নিকট বিষতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা বাস্তবিক বলিয়া হৃদয় জানিতে পারে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে তাহা সম্পাদিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহারা ছায়া কল্পনা লইয়া বড় কোন কার্য্য করিতে পারেন না, কেবল অদৃশ্য রাজ্যের বাস্তবিক ব্যাপার লইয়া জীবন কার্য্যচক্রে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বিবিধ ভ্রম কুসংস্কার সত্বেও তাঁহাদের জীবন এত দূর গভীর প্রদেশে নিমগ্ন হয়। চৈতন্য যে মহৎ ভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এখনই তাহার সূত্রপাত হইল। তিনি ক্রমশঃ প্রেমরসে উন্মত্ত প্রায় হইতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান সকল ক্রমে রহিত হইয়া আসিল। গৃহে গিয়াও ঐ রূপে রোদন করিতেন, কখন ধূলায় ধূসরিত হইয়া অস্থির হইতেন, কেবল মাঝে মাঝে এই কথা বলিতেন "হা! প্রভো! তুমি আমায় দেখা দিয়া কোথায় গেলে" শচী পুত্রের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া ভাবিতেন এবার কৃষ্ণের বুঝি কৃপা হইল! নিমাই আমার কার ভাবে অচৈতন্য হইল, কার ভাবে ধরাশায়ী হইল, সুধাইলে ত কিছুই বলে না কেবল তাহার হরি বলিতেই দুই চক্ষের ধারা বহে। তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের কথা স্মরণ করিয়া ভীত ও শোকার্ত্ত হইতেন, আবার কখনও তাঁহাকে প্রেমিক দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইতেন। এদিকে চৈতন্যও সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন ও শিথিল হইয়া আসিলেন। অধ্যাপনার সময় সাহিত্যাদি অপরাপর গ্রন্থের শ্লোকাদি পরমার্থ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেন। ছাত্রেরা এ রূপ নূতন বিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত, কখন বা পরস্পর বলাবলি করিত "এ আবার কি।" কোন সময়ে তিনি শাস্ত্রের গভীর বিষয় ব্যাখ্যা করিতে করিতে

অন্যমনস্ক হইয়া অসম্বরিত নয়নে অশ্রুজলে কপোল যুগল প্লাবিত করিতেন। ছাত্রেরা ইহার কারণও জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না, কেবল বিনীত ভাবে স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিত। বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে আর কোন চিন্তা, কোন ভাব স্থান পায় নাই, কিসে সেই প্রভুর চরণ পাইব এই ভাবনাতেই তাঁহার জীবন যাইত। আমি যে বড় পাপী নরাধম, আমার গতি কি হইবে এই সকল গূঢ় বিষয় স্মরণ করিয়া অনেক সময় তাঁহার শোক দুঃখ উথলিয়া উঠিত। এ দিকে অধ্যেতারাও মহা বিপদে পড়িল, পড়া শুনাও হয় না, কিছু বলিতেও পারে না। অবশেষে এক দিন একটি ছাত্র অকুতোভয়ে সরল ভাবে তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইল চৈতন্য তাহাদের দুঃখের কারণ শুনিয়া বলিলেন "দেখ আর আমাদ্বারা তোমাদের পড়া শুনা ঘটিয়া উঠিবে না, আমি আর একার্য্য করিতে পারিব না" এই বলিতে বলিতে অতি দুঃখিত ও ব্যাকুল হৃদয়ে অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিলেন, ছাত্রগণ বলিল আমরাও এমন অধ্যাপক আর কোথাও পাইব না, আমরা আর কাহারও নিকট পড়িব না, এই পুথি পাঁজি বাঁধিলাম এই ভাবে অতি কাতর হৃদয়ে করযোড়ে বিদায় লইল, তিনিও ক্ষমা চান, ছাত্রেরাও ক্ষমা চায়। পরস্পরের হৃদয় এতই অনুরাগে গ্রথিত হইয়াছিল যে কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা কেবল সকলে মিলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্য অধ্যাপকের কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন বটে; কিন্তু দিবানিশি ভাগবত পাঠে অনুরক্ত হইলেন। নিমাইয়ের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া শচীরও ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল। তিনি অবসর পাইলেই নির্জ্জনে চৈতন্যের নিকট বসিয়া ভক্তি ও পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা তাঁহার জননী ভোজনের সময় জিজ্ঞাসা করিলেন বাছা! আজ তুমি কি বিষয় পড়িয়া আসিলে আমাকে তাহার ভাল কথা শুনাও দেখি! চৈতন্য বলিলেন মা! আজ কেবল নামের মাহাত্ম্য পড়িলাম, ঐ নামই সত্য, তাঁহার চরণই সকল মঙ্গলের আকর, ঐ নাম শ্রবণ ও নাম কীর্ত্তন যথার্থ। যিনি তাঁহার সেবক তিনিই ধন্য! ভক্তি যে কি অমূল্য পদার্থ তাহা কেবল তিনিই জানেন। দেখ শাস্ত্রে লিখিত আছে।

যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্নবিদ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

যে শাস্ত্রে অথবা যে পুরাণে হরিভক্তি না থাকে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও তাহা শ্রোতব্য বা বক্তব্যও নহে। দেখ মা! ভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও চণ্ডাল নয়, সে সকলেরই পূজ্য, কিন্তু অসাধু বিপ্রও বিপ্র নহে, কারণ সে সকলের ঘৃণিত। তবে হরি-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। তুমি তাঁহাতেই সর্ব্বদা অনুরাগী হও, তাঁহার সেবক হইলে আর মৃত্যু নাই। ভক্ত আর কিছুই জানেন না, জগতের পিতা হরি ভিন্ন আর কাহারও ভজনা করেন না। যে সেই পিতাকে ভজনা না করে সে পিতৃদোহী পাতকী, তাহার দুঃখের অবধি নাই। এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে দুঃখে অবসন্ন হইলেন, আপনার অপরাধ ও পাপের জন্য সেই পাপীর গতি দীনবন্ধুর নিকট অতি কাতরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে জগত জীবন প্রাণনাথ! আমায় রক্ষা কর, তোমা বিনা আর এ দুঃখ কাহাকে বলিব প্রভো! এই মূর্খের মায়াবন্ধন বিমুক্ত কর, মিথ্যা ধন পুত্র লইয়া আসক্ত হইলাম, তোমার সেই অমূল্য চরণও ভজনা করিলাম না। প্রভো! এখন এ দুঃখসাগর হইতে আমায় পার কর, এ সময়ে তুমিইত আমার বন্ধু, একবার উদ্ধার কর। এতদিনে জানিলাম যে তোমার ঐ চরণই সত্য। প্রভো! তোমার শরণ লইলাম

এবার রক্ষা কর। তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া অসৎ জলে ডুবিলাম। এই তাহার উচিত শাস্তি। এখন আমায় কৃপা কর। প্রভো! এই কৃপা কর যেন তোমায় কখন পরিত্যাগ না করি। যেখানে সেখানে কেন মরি না, যেন তোমার চরণে আমার মতি থাকে ও যেখানে তোমার মহোৎসব নাই সে ইন্দ্রলোক হইলেও আমি তাহা চাহি না।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্ম জীবনের স্থায়িত্ব।

চির অবারিতদ্বার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রাহ্ম হওয়া অতি সহজ, কিন্তু বিশ্বাসী সত্যপরায়ণ হইয়া সেখানে চিরদিন তিষ্ঠিয়া থাকা অতিশয় কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর ব্রত প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার সময় ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় পরীক্ষা সকল অনুভূত হয় না। যখন মন সাময়িক আনন্দে প্রফুল্ল হয়, তখন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া আমরা ভাবী ধর্ম্ম সাধন অতি সহজ মনে করি; কিন্তু যখন পরীক্ষার উপর পরীক্ষা আসিয়া জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে, সে সময় বুঝিতে পারা যায় পরিত্রাণ লাভ করা কত দূর যত্নসাধ্য। যখন বহু কালের সঞ্চিত পাপান্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়াকাশে দয়াময় ঈশ্বরের করুণার জ্বলন্ত জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তখন সেই পুণ্যালোকে হৃদয়পদ্ম সহজেই প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহা হইতে স্বর্গীয় মধুময় সৌরভ নিঃসারিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, সে সময় সহজেই সাধু প্রবৃত্তি সকল বিকশিত হইয়া জীবনকে উৎসাহিত করিতে থাকে। কিন্তু সেই তড়িতালোক সদৃশ ধর্ম্মভাব যখন সকল অন্ধকার করিয়া চলিয়া যায়, তখন নানা প্রকার ভয় বিভীষিকা সন্দর্শনে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। এই অবস্থাতেই অনেক ব্রাহ্মের পতন দেখা যাইতেছে। চিরদিন কেমন করিয়া ব্রাহ্ম থাকিব, অটল বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মবীরের ন্যায় কেমন করিয়া অঙ্গীকার পালন করিব এ প্রকার চিন্তা অতি অল্প লোকের মনেই স্থান পায়। কোন রূপে দিন যাপন করিতে পারিলেই হইল, এইরূপে কত ব্যক্তি চলিয়া যাইতেছেন। প্রণালীগত ধর্ম্ম সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, কেন তিনি কতগুলিন ধর্ম্মের নিয়ম পালন করেন, ঈশ্বরের নিকট কি তাঁহার প্রার্থনা, কি বস্তু পাইলে তাঁহার সাধনের উদ্দেশ্য সফল হয়, তদ্বিষয়ে হয়ত তিনি ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। এই ভাবে ভুলিয়া থাকিতে গেলেই ধর্ম্মসাধন ক্রমে অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যখন উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের অসীম কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইল তখন স্বভাবতঃই ভাব চিন্তা কার্য্য সকলই নিঃশেষ হইয়া গেল। জীবনের স্রোতঃ এই স্থান হইতে শুষ্ক হইয়া যায়; সুতরাং আর কিছু করিবার, ভাবিবার, বলিবার বিষয় থাকে না। চিরকালের ধর্ম্ম যদি দুই কিম্বা দশ বৎসরের মধ্যে শেষ হয়, তবে অবশিষ্ট জীবন পুনরায় সংসারেইত বদ্ধ হইবে। এ প্রকার যাঁহাদের জীবনে ঘটিতেছে তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের চিরব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা কোন রূপে কষ্ট কল্পনা করিয়া লোক লজ্জা কাল্পনিক ধর্ম্মভাব ও সামাজিকতা প্রভৃতি নানা কারণে চলিয়া যাইতে পারেন না, বহু পুত্রশোকে বিধুর ব্রাহ্মসমাজের কথঞ্চিৎ শান্তির অবলম্বন হইয়া তাঁহারা প্রকাশ পাইতেছেন। ভগ্নহৃদয় শোকার্ত্ত প্রাচীনা জননীর পক্ষে যেমন শেষ একটি সন্তান অজ্ঞান মূর্খ অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবিত থাকাও পরম প্রার্থনীয় হয়, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অনেক কৃতবিদ্য অকর্ম্মণ্য সন্তান এখন কোন রূপে বাঁচিয়া থাকিলেই হয় এই রূপ হইয়া উঠিয়াছে। হায়! শেষে ইহাঁদের বাঁচিয়া থাকাই সৌভাগ্যের বিষয় হইল।

আমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল ব্রাহ্মসমাজ সে সকল ক্রমে ক্রমে আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধনের বিবিধ উপকরণ

নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আশা পূর্ণ করিয়াছেন। যখন আমরা ভ্রম কল্পনা কুসংস্কারের অন্ধকার মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্য হইয়া সত্য, আলোক, জীবন দান করিলেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত মত, নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞান দিয়া ধর্ম্ম জীবনের শৈশবাবস্থা রক্ষা করিলেন। যখন দুর্ব্বল ভীরু হইয়া লোকভয়ে সত্যকে সত্য বলিতে পারিতাম না, তখন বল সাহস মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা দিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিলেন। যখন অনুদার সংকীর্ণ সীমাবিশিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে পতিত হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন আমাদিগকে এক প্রশস্ত স্বাধীন ক্ষেত্রে আনয়ন করিলেন। সেখানে আসিয়া যখন পিপাসায় প্রাণ বিয়োগ হইতেছিল, তখন ভক্তিরসামৃত দানে তৃষ্ণা দূর করিলেন। এক্ষণে ভাণ্ডারে এত সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, যে তাহা চিরকাল ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হইবে না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি সে সকল অমূল্য রত্ন ভোগ করিতেছে? কত নূতন নূতন সত্য, জীবন্ত মধুর ভাব স্বর্গ হইতে বর্ষিত হইতেছে, কয় জন সাধক তাহা আস্বাদন করিতেছেন? ভোগ করিবার লোক কৈ? অনেকে ক্রীড়ার বস্তু জ্ঞান করিয়া সে সকল দূরে নিক্ষেপ করিল, এত সত্য প্রচারিত হইয়াছে, যে তাহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। আর বলিবার সাধ্য নাই যে ব্রাহ্মসমাজ আমার এই ইচ্ছাটী অপূর্ণ রাখিয়াছেন।

তবে এখন চিরস্থায়ী হইয়া জীবনের যথার্থ পথ অনুসরণ করিবার উপায় কি? আয়োজন ত সকলই হইয়াছে, এখন ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী হইয়া চিরকাল এসকল সম্পত্তি ভোগ করিবার লোক কোথায়? এপর্য্যন্ত যে সকল মহামূল্য, পবিত্র স্বর্গীয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত গৌরব বুঝিতে না পারিলে অদ্য হইতে তোমার প্রত্যাদেশের স্রোতঃ বন্ধ হইয়া গেল, আর তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হইবে না শুষ্ক নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় তোমার জীবন হইয়া গেল! ধর্ম্মের দ্বারে তোমাকে এইখান হইতেই বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। যদি প্রত্যাদেশ আর না হয়, জীবনের চিহ্ন যদি আর তোমাতে লক্ষিত না হয়, তবে মৃত জড় দেহ লইয়া অচেতন জড়রাজ্যে গিয়া তুমি বাস করিতে থাক। যাঁহারা চিরদিন ব্রাহ্ম থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জীবনের গূঢ়তম নিম্ন প্রদেশে অবতরণ করুন, সেখানে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনের বলে ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ খুলিয়া দিন, তাহা হইলে বাঁচিবার উপায় হইবে; নতুবা কেহ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সরল প্রশ্নটি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এখন যে ভাবে দিন যাইতেছে, যদি সম্মুখস্থ জীবনের আর দশ বৎসর এইরূপে যায়, তবে কি কেহ কাহার সাক্ষাৎ পাইবেন? যদি আত্মাতে এখনও কিঞ্চিৎ মাত্র জীবনের আভাস থাকে তাহা হইলে এ কথার উত্তর দিতে মস্তক ঘূর্ণায়মান হইবে। পার্থিব ভাবী জীবনের কথা স্মরণ হইলে যেমন সঞ্চিত মুদ্রা গুলির উপর গিয়া দৃষ্টি পতিত হইবে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক সম্বল যদি না থাকে, তবে সকলই অন্ধকার। বর্ত্তমান অবস্থায় ভুলিয়া থাকিলে নিশ্চয় অধিক দিন ব্রাহ্ম থাকা যাইবে না। এখন ক্ষণিক আনন্দ সাময়িক ভাবের অপেক্ষা সত্যের প্রতি, স্থায়িত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে মূল সংশোধন করিয়া তদুপরি জীবনের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সম্মুখে যে দিন আসিতেছে উহা অতি তীব্র। তাহার প্রখর বিচারে প্রত্যেকের জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, আন্তরিক অভিপ্রায় সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিচারিত হইবে। অন্ধকার অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য, কল্পনা কি অসারতা লইয়া কেহ যেন আমোদ আহ্লাদে ভুলিয়া না থাকেন। যে অবস্থায় আছেন তাহাতে চিরদিন ব্রাহ্ম

থাকিতে পারিবেন কি না ইহা সকলে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। মনুষ্যের কিম্বা সভ্যতার অনুরোধে, সাময়িক উত্তেজনায় কিম্বা ক্ষণিক আনন্দে, ভাবের কিম্বা কার্য্যের আড়ম্বরে চিরদিন ব্রাহ্ম থাকা যায় না। চিরদিন যাঁহাদের এই ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা আছে, বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে যাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অনুসারে তাহার আয়োজন করুন। যদি অল্প কালের জন্য হইত, তাহা হইলে ভাবিবার বিষয় ছিল না। কালের অনন্ত পথ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মত সম্বল চাই। সাধনের মূল অত্যন্ত সুদৃঢ় করিতে হইবে। বিশ্বাসের জীবনী শক্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষ না দেখিলে চলিবে না, এখনও ভিতরে অনেক মারাত্মক রোগ আছে ইহা বুঝিতে হইবে। ভাবী জীবনের অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত ব্রাহ্মের পক্ষে তাহা একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ধর্ম্মের গভীরতা।

রবিবার, ৮ই জৈষ্ঠ, ১৭২৩ শক।

ধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ধর্ম্ম লঘুকে গুরু করে, গুরুকে লঘু করে, শূন্যকে পূর্ণ করে, অন্ধকার মধ্যে জ্যোতি প্রকাশ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে; ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য ব্যাপার কি আছে? মনুষ্যের কল্পনা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি চিন্তা করিতে পারে? ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ব্যাপার সকল অস্বীকার করা হয়। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে ধর্ম্মের এই ক্ষমতা লক্ষিত হইতেছে। কত ব্যক্তি দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে সংসার যে এমন মহৎ ব্যাপার তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিল। কাহার জন্য জগতের ধন মান সুখ সম্পদ সকলই ধার্ম্মিকের নিকট তুচ্ছ হইল? যে ব্যক্তি সংসারের সুখ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করিত না, সে ব্যক্তি আজ কেন সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দীন বেশ ধারণ করিল? কেবল বিশ্বাসের বলে নিমেষের মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যে ব্যক্তি আমার আমার করিয়া চিরকাল স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কারের সেবা করিত, আজ দেখ সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য, সত্যের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিল। সেই সত্য কি, সেই ঈশ্বর কি, বাহিরের চক্ষু দেখিতে পায় না। পৃথিবীর লোকের নিকট তাহা শূন্য, অন্ধকার; কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট তাহা প্রত্যক্ষ, এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেও তাহা গুরুতর; তিনি ইহার জন্য অনায়াসে এই যে সুখ সম্পদ পূর্ণ সংসার, ইহাকে জগতের সামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিত্যাগ করেন; যাহা দেখা যায়, যাহা স্পর্শ করা যায়, তাহা তাঁহার নিকট অসার এবং অপদার্থ; কিন্তু যাহা দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাহা তাঁহার নিকট জীবনের ধন এবং পরম পদার্থ। যাহা বিষয়ীলোকদিগের নিকট অপদার্থ অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা তাঁহার সর্ব্বস্ব। ইহা কেবল ধর্ম্মেরই বলে সম্ভব হয়। যেখানে বিষয়ীরা ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গে কম্পিত, সেখানে তিনি একবার দয়াময় নাম বলিলেন, তুফাণ স্থগিত হইল, তরঙ্গ সকল চলিয়া গেল। সাংসারিক লোকের কাছে চার অক্ষর দয়াময় নাম কিছুই নহে; কিন্তু ব্রহ্মভক্তের কাছে ইহার ক্ষমতার শেষ নাই, এই নামের মধ্যে তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ড বস্তু দর্শন করেন। ইহার বলে, জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ সকল অবস্থাই তাঁহার পক্ষে সমান।

অল্প ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইবামাত্র জগতের প্রতি বৈরাগ্য হয়; কিন্তু সেই পরিমাণে ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন। বাস্তবিক যাঁহারা মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন; ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইতে পারেন নাই তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত ভয়ানক। সাবধান, ব্রাহ্মগণ! আমাদের মধ্যে যেন এই অবস্থায় কেহই নিশ্চিন্ত না থাকেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে একটু পবিত্র সুখ পাইব কেবল এই আশা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করা বড় কঠিন। সামান্য পুস্তক পাঠ করিয়া যে ধর্ম্ম লাভ হয় তাহা উপরিভাগে, বাহিরে বন্ধু বান্ধবদিগের সঙ্গে উপাসনা করিয়া যে ধর্ম্ম হয় তাহাও জলের উপরিভাগে, এবং সাধু কার্য্য করিয়া যে পুণ্য হয় তাহাও ধর্ম্ম জীবনের স্রোতের উপরিভাগে ভাসে। যদি মুক্তি লাভ করিতে চাও, গভীর জলে ডুবিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, পরলোকে প্রগাঢ় আস্থা এ সকল জলের উপরিভাগে ভাসে না। এই সকল লাভ করিতে হইলে জলের গভীর স্থানে অবতরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ! যদি ধর্ম্ম জগতের গুরুত্ব চাও তাহা হইলে উপরিভাগের সমুদয় অবলম্বন ছাড়িয়া জলের গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হও। কেবল সংসারের প্রতি বৈরাগ্য, সাধু সহবাস, এবং সদনুষ্ঠান তোমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের গাম্ভীর্য্য দান করিতে পারে না।

সমস্ত ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় ব্যাপার একটী ক্ষুদ্র কেশের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই সূক্ষ্ম কেশ ঈশ্বরে বিশ্বাস। প্রথমতঃ ইহা সামান্য কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম; কিন্তু সেই কেশ ঈশ্বর প্রসাদে অনায়াসে লৌহ রজ্জু হইতেও কঠিন হইয়া যায়।

"ঈশ্বর আছেন" কেবল এই কথাটী বিশ্বাস করিয়া যিনি জীবন ধারণ করেন, তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত জগৎ চমকিত হয়। "ঈশ্বর আছেন" কেশের ন্যায় এই সত্যটী সম্বল করিয়া তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যান। পৃথিবীর মায়ারূপ বড় বড় রজ্জু সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু কাহার সাধ্য সেই কেশ বিলোড়ন করে? ব্রাহ্ম সেই চুল ধরিয়া আছেন; ঘোর আন্দোলন, ভয়ানক তরঙ্গ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; তাঁহার একটী কেশও আন্দোলিত হইল না। কিন্তু সেই বল কিসের? শরীরের নয়, ধনের নয়, জ্ঞানের নয়। পৃথিবীর শত শত দুর্জ্জয় বীরদিগকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার গতি রোধ করে? বিশ্বাসের বল এত, যে এই প্রকাণ্ড জগৎ বিশ্বাসীর নিকট কিছুই নহে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহা অপদার্থ মনে করিতে হইবে, আর যেখানে কিছুই নাই, সাংসারিক লোকের নিকট যাহার গুরুত্ব নাই, যাহা তাহাদের নিকট আকাশ, শূন্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে পদার্থ মনে করিতে হইবে। কে বলে আকাশের গুরুত্ব নাই? যাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তিনি কখনই একথা বলিতে পারেন না, যে আকাশ বাস্তবিকই কিছুই নহে; কারণ বিজ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতেই হইবে। সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বলুন দেখি এই যে আমাদের নিকট আকাশ ইহা কি যথার্থই শূন্য? যখন আমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপবিষ্ট হই, তখন ব্রাহ্ম বলিবেন ঊর্দ্ধে, অধোতে, অন্তরে, বাহিরে ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ যেমন শূন্যমধ্যে বায়ুরাশির ভার দর্শন করেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনি আকাশে ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভব করিয়া পুলকিত হন। কিন্তু অবিশ্বাসী অহঙ্কৃত সংসারীর নিকট সকলই শূন্য। তাহাদের লঘুচিত্ত এই আকাশের গুরুত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নীচেকার সমুদয় অবলম্বন বিরহিত হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণ ভিন্ন আর বাঁচিতে পারে না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আকাশের গুরুত্ব বুঝিতে পারে। যদি পথের প্রতি, বন্ধক হয় কঠিন পাষাণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইলে যেমন আমাদের সুখ হয়, তেমনি আকাশের মধ্যে একটু সামান্য দূর চলিতে পারিলে আমাদের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না। অতএব যতক্ষণ না এই আকাশে ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি, ততক্ষণ আমাদের যথার্থ শান্তি নাই। শূন্য হৃদয় হইও না। যে দিন দেখিতে পাও আত্মা শূন্য রহিল, শূন্য হস্তে যাচ্ঞা করিলে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলে, উপাসনার ক অক্ষর হইতে ক্ষ অক্ষর পর্য্যন্ত শূন্য হইল; সেই দিন কি ভয়ানক, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, সমুদয় জগৎ মৃতবৎ, কোথায়ও ঈশ্বর নাই, হৃদয় শূন্য পাষাণবৎ কঠিন, ভক্তি কৃতজ্ঞতার স্রোতঃ বন্ধ হইল। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম জীবনেও সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটে। উপাসনা করিতে যাই, যাঁহার উপাসনা করিব তাঁহাকে দেখিতে পাই না, চারি দিক শূন্য, ধর্ম্মের গম্ভীর সত্য সকল কল্পনা বোধ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্ম সঙ্গীত সকল শূন্য মনে হয়। ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিলাম, উপাসনা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু হৃদয়ের শূন্যতা দূর হইল না, ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয় অনুভব করিতে পারিল না। উপদেশ সকল এক কর্ণে শুনিলাম অন্য কর্ণ দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মগণ! এই অবস্থা হইতে সাবধান হইয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। যেমন শুষ্কতা দূর করিবে, তেমনি শূন্যতাও দূর করিবে। শূন্যতা ভয়ানক শত্রু। যদি ধর্ম্ম জগতের গাম্ভীর্য্য, ঈশ্বরের গভীর সত্তার গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ হও, তবে শূন্য হৃদয়ে মৃত্যুর উপহাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতে হইবে। এই প্রকার দীন অবস্থা যেন আমাদের কাহারও না হয়। ভক্তের কাছে আকাশের নাম গম্ভীর ঈশ্বরের সত্তা। বিশ্বাসহস্ত প্রসারণ কর, আকাশের মধ্যে ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিতে পারিবে। পিতার পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার গম্ভীর সত্তা চারিদিক্ হইতে শরীর মনকে আক্রমণ করিয়া বল পূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয় হইতে এই কথা সমুত্থিত করাইল "তুমি আছ,"। আমি আছি মনুষ্য বরং এই কথা ভুলিতে পারে, কিন্তু যখন আত্মাতে ঈশ্বরের গম্ভীর আবির্ভাব প্রকাশিত হয়, তখন "তুমি আছ," ইচ্ছা করিলেও মনুষ্যের হৃদয় এই কথা আর অস্বীকার করিতে পারে না। সেই সত্তা যখন চারিদিক্ হইতে সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে, সেই সত্তা যখন অন্তরে, সেই সত্তা যখন বাহিরে, সেই গম্ভীর সহবাস যখন সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় আমাদের সঙ্গে, তখনি আমরা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত অবস্থা লাভ করি। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহবাস মধ্যে বাস করে, ঈশ্বর সহবাস যাহার আকাশ, ঈশ্বর সহবাস যাহার বাস স্থান, ঈশ্বর সহবাস যাহার পথের আলোক, ঈশ্বর সহবাস যাহার হৃদয়ের স্পর্শমণি, ঈশ্বর সহবাস যাহার নয়নের অঞ্জন, ঈশ্বর সহবাস যাহার কর্ণের মধুরতা, ঈশ্বর সহবাস যাহার জীবনের জীবন, ঈশ্বর সহবাস যাহার জ্ঞান, বল, সুখ, শান্তি এবং ঈশ্বর

সহবাস যাহার সর্ব্বস্ব; সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্ম। আমরা ব্রাহ্ম নহি। যতক্ষণ না সেই সহবাস মধ্যে আমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিব, ততক্ষণ জগতের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারি; কিন্তু সেই সর্ব্বসাক্ষী পিতার সন্নিধানে নিরাশ্রয় শূন্যহৃদয় হইয়া থাকিতে হইবে।

জগৎকে প্রতারণা করিয়া মনুষ্য কতকাল জীবন ধারণ করিতে পারে? ভ্রাতৃগণ, জাগ্রৎ হইয়া দেখ, কোথায় যাইতেছ, মৃত্যু নিকটে আসিতেছে। পরলোকে যাইবার জন্য কি সম্বল করিলে? সাবধান, শেষ দিনে যেন ক্রন্দন করিতে না হয়। এই সময় ধর্ম্মের গুরুত্ব দেখিয়া লও! ব্রহ্মসহবাসের গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে অনুভব কর। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধাম সকলই কল্পনা হইয়া যাইবে। চক্ষু মেলিয়া দেখ সম্মুখের এই শূন্য কে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; কাহার গম্ভীর জয়ভেরীর শব্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত করিতেছে; দেখ কে এই আকাশের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য পরিমাণ করিতেছেন, চক্ষুকে তাঁহার পদতলে স্থাপন কর; কর্ণকে তাঁহার কথা শুনিতে দাও, চক্ষু যদি সেই রূপ দেখিতে পায় এবং কর্ণ যদি সেই সুধাপান করিতে পারে, আর কাহার সাধ্য তাহাদিগকে নিবারণ করে? চারিদিকে তাঁহার গম্ভীর মধুময় সত্তা! ভূলোকে তাঁহার সহবাস দ্যুলোকে তাঁহার সহবাস, অন্তরে তাঁহার সহবাস বাহিরে তাঁহার সহবাস, ইহলোকে তাঁহার সহবাস, পরলোকে তাঁহার সহবাস। সেই সহবাসসাগরে ডুবিলাম, আর দুঃখ নাই, যন্ত্রণা নাই, কেবলই প্রেমের আনন্দ, ভক্তির আনন্দ, পবিত্রতার আনন্দ। এই প্রার্থনীয় সুখ শান্তির অবস্থা যেন আমরা প্রত্যেকে লাভ করি।

হেদয়াময় পরমেশ্বর! আর তোমাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না। আকাশ যখন তোমার সহবাস হইল, তখন তুমি যে নিকটে; পিতা! তুমি আমাদের এত কাছে আসিয়া তোমার বাস স্থান করিলে। তুমি যে প্রেমসিন্ধু, ইহা হইতে অধিক আর কি প্রমাণ হইতে পারে? পিতা! তুমি আমাদের নিকটে আছ, আর যেন তোমাকে দূরে অন্বেষণ না করি। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন তোমার সাহায্য পাইলাম, তখন সংসারকে পদতলে দলন করিলাম; কৃতজ্ঞতার সহিত মানিতেছি, তোমার কৃপায় বৈরাগী হইয়া অনেক বৎসর হইতে সংসারকে পদতলে রাখিয়া তোমার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু দেখ পিতা! এখনও কোন কোন দিন যখন তোমাকে ডাকিতে যাই, আকাশ পরিহাস করিয়া বলি, কোথায় তোমার ঈশ্বর? এই শূন্যের মধ্যে কে তোমার উপাসনা শুনিবে? পিতা! এই রূপে নিরাশ হইয়া শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাই, আর সে দিন উপাসনা হয় না। দেখ জগদীশ! সংসার গেল, এখন শূন্য লইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। তোমার চরণ ভিন্ন আর কাহার দ্বারা এই শূন্য পূর্ণ হইবে? পিতা! শূন্য আমাদের ভয়ানক শত্রু। পিতা দেখ যেন নির্জ্জনতা অনুভব না করি। যদি তোমাকে একবার দেখিতে না পাই, ভয় হয়, দশ বৎসরের ধর্ম্মবল বুঝি পলকের মধ্যে হারাইব। পিতা! আমার আর স্বর্গ কোথায়! হৃদয় মধ্যে, যদি তুমি বাস কর এই আমার স্বর্গ। নাথ! সংসারের বিভীষিকা এত ভয় দেখায় যে দিবানিশি না কাঁপিয়া থাকিতে পারি না, তাতে যদি মনে করি, তুমি কাছে নাই, একাকী রহিয়াছি, তবে পিতা, কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। যদি ব্রাহ্ম করিলে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে দাও, যাহাকে লোকে আকাশ বলে শূন্য বলে, সেখানে তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া প্রাণকে শীতল করিতে ক্ষমতা দাও; যাহাকে লোকে নির্জন বলে, সেখানে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া জীবনকে সফল করিতে সমর্থ কর। তোমার শ্রীচরণতলে চিরকাল বাস করিব। একাকী আছি মনে করিয়া ভয় করিব না, ঐ শ্রীচরণতলে শান্তি পুণ্য লাভ করিব। তোমার মধুময় সহবাস হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দাও। আকাশে তোমার শান্তিপূর্ণ সত্তা অনুভব করিতে দাও। আমরা যাহা পাইবার তাহা পাইব,। আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহকাল পরকাল আমরা তোমার সহবাসের গম্ভীর শান্তি উপভোগ করিতে পারি।

বিশ্বাসের অপরিবর্ত্তনীয় ভূমি।

আমাদিগের উপাস্য দেবতা পরব্রহ্ম জাগ্রৎ কি নিদ্রিত? তিনি জীবন্ত না তিনি নির্জীব? যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তিনি স্বয়ং আমাদের হস্তে প্রদান করিলেন তাহার সহিত গম্ভীর ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, না ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে? সমস্ত ধর্ম্মের ব্যাপার কি ইহলোকে পরি সমাপ্তি হইবে, না পরলোকেও তাহা ব্যাপ্ত আছে? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রত্যেক ব্রাহ্মকে দিতে হইবে। তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলি, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হন না। বিশ্বাসভূমিতে হিমালয়ের মত দৃঢ় হইয়া যিনি অটল ভাবে থাকেন, তিনিই ব্রাহ্ম। তিনি মত পরিবর্ত্তন বিষয়ে উপেক্ষা করেন না, ধর্ম্মকে ক্রীড়ার বস্তু মনে করেন না, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করেন না। ঈশ্বর সন্তান কেবল ঈশ্বরকে চান, আর কাহাকে চান না। পরিত্রাণের জন্য, জ্ঞান শান্তির জন্য তিনি এক পরব্রহ্মের শরণাগত হন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা অন্যান্য বিষয়ে শান্তির অনুসন্ধান করে, অন্যান্য বিষয়ে মধ্যবর্ত্তী অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ভক্তি দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মের ভক্তি

দিবার আর কেহ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা পুস্তক বা মত বিশেষের প্রতি ধাবিত হয় এবং তাহার সহিত আপনাদিগকে সংলগ্ন করে। কিন্তু ব্রাহ্ম আপন হৃদয়ের যত ভক্তি সমুদয় সেই এক মাত্র প্রাণসখাকে অর্পণ করেন। জগতে ব্রাহ্মের আর কেহ নাই. পরব্রহ্ম ব্যতীত তাঁহার অভিলাষের বস্তু আর নাই। যাঁহার জন্য মন ব্যাকুল, তাহার শান্তি সেই ব্রহ্মপদ। সেখানে শান্তি না হইলে ব্রাহ্মের আর শান্তি নাই, পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানালোকে আলোক না হইলে ব্রাহ্ম আর কোথায় যাইবেন! পুস্তকের মধ্যে ত কেবল অন্ধকার। এ জন্য যিনি তাঁহার জ্ঞানানুসন্ধান করিতে "কোথায় সত্যালোক, কোথায় সত্যসূর্য্য" এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করেন, সেই সত্যসূর্য্য প্রকাশিত হইয়া তাহার সমুদয় অন্ধকার দূর করেন। ধন মানের কোলাহলের মধ্যে ঈশ্বরের উপদেশ ও তাঁহার মধুর বচন তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং মন শান্তি লাভ করে। ব্রাহ্ম যদি বিপদে পড়িয়া অস্থির হন, হৃদয় শুকাইয়া যায়, সে শুষ্কতা দূর করিতে তিনি অন্য কোথায়ও যান না, তিনি শুনিয়াছেন যে শান্তি সরোবর তাঁহার হৃদয়ে, সেখানে বসিলে দুঃখ দূর হয়, পাষাণে ভক্তি হয়। তিনি সেখানে গিয়া, 'কোথায় ভক্ত বৎসল' বলিয়া ডাকেন। তিনি ক্রমে হৃদয় আর্দ্র করিয়া ভক্তিতে পাষাণ মন বিগলিত করেন। পাপে পড়িয়া ব্রাহ্ম কোথায় যান? সেই এক মাত্র পরিত্রাতা পরমেশ্বরের নিকট, যিনি সমুদয় পরিত্রাণ করিবার শক্তি আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহারই নিকট মনের বেদনা প্রকাশ করেন। ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া জগতের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রেরণ করেন। তাঁহার শান্তি সলিলে আত্মা ভাসমান হয়, অপবিত্র মন পবিত্র হয়, জ্ঞান ভক্তি হৃদয়কে অধিকার করে। ব্রাহ্ম জানেন যে পরমেশ্বর ভিন্ন মুক্তি দিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, ব্রহ্মের চরণ ভিন্ন মধ্যবর্ত্তী আর কেহ নাই। অপবিত্রতা দূর করিতে, পাপীকে ক্ষমা করিতে অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই, তিনি দৃঢ় রূপে এ সত্য বিশ্বাস করেন। দিন দিন তিনি আপনার জীবনসহায় ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। যত দিন ব্রাহ্ম অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় কাহাকে পরিত্রাণ পথে মধ্যবর্ত্তী মনে করিবেন, যত দিন ব্রাহ্মের মনে অন্য পথে শান্তি পাওয়া যায় এই সামান্য সংশয় থাকিবে, তত দিন তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাস স্থির হইবে না এবং সে ব্রাহ্মের পতন নিশ্চয়। যদি একমাত্র ঈশ্বরে মনের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, তবে তাহার পতন হইবেই হইবে। ব্রাহ্ম যদি এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারেন আমার পিতা ভিন্ন পরিত্রাণ দিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই তিনি জীবন পথে অনায়াসে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করেন।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্রশ্ন। পাপের মধ্যে গুরু ও লঘু আছে কি না ?

উ। পাপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইটী গুরু ও এইটী লঘু এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে অবস্থা বিশেষে পাপ বিশেষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে দশটী নরহত্যা অপেক্ষা পাঁচটী মিথ্যা কথা কহা অধিক পাপ হইতে পারে। পাপ বাহ্য কার্য্যের দ্বারা ঠিক প্রকাশ পায় না, মনের বিকৃত অবস্থা দ্বারাই নিরূপিত হয়। যাঁহারা বাহ্য কার্য্য দর্শন করিয়া পাপ বিচার করিতে যান, তাঁহারা পদে পদে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কাম রিপু দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হইতে না দেখিলে তাহা পাপের মধ্যে গণনা করেন না, আর সামান্য ক্রোধের দ্বারা কোন অপকার ঘটিলে, সেই ক্রোধকে মহাপাপ বলিয়া নিন্দা করিবেন। কেবল ইহা নহে, তাঁহারা এক পাপকে আর এক পাপের নামে ঘোষণা করিয়া দেন। কামান্ধ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্রাণ হত্যা করে, তাহারা ক্রোধের শাস্তি স্বরূপ তাহার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন, পুলিষের মাতায় তাহার ক্রোধাপরাধ লিপিবদ্ধ রহিল; কিন্তু অন্তর্যামী ঈশ্বরের বিচারে সে কামাপরাধের শাস্তি-ভাগী হইবে। আমরা সাধারণ চিকিৎসকদিগের রীতি দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহারা গুটিকত লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা পুস্তক হইতে তাহার নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিন্তু স্বভাব কোন পীড়ার নাম লিখিয়া দেন না, প্রত্যেক পীড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণ ও অবস্থার যোগে সংঘটিত হয়। এই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের নামের উপর কিছু নির্ভর না করিয়া স্বভাবের গতি ধরিয়া চিকিৎসা করেন এবং তাহাদের চিকিৎসাই ফলদায়ক হয়। রোগের লঘুত্ব গুরুত্ব বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ঠিক্ হয় না। এক ব্যক্তি হয়ত সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ডাক্তরেরা তাহার পীড়া সামান্য বলিয়া ঔদাস্য করেন; এক ব্যক্তির শরীরের কান্তি পুষ্টি সুলক্ষণ, কিন্তু রক্ত বিকৃত হইয়া এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী ব্রণ বা ফুসকুসী হইয়াছে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া আশা ছাড়িয়া দেন। অবিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা সেই রূপ পাপ রোগের নামকরণ করিতেই বৃথা কষ্ট পান এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ দ্বারা গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কাম ক্রোধ লোভ প্রত্যেকেই ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গুরু, আবার ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে লঘু পাপ। যাহার আত্মার ঈশ্বরের দিকে যাইতে যত অনিচ্ছা ও বিঘ্ন এবং সংসার ও

ইন্দ্রিয় সেবায় অনুরক্ত, তাহার পাপের পরিমাণ সেই অনুসারে অধিক বলিতে হইবে।

সকল পাপের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। সংসার যাহাকে ক্ষুদ্র পাপ বলে তাহা দ্বারা কত সময় আত্মার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এক ব্যক্তি হয়ত কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, সে সকল আর তাহার নিকট গুরু পাপ নহে; কিন্তু মিথ্যা কথা, কি পরনিন্দা, কি অবিশ্বাস তাহার ঈশ্বর ও মুক্তির পথে বিষম কণ্টক হইয়া থাকে। যে সকল পাপ অগ্রে সামান্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, ধর্ম্ম জীবন যত উন্নত ও হৃদয় যত পবিত্র হয়, তাহার গুরুত্ব ও ভীষণতা ততই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সংবাদ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ কোণনগর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য পদে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগের বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। দিবসে অনেক দরিদ্রদিগকেও দান করা হইয়াছিল।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ কগামারী ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তদুপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। যে সকল লোক সেখানকার দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিতেন, কীর্ত্তনের স্বর্গীয় কোমল ভাবে তাঁহাদেরও মন বিগলিত হইয়াছিল, এমন কি শেষে তাঁহারা আমাদের প্রচারক মহাশয়কে থাকিবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলে শত্রুরও মন বশীভূত হইয়া যায়। যদি পাষণ্ড দুরাচারী মনুষ্যকে ভাল করিতে ইচ্ছা হয় তবে অগ্রে ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হও।

—বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার লক্ষ্ণৌ নগরে অতি সমারোহের সহিত একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত হালদার, নিবাস বিক্রমপুর, শ্রীযুক্ত তারানাথ হালদারের পুত্র, বয়স ২১ বৎসর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র ও উৎসাহী ব্রাহ্ম। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, বাসস্থান আপততঃ লক্ষ্ণৌ, পিতার নাম শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায়, বয়স ১১ বৎসর। বিবাহের সময় ইংরাজ, বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় তিন চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তৎকালের উপাসনাতে উপস্থিত সকল ব্যক্তিরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। বিশেষতঃ আচার্য্য মহাশয় বর কন্যাকে জীবনের পবিত্রতা ও কর্ত্তব্য বিষয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া বড় বড় তালুকদার দিগের মনেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন প্রভৃতি অন্যান্য প্রচারক ভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকে তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই শুভ কার্য্য অতি সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল কন্যার যে বয়সে বিবাহ হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মমাত্রেরই আপত্তির বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে যতই এই রূপ সামাজিক শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে, ততই হিন্দু সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম ও আচারগত পবিত্রতা প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিতে থাকিবে।

—বিগত ২১ জ্যৈষ্ঠ শনিবার শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লক্ষ্ণৌ নগরে "ভারতবর্ষের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের ধর্ম্মভাব" বিষয়ে ইংরাজীতে একটি উৎসাহপূর্ণ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তৎকালে অনেক দেশীয় ও ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যদিও ভারতবর্ষ রাজনীতি বিষয়ে স্বাধীন নহে; কিন্তু তাহার পুত্রগন মনের ও বিবেকের স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন। বক্তা এই বিষয়টী অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি বাহ্য স্বাধীনতা যে কি দুর্গতি ও দুঃখের কারণ তাহা ফ্রেঞ্চ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি অবশেষে শিক্ষিতগণের ভীরুতা, কপটতা, দুর্ব্বলতা ও সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে উদাসীনতা অতি স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ এক ব্রাহ্মসমাজে সকল প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সকল প্রকার জীবন নিহিত রহিয়াছে। এই ভাবে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার হইল। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ মরুভূমি ভারতবর্ষের প্রাণ। বর্ত্তমান ধর্ম্মশূন্য শিক্ষাতে কপটতা অসরলতা ভীরুতাই বর্দ্ধিত হইতেছে। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা শিক্ষাই নয়, তাহাতে জীবনে প্রকৃত উন্নতি কিছুই লক্ষিত হয় না।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে, বর্ত্তমান সঙ্গত সভা অতি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। জীবনশূন্য আলোচনাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারের অধিক সম্ভাবনা। কোন ভাল কথা, কি ভাল উপায় জীবনে সাধন না করিলে তাহাতে অত্যন্ত অপরাধ হয়; এমন কি, তাহাতে ভক্তিপথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় তাঁহার আদেশও শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের অসরলতা হইতে থাকে। অতএব আমাদের সঙ্গতস্থ ভ্রাতাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে যাহাতে ইহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ভ্রাতার বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক; নতুবা সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে যাঁহার জীবনে যে বিষয়ের জন্য সংগ্রাম হয় সেই সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে যথার্থ উপকার হয়। আমরা এত দিন দেখিয়া আসিলাম যে জীবনের বিষয় আলোচিত না হইলে কাহারও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে না।

নূতন পুস্তক।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা	৴০
ধর্ম্ম গ্রন্থ ও সাধু লোক	৴০
স্বার্থপরতা	৴০

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১২ সংখ্যা।

১৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩॥০
ডাকমাসুল ২৷০

প্রার্থনা।

হে অধমতারণ দীনশরণ! যখন তোমার উপাসনা করিতে যাই, তখন মন কিছুতেই সুস্থির হয় না, উপাসনা করিতে করিতে অমনি চঞ্চল হইয়া উঠে, অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হয়। প্রার্থনা করি তাহাও যেন শূন্য বোধ হয়, বাক্য সকল আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

উপাসনান্তে আপনাকে এরূপ মনে করিতে পারি না যে কিছু হইল, জীবনে কিছু সম্বল করিলাম। এই ভাবে অনেক দিন তোমার উপাসনা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু বল হে প্রভো! এ অবস্থাতে উপাসকের হৃদয়ত কৃতার্থ হইতে পারে না; মনের অন্ধকার, পাপ, হৃদয়ের গভীর আসক্তি দুর্ব্বলতা বিন্দু মাত্র বিনষ্ট হইতেছে না, অথচ নিত্য নিত্য তোমার উপাসনাও করিয়া থাকি। যে কথা দিয়া তোমার উপাসনা করি, দেখি যে সে কথা ভাবশূন্য অসরলতা ও কুটতায় পরিপূর্ণ। যদিও দেখিতে পাই যে তৎকালের জন্য কিছু কিছু মনে ভাব উদয় হয়, কিন্তু তাহা ত জীবনে থাকে না। পিতা তোমাকে প্রতারণা করিতে গিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল, তুমি যে এই পাপীর হৃদয় কুটীরে নিয়ত বসতি করিতেছ? নিশ্চয় জানিতেছি. যে বাক্য বলি তাহা জীবন হইতে বহির্গত হয় না। নাথ! এত দিন তোমাকেও বঞ্চিত করিলাম অপরের চক্ষেও ধূলি নিক্ষেপ করিলাম। চিৎকার রবে সঙ্গীত করি, ভাল কথায় তোমার পূজা করি, আবার কখন কখন মনে করি এ ধর্ম্ম অপরকে বিতরণ না করিলে বড় স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। প্রভো! মনুষ্যের চক্ষে আর কত কাল ধূলি নিক্ষপে করিব? মনুষ্যের নিকট ধার্ম্মিক হইতে গিয়া আমি ধনে প্রাণে মরিলাম। দয়াময়! অপরের নিকট ধার্ম্মিক হওয়া যে বড় সহজ। উপাসনাও দেখাইতে ইচ্ছা হয়, প্রার্থনাও আবার দশ জনকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়, হায়! কি গূঢ়তম গভীর ভয়ানক পাপ, এই কারণে পিতা তোমার স্বর্গীয় উপাসনার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব চলিয়া গিয়াছে। এখন সংগোপনে তোমার চরণ অনিমেষ নয়নে দেখিতে চাই, আর তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইতে চাহি না। আর যদি প্রার্থনার সময় মিথ্যা কথা বলি, তবে আমার মুখ বন্ধ করিয়া দেও, যেন তোমায় দেখে হৃদয়ের কথা বলিতে পারি। তোমার উপাসনার অবমাননা করিয়া ত জীবনে গুরতর অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য সাধু উপায় সকল জীবনে সকল

হয় না। প্রভো! এখন তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই, যেন প্রতি দিন তোমাকে দেখিয়া তোমার উপাসনা করিতে পারি এবং যাহা বাস্তবিক অনুভব করি তাহাই যেন তোমার নিকট প্রার্থনা করি। নাথ! উপাসনার শূন্যতা কপটতা যেন এজীবনে আর দেখিতে না হয়।

আধ্যাত্মিক পবিত্রতা

পবিত্রতা ধর্ম্মের প্রাণ, জীবনের ভূষণ। পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরের জ্বলন্ত জ্যোতিপূর্ণ আবির্ভাব প্রকাশিত হয়। পবিত্রতাই জীবনে গভীর শান্তি ও নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ আনয়ন করে। প্রকৃত পবিত্রতা হৃদয়ের সাময়িক অবস্থা নহে, আত্মার কোন প্রকার আংশিক উন্নতিও নহে; ইহা সমস্ত আত্মার প্রশান্ত গভীর নিশ্চল স্বর্গীয় প্রকৃতিগত ভাব, যে স্বর্গীয় ভাব আত্মার রক্ত মাংস রূপে পরিণত হইয়া যায়। সজীব পবিত্রতা শোণিত প্রবাহের ন্যায় সমস্ত আত্মায় সঞ্চালিত হয়। বাক্য চিন্তা কার্য্য ইচ্ছা ও অপরাপর সকল বৃত্তির মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। শারিরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত যেমন শোণিত ক্রিয়ার যোগ, ইহা যেরূপ এক সময়ে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল অঙ্গ ও শরীরকে পরিপুষ্ট করে, যথার্থ পবিত্রতারও সেই রূপ লক্ষণ। ইহা একেবারে সমস্ত আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। শরীরের কোন অঙ্গ একা বিচ্ছিন্ন হইয়া উন্নত ও বর্দ্ধিত হয় না। অন্য অঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া একা হস্ত হস্ত পদ কি কখন বর্দ্ধিত হইতে পারে? শারীরিক প্রকৃতির পক্ষে এ প্রকার নিয়ম সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে কেন এ নিয়মের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে? বিশেষতঃ এখন আমাদের ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে এই গূঢ় গভীর পবিত্রতার অত্যন্ত অভাব। অনেকের সংস্কার যে ব্যভিচারাদি কুৎসিত কার্য্য কিম্বা অসাধু প্রবৃত্তি জীবনকে স্পর্শ না করিলেই বুঝি হৃদয় পবিত্র হয়, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় পবিত্রতার এরূপ লক্ষণ নহে, জীবনের এ প্রকার অবস্থা অভাব পক্ষের পবিত্রতা। ভাব পক্ষের বৈধ মুক্তিপদ পবিত্রতা জীবনের সহিত সমপ্রকৃতি হইয়া অবস্থিতি করে। তাহার স্বতন্ত্র প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম জীবনের আদর্শানুসারে পুণ্য সঞ্চয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই পরলোকের যথার্থ সম্বল হয়।

আমরা জীবনে ঐ পুণ্য লাভার্থে তৃষিত না হইয়া কেবল সংসারিক ভাবে অপরের নিকট পবিত্র হইতে পারিলেই, দশ জনে সাধু সচ্চরিত্র বলিলেই মনে করি কৃতার্থ হইলাম, জীবনের প্রার্থনীয় সিদ্ধ হইল মনে করি। অনেকেই কেবল বাহিরের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত। বাহিরেই কেবল ঔষধ লেপন করিতে পারিলেই আশঙ্কা ও ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এরূপ অনেকেরই সংস্কার; ভিতরের গভীর ক্ষত শুষ্ক হউক বা না হউক তদ্বিষয়ে দৃষ্টি নাই।

যাহাই হউক কেবল একবার অভ্যস্ত উপাসনা করিলেও হৃদয় বিশুদ্ধ হয় না, কতক গুলিন সদনুষ্ঠান করিলেও পুণ্য হয় না, কেবল বিবেকহীন হইয়া গদগদ ভাবে ঈশ্বরের চরণে রোদন করিলেও মনে বিশুদ্ধতা জন্মে না। আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে কতক লোকের দলে মিসিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও বিলক্ষণ। অথচ তাঁহার দর্শন করিব না, পুণ্য লাভের কঠোর সাধন অবলম্বন করিব না, যাহাতে আত্মা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে থাকিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিব না। সরস ভূমি হইল তাহাতেই বা কি, বৃক্ষ রোপণ করিয়া যদি তাহাতে মূল না জন্মে তবে নিশ্চয়ই তাহা জীবনশূন্য রসবিহীন ও শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের ধর্ম্মসাধনও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের উপা-

সনা উপরেই ভাসিতে থাকে, আমাদের সাধুভাব ও সৎকর্ম্ম আত্মার গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রতিদিন উপাসনাও করি, লোকের প্রতি সদ্ভাবও হয়, পরোপকার করিতেও হস্ত প্রসারিত হয়, কিন্তু জীবনের সহিত তাহার কোন গূঢ়তম সম্বন্ধই অনুভূত হয় না, কারণ সেই উপাসনা ও সাধুভাবের গভীর সুদৃঢ় ভিত্তি নাই, কোন অন্তর্গত সঞ্জীবনীশক্তির সহিত তাহদিগের যোগও লক্ষিত হয় না। এ অবস্থায় সমাজেই যাও, সাধুসঙ্গ কর, উপাসনা কর, আর তাহার নিগূঢ় তত্ত্বই অবগত হও, সেই অপবিত্রতা মনের দূষিত ভাব সরস ভূমিতে কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে পরিবর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মজীবনের পবিত্রতার আদর্শ অতি উচ্চ, কেবল সত্যের বিরুদ্ধাচরণ অববিত্রতা নহে, কিন্তু মতের পরিবর্ত্তন, ভাল উপাসনার অভাব, হৃদয়ের শুষ্কতা, মনের উৎসাহ বিহীনতা, কর্ত্তব্যপালনে শিথিলতা, আত্মার নিজ্জীবতা, ভ্রাতার দুঃখে উদাসীনতা, আপনার কল্যাণ সাধনেই নিয়ত তৎপরতা, অপর ভ্রাতার পাপ মলিনতা দেখিয়া হৃদয়ের দুঃখ না হওয়া ; এই গূঢ় আধ্যাত্মিক অপবিত্রতায় আমাদের আত্মা পরিপূর্ণ। এখন যে রূপে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী চলিতেছে যদি আরও কিছুদিন এইরূপে চলে, তবে সকলের মহানিষ্টের সম্ভাবনা। ফলতঃ এই গূঢ় জীবন্ত পুণ্য সঞ্চিত না হইলে নিষ্কলঙ্ক পিতার পবিত্র আবির্ভাবও উপলব্ধি করিতে পারি না, যদিও তিনি সময়ে সময়ে কৃপা করিয়া প্রকাশিত হন, সে প্রকাশ তড়িতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়। অপবিত্র হৃদয়ে ভাবগত প্রেমেরই সঞ্চার হয়, প্রকৃত জীবনগত প্রেম উত্থিত হয় না, যে প্রেমের সহিত নিয়ত পিতার ইচ্ছা ও আমাদের জীবনের যোগ।

আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রথম লক্ষণ। ঈশ্বর সহবাসে সাধকের সুখ হয়। চিন্তা করিয়া চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মেতে সুখ হওয়া অসম্ভব, মন স্বভাবতঃ তাঁহাতে সুখী হয়, ইহাই গভীর আধ্যাধিক পবিত্রতার প্রধান নিদর্শন। তাঁহার উপাসনাতে সুখ, তাঁহার নাম শ্রবণে আনন্দ, নাম স্মরণে চিত্তের প্রফুল্লতা, যেখানে তাঁহার নাম উচ্চারণ সে স্থান পর্য্যন্ত মধুর বোধ হয়, এই রূপে একটী গভীর আধ্যাত্মিক পুণ্য আত্মাতে সঞ্জাত হইতে থাকে। এই পবিত্রতার উচ্চ লক্ষণ ঈশ্বরে মোহিত হওয়া। কেমন অন্তর অপ্রতিহত বেগে তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়া যায় যে, পৃথিবীর আকর্ষণ আর কোন রূপে বল প্রকাশ করিতে পারে না, জীবনের সৌন্দর্য্য দিন দিন প্রকাশ পাইতে থাকে। ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গ এমন মধুর বলিয়া প্রতীত হয় যে আর তাহা ছাড়িতেও পারা যায় না। তাঁহার দর্শনের জন্য যেন হৃদয় নিয়ত আকুল হইয়া ইতস্ততঃ জীবনের অপরাপর কার্য্য সাধন করে। এরূপ সুখস্পৃহা, ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় লোভ, ও প্রগাঢ় আসক্তি প্রকৃত সাধু আত্মার অবস্থা। এই অবস্থাতে আত্মার অন্য বিষয়ে সুখ প্রবৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, পাপেতে সুখবোধ আর হইতে পারে না। যতদিন পাপেতে সুখ লাভের ইচ্ছা থাকে, ততদিন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে এখনও আমার নরককুণ্ডে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সকল সুখের প্রস্রবণ কেবল মাত্র তিনি, এই পবিত্র আসক্তিই পাপাসক্তির সম্পূর্ণ বিনাশক। আলোকের প্রকাশে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, অন্ধকার বিনাশের আর উপায়ান্তর দেখা যায় না; পাপ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ, ঐ লোভ যত টুকু পরিমাণে হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে পাপাসক্তি শিথিল হইয়া যায়, ঐ পাপ প্রবৃত্তির ক্রমে ক্রমে বিনাশ হইতে থাকে।

ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণে পরমানন্দ পবিত্রতার আর একটী লক্ষণ। আপনার সুখ দুঃখের উপর একটু মাত্র দৃষ্টি বা ইচ্ছা থাকিবে

না, আপনার কোন প্রকার লাভ ক্ষতি গণনা মনেও স্থান পাইবে না। তাঁহার একটী ইচ্ছা পালন করিতে পারিলেও পরম সন্তোষ ও জীবন স্বার্থক মনে হয়। এই সকল অবস্থা বিশুদ্ধ বিবেকের ফল। সর্ব্বদা আপনাকে ভুলিয়া ও তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া জীবন একটী স্বর্গীয় স্রোতে ভাসিতে থাকে, অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টি নিপতিত হয় না। বিশুদ্ধ বিবেক স্বর্ণ কারের উপলখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদা জীবনকে নিয়ত পরীক্ষা করিয়া থাকে, সেই স্বচ্ছ দর্পণের মধ্য দিয়া পা-পের সুক্ষতর ছবি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। বিবেকের কঠোর আদেশ নিরক্ষেপ, সুতরাং সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, জ্ঞানী সভ্য হইলেও তাহার নিকট সকলেই পরাস্ত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে বিবেককে ধর্ম্মপথের এক স্থানে রাখিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত কর প্রকৃত যোগ সংসাধিত হইবে। ইহার মধ্যে অন্য কোন ভাব প্রবেশ করিয়া উভয়ের বিচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। যদি আপনার উপর দৃষ্টি রাখ বিবেক উৎ-কোচগ্রাহী হইবে, তাহাকে যাহা বলিবে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। অতএব যাহা-তে তাঁহার আদেশ শ্রবণে হৃদয় নিয়ত উৎসুক হয়, তাহার জন্য সকলকে সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য সাধুরা যে পবিত্র আত্মার কথা বলেন, তাহা কেবল এই অবস্থা-তেই বুঝিতে পারা যায়। পিতার বাধ্য হৃদয়ে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ভাব প্রকাশিত হয়। তাহার উচ্ছা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে চালিত হয় না তিনিই পিতার সকল কথা শুনিতে পান ও শুনিতে পাইয়া তাহা কার্য্যেও পরিণত করেন। সে কার্য্যের প্রাণ কেবল তাঁহার প্রেরিত ঐ পবিত্রতা। ঐ ভাবে যিনি যত দূর জীবন পথে চালিত হইবেন, তিনি তত পরিমাণে ঈশ্বরের সেবা ও সহবাস যুগপৎ সম্ভোগ করিতে পারেন। ব্রাহ্মগণ! এইরূপে তাঁহার পবিত্র ভক্ত সন্তান হও, প্রকৃত পবিত্রতা সঞ্চয় কর।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম।

(৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্যের এইরূপ উন্নততর অবস্থা সন্দর্শন করিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈত পরম পুলকিত হইলেন, তিনি নাকি চৈতন্যের জন্মদিবসেই কোন শুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার জীবনে কোন উচ্চতর আশা ও করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আশা পূর্ণ হইবার নিদর্শন পাইয়া তিনি বিস্মিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ বিষয়ে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। একদা স্বপ্নযোগে কে যেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল দেখ, সকল দেশে ঘরে ঘরে নগরে নগরে নাম সংকীর্ত্তন হইবেক, দেবতার দুর্ল্লভ ভক্তি প্রকাশিত হইবে ও শ্রীবাসের গৃহে নৃত্যগীত সংকীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণ নিমগ্ন হইবেক। অদ্বৈত নিদ্রাভঙ্গের পর অবাক্ হইলেন, প্রাতে বন্ধু-বান্ধবদিগকে অতি ব্যগ্রতা সহকারে ঐ আনন্দ-জনক সম্বাদ কর্ণগোচর করিলেন। অনন্তর মহা কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অদ্বৈত গোস্বামী, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন। নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে সন্দর্শন করিবামাত্র ভক্তি পূর্ব্বক চরণে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য চৈতন্যকে এতই ভাল বাসিতেন যে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বৎস! কৃষ্ণের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি হউক, তুমি একান্ত মনে তাঁহার ভজনা কর এবং তাঁহার চরণসেবা কর; এই ভাবে তিনি তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন। এই সময় হইতে অদ্বৈ-তের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্মিলনের সূত্র-পাত হয়। কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মজগতের ঘটনা-বলী! দয়াময় ঈশ্বর যাহাদের সংযোগে তাঁহার কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হইবে মনে করেন, তিনি উপযুক্ত সময়েই তাঁহাদের হৃদয় কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত সূত্রে গ্রথিত করেন।

ভারতবর্ষে চিরদিনই অবতার পূজার প্রাদুর্ভাব। এখানে বহুকাল অদ্বৈতবাদের মতেরই আধিপত্য। হয় "সোঽহম" না হয় অবতার জ্ঞান, এই উভয়বিধ ধর্ম্মমতের চিরদিন সংগ্রাম এ প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা জ্ঞানী ও যাঁহারা যুক্তি তর্ক দিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সকল স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা স্বভাবতঃ অদ্বৈতবাদের মীমাংসায় উপনীত হন, এবং যাঁহারা ভক্তিপথের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারাও আপনা হইতে কোন অসাধারণ সাধুকে অবতার জ্ঞান করিতে বাধ্য হন। উভয়ের যুক্তি তর্ক কোন হৃদিস্থিত পূর্ব্ব মীমাংসিত বিষয়েরই অনুসরণ করে; সুতরাং মধ্য স্থলের কোন এক সূক্ষ্মতম বিষয়ে উপনীত হইতে পারে না। এই কারণে চৈতন্যের স্বর্গীয় প্রেমের অলৌকিক ভাব দর্শন করিয়া অদ্বৈত প্রভৃতি সকলের মনে তাঁহার সম্বন্ধে অবতারের সংস্কার জন্মিতে লাগিল, কিন্তু চৈতন্যের স্বীয় জীবনের বিশ্বাস অন্যতর বোধ হয়। *

যদি ও চৈতন্য স্বীয় জীবনের আদর্শ বিশদ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি নিজ সংস্কার ও বিশ্বাস বশতঃ "সেবক" এই কথা গীতার ভাবানুসারে লেখক ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বলেন যে ভগবান সেবকের জন্য নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবক হইয়া থাকেন এই জন্যই তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, এই রূপে চৈতন্যের অনেক কথা অবতার স্থাপন করিবার সপ্রমাণ রূপেই শিষ্যবর্গের নিকট প্রতীত ও গৃহীত হইত। যাহাই হউক ঐ সময় হইতে চৈতন্যের আর একটী নূতন বিধ সাধন আরম্ভ হইল। সাধুসেবাও ভক্তগণের পদানত হওয়া তিনি বিশেষ উপায় মনে করিতেন। এই জন্য তিনি সকলের চরণ ধূলি লইতেন। বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কার তাঁহাকে বড় স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সেই সকলকে নির্ম্মূল করিবার সাধন রূপে অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্বৈতের কোন বিশেষ কার্য্য ছিল বলিয়া তিনি যথা সময়ে চৈতন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। মহর্ষি ঈশার জীবনগত স্বর্গীয় আদর্শ জগতে সংসিদ্ধ হইবার পক্ষে যেমন জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, অদ্বৈতও সেইরূপ চৈতন্যের সুগভীর উচ্চতম ভক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে অনুকুলতা করিতে সম্মিলিত হইলেন। সাধুসেবা ও নাম কীর্ত্তন এই দুইটী তাঁহার জীবনের বিশেষ ভাব। তিনি চৈতন্যের পূর্ব্বে নিরতিশয় অনুরাগ সহকারে ঐ দুইটীর বিশেষ সাধন করিতেন। ফলতঃ ভক্তি রাজ্যের দুরবগাহ তত্ত্ব সকল আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে যে, সাধুদিগের প্রতি হৃদয়ের একটী বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিনয় প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবনের বিশেষ উপকার সাধন করে। কারণ তাঁহাদের নিকট বিনীত হইলে তাঁহাদের জীবনের পবিত্র উৎকৃষ্ট অংশটী লাভ করিতে ইচ্ছা হয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলে তাঁহাদের স্বর্গীয় গুণের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মে। ঈশার জীবনে ইহার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি শিষ্যদিগের নিকট একটী বিষয় চাহিতেন। তাঁহার হৃদিস্থিত গভীর জীবনের প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও আসক্তি জন্মিয়াছে কি না তাহা দেখিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম অবস্থায় কিছু সাধুতা লাভ করিবার বিশেষ উপায় ইহা তিনি মনে করিতেন; বিশেষতঃ তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে অনুরাগী করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন তাহাতে অনুরক্ত করিবার প্রধান উপায় বলিতে হইবে। কিন্তু অদ্বৈত এই দুইটীই ভক্তি লাভের বিশেষ সাধন বিশ্বাস করিতেন, অন্যতর উপায় থাকিলেও

সেবক বলিয়া মোরে সবেই জানিবা
এই বর কভু মোরে নাহি পাশরিবা
ইহা বলি পদধূলি লয় বিশ্বম্ভর
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর।
* চৈতন্য ভাগবত মধ্যম খণ্ড ২য় অধ্যায়

তাহা আদৃশ প্রতীতি করিতেন না। কেবল এই বিষয় গুলিন তাঁহার ভাল বোধ হইত। ফলতঃ তদবধি চৈতন্য আপনার আধ্যাত্মিক আদর্শ উপলব্ধি করিতে এবং তাহা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সমাজসংস্কার।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বঙ্গদেশের অজ্ঞানতা, পৌত্তলিকতা, অপবিত্রতা, কুসংস্কার প্রভৃতি পাপাচরণ দেখিয়া বিষণ্ন হন, যাঁহারা সংস্কৃত মত, বিশুদ্ধ নীতি, ও নির্ম্মল বিবেকের অনুমোদিত কার্য্য করিতে গিয়া চারিদিক হইতে আঘাত পান, তাঁহারাই সমাজসংস্কারের প্রয়োজন হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে পারেন। বিশেষতঃ যাঁহারা সত্যের অনুরোধে, বিবেকের অনুরোধে, ঈশ্বরের অনুরোধে সমাজের মধ্যে একটী পবিত্র শান্তি নিকেতন সংস্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের দুর্নীতি কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, অসভ্যতা বিদূরিত করিয়া; সুনীতি, সুসংস্কার জ্ঞানালোক সভ্যতা বিস্তার করিতে নিশ্চয়ই কৃতসংকল্প হন। এক্ষণে যে পরিমাণে জ্ঞান সভ্যতা প্রচারিত হইতেছে, যে পরিমাণে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম নীতি প্রকাশিত হইতেছে, যে পরিমাণে সত্যানুরাগ ও মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব এবং ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইতেছে, সেই পরিমাণে সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা সকলের মধ্যে প্রতীত হইতেছে। এই কারণেই সমাজ সংশোধন বিষয়ে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহার গভীরতা, সুন্দর প্রবর্ত্তনা ও জীবনের মহৎ আদর্শের সহিত গূঢ় যোগ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। স্থূলদর্শী অপক্কমতি অন্তর্দৃষ্টি বিরহিত ব্যক্তিগণের নিকট জীবনের অপরীক্ষিত বিষয়ের জন্য, ইহার প্রকৃত মীমাংসা না হইয়া তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সকল ব্যক্তি যেরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন তাহা দ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া বরং অপকারেরই সম্ভাবনা।

নরনারী উভয় জাতির জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি উন্নত ও বিশুদ্ধ করা যদি সমাজসংস্কারের অর্থ হয়, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পবিত্রতম স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপন করত উভয় জাতির সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করা যদি ইহার লক্ষ্য হয়, তবে ইহার ক্ষুদ্র পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহার উদ্দেশ্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং জীবনের যে অংশের সহিত ইহার যোগ তথায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই জন্য কেবল বিধবা বিবাহ প্রচলন, কি বাল্য বিবাহ নিরাকরণ, কি স্ত্রী জাতির বিদ্যা শিক্ষা ও তাহাদের পুরুষ সমাজে, কিম্বা যথা স্থানে গমনাগমন প্রভৃতি বাহিরের কতকগুলিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাববিহীন কার্য্যকে সংস্কার বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়াইলে চঞ্চলতাই প্রকাশ পায়, সুতরাং ইহার গভীরতা ও সারবাত্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এবং ঐ রূপ সংস্কারও হিন্দু সমাজের কোন মূলগত দোষ সংশোধন করিতেও সমর্থ হইবে না। আমরা ঐরূপ সংস্কারকে হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারি না।

সমাজ সংস্কারের প্রকৃত মূল সকলেরই জানা আবশ্যক। সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্য বোধ ঈশ্বরের সহিত উজ্জ্বল সম্বন্ধ জ্ঞান, এই সকল আধ্যাত্মিক ভাব সমাজ সংস্কারের ভিত্তি। পবিত্রতার বিশদ ভাব ঐ সংস্কারের প্রাণ। কারণ এখন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যানুরাগ নাই বলিয়া তাহারা কিছুই করিতে পারে না। নীতি শাস্ত্রের বিধি অনেকেই জানে, কিন্তু অন্তরে কর্ত্তব্য বোধ নাই বলিয়া বিবেকের অনুমোদিত কার্য্য করিতে কেহই পারে না। অতএব আমরা সমাজসংস্কারের বাহ্য অঙ্গকে তত

সমাদর করিতে পারি না, যত দূর ইহার অন্তরস্থিত প্রবর্ত্তনা ও স্বর্গীয় ভাব নিচয়কে শ্রদ্ধা ভক্তি করি। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন ঐ সকল গূঢ় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

লোভ।

১৮ই বৈশাখ রবিবার, ১৭৯৩ শক

মনুষ্য সুখ লাভের জন্য সর্ব্বদা সংসার পথে বিচরণ করে। যেখানে সুখ লাভের উপায় সেখানেই মনুষ্যকে দেখা যায়। মনুষ্যের মন আকর্ষণ করিবার জন্য সংসারে নানা প্রকার লোভের বস্তু রহিয়াছে। যে উপায়ে সেই সকল লাভ করা যায়, মনুষ্য সমুদয় জীবনের সহিত তাহা অবলম্বন করিতেছে। সংসারে যে সকল বস্তু মন আকর্ষণ করে,, মনুষ্য তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যতক্ষণ না সেই সকল লাভ করে, ততক্ষণ তাহার সুখ নাই, শান্তি নাই। যে ব্যক্তির হৃদয় লোভের লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সে ব্যক্তি জানে লোভের বস্তু না পাইলে কত কষ্ট। এই প্রকারে মনুষ্য মনের সঙ্গে সাংসারিক পদার্থের গূঢ় যোগ রহিয়াছে। যখন একটী লোভের বস্তু চলিয়া যায়, মনুষ্যের মন আর একটী আকর্ষণে মুগ্ধ হয়। সে যদিও একটী সুখ-লালসা, কি একটী কামনার বস্তু পরিত্যাগ করতে পারে, অমনি আর একটী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় মন হরণ করে। এই প্রকারে ধনের লোভী হইয়া, যশের লোভী হইয়া, মান সম্ভ্রমের লোভী হইয়া মনুষ্য সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। লোভের জালে এক বার বদ্ধ হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। যেমন মনুষ্য একবার ধন লোভে পড়িলে আর তাহা সহজে দূর করিতে পারে না; কেন না যতই সে ধন লাভ করে, ততই ধনের লালসা বৃদ্ধি হয় এবং অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত তাহা পাইতে চেষ্টা করে, এবং সেই বাঞ্ছিত ধন লাভ করিলেও নিস্তার নাই। তাহা হইতেও অধিক লাভ করিতে ইচ্ছা করে। সেইরূপ লোভের প্রত্যেক বস্তু এক বার মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করিলে, আর সহজে ইহা পরিত্যাগ করে না। যেমন ধনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ; ধন লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখ শান্তি নাই, ক্রমে ধনের অভাবে আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, তেমনি লোভের অন্য অন্য সামগ্রী যতক্ষণ লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ দুঃখ কষ্টের শেষ থাকে না। এই প্রকার নানা বিধ উপায়ে লোভ মনুষ্যদিগকে বশীভূত রাখিয়াছে। লোভের সর্ব্বব্যাপী শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনুষ্য সকল দুঃখ সহ্য করিতেছে; কিন্তু তথাপি সেই শৃঙ্খল কেহ দূর করিতে পারে না, যতই দূর করিতে চেষ্টা করে ততই জড়িত হইয়া পড়ে। যদি লোভের একটী বিষয় হইত, তাহার অভাবেই লোভ চলিয়া যাইত, কিন্তু লোভ একটী বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত নহে। সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহা মনুষ্যের লোভ উত্তেজিত করে। একটী লোভের আকর্ষণ দূর করিলে, তৎক্ষণাৎ আর একটী আসিয়া মনকে অধিকার করে। এই রূপে লোভ সর্ব্বদা মনুষ্যের উপরে আধিপত্য করিতেছে। কিন্তু এক দিকে লোভ যেমন আমাদিগকে বিষয়ের দাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তেমনি অন্যদিকে মস্তকের উপরি আর এক জন আছেন, যিনি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতেছেন। সংসার যেমন নূতন নূতন বস্তু প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তেমনি দয়াবান্ পরমেশ্বর তাঁহার স্বর্গের সুখ এবং সাধুভাব সকল দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতেছেন। যদি সংসারের বল অধিক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ধন মান এবং অন্য অন্য সুখের অন্বেষণেই জীবন অতিবাহিত হয়। যদি বিবেকের বল অধিক হয়, তবে ঈশ্বরের আকর্ষণের স্রোতে ভাসিয়া পুণ্যের দিকে. শান্তির দিকে তাহা চলিয়া যায়। এই দুই প্রকার শক্তি সংসার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। কেহ বা ধন লোভে পড়িয়া সমস্ত জীবন ক্ষয় করিতেছে, কেহ বা যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া আত্মার পবিত্রতর ভাব সকল ভুলিয়া রহিয়াছে, কেহ বা মানের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতেছে; এই প্রকারে কতক গুলি লোক সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছে। এবং সংসারের মোহিনী শক্তি ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আর এক দিকে কতক গুলি সাধু লোক সংসারের সমুদয় আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, বিষয়ের সকল প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। বিষয়ীরা যেমন বিষয় ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, এবং বিষয়ের অভাবে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মানুরাগী ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে না লাভ করিতে পারিলে ভয়ানক যন্ত্রণা পান। বিষয়ীদিগের যেমন বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা ব্রহ্মসন্তানের তেমনি অনিচ্ছা। সংসারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেমন বিষয়ী লোকেরা দূর হইতে আরো দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া গভীরতর সাংসারিকতায় নিমগ্ন হয়, তেমনি ব্রহ্মসন্তানেরা পুণ্য এবং শান্তির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে সংসারের সমুদয় আকর্ষণ

অতিক্রম করিয়া পিতার শান্তি নিকেতনের নিকটবর্ত্তী হন। যাঁহারা সংসারের বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা পিতার আকর্ষণ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যিনি একবার স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেখিয়াছেন, যে,আমার পিতার নিকট কত সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে, তখনই পৃথিবীর ধন মান সকলই চলিয়া গেল, ঈশ্বর প্রদত্ত অনন্ত কালের বস্তু হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলাম। এই ভাবে যদি অন্তরে ব্রহ্ম-লোভ উদ্দীপিত হয়, তবে কি ইহকাল পরকাল, কি সম্পদ কি বিপদ সকল অবস্থাই শান্তির অবস্থা। কত শত লোক কেবল ইন্দ্রিয় দমন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাতে যে তাহাদের কোন উপকার নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্ম; তোমরা কেবল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। যখন সহস্র প্রলোভনে তোমরা বিমোহিত না হইবে; যখন দেখিবে তোমাদের উপর সংসারের কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই, কিন্তু তোমাদের হৃদয় সহজেই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তখন মনে করিবে জীবনের কিছু উন্নতি হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া যত দিন ব্রহ্ম-ভক্তদিগের ন্যায় স্পষ্ট রূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে না পাইবে, ততদিন বিবেক বৈরাগ্য তোমাদের পরম সহায়। ততদিন ইহাদের বলে তোমরা সংসারের পর্ব্বত সমান ঐশ্বর্য্য ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করিতে পারিবে। সংসারের সুখ হইল তাহাতেইবা কি, সংসারের সুখ গেল তাহাতেই বা কি! বালকদিগকে ক্রীড়ার বস্তু ভুলাইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মসন্তানকে ভুলাইতে পারে সংসারে এমন সুখ কি আছে? সংসার আমা-দিগকে এমন কি দেখাইতে পারে, যে আমরা চারিদিনের জন্য অনন্ত কালের সুখ বিসর্জ্জন দিব। অতএব ভ্রাতৃগণ! জ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীর ভাবে সংসার মধ্যে বিচরণ কর। সংসার পাইলাম না তাহাতে দুঃখ কি? সংসারের সুখ সম্পত্তি চাই না। এখন কে হৃদয়ের অভাব দূর করিবে? হৃদয় যাহা চায়, তাহা কে আনিয়া দিবে? এই জন্য সাধুরা উপদেশ দিয়াছেন; যে হৃদয়ের সেই লোভ, সেই অনুরাগ এবং সেই বাসনা সকল অবিভক্ত রূপে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাও, নিশ্চয়ই হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছি না; কিন্তু কৃপণ যেমন আপনার ধনের প্রতি মুগ্ধ হয়, তেমনি ব্রহ্মকে সর্ব্বদা বক্ষস্থলে না দেখিলে সুখী হইতে পারেন না। এই জন্য, যে তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন বাঁচিতে পারেন না। ব্রহ্ম হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন কর, তাঁহার পক্ষে তখনই সংসার বিষময় হইবে, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি-বেন।

ব্রাহ্মগণ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ব্রহ্মধনে লোভী হইয়াছ কি না বল। যেমন বিষয়ীরা ধনলোভে মোহিত, তেমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমানন দেখিয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়াছ কি না? যে ধন পাইলাম তাহা ইহকালের ধন, পরকালের ধন, অনন্ত কালের ধন এই বলিয়া তাহা প্রাণের মধ্যে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কি না? এই যে ধন পাইলাম, আর ইহা কখনও ছাড়িব না। কৃপণ যেমন আপনার ধনকে নিকটে না দেখিলে বাঁচে না তোমরাও কি ঈশ্বরকে হারাইলে সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব কর? না কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে হয় বলিয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গমন কর? যদি কেবল কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলে এই প্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের নীচ শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উচ্চ স্থানে না উঠিলে কিছুতেই শান্তি পাইবে না। যতক্ষণ না পবিত্র প্রেমে ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিয়া একেবারে কামরিপুকে বিনাশ করিবে, যতক্ষণ না ক্ষমা রূপ খড়্গ দ্বারা ক্রোধ রূপ মহা শত্রুকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিবে, যতক্ষণ না হৃদয়ের সমস্ত আসক্তি কামনা ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা নির্ভয় হইতে পার না, অন্তরের মধ্যে এ সকল সাধন না করিলে ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না। এখন হইতে যদি ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে না পার, তবে কি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে পড়িয়া থাকিবে? আনন্দ সুখের ব্যাপার সকলই তাঁহার চরণে, তাঁহাতেই সমুদয় ক্ষতি পুরণ হইবে। তাঁহার চরণামৃত লাভ করিলেই সকল তৃষ্ণা দূর হইবে। অতএব ব্রাহ্ম নিয়ত তাঁহার নিকটেই বাস করেন, একবার পিতার প্রেমমুখ প্রকাশিত হইলে তিনি আর সংসারের দাস হইয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা স্বর্গের ধন দেখেন নাই তাঁহারাই সংসারের রূপে মোহিত হইতে পারেন। আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে চাহি না; দীনবেশে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হই না; এই জন্যই কেবল আমরা সংসারের সামান্য রূপ দেখিয়া ভুলিয়া যাই। পরলোক কত আনন্দে পরি-পূর্ণ তাহা দেখি না, এই জন্যই ইহ লোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই। বিষয়ের প্রতি লোভ দূর করিতে হইলে ব্রহ্মের প্রতি লোভ আবশ্যক। যদি সংসারের ধনলোভ বিনাশ করিতে চাও তবে ব্রহ্মধন লোভে লুব্ধ হও।

কাম রিপুকে পরাজয় করিতে হইলে যেমন পবিত্র প্রেমের আবশ্যক, ক্রোধকে পরাজয় করিতে হইলে যেমন ক্ষমার আবশ্যক; সেইরূপ যদি লোভ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও তবে ব্রহ্মলোভে লোভী হইতে হইবে। বৈরাগ্যের অনুরোধে কেবল লোভ সম্বরণ করিলে চলিবে না; কিন্তু ব্রহ্মঅনুরাগে উদ্দীপ্ত হইতে হইবে। এক দিকে যেমন সংসারের রাশীকৃত ধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, অন্য দিকে তেমনি প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত অনন্তকালের সম্বল ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে। একটী ধন না পাইলে, মনুষ্য কখনও নিঃসম্বল হইয়া অধিক

দিন জীবন ধারণ করিতে পারে না। সংসারের ধন পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী ধন লাভ করিতে হইবে। একটী শান্তির ঘর পাইলে না; অথচ গৃহ পরিত্যাগ করিলে, এই ভাবে কখনই অধিক দিন থাকিতে পারে না। একটী সুখের কারণ দেখিলে না; কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়ের সুখ পরিত্যাগ করিলে এই অবস্থার কেহ ধৰ্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। যতক্ষণ না স্বর্গের ধন পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই শ্মশান বৈরাগ্যকে বিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ না স্বর্গের প্রেম প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ের মলিন পঙ্কিল জল হইতে পাপ গরল উত্থিত হইবেই হইবে। ধন যেমন কৃপণের মন আকর্ষণ করে, ধৰ্ম্ম যতক্ষণ না সেইরূপ অনুরাগের বস্তু হইবেক, ততক্ষণ লোভ কেবল গুপ্ত ভাবে বাস করিতেছে, অবকাশ পাইলেই উত্তেজিত হইয়া পাপবিষ বিস্তার করিবে। অতএব হৃদয়ের সকল কামনা এবং সমুদয় লোভ ঈশ্বরকে অর্পণ কর। নতুবা বৈরাগ্যের আদেশে পাঁচ টাকার লোভ সম্বরণ করিলে, কি পাঁচ দিনের জন্য মদ্য পান ত্যাগ করিলে, ইহাতে কদাচ আপনাকে জিতেন্দ্রিয় মনে করিতে পার না। ব্রহ্মানুরাগ বিহীন হইয়া কিছু কালের জন্য সংসারের প্রতি উদাসীন হইলে কি হইবে? আমাদের গভীর রূপে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা ব্রহ্মকে ভালবাসি কি না। যদি বিষয়ের সুখ দেখিলে কেবল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে চলিবে না। বিষয় সুখের পরিবর্ত্তে আমরা আর একটী সুখ চাই। সেই সুখ যদি ঈশ্বরের শ্রীচরণে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিব না। যখন ব্রহ্ম আপনার প্রেমমুখ প্রকাশ করিবেন, তখন আর কি রূপে বলিব যে তাঁহার চরণে সুখ নাই। যদি লোভ দূর করিয়া ব্রহ্ম লোভে লোভী হই, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার চরণে প্রচুর শান্তি পবিত্রতা লাভ করিব। যতই তাঁহার প্রতি লোভ বৃদ্ধি হইবে, ততই তাঁহার উপাসনা করিয়া আরো আনন্দ পাইব। আজ আধ ঘন্টা ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিয়া সুখ ভোগ করিলাম, কাল ইহা হইতেও অধিক কাল তাঁহার সহবাস উপভোগ করিতে প্রার্থনা করিব। আজ দুই ঘন্টা পিতার কাছে বসিলাম, কাল পাঁচ ঘন্টা কাল তাঁহার মুখের মধুর উপদেশ শুনিব, এমনি করিয়া যখন লোভী হইয়া পিতাকে লাভ করিতে পারিব তখন কোথায় বা পাপ, কোথায় বা সংসারের আকর্ষণ। তখন সংসার বৃক্ষের পত্র সকল আপনা আপনি জীর্ণ হইয়া স্খলিত হইবে, এবং প্রাণের মধ্যে ব্রহ্মপ্রেম রূপ নূতন বৃক্ষ সজীব হইয়া সমস্ত জীবনকে আনন্দে প্লাবিত করিবে। এই প্রকার শান্তি আনন্দ পাইয়া ধৰ্ম্ম ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অনেক ভাবে তুমি আমাদের এজীবনে দেখা দিয়াছ। কত সময় তোমাকে ধৰ্ম্মরাজ বলিয়া, কম্পিত কলেবর হইয়া তোমার পবিত্র রাজসিংহাসন তলে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার ন্যায়দণ্ড দর্শনে কত সময় ভীত হইয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কত সময় তোমাকে দেখিব বলিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কত সময় তুমি গুরু হইয়া এই পাপ মন ফিরাইয়া দিয়াছিলে, কত সময় বন্ধু হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে; এবং কত সময় পাপীর পরিত্রাতা হইয়া দেখা দিলে; কিন্তু নাথ! এখন ধন যেমন বিষয়ীলোকের মন আকর্ষণ করে, কবে তেমনি করে তুমি আমাদের হৃদয় তোমার দিকে আকর্ষণ করিবে পিতা! কবে তোমার সেই প্রেমানন প্রকাশিত হইবে। যখন হৃদয় বলিবে আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না, তখনই স্বার্থক হইলাম; নতুবা, পিতা! কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তোমার নিকট আসিলে কি হইবে? নাথ! আমাদের দুর্দ্দশাত তুমি দেখিতেছ, যাই সংসারের আকর্ষণ হইল, অমনি তোমাকে নির্দ্দয় হইয়া বলি, তুমি অন্য হৃদয়ে যাও, আর আমার নিকটে তুমি বাস করিতে পার না। এই রূপে বহুদিনের বন্ধুতা কাটিয়া অক্লেশে তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তুমিত অনেক বার ভাল কথাও বলিয়াছিলে, তবে কেন নাথ! তোমাকে অবিশ্বাস করি? এখনও আমাদের উপর সংসারের আকর্ষণ রহিয়াছে। আমাদের চক্ষে তোমার তেমন রূপ নাই যে আমারা মোহিত হইয়া তোমার চরণ তলে পড়িয়া থাকিব। ততক্ষণ আমরা তোমার, যতক্ষণ পৃথিবীর লোক না আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু জগদীশ! যাই বিষয় আমাদের টানে, আর তোমাকে আমরা চাহি না। তাই আজ তোমাকে সকল ভাই ভগিনী মিলে ডাকিতেছি, যে তুমি দয়া করিয়া আমাদের নিকট সেই ভাবে দেখা দিবে, যে আর বিষয় আমাদিগকে টানিতে পারিবে না। শুনিয়াছি এমনি না তোমার কি ভাব আছে, যে সেই ভাবে তোমাকে একটী বার দেখিলে তুমি প্রাণ কাড়িয়া লও। ভক্তেরা এই কথা বলেন।

জগদীশ! আমরা অনেক কালের পাপী। এক বার তোমার দ্বারে যাই, আবার সংসারের দ্বারে যাই। আর যে এপাপ জীবন বহিতে পারি না। কোথায় এক বার তোমার চরণামৃত পান করিয়া আবার সেই চরণামৃতের জন্য ব্যাকুল হইব, না আমরা অমনি তাহা ভুলিয়া বিষযের গরল পান করি। এখন ও হে জগদীশ! তোমার প্রতি সেই প্রকার লোভ হইল না, যে যতই তোমাকে দেখিব ততই তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য আরো লালায়িত হইব। আজ যদি পিত

ব্রহ্মমন্দিরে দেখা দিয়াছ, তবে সকল সন্তানের মন প্রাণ এমন করিয়া কাড়িয়া লও, যে আর তাঁহারা তোমাকে ছাড়িয়া সংসারকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পারিবেন না। পিতা! চিরকাল তোমার চরণে দাস হইয়া থাকি, সন্তান দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্রশ্ন। পাপ মনে করা ও কাজে করায় প্রভেদ আছে কি না?

উ। মনে অসৎ চিন্তা স্থান পাইলেই পাপের সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে গুরুতর ভাব ধারণ করে সন্দেহ নাই। দুর্ব্বল মনে লজ্জা ভয়, প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইয়া পাপ প্রবৃত্তি নিবারণ করে, পাপের চিন্তা কত সময় উদয় হয়, ও পরক্ষণে বিলীন হইয়া যায়। যাহারা পাপানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের পাপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নিতান্ত নিলর্জ্জতা, সাহস এবং স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ কঠিন না হইলে কাজে পাপ করা সহজ নয়।

প্রশ্ন। পাপ প্রলোভন মনে এক কালেই আসিবে না এরূপ সম্ভব কি না?

উ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকের মনে পাপের আকর্ষণ শক্তির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে প্রলোভন অসম্ভব হইবে বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে প্রলোভন হইতে পারিবে না, এই রূপ আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নিকট সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের কাছে আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। কোন সুরাশক্ত ব্যক্তি ২০ বৎসর মদ খাওয়া ত্যাগ করিয়া আবার প্রলোভনে পড়িয়া পুনরাসক্ত হন। তিনি বলিবেন, প্রলোভন ত্যাগ করা কি দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্য? কিন্তু যিনি প্রলোভনের উত্তেজনা অসম্ভব এই রূপ আদর্শ করিয়া আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। ভক্তগণ জানেন ঈশ্বরের কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়, অতএব তাঁহার সেই কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্ম্ম সাধন বৃথা "তাঁর কৃপায় একটী পাপও ক্ষয় হইয়াছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি" জীবনে চিরকাল একথাটী ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী গুপ্ত কথা অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সুক্ষ্মমতের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠান রূপ মোটা বাঁধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসের সুক্ষ্ম বন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া রাখে। লোকে কড়ী কাঠ ধরিয়াও ডোবে, কিন্তু চুল ধরিয়া ও আবার বাঁচিয়া যায়, ধর্ম্ম রাজ্যের এই রূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিন্দু ধর্ম্মের বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া চৈতন্য এক হরিনাম পরিত্রাণের সহজ পথ বাহির করিলেন। সেই নামের ভুমি আবার অতি সুক্ষ্ম বিশ্বাস। ফলতঃ বড় ব্যাপারের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করা ভ্রম। ধুম ধাম আড়ম্বরের ভিতর আত্মা যথার্থ অবলম্বনের বস্তু পায় না, কিন্তু একটী সুক্ষ্ম সত্য প্রাণের সহিত ধরিয়া থাকিতে পারে। অল্প স্থানে যাহা থাকে, সমুদায় শরীরের বলে তাহা উত্তোলন করা যায়, কিন্তু বৃহদায়তন বস্তু ধারণ করিতে গেলে বলক্ষয় হইয়া যায়। মরিবার সময় আত্মা দুইটী কথা ধরিয়া থাকিতে না পারিলে আর উপায় নাই। সকল ধর্ম্মের মূল অতি সুক্ষ্ম, প্রত্যেকের ধর্ম্ম জীবনের মূলও সুক্ষ্ম ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাড়ম্বর বা কার্য্যাড়ম্বরও নাই। এক জনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদায় পৃথিবীকে অগ্নিময় করিয়া তুলে। চৈতন্য ও খৃষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও অধিক ছিল। ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিদ্যুতের ন্যায় সত্যের আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাহাই বিশ্বাস বন্ধনের মূল সূত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকট চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে এবং তাহারই বলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপে—

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশ না করাতে সাধারণের হিতের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতে অর্পণ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপে

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে কতক গুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমার এই

উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহার পবিত্র সরল হৃদয় হইতে যে উত্তর প্রদত্ত হইবে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং উত্তর না দেওয়াতে আমার উদ্দেশ্য সকল হয় নাই। কারণ আপনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রাণ খুলিয়া সরল উদারতার সহিত লেখা হয় নাই। বিশেষতঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মতের সহিত স্থানে স্থানে ঐক্য নাই। আপনি সাধু মনুষ্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মতের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমি দেবেন্দ্র বাবুর মত বিলক্ষণ অবগত আছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে নবম অধ্যায়ে ৫৮।৫৯ পৃষ্ঠায় "তিনি আমাদের সাহায্যের নিমিত্ত এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন সত্যই যাঁহার ব্রত * * * ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড সঙ্কল্প প্রাণপণে সিদ্ধ করেন।" একাদশ ব্যাখ্যানে ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন। * * * ঈশ্বরের ভাবের অঙ্কুর সকলের আত্মাতেই আছে; কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত দিগের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। " ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত বিশ্বাসের উপক্রমণিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; যখন জনসমাজ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে যে এক এক প্রখর জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ উত্থিত হয়েন তাঁহাদের জ্ঞান উক্ত প্রকার সহজ জ্ঞান। * * * ঈশা, মানক, মহম্মদ, এই সকল লোকের এই প্রকার ভাব।"

এই সকল আলোচনা করিয়া আমার বোধ হইতেছে আপনি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মত বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া উত্তর লিখিয়াছেন। এজন্য আমি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মত প্রকাশ করিবার জন্য এই পত্র খানি প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। সত্য প্রকাশ করিতে এবং গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই পত্র খানি অবশ্য প্রকাশ করিবেন, আমি বন্ধু ভাবে এই অনুরোধ করিলাম।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

সংবাদ।

দানাপুরস্থ কোন ব্রাহ্মের স্ত্রী মৃত্যু শয্যায় বিশেষ ধর্ম্ম ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম মৃত্যুর আধ ঘন্টা পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মদের সহিত এমন নির্ভর ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে তাহা শুনিয়া অনেকের মন বিগলিত হইয়াছিল। সেই যন্ত্রণার সময় তিনি করযোড়ে নিমীলিত নয়নে ঈশ্বরের নিকট এই ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "পিতা পামি অজ্ঞান তোমাকে ডাকিতে জানি না, কেমন করিয়া তোমার উপাসনা করিতে হয় তাহা ও জানি না, এখন এসময় একবার দয়া কর" কোমলহৃদয়া নারীদিগের অন্তরেও দয়াময় ঈশ্বর বসতি করিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন, ডাকিতে না জানিলেও বিন্দুমাত্র তাঁহার উপর অনুরাগ থাকিলে, করুণাময় পিতা বিপদের সময় কি অন্তিম কালে তাহার সহায় হইয়া শান্তি বিধান করেন। বস্তুতঃ মনুষ্যের এক মাত্র সম্বল কেবল প্রার্থনা। ভাল করিয়া মরিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ ফল বুঝিতে পারা যায় না।

আমাদের ব্রাহ্ম পাঠকেরা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন। ব্রাহ্মবিবাহ যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তজ্জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, তথাকার সভ্যগণ এক খানি স্বতন্ত্র আবেদন পত্রে অনেকের স্বাক্ষর লইয়া তৎ সহ দুই জন লোককে শিমলায় পাঠাইয়াছেন। শুনিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, বিশুদ্ধ বিবেকে তাহাদেরও নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঢাকাস্থ কোন কোন ব্রাহ্ম পূর্ব্বে যে আবেদন পত্রে নাম লিখিয়াছিলেন, এবার কার প্রতিবাদ পত্রেও আবার তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন। অমরা বিস্মিত হইলাম, যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কি প্রকারে এরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের কি যে মাতা বেদনা তাহা বুঝিতে পার যায় না। যাঁহারা আইন চান না তাঁহারা কেন বিদ্বেষ পরবশ হইয়া এ বিষয় প্রতিবাদ করিতেছেন?

অল্পদিন হইল কলিকাতার দক্ষিণ বারুই পুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন লোক অতি উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত রূপে ধর্ম্মসাধন না করিলে ও তাহাকে জীবনের প্রিয় সম্পত্তি না করিতে পারিলে ঐ রূপ উৎসাহানল শীঘ্রই নির্ব্বাণ হইবে। দয়াময় দুঃখী ব্রাহ্মদিগকে প্রকৃত সত্যের পথে লইয়া জীবন দান করুন। সম্প্রতি রাণাঘাটেও একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, আগ্রায় সেন্ট জন্‌স কালেজে "ধর্ম্ম ও জ্ঞানের যোগ" এই বিষয়ে একটী ইংরাজিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু এবং উমানাথ গুপ্ত লাহোরে যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদের বিনীত মান্দ্রাজী ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ তথায় বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে বিশেষ প্রচারিত হয় তজ্জন্য তাঁহারা একটী বিশেষ সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মদীপিকা নামে যে এক খানি ধর্ম্ম সম্বন্ধে পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ প্রদেশে একটী বিশেষ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালোরস্থ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের নিকট হইতে দুই শত খণ্ড পত্রিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের একটী

শ্রদ্ধাভাজন প্রচারক শ্রীধর স্বামী নাইডু সেখানকার জীবন বলিলে হয়। তিনি এত দূর সত্যানুরাগী ও সর্ব্বত্যাগী যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে, এমন কি তাঁহাকে সপরিবারে অন্নাভাবে কখন অনশন থাকিতে হয়, তথাকার এবং এ প্রদেশের ব্রাহ্মগণ যদি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন তবে বড়ই ভাল হয়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বর্ম্মাতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কার্য্য তৈলঙ্গী ও তামিল ভাসায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপাসনা সংকীর্ত্তন, উপদেশাদি সকলই ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারেই সম্পন্ন হয়। তথাকার আর একটী প্রদেশে মান্দ্রাজী সৈন্যগণের মধ্যে ও একটী ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এটী নূতন ও বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু সৌন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ ও উপাসনায় কিরূপ যোগ হইবে আমারা তাহা বুঝিতে পারি না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩

আয়

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	একুণ
পূর্ব্ব মাসের স্থিতি			।৵১৫
এক কালীন দান	১৩	৪১॥০	
মাসিক দান সংগ্রহ	৫৯/১০	৬১॥০	
শুভ কর্ম্মের দান	১	৫।০	
পুস্তক বিক্রয়	১১॥৵১০	৭॥১০	
অপরের পুস্তক বিক্রয় গচ্ছিত	১৫৫৸৵১০	১০১৵১০	
ক্ষুদ্র আয়	৮৫	৸০	
	৩২৫॥৵১০	২১৭॥৶০	৫৪৩/১০
			৫৪৩৸৫

ব্যয়

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	একুণ
পাথেয়	১১/০	১৩৸৵০	
উপজীবিকা	১৬১৵০	১৫৯৸/১০	
ক্ষুদ্র ব্যয়	৩/০	১২।৵১০	
অপরের গচ্ছিত শোধ	১৪৯৸৵১০	১০৫৸৵০	
কাগচ খরিদ্র (পুস্তকের)	০	২২২	
দপ্তরী (পুস্তক বাঁধান)	০	৪৫।৵০	
	৩২৫।৶০	৫৫৯।৵০	৮৮৪৸/০

এককালীন দান।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	...	১
শ্রীযুক্ত বাবু নবকীশোর সেন	...	৫
" " ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস	...	৪
" " ক, চ, নন্দী	...	১০
চুঁচুরা ব্রাহ্মসমাজ	...	১১
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
একটী কৃপাপাত্র দীন	...	২
শিব সাগর ব্রাহ্মসমাজ	...	৫
মাস্রাড়াব্রাহ্মসমাজ	...	১॥০
		৫৪॥০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাল	...	১
শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার	...	২
" কুমুদিনী চোধুরী	...	৩।০
		৬।০

মাসিক দান সংগ্রহ।

লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	...	২০
কাগমারী ঐ	...	১
কোন্নগর ঐ	...	৩
গাজিয়াবাদ ও টুণ্ডুলা ঐ	...	৮
ব্রাহ্মমন্দির	..	১৯/১০
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দে	...	৩
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল		৪
" " গোবিন্দচাঁদ ধর		১০
" " বনমাবী চন্দ্র	...	৩
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক	...	॥০
" " মধুসূদন সেন	...	১
" " যাদবচন্দ্র রায়	...	১
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী		২
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	...	৩
" " নীলমণি ধর	...	১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক		২
" " দীননাথ মজুমদার		৪
" " হরকালী দাস	...	১॥০
" " কেশবচন্দ্র সেন	...	৩
" " অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		৪
" " কালী নাথ দেব	...	৬
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	২
" " জয় কৃষ্ণ সেন	...	৩
" " জয় গোপাল সেন	...	১০
" " প্রসাদ দাস মল্লিক	...	১
" " গিরিশ চন্দ্র সেন	...	১
" " গোপী কৃষ্ণ সেন		২
" " রাধাগোবিন্দ চৌধুরী		॥০
" " তারকনাথ দত্ত		১
		১২০॥/১০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই আষাঢ় তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১৩ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ রবিবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।·
ডাকমাসুল ১।·

প্রার্থনা।

হে প্রেমের সাগর ঈশ্বর! এই পাপী জগৎ কেবল তোমার স্নেহে পরাজিত। আমরা সকল প্রকার কুকর্ম্ম করিয়া ঘোর পাপাচরণ করিয়া তোমার দর্শন হইতে, তোমার পবিত্র সহবাস হইতে দূরে থাকিতে পারি; কিন্তু প্রভো! তোমার স্নেহ হইতে কখন দূরে থাকিতে পারি না। এই অপার স্নেহগুণেই মনুষ্য যত বড় পাপী হউক না কেন, তোমার নিকট স্থান পায় তোমার কাছে বসিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তোমার ঈদৃশ গভীর স্নেহ আমাদের নিকট কল্পনা ও শূন্য কথা বলিয়া প্রতীত হইল; যে সত্য ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপায়, যে সত্য উপলব্ধি না করিলে জীবন তোমার সুগভীর প্রেমপূর্ণ পবিত্র বিধান কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াই যে, হৃদয় অস্বীকার করিল। দয়াময়! বাহ্য জগতে ও পার্থিব জীবনে তোমার প্রেম আপাততঃ দেখিতে বেশ, কিন্তু অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতে তোমার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সকল দর্শন না করিলে ধর্ম্ম জীবনের অস্তিত্বই থাকে না, তাই হে নাথ! তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি সেই গভীর স্থানে তোমাকে নিয়ত সন্দর্শন করিতে দেও, সেখানে তোমার কার্য্য কলাপ প্রতীতি করিতে দেও। এখন বুঝিতেছি ঐ গভীর প্রেমের প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসই পরিত্রাণের সুন্দর প্রণালী। আশা বিশ্বাসের সৌন্দর্য্য ও গভীরতা ইহারি মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। হে দীন দয়াল! তোমার প্রেমরাজ্যে অবিচলিত বিশ্বাস নাই বলিয়া প্রার্থনার বল পাই না, তোমার কোন কথা বলের সহিত বলিতে পারি না, দীন নাথ! এই নিমিত্ত তোমার উপাসনা মধুময় ও সরস হয় না, আপনাকেও সুখী মনে করিতে পারি না।

পতিতপাবন পিতা! তোমার স্নেহ সাগরে ভাসিতেছি অথচ তোমাকে পরের মত ব্যবহার করিতেছি, যেন তুমি আমার কেহই নও, তোমার সহিত কোন কালে আলাপ পরিচয় আছে কি না তাহারই সন্দেহ? তুমি স্নেহ কর একথা সহস্র বার বলিলাম, কিন্তু তাহার ক্রিয়া অস্তিত্ব বাস্তবিক তাহাও ত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম না। তোমার সহিত প্রেমের যোগ একবার দেখিয়া পিতা বলিয়া তোমার নিকট চির পরিচিত হই। হে কাঙ্গাল শরণ! জানিতেছি দেখিতেছি যে ঐ স্নেহে কতবার পরাজিত হইয়াছি। প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপ করিতে গেলাম, কিন্তু তুমি তাহা করিতে

দিলে না, তুমি বল পূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিলে। প্রভো! এখন তোমার কাছে এই হৃদয়ের অভিলাষ ঐ স্নেহে চিরদিন পরাস্ত হইয়া থাকিতে দেও তোমার সঙ্গে চিরকাল পবিত্র প্রেমে থাকিতে দেও।

চিত্তের সমাধান।

কেনা দর্শন করিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ধারণা করিতে গিয়া মন চঞ্চল হয়? কেনা দেখিয়াছেন যে, সেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর হৃদয়ের উপাস্য দেবতাকে আত্মার মধ্যে চিন্তাকরা বড় দুরূহ ব্যাপার? এই নিমিত্তই নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুরাকালে এক মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য তপস্বিগণ, কতই না কঠোর তপস্যা করিতেন। বহু দিন হইতে ধর্ম্মরাজ্যে মনঃ সংযত করিবার জন্য বহুল যত্ন প্রয়াস দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পুরাতন সময়ের সাধন তত জীবনগত নয়, ইহার মধ্যে কিছু কল্পনা ছিল। তৎকালে তাঁহারা মনের বিষয়কে লক্ষ্য করা, বাহিরের বিষয়ের সহিত চিন্তাভাব ইচ্ছার যোগকে সঙ্কুচিত করাকেই একাগ্রতার পরম সাধন মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে অনেক সময় আবার বহির্ব্যাপারের নিকট পরাস্ত হইতে হইত; কিন্তু বলিতে কি সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তাতে বহুদিন একান্তভাবে নিমগ্ন থাকা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষস্থ পূর্ব্বতন ঋষিদিগের এই অদ্ভুত ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, ধ্যানস্থিত সাধকবর্গ বাহ্য জগতের ন্যায়, এই অদৃশ্যঅন্তর্জগতে নিরন্তর বাস করিতেন দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া ইহার গভীরতার বিষয় অনেক লিখিয়াছেন

ফলতঃ মানবপ্রকৃতি সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের মন এরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি নিচয়ে বিন্যস্ত যে তাহার বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধ কোন কোন রূপে সম্পাদিত হইবেই হইবে। কিন্তু আবার অন্য দিকে তন্মধ্যে এরূপ ও ক্ষমতা নিহিত আছে যে, তাহার নিকট কোন বিষয় জীবন সদৃশ প্রতীত হইলে তদ্গত সমস্ত ভাব, চিন্তা ইচ্ছা প্রবৃত্তি ঐ বিষয়েই স্থাপিত হয়, সুতরাং তখন তাহাতে মনের সমাধান অনায়াসে সম্পাদিত হইয়া যায়। বল দেখি ব্রাহ্মভ্রাতা! কতদূর একাগ্রতার সাধন করিয়াছ? কতক্ষণ উপাসনার সময় অবিচ্ছেদে ঈশ্বরকে সাধনা করিতে সমর্থ হইয়াছ? সে অবস্থায় কি একটী মাত্র বিষয়ে হৃদয় সমাহিত হয়? তখন তোমার আত্মা কি একটী মাত্র বিষয় চায়? তৎকালে তোমার ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার সমস্ত শক্তি কি একেতেই আবদ্ধ হয়? বাহিরের কোন প্রকার ঘটনা তোমার মন আকর্ষণ করিতে কি কখন সমর্থ হয়? এখন কি বহির্জগতে কোন একটী শব্দ হইলেও তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের চরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে কৃতকার্য্য হয় না? প্রতি উপাসকের এই প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁহার উপাস্য দেবতার নিকট দিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের অনেক দূর সাধন করিয়াও লোকে এখান হইতে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিত। তাহারা মন সংযত করিয়া চিত্তের সমাধান করিতে না পারিয়া নিতান্ত ভীত ও নিরাশমনে সকল ছাড়িয়া দিতেন। আমরা ব্রাহ্ম, সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিশুদ্ধজ্ঞানালোকে সমুন্নত, এই বলিয়া যে, আমরা সংযতমনা সমাহিতচিত্ত তাহা নহে, যদিও মনঃসমাধান সহসা দুঃসাধ্য বলিয়া কেহ তাহা পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু অবশেষে অনেকেই কিছু করিতে না পারিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখেন, হৃদয় মন বড় শুষ্ক ও কঠোর হইয়া যায়, অবশেষে উপাসনা করিতে বিরত হন ছাড়িয়া দেন। প্রায় সকল স্থানে, দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্ম কেবল উপাসনা শুনিতে

সমাজে আইসেন কিন্তু প্রকৃত উপাসনা করিতে অতি অল্প লোকেই উপস্থিত হন। যাহাই হউক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান বড় গুরুতর ব্যাপার, কাহারও উপেক্ষার বিষয় নহে।

আত্মাকে সমাহিত করিতে হইলে প্রথমতঃ জীবনের লক্ষ্যকে হৃদয়ের সমক্ষে স্থির ভাবে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক। আত্মার নিকট অন্য অন্য বিষয় অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় হইলে মনের একাগ্রতা সম্পাদন অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ ভাবযোগের নিয়মানুসারে তদ্বিষয়ক চিন্তা অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইবেই হইবে। অতএব স্থির অবিচলিত লক্ষ্যকে উপাসনার সমক্ষে উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করিলে, চিন্তা এক বিষয়ে বদ্ধ হয়। ইহার আর একটী সাধন লক্ষ্যের উপরে অনুরাগ সঞ্চার। এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইলে আত্মার সমস্ত প্রকৃতি প্রবৃত্তি ঈশ্বরকে ধারণ করিবার সময় তাঁহাতেই সংলগ্ন ও ধাবিত হয়, আর মন এদিক ও দিক করিয়া বিচরণ করে না। অতি শান্ত ও সংযত হইয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান না করিলে উপাসনা নিতান্ত নিয়ম রক্ষা হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণ কি গৃহে কি সমাজে যেখানে কেন উপাসনা করনা মনসমাধান করা চাই। যাহার অভাবে পৃথিবীতে পৌত্তলিক পূজা সহজে স্থান পাইয়াছে। হয় নাস্তিকতা আর নয় পৌত্তলিকতা এই উভয় বিধ অবস্থাইচিত্তের প্রকৃত সমাহিত ভাবের অসদ্ভাবে সকলকেই দর্শন করিতে হইবে। আমাদের সকলকেই উপাসনাতে মনের এত দূর সংযম করা আবশ্যক যে তখন ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথায় স্থাপিত হইবে না। দ্বিধাশূন্য অবিচলিত শান্ত অবস্থা লাভ করিতে বিশেষ যত্ন বান্ হইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

যে সময়ে ভারতবর্ষে এক ঈশ্বরের উপাসনা বিলুপ্ত হইয়াছিল, অজ্ঞানান্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন ছিল সেই সময়েই মহাত্মা রাম মোহন রায় একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা ভারতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন মানসে একটী গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, সেইটীর নাম ব্রাহ্মসমাজ, তখন ব্রাহ্মদিগের সমষ্টিকে ব্রাহ্মসমাজ বলা হইত না। সেখানে বেদপাঠ হিন্দুশাস্ত্রব্যাখ্যা, সঙ্গীত হইয়া প্রতি সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা আরম্ভ হয়। মহাত্মা রাম মোহন রায় বিদেশে গমন করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিলে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রাণ দান করেন। এই সময়েই দলে দলে লোক ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ভক্তিভাজন কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজে জীবন দান করেন। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, গৃহে দেবদেবী পূজা, পৌত্তলিক মতে ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিতেন। কেশব বাবু এরূপ ব্যবহারকে অসত্য ব্যবহার, কপট ব্যবহার, পাপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং বলিলেন, যে কাষ্ঠ ইষ্টক নির্ম্মিত একটী গৃহ ব্রাহ্মসমাজ নহে, ব্রাহ্মদিগের সমষ্টির নামই ব্রাহ্মসমাজ। সুতরাং প্রত্যেক ব্রাহ্মের উন্নতিতে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি, অবনতিতে ব্রাহ্মসমাজের অবনতি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় বাটী হইতে পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ উঠাইয়া দিলেন। অনেক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতার অথবা জাতি ভেদের চিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া

সমাজচ্যুত হইলেন। কিন্তু তখনও ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্যগণ পৌত্তলিকতা সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। এজন্য কতক গুলি ব্রাহ্ম এরূপ আন্দোলন করেন যে, বেচারাম বাবু, বেদান্ত বাগীশ মহাশয় যখন উপবীত ত্যাগ করেন নাই তখন তাঁহাদের উপাচার্য্য হওয়া উচিত নহে। কারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যদি কপটতার অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তবে সেই ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সত্য বিলুপ্ত হইবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অমঙ্গল হইবে। দেবেন্দ্র বাবু ইহাতে সায় দিয়া স্থির করিলেন যে, উপবীত ত্যাগী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ উপাচার্য্য হইতে পারিবেন না। এজন্য তিন জন ব্রাহ্মকে উপাচার্য্য মনোনীত করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পত্রিকা প্রকাশ না হইতে হইতে শ্রবণ করিলেন যে ঐ তিন জনের মধ্যে অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তখন দেবেন্দ্র বাবু চমৎকৃত হইয়া কেবল দুইজনকে মনোনীত করতঃ পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহাদিগকে উপাচার্য্যের আসন প্রদান করেন। কতক গুলি ব্রাহ্ম এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া দেবেন্দ্র বাবুকে বলেন যে, আপনি কেশব বাবু দ্বারা চালিত হইয়া সকল নষ্ট করিলেন। জাতি চ্যুত ভয়ে অনেকে ব্রাহ্ম হইবে না, হিন্দু সমাজও ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিবে না। দেবেন্দ্রবাবু সেই কথা শুনিয়া পূর্ব্বনিয়ম ভঙ্গপূর্ব্বক বেচারাম বাবু, পাকড়াশী মহাশয় এবং বেদান্ত বাগীশ মহাশয় কে পুনর্ব্বার উপাচার্য্য করাতে সত্যানুরাগী ব্রাহ্মগণ এরূপ অব্যবস্থিততা দর্শন করিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তখন কলিকাতাব্রাহ্মসমাজ নাম ছিল, আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম ছিল না। এই হইতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুইটী দল হইল।

যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজ অসত্যের পোষণ করিয়া কোন কোন বিষয়ে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেন, তথাপি সাধারণ ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে উপকার লাভ করিয়াছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহা চিরকাল স্মরণ করিবেন। এজন্য আদি সমাজের পতন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকা যায় না। এখন আদিসমাজের দিন দিনই মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের শাখা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব যে প্রকার হিন্দু ধর্ম্মের শাখা, ব্রাহ্ম ধর্ম্মও তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের শাখা বিশেষ। জাতি ভেদ ত্যাগ করা উচিত নহে, উপবীত ত্যাগ করা উচিত নহে, পৌত্তলিকক্রিয়া কলাপে যোগ না দেওয়া অন্যায়। যে কার্য্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয় তাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে তাহা পাপ, এই প্রকার অসত্য মূলক মত সকল প্রচার করিতেছেন।

আদি সমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম সামাজিক উপাসনা, পাপস্বীকার করা, ঈশ্বরের ধ্যান, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা অন্যায়ও পাগলামি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহারা ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি, বিধিবদ্ধ হইবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভাতে যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ অসত্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শ্রবণ মাত্র হৃদ্‌কম্প হয়। যাহারা ব্রাহ্ম নহে তাহা দিগের নিকট এক খানা সাদা কাগজ লইয়া গিয়া এই রূপ প্রকাশ করেন যে, পথ ঘাট ভাল করিবার জন্য কৌলীন্য প্রথা রক্ষা করিবার জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য আবেদন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অনেক পৌত্তলিক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা সেই গুলি ব্রাহ্মদের স্বাক্ষর বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়াছেন।

হা! আদি ব্রাহ্মসমাজ অবশেষে তোমার দশা এই হইল? তোমার নামে অসত্য প্রচার হইতে লাগিল। হা! ব্রাহ্মগণ! তোমরাও

পাপে ডুবিলে ব্রাহ্মধর্ম্মকেও কলঙ্কিত করিলে, আর যে কেহ ব্রাহ্মদিগকে বিশ্বাস করিবে না। যে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্তে সমস্ত দেশ পবিত্র হইবে তাহার পরিণাম কি এই হইল? হা! মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবু! আপনি কি আদি-সমাজের এই দুর্গতি দেখিতেছেন না, দেখুন আপনার প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজ পাপসাগরে নিমগ্ন হইল? হা! মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়! আপনি কি অসত্য হইতে, আসন্ন মৃত্যু হইতে আদিব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবেন না। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সমাজ-চ্যুত ভয়ে এতদূর মিথ্যা ব্যবহার করিতেছ? কিন্তু মূলে তোমাদের অত্যন্ত ভ্রম রহিয়াছে। তোমরা অবগত আছ যে, পিরালি গণ হিন্দু সমাজভুক্ত নহেন। যে হিন্দু পিরালিদিগের বাটীতে জল গ্রহণও করে সে ব্যক্তিও জাতি-চ্যুত হয়। পিরালি গণ প্রাচীন হিন্দু সমাজে ম্লেচ্ছের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। তবে সেই পিরালি দিগের সহিত আহারাদি করিয়া হিন্দু সমাজে কিরূপে অবস্থিতি করিবে? যদি তোমরা সত্য পথে চলিতে না পার, আপনাদিগের দুর্ব্বলতা স্বীকার কর। অসত্য কপটতা প্রবঞ্চনা মহাপাপ। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিও না।

হে সাধারণ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আপনারা সতর্ক হউন, যেন অসত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে পরিচিত না হয়। যিনি একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করেন, কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা করেন না, পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপে যোগ দেন না। জাতি ভেদ স্বীকার করেন না, উপবীত ধারণ না করেন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মহাপাপ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম। যিনি ইহার বিপরীত কার্য্য করেন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। ধর্ম্মপথে সত্য পথে চলিলে কষ্ট হইবে ইহা বলিয়া ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করা উচিত নহে। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম। ইহা কোন ধর্ম্মের শাখা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা আর সূর্য্যকে হিন্দু সূর্য্য বলা একই কথা।

এখন সাধারণের চেষ্টা দ্বারা যাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ অসত্য হইতে রক্ষা পাইতে পারে তজ্জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নাম সাধন।

মনুষ্যের যাহাতে পরিত্রাণ হয় তাহা অতি গোপনীয় ও স্বর্গীয়। যাহা অতি আড়ম্বর পূর্ণ,তাহাতে পরিত্রাণ নাই; যাহা নিরতিশয় বৃহৎ তাহাতেও মুক্তি নির্ভর করে না; কিম্বা যে বিষয় বড় প্রশস্ত তাহার মধ্য দিয়াও ঈশ্বর দর্শন হয় না, অথবা কতকগুলিন উৎকৃষ্ট সাধন কি স্বর্গীয় বিভিন্ন অবলম্বন ধরিয়াও কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম পথ একটী মাত্র। একমাত্র পথ অবলম্বন না করিলে, একমাত্র উপায় না জানিলে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মে না; পবিত্র আসক্তি ও নিষ্ঠা জীবনে লক্ষিত হয় না, ও আত্মার অবিভক্ত অনুরাগ একেতে আবদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ মনের সকল বল, চেষ্টা, সাধন একটীর মধ্যে নিহিত থাকিলেই আত্মা ধর্ম্মান্নে পরিপুষ্ট হয়, এবং জীবনের প্রকৃত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় হয়। এই জন্য হিন্দু কি অন্য ধর্ম্মের মধ্যে মুক্তির প্রকৃত সাধন একটীমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আত্মার শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ, বিশ্বাস নির্ভর, আশা, চেষ্টা, বল, যত্নও সাধন, এই সকল একটী সহজ অথচ তাহার মধ্যে ধর্ম্মের সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন কোন গভীরতর বিষয়ে অবস্থান না করিলে প্রকৃত ভাব সাধন হওয়া দুঃসাধ্য। জীবনের গভীরতম বিষয় নিরীক্ষণ করিলেই প্রমাণ হইবে যে যাহার মধ্যে পরিত্রাণ, তাহা অতি সূক্ষ্মতর। বিশ্বাস অতি ক্ষুদ্র,তাহার এক কণাতেই জীবনের উন্নতি হয়, অল্পেতেই আত্মার জীবন সঞ্চার করে, এবং

ক্ষুদ্রাংশই এই অকুল ভবসাগরের অবলম্বন হয়। যদিও তাহা দেখিতে বৃহৎ নহে, কিন্তু অত্যুচ্চ হিমগিরি অপেক্ষাও তাহার শক্তি অসীম; অথচ তাহার বাহ্য আকৃতিতে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। আমরা বিশেষ জীবন পরীক্ষা করিয়া জানিলাম যে ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে অবলম্বন করিবার বিষয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন প্রেম কখন বা অনুষ্ঠান; এই ভাবেই বহুদিন জীবন চলিয়া আসিতেছে, কেহ কোনটী কদাপি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই জন্য আমাদের ধরিবার একটী প্রত্যক্ষ বস্তু চাই। সেই প্রত্যক্ষ বস্তু ঈশ্বরের দয়াময় নাম। আপাততঃ শুনিলেই বোধহয় যে ইহার মধ্যে আর ধর্ম্মের এমন কি উচ্চ ভাব থাকিতে পারে, কেবল একটী শব্দ বইত নয়, চারিটী অক্ষরে আর কাহার কখন ঈশ্বর-লাভ হইয়াছে? এত অতি সামান্য কথা। কিন্তু অতি গভীর ভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহাতে একটী স্বর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহার বিভিন্ন প্রকার সাধন আছে। জীবনের প্রথমাবস্থায় "দয়াময়" এই শব্দটীর মধ্যে তাঁহার করুণার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমি পাপী, আমি দেখিতেছি যে তাঁহার করুণা ভিন্ন আর আমার কোন উপায় নাই। এপাপ তাঁহাকে না বলিলে আর আমি স্থির থাকিতে পারি না, তাঁহার নিকট পাপের জন্য রোদন না করিলে আর কে আমার দুঃখে কর্ণপাত করিবে, কেমন স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপানে হৃদয় উপনীত হয়। আপনার পাপ দর্শন, তাহার জন্য দুঃখ শোক, হৃদয়ের বিনয়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহার করুণার উপর নির্ভর; এই সমস্ত ভাব ঐ শব্দটীর মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে। ঐ সকল ভাবের সহিত 'দয়াময়' এই শব্দের এমন যোগ করা আবশ্যক যে দয়াময় বলিয়া ডাকিলেই ঐ মধুর ভাব গুলিন আপনা হইতেই হৃদয়ে উপস্থিত হইবে। ইহার দ্বিতীয় সাধন ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ ও সকল প্রকার ভাব উহার মধ্যে পূরীতে হইবে, যে দয়াময় বলিবামাত্র তাঁহার সমস্ত স্বরূপ এক কালে আমার মনে উদিত হইল! দেখ আমি একটীর মধ্যে ঈশ্বরের সকল ভাব লাভ করিলাম। যখন এই রূপ অবস্থা হয়, তখন বোধ হয় এত বড় সহজ কিন্তু এক শব্দের মধ্যে ঐ সকলকে আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহার আরও নিগূঢ় যোগ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে সেই ঈশ্বরের করুণার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়া এত বড় প্রকাণ্ড ব্যাপার সুসাধ্য হইল। কেহ একথা বলিয়া অনাদর করিতে পারেন না যে, কেবল শব্দ লইয়া থাকিলে কি হইবে? কারণ ঐ পূর্ণ ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ সাধনের তাবৎ তত্ত্ব ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মহর্ষি চৈতন্য এই জন্য কেবল নামেই পরিত্রাণ, নামেতে মুক্তি, নামেতেই ভক্তি এই বলিয়া দেশে দেশে প্রচার করিতেন। তাঁহার নাম সাধন বিষয়ে একটী অমূল্য উপদেশ আছে।

"বিচেয়ানি বিচিন্ত্যানি বিচার্য্যানি পুনঃ পুনঃ।
সততং মনসি রক্ষেৎ কৃপণস্য ধনানিব॥"

সেই নাম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবেক; বিশেষ রূপে চিন্তা করিবেক; পুনঃ পুনঃ তাহা ধারণা করিবেক, এবং কৃপণের ধনের ন্যায় তাহাকে নিরন্তর হৃদয়ে রক্ষা করিবেক। বিশেষতঃ তিনি এই কথাটী আরও বলের সহিত বলিতেন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" কেবল হরি নামই এক মাত্র উপায়, কলিতে তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। প্রকৃত রূপে প্রত্যেকের নিকট এই সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন। কারণ ইহার মধ্যে হৃদয়ের প্রার্থনীয় সকলই মিলিবে। নামের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সাধন, নাম আর ঈশ্বর দর্শন একীভূত হওয়া। নাম করিবামাত্র ঈশ্বর

সমক্ষে। তখন শব্দের অর্থ সমগ্র স্বরূপ সম্পন্ন ঈশ্বরের সত্তা। "দয়াময়" আর কেবল চারিটী অক্ষর নহে, একটী শব্দও নহে কিন্তু দয়াময় পিতার পূর্ণ আবির্ভাব। তখন উহা উচ্চারণ করিলেই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়, প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, এবং জীবনের সকল কার্য্য পবিত্র হইয়া যায়।

হে ব্রাহ্মগণ! ভক্তির সহিত ঐ নাম উচ্চারণ কর বিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ কর এবং অতি যত্নের সহিত তাহা সাধন কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

কৃতজ্ঞতা।

১৯ আষাঢ় রবিবার, ১৭৯৩ শক।

এমন ব্যাপার জগতে কি আছে যাহা আমরা বারম্বার দেখি; কিন্তু প্রতিনিমেষে ভুলিয়া যাই? ইহা সেই দয়াময়ের করুণা! তাঁহার করুণা প্রত্যহ দেখিতেছি কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাইতেছি। আমাদের মনের ভাবান্তর হইতেছে, অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাঁহার স্নেহ পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি রহিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বদাই রূপান্তর হইতেছে; কিন্তু ঈশ্বর অটলভাবে আমাদিগকে নিত্য তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন। ইহা অতি সামান্য ঘটনা। সর্ব্বদা দেখিতেছি বলিয়া ইহার গুরুত্ব অনুভব করি না। কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি আর না পারি, ঈশ্বর আমাদিগকে কখন দয়া করিতে ক্ষান্ত হন না। আমরা যতই কেন কৃতঘ্ন হই না, তাঁহার পক্ষে আমাদের প্রতি কঠিন হওয়া অসম্ভব। আমাদের প্রতি যাঁহার এই প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় দয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া অনায়াসে আমরা সামান্য সংসারকে বড় মনে করি।

ঈশ্বরের করুণাতে জগৎ নির্ম্মিত, তাঁহার করুণাতে জগৎ অনুরঞ্জিত। তাঁহার করুণায় চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু জল, ইত্যাদি সমুদয় পদার্থ সমবেত হইয়া প্রতিদিন আমাদের কত উপকার করিতেছে। জগতের যে কোন বস্তুর প্রতি ব্রাহ্ম দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন দেখিয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু কেবল জগৎরূপ গ্রন্থে পিতার দয়া পাঠ করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন না, বহির্জগতের অতীত ব্রহ্মের সেই অব্যবহিত সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার প্রেমামৃত পান করিতে না পারিলে ব্রাহ্মের ব্যাকুলতা তৃপ্ত হয় না। সূর্য্য সাধারণের হিতের জন্য উদিত হইল, পক্ষিগণ সাধারণের সুখের জন্য সঙ্গীত করিল, পুষ্প সকল সাধারণের জন্য প্রস্ফুটিত হইল, কেবল এই বিশ্বাস তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না. কারণ তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে বিশেষ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং যখন তাঁহার এই বিশ্বাস হয় যে ঈশ্বর আমার জন্য সূর্য্যকে প্রেরণ করিলেন; এবং আমাকে কাতর দেখিয়াই চন্দ্রকে উদিত হইতে বলিলেন; এবং আমারই জন্য পুষ্প সকল সৌরভ বিস্তার করিতেছে, তখনই তিনি প্রকৃত আনন্দ লাভ করেন। বাস্তবিক প্রতি জনকে প্রত্যহ ঈশ্বর নাম ধরিয়া ডাকেন। এবং প্রত্যেকের সুখের জন্য তিনি ব্যস্ত, ব্রাহ্ম যতই এই বিশেষ দয়ার প্রণালী বুঝিতে পারেন, যতই অধিক পরিমাণে প্রত্যেক ঘটনায় আমারই জন্য পিতা বিশেষ করুণা প্রকাশ করিতেছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি ততই গভীর এবং প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার সহিত অবশেষে পিতার চরণ ধারণ করিতে পারেন। বাহিরের ঘটনা সকল পরিত্যাগ করিয়া যখন আপনার জীবন পাঠ করিবেন, সেখানেও দেখি বিশেষ করুণা গূঢ় ভাবে তাঁহার জীবনে স্রোতঃ রূপে প্রবাহিত হইতেছে। নিজের দোষে যত কিছু অমঙ্গল জীবনকে দূষিত করিয়াছে, কোথায় হইতে ব্রহ্মের দয়া অগ্নির মত আসিয়া সেই সকল জঞ্জাল ভস্মীভূত করিতেছে। দয়াময় পিতা আমাদিগকে জানিতে দেন না যে কত প্রকারে তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। প্রতিদিন পরিবারের মধ্যে গূঢ় রূপে কত প্রকার দয়ার ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন. সাধ্য কি মনুষ্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করে? আমাদিগকে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি দান করিয়া প্রত্যহ তিনি যে সকল করুণার ব্যাপার দেখাইতেছেন, তাহা দেখিয়া কিরূপে বলিব যে তাঁহার বিশেষ দয়া নাই? কেবল সাধারণ নিয়মে সকলের উপকার করেন। প্রত্যেক সম্বন্ধ, এবং প্রত্যেক ঘটনা যে তাঁহার বিশেষ করুণার নিদর্শন। কিন্তু ইহাতেও যে আমাদের প্রতি তাঁহার দয়ার শেষ হইল না। তাঁহার এ সকল সাধারণ এবং বিশেষ করুণাতে জগতের প্রত্যেকের প্রতিই রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার আরও নিগূঢ় করুণা এই, যে তিনি আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম দান করিয়াছেন। কেন আমাদের হস্তে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম আনিয়া দিলেন? কখনই বলিতে পারি না, যে আমরা তাঁহার এই সর্ব্বোচ্চ পবিত্রতম ধর্ম্মের উপযুক্ত, আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীতে তাঁহার কত সহস্র সহস্র জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্র সন্তান বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে কেন আমা-

দিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার দিলেন? কৈ তাঁহাদিগকেত তিনি প্রত্যহ দেখা দেন না। কেন আমাদের উপাসনা প্রতিদিন গ্রহণ করেন? যখন আমরা শিথিল এবং নিরাশ হইয়া পড়ি, তখন কেন এক একটী নূতন ব্যাপার দেখাইয়া আমাদিগকে উৎসাহ এবং জীবন দান করেন? যখন সকলে মিলিয়া সংসারী হইতে যাই তখন কেন অজ্ঞাতসারে হঠাৎ আমাদের অচেতন মনকে জাগাইয়া দেন? যখন আমরা মৃত হইয়া পড়ি তখন কেন তিনি স্বহস্তে আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে লইয়া গিয়া আমাদের অন্তরে নবজীবন দান করেন? এসকল করুণা যতই আলোচনা করি, দেখি যে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। পৃথিবীর কত কোটি কোটি লোক এখনও অজ্ঞান ও কুসংস্কারে বদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু আমরা কোথায় আসিয়াছি ভাবিলে, এমন পাষণ্ড হৃদয় কোথায় যাহা কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয় না? আমরা এমন কি পুণ্য করিয়াছি, যে অনায়াসে এ সকল স্বর্গের সামগ্রী পাইলাম? আমরা অন্তরে পিতাকে ডাকিতেছি, তিনি আসিয়া আমাদের বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন—কেমন আশ্চর্য্য রূপে তাঁহার নিকটে বসাইয়া আমাদের অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেছেন—জগতের কোটি কোটি লোক এই প্রণালীও হয়ত জানে না। কত প্রকারে যে তিনি আমাদের প্রতি তাঁহার ভাল বাসা জানাইতেন, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহকালে কত সুখ পাইতেছি, আবার অনন্ত কালের জন্য কত সুখ তিনি সঞ্চিত রাখিয়াছেন। কি জন্য আমাদিগকে এত দয়া করিতেছেন? আমাদিগকে দয়া করিয়া তাঁহার কি হইবে? সমস্ত দয়া প্রকাশে তাঁহার লক্ষ্য এই যে তিনি এক দিন চিরকালের জন্য আমাদিগকে প্রেম রজ্জুতে বাঁধিবেন। এই জন্যই তিনি আমাদের প্রতি সাধারণ করুণার পর বিশেষ করুণা, এবং বিশেষ করুণার পর নিগূঢ় করুণা, এবং নিগূঢ় করুণার পর মিষ্টতম করুণা প্রকাশ করেন। এ সকল করুণায় এক দিন আমাদিগকে বাঁধিবেনই বাঁধিবেন। কিন্তু যেমন এক দিকে তাঁহার করুণা চমৎকার ও বাক্যের অতীত, তেমনি আর এক দিকে আমাদের মন পাষাণের ন্যায় কঠিন। তাঁহার এত দয়ার ব্যাপার দেখিতেছি, কিন্তু মন অচেতন, ইহাতে কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। একবার মনে করি ভক্ত হই এবং কৃতজ্ঞ হইয়া পিতার চরণতলে পড়িয়া থাকি, আবার সেই প্রতিজ্ঞা, সেই ভাব কোথায় চলিয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহার দয়া প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে; অন্য দিকে তেমনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে। যতই তাঁহার প্রেম উপভোগ করিতেছি ততই এই ঋণ গুরুতর হইতেছে। আমরা তাঁহার কৃপায় এমন অনেক শিক্ষা পাইয়াছি যাহা পৃথিবীর কেহই পায় নাই। যে সকল বিষয় অনেকের পক্ষে দুর্ল্লভ এবং নিতান্ত কঠিন, সে সকল তাঁহার কৃপায় এখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং সুলভ। বাস্তবিক আমরা বিশেষ অনুকূল সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। শত শত বৎসর পরিশ্রম করিয়া মনুষ্য-জাতি যে সকল সত্য আবিষ্কার এবং সংগ্রহ করিয়াছে, আমরা অনায়াসে সে সকল সত্যের অধিকারী হইয়াছি। জগতে ঈশ্বরের সত্য এবং প্রেমরাজ্য এখন প্রগাঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এমন শুভ সময়ে যদি তাঁহাকে অল্প পরিমাণেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিতে না পারি তবে যে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। আমরা সকলেই সেই অবস্থা চাই যখন যতই ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিব ততই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে যদি বাস করি তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার প্রেমের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারি? ব্রাহ্মদের হইতে জগৎ কত প্রত্যাশা করিতেছে, সংসারের লোকেরা মনে করিতেছে "ব্রাহ্মেরা সকলই লুটিয়া লইল। ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল ইহারা সাধন করিল; ব্রহ্মোৎসবের ব্যাপার সকল ইহাদের হস্তগত হইল; ধ্যানের উন্নত অবস্থা, ভক্তির মধুর ভাব, নামামৃত রস-পান ইত্যাদি সকলই ব্রাহ্মদের নিজস্ব হইল। এক দিকে যেমন ধর্ম্মের গূঢ়তম এবং উচ্চতম ভাব সকল ইহাদের অধিকৃত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ইহারা জ্ঞানের এবং সভ্যতার মধ্য স্থলে বাস করে।" এই উন্নত এবং সুবিধার অবস্থাতে যাহারা বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেন শুষ্কতা, সেখানে কেন অকৃতজ্ঞতা? পরম পিতা স্বয়ং আসিয়া আমাদের গৃহে বাস করিতেছেন ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর যত প্রকার উন্নত ভাব এবং গভীর সত্য সমুদয় আমাদের গলার হার করিয়া দিলেন; তাঁহার জ্ঞান-রত্ন, ধর্ম্মরত্ন সকলই আমাদের হস্তে দান করিলেন, তবে কেন আমাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অভাব? আমরা তাঁহার সকল প্রকার করুণার অধিকারী হইলাম। তথাপি কি আমরা তাঁহাকে মনঃ প্রাণ সর্ব্বস্ব দিতে পারিব না? ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই, এবং করিতে পারেন না। এখন একবার আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার সাধন করিতে হইবে। অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জ্ঞানের সাধন, অনুষ্ঠানের সাধন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কৃতজ্ঞতার সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম-জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। প্রতিদিন পিতার যে সমস্ত করুণা উপভোগ করি সন্ধ্যার সময় যদি একবার সে সকল স্মরণ করি, মস্তক আপনা আপনি কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইবে। তখন হৃদয় সহজেই তাঁহাকে এই কথা বলিবে "পিতা! ধন্য তুমি! প্রতিদিন তোমার পবিত্র চরণে কৃতজ্ঞতা পুষ্প অর্পণ করিব।" এই ভাবে যদি ব্রাহ্মগণ

প্রত্যহ ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে অকৃতজ্ঞতা পাপ দূর হইয়া যাইবে। 'পিতা অনেক খাওয়াইলেন, অনেক পরাইলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রেম মিটিল না। কেবল ইহলোকে আমাদিগকে সুখ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। কারণ কেবল ষাট বৎসর আমাদিগকে সুখী করিলে কি হইবে? ইহা তিনি জানেন এই জন্য তিনি আমাদিগকে অনন্ত জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে কত প্রকারে আমাদের উপকার করিতেছেন, আবার পরকালে আমাদের জন্য কত প্রকার সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। উপকারের পর উপকার, প্রেমের পর প্রেম প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণতলে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা যতই কেন সংসারী হই না, তিনি ততই আমাদিগকে বিশেষ রূপে ধরিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কত বার আমরা কল্পিত মৃত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি, কত বার তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে সুখ অন্বেষণ করি এবং কত বার কঠিন ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হই; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এবং কিছুতেই তাঁহার করুণা পরাস্ত হয় না। আমাদের জীবনের শত শত পরিবর্ত্তন এবং সহস্র প্রকার অত্যাচারের মধ্যেও ঐ করুণা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কোন্ মুখে বলিব যে পিতা আমাদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলাম তখন ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল দেন নাই; বিপদের সময় অনাথ অসহায় দেখিয়াও আশ্রয় দিলেন না? এবং যখন পাপ-বিকারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলাম? তখন পাতকী বলিয়া ঘৃণা করিয়া চলিয়া গেলেন? সাধ্য নাই যে এ সকল কথা বলিয়া তাঁহার দয়াময় নামে দোষারোপ করি। তাঁহার দয়া ঐ মুখ বন্ধ করিয়াছে। কারণ, আমরা পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি; শত শত বার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা লঙ্ঘন করিয়াছি, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে বার বার অস্বীকার করিয়াছি, এবং কত তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের এ সকল দুর্দ্দান্ত ব্যবহার দেখিয়া তিনি কি কখনও আমাদিগকে তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? বিচারের সময় তাঁহার দয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে লজ্জা দিবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! এস আমরা কৃতজ্ঞতা সাধন করি। তিনি আমাদের জন্য কি করিতেছেন, প্রতিদিন আমাদিগকে কেমন করিয়া খাওয়াইতেছেন, কেমন করিয়া আমাদের অভাব সকল মোচন করিতেছেন, এস, এ সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে চেষ্টা করি। আহারের সময় যদি এক বার তাঁহার দয়া মনে হয়, তবে একটী অন্ন খণ্ডেও পরিত্রাণ পাইতে পারি; আর তাঁহার দয়া যদি স্বীকার না করি তাহা হইলে সহস্র মহাব্যাপারেও আমাদের অচেতন মন ভাল হইতে পারিবে না। এক দিনের করুণা ভাবিয়া দেখ, ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি পাইবে। সময় থাকিতে থাকিতে কৃতজ্ঞতা সাধন করিয়া লও, নতুবা অবশেষে অকৃতজ্ঞ হৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরলোকে প্রবেশ করিতে হইবে।

আখ্যায়িকা।

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ।

একদা কোন ব্যক্তি অত্যন্ত তৃষাকুল হইয়া স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একান্তই ইচ্ছা যে ঐ গৃহে একবার প্রবেশ করেন। এই মনে করিয়া অনেক বার ঐদ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই উত্তর পাইলেন না দ্বারও খুলিল না। অনেক ক্ষণের পর তাহার মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ অতি শান্ত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল কে তুমি হে! কেন দ্বারে আঘাত করিতেছ? বল কি তোমার প্রার্থনীয়! ইহা শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল ও মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন বুঝি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তখন তিনি অতি কাতর ভাবে বলিলেন মহাশয়! আমি এই গৃহের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় শুনিয়া পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি দ্বার খুলিয়া দেন কৃতার্থ হই। তখন সেই বৃদ্ধ দ্বারবান্ বলিল দেখ এ দ্বার আপনিই উদ্ঘাটিত হয়, কাহাকেও ইহা খুলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট সামগ্রী লইয়া এই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়, তাহার জন্যই উহার কবাট উন্মুক্ত হয়। বিশেষতঃ যেমন কেহ ইহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না তেমনি একবার প্রবেশ করিলেও কেহ আর নিষ্ক্রান্ত হইতেও পারে না। বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে উৎকৃষ্ট বিষয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন যে এক জন দেশানুরাগী স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য সমরশায়ী হইয়াছেন, শোণিতাক্ত দেহ ও মুমূর্ষু প্রায়। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে বাস্তবিক এই শোণিত স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ, দেশহিতৈষণা ইহার প্রত্যেক বিন্দুতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহার মত পৃথিবীতে আর উৎকৃষ্ট সামগ্রী কি হইতে পারে? কি নিঃস্বার্থ প্রেম, যাহার হৃদয়ে এ প্রকার প্রেম, ঈশ্বরত তাহার হৃদয়স্থ হইবেনই হইবেন। এই মনে করিয়া অতি শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত খানিক রক্ত লইয়া দৌড়িয়া তিনি সেই দ্বারদেশে উপস্থিত। কিছুকাল তথায় নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন

তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যে মাদক সেবন করে এবং যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ নহে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে।

সম্প্রতি আমাদের পরম উৎসাহী একেশ্বরবাদী ভয়েসি সাহেব এক ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র উপাসনা গৃহ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী ও কতক গুলিন পাদরি সাহেব তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে হৃদয়ের সহিত যোগ দান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার এই সাধু কার্য্য সহায় হউন ও তাঁহার মঙ্গল কামনা পূর্ণ করুন।

পূর্ব্বে থিয়োডোর পার্কার বোষ্টন নগরের যে উপাসনালয়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এক্ষণে তাহার স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট স্থান হইতেছে, এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভূমিও ক্রয় করা হইয়াছে, ও তথায় যাহাতে একটী গৃহ প্রস্তুত হয় তাহারও প্রস্তাব হইয়াছে। ব্লেক সাহেব তথাকার উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ বসু ও উমানাথ গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে লাহোরে অবস্থিতি করিতেছেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা সভায় একটী ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রায় তিন শত শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতার ভাব পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

আমাদের কোন বন্ধুর নিকট মুরাদাবাদস্থ কোন উদার ইংরাজ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া ২৫ টাকার সহিত এক উৎকৃষ্ট পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। স্বদেশের জন্য ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার রূপ আপনার মহৎ কার্য্যকে আমি হৃদয়ের সহিত সমাদর করি এবং আমারও তাহাতে বিশেষ অনুরাগ আছে। আপনার সমক্ষে অতি প্রশস্ত কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। আমি আশা করি যে আপনি ইহা হইতে প্রচুর ফল লাভ করিতে পারিবেন। সময়োচিত ও স্থায়ী উন্নতি কেবল তদ্দেশবাসীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। আমি আপনার প্রচারকেরা দেশে দেশে সর্ব্বত্র সত্য প্রচার করিতেছেন দেখিয়া বড় প্রীতি পাই। তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও উদার প্রেম ও ভ্রাতৃভাবে আমারদিগকে পরিচিত করিয়া লইলেন। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা। ইহার নিকট জাতি ধর্ম্ম দেশ সকলই এক হইয়া যায়।

মান্দ্রাজের ময়লা পুর হইতে এক খানি ইংরাজী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইতেছে। তাঁহারা পূর্ব্বে যে একটী সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে বেদ সমাজের পরিবর্ত্তে। "দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে স্বতন্ত্র রূপে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। উহার সম্পাদক আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীধর স্বামী নাইডু। ঐ সভাতে তাঁহারা সাতটী প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের সভ্যদিগের এই নিয়ম যে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে ইহার সভ্য হইতে পারিবে না। তথায় একটী স্বতন্ত্র উপাসনা গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। আমাদের মতে সভ্য করিবার নিয়ম একটু উদার ভাবে হইলেই ভাল হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার কার্য্যালয়।

বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	ভাল বাঁধান	১৸০
ঐ	কাগচের মলাট	১।।০
ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	১ম ২য় ভাগ ভাল বাঁদান	১
ঐ ঐ ঐ	কাগজের মলাট	৸০
ঐ ঐ	২য় ভাগ	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ	ঐ	।।০
প্রকৃত বিশ্বাস		৵০
জ্ঞান লতিকা		।০
ব্রহ্মমন্দির, প্রথম উপদেশ, ব্যাকুলতা		⁄০
ঐ দ্বিতীয় ঐ, বিনয়		⁄০
ঐ তৃতীয় ঐ, বিশ্বাস		⁄০
ঐ চতুর্থ ঐ, ঈশ্বর পিতা		⁄০
ঐ পঞ্চম ঐ, ঈশ্বর রাজা		⁄০
ঐ ষষ্ঠ ঐ, ঈশ্বর পরিত্রাতা		⁄০
ঐ সপ্তম ঐ, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা		⁄০
ঐ অষ্টম ঐ, স্বার্থ পরতা		⁄০
ঐ নবম ঐ, সাধুজীবন ও ধর্ম্ম গ্রন্থ		⁄০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ		৵০
ভক্তি		৵০
ব্রহ্মোৎসব		৵১০
নির্ম্মলার উপাখ্যান		।৵০
ব্রহ্মময়ী চরিত		।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান		৶০
উপাসনা প্রণালী		⁄০
ঐ সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে		⁄০
হিন্দি প্রার্থনা দেবনাগর অক্ষরে		⁄০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ		।৵০
ভক্তি বিরোধিদিগের আপত্তি খণ্ডন		।০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন		⁄০
পুনর্জ্জন্ম প্রদ বিশ্বাস		।⁄০
মনুষ্যের মহত্ত্ব		⁄১৫
ভ্রাতৃ ভাব		⁄১০
সংগীত মালা ১ ম ভাগ		⁄০

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

জ্যৈষ্ঠ। আষাঢ় ১৭৯৩

আয়

নির্দ্দিষ্ট আসন	...	..	১৩৩।০
দান সংগ্রহ	...	...	২৫।⁄০
			১৫৮৶⁄০

ব্যয়

আলোক	...	...	৩০।৵৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	...	৩৮⁄১৫
দ্রব্যাদি ক্রয়	..	..	২৬
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	...	১২।।⁄১০
প্রচারের দান	...	...	৪৩৸১৫
গত মাসের হাওলাত আংশিক শোধ	...		৭৸৶১৫
			১৫৮৶⁄০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২রা শ্রাবণ তারিখে মুদ্রিত হইল

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ সোমবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
ডাকমাসুল ১॥০

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

বিশ্বপতি পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে অদ্য এই নব দিবস দর্শন করিলাম, তুমি আমাদিগকে সেই অনন্তকালের দিকে এক দিন সঞ্চালিত করিলে। বিগত রজনীতে তোমার কৃপায় তোমারি ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলাম, সেই অসহায় অবস্থায় কেবল তুমিই আমাদিগকে রক্ষা করিলে। প্রভো! এই সুরম্য সময়ে জগৎ তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত রহিয়াছে, বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোল দ্বারে দ্বারে তোমার দয়াময় নামের মহিমা ঘোষণা করিতেছে; নবোদিত সূর্য্যের রশ্মি তোমারি সেই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। তুমি সকল স্থানে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া জীবন্তরূপে প্রতিপদার্থে অবস্থিতি করিতেছ। কিন্তু হে প্রভো! আমিও তোমার কৃপায় নূতন বল ও নূতন স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার সুমধুর নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে দয়াময়! পৃথিবী নূতন, সূর্য্য নূতন, সকল পদার্থই নব নব আনন্দ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু তোমার পাপী সন্তান পুরাতন পাপ ভার স্কন্ধে বহন করিতেছে। প্রভো! জীবনের দিন যত চলিয়া যাইতেছে ততই মৃত্যুর সন্নিকস্থ হইতেছি বটে, কৈ দিন দিন ত তোমার নিকটস্থ হইতে পারিতেছি না? আজ তাই তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি দিবসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনুচর কর। যেমন এই ক্ষুদ্র কাল অনন্ত কালে বিলীন হইয়া যাইতেছে তেমনি যেন এই সামান্য জীবন সেই অনন্ত জীবনে বিলীন হইয়া যায়। যেমন দিবস চলিয়া যাইতেছে তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন পাপভার লঘু হইয়া যায়।

হে দীনবন্ধু, তুমি জান যে প্রতিদিন পরিবারের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, কতবার তাহারা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের দুর্ব্বল মনকে অধিকার করে, কতবার তাহাদের নিকট হৃদয় পরাস্ত হইয়া যায়। হে অসহায়ের সহায় দুর্ব্বলের বল! তখন তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিও। আজ কিরূপে পবিত্রভাবে দিনপাত করিব? পাপের কথা মনে হইলে যে ভয় হয়? অদ্য যেন বিশুদ্ধভাবে দিন যাপন করিতে পারি, অদ্য যেন ভবসাগরের কিছু সম্বল সঞ্চয় করিতে পারি। এ জীবনে এমন একটী দিনও দেখিলাম না, যে দিন বিন্দু মাত্র পাপ হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। তাই ডাকিতেছি যেন সমস্ত দিন তোমার সেবা করিতে পারি, তোমার সহবাসে থাকিয়া আত্মা পবিত্র ও শীতল করিতে পারি।

যোগাভ্যাস।

যোগ দ্বিবিধ, ঈশ্বরের সহিত আত্মার ও আত্মার সহিত সমস্ত জীবনের। প্রথমতঃ ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করিতে না পারিলে উপাসকের উপাসনা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। পাপী আত্মার সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন না হইলে পিতা পুত্রের যোগ অনুভব করা যায় না। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইলে কি হইতে পারে? যেমন উপাসনা প্রার্থনাই এই যোগের মুল তদ্রূপ আত্মার সহিত জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যের স্থায়ী সূত্র সুদৃঢ় স্বর্গীয় ব্রহ্মলোভ। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মমণ্ডলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে ধর্ম্মজীবনে সকলেই এক প্রকার মৃত, অতি অল্প লোকই সেই উচ্চতম জীবনে জীবিত। কারণ সাধারণ ব্রাহ্মের জীবন অতি অসারতা ও শূন্যতায় পরিপূর্ণ। এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা হইতেছে ও ব্রাহ্মসমাজেও কলঙ্ক প্রবেশ করিতেছে। হে ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ তুমি যে নিত্য উপাসনা করিয়া থাক তাহাতে ঈশ্বরের দর্শন পাইলে কি না তাহা কি অনুসন্ধান কর? তুমি যখন সমাজে ভ্রাতাদিগের সহিত উপাসনা করিতে উপস্থিত হও তখন আসিবার পূর্ব্বে কি এই মনে কর আমার পিতার প্রেমানন দেখিতেই হইবে, জীবনে সম্বল করিতেই হইবে? যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় তখন কি তাহার কোন কারণ অনুসন্ধান কর, এবং মনকে স্থির করিতে বার বার যত্ন কর? যখন তুমি "সত্যং জ্ঞান মনন্তং' কে "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও" মুখে উচ্চারণ কর তখন কি ইহার অনুরূপ ভাব তোমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়? যখন তুমি আরাধনা করিতে উপবিষ্ট হও তখন কি তাঁহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তোমার অন্তরে উপস্থিত হয়? যখন তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হও তখন কি নিশ্চয়ই তুমি আপনাকে অনুপযুক্ত নীচ অধম বলিয়া বিশ্বাস কর? যখন তুমি তাঁহার করুণা ভিক্ষা কর তখন কি তোমার বাস্তবিক মনে হয় যে আর আমার উপায় নাই, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়? যখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তখন সত্যই কি তুমি তাঁহার পিতৃভাব অন্তরে প্রতীতি কর? যখন উপাসনাতে নিমগ্ন হও তখন কি যথার্থই তোমার হৃদয় বিনয় ভক্তি, কৃতজ্ঞতা অনুরাগ, ও আশা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়? ব্রাহ্মগণ! বল দেখি ঈশ্বর ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না, ইহাকি তোমাদের জীবনের কথা? দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জগৎকে এক দিন মাতাইবে সে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি সাধন করিলে? ঐ সকল ভাব লাভ করিবার জন্য যত্ন ও সংগ্রামের অবস্থাকেই যোগভ্যাস বলে। পুরাকালে এই রূপ যোগাভ্যাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইত, কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি এখন আধ্যাত্মিক ভাবেরও হ্রাস হইবে? ব্রাহ্মগণ! যদি ব্রাহ্ম লইয়া ব্রাহ্মসমাজ হয় তবে ব্রাহ্মের জীবন না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের রক্ত মাংস, কিন্তু এক দণ্ড কি এরূপ মনে কর যে আমি বাঁচিলে ব্রাহ্মসমাজ বাঁচিবে, দুঃখী ভাই ভগিণারাও জীবন লাভ করিবে? অতএব প্রাণ পণে এই যোগাভ্যাস সম্পাদন কর, এ সকল স্বর্গীয় ভাব সাধন না করিলে ঈশ্বরের সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ হয় না। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ইহার দুই একটী লাভ করিয়াও পিতার সহিত অন্তরস্থ পরিচয় হয় না। সকলেরই এবিষয়ে বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে কোন্ ভাবে সাধন করিলে সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্য গুলিন একত্রিত হইয়া একটী স্বর্গীয় আন্তরিক জীবন সম্পাদিত হয় এবং সেই জীবনের প্রাণ জীবন্ত প্রেমময় ঈশ্বর তথায় বিরাজমান থাকেন,

ইহা মীমাংসিত হইতেছে না। কোন্ পথে বিচরণ করিলে ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব উপলব্ধি করা যায় ইহা আপাততঃ প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্ম জীবনের অতলস্পর্শ গভীর স্থানে প্রবেশ করিলে উহার বিমল তত্ত্ব প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের চরণে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিলে এই গভীর অজ্ঞাত পথে এক অপূর্ব্ব আলোক. দর্শন করিতে পারা যায়। যে আলোক অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে সকল সত্য একটী পবিত্র সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায় সুতরাং তখন আর ঈশ্বরের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক, হৃদয় মন তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর। তাহা হইলে ঈশ্বর স্বয়ং জীবনের নেতা হইবেন, আর আত্মা কাহার ও অধিকারে বাস করিতে পারিবে না। দয়াময় পিতার স্বর্গীয় বিধানের সহিত হৃদয় গ্রথিত হইয়া যাইবে

কিন্তু ইহা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকার যোগ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। দুই ঘণ্টা উপাসনার যোগ পাপ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। সংসারে অবস্থিতি করিলেই সংসারীর মত হইয়া যায়। তখন দুই ঘণ্টার পবিত্রতা, দুই ঘণ্টার প্রেম, ও দুই ঘণ্টার ভ্রাতৃভাব সংসারের অপবিত্র বায়ুতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মার সহিত জীবনের সমস্ত অঙ্গের যোগ না থাকাতে ধর্ম্ম সাময়িক ও ভাবগত হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্থির অবিচলিত পবিত্র ধর্ম্ম লাভ করা যাইতেছে না। ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! বল দেখি যখন কোন সাধু কার্য্য সম্পাদন কর তখন নিশ্চয়ই কি বিশ্বাস কর যে একার্য্য আমার প্রভুর অভিমত, ইহা না করিলে আমার হৃদয় পবিত্র হইবে না? যখন ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত হও তখন কি বাস্তবিক মনে কর ইহার সেবা না করিলে আমার পিতার ভাল দর্শন হইবে না? যখন সংসারের সাধারণ কার্য্য কর তখন কি তোমার পিতাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিতে পাও? যখন বিবিধ সুখের মধ্যে অবস্থান কর তখন কি তোমার নিঃস্বার্থ ভাব ও বিবেক সম্পূর্ণ উজ্জ্বল থাকে? যখন তুমি পরিবারে পরিবৃত থাক তখন কি তোমার নিকট তথাকার সমস্ত বায়ু পবিত্র রূপ ধারণ করে? ক্রোধ হিংসা ও লোভের কারণ সত্ত্বেও উত্তেজিত রিপুদল তোমার জীবনকে বিন্দু মাত্র কলুষিত করিতে অসমর্থ হয়? ভক্তি প্রেমে বিগলিত হও, আর সদনুষ্ঠানেই রত থাক, তাহার তেজ আর কতক্ষণ? সাংসারিক জীবন সমূলে পবিত্র না হইলে তোমার ঈশ্বর লাভ কিরূপে হইবে অতএব তোমাকে এই সকল ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। দেখ এই সকল জীবনগত ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল না থাকাতে ভাল উপাসনা প্রেম ভক্তি পাইয়াও রাখিতে পারা যাইতেছে না। এ সকল কণ্টক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলে ঐ স্বর্গীয় অবস্থা কখনই জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। এস এখন হৃদয়ের সহিত এই প্রত্যক্ষ যোগ অভ্যাস করি। এই দ্বিতীয় প্রকার যোগ সাধন অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু এই সাধনপথে আবার প্রখর অগ্নিসম এমন একটি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। অন্তরে উজ্জ্বল ঈশ্বরলোভই গভীর দুঃখ জনক সাধনকে অনায়াস সাধ্য করে, ইহার মধ্যস্থ সকল ভাবকে একত্রিত করে। কোন ভাবের অসম্মিলন থাকে না। ব্রাহ্মগণ! এই দ্বিবিধ যোগ দুই উপায়ে সাধন কর। এখন যে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে জীবন দান করিতে হইবে! হা!! তোমাদের এরূপ শিথিলতা ও শীতল ভাব দেখিয়া হৃদয় বড়ই যে দুঃখিত হয়, এত দিন যে ভারতবর্ষ তোমাদের জীবনে বিকম্পিত হইত। উঠ, উৎসাহ অনলে প্রজ্বলিত হও ঈশ্বরে জীবিত হইয়া মৃত ভারতকে জীবন দান কর।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসমাজের অসত্য রীতি নীতি দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। কি সামাজিক আচার ব্যবহার, কি কৃষি বাণিজ্য, কি রাজনীতি সর্ব্ব বিষয়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় আধিপত্য প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যকৃত কোন নিয়মের অধীন হইবেন না; কিন্তু সমস্ত নিয়মকে আপনার অধীন করিবেন।

যেরূপ হিন্দু সমাজে পৌত্তলিকতা এবং অসত্য রীতি নীতি দ্বারা সত্যের অবমাননা হইতেছে, তদ্রূপ হিন্দু রাজনীতিও সত্যের বিরোধী হইয়া রহিয়াছে। যথা পৌত্তলিক মতে বিবাহ না করিলে হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে বিবাহ বলিয়া গণ্য করেন না। হিন্দুশাস্ত্র সম্মত বিবাহই প্রকৃত বিবাহ, উক্ত মতে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত সন্তানই বিষয়াধিকারী। হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহ না হইলে তাহা শাস্ত্রমতে বিবাহ নহে, সে স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গণ্য নহে তাহার গর্ভ সম্ভূতসন্তানও দায়াধিকারী নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক, যাহাতে কিছু মাত্র পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। এজন্য ব্রাহ্মগণ অপৌত্তলিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিলেন, ইহা রাজনীতির অনুমোদিত কি না, ব্রাহ্মগণ তাহা বিচার করিতে পারেন না। কারণ রাজ নিয়ম যদি সত্যমূলক ধর্ম্ম মূলক না হয় তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু কতকগুলি অল্প বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম বিবাহ রাজবিধি সঙ্গত নহে বলিয়া সত্যের অবমাননা করিয়া পৌত্তলিক মতে বিবাহ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মদিগের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু এবং কেশব বাবু, এড্‌ভোকেট্ জেনেরেলের নিকট মত জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ রাজবিধি সঙ্গত কি না? তদুত্তরে এড্‌ভোকেট্ জেনেরেল্ বলেন যে প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ শাস্ত্রসম্মতও নহে, ইংরাজি বিধি সম্মতও নহে। সুতাং উক্ত প্রকার বিবাহ অবৈধ সন্দেহ নাই।

হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ কোন রূপেই শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রে অনেক বচন প্রমাণ আছে, এখানে সংক্ষেপে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুর।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

ব্রাহ্মদৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস পৈশাচ, এই অষ্ট প্রকার বিবাহ।

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃঋত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবধর্ম্মং প্রচক্ষ্যতে॥
একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥
সহোভৌচরতাং ধর্ম্ম মিতি বাচানুভাষ্যচ।
কন্যাপ্রদান মভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিনং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যা দাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥
ইচ্ছয়াঽন্যোঽন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ॥
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥
হত্বা ছিত্বাচ ভিত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষাসো বিধি রুচ্যতে॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাংবা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
সপাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥"

মনু।

কন্যাকে বসনাচ্ছাদিতা করিয়া বেদবেত্তাকে আহ্বান ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক পিতৃ কর্ত্তৃক যে কন্যাদান তাহা ব্রাহ্ম বিবাহ। সুতাকে অলঙ্কৃতা করিয়া যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌কে যজ্ঞ সম্পাদন সময়ে যে কন্যাদান তাহা দৈব বিবাহ। বর হইতে এক বা দুই যোড়া গরু ধর্ম্মার্থে গ্রহণ

পূর্ব্বক যথাবিধি যে কন্যাদান তাহা আর্ষ বিবাহ। উভয়ে ধর্ম্মকর্ম্মকর” ইহা বলিয়া বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহা প্রাজাপত্য। কন্যাকে ও তৎ পিত্রাদিকে শক্ত্যনুসারে ধন দত্ত হইলে স্বচ্ছন্দে যে কন্যা প্রদান তাহা আসুর বিবাহ। স্বস্ব ইচ্ছাতে বরকন্যার যে সংযোগ তাহা গান্ধর্ব্ব বিবাহ এই বিবাহের ঘটনা কামাসক্তভাবে মৈথুনেচ্ছায় হয়। কন্যার পিত্রাদিকে হতাহত ও তদ্‌গৃহভগ্ন করিয়া রোরুদ্যমানা এবং রক্ষার্থে উচ্চৈঃস্বরে শব্দায়মানা কন্যাকে যে বলপূর্ব্বক হরণ তাহা রাক্ষস বিবাহ। কন্যা সুপ্তা মত্তা প্রমত্তা থাকা সময়ে গোপনে ঐ কন্যা গমন করাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায় ইহা অষ্টম ও অধম। প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ উক্ত অষ্ট প্রকারের কোন প্রকারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

“চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যা রাজ্ঞোগান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ। আসুরো বৈশ্যশূদ্রাণাং পৈশাচঃ সর্ব্বগর্হিতঃ॥” যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ্য প্রাজাপত্য প্রথম এই চারি প্রকার বিবাহ কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্য। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের জন্য। আসুর বিবাহ বৈশ্য শূদ্রের জন্য পৈশাচ বিবাহ সর্ব্ব জাতির পরিত্যজ্য।

দেবেন্দ্র বাবু যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন তাহাতে সকল জাতির এক প্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মগণ যখন জাতিভেদ স্বীকার করেন না তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে।

“গান্ধর্ব্বাদি বিবাহেষু বিধির্বৈবাহিকঃ স্মৃতঃ। কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ সময়েনাগ্নি সাক্ষিকঃ॥
পানিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দার লক্ষণং। দেবলঃ তেষাং নিষ্টাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমেপদে॥” মনুঃ।

শাস্ত্রোক্ত বৈবাহিক বিধি অনুষ্ঠিত না হইলে কোন প্রকারের বিবাহই সিদ্ধ হয় না। বৈবাহিক বিধি যথা বাগ্‌দান, বিবাহ দিনে পূর্ব্বাহ্নে নান্দিশ্রাদ্ধ রাত্রিতে কন্যাদান বিবাহের চতুর্থ দিবস মধ্যে কুশণ্ডিকা। কুশণ্ডিকা অর্থাৎ হোম করিয়া কন্যার পশ্চাতে বর দণ্ডায়মান হইয়া লাজাঞ্জলি দিতে দিতে সপ্তপদ গমন করিতে হয়। পিতা কন্যাদান করিলে যদি কুশণ্ডিকা না হয় তবে হিন্দু শাস্ত্র মতে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। এই কুশণ্ডিকা সম্পূর্ণ পৌত্তলিকক্রিয়া এজন্য প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্ম বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র সম্মত হইতে পারে না। অল্প দিন হইল দেবেন্দ্র বাবু বিবাহে সপ্তপদী প্রচলিত করিয়াছেন। কিন্তু হোম না করিলে কেবল ধীরে ধীরে বর কন্যা সপ্ত পদ গমন করিলে কুশণ্ডিকা হয় না। অপিচ ব্রাহ্মগণ অসবর্ণ বিবাহ দিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু শাস্ত্র বিরুদ্ধ। স্মৃতি সংকলক পণ্ডিত বর রঘুনন্দন লিখিয়াছেন যে,

“অতোঽ সবর্ণা বিবাহেঽপি চান্দ্রায়ণং।” রঘু নন্দনঃ

অসবর্ণ বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ যখন জাতি ভেদ স্বীকার করেন না তখন অসবর্ণ বিবাহে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। সুতরাং প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র সম্মত নহে। এই সকল কারণে ব্রাহ্ম বিবাহ রাজ বিধি সঙ্গত করা আবশ্যক হওয়াতে ইং ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই দিবসে কলিকাতা চিৎপুর ৩০০ নং বাটীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সর্ব্বসম্মতিতে সেই সভার সভাপতি হন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হয় যে, ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আবেদন পত্র লিখিত

হইলে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ময়মন সিংহ, সেরপুর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কাটোয়া, বাগ্‌আচ্‌ড়া, বরাহ নগর, কোন্‌নগর, হাওড়া ভগলপুর, বহরমপুর, মালদহ, জামালপুর, মুঙ্গের পাটনা, মজফরপুর, এলাহাবাদ, কান্‌পুর বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, রাউল পিণ্ডি, বম্বু বম্বে প্রার্থনা সমাজ। এই সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া কেশব বাবুকে প্রতিনিধি রূপে সিমলা পাহাড়ে প্রেরণ করেন।

কেশব বাবু ব্যবস্থাপক সভায় ব্রাহ্ম বিবাহের বিধি প্রার্থনা করিলে মেইন সাহেব ব্রাহ্মদিগের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র গ্রহণ না করিয়াই উক্ত বিধির জন্য এক পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়া বলেন যে, যখন সাওতাল গোন্দ প্রভৃতি অসভ্যজাতিও রাজনিয়মের সাহায্য পাইতেছে তখন ব্রাহ্মেরা সাহায্য পাইবেননা কেন? আমার মতে এমন রাজ নিয়ম হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে ব্রাহ্মদিগের ন্যায় অন্যের ও উপকার হইতে পারে।” ইহা বলিয়া তিনি সাধারণ রূপে আইনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল যে, কেবল ব্রাহ্মদের জন্য আইন হওয়াতে কাহারও আপত্তি নাই। সাধারণের জন্য বিধি হইলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের অকুশল হইবে। এই আপত্তির মীমাংসার জন্য ব্যবস্থাপক সভা নানা স্থানের প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের মত চাহিয়া পাঠান। সকল স্থান হইতে মত আসিল যে কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্য আইন হইলে কোন আপত্তি নাই। এই সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া মেইন্‌ সাহেবের স্থলবর্ত্তী ষ্টিফেন্‌ সাহেব “ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি” নাম দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এক পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন। ব্যবস্থাপক সভা তাহা গ্রাহ্য করিয়া বিধিবদ্ধ করিবার দিন স্থির করেন। যে দিবস বিধিবদ্ধ হইবে সেই দিবস আদি ব্রাহ্মসমাজের কএক জন ব্রাহ্ম ষ্টিফেন্‌ সাহেবের নিকট আপত্তি করাতে তিনি দিন স্থগিত রাখিয়া বলিলেন যে, সিমলা পাহাড়ে বিধিবদ্ধ করা হইবে। এই অবসরে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ অন্যায় পূর্ব্বক পৌত্তলিক প্রভৃতির স্বাক্ষর করাইয়া দুই সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত এক খানি আবেদন পত্র সিমলা পাহাড়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রদান করেন। ষ্টিফেন্‌ সাহেব সেই আবেদন দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অবগত হইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া এবিষয়ের আন্দোলন করিবেন এই রূপ স্থির করিয়াছেন। আর একবার আদি ব্রাহ্মসমাজ আবেদন করিয়াছিলেন ব্যবস্থাপক সভা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সেই প্রকার আবেদন গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ আবেদন পত্র খানি যেরূপ অযৌক্তিক ও অসার তাহা কোন রূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা সংক্ষেপে উক্ত আবেদন পত্রের মূল বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছি। আবেদন পত্রে প্রধানতঃ এই কএকটী বিষয়ের উল্লেখ আছে যথা——

“১। অধিকাংশ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিতে আবেদন করে নাই।”

ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, কারণ যত গুলি ব্রাহ্মসমাজ আছে তাহার অধিকাংশ কি প্রায়ই স্বাক্ষর করিয়াছেন। তবে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রতারণা পূর্ব্বক পৌত্তলিকদিগের স্বাক্ষর লইলে অনেক নাম পাইবেন।

২। ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে নূতন বিধি প্রচলিত হইলে “প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ নহে ইহা স্বীকার করা হয়।”

ব্রাহ্ম বিবাহ যে বৈধ নহে তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

যদি ব্রাহ্ম বিবাহ শাস্ত্র সম্মত হইত, তাহা হইলেও বিধি বদ্ধ করা উচিত হইত। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন কেন? যখন

বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিতে আবেদন করা হয়, তখন দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন কেন? বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত হইলেও যদি বিধিবদ্ধ করা হয় তবে অবৈধ ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিতে দেবেন্দ্র বাবুও রাজনারায়ণ বাবু বাধা দেন কেন?

৩। এই বিধি বদ্ধ হইলে হিন্দুদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রহিত হইবে।"

ব্রাহ্মেরা যখন জাতি ভেদ স্বীকার করেন না, উপবীত পরিত্যাগ করিতেছেন, পিরালির বাটীতে আহারাদি করিতেছেন, অসবর্ণ বিবাহ দিতেছেন তখন পৌত্তলিকহিন্দুদিগের সহিত বহুদিন পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ হওয়া হইয়াছে। জাতি ভেদ স্বীকার করিলে উপবীত গ্রহণ করিলে হোটেলে গোমাংস শূকরমাংস কুক্কুট মাংস প্রভৃতি হিন্দুদিগের অখাদ্য ভোজন ত্যাগ করিলে বিলাতে গমন রহিত হইলে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ না দিলে হিন্দুদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে পারা যায়, নতুবা রাজনিয়মের সহিত হিন্দুদিগের বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

৪। হিন্দুদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা প্রধান প্রধান লোক দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তজ্জন্য রাজবিধির প্রয়োজন হয় নাই।"

যে সকল পরিবর্ত্তন শাস্ত্র সম্মত এবং দেশাচার সম্মত তাহাতে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন হয় না।

৫। সাধারণ হিন্দুদিগের সহিত তুল না করিলে ব্রাহ্ম সংখ্যা অতিঅল্প।"

ব্রাহ্মগণ যদি পৌত্তলিক হইতেন তাহা হইলে উক্ত আপত্তি গ্রাহ্য হইত। তথাপি বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ কালে অধিক হিন্দু আপত্তি করিলেও অল্প সংখ্যকের মতে কেবল দেশের হিতের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সতী দাহ প্রথা বাণ ফোড়া প্রথা উঠাইবার সময় ব্যবস্থাপক সভা কত জন হিন্দুর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন?

ভারতবর্ষে অনক্ষর লোকের সংখ্যা অধিক তাহা বলিয়া কি অল্প সংখ্যক কৃত বিদ্যদিগের জন্য কোন বিধি হইতে পারেনা?

৬। হিন্দু সমাজের মধ্যে যে যে সম্প্রদায় হইয়াছে তাহাদের বিবাহ প্রণালী শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও পৃথক্ বিধির প্রয়োজন হয় না।"

তাহারা শাস্ত্র স্বীকার করে এবং তাহা শাস্ত্র সম্মত বিবাহ বলিয়া সপ্রমাণ করে।

৭। বিবাহের পবিত্র এবং ধর্ম্ম ভাবের সম্বন্ধে এই বিধির অনুযায়ী রীতি অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মদিগের কষ্ট হইবে।

বিধিতে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধ কোন কথা নাই। একথা উল্লেখ করাতে কেবল বালকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

৮। বিধিতে কন্যার বয়স যে ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা উপযুক্ত হয় নাই। কারণ এ দেশে এ নিয়ম চলিত নাই।"

এ দেশে যাহা চলিত আছে তাহাই ব্রাহ্মেরা করিবেন তাহার কোন কথা নাই। যাহা সত্য যাহা বিবেকের অনুমোদিত ব্রাহ্মেরা তাহাই করিবেন। সকল বিজ্ঞডাক্তার একবাক্য হইয়া বলিতেছেন ষোড়শবর্ষে, অন্যূন ১৪ বর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহা গ্রাহ্য।

৯। হিন্দুরা বহু বিবাহ নিবারণে চেষ্টা করিতেছেন অতএব ব্রাহ্মদের তাহাতে হস্ত ক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।"

হিন্দুরা হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মদের হস্ত ক্ষেপ করা অন্যায় নহে। হিন্দুরা যদি পরোপকারী হন তাহা বলিয়া ব্রাহ্মেরা কি পরোপাকারী হইবেন না।

১০। যিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং পরলোক বিশ্বাস করেন তিনিই ব্রাহ্ম। এই অর্থে সকলেই ব্রাহ্ম বলিয়া

পরিচয় দিতে পারে তাহা হইলে অনেক অনিষ্ট হইবে।”

যিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন পরলোকে বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং সৃষ্ট কোন বস্তুর পূজা নাকরেন তিনিই ব্রাহ্ম এ অর্থে যদি অনেকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন তজ্জন্য যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আইন না হইলেও সে অনিষ্ট নিবারণের উপায় নাই।

১১। ব্রাহ্মমণ্ডলির মধ্যে বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতি বিনা আপত্তিতে প্রচলিত আছে।”

প্রচলিত আছে বলিয়া যে তাহা আইন বিরুদ্ধ নহে তাহা কে বলিল। উক্ত প্রণালী অবৈধ বলিয়াই প্রায় সকল ব্রাহ্মই বিধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

১২। ব্রাহ্ম মণ্ডলী এই বিধি আবশ্যক বোধ করেন না।

এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পূর্ব্বেই ইহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৩। এই বিধি প্রচলিত হইলে উত্তরাধিকারিত্বের গোল যোগ হইবে।”

অধিকাংশ আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন ইহাতে উত্তরাধিকারিত্বের কোন গোল যোগ হইবে না। যদিও হয় তজ্জন্য পৃথক্ বিধি হইবে।

আবেদন পত্র সম্বন্ধে আমাদের মত সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবেন, যাঁহারা বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পৌত্তলিক মতে বিবাহ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু যাঁহারা সত্য পথে চলিবেন ধর্ম্ম পথে চলিবেন তাঁহারা কোন মতেই পৌত্তলিক মতে বিবাহ করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্ম বিবাহ করিবেন। বহু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সেই ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র মতে অবৈধ সুতরাং তজ্জন্য পৃথক বিধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা চেষ্টা করিলেও ব্যবস্থাপক সভা যদি আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি। আমরা ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সত্য পথে চলিব রাজনিয়ম সাহায্য করেন ভালই নতুবা সেই রাজাধিরাজের আদেশই আমাদের প্রকৃত রাজ নিয়ম। বিধি যদি না হয় তাহা বলিয়া কি পৌত্তলিক মতে বিবাহ করিতে হইবে? কখনই না। রাজা যদি সত্যের বিরোধী হইয়া খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন সেই ভয়ে কি আমরা অসত্য পথ অবলম্বন করিব? কখনই না। ন্যায়বান্ ঈশ্বরই আমাদের রাজা সত্যই আমাদের রাজ নিয়ম সেই নিয়ম চিরকাল প্রতিপালন করিব।

“নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।”

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

স্বাধীনতা।

রবিবার, ২৩শে আষাড় ১৭৯৩ শক।

“আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধুরা ত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥”

জগতে আমাদের এমন শত্রু কে আছে যে আমাদিগকে ভাল উপাসনা করিতে দেয় না? এমন শত্রু কে যে আমাদের ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মায়, এবং আমাদিগকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঈশ্বরভক্ত হইতে দেয় না? কেন ধর্ম্মপথে আমাদের বার বার পতন হয়? এমন ভয়ানক শত্রু কে আছে যাহার জন্য পরীক্ষায় পড়িয়া সময়ে সময়ে আমাদিগকে মৃতপ্রায় হইতে হয়? ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে শত শত উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে সকল অবলম্বন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। কিন্তু কে আমাদিগকে ঐ সকল উপায় গ্রহণ করিতে দেয় না? জড় জগতের প্রত্যেক বস্তুই আমাদের ধর্ম্মভাব উদ্বোধন করিতে সমর্থ, তবে কেন আমরা প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি বৃহৎ অতি রমণীয় পদার্থ সকল দেখিয়াও দয়াময় ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি না? জড় জগৎ ব্যতীত পৃথিবীতে আবার প্রাচীন এবং নূতন শত শত সাধু ধার্ম্মিকদিগের দৃষ্টান্ত সকল প্রত্যক্ষ রহিয়াছে;

তাঁহাদের ভাব অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের সাধুতা বৃদ্ধি হয়, এবং জীবনের অশান্তি দূর হয়; কিন্তু এমন শত্রু কে যে আমাদের পক্ষে এসকলই বিফল করিয়া দেয়? সেই শত্রু কে যে আমরা একবার ঈশ্বর প্রসাদে ভাল হইলেও পুনর্ব্বার আমাদিগকে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায়? অনেক বৎসর সাধন করিয়া যে শান্তি পবিত্রতা লাভ করি, সে শত্রু কে যে আমাদের অন্তর হইতে সেই বহু কালের উপার্জ্জিত ধন একেবারে কাড়িয়া লয়? সে শত্রু কে যে আমাদিগকে তৃষ্ণার সময় জল দেয় না এবং ক্ষুধার সময় অন্ন দেয় না? ধর্ম্মরাজ্যে থাকিয়াও কেন আমারা এত কষ্ট পাই? যখন দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া এই গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তখন আত্মার মধ্যে যে বিবেক রহিয়াছে তাহা এই প্রকারে উত্তর করে। "হে জীব! আর কোথাও তোমার শত্রু নাই, তুমিই তোমার শত্রু।" বাস্তবিক বাহিরে আমাদের কোন শত্রু নাই। আমরাই আমাদের শত্রু। আমরা মনে করি বহির্জগতে নানা প্রকার প্রলোভন; ধন, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি না থাকিলে কখনই আমরা অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতাম না; কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রম। এসকল আমাদের কল্পিত শত্রু, ইহাদের কোনটীই আমাদের প্রতি শত্রুতা আচরণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। কারণ যখন ধনকে জিজ্ঞাসা করি "ধন! তুমিই কি আমার শত্রু? তুমিই কি আমাকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিলে? ধন বলে, "আমি কেন তোমার শত্রু হইব? দেখ সাধুদিগের হস্তে পড়িয়া আমার দ্বারা জগতের কত উপকার হয় কেবল তুমিই আমার অপব্যবহার করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিলে।"

বাস্তবিক ধন কাহারও শত্রু নহে; ধন-লোভই আমাদের শত্রু। আবার যখন স্ত্রীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি আমার শত্রু? তোমরা যদি শত্রু না হইবে, তবে যখন উপাসনা করিতে যাই তখন কিরূপে তোমাদিগকে সুখে রাখিব, কিরূপে তোমাদের কষ্ট দূর হইবে কেন এসকল চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে যাইতে দেয় না? তোমরা যদি শত্রু না হইবে তাহা হইলে তোমাদের জন্য কেন পশুর ন্যায় সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হই? তখন করযোড়ে ভার্য্যা পুত্র বলে "আমরা তোমার শত্রু নই, আমাদের ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তুমি কেন আমাদের জন্য ভাবিয়া উপাসনায় বঞ্চিত হইবে?" যখন স্ত্রীপুত্রের এই প্রকার উত্তর শুনি, তখন দেখি আমিই আমার শত্রু। আমার অন্তরের আসক্তিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। কি পুত্র, কি স্ত্রী কি কন্যা কাহারও অপরাধ নাই। আমার আসক্তিই আমার ধর্ম্মপথের কন্টক। ধনেতে অপবিত্রতা নাই, স্ত্রীপুত্র কন্যাতেও অপবিত্রতা নাই, বহির্জগতে ও অপবিত্রতা নাই। মায়া বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, সকলই আমার অন্তরে। বাহিরে আমার কোন শত্রু নাই। সমুদয় শত্রু আমার অন্তরেই বিদ্যমান। জগৎ এবং ধন, পরিবার সকলেই রেহাই পাইল। আমি কেন কামী হই, আমি কেন ক্রোধী হই, আমি কেন লোভী হই? যাহাকে দেখিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার মধ্যেত কোন প্রকার ক্রোধের কারণ নাই; আমিই কল্পনা দ্বারা ক্রোধের উপযোগী একটী দৈত্য নির্ম্মাণ করি, এবং আপনার হস্তনির্ম্মিত সেই দৈত্যকে নিজের প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তখন ভাইকে ভুলিয়া যাই। আবার যে টাকার জন্য আমি স্বার্থপর হই, সাধু ব্যক্তি সেই টাকা দ্বারা কত প্রকার পরোপকার করেন; তাঁহার নিকট যাহা অমৃত, আমার হস্তে পড়িয়া কেন তাহা গরল হইল? অর্থের দোষ নাই। আমার নিজের দোষেই স্বর্ণ রৌপ্য বিষময় হয়। আমি মনে মনে টাকাকে স্বার্থসাধনের উপায় বলিয়া চিন্তা করি; সেই চিন্তা অনুসারেই টাকা আমার ধর্ম্ম পথের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব সেই কল্পনার টাকাই আমার শত্রু। এই রূপে কল্পনার দ্বারা মনুষ্য কামী হয়, রাগী হয়, লোভী হয়। বস্তুতঃ কি ধন, কি স্ত্রী, কি পুত্র কি কন্যা এ সকল আমাদের শত্রু নহে। আমাদের নিজের কল্পিত পুত্র কন্যাই আমাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। জগৎ নিরপরাধী, মনুষ্য আপনি আপনার শত্রু। কিন্তু মনুষ্য যেমন আপনি আপনার শত্রু অন্য দিকে তেমনি তিনি আপনার বন্ধু। তাঁহার যে মন কত সহস্র প্রকার কুচিন্তায় পরিপূর্ণ, এবং যে মন জগতের নির্দ্দোষ পদার্থ সকলকেও অপবিত্র ভাবযোগে বদ্ধ করে, সেই মনের মধ্যেই কত স্বর্গীয় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে। এই দুই প্রকার বিপরীত ভাবের সঙ্গে তাঁহার সংগ্রাম। তিনি ইচ্ছা করেন ভক্তের ন্যায় পরমেশ্বরকে এক বার প্রণাম করিয়া অনেক বৎসরের যন্ত্রণা দূর করি; কিন্তু তখনি কোথায় হইতে শত শত পাপ আসিয়া বলে "কি! তুই আমাদের দাস হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিবি"? তখনই সাধুভাবে তিনি পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যান; কিন্তু তাঁহার অসাধু পাপ মন আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করে। এই রূপে এক আপনি ঈশ্বরের দিকে, আর এক আপনি সংসারের দিকে যায়। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? কত ব্যক্তি এক একবার অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন। "পিতা! আমার ধন মান, হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব তুমি লও; আর তোমার আশ্রয় বিহীন হইয়া আমি বাঁচিতে পারি না।" কিন্তু ঐ দেখ তাঁহাদের এক হস্ত ঈশ্বরের চরণ ধরিবার জন্য উদ্যত, আর এক হস্ত সংসার রজ্জুতে বদ্ধ। যাই বলিলেন ঈশ্বরে নির্ভর না করিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না, অমনি অন্তরস্থ গূঢ় পাপ আসিয়া তাঁহাকে ভুলাইছে

লাগিল, নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। এই রূপে পাপের অধীন হইয়া কত ব্যক্তি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন। জগৎ কাহাকেও অব্রাহ্ম করিতে পারে না। কেহ বলেন সংসার আমাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, কেহ বলেন পরিবার আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল, এ সকলই মিথ্যা কথা। মনুষ্য আপনিই আপনার সর্ব্বনাশ করে। সাবধান বাহিরে শত্রু আছে বলিও না; শত্রু তোমরা আপনি, কাহাকে অন্তরে করিয়া বেড়াইতেছ একবার ভাবিয়া দেখ। বিবেক বলিবেন যেমন আপনি আপনার শত্রু, তেমনি আপনি আপনার মিত্র। মনুষ্য ঈশ্বরকে ভুলিয়া যখন স্বেচ্ছাচারী হয়, তখনি আপনি আপনার শত্রু; কিন্তু আবার যখন ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আপনি আপনার মিত্র। ব্রহ্ম আমাদের মিত্র মিত্রবিহীন হইয়া আমরা এক নিমেষের জন্যেও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

যাঁহাকে তোমরা সর্ব্বদা স্কন্ধে লইয়া বেড়াইতেছ তিনি তোমাদের সামান্য বন্ধু নন; কোন অবস্থাতেই তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাদের কত সৌভাগ্য যে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি তোমাদের বন্ধু। তাঁহাকে দেখিতে না চাও কাহার দোষ? যেখানে বন্ধু নাই, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী যেখানে যাইতে পারেন না, সেই বন্ধুহীন নিরাশ্রয় স্থানেও দেখিবে তোমাদের পরম বন্ধু সঙ্গে রহিয়াছেন। সকল চক্ষু মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রা নাই, ঘোরতর অন্ধকার মধ্যেও তিনি প্রত্যেক সন্তানের অবস্থা দর্শন করেন, কেহই যখন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি তখন সকলকে দেখেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অচেতন, কিন্তু তিনি জাগ্রৎ থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে বাঁচিবে? তিনি যে আত্মার সঙ্গে গ্রথিত, তাঁহার সহিত যে আমাদের নিগূঢ় প্রাণের যোগ। যেখানে তিনি নাই, সেখানে কি তুমি থাকিতে পার? অতএব এমন প্রাণের বন্ধুকে কেন হৃদয় দান করিতে পার না? আপনার পরম শত্রু আপনি, কিন্তু অন্তরে এক জন আছেন, যিনি এই শত্রুকে বিনাশ করিতে পারেন। যদি সেই পরম বন্ধুকে চিনিতে পার, অভয় পদ লাভ করিবে এবং অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। বাহিরের সমুদয় আড়ম্বর দূর করিয়া একটী বার যদি তাঁহাকে প্রণাম করিতে পার হৃদয় শীতল হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যখন সখ্যতা হইল, তখন আর ভয় কি? যদি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে দিবসের মধ্যে অন্ততঃ এক বার তাঁহাকে ডাক, হৃদয় জুড়াইবে। এমন বন্ধু আর কোথায়ও পাইবে না; ছুড়িয়া ফেলিলেও ইনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তোমরা যদি ইঁহার প্রতি অত্যাচার কর, এবং ইঁহার প্রাণবধ করিতেও উদ্যত হও, তথাপি এই বন্ধু তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ভ্রাতৃগণ! এই বন্ধুকে দর্শন কর। সকলই বিফল হইবে, যদি ইঁহাকে দেখিতে না পাও; সরল অন্তরে স্বীকার কর ইঁহাকে না দেখিলে নিস্তার নাই। শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণের মধ্যে এই প্রাণসখার মুখ হইতে প্রেম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া তোমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতে দাও। যিনি একবার ইঁহার পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতিঃ দেখিয়া মুগ্ধ হন তিনি কি আর বন্ধু-বিহীন হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন? কোথায় গেলে প্রাণসখার সংবাদ পাইবেন, কোন্ পুস্তকে তাঁহার বিষয় বিবৃত রহিয়াছে, এবং কাহার উপদেশ শুনিলে সেই পরম সুহৃদের প্রেম অনুভব করা যায়? ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি ঐ সকল অন্বেষণ করেন। অতএব ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও, আর কিছু চাহিও না। বন্ধুকে পাইয়াছ কি না বল? ইনি ভিন্ন আর কোথাও যথার্থ বন্ধু নাই। ইঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহা ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ়। বাহিরের বন্ধুদের ন্যায় ইনি কখনই আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। অন্তরে প্রবেশ কর। আমাদের মনোরূপ ঘরের মধ্যে সেই বিশ্বপতি বিরাজ করিতেছেন। যখন জগতের রাজা পরমেশ্বর আমাদের বন্ধু হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? এই যে আমাদের এত অকৃতজ্ঞতা, এবং এত শুষ্কতা, ইহা কেবল এই জন্য যে যিনি আমাদিগকে বার বার সুধা পান করিতে দেন তাঁহাকে আমরা বধ করিতে যাই এবং যিনি আমাদের পরম বন্ধু তাঁহাকে আমরা শত্রু বলিয়া নির্যাতন করি। ভ্রাতৃগণ! আর এই প্রকার কঠিন হৃদয় লইয়া থাকিও না। পরম মিত্রকে ঘরে স্থান দাও, দেখিবে সহস্র অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন। আর অনাথ হইয়া জগতে বাস করিও না। বন্ধুর সঙ্গে চির-বন্ধুতা সম্পাদন কর।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! বল তোমার মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? দেখ পিতা, নির্ব্বোধ হইয়া আপনাকে আপনি দেখি না, তাই সংসারের প্রতি দোষারোপ করি। বলি, ঈশ্বর কেন এমন সংসার সৃষ্টি করিলেন যাহা দেখিয়া পাপ করি। এই রূপে দেখ জগদীশ! নিজের দোষ ঢাকিয়া তোমাকে অপরাধী করিতে যাই। যে তুমি আমার মত পাষণ্ডের মুখেও প্রতিদিন অন্ন জল আনিয়া দাও সে তুমি কি আমার জন্য এত গুলি শত্রু সৃষ্টি করিতে পার? যে তুমি আমার জন্য কত মঙ্গল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, সেই তুমি কি আমাকে শত্রু দলন করিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইতে পার? যে তুমি আমাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পার না সেই তুমি কি আমার নিকটে জগৎকে শত্রু করিয়া আনিয়া

দিতে পার? পিতা, তুমিত আমার শত্রু নও, তোমার জগৎ যে কখনই আমার শত্রু হইতে পারে না। আমার শত্রু যে আমি। নিজের শত্রু যে নিজে। পিতা এক এক বার মনে করি আর তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া জীবন ধারণ করিব না; কিন্তু কোথা হইতে দুরন্ত "আমি" আসিয়া, আমার সেই সাধু প্রতিজ্ঞা বিনাশ করে। আমিই আমার কল্যাণ পথের বিষম জঞ্জাল হইলাম। কেন এমন করি? তোমার কাছেত উত্তর দিতে হয় না। তুমি যে অন্তর্যামী। সেই পাপ যুক্ত যে "আমি" তাহাই আমাকে তোমা হইতে বিচ্যুত করে। পিতা, এই দুরন্ত "আমিকে" তুমি শাসন কর। আর যে এই বিষম রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। ঔষধ আনিয়া দিয়াছ; বন্ধু হইয়া ঘরে বসিয়া আছ; কিন্তু দেখ পিতা মন যে তোমাকে চায় না। আমার ঘর যদি আমি না সামলাই তবে কে আমাকে ভাল করিবে? তুমি কাছে বসিয়া আছ তাই বাঁচিতেছি, কিন্তু দেখ পিতা, এই যে দুরন্ত শত্রু "আমি" ইহা আমাকে সর্ব্বদা প্রহার করিতেছে, মুখ তুলিয়া তোমাকে দেখিতে দেয় না। তোমার কাছে শান্তি পাইবই পাইব, যদি তোমার মুখ দেখি; সকল জ্বালা দূর হইবে, জীবন সফল হইবে। দীনবন্ধু নাম ধরিয়া যখন তুমি জগতে পাপীর কাছে আসিয়াছ, তখন শান্তি দিবেই দিবে। এক বার পিতা! তোমার সখার ভাব দেখাও। পিতা প্রসন্ন হইয়া বল যে যথার্থই তুমি আমার প্রাণসখা। মহাপাপী হয়ে যখন দেখিব যে তুমি আমার বন্ধু তখন জয় দয়াময় জয় দয়াময় বলে প্রাণকে শীতল করিব।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্র। প্রণয় সাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, ও বিবেচনা কিরূপে সমন্বয় হইতে পারে? লোকের যথার্থ স্বভাব ও আচরণ বিচার করিয়া বন্ধুত্ব করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়।

উ। সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভুমি করিয়া প্রেমসাধন করিতে হইবে। আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভালবাসি, উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি? অন্যের দোষ থাকিলেও তাহার প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কেন না করা যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ দুই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া গুণটীর পক্ষপাতী হই, অন্যের বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বিশেষতঃ আপনার অপেক্ষা অন্যের বিষয়ে আমরা অল্প অভিজ্ঞ, অন্যের দোষ গুণ হয়ত আপনার অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে। বালক যেমন দাসদাসীকে প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া ভাল বাসে, কিন্তু পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভালবাসা যায় না। ধর্ম্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞানসারে ভালবাসেন পরে বন্ধুর কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দোষটী সত্যরূপে জানা চাই, তাহার মধ্য দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। বুদ্ধি দ্বারা প্রীতিকে নিয়মিত করা যায় না, ইহা স্বভাবের হস্তে রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ঈশ্বর সত্য ও সুন্দর, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ। আমরা তাঁহাকে প্রথমেই ভালবাসিব। তাঁহার পবিত্রতা যত বুঝিব, তত তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিব। পবিত্র হইতে গেলে প্রেম পূর্ণ হইতে হয় এবং প্রেমজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও লাভ হয়। সাধুরা প্রথমতঃ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভালবাসা দেন। সেই প্রীতি স্বভাবের নিয়মে তাঁর সম্পর্কীয় সকল বস্তুর উপর গিয়া পড়ে—ব্রহ্মমন্দির, ধর্ম্মপুস্তক, ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদিগের সহবাস এ সকল প্রিয় বোধ হয়। মাকে ভাল বাসিলে তাঁর সম্পর্কে সহোদর, মাতুল প্রভৃতিও আদরের সামগ্রী হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটী মধ্যবর্ত্তী কারণ আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদের প্রীতির মধ্যবিন্দু হইলে তাঁর সম্পর্কীয় সমুদায় সামগ্রী আমাদের প্রীতির আস্পদ হইবে। আমরা কাহাকেও ভালবাসা দিই না, কিন্তু প্রণয়ের বস্তু স্বাভাবিক নিয়মে আপনা আপনি ভালবাসা টানিয়া লয়। ঈশ্বরভক্তেরা তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিতে পারেন, অভক্তেরা সেরূপ পারিবে কেন? ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া প্রীতি করিলে তাঁর সম্পর্কে সাধারণকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে পারি। প্রথমে পিতার সম্পর্ক না বুঝিলে ভ্রাতার সম্পর্ক কিরূপে বুঝা যাইবে? সকল বিষয়ের পরস্পরের সহিত যোগ ও উন্নতি ক্রমশঃ হইয়া থাকে। পিতাকে ভালবাসিলে যেমন ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা যায়, আবার ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে পারিলে ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হয়। ভ্রাতার অনুরোধে যে পিতাকে ভাল বাসা সে সাংসারিক সম্পর্ক, মূলহীন শাখার ন্যায় তাহা অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়।

দীন দুঃখী দেখিলে যে দয়া হয় তাহা প্রণয় বা ভ্রাতৃভাব নহে। সাংসারিক লোকদিগের স্নেহ মমতার ন্যায় তাহা এক প্রকার প্রণয়, ইহা হৃদয়ের তরল ভাব হইতে উত্থিত হয়। তদ্দ্বারা ঈশ্বর কাজ করিয়া লইতেছেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইতেও পারে। এবং তাহার মধ্যে অপবিত্রতা থাকিবারও অসম্ভাবনা নাই।

ভালবাসা দুই প্রকার—সদ্গুণের ও মতের। ব্রাহ্মদের মধ্যে শেষোক্তটীই প্রায় দেখা যায়। কিন্তু যদি প্রকৃত ভালবাসা লাভ করিতে ইচ্ছাহয় তবে এই দুইটী মিলাইতে হইবে। এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপাসক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে পরিমাণে সাধু গুণ লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে ভালবাসা যাওয়া স্বাভাবিক, নতুবা প্রীতি ভ্রমসঙ্কুল।

ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মসম্পর্কে পরস্পরে সহোদর। সহোদরের ভাব যে কিরূপ তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে এক একটী ক্ষুদ্র সাংসারিক পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহারা আমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া জগৎকে এক পরিবারে বদ্ধ করিবে। আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাঁহারই হস্ত হইতে মস্তক পাতিয়া আশীর্ব্বাদ লই, এবং সকলে সেই এক পিতার চরণ সেবায় জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহা অপেক্ষা সম্মিলনের প্রবল উপায় আর কি হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তা বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্যোৎস্না পতিত হয় তাহা ভালবাসিব না এরূপ নহে। ব্রাহ্মদের সদ্গুণ গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া, অন্যের হইলে বাহির হইতে লওয়া হয় এই প্রভেদ।

ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রীতি থাকে না কেন? তাঁহাদের

মতের সম্পূর্ণ মিল হয় না। কিন্তু গোড়া দৃঢ় থাকিলে অমিল সত্ত্বেও মিল অবশ্যই হইবে। যাঁহাদের মধ্যে অসম্মিলন তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই দোষ, এবং সে দোষটী কেবল সামান্য কারণে পরস্পরকে অবিশ্বাস করা। এক জনের সহিত বাহিরের কোন মতে একটু অনৈক্য দেখিলেই সে ব্রাহ্ম নয় এই রূপ মনে করিয়া বসি। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা আর জগতে নাই। কিন্তু এই মিথ্যা একটী সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি হৃদয়ের গূঢ় প্রণয় পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাইব দুই জনের পরস্পরে পরস্পরের প্রতি যেরূপ মনের ভাব অপ্রকাশিত রূপে স্থাপিত আছে তাহা খুলিয়া দিলে অদ্য হয়ত ভয়ানক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

আমাদের হৃদয়ের দুই ভাব—একটী তরল Feeling ভাব, আর একটী বিশ্বাস। পরস্পরের ক্ষণেকের জন্য গলাগলি ভাব বিলক্ষণ হইয়া থাকে। কিন্তু দুই জন মাতাল মদ খাইতে খাইতে খুব গলা জড়াজড়ি করিল এবং একত্র পড়িয়া রহিল, পরে কে কোথায় চলিয়া গেল। আমাদের এ গলাগলিও সেইরূপ। সরলতার অভাব আমাদের একটী প্রধান রোগ। মনের রোগ নির্ণয় করিতে হইলে বই পড়িয়া দেখিতে হয় না। স্বভাব কখন বই পড়ে না, আপনার পথে চলিয়া যায়। রোগের নাম না জানিলেও কারণ ধরিয়াই কেবল বিচার করা উচিত। মনের রোগ কি, নাম নাই—পাঁচটী লক্ষণই একত্র দেখা যায়। সরলতার সহিত সেই গুলি স্বীকার ও ব্যাকুল হইয়া তাহা নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য।

লেখা পড়া অগ্রে না করিয়া কোন কারবার করা উচিত নয়। প্রকৃত দোষ গুণ জানিয়া তৎসত্বে বন্ধুত্ব করিতেছি এরূপ লেখা পড়া অগ্রে স্থির হইলে সে বন্ধুত্বের ভঙ্গ হয়না। যত দিন কাহার সহিত বিশেষ পরিচয় না হয় তত দিন তাহাকে পরীক্ষার অবস্থায় রাখিয়া দেওয়াই উচিত।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবার বন্ধন একটী ঈশ্বরের অভিপ্রায়। প্রীতি প্রথমে অল্প স্থানে বদ্ধ হইবে, পরে তাহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে, ঈশ্বর স্পষ্ট আদেশ দেখাইবার জন্য প্রত্যেককে পরিবারের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। যত অধিক দিন যায়, পরিবারের সম্পর্ক কেমন গাঢ় ও মিষ্ট হয়! আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপরিবারের ভাব এখনও হয় নাই, এই জন্য অসরল ভাব। পরস্পরের সম্পর্কে কতক গুলি কথা আমরা চাপিয়া রাখি, আপনার প্রলোভন ও পরীক্ষার কথাও কাহাকে বলিতে সাহসী হই না। কিন্তু যে দিন পরিবারের ভাব হইবে, প্রাতঃকালে সকলে পরস্পরের বাটীতে গিয়া মনের কথা বলিয়া আসিবে, বৈকালে স্বর্গরাজ্য ও দেখিতে পাইবে।

বন্ধু দুঃখ অর্দ্ধেক করেন ও সুখ দ্বিগুণ করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই জন বন্ধু থাকিলে কি পাপের আর ভয় থাকে? এখন সকলের ভিতরে ময়লা কাপড়ের রাশি, বাহিরে এক খানি ধোয়া কাপড় পরিয়া ঢাকিয়া রাখেন, বন্ধুত্ব হইলে কি আর কিছু গোপন রাখা যায়? ভালবাসা বৃদ্ধির লক্ষণ কি? একত্র থাকিবার ইচ্ছা, বিচ্ছেদে যন্ত্রণা, সহবাসে আনন্দ। প্রিয় ব্যক্তিকে ভাল বাসিতে গেলে তার সম্পর্কীয় সকল বস্তু ভালবাসা এবং সুখের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা স্বাভাবিক। যে রাজ্যে অসরল ভাব, সে রাজ্যে প্রকাশ্য আলাপ অধিক, হৃদয়ের প্রণয় অল্প। যে রাজ্যে প্রণয় অধিক সে রাজ্যে আড়ম্বর অল্প, গোপনে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন হইয়া থাকে। অনেক কথা আছে যাহা রাস্তায় হয় না, ব্রহ্মমন্দিরে হয়। আবার অনেক কথা ব্রহ্মমন্দিরেও হইতে পারে না, সঙ্গতে হয়। প্রণয়ের পরিচয় দিবার ও মনের কথা খুলিবার স্থান কখন প্রকাশ্য হইতে পারে না।

সংবাদ।

সম্প্রতি কটক ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে বাঙ্গালেতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। বিশ্রামের সময় অনেক দুঃখীদিককে যথাসাধ্য দান করাও হয়। বৈকালে আলোচনা ও পাঠের পর নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহাতে অনেকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। অবশেষে সন্ধ্যার পর উড়িয়া ভাষাতে উপাসনাদি হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। অজ্ঞান দুর্ব্বল উৎকল বাসিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই রূপ আন্দোলন দেখিয়া কেহ আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল জাতিকেই একটী আশ্চর্য্য স্বর্গীয় প্রণয় সূত্রে গ্রথিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চৈতন্য ঐ স্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও সাধন বহুদিন করিয়া ছিলেন। তাঁহার ভক্তি সকলেরই অনুকরণীয়। কেবল ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত ও সৌহার্দ্দ সূত্রে গ্রথিত করে।

বিলাতে ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী কোন চর্চ্চের এক উপদেষ্টা সয়তান সম্বন্ধে অতি জীবন্ত ভাবে এই উপদেশ দিতেছিলেন "দেখ সয়তান ভীষণ সিংহের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। শিবির মধ্যে, বিচারালয়ে, নাট্যশালায়, প্রতিগৃহে, সেই দুরাত্মার আবাস। ঐ দেখ এই মুহূর্ত্তেই সে এই উপাসনা মন্দিরে! " এই বলিবামাত্রই তথায় এক বালক পিসি পিসি করিয়া চিৎকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, "আমাকে বাহিরে লইয়া যাও আর আমি এখানে থাকিতে পারি না"। তখন সেই বালক ভয়ে শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিল। এত বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার পরেও এই রূপ ভুতের ভয়? সয়তানের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকাতে মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক সাধুতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; এই কারণেই খৃষ্টধর্ম্ম এত দূর বিকৃত, ও আধ্যাত্মিক ভাব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ৫ ই ভাদ্র রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণার্থ উৎসব হইবেক। স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ উৎসবে যোগ দিয়া ঐ দিনের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই শ্রাবণ তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
১৫ সংখ্যা

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
ডাকমাশুল ৷৷৹

মধ্যাহ্ণ কালের প্রার্থনা।

হে জীবন্ত নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর! এই কঠোর উত্তপ্ত সময়েও তোমার স্নিগ্ধ সুমধুর জ্যোতিতে চারিদিক পরিপূর্ণ। হে প্রভো! প্রাতঃকালের রমণীয়তার মধ্যে যেমন তোমার সৌন্দর্য্য এই আতপসন্তপ্ত দিবসের মধ্যভাগেও তেমনি তোমার সুকোমল সৌন্দর্য্য। হে সৌন্দর্য্যের পরম উৎস! তোমার ঐ প্রেমানন দর্শন করিতে না পারিলে এমন রমণীয় বিশ্ব পর্য্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট বোধ হয়, আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্রের প্রেমবিগলিত মুখারবিন্দও হৃদয়ের তৃপ্ত কর হয় না, সকল বস্তুই বিশ্রী হইয়া যায়; কিন্তু হে নাথ! তাই তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে তোমার ঐ প্রেমপূর্ণ জ্বলন্ত সত্তা প্রকাশ করিয়া এই অন্ধকার পূর্ণ হৃদয়কে আলোকিত কর। তোমার প্রসন্নতাই সুখ শান্তি।

হে অনাথনাথ! কতই তোমার স্নেহ, কতই তোমার দয়া। না চাহিতে অদ্য ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল মুখে তুলিয়া দিতেছ, পাপী বলিয়া দিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেছ না। তোমার উদার সদাব্রতের নিকট দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী পাপী পুণ্যবান্ রাজা প্রজা সকলেই প্রত্যহ অন্ন জল পাইতেছে। প্রভো! আমরা আপনার জন্যত কিছুই ভাবি না, সকল চিন্তাই তোমার, কিন্তু তোমার জন্য কে চিন্তা করে? তোমার প্রেমও কৃপা গুণপুরস্কারের ফল স্বরূপ নহে, কেবল অনুপযুক্ততার প্রকাশক মাত্র। হে দীনশরণ তোমা ভিন্ন আমাদের মত লোককে আর কে চাহিয়া দেখিত, কেবল এমন দয়াল পিতা বলিয়া এত দূর সদ্ব্যবহার করিতেছ। ধন্য তোমার প্রেম ও দয়া! এই জন্য তোমার দয়াময় নাম সকলের নিকট মিষ্ট। হে জীবনদাতা প্রতিপালক পরমেশ্বর! তোমার চরণে অজস্র কৃতজ্ঞতা দিয়াও কে ঐ অতুল প্রেমের পরিচয় দিতে পারে?

নাথ! এখনই ত কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করিব? এখনই যে তথায় তোমাকে ভুলিয়া যাইব? সেখানে গেলে ত আর নিস্তার নাই, এখনই যে অসুরের ন্যায় প্রকৃতি হইয়া যাইবে? ক্রোধের কারণ আসিলে এখনই যে দৈত্যের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিব? অর্থ লালসা হিংসা দ্বেষে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে? কিছুতেই মন স্থির থাকে না। তাই ডাকিতেছি হে প্রভো! তুমি আত্মাকে সবল কর, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয়ী কর। অনেক কষ্ট করিয়া একটু ভাল উপাসনা উপার্জ্জন করি,

কিন্তু কার্য্যালয়ের ব্যস্ততার মধ্যে পড়িয়া সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়, কি করিব চেষ্টা করিলেও কোন উপায় করিতে পারি না, তাহার বলে পরাস্ত হইয়া যাই। জীবনের সাধুতা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারি না, এরূপ অবস্থায় তোমার কৃপা ভিন্ন চারি দিক অন্ধকার। এই জন্য নাথ! কত সময় তোমার নিকট আসিয়াও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাই। প্রভো! কার্য্যালয়ের ব্যস্ততার পড়ে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, উপাসনা ভাল লাগে না, মনুষ্যের সহিত সদ্ভাব থাকে না, ভ্রাতৃভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। পিতা প্রাতঃকালের কোমলতার সহিত এই দুই প্রহরের কঠোরতার সম্মিলন কর। ধর্ম্ম জীবনের বলের সহিত প্রেমের সংযোগ কর। যেন নাথ! প্রতিদিন কার্য্য করিয়া বিবেককে নিষ্কলঙ্ক ও পরিষ্কৃত রাখিতে পারি, হৃদয়ের সহিত তোমার ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার ভক্ত হইয়া দাস হইয়া যেন তোমার পদসেবা করিতে পারি। প্রতিদিন আমাদিগকে অনুচর কর ঐ তোমার মুক্তিপ্রদ চরণে হস্তকে স্থির রাখ।

আসক্তি।

সুখাভিলাষ শান্তিলাভেচ্ছা মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা। ইহা জীবনে অপ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে এককালে বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেকেরই আপনার আপনার ইচ্ছা আদর্শ ও শক্তির অনুরূপ একটী একটী হৃদয়ে আসক্তির বিষয় আছে। যাহার কিছুই নাই তাহারও হয় ত এক খানি চির বস্ত্র জীর্ণ কন্থা বা খণ্ডিত কৌপীনের উপর কতই মমতা, যাহার সন্তান সন্ততি কেহই নাই তাহার হয় ত একটী গোবৎসরের উপর কতই আসক্তি জন্মে তার সহিত তাহার কথোপকথন পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, রাজা প্রজা, সভ্য অসভ্য, নরনারী, যুবাবৃদ্ধ সকলেই কোন না কোন রূপ আসক্তির অধীন। আসক্তি নাকি অতি সূক্ষ্মতর পদার্থ, তাই বাহিরে তাহার প্রকাশ অল্প, কিন্তু অন্তরে তাহার গুরুভার, বাহিরে তাহার দৃশ্যমান অসাধু পরিণাম সামান্য, কিন্তু অন্তরে তাহার অনিষ্ট অধিক। ব্রাহ্মগণ! সত্য সত্য বল দেখি আসক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি কম কি না? যখন উপাসনা করিতে যাও তখন কি সংসার ছেড়ে ঈশ্বরের নিকট বসিয়া থাকিতে অত্যন্ত ভাল লাগে? যখন তোমরা তাঁহার নিকট কোন প্রকার অসাধুতা পরিহার করিবার জন্য তাঁহাব শরণাপন্ন হও তখন কি সেই সকল বিষয়ের উপর কিছু মাত্র হৃদয়ের টান থাকে না? যখন তাঁহাকে বল "পিতা আর আমি তোমা ভিন্ন কিছুই চাহি না" তখন কি সমস্ত পার্থিব পদার্থের উপর তোমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মে? যখন তুমি উপাসনা করিতে যাও তখন কি সুখের সহিত ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও? জীবনের এই গুরুতর ব্যাপার আলোচনা করিলে হৃদয়ের এই গূঢ় বিষম রোগ প্রত্যক্ষ প্রতীত হয়। আসক্তির জন্য অনেকেরই মন ধর্ম্মের পবিত্র পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্রাহ্ম মণ্ডলীর বিশেষ দুরবস্থার কারণ এই অন্তর্নিবিষ্ট আসক্তি। কখন ইহা জীবনে প্রবলবেগে বহির্গত হয়, কখন বা অন্তরকে শূন্য করিয়া তাহার সমস্ত সাধুতা অপহরণ করে।

ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ তুমি কি নিশ্চয় বলিতে পার যে যখন তোমার অন্তরে কোন সত্য পালনে ইচ্ছা বলবতী হয় তখন তোমার হৃদয় সাংসারিক ফলাফল লাভ ক্ষতি গণনা করে না? যখন তুমি জীবনের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল কর কার্য্য সাধন করিতে যাও তখন কি তুমি আপনার সম্পত্তির প্রতি চাহিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত

হও না? তোমার নিকট ঈশ্বরের আদেশ কি পরিবারের সুখের অনুরোধে আত্মীয় স্বজনের জন্য অগ্রাহ্য হয় না? বাস্তবিক সরল ভাবে একথার কি উত্তর দিতে পার? ধৰ্ম্মের প্রতি, পুত্রের প্রতি, পিতা মাতার প্রতি, সুখের প্রতি, ইন্দ্রিয়গণের প্রতি, মান সম্ভ্রমের প্রতি সাংসারিক নির্ব্বিবাদ শান্তির প্রতি আসক্তিই মনুষ্যকে নিঃস্বার্থ ভাবে সত্য পালন করিতে দেয় না, ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ত্তব্য অনায়াসে সম্পাদন করিতে দেয় না, সেই প্রেমের চির আধার পবিত্র পিতাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে হৃদয় দান করিতে দেয় না। অনেক সময় ধনক্ষয় আশঙ্কায় মনুষ্যকে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইতে হয়, কখন বা স্ত্রী পুত্রগণের অমূলক কষ্টকল্পনার জন্য ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ সাধনে নিরস্ত হইতে হয়, পিতা মাতার কল্পিত ভাবী দুঃখের আশয়ে বীরভাবে সত্যের অনুসরণ করিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়; আবার সুখ বিসর্জ্জনের ভাবও অনেক সময় ধৰ্ম্ম সাধনের বাধা জন্মায়।

প্রায় দেখা যায় যে প্রতি জনেরই ধৰ্ম্ম ভিন্ন পার্থিব বিষয়ক বিশেষ একটী একটী অনুরাগের বস্তু আছে; তজ্জন্য অনেক সময় ধৰ্ম্ম পথে কিছু অগ্রসর হইয়াও মনুষ্যকে আবার পতিত হইতে দেখা যায়। কথিত আছে যে একদা ঈশার নিকট একজন ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করে প্রভো! কি করিলে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়? তিনি বলিলেন "পিতা মাতার প্রতি ভক্তি কর, পরের দ্রব্য অপহরণ করিওনা, কদাপি শপথ করিও না" এই রূপ কয়েকটী নিকৃষ্ট নীতির উপদেশ ছিলেন। সে বলিল আমি উহা বাল্যকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। তখন অতিতীক্ষ্ণবুদ্ধি ঈশা তাহার রোগ অবগত হইয়া বলিলেন "তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর" একথা শুনিয়া তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, অবশেষে সে রোদন করিতে লাগিল। এই দৃষ্টান্তের মধ্যে ধৰ্ম্ম জীবনের একটী নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর অপেক্ষা যে বস্তুর উপর অধিক অনুরাগ তাহাই পতনের কারণ, ও আত্মার ভীষণ শত্রু। পিতার প্রদত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী হইতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বর অপেক্ষা যে বস্তুর উপর যত অধিক অনুরাগ তত পরিমাণে আন্তরিক পাপ এই ইহার পরীক্ষা। আসক্তি অবগত হইবার জন্য বাহিরের কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। পিতার দত্ত কোন পদার্থের সম্ভোগ পরিত্যাগ করাও পাপ আবার তাহা না করাও পাপ; অন্য দিকে ঐ সকল পদার্থের সম্ভোগ পরিহার করাও পাপ আবার না করাও পাপ এই ইহার নিগূঢ়তা। ব্রাহ্মগণ! সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্মতর হইয়া যে আসক্তি তোমার হৃদয়ে দিবানিশি বসতি করিতেছে তাহাকে বিশ্বাস করিও না, সে দুরন্ত কাল স্বরূপ হইয়া আত্মাকে বিনাশ করে। পিতার পবিত্র প্রেমাস্ত্র দ্বারা ঐ আসক্তিপাশ ছেদন কর নিঃস্বার্থ হইয়া পিতার সেবা কর।

চৈতন্যের জীবন ও ধৰ্ম্ম।

(৪১৩ পৃষ্ঠার পর)

অদ্বৈতের সহিত চৈতন্যের এই রূপে সম্মিলন হওয়াতে উভয়ের ধৰ্ম্মানুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং পরস্পরের সহবাসে উভয়ের জীবন বিশেষ উন্নতির পথে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে নিত্যানন্দ হরিদাস পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের একটী বিলক্ষণ ভক্তমণ্ডলী সংগঠিত হইল। চৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস শ্রীবাস মুরারি গুপ্ত, গদাধর প্রভৃতি কয়েক জন একত্রিত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যার পর শ্রীবাসের গৃহে অতি গোপন ভাবে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয় যে কোন্ কোন্ উপায়ে তাঁহারা আধ্যাত্মিক

জীবনের সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদিও ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা অতিশয় কঠিন; কিন্তু যত দূর তাঁহাদের জীবনের বৃত্তান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে তাহার মধ্য হইতেই কিয়ৎ পরিমাণে উহার সত্যতা প্রতীত হয়। প্রথমাবস্থায় চৈতন্যের বাসুদেব কৃষ্ণের প্রতিই শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যতই জীবনের আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ততই ঐ বিশ্বাস ক্রমে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধর্ম্মজীবনের এই একটী বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, যে কেহ আত্মার গভীর জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিতে তৃষিত হয় সে আর কখন ধর্ম্মের মত কিম্বা শুষ্ক বাহ্য ব্যপারে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এক সময়ে কল্পিত দেবতা তাহার নিকট অনাদরণীয় হইয়া পড়িবেই পড়িবে। সে তাহাতে জীবন শান্তি পবিত্রতা না পাইয়া অন্যতর বিষয় অনুসন্ধান করিতে ব্যাকুল হইবেই হইবে। চৈতন্যের পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে তৃপ্তি শান্তি হইত না বলিয়া অল্পে অল্পে ঐ সকল ভাব চলিয়া গেল। কৃষ্ণের দর্শন, তাঁহার কথা শ্রবণ জগৎ তন্ময়, তিনি অরূপী সর্ব্বব্যাপী এই রূপ ভাবের কথা সংকীর্ত্তনের সময় তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইত। কোন কোন দিন প্রেমাবেশে তাঁহার এত দূর পর্য্যন্ত ভাব হইত যে তিনি বলিয়া উঠিতেন "কৈ আমিত কিছুই নই তিনিই সকল, আর ভেদাভেদ কি" তাঁহার জীবনের এই সকল গূঢ় ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেক গভীর সত্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার প্রতিদিনের সাধনে ক্রমে জীবন্ত ঈশ্বরের ভাব অন্তরে দৃঢ়রূপে উদিত হইল। যিনি প্রাণ যিনি প্রত্যক্ষ, আত্মাতে যাঁহাকে দর্শন করা যায়, হৃদয়ে যাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করা যায়, যাঁর জীবন্ত সত্তাতে জগৎ পরিপূর্ণ। এই রূপে সেই সত্য স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইলেন। অবশেষে তাঁহার প্রেমানুরাগ আরও বাড়িল। ঐ সময়ে তাঁহার শারীরিক ভাবের অনেক ব্যতিক্রম হইত। রোদন হাস্য কম্পন স্বেদ হুঙ্কার লম্ফ ঝম্প মূর্চ্ছা প্রভৃতি অনেক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। ঐরূপ একত্র উপাসনা হওয়াতে ভক্তি প্রেম ও ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল তাঁহারা অবগত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও গাঢ় প্রণয় ও শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইল। এই কারণে তাঁহাদের পবিত্র অচ্ছেদ্য যোগ সম্পাদিত হইল। সকলের সদ্ভাব প্রণয় সূত্রে সকলের অন্তরেই প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে ধর্ম্ম জীবনের বিশুদ্ধ রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইল। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে চৈত্যনই প্রথম ভক্তমণ্ডলী সংস্থাপন করেন। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে একটী সূক্ষ্মতর সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রেম ও ভক্তির সাধন উপাসক মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব জীবনে উপলব্ধি করিবার ইহাই প্রধান উপায় বলিতে হইবে। এই সকল সাধুসঙ্গরূপ ধর্ম্মাগ্নির প্রভূত প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। জীবন্ত ধর্ম্ম এই প্রণালীর মধ্য দিয়া কেবল প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ পবিত্রতার তীব্রভাব এই উপায়ে উপাসকগণের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

এই রূপে তাঁহাদের প্রতি দিন উপাসনাও সঙ্কীর্ত্তন হইত। প্রত্যেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীবাসের গৃহে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এক হৃদয় ও সমবিশ্বাসী ভিন্ন আর কেহ তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। সকলেই দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অতি সংগোপনে ভজনাদি করিতেন। কোন পাষণ্ডের পরিহাস বড় ভয় করিতেন। এই জন্য অন্য প্রকার লোক তাঁহাদের উপাসনা গৃহে কখন প্রবেশ করিতে পারিত না। একদা ধর্ম্মবিদ্বেষী চাপাল গোপাল তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করাতে চৈতন্যের উপাসনার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া-

ছিল, এমন কি শেষে তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া তবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে হইল। ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থা অতিতরুণও কোমলতর এই কারণে বাহিরের কোন প্রকার আঘাত কি অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। এরূপ দুর্ব্বলতা সকলের জীবনে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। যদিও তাঁহারা সংগোপনে উপাসনাদি করিতেন; কিন্তু শেষে আর তাহার গোপন ভাব থাকিত না, এমন উন্মত্ত হইয়া যাইতেন যে কীর্ত্তনের চিৎকার রোলে নিকটস্থ লোক একবারে মহা বিরক্ত হইত। অপরদিকে কিছু কোমল হৃদয় বিনীত লোকের মনে একটা ধর্ম্মের আন্দোলন উঠিতে লাগিল। তাহাদের মূলে কিছু কিছু অনুরাগও জন্মিতে লাগিল। নবদ্বীপ বহুদিন হইতে অত্যন্ত শক্তি পূজার প্রসিদ্ধ স্থান। ধর্ম্মজনিত শাক্তদের স্বভাব কিছু কঠোর উদ্ধত ও দুর্বিনীত; কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মের পত্তন আপনার বুদ্ধি অহঙ্কারের উপরেই সংস্থাপিত। এইরূপ বিবিধ কারণেই তাঁহাদের প্রতি অধিকাংশ লোকের মনে নিন্দা অশ্রদ্ধা বিরক্তি, উপহাস, কটুকাটব্য প্রভৃতি অনেক কুৎসিত ভাব জন্মিল। ফলতঃ যাহাই হউক ধর্ম্ম জগতে কোন একটী বিশেষ স্বর্গীয় ভাবকুসুম মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিকশিত হইবার সময় অনেক প্রকার বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ্য কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না। এই সময় হইতে দুই চারিটী পুণ্যবতী নারীও তাঁহাদের উপাসনার গূঢ় ভাব কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে দুই চারিটী লোক তাহাদের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনাবলীতে নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও হরিদাস প্রভৃতি কয়েক জনের হৃদয় বিশেষ ভাবে পরিপূর্ণ হইল ও তাঁহাদের মধ্যে কিছু গাঢ় প্রেমের যোগ সম্বন্ধ হইল। চট্টগ্রাম নিবাসী বিদ্যানিধি নামক এক জন তাঁহাদের মধ্যে পড়িয়া বিশেষ ধর্ম্মভাব লাভ করেন। তিনি সেই ভক্তিস্রোতে পড়িয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন এবং অবশেষে চৈতন্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের ভক্তমণ্ডলীশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। তাঁহার জীবনের বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে তিনি বাল্যবস্থা হইতেই বড় ধর্ম্মপরায়ণ ও সংসারবিরত। সেই অবস্থা হইতেই তাঁহার জীবনের বিশুদ্ধতা ও নির্দোষ ভাব। এই কারণে তিনি সহজে ও এত শীঘ্র তাঁহাদের প্রিয়দর্শন হইলেন যে সকলের অনুরাগ তাঁহার উপর বিশেষ রূপে পতিত হইল।

ঈশ্বরের প্রেম।

প্রেম ধর্ম্মের মধুর ভাব, প্রেমই ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেমই আমাদের নিকট আকর্ষণ ও প্রলোভন। তাঁহাকে শতবার পরিত্যাগ করিলে এক প্রেমই কেবল মনুষ্যকে আলিঙ্গন করে, যে ঈশ্বরের ঈদৃশ স্বভাব কোন্ গুণে তাঁহার সহিত এই মলিন ধূলিবৎ অসার নীচ জঘন্য মনুষ্যের সম্বন্ধ রক্ষিত হইতে পারে? বাস্তবিক মানব জাতির প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে এই পরস্পর বিষম প্রকৃতিসম্পন্ন উভয়ের মধ্যে কখনও পূর্ণ যোগের সম্ভাবনা নাই। এক মহান্ অনন্ত, আর এক অতি ক্ষুদ্র সীমা বিশিষ্ট; এক পূর্ণ আর এক অপূর্ণ, এক স্রষ্টা অপর সৃষ্ট, এক পূর্ণ স্বাধীন আর এক অপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অধীন; ঈদৃশ ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে এতদূর পার্থক্য সত্ত্বেও যে একটী অতি নিগূঢ় নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে এ অতিশয় বিস্ময় কর ব্যাপার বলিতে হইবে। কেবল তিনি প্রেম স্বরূপ বলিয়া, পাপী মনুষ্যের সহিত পবিত্র ঈশ্বরের সম্মিলনের মূল সূত্র অবস্থান করিতেছে। প্রেম তাঁহার স্বভাব, তিনি স্বয়ং প্রেম। এই প্রকাণ্ড বিশ্বের সৃষ্টির বিষয় ভাবিতে গেলে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাতে

আরোপ করিতে পারা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কর এই বিশাল বিশ্ব সৃজনে তাঁহার লক্ষ্য কি? ইহার উত্তরে হৃদয় এই কথা বলে প্রেমই তাহার কারণ। লক্ষ্য উদ্দেশ্য অভিপ্রায় এসকলই এক প্রেম হইতে উত্থিত হয়। প্রেমেতেই সৃষ্টি, প্রেমেতেই পালন, প্রেমেতেই প্রতি পদার্থে তাঁহার অবস্থিতি, প্রেমেই বহির্জগতের সৌন্দর্য্য, প্রেমেই বিচিত্র নিয়মের সামঞ্জস্য, প্রেমেই মনুষ্য জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম রমণীয়তা প্রেমেই ধর্ম্ম জীবনের অমৃতায়মান মধুরতা।

যদি সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, দেখিবে যে প্রেমই তাহার ভিত্তি। শোভার বিজ্ঞান প্রেমের উপরেই সংস্থাপিত। যেমন চক্ষুর সহিত আলোকের অতি নিগূঢ় যোগ তদ্রূপ প্রেমের সহিত সৌন্দর্য্যেরও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেমই সকল পদার্থকে সুন্দর করিয়া তুলে, প্রেমই বাহ্য পদার্থের শোভনতম ভাব সংস্থাপন করে। ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ বলিয়া জড় জগতের এত রমণীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রেমের উৎস, সৌন্দর্য্য কেবল তাঁহা হইতে সাক্ষাৎভাবে বিনিঃসৃত হইয়া সমস্ত পদার্থকে অভিষিক্ত করে। বস্তুতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য্য একই পদার্থ। সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা যোগ এক সৌন্দর্য্যেরই রূপান্তর মাত্র। আমরা জড় জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিলে তিনি বাস্তবিক প্রেমেরই উৎস তাহা প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহ্য জগতের ক্রিয়া কৌশলে, কিম্বা জনসমাজে বিবিধ প্রকার সুখ বিধানে ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ প্রতীতি করা ত সাধারণ ভাবের কার্য্য; ইহাতে চিন্তার গভীরতা নাই, হৃদয়েরও গাঢ়তা নাই; শরীরাদি কতকগুলিন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ হস্ত দেখি বলিয়া তিনি প্রেমসিন্ধু এ ও অতি সামান্য ভাব। অন্তর্জগতের এক একটী সম্বন্ধে তিনি প্রেম রূপে বিরাজমান। আমার সহিত তবে তাঁহার গভীরতর গাঢ় সম্বন্ধই তাঁহার প্রকৃত প্রেম, ইহা ভাবান্তরে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। হায়! দুরাচারী মনুষ্য তুমি কি সামান্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছ? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কোথায় আছ? তোমারও যেমন তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাঁহারও তদ্রূপ পবিত্রতা প্রেম সত্য বিমল আনন্দ ও স্বর্গীয় সহবাস মনুষ্য ভিন্ন সম্ভোগ করিবার আর কেহই পাত্র নাই। তবে দেখ তিনি দয়া করিয়া তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন স্বরূপ করিয়াছেন। হে প্রেমসিন্ধু! বুঝিলাম কি তোমার গভীর প্রেম, ঐ প্রেমের অগাধ সলিলেই সাধুরা ডুবিয়া থাকেন, মনুষ্য কেবল তোমার ঐ প্রেমের প্রকাশ মাত্র। এক একটী সম্বন্ধের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ কর ত অবাক্ হইবে। প্রথম পিতা পুত্র সম্বন্ধের নিম্ন দেশে যদি অবস্থান কর, তাহা হইলে এই সম্বন্ধটী বাস্তবিক কি তাহা বিশেষ রূপে অনুভব করিতে পারিবে। তিনি নিশ্চয় জানেন আমি ইহাকে না দেখিলে ইহার আর কেহ নাই, আমি ভিন্ন ইহাকে রক্ষা করিবার, প্রতিপালন করিবার, বিপদে আশ্রয় দিবার আর দ্বিতীয় নাই। আমি ভিন্ন পিতা বাঁচাও ধর একথা বলিবারই বা কে আছে? হে দুর্ব্বিনীত পাতকী মনুষ্যসন্তান! ইহা জানিয়া দয়াময় তোমার সহিত প্রতিদিন ব্যবহার করেন। আবার তিনি ইহাও জানেন আমাকে পিতা বলে ডাকে মনুষ্য ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহই নাই, আমার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পিতা আমাকে কিছু দাও একথা বলিতে মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই স্বর্গের সম্পত্তি ভোগ করিবার আর কেই বা আছে? কি মধুর ভাব! হে প্রভো! প্রেমের সাগর বলিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তি হয় না, কোন্ কথায় তোমার প্রেমের পরিচয় দিব? আবার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের ভাব অনুভব করিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে। তিনি বিশেষ অবগত আছেন আমার আজ্ঞাবহ না হইলে

মনুষ্য বড় স্বেচ্ছাচারী হইয়া বেড়ায়; আমার প্রিয়তম কার্য্য করিতে আর কেহই সক্ষম নহে, আমার ইচ্ছা ও আদেশের মধুরতা বুঝিয়া মনুষ্য সন্তান ভিন্ন আর কে তাহা সম্পাদন করিতে ব্যগ্র হইবে। আমারও অন্তর্জ্জগতের নিয়ম পালন করিবার তাহারা ব্যতীত যে আর কেহ নাই। বস্তুতঃ তাঁহার মত সুমধুর ত্রিসংসারে আর কোন পদার্থ নাই। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার প্রয়োজন স্বরূপ করিলেন। তাঁহার প্রেম পবিত্রতার ভাবান্তর কেবল মনুষ্যত্ব। এই জন্য মনুষ্যের এত গৌরব, এই জন্যই মনুষ্যকে তাঁহার বিরোধী হইলে এত কষ্ট পাইতে হয়। এই কারণে তিনিও ধূলিবৎ অসার মনুষ্যকে না লইয়া কোন কার্য্য করিতে ভাল বাসেন না। তাঁহার প্রেমের এই অপূর্ব্ব-ভাব। আবার যখন তাঁহাকে হৃদয় বন্ধু বলিয়া দেখি তখন প্রেমরাজ্যের আর এক নূতন সৌন্দর্য্য অবলোকন করি। আমাদেরও যেমন তিনি ভিন্ন ভাল বাসিবার বিষয় আর কেহ নাই তাঁহারও তদ্রূপ আমরা ভিন্ন প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক ভাবে ভাল বাসিবার বস্তু আর কেহই নাই, এই প্রেমের নিগূঢ়তা। সেই অতুল প্রেমের প্রকাশ বিভিন্ন প্রকার আমরা বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

সরলতা ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য।

রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক।

ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থাতে আমরা সত্য যুগের লক্ষণ সকল দর্শন করি। তখন সকলই নূতন, সকলই নির্দ্দোষ, এবং সকলই সরলও সরস। তখন অন্তরে যেমন নব নব ভাব সকল উদিত হয়, বাহিরেও তেমনি নব উৎসাহ এবং নব উদ্যম। এই অবস্থায় যখন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া মিলিত হন, তখন তাঁহাদের অন্তরে যেমন নবানুরাগ এবং সরলতা; বাহিরেও তেমনই উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা। অন্তরে যেমন নিত্য প্রীতি এবং উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, বাহিরের ঘটনা সকলও সেই অন্তরস্থ অগ্নি আরও প্রদীপ্ত করে। ইহাই বাস্তবিক কবিত্বের সময়, এই সময় তাঁহাদিগের নিকট জগৎ নূতন, এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। কি বৃক্ষ কি স্রোতস্বতী. কি পক্ষী, কি সমীরণের মধুর হিল্লোল, প্রত্যেকেই উপদেষ্টার ন্যায় তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মকৃপার পরিচয় দেয়। তখন সাধু ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম মূলক বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত হয়। বিশ্বাস, বিনয়, ভক্তি, সরলতা, এবং কোমলতা, এই সময়ের প্রধান লক্ষণ। অবিশ্বাস, অপ্রণয়, এবং কঠিনতা এই অবস্থায় কোন মতেই স্থান পায় না। কেমন আশ্চর্য্য এই সত্য-যুগ! এই অবস্থায় ক্ষুদ্র শিশুও প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল স্থানান্তরিত করিয়া অনায়াসে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এবং আপনার স্বাভাবিক বলে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, তিনি কি একটী কথা বলেন; তাহা শুনিয়া তাহার অন্তর দুর্জ্জয় বল লাভ করে, এবং আপনি যেমন সাধু হয়, অপর সহস্র লোককেও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়া জগতে স্বর্গীয় সাধুতা বিস্তার করে।

যেমন বসন্ত কালে প্রকৃতির চারিদিকে সকলই নূতন এবং সকলই সুন্দর, সেই রূপ মনুষ্যও এই অবস্থায় সরল শিশুর ন্যায় সেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দর ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া আশ্চর্য্য শোভা এবং কোমলতা লাভ করে। এই অবস্থা স্বর্গের অবস্থা, ইহাই মনুষ্যের সত্যযুগ। এই অবস্থায় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কিম্বা কুটিলতা, কাহারও জীবন কলঙ্কিত করিতে পারে না। কাহারও প্রতি সন্দেহ কিম্বা অবিশ্বাস অসম্ভব হইয়া; পড়ে কিন্তু প্রতিদিন নূতন ভাই এবং নূতন ভগিনী সকল মিলিয়া পরস্পরকে কোলাকোলি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। এবং সকলে একত্র হইয়া আপনাদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল। যতই নূতন নূতন ভাই ভগিনী লাভ করে ততই তাঁহাদের আনন্দ। এই রূপে তাঁহাদের অন্তরে দিন দিন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ভ্রাতাদিগের প্রতি প্রেম গভীরতর হয়; এবং এসকল প্রকাশিত হইয়া বাহিরেও ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করে। অন্তরে যেমন ব্রহ্মের সত্য, ব্রহ্মের প্রেম, এবং ব্রহ্মের পবিত্রতা প্রবাহিত হয়; বাহিরেও তেমনি এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সত্যের ক্ষমতা, ও প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু এপ্রকার অবস্থা অনেক দিন থাকিতে পারে না। অচিরেই জগতের পাপ অন্ধকারে এই সত্যযুগ আচ্ছন্ন হয়। এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধি তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, যাহাতে সেই সত্যযুগ অনন্তকাল স্থায়ী হয়, এই জন্য, "কলিকাল আসিতেছে, কলিকাল আসিতেছে," এই বলিয়া আত্মাকে সাবধান করিয়া দেয়,

এবং সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া অজ্ঞান, কুসংস্কার, আলস্য এবং ভ্রম ইত্যাদিকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন একদিকে যেমন সহজ-জ্ঞান-লব্ধ-সত্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা হয়, তেমনি ভাই ভগিনী-দিগকেও বিশেষ রূপে জানিবার জন্য ইচ্ছা হয়। এবং বুদ্ধি আসিয়া তাঁহাদের দোষ গুণ বিচার করে। কিন্তু ঈশ্বরের এমনি নিগূঢ় করুণা; তাঁহার প্রেরিত বুদ্ধির নিকট যতই ভ্রাতাদিগের দোষ প্রকাশিত হয়, অন্যদিক হইতে সেই পরিমাণে সরল প্রীতি আসিয়া তাঁহাদের দোষ সংশোধন করে। তখন এক দিকে যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অন্য দিকে তেমনি হৃদয়ের কোমলতা। এই অবস্থাতেই বুদ্ধি এবং সরলতার সামঞ্জস্য। তখন একদিকে যেমন কলিযুগের লৌহসম তীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টি, তেমনি অন্যদিগে সুশীতল সত্যযুগের কোমলতা। সত্যযুগের সরলতা এবং বাল্যকালের নির্ভর ব্রাহ্মের জীবন। তাঁ-হার বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষুদ্র শিশু; এবং ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন তিনি কিছুই করিতে পারেন না; এই জন্য তাঁহাকে অসহায় বালকের ন্যায় প্রতি দিন পিতার দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। পিতা সেই নিরাশ্রয় শিশুকে দেখিয়া গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই রূপে ব্রাহ্মশিশু, এক দিকে বুদ্ধি এবং সভ্যতার প্রতীক্ষা না করিয়া প্রতি দিন প্রার্থনা-বলে আপনাকে সবল এবং সুন্দর করেন। আবার, আর এক দিকে, জগতের সমস্ত বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ পাইয়া আরও ঈশ্বরের কৌশল এবং মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অজ্ঞান এবং পাপ ধ্বংশ করিতে করিতে সেই সত্যযুগের ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। এক দিকে শিশুর সর-লতা, আর এক দিকে প্রাপ্ত-বয়স্ক মনুষ্যের জ্ঞান এবং সভ্যতা। এই দুই অবস্থার সম্মিলনেই ব্রাহ্মের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তখন এক দিকে যৌবনের প্রখর জ্ঞান, আর এক দিকে শিশুর কোমলতা, এবং সরল নির্ভর। যখন এই দুই ভাবের যোগ, তখনই যথার্থ নির্ভরের অবস্থা। নতুবা কোন্ দিন সংসার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া যদি শিশুর নির্ভর এবং সরল স্বভাব পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অহঙ্কার আসিয়া আমাদের সমুদায় সাধুতাব বিনাশ করিবে। আমি জ্ঞান-বলে চির-কাল ব্রাহ্ম-জগতে দণ্ডায়মান থাকিব ইহা বলিতে বলিতে অহঙ্কার গলদেশে খড়্গ দান করিবে। আবার যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় দোষ গুণ বিচার না করি তবে পদে পদে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে বিচার করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন, তাহা পরিচালন না করিলে নিশ্চয়ই অজ্ঞান, ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং নানাবিধ পাপাচার আসিয়া জীবন কলঙ্কিত করিবে। এক দিকে শিশুর সরলতা, অপরদিকে প্রাপ্ত-বয়স্কের গভীর জ্ঞান। কোন্ দিকে যাইব? ঈশ্বরের আদেশ উভয়ই রক্ষা করিতে হইবে। শিশুর সরলতা, এবং বয়োবৃদ্ধির পরিপক্ক জ্ঞান এই উভয়ের সামঞ্জস্য—সত্য যুগের মধ্যে, কলি-যুগ, এবং কলিযুগের মধ্যে সত্যযুগের সম্মিলন করিতে হইবে। শিশুর মধ্যে মনুষ্য, এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক মনু-ষ্যের মধ্যে সরল শিশুকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন করিতে হইবে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইবে ব্রাহ্ম ততই সরল শিশুর ন্যায় হইবেন, কেমন করিয়া হইবেন জানি না "বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, এবং তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথা বা তাহা যাইতেছে তাহা বলিতে পার না" "বায়ু কোথা হইতে আসিতেছে জানি না। কিন্তু ঐ দেখ বায়ু আসিতেছে। সেই রূপ মনুষ্যও শিশু হইবে, কিরূপে হইবে জানি না, এই বলিতে পারি ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই হইবে। আমরা যে পাপের আস্বাদ পাইয়াছি, এই জন্যই ইহা বুঝিতে পারি না। যখন পৃথি-বীর কুটিল জ্ঞান আমাদের মন কঠিন করিয়াছে; তখন কেমন করিয়া আবার শিশুর সরলতা লাভ করিব? আমরা যে কলিযুগে বাস করিতেছি, কেমন করিয়া সত্যযুগের মধুরতা উপভোগ করিব? কিন্তু ঈশ্বরের সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। মনুষ্য যদি অর্দ্ধস্ফুট-শিশুর ন্যায় সরল হইতে না পারে তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। এক জন মহাত্মা বলিয়াছেন "যাহারা শিশুর ন্যায় না হইবে তাহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই যে ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে শত শত ব্যক্তি আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কে এই সকল লোক? চিরকাল যদি ইঁহারা আমাদের পর রহিলেন তবে জগতে কবে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমাদের মধ্যে কোন্ ব্রাহ্ম বলিতে পারেন যে ইঁহারা আমার পরিচিত, এবং ইঁহা-দিগকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি? মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া কি আমাদের এই হইল যে ভাইকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিব না? আমরা কি এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি যে পরস্পরের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিব না? এত কাল ধর্ম্ম সাধনের পর কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ! সাবধান, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক প্রকার কপটতা, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিও না, কদাচ তাঁহাদের হস্তে আত্মা বিক্রয় করিও না। ব্রাহ্মেরা এখানে কেন আসেন? এখানে আসিলে ত কোন প্রকার সাংসারিক ধন মান লাভ করা যায় না, তবে কেন সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহারা এখানে আসিয়া সম্মিলিত হন? এই জন্য যে তাঁহারা আমাদের প্রাণের ভাই। কিন্তু

অজস্য আমাদের মন, আমরা এক দিনও প্রশস্ত মনে তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া বলিলাম না যে তোমরা আমাদের ভাই। পিতা আমাদিগকে এই জন্য একত্রিত করিলেন যে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য বিস্তার করিব। কেন আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল? এদিকে পিতার নিকট শিশুর ন্যায় ভাই ভগ্নীদিগের জন্য কতবার প্রার্থনা করি; কিন্তু তাঁহারা যখন সম্মুখে আসিয়া ধর্ম্ম চান, তখন পলায়ন করি, হৃদয় খুলিয়া তাঁহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করি না। যদি শিশুর ন্যায় ভাই ভগিনীদিগকে ভাল বাসিতে না পারি, তবে আমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা। প্রেম রাজ্য শিশুদিগের রাজ্য। যেমন দিনের পর দিন যাইতেছে তেমনি যদি আমাদের অন্তরে প্রেমের উপর প্রেম সঞ্চিত না হয়, তবে আমাদের সমুদয় ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্ফল।

যদি প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত করিতে চাই তবে বালকের ন্যায় পথে পথে বেড়াইব, যত মনুষ্য পাইব, সকলকে ধরিব, বলিব বালক, বালিকাগণ! তোমরা গৃহে এস, যিনি আমাদের পরম পিতা তিনি তোমাদিগকেও ভাল বাসেন। এই সুসম্বাদ পাইয়া বালকবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব করিও না ভাই ভগিনীদের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের সমাচার বল। মানিলাম তোমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট সভ্যতা পাইয়াছ, পরস্পরের দোষ গুণ বুঝিতে পার, সাধু অসাধু সকলকে চিনিতে পার, কিন্তু এই জন্য কি ভাই ভগিনীদিগের প্রতি নির্দ্দয় হইবে? পিতার আদেশ যে প্রাপ্তবয়স্কের প্রগাঢ় জ্ঞান এবং সভ্যতা লইয়া আবার শিশু হইতে হইবে। সেই সহজ জ্ঞান, সেই আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ বিশ্বাস এবং সেই সরলতা লইয়া এখনি পিতার পরিবার, ক্ষুদ্র-শিশু-দিগের পরিবার সংস্থাপন করিতে হইবে। যে দিন ভাইয়ের মুখ দেখিবামাত্র হৃদয় প্রফুল্ল না হয়, সেইদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতাকে বল, "পিতা! ভাইকে ভাল বাসিতে পারিলাম না; কৃপা করিয়া আমার কঠিনতা চূর্ণ কর।" হায়! আমরা কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া কলিযুগের অসরলতা গ্রহণ করিলাম। এক দিন এমন ছিল, যখন ভাইকে দেখিলে, ভাইকে স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হইত। তখন পরস্পরকে কেন এত ভাল বাসিতাম? কাহাকেও ভাল রূপ চিনিতাম না, কাহারও দোষ গুণ জানিতাম না, কিন্তু যাই কোন ভাই বলিতেন আমি ব্রাহ্ম, তখনি তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিতাম। হায়! ব্রাহ্মসমাজ হইতে কি সেই সত্য-যুগ চলিয়া গেল! সেই সরলতা, সেই প্রেম সেই বিনয় এবং সেই বিশ্বাস কি বুদ্ধির হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হইল? প্রচারক হইয়া দেশে দেশে গিয়া বড় বড় ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি এই অহঙ্কার আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। হায়! মনুষ্য হইতে গিয়া আমরা শিশুর সরলতা হারাইলাম। আর এখন নব নব ভাব পূর্ণ গান শুনিলে অন্তরে সেই প্রকার ভক্তির উদয় হয় না। হায়! আমাদের সেই বাল্য কালের সরলতা, কোথায় গেল! গর্ব্বিত ব্রাহ্মগণ! যাই মনুষ্যত্ব পাইয়া ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব জানিয়াছ বলিয়া অহঙ্কৃত হইলে তখনি তোমাদের বাল্যকালের সেই সুকোমল চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। মনুষ্যের গভীর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শিশু হৃদয়ের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না হারাইলে। এখন অকূল পাথারে ডুবিয়াছ; এখন আর সেই সরল বালকের ন্যায় পিতাকে ভাল রূপে চিনিতে পারিতেছ না। বলিতেছ ঐ বুঝি আমাদের পিতা। আর কত কাল এই ভাবে থাকিবে? কলিযুগের কুটিলতা আর কত দিন তোমাদের সত্য যুগ প্রচ্ছন্ন রাখিবে? দেখ কুটিল বুদ্ধি আসিয়া তোমাদের সর্ব্বনাশ করিল, আর অচেতন থাকিও না, এই কলিযুগের মধ্যে আবার সত্য যুগকে আসিতে দাও। পরের বাগান হইতে যে সকল ফুল আনিয়াছ, সে সকল নিজের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। পরের কূপ হইতে যত জল আনিয়াছ, তাহা নিজের হৃদয়ে উৎসারিত হয় কি না দেখ! চিরকাল পরের নিকট পিতার প্রেমের কথা শুনিলে কি হইবে? নিজের আত্মার তাঁহার দয়া উপভোগ কর, নিজের হৃদয়ের ভক্তি পুষ্প লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হও। পিতা এখনও জীবন্ত আছেন। তাঁহাকে দিন দিন সরল বালকের ন্যায়, ডাক। দেখিবে অন্তরের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইবে। আপনারা সুখী হইবে, এবং এই বঙ্গ দেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ, চিনরাজ্য, এবং সমস্ত পৃথিবী পিতার প্রেম-স্রোতে অভিষিক্ত হইবে। আর আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না, একবার সমস্ত হৃদয়ের সহিত পিতার প্রেম রাজ্য বিস্তার কর। দেখিবে তাঁহার কৃপায় সমস্ত পাপী-জগতে প্রেমানন্দ এবং যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইবে।

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! আবার কি তুমি এই পাপ দগ্ধ সন্তানকে দেখিতে আসিয়াছ? আবার সেই সময় মনে হইতেছে, যখন শাস্ত্র জানিতাম না, কিন্তু বালকের মত তোমাকে ডাকিতাম, তুমিও ডাকিবা মাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া সন্তানের হস্তে কত সামগ্রী দিতে। হাসিতে হাসিতে তোমার দান লইতাম, এবং গৃহে গিয়া মা বাপ ভাইকে বলিতাম, দেখ, পিতা আমাকে কেমন স্বর্গের সামগ্রী দিয়াছেন, তোমরাও এসকল গ্রহণ কর, সুখী হইবে। দেখ জগদীশ! এখন সেই ভাব কোথায় গেল! পিতা! অহঙ্কার করিয়া মরিলাম; আমি বড় ধার্ম্মিক, আমি বড় ভক্ত, এবং আমি রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্ত্তন করি, এসকল মনে করিয়া কত অভিমান

করি। এই অভিমানই সর্ব্বনাশ করিল। তখন পিতা, এই রকম অহঙ্কার হইত না, তখনত কোন ভাই ভগিনীকে অশ্রদ্ধা করিতাম না, এখন তোমার করুণায় অনেক ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল, তবে কেন ইহাদের সঙ্গে তেমন স্থায়ী ভাব হয় না? এখন তোমার সন্তান দিগকে ভাল রূপ জানিয়া কি অবিশ্বাস করিতে হইল। পিতা! ভাল করে তোমার ব্রাহ্ম-সন্তানদিগকে প্রহার কর। বল, বালক না হইলে তোমার গৃহে যাইতে দিবে না। কত দূর দেশ হইতে এত গুলি ভাইকে আনিয়া দিলে, যদি বালকের ন্যায় ইঁহাদের ভাই বলিয়া স্বীকার করিতাম তবে কত সুখী হইতাম। কত নূতন মিষ্ট সম্পর্ক করিয়া দিলে, কিন্তু কেমন কঠিন মন, তোমার মধুর দয়া আস্বাদন করিতে পারি না। দেখ পিতা, আমাদের মধ্যে উন্নতি কৈ প্রেমের গভীরতা কৈ? আর এই দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জীবন বহন করা যায় না। এই কঠিন প্রাণকে বালকের মনের মত কোমল করিয়া দাও। শিশুর মত যাহাতে তোমার কাছে মনের কথা বলিতে পারি তোমার চরণ ধরিয়া এই মিনতি করি।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্র। যাঁহারা এখানে আসেন সময় নষ্ট করেন কি না? অর্থাৎ সময় নষ্ট করা তাঁহাদের পাপ বলিয়া বোধ হয় কি না এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না?

উ। সময় অর্থ জীবন। যত সময় যাইতেছে, ততটা জীবন গত হইতেছে। জীবনের মধ্যে যে সময়ের আমরা অসদ্ব্যবহার করি, জীবন হইতে ততটা অল্প ছেদন করিয়া ফেলি। অতএব প্রতিক্ষণে যত সময় নষ্ট হয়, তত জীবন নষ্ট হয়; অর্থাৎ আমরা আত্ম হত্যা করিয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে একটী পরিমিত জীবন প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা যত কার্য্য সাধন করা যায় তাহার আদেশ করিয়াছেন। সময়ের অসৎ ব্যবহার দ্বারা কত কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, মৃত্যুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বনাশ বোধ হয়। কেবল পাপ কার্য্যে সময় নষ্ট হয় না, বৃথা বা অযথোচিত কার্য্যে অনেক সময় গত হয়। অনেকের জীবন এক ভাবে চলিতেছে, উন্নতির উপায় অবলম্বন করা হয় না। অনেকে যে বহু কাজ করিয়া সময়ের সদ্ব্যয় করিবেন মনে করেন সেও ভ্রম। কাজ অনন্ত। কি স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি, কি ধর্ম্ম প্রচার শত সহস্র বৎসরেও ইহার কোন কার্য্যের এক কালে নিঃশেষ করা যায় না। যেমন অনন্তকাল আমাদের জীবনের অন্ত বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনন্ত কাজকে অন্ত বিশিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ ভাবে জীবনের উন্নতি সাধন আমাদের লক্ষ্য। যেমন কার্য্য চাই, তেমনি চিন্তা, তেমনি প্রেম; জীবনের সমুদায় ভাগের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে বিষয়ের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট তাহা অতিক্রম করিলে জীবনের অসদ্ব্যয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন কেবল চিন্তা বা ভক্তি লইয়া থাকেন তাঁহাকেও মিতাচারী বলিবে পারি না। টাকার সদ্ব্যয় কি? টাকা জমান নয়, কেবল ব্যয় করাও নয়, কিন্তু যে সকল কার্য্যের জন্য টাকা সে সকল গুলিতে তাহা উপযুক্তরূপে ব্যয় করা। অতএব সময়ের সদ্ব্যয়ের অর্থ ভাল বিষয়ে যথা পরিমাণে সময় ব্যয় করা।

সময়ের যথা পরিমাণ কিরূপে ঠিক্ করা যায়? এক ফল দ্বারা ইহা অনুভব করা যাইতে পারে। প্রতিরজনীতে শয়নকালে দিবসের কার্য্য চিন্তা করিয়া যদি মন প্রফুল্ল হয় সময় সদ্ব্যয়ের তাহাই উত্তম পরীক্ষা। জীবনের নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সাধন করা আবশ্যক। বাল্যকালে পাঠে এবং পরিণত বয়সে বিষয় কার্য্যে অধিক সময় যাইবে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চিন্তা, প্রাতি, উপাসনা এ সকল কিছু না কিছু পরিমাণে উন্নত হইতে থাকিবে। সংসারে যে সময়ে যেটীর অধিক অভাব সেই বিষয়ে যেমন টাকা অধিক ব্যয় হয়, জীবনের যে অবস্থায় অভাব অধিক, তদনুসারে সময়ও অধিক ব্যয় করিতে হইবে। পাঁচটা রোগের বলবত্তং চিকিৎসয়েৎ, অধিক বলবান্ রোগের অগ্রে চিকিৎসা করিতে হইবে। লোকে আফিসে যে এত সময় ব্যয় করেন তাহা সংসারের সেবা করিবার জন্য নয়; তাহাদের টাকার অভাব, সেই টাকার মুল্য স্বরূপ তাঁহারা সময় বিনিময় করিতে বাধ্য। আফিসের কাজ করিয়া যে সময় থাকে, তাহারি ভাগ করিতে হইবে, আহার নিদ্রা আদি অত্যাবশ্যক কার্য্যে যে সময় না হইলে নয় তাহা ছাড়িয়া দিনে যে সময় থাকিবে তাহা জীবনের সমুদায় পূরণে নিয়োজন করিতে হইবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোন্‌টী গুরুতর অভাব,

কোন্‌টী আশু প্রতীকার যোগ্য বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। এই রূপ নিয়মে হয়ত ২।১ দিবস সমস্ত দিন ভক্তিতে বা কার্য্যেতেও অবসান করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ জীবনের সমুদায় বিভাগের সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সপ্তাহ মাস বা বৎসর যিনি নিয়মিত রূপে ব্যয় করিতে পারেন, প্রত্যেক দিন সম্বন্ধেও তিনি নিয়মিত হইতে পারেন। জীবন যে উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে যত সাধিত হইবে ততই সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে। আমাদিগের জীবন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইলে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া নিয়ম ধরিয়া চলিতে হইবে না, জীবন এক স্রোতে চলিবে এবং তাহাতে জ্ঞান, ধৰ্ম্ম ভাব ও সাধু কার্য্য এক সঙ্গে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। জ্ঞান, ধৰ্ম্মভাব সাধু কার্য্য এই তিনের সাধন প্রতিদিন সময় ভাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

উপাসনার মধুরতা।

প্রকৃত উপাসনার অপূর্ব্ব অবস্থা কি? উৎসবের সৌন্দর্য্য, কি? ধ্যানের গভীরতা কি? প্রেমের মধুরতাই বা কি? ভক্ত কিরূপে বুঝিতে পারেন যে আজ প্রভুর শুভাগমন হইল? আজ আমার জন্ম সফল হইল? যখন তিনি দীনবেশে ম্লান মুখে পিতার দ্বার দেশে দণ্ডায় হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকেন তখন সেই কৃপাময়ের কৃপা তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় তিনি স্বয়ং তাঁহার ভক্তের অন্তরাত্মায় আবির্ভূত হন, দাস নাকি প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাই তিনি তাঁহার আগমন মাত্র মনের ভাবান্তর উপলব্ধি করেন এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে “তুমি” এই ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করেন। বহির্জগৎ তাঁহার নিকট অন্তর্হিত হইয়া যায় আনন্দ ও পবিত্রতায় হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। তাঁহার নিকট আর ঈশ্বর মনের কল্পনার বিষয় কখনই প্রতীত হন না। বাহ্য বস্তুর ন্যায় তাঁহার অস্তিত্ব স্পর্শ করিয়া অনুভব করিয়া পাপমলিন জীবন শীতল হয়, ঈশ্বরলোভ মোহে হৃদয় সকলই বিস্মৃত হইয়া পাপের গুরুভার লাঘব করে। এই উপাসনার অপূর্ব্ব অবস্থা। উৎসবের সৌন্দর্য্য প্রেমময়ের প্রেমামৃত পান। সাধক সমস্ত দিন তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম বার বার আস্বাদন করেন, আপনি অসার এইটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া অশ্রুজলে পিতার চরণ প্রক্ষালিত করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হন; পৃথিবীর সকল আকর্ষণ ও অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার নিকট অসার বলিয়া প্রতীত হয়। পিতা পুত্রের ঘনিষ্ঠ স্বর্গীয় যোগে উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধুতা জন্মে। তাঁহার হৃদয়ের একটী উন্মত্ততা জন্মে সেই উন্মত্ততায় সকল পাপ পরাস্ত হইয়া যায়। এই উৎসবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। পিতার পবিত্র প্রেমময় সত্তায় অনন্য মনে নিমগ্ন হওয়া ধ্যানের গভীরতা। উপাসকের সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে স্থগিত হয় যে তাহার সকল ভাবস্রোত একটী বিষয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তিনি পরস্পর বিশুদ্ধ পিতাপুত্র প্রভুভৃত্য প্রভৃতি সমস্ত সম্বন্ধে পরিচিত হন, পরস্পরের সহিত পরস্পরের স্বর্গীয় গূঢ় অদৃশ্যজগতের বিষয় আলাপ হয়, আত্মার মধ্যে তাঁহাকেও সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কৃপায় বৰ্দ্ধিত হয়। তাঁহার অন্তরে তখন স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহলোক পরলোক তিনি এক সূত্রে গ্রথিত অবলোকন করেন, এই ইহার গভীরতা। ঈশ্বরকে সমস্ত দান করিয়া দ্বারের ভিখারী হওয়াই প্রেমের মধুরতা। তাঁহাকে আপনার ইচ্ছা বলি দান দিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে আপনার ইচ্ছা সম্পাদন করাই প্রেমের সৌন্দর্য্য। প্রেম আপনার জন্য ভাবে না, আপনাকে পৃথিবীর জন্য শোকার্ত্ত করে, জীবনকে দরিদ্র করে, হৃদয়কে সকলের সুখের জন্য লালায়িত করে প্রেমের ইহাই মাধুরী।

সংবাদ।

আগামী ৫ ই ভাদ্র বিশেষ উৎসব হইবে এ সম্বাদ আমরা ব্রাহ্মদিগকে পূর্ব্বে দিয়াছি। আমরা অনেক উৎসব দেখিলাম, অনেক বার পিতার বিশেষ কৃপা সম্ভোগ করিলাম; কিন্তু পাষাণ মন কিছুতেই স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিতেছে না। ঈশ্বরের সহিত সেরূপ সম্বন্ধে এখনও সম্বদ্ধ হইলাম না যে যোগে তাঁহার সহিত আমাদের চির সৌহার্দ্দ লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মগণ! এবার তবে কি রূপে হৃদয়কে প্রস্তুত করিলে তাঁহার প্রেমে চির দিন মগ্ন থাকিতে পার। পিতার আদেশ পালনে হৃদয়ে সর্ব্বদা রত থাকিবে ও তাঁহার পবিত্র সত্তায় উন্মত্ত হইবে। এই দুই ভাবের সাধন কিরূপে হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে এই এখন বিশেষ অভাবও সকলের লাভ করা আবশ্যক। ভ্রাতৃগণ এস এবার সকলে মিলিয়া এই দুটী বিষয়ের সাধন করি। ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এই উভয় বিধ ভাব। ইহাই ব্রাহ্মদিগের জীবন। ঈশ্বরশূন্য জীবন ও ক্রিয়াশূন্য ধৰ্ম্ম এ উভয়ই স্বর্গ রাজ্যে স্থান পাইবে না। এবারকার উৎসবে আমাদের এই দুই ভাব সাধন করিতে হইবে।

বিগত ২০ শে শ্রাবণ কলিকাতায় পঞ্চানন তলার ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন ও নিয়মিত রূপে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় সন্ধ্যার উপাসনা

সম্পাদন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের বাসায় উপাসনা হয় তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদেশী ছাত্র। পাঠোপলক্ষে কলিকাতায় অনেক বিদেশী লোক বাস করেন। অনেকেই প্রায় ধর্ম্মের অভাবে নগরের প্রলোভনে অধঃপতিত হন। কিন্তু ছাত্রগণের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মালোচনা বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে যাহাতে প্রতি বাসায় এই উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা হয় তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। পাঠ্যাবস্থায় যেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় কার্য্য ক্ষেত্রে পড়িলে তাহা আর থাকে না ব্রাহ্মদিগের এই সাধারণ একটী রোগ। আমাদের ভ্রাতৃগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন অনেক দুর্ব্বল পতিত ভ্রাতাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন তাঁহারা বিশেষ সতর্ক ও দৃঢ় বিশ্বাসী হন।

সম্প্রতি ভয়েসি, সাহেব লিবার পুলস্থ এক ইউনিটেরিয়ান চর্চ্চে আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া অতি উদারভাবে ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব বিষয়ে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ এই ভাবে বলেন "ঈশ্বর এই ভূমণ্ডলে পরিবার সংস্থাপন করিয়া স্বর্গীয় পথ ও তাঁহার আপনার তত্ত্ব বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধ পিতা ও তাঁহার নিকট আমাদের সম্বন্ধ পুত্র।" তিনি অবশেষে খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তির মত অত্যন্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তির মতই ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগের প্রধান অন্তরায়।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক দুই খানি আমাদের হস্ত গত হইয়াছে। "কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা" ও "দশ প্রার্থনা"। কাশীশ্বর বাবুই চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংস্থাপক। তাঁহা দ্বারা অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি কার্য্যোপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখানেই ব্রাহ্ম সমাজের সূত্রপাত করিতেন। এই পুস্তক খানি তাঁহার চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজের লিখিত বক্তৃতার সঙ্কলন মাত্র। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সার ভাব বিবৃত হইয়াছে। ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজও প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। "দশ প্রার্থনা" এই পুস্তক খানি ঝামা পুকুরের প্রার্থনাসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দশটী প্রার্থনা সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের কোন পরিচিত ব্রাহ্ম, ভ্রাতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার সমস্ত ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দাতব্য বিভাগে দান করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত সম্পত্তির পবিত্র ও যথোপযুক্ত ব্যবহার এইরূপ দানেই প্রকাশ পায়। দাতা এবিষয়ে একটী নূতন বিশুদ্ধ প্রকার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। আমরা হৃদয়ের সহিত এই দানকে সহানুভূতি না করিয়াথাকিতে পারি না।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় এক্ষণে ময়মনসিংহে গিয়াছেন। তিনি তথায় এক দিবস ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটী অতি জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল।

খৃষ্ট ধর্ম্মের উদার সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান ডিন ষ্ট্যানলী একটী বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন যে জন ওয়েস্লি নামক এক ব্যক্তি আপনাকে মনে করিলেন যে তিনি নরকের দ্বারদেশে উপস্থিত; তথায় গিয়া তিনি দ্বার আঘাত করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার মধ্যে কাহারা ? কি কোন প্রটেষ্টান্ট ? হাঁ অনেক, রোমান কাথলিক ? হাঁ অনেক, কোন ইংলিস্ চর্চ্চের লোক ? হাঁ যথেষ্ট, কোন প্রেস্‌বিটেরিয়ান ? হাঁ প্রচুর, কোন ওয়েসলিয়ন ? হাঁ তাহাও অনেক। শেষ উত্তরে নিতান্ত নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া কিয়দ্দূর পদ সঞ্চার করিয়া আবার স্বর্গের দ্বারে সমাগত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কোন ওয়েসলিয়ন আছে ? না, কোন রোমানকাথলিক ? না, তখন তিনি অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তবে এখানে কে ? শেষ উত্তরএই তুমি যাহাদের নাম উল্লেখ করিলে তাহাদের বিষয় আমরা কিছুই জানি না,আমরা কেবল খৃষ্টানদের কথাই শুনিয়াছি, আমরা অসংখ্য খৃষ্টানগণে মিলিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ডিনষ্ট্যানলী খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় লইয়া এই রূপে পরিহাস করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম জগতের সাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষুদ্র ভাব দর্শন করিলে মনুষ্যের মন সহজেই অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়। উদারতাই ধর্ম্মের প্রাণ, উদারতাতেই ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য।

আগামী ৫ই ভাদ্র ববিবার ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মিত উপাসনার দিবস স্মরণোপলক্ষে নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব সম্পন্ন হইবে।

ব্রহ্মোৎসব।

[আনুমানিক সময়]

	আরম্ভ	শেষ
সঙ্গীত	৬	৭
উপাসনা	৭	১০
আলোচনা	১০	১২
সমস্বরে পাঠ	১২	১
পাঠ	১	২
তত্ত্বানুসন্ধান	২	৩
সার কথা	৩	৪
ধ্যান	৪	৪।।০
প্রার্থনা	৪।।০	৫।।০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	৫।।০	৭
উপাসনা	৭	৯

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত হইল।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ ১৩ সংখ্যা। ১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৭৯৩ শক। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩॥০ ডাকমাশুল ১॥০

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে দেবদেব বিশ্বপতি! দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তমিত হইল, প্রকৃতির তীব্রতা চলিয়া গেল, মনুষ্যের মন কঠোর পরিশ্রমে অবসন্ন হইল, ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। হে প্রভো! দিবসের সকল সময় তুমি গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে কি উপাসনামণ্ডপে আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান ছিলে, তুমি সকল কার্য্যের সাক্ষী হইয়া আমাদের নিকট বসিয়াছিলে। আমরা তোমার ইচ্ছানুগত কার্য্য করিয়াছি কি না তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আমাদের মধ্যাহ্ন কালের প্রার্থনার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রের জীবনের যোগ ছিল কি না তাহা তোমার আর অবিদিত নাই। পিতা দেখ কত সময় তোমার আদেশ বলিয়া কার্য্য করিতে পারি নাই, কত সময় আপনার ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়াছি। তথা কার প্রলোভনত বড় সহজ নহে। প্রভো তথায় তোমাকে দেখিতে পাই নাই, মন এমনি প্রলোভনে পড়ে যে তোমার সহবাস সম্ভোগ করিতে পারা যায় না। দয়াময়! অদ্য যে সকল পাপাচরণ করিলাম তজ্জন্য তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যেন কল্য আর সে পাপের মুখ দেখিতে না হয় তোমার অপার স্নেহে আমাদিগকে ক্ষমাকর, শত সহস্র বারত তুমি অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আসিতেছ সুতরাং তোমার পক্ষে পাপীকে ক্ষমাকরাত সামান্য কথা; কিন্তু তুমি ক্ষমা করিয়াছ হৃদয় ইহা বিশ্বাস করিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চায় না। হে পাপীর পরিত্রাতা! হৃদয় নিহিত পাপের মূল উৎপাটন করিয়া দেও তাহা হইলেই পাপের ক্ষমা হইল মনে করিতে পারি। যাহাতে কল্য সেই সকল প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে পারি এরূপ হৃদয়কে সবল ও পবিত্র কর।

দীনবন্ধু! তোমার প্রসাদে অদ্য কত সুখ সম্ভোগ করিলাম, আমাদিগকে এত অত্যাচারী পাপী জানিয়াও অতি স্নেহের সহিত খাওয়াইলে পরাইলে, বাহিরের কত সুখ সম্ভোগ প্রদান করিলে, সাধু সহবাসে রাখিয়া কত ভাল কথা শুনাইলে, মনে বড় কষ্ট হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে দূর করিলে, বিপদে পড়িলে তুমি ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিলে, আবার কলঙ্কিত রসনায়তোমার ঐ পবিত্র নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে দিলে। বল পিতা এত দুর কৃপার ত আমরা কখন উপযুক্ত নই। হে কাঙ্গালশরণ! নিরাশ্রয় বলিয়াই কি এই অনাথদিগকে আশ্রয় দিয়া তোমার কাছে আজ বসিতে দিলে? আমরা ত তোমার প্রতি

কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই? হে পিতা অদ্য তোমার অপারকরুণার জন্য তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তোমার এমন স্নেহের জন্য যেন আমরা চিরকাল তোমার কৃতজ্ঞ দাস হইয়া থাকিতে পারি। অদ্য উপাসনাতে যাহা তুমি আমাদিগকে প্রদান করিলে তাহা যেন আমাদের জীবনের চির সম্বল হয় এই তোমার চরণে বিনীত প্রার্থনা।

ব্রহ্মোৎসব।

যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়, যখন অমানিশার ঘোর তামসি দিংমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে, যখন মনুষ্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ রোদন করিতে থাকে তখন সেই দয়াময় পিতা স্বহস্তে চির সন্তপ্ত দেশের অশ্রু জল মোচন করেন, তিনি স্বয়ং মনুষ্য মণ্ডলীর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিদূরিত করেন। প্রেমময় পিতার দয়ার এই একটী অপূর্ব্ব কৌশল। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মণ্ডলী নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল সকলই পুরাতন, উপাসনায় সেই রূপ তৃপ্তি ব্যাকুলতা ছিল না, ব্রাহ্ম বলিয়া পরস্পরের মুখ সন্দর্শন করিলেও হৃদয় উৎ-ফুল্ল হইত না, সেরূপ সদ্ভাবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের কথা প্রকাশিত হইত না, বিবিধ প্রকার কার্য্য সাধন করিয়াও হৃদয়ে পবিত্রতা ও শান্তি অনুভূত হইত না সান্ত্বনার দিক আঁধার, সকলের হৃদয়ই মরু ভূমির ন্যায় শুষ্ক কঠোর; এমন সময় পিতার স্বর্গের উৎসব আসিয়া হৃদয়সরোবর ভাসাইয়া দিল, কি এক নূতন ভাব! রে মনুষ্য তুমি মলিন হস্ত ও পৃথিবীর কোন সামগ্রী দ্বারা যাহা কদাপি সংসাধন করিতে না পার, পিতার কৃপাবারি একবার নিপতিত হইলে, তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয় ইহা নিশ্চয় সত্য।

বিজ্ঞাপিত দিবসে প্রভাত সময়ে ব্রাহ্মগণ ৬ টা বাজিতে না বাজিতে ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। বিজ্ঞাপিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে সাড়েটা পর্য্যন্ত সঙ্গীত হয়। পরে উপাসনা আরম্ভ হইল। বহু পরিশ্রান্ত উত্তপ্ত ও তৃষ্ণা-তুর পথিক শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইলে ও শীতল বারি পান করিলে যাদৃশ আরাম লাভ করে ব্রাহ্মেরা তদ্রূপ পবিত্র সুমধুর জীবন্ত উপাসনাতে শুষ্ক হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিলেন। তৎকালে সকলের মুখমণ্ডল জীবনও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হৃদয়ের প্রকৃত উপা-সনা না হইলে জীবনে নূতন ভাব উপস্থিত হয় না। উপাসনান্তে যে উপদেশ হইয়াছিল তাহা অতি গভীরতা ও সারবত্তায় পরিপূর্ণ। মনুষ্যের অনুরাগ কেবল নূতন বিষয়ের উপরেই জন্মিতে থাকে, কোন বিষয় পুরাতন হইলে আর তাহার মধুরতা থাকে না, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নহে; বন্ধুতা যত পুরাতন হয় ও পরীক্ষিত হয় ততই তাহার মিষ্টতা বাড়ে, তবে কেন সেই পুরাতন পরীক্ষিত পিতা আমাদের নিকট দিন দিন অধিকতর সুন্দর হইতেছেন না? ঈশ্বর যত পুরাতন হইতেছেন তত কি তিনি আমাদের কাছে সুন্দর ও সুমধুর হই-তেছেন? তবে আর আমাদের ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য কোথায়? পুরাতন ঈশ্বর ভক্তের নিকট প্রতিদিন অধিকতর সুন্দর ও সুমধুর হন এইত ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম রমণীয়তা। ঈশ্বরের পুরা-তনত্বে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে না পারিলে ব্রাহ্ম চির দিন তাঁহার ভক্ত হইতে পারেন না। আমাদের পিতা নূতন বলিয়া সুন্দর নন কিন্তু পুরাতন বলিয়াই অধিক সুন্দর। এই রূপ তাঁহার পরিবার সম্বন্ধেও ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্ম ভ্রাতা যত পুরাতন হন তত ভ্রাতৃভাবের মিষ্টতা চলিয়া যায়, ততই প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। তত পরস্পরের প্রতি পরস্পরে শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ কমিয়া যায়; এই কারণেই ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থাপিত হইতেছে না, এই জন্য ব্রাহ্ম দিগেরমধ্যে হৃদ-

য়ের সুমধুর যোগ সম্পাদিত হইতেছে না। পরীক্ষিত পুরাতন বন্ধুতাতেই সৌন্দর্য্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের জীবনে নব ভাব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। এই রূপ সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য। সেই জীবন্ত সরস উপদেশে অনেকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল!. পাষাণ নেত্রেও অশ্রু পতিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ উপদেশটী অতি নূতন ভাবে পরিপূর্ণ। অনন্তর প্রায় দশটার সময় উপাসনা ভঙ্গ হইলে অনেকেই ক্ষণকালের জন্য স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই কারণে আলোচনার সময় অতি অল্প লোক উপস্থিত ছিলেন। দুই প্রহর পর্য্যন্ত আলোচনা হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ কি রূপে শুনিতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে হৃদয়ের গূঢ় ও গভীর কথা হইয়াছিল। তদনন্তর দুই প্রহর হইতে একটা পর্য্যন্ত সমস্বরে পাঠ হয়। পরে আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্ম বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় এই সকল বিষয় কয়েকটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। পরে ধৰ্ম্ম জীবনের গভীর তত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। ঈশ্বরের কৃপার সহিত মনুষ্য স্বাধীনতার কতদূর যোগ, পরলোক সাধন প্রভৃতি গূঢ় প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা সুন্দর রূপে বিবৃত হইল। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুরদাস সেন, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, অমৃতলাল বসু, দীননাথ মজুমদার ও অঘোরনাথ গুপ্ত সকলে স্বীয় স্বীয় ধৰ্ম্মজীবনে যে সকল বিশেষ সত্য লাভ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেন। এই ব্যাপারটী বিশেষ নূতন বলিয়া প্রতীত হইল। ইহাতে সকলেরই হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। দয়াময় পিতা প্রতিজনের হৃদ্গত অবস্থা, অভাব, পাপ সংগ্রাম ও প্রবৃত্তি অনুসারে যে সকল বিশেষ বিশেষ সত্য প্রদান করেন তাহা ভ্রাতা ভগ্নীদের নিকট বলিলে নিশ্চয়ই উভয়ের উপকার হয়। ইহার পর চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য সকলের হৃদয় উদ্বোধিত করিলেন। ব্রাহ্মগণ শান্ত সমাহিত চিত্তে অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলেন। ধ্যান শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনজনে আপনাপন জীবনের অভাব অনুসারে ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা সমস্ত দিন প্রায় একই লোকে মন্দির পরিপূর্ণ, সকলই সতৃষ্ণনয়নেও উৎসাহিত চিত্তে স্বর্গের ব্যাপার সন্দর্শন ও সম্ভোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য যে কাহারও ব্যাকুলতা ও সহিষ্ণুতা কিছু মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি অনেকে বিদেশ থেকে আসিয়াও স্থানাভাবে চার পাঁচ ঘণ্টাকাল দাঁড়িয়ে শুনিতেছিলেন। এই নামের এমনি মহিমা যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ সে দিন সমস্ত উপাসক মণ্ডলী পিতার নামে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই সুমধুর সময়ে বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া খোল কর্ত্তাল সহ ব্রাহ্মগণ উৎসাহ ও প্রেমের সহিত দয়াল পিতার বিশ্ববিজয়ী মধুর দয়াল নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ নাম শ্রবণ করিয়া কেহ বিগলিত হৃদয়ে, কেহ করযোড়ে, কেহ বা সাশ্রুনয়নে পিতার প্রতি নিস্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন, তখন স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বোধ হইতে লাগিল; ঐ দেবদুর্ল্লভ নামের ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালের ভাব যদি মনুষ্য জীবনে স্থায়ী হয় তবে পৃথিবীকে স্বর্গ বই আর কি বলা যাইতে পারে? অনন্তর সায়ং কালের উপাসনা আরম্ভ হয়, উপাসনান্তে সাত জন দীক্ষিত হন। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম জীবনের গুরুত্ব বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ঐ উপদেশটী অতি মনোহর, জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরে সমস্ত উপাসক মণ্ডলীর জন্য বিশ্বাসের মধুরতা বিষয়ে অনেক গভীর কথা বলা হইল। হৃদয়ের শুষ্কতা ও

অশান্তি অব্রাহ্মের অবস্থা এইটী তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন। রজনী সাড়ে নয় ঘটিকার সময় "গৃহে ফিরে যেতে আজি" এই সঙ্গীত করিয়া উৎসব ভঙ্গ হইল। হায়! পিতার কি আশ্চর্য্য কৃপা, যাহারা নরকের কীট সেই আমরা স্বর্গের উৎসব সম্ভোগ করিলাম। এবারকার উৎসবের সমস্ত ব্যাপার জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ এক বিন্দুও কোন বিষয়ে ক্রটী হয় নাই। ধন্য পিতার কৃপা কে এতদূর আশা করিয়াছিল? ব্রাহ্মগণ! কত উৎসব ত চলিয়া গেল, কিন্তু দেখ পাপীর পাপ আর গেল না। এবার যেন ইহা জীবনের প্রিয় সম্পত্তি করিতে পারি, ইহাতে কোন স্থায়ী সম্বল করিয়া লইতে পারি।

ধৰ্ম্মের স্থায়ী ভাব।

কত উৎসব চলিয়া গেল, কত স্বর্গের উপাসনাও উদরসাৎ হইল, কত ভাল ভাল কথাও শুনা হইল, কত সাধু সঙ্গেও অবস্থিতি হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জীবন অদ্যাপি অতলস্পর্শ গভীর সাগরে ডুবিল না, কেবল উপরিভাগে ভাসমান রহিল। দয়াময় পিতা কি আমাদিগকে কোন বিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়াছেন? ধৰ্ম্মের যত প্রকার উচ্চতম ভাব আছে তিনি এক সময়ে তাহা আমাদিগকে সম্ভোগ করিতে দিয়াছেন, এক দিন একথাও বলিতে হইয়াছে পিতা " অনন্ত সাগর হয়ে পাপীর প্রতি এত কেন আর ধরে না যে ক্ষুদ্র গৃহে" এস্বর্গের অবস্থাও জীবনে সম্ভোগ করা হইয়াছে, হায়! এখন তাহা ভাবিলেও হৃদয়ে সুখোদয় হয়, এমন স্বর্গের ধন পাইলাম বটে, কিন্তু তাহার অমৃতরসে মজিলাম না, তাহা দেখিলাম বটে কিন্তু তাহার নিম্নস্থ সরোবরে ডুবিলাম না, এমন দেবদুর্লভ বিষয় অনুভব করিলাম বটে কিন্তু তাহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিলাম না। দয়া করিতে পিতাও ক্রটি করিলেন, অবহেলা করিতে আমরাও ত্রুটি করিলাম না, তিনি এত অবমানিত হইয়াও কৃপাবারি বিতরণ করিতে পরিশ্রান্ত হইলেন না, আমরাও এত অনুগৃহীত হইয়াও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে পরিশ্রান্ত হইলাম না। স্বর্গের আলোক আসে কিন্তু থাকে না, কেন থাকে না? বল হে ব্রাহ্মগণ! তুমি না চাহিতে পাও তাই কি? পিতার এক বিন্দু কৃপার কত মূল্য তাহা কে জানে? অজস্র কৃপার ত কথাই নাই। তিনি যখন আপনার অমৃত ভাণ্ডার খুলিয়া দেন তখন আমরা কি করি? ঐ অমৃত কেবল উদর ভরিয়া পান করি, আর কোন দিকে চাহি না, ইহা কেমন করিয়া জীবনে থাকিবে তাহাও ভাবি না, তখন কেবল বলি পিতা দেও, কিন্তু মুখ ফুটে বলিতে পারি না ত দয়াময়! তুমি কিছু নেও? তখন পিপাসু হইয়া কেবল উহাই পান করি, কিন্তু হৃদয়ে যে সকল বড় বড় পাপাসক্তি আছে তাহা ছাড়িবার জন্য নামও করি না; তাহাও থাকিবে, আবার এই অমৃতও প্রতিদিন পান করিব, তাহা কি কখন হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ! দেখ ঐ সকল অপরাধেই আমরা মরিলাম, আপনার দোষে আপনি ডুবিলাম। পিতার কৃপা লাভ করা অতি সহজ; কিন্তু তাহা জীবনে প্রতিদিন সম্ভোগ করা অতিশয় কঠিন। দেখ এইরূপে জীবনের স্রোত চলিয়া গেল; ইহাই বা আর কত দিন থাকিতে পারে; এ স্রোত এক দিনেই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, পারেই বা কেন নিশ্চয়ই যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চিরদিন ভাসমান জীবন লইয়া আর কি হইবে? সকল ব্যাপার ক্রমাগত এই পাপ চক্ষে কেবল দেখাই গেল, হৃদয়ে না থাকিলে আর জীবনের গৌরব কোথায়? আমি পাইয়াছিলাম একথা বলিলে আর কি হইবে?

ব্রাহ্মগণ! বল দেখি একটী গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যখন তোমার

হৃদয় স্বর্গের কোন বিশেষ কৃপা দেখিয়া মোহিত হয় তখন কি তুমি তোমার হৃদিস্থিতি গণ্ডি ছাড়িতে চাও, তুমি কি নিশ্চয় কর নাই এই পর্য্যন্ত আমি যাইতে চাই আর ঐ রেখার ও দিকে যাইব না? যখন তোমার হৃদয় কন্দরে তিনি প্রকাশিত হন তখন কি তুমি কাতর স্বরে বল "পিতা তুমিও আসিলে আমিও এই হৃদয়ের প্রবল পাপ গুলিন ছাড়িয়া তোমার সহচর হইতে অভিলাষ করি"? পিতা কেবল সব দেবেন, আর আমরা তাঁহাকে কিছু দিব না? এ প্রতারণা আর ধর্ম্ম রাজ্যে কত দিন থাকিতে পারে? বল দেখি যে দিবস তোমার বিশেষ উপাসনা হয় কিম্বা উৎসব বিশেষে সুখ লাভ কর সেই দিন তুমি কি আপনার অভিলষিত প্রিয়তম পাপ ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার নিকট প্রকাশ কর? বল তাহা ত করি না। একবার তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া নিশ্চিন্ত হও। দেখ এই সকল অপরাধেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, হৃদিস্থিতি গূঢ় পাপাসক্তির জন্য পিতার কৃপা আসিয়াও জীবনে স্থায়ী হইতেছে না। হৃদয়ের ঐ গোপনীয় স্থানে পিতাকে বসাও, এরূপ ভাবে তাঁহার সহিত যোগ কর যাহা আর কখন চলিয়া না যায়, আপনার আপনার গণ্ডিটী ছাড়িয়া দেও। এই প্রার্থনাটী কর যে, তোমার জীবন চিরদিনের জন্য শান্তি পাইবে "পিতা তোমার যে দিকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয় তাহাই কর আমি যেন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ না করি, যাহা তোমার ইচ্ছা হইবে তাহাই যেন আমি অবনত মস্তকে বহন করিতে পারি।

ব্রাহ্মবিবাহ।

যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রাণ ও রক্ত মাংস করিতে চাহেন তাঁহারা ধর্ম্মের কোন অঙ্গকে অসামাজিক ভাবে রাখিতে পারেন না; প্রত্যুতঃ যাহাতে তাহার সমস্ত ভাব সমাজের অস্থি মাংসে প্রবেশ করে তাহারই চেষ্টা করেন। এই কারণেই পৃথিবীর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে সকলই সমাজের সহিত এত মিশ্রিত যে তাহাকে কদাপি সমাজ হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ বল বিক্রম সহকারে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কি সামাজিক কি পারিবারিক সকল প্রকার জীবনের সহিত ধর্ম্মের এত দূর গূঢ় রূপে সম্বন্ধ হওয়া চাই যে একটী হইতে অপরটী পৃথক থাকা অসম্ভব হইবে। ব্রাহ্মের জীবনের সমস্ত ক্রিয়া কলাপেই সেই স্বর্গীয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের ভাব প্রকাশ পাইবে। এখন যে প্রকার ব্রাহ্মদের অবস্থা তাহাতে কে ব্রাহ্ম ও কে ব্রাহ্ম নয় তাহা চিনে ওঠাই ভার।

বিবাহই মনুষ্যকে সামাজিক, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার একটী সর্ব্ব প্রধান উপায়। ঐ পবিত্র সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম সমাজে ও পরিবারের অন্তর্দেশে প্রবেশ করে। এই কারণেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর সামাজিক পারিবারিক বন্ধনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র উদ্বাহানুষ্ঠান ব্রাহ্মগণের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সুতরাং সে বিবাহ অবৈধ রাখা কাহারও প্রার্থনীয় নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষে যে একটী নূতন সংস্কারের পথ উদ্ভাবিত হইবে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই উভয় কারণেই ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার আবশ্যকতা এত গুরুতর। আজ কাল ভারতবর্ষের সকল সম্বাদ পত্রিকায় এই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ইংলিস্ম্যান, ডেলিনিউস, ডেলি একজামিনার, পাইয়োনিয়ার, মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ট, মান্দ্রাজ মেল, লক্ষ্ণৌটাইমস্, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া, উইক্‌নেস্, বম্বে গার্জ্জিয়ান প্রভৃতি সকল বড বড় সম্বাদ পত্রিকার সম্পাদকই ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার সম্পূর্ণ

আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় এই কারণেই আদিব্রাহ্মসমাজ আবার নূতন প্রকার প্রস্তাব করিতেছেন। প্রকারান্তরে অন্যবিধ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল আপত্তিই পুরাতন, নূতন কেবল সাধারণ বিধির প্রস্তাব, এখন এই দুই-টাই প্রধান আপত্তি—যথা।

১। ব্রাহ্মদের জন্য কোন প্রকার বিধি আবশ্যক নহে। এবং কেহই তাহা চাহে না, অতএব এ বিধি ব্রাহ্মদিগের জন্য না হইয়া বরং সাধারণ লোকের জন্য করা হউক।

২। অসবর্ণ বিবাহ হইলে দায়াধিকার লইয়া অনেককেই বড় গোল মালে পড়িতে হইবে। সুতরাং তাহা বৈধ করা উচিত নহে।

প্রথম আপত্তি নিতান্ত অমূলক, কারণ ব্রাহ্মেরা যদি না চাহিবেন তবে ত্রিশটী ব্রাহ্মসমাজ হইতে পুনরায় আবেদন পত্র গেল কেন? কোথায় বম্বে মান্দ্রাজ, কোথায় পাঞ্জাব আসাম, আর কোথায় বা কটক, এত দূরদেশস্থ ব্রাহ্মগণ যে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন ইহাতে কি ষ্টীফেন সাহেবের প্রতীতি হইবে না যে ব্রাহ্মেরা আইন চান? যখন মেইন সাহেব "নেটিব ম্যারেজ বিল" এই নামে একটী-সাধারণ বিধির পাণ্ডুলিপি করেন তখন আদিসমাজ কেন আপত্তি করিয়াছিলেন আবার এখনই বা কেন তাহার প্রস্তাব করিতেছেন? মানিলাম তাঁহাদের তখন ভ্রম ছিল, এখন সে ভ্রম দূর হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে সকল স্থানীয় গবর্ণ-মেণ্ট হইতে আপত্তি আসিল বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা মেইন সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাহা কি আদিসমাজের অবিদিত নাই? সেই আপত্তির জন্যইত মেইন সাহেবের প্রস্তা-বিত পাণ্ডুলিপি ষ্টীফেন সাহেব সংশোধিত করিয়া ব্রাহ্মবিবাহ নামে নূতনবিধ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। বিশেষতঃ সে আপত্তিত এখনও রহিয়াছে? এখন আবার তাঁহারা স্বমত বিরোধী প্রস্তাব করিলেন কেন? কারণ তাঁহা-রাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্ম বিবাহের বিধি হইলে অনেক দুষ্কর্ম্ম ও ব্যভিচারের বৃদ্ধি হইবে। সাধারণ বিবাহ বিধি করিলে কি তাহার সম্ভাবনা নাই? তবে কি প্রকারে তাঁহারা এরূপ প্রস্তাব করিলেন? আদিসমাজের সভ্যগণ আসন্ন কালে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রমাগত কথার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। অতএব এ প্রস্তাব সম্পুর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ অসবর্ণ বিবাহ হইলে দায়াধিকা-রের অত্যন্ত গোল হইবে। এ তাঁহাদের সেই পুরাতন আপত্তি ইহারও কোন অর্থ নাই, কারণ ভারতবর্ষের যে কোন জাতির সহিত বিবাহ হউক না কেন, তাহারা প্রচলিত আইন অনুসারেই উত্তরাধিকারী হইবে। মনে কর যদি হিন্দু ও মুসলমানে বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহারা যে আইন অনুসারে উত্তরাধী-কারী হইতে চায় তাহাই হইতে পারে। ইহাতে গোলমালেরত কোন কারণ দেখা যায় না।

যে কোন নামে কেন পাণ্ডুলিপি হউক না, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ব্রাহ্মদের বিবাহ বৈধ হইলেই হইল। যাহারা মনে করেন যে রেজেষ্টারী করাটা অত্যন্ত ভাব বিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা কোথায় রহিল; ইহা নিস্তাত ভ্রম-সংকুল কথা। কারণ গবর্ণমেণ্টই আরও আমা-দের অধীন হইতেছেন, আমরা ব্রাহ্মবিবাহ যে প্রাণালীতে সম্পন্ন করি না কেন গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই বরং আমাদের প্রস্তাবেই তাঁহারা রেজে-ষ্টারী করিতেছেন। কোন প্রকার অনিষ্ট নিবারণের জন্যই রেজেষ্টারী করা হইতেছে, ঐ অনিষ্ট নিবারণের জন্য যদি তাঁহারা অন্য কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন প্রস্তাব করুন। ব্রাহ্ম মাত্রেরই এবিষয়েত অধিকার আছে। যিনি উহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট

প্রস্তাব করিবেন তাহা অবশ্যই সকলের গ্রাহ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

আমাদের এখন এই মাত্র বক্তব্য যে প্রকৃত সত্যের পথে থাকিয়াও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মগণ ইহার বৈধতা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন; না হন তাহাতেও ক্ষতি নাই, ব্রাহ্মবিবাহ আর কে নিবারণ করে, সত্যকে আর কে প্রচ্ছন্ন করিতে পারে?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মোৎসব।

প্রাতঃ কাল। ৫ই ভাদ্র, শকঃ১৭৯৩।

"——মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্য সন্তানই বা কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?"

আমরা নূতন দেবের পূজা করিবার জন্য অদ্য উৎসব ক্ষেত্রে অবতরণ করি নাই। বুদ্ধি কল্পনা যে দেবতাকে নির্ম্মাণ করে কিম্বা আপনার হস্তের দ্বারা মনুষ্য যে সুন্দর পুত্তল গঠন করে, আমরা সে দেবতার আরাধনা করিতেও আসি নাই। আজ আমরা আমাদের চিরপরিচিত পুরাতন পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। বুদ্ধি কল্পনা তাঁহাকে কত অনুরঞ্জিত করিবে? কল্পনা দ্বারা বাহিরের শত শত উপকরণ একত্র করিলে যে সৌন্দর্য্য হয়; সত্যের নিকট তাহা কিছুই নহে; ঈশ্বর চির-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় যেমন সুন্দর ভাবে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, তেমন সৌন্দর্য্য আর কোথায়ও নাই। বুদ্ধি কল্পনার সাধ্য কি যে সেই সৌন্দর্য্য চিত্র করে? "সত্যং সুন্দরং" সত্যই সুন্দর, ঈশ্বর আছেন—এই কথা বলিবা মাত্র ভক্তের হৃদয় পুলকিত হয়, এবং পিতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, আর কিছুই তাঁহাকে বলিতে হয় না। 'ঈশ্বর আছেন,—এই কথার মধ্যেই তাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন হয়।

ব্রাহ্মগণ! অদ্য তোমরা যাঁহার উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছ ইনি নূতন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ইনি তোমাদের চির-পরিচিত বন্ধু। যাঁহার স্নেহ করুণা অনন্তকালের ব্যাপার, যিনি তোমাদিগকে জন্ম দান করিয়াছেন, অন্ন বস্ত্র দিয়া রক্ষা করিতেছেন, এবং প্রতিবৎসর, প্রতি মাস, প্রতি দিন, প্রতি ঘন্টা যিনি তোমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, আজ সেই পুরাতন পিতা তোমাদের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহ নাই, তাঁহার মত আবার নূতন কেহই নাই। এই ভাব যিনি বুঝিবেন তিনিই আজ উৎসবের প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন. তাঁহারই নিকট আজ স্বর্গ, পরিত্রাণ নিকটস্থ হইবে। তিনিই ধন্য, তিনিই ব্রাহ্ম যিনি সেই পুরাতন সুন্দর ঈশ্বরকে আজ আরও সুন্দর বলিয়া আপনার নিকট আনিতে পারিবেন। পুরাতন সঙ্গীত ভাল লাগিল না, নূতন সঙ্গীত করিব, পুরাতন পিতা ভাল লাগিল না, নূতন পিতা কল্পনা করিব: পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত উৎসব করিতে প্রবৃত্তি হয় না. অতএব নূতন বন্ধুদিগের সহিত পিতার পূজা অর্চ্চনা করিব, ইহা আমাদের লক্ষ্য নহে। অদ্য আমরা এখানে নূতন ঈশ্বর কল্পনা করিতে আসি নাই। কিন্তু যিনি অতি পুরাতন পরমেশ্বর, যাঁহা অপেক্ষা পুরাতন আর কেহই নাই, অদ্য আমরা তাঁহারই উৎসব করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। পৃথিবীর সমুদয় ব্যাপারই পরিবর্ত্তনীয়, চল্লিশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে কত সহস্র ঘটনা চলিয়া গেল, কত লোক ইহাতে যোগ দিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এইরূপে কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক জীবনে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন। আজ নূতন বন্ধুদিগকে লাভ করিলাম, কাল তাঁহারা পলায়ন করিলেন. কিন্তু এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঐ দেখ এক জন চির কালের জন্য সন্নিধানে বসিয়া আছেন, লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক তিনি বসিয়াই আছেন, সুযোগ পাইলেই সন্তানকে ক্রোড়ে লইবেন এই জন্য সর্ব্বদাই জীবনের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার মত পুরাতন আর কেহই নাই। যখন জন্ম গ্রহণ করিলাম তখনও তাঁহার ক্রোড়ে, এখন যে এত বড় হইয়াছি এখনও তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত রহিয়াছি; এবং অনন্ত কাল এই ভাবে তাঁহারই সেই পুরাতন ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিতে হইবে। এই যে অতি পুরাতন জগৎ, ইহা তাঁহার সৃষ্ট. তাঁহার মত প্রাচীন আর কে আছে? তাঁহাকে আমরা যখন ডাকিয়াছি তখনই পাইয়াছি. যখন ক্রন্দন করিয়াছি তখনই তিনি অশ্রু জল মোচন করিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারি না। বিচ্ছেদ তাঁহার সঙ্গে অসম্ভব। পাপের পথে কেমন সুন্দর পুষ্প আছে যাহা ঘ্রাণ করিলে সুখ হয়, তাহা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই, মনে করি আর সেখানে বুঝি তাঁহার মুখ দেখিতে হইবে না, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার পুত্রবাৎসল্য! বিপথগামী পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য সেখানেও তিনি বসিয়া আছেন। সেখানেও তাঁহার প্রেমচক্ষু। সেই পুরাতন পিতা আমাদিগকে সর্ব্বত্র ঘেরিয়া রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তরে,

দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধোতে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমান। যেখানে তাঁহাকে দেখিব না মনে করিলাম, সেখানেও তিনি বলপূর্ব্বক দেখা দিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরকাল পাপপুষ্পের ঘ্রাণ লইব মনে করিলাম, কিন্তু সেখানেও তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া কুপথগামী পুত্রের হস্ত ধারণ করিলেন। সেই এক পুরাতন পিতা সম্পদে বিপদে, পাপ পুণ্যে সকল অবস্থায় নিকটে বসিয়া আছেন, পিতা নূতন হইতে পারেন না, তিনি নূতন হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতিশয় পুরাতন ব্যাপার সকল দেখাইয়া তিনি বিপথগামী দুর্জ্জয় সন্তানদিগকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিবেন। 'আমার পিতা আছেন' এই কথা বলিবামাত্র যদি ব্রাহ্মহৃদয়ে আনন্দ না হয় তবে সে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমি চাহি না। দশ বৎসর পূর্ব্বে 'ঈশ্বর আছেন' ইহা বলিবামাত্র নিতান্ত অসাড় হৃদয়েও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইত, এখন পুরাতন বলিয়া কি এই কথা আমাদের নিকট অর্থশূন্য হইল? যাহা কিছু পুরাতন তাহাই কি ব্রাহ্মদের নিকট অপ্রিয় হইবে? যাই কোন বস্তুর নূতনত্ব চলিয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ পুরাতন বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব, ইহাই কি আমাদের জীবনের ধর্ম্ম হইল? জগতে কি এমন কিছু নাই যাহা যতই পুরাতন হইবে ততই সুন্দর হইবে? সেই পুরাতন মাতা যাঁহার স্নেহে সমস্ত বাল্যকাল পালিত হইয়াছি; তাঁহার মত সুন্দর আর কে আছে? সেই পুরাতন বন্ধু যাঁহার নামে প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়, তেমন মনোহর ব্যক্তি আর কোথায়? বন্ধু যতই পুরাতন হন ততই তাঁহার আকর্ষণ, ততই তাঁহার প্রতি অনুরাগ স্থায়ী এবং গাঢ়তর হয়। অতএব আজ যেন আমরা নূতন পুষ্পমালার মধ্যে, নূতন ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্রিত হইয়া নূতন পিতাকে দেখিতে না চাই; কিন্তু যাঁহারা বিশ্বস্ত এবং ভক্তহৃদয়ে সেই পুরাতন পিতার সেবা করেন এবং পুরাতন পিতাকে দেখাইবেন, অদ্য তাঁহাদেরই সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পিতার উৎসব করিব। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেমন রোজ রোজ পুরাতন পিতার নিকট যাইতে চাই, এখনও আমরা সেইরূপ পুরাতন ব্রাহ্ম বন্ধুর প্রতি আসক্ত হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অসাধারণ ক্ষমতা যে "যিনি সৎ—আছেন" ইহা যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার চরণতলে আমাদিগকে ভক্তি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে; তাঁহাকে দিন দিন অধিকতর প্রগাঢ় রূপে আমাদের প্রেম রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া দেয়, তেমনি আবার পুরাতন ভ্রাতাদিগকে সেইরূপ আগ্রহের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সমর্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি নূতন মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন না। পুরাতন ভাই ভগিনীদিগকে যতই তিনি নিকটে দেখেন ততই তাঁহার আনন্দ। সেই পাঁচ জন পুরাতন ভাইকে দেখিয়া তিনি যেমন প্রফুল্ল হন, সহস্র নূতন ভাই ভগিনীকে লাভ করিলেও তাঁহার সেই প্রকার আনন্দ হয় না। তেমন ভক্ত কোথায় যিনি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত পুরাতন সঙ্গীত করিয়া আনন্দিত হন? পূর্ব্বে যে সকল ভাই আসিয়াছিলেন এক এক করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, সেই পুরাতন উপাসনা, সেই পুরাতন সঙ্গীত, সেই পুরাতন সঙ্গ আর তাঁহাদের ভাল লাগে না, এসকল অভিযোগ করিতে করিতে সকল প্রকার মমতা, প্রেম বন্ধন ছেদন করিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন, কত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই ফিরিলেন না; পিতা যে তাঁহাদের প্রতি এত দয়া করিলেন, একবার তাঁহার প্রতিও দৃষ্টি হইল না। অতএব বলিতেছি যদি পাঁচটী পুরাতন বন্ধুকেও চিরকালের জন্য ভাল বাসিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের মহাব্রত সিদ্ধ হইবে। পুরাতন বন্ধুর বিচ্ছেদ যে কত যন্ত্রণাকর, ব্রাহ্মজগৎ কি তাহা কখনও অনুভব করিবে না? চিরকাল কি আমরা নূতন নূতন লোক দেখিবার জন্য দেশে দেশে ফিরিব, না সেই পুরাতন বন্ধুদিগের সঙ্গে আরও গাঢ়তর প্রিয়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব? ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সময়ে যে সকল বন্ধু পাইয়াছিলাম, আজ কি পুরাতন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে? বন্ধুগণ! আর তোমাদের সঙ্গ ভাল লাগে না, তোমাদের সঙ্গে আর ব্রহ্মোৎসব করিতে ইচ্ছা হয় না, এখন তোমরা চলিয়া যাও তোমাদের স্থানে নূতন ভাইদিগকে ভাল বাসিতে দাও। এই প্রকার কঠোর বাক্য কি আমাদের মুখ হইতে বিনির্গত হইবে? বাস্তবিক যতদিন অন্ততঃ পাঁচ জন পুরাতন ব্রাহ্মের মধ্যেও একটী স্বর্গীয় পরিবার প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেই হইবে, যে ইঁহারা এখনও জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিলেন না। এই পরিবার না হইলে, পর্ব্বত সমান যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা, অচিরে ইহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। যেখানে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে যতই দিন যাইতেছে ততই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে অনুরাগ গাঢ়তর হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যে পরস্পর এত নিকটে, প্রচারক, আচার্য্য এবং উপাচার্য্য বলিয়া যে আমাদের এত অভিমান, আমাদের মধ্যেই এখন পর্য্যন্ত তেমন প্রগাঢ় বন্ধন হইল না। পিতা আজ কেমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রেম কেমন গভীর, কেমন অপরিবর্ত্তনীয়; পুরাতন বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র মলিন হয় নাই; কিন্তু কাঁদিতে ইচ্ছা হয় পুরাতন বন্ধুগণ কেন আজ তেমন সুন্দর রূপে আসিলেন না! এই যে পাঁচ জন পুরাতন বন্ধু, ইঁহারা কেন প্রতিজ্ঞা করিলেন না, যে যদি পর্ব্বত চূর্ণ হয় এবং যদি মহাসাগরও শুষ্ক হয় তথাপি আমাদের প্রেম

শিথিল হইবে না। অন্তরে যেমন পিতার মধুময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতেছি, তেমনি যদি আনন্দের সহিত ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিতে পারিতাম তাহা হইলে আজ স্বর্গ মর্ত্ত এক হইত, এবং এই ঘরে যে কি হইত তাহা বলা যায় না। চারিদিক্ আজ প্রেমানন্দে প্লাবিত হইত। কত বার কাঁদিলাম, এ দুঃখ আর গেল না; ব্রাহ্মসমাজ এখনও পরিবারের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিল না। একটী পবিত্র পরিবার সংগঠন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য; নতুবা জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল না; ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্ব অনেক শাস্ত্রে রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মের নানা প্রকার সুন্দর ভাবও অনেক দেশে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি অবধি এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যজগতে একটী ব্রাহ্ম পরিবার হইল না। এই পরিবার নির্ম্মাণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ। যে ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি ভাই ভগিনীর স্কন্ধে হস্ত দান করিয়া পুণ্য-পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত, সে তস্কর, সে আত্মাপহারী এবং স্বার্থপর, তাহার কখনই পরিত্রাণ নাই, একথা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। এই জন্য বিশ্বাস হয় যিনি পুরাতন পিতাকে নূতন দেখাইতে পারেন, তিনিই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগকে সেই চির-নূতন প্রেম-সূত্রে বদ্ধ করিয়া জগতে প্রেমের সৌন্দর্য্য দেখাইবেন। ব্রাহ্মগন! তোমাদের মধ্যে প্রেম কোথায়? ভারতবর্ষ যে মরিয়া গেল, সহস্র সহস্র নর নারী যে অধর্ম্ম স্রোতে ডুবিল, তাহাদের জন্য কি তোমরা এক ফোটা জলও ফেলিবে না? স্বর্গে বসিয়া তোমরা হাসিবে, জগৎ যে রসাতলে যায়, তাহার প্রতি তোমরা ভ্রূক্ষেপও করিবে না, এইরূপ জঘন্য স্বার্থপর ধর্ম্ম তোমরা আর কত কাল সাধন করিবে? যদি ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে চাও তবে ভারতের ভাই ভগিনীদিগকে ডাক, যদি না ডাক, তবে তোমরা এখনও ধর্ম্ম পাও নাই। যাহারা তোমাদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্ব পাইবে, তোমাদের সাহায্যে স্বর্গরাজ্য দেখিবে এই আশা করিয়া আসিয়াছিল, সেই ভাই গুলি ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। হাসিতেছ কোন্ মুখে? এত লোক মরিতেছে, কত শত আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বনাশ হইতেছে; তোমাদের মন কি এতই কঠিন, যে এ সকল দেখিয়াও তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ভারতবর্ষ ধূর্ত্ত প্রতারক বলিয়া তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছে, কেন না তাহাদের জন্য তোমরা প্রচারক হইলে না, তাহাদের জন্য তোমরা পরিবার নির্ম্মাণ করিলে না। দুটী লোক যদি জ্বরে কাতর হয় তাহারা ঔষধ পাইলে তোমাদের কেমন আনন্দ! কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আগে যাহারা ভাল ছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম-জগতে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন, যাঁহারা এক-প্রাণ, এক-হৃদয় হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আজ শুষ্ক কঠোর হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহাদিগকে কি আবার তোমরা আনিবে না? প্রেম হইতেছে, প্রেম যাইতেছে। স্থায়ী প্রেম কোথায়? ব্রহ্মমন্দির যেমন যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং এখনও ছাড় নাই, তেমন আগ্রহের সহিত একবার ব্রাহ্ম-পরিবার সঙ্গঠন করিতে চেষ্টা কর দেখি। অনেক স্থান হইতে বহু কষ্ট করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছ; তোমাদে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এখনও ইহার একটী ইষ্টকও পড়ে নাই, এখন সেই রূপ উদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মগন! ভাই ভগ্নীদিগকে আন দেখি, তবেই বুঝিব যে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সেবক। বোধ হয় বৃথা বলিতেছি; অরণ্যে রোদন করিতেছি বুঝি। অন্য ধর্ম্মে যাহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা সফল করিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস কর তবে আর অবহেলা করিও না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাই ভগিনীদের পায়ে ধরিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গের প্রেম রাজ্য আনয়ন কর। যদি ঈশ্বরের অনুগত হও, তবে এখানেই সেই স্বর্গ আরম্ভ হইবে, যে স্বর্গে অনন্ত কাল বাস করিবে। এই জন্য তোমাদিগকে অনুযোগ করিতেছি যে এখনও তোমরা পিতার প্রেমে যোগ দিলে না। ঈশ্বর কখনই পৃথিবীতে সহস্র জাতি রাখিবেন না, তাঁহার রাজ্যে কখনও সহস্র ধর্ম্মের লোক থাকিতে পারিবে না। তিনি সকলকে একপ্রাণ, একহৃদয় করিবেন। পাঁচটী ভাই যতদিন পাঁচটী ভাই থাকিবেন, পাঁচটী ভগ্নী যত দিন পাঁচটী ভগ্নী থাকিবেন ততদিন তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় নাই। এই জন্য দয়াময় পিতা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এখানে আনিতেছেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে পরস্পরের সঙ্গে আমরা চির কালের জন্য প্রেম যোগে বদ্ধ হইয়া থাকি। যাঁহাদিগকে প্রচারক বলি, যাঁহাদিগকে আচার্য্য বলি, যাঁহাদিগকে দেখিলে এক দিন জগৎ ভাল হইবে আশা হয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করি। তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম বিনাশ করিলেন না। আজ সকলে এখানে আসিয়াছ, দেখ কোন ভাইকে কদাকার মনে করিয়া ঘৃনা করিও না। যাহারা প্রবল পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যাহাদের মন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে প্রেম সূত্রে বাঁধ। যাঁহারা এক বাসায় থাকেন যদি তাঁহারা পরস্পরকে ভাল বাসিতে না পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার প্রেমপথের কণ্টক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর কত কাল তোমরা পিতার পরিবারের প্রতি উদাসীন থাকিবে? পিতা কি মনে করিতেছেন? পিতার মন যদি তোমরা পাঠ করিতে পারিতে তবে আজ তোমাদিগকে কাঁদিতে হইত, তিনি প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া দেখিতেছেন তাঁহার পরিবার

হইল না। ব্রাহ্মেরা এখনও পরিবার সাধন করিলেন না। পিতা প্রতিদিন সর্ব্বত্র যাইয়া আমাদের এই মহা অপরাধ দেখিতেছেন। ব্রাহ্মজগতের এই ভয়ানক অবস্থা তাঁহার অবিদিত নাই। পাঁচ জন ব্রাহ্মিকা ভগ্নী, পাঁচজন ব্রাহ্ম ভ্রাতা যদি পাঁচ দিন এক ঘরে থাকেন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত শতবার তাঁহারা পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহা কি অত্যুক্তি? ইহা কি রূপক? কঠোর কথা কি আমার মুখ হইতে বাহির হইল? তোমরা কি আপনাকে এরূপ বিশ্বাস কর যে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম এই জন্য, যে এক স্কন্ধে ভাই এবং আর এক স্কন্ধে ভগ্নীকে লইয়া পিতার স্বর্গ-রাজ্যে যাইব—এখন কি জীবনের এই ফল হইল, যে আপনি যেমন আপনার গরলে মরিতেছি, অন্যকেও সেই গরলে মারিব? কেন আপনি ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া আবার সেই অনলে ভাইকেও দগ্ধ করিব? নিজের পাপ-বিষে অন্যের প্রাণ কেন বধ করিব? এত কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া কি অবশেষে এই হইল যে নিজের দোষে জগতের অনিষ্ট করিব? কারণ ক্রোধী লোভী, ধনাসক্ত এবং সাংসারিক হইয়া কেবল যে আমরা আপনাপনি মরিতেছি তাহা নহে; কিন্তু আমাদের একটু রাগ, একটু সংসারাসক্তি শত শত ভাই ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনিয়া নানা স্থান হইতে আমাদের নিকট ঈশ্বরের কোমল শিশু সকল আসিয়া ছিলেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদের ভাব দেখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন, এখন কেবল ঘরের লোক, আর বাহিরের লোক কেহ আসেন না,। কোথায় ঢাকা কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় মাঙ্গালোর, কত দেশ হইতে পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক সরে আনিয়া দিলেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ! আর এই প্রকার প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া বল আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না, মতের অনৈক্যই হউক আর সাংসারিক কষ্টই হউক প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ কর। প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ ইহার মধ্যে পিতার মুখশ্রী দেখিতেছি এই বলিয়া যখন ভাই ভগ্নীদিগকে গৃহে আনিবে তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা পরাজিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর "পিতা যেমন সুন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমন সুন্দর।" প্রাণস্বরূপ পিতা আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেই রূপ যদি আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পর, ১২ বার মাসের পর পরস্পরের মধ্যে গভীরতর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিতাম যথার্থই পিতার প্রেমপরিবার গঠিত হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! লোভী হয়ে, রাগী হয়ে আর ভাই ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার—প্রেম সাধন কর। পিতা যেন দেখিতে পান, যাঁহারা তোমাদের নিকট আছেন তাঁহারা আর তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। এই উৎসব যেন প্রেমরাজ্যের সূত্রপাত হয়। যদি এই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হও ভারতবর্ষ বাঁচিবে, জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দ মনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে চির কালের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।

প্রেমময় পিতা! নিজের গুণে তুমি এত সুন্দর হইয়াছ, আমাদের এই পোড়া কল্পনা কি তোমাকে সাজাইবে? পিতা! অনেক দিনের মনের দুঃখ আজ্ তোমাকে বলিব। দেখ পিতা! তুমি যে সকল সন্তানকে সুখী করিতে যত্ন করিয়াছিলে, কত ধর্ম্মবল পাইবেন বলিয়া যাঁহারা তোমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আর সেই সকল ভাই ভগিনীদের মুখ দেখিতে পাই না। আমাদের পাপদগ্ধ মনই তাহার কারণ। যদি যত্ন করে ইঁহাদিগকে তোমার প্রেমরাজ্যে বসাইতাম তবে তোমার স্বর্গরাজ্যের এই বিপদ হইত না। তুমি সকলকে হাতে ধরিয়া আনিয়াছিলে, কিন্তু পিতা! তোমার সাধু সন্তান বলিয়া ভাল বেসে যাহাদের হস্তে তুমি এত বড় ভার সমর্পণ করিলে তাহারা স্বার্থপর। এত কাল সাধনের পর তাঁরা বল্লেন কি না যে আমরা নিজের যন্ত্রণাতেই মরিতেছি, আবার পরের জন্য ভাবিতে পারি না। তুমি বলিয়াছ ব্রাহ্ম বড়ই হউন আর ছোটই হউন, সকলেরই ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা পরস্পরের স্কন্ধ ধরিয়া; পরিত্রাণ পথে যাইতে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু দেখ পিতা! তোমার সন্তানেরা পরস্পরকে অবহেলা করিয়া মরিতেছে। আজ যে উৎসবক্ষেত্রে তোমাকে দেখিয়াছি, বড় আশা হইতেছে যে আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পিতা আমাদের, সকল প্রকার স্বার্থপরতা কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা দূর কর। দাও পিতা, যত ভাই ভগ্নী কাছে আনিয়া দিতে পার, দাও। এবার অবধি যাতে কিছুতেই তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট না হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষ দায়ী হইব। সেই পুরাতন পিতা যে তুমি দশ বৎসর পূর্ব্বেও কাছে ছিলে আজ্ও সেই তুমি কাছে আছ। তখন যেমন তুমি সুন্দর ছিলে, এখনও তুমি তেমনই সুন্দর। কিন্তু পিতা, তোমার পুত্র কন্যাগণ পরস্পরকে মারিতেছেন, কেহ কাহাকে ভাল বাসেন না; কেমন করে ভাইয়ের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হইতে হয়

তাহা তাঁহারা জানেন না। পিতা, তুমি কেমন কোমল, কেমন সুন্দর হইয়া আজ্ উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়াছ; তোমার সন্তানেরাও যদি আজ তেমন কোমল হইতেন, তবে এই ব্রহ্ম-মন্দির স্বর্গ হইত। কেমন সুন্দর তোমার সেই ঘর, যে ঘরে তোমার সুন্দর সন্তানগণ প্রেমভরে দিবানিশি কেবলই তোমার নাম করিতেছেন। পিতা! সেই ঘরের অপরূপ শোভা দেখাও দেখি! তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমার পদতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, পরস্পরকে দেখিয়া যেমন সুখী হইতেছেন, তোমার নামামৃত পান করিয়া যেন আরও অনন্ত গুণে সুখী হন, পিতা অচিরে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

নূতন শ্লোক।

উৎসব উপলক্ষে রচিত।

স্থলাবিহারিণামন্তো মৎস্যানাং জীবনং যথা।
ব্রহ্মৈব তত্ত্বভক্তানাং জীবনং পরিকীর্ত্তিতং ।।
জলাত্তে বলমাদায় বিহরন্তি যথা জলে।
ব্রহ্মণ্যেব তথা ভক্তা বিহরন্তি মহাবলা ।।

স্থলাবিহারী মৎস্যদিগের পক্ষে জল যেরূপ জীবন-ভক্তদিগের পক্ষে ব্রহ্মও সেইরূপ জীবন স্বরূপ। মৎসেরা যেরূপ সেই জল হইতে বল প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিহার করে ভক্তেরাও সেইরূপ মহাবল হইয়া ব্রহ্মেই বিহার করেন।

ব্রহ্মনাম মহানুৎসঃ দর্শনে ক্ষুদ্র এব হি।
গাহমানাস্ত তং ভক্তাঃ গভীর মতলং বিদুঃ ।।

ব্রহ্মনাম একটী মহান্ উৎস্ ইহা দেখিতে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু যে ভক্তেরা ইহাতে অবগাহন করেন তাঁহারা ইহাকে গভীর ও অতল স্পর্শ বলিয়া জানেন।

ভূমৌ নিধায় মূলংহি নিভৃতে পাদপো যথা।
বৃষ্টিধারাং তথা রৌদ্রং সেবতে শিরসা সদা ।।
ভক্তো ব্রহ্মণি মূলং স্বং নিধায় দৃঢ়বন্ধনং।
সংসারস্য সুখং দুঃখং সেবতে সততং সুখা ।।

বৃক্ষ যেমন ভূমির অন্তর্দ্দেশে মূল অবলম্বন করিয়া মস্তকোপরি নিয়ত বারি ধারা ও আতপ সহ্য করে, ভক্তও সেইরূপ ব্রহ্মেতে দৃঢ় রূপে অবলম্বিত থাকিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সতত সংসারের সুখ দুঃখ বহন করেন।

অধোজলং মৃণালেন সমাসক্তং সদা ক্ষিতৌ।
যথা কমলপত্রংহি ন নয়ন্তি নদীরয়া ।।
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তস্তু ভক্তং সুদৃঢ়বন্ধনং।
স্রোতাংসি তদ্বন্নৈবেহ নয়ন্তি কচিদন্যতঃ ।।

জল মধ্যে মৃণাল দ্বারা পৃথিবীর সহিত দৃঢ়বদ্ধ পদ্ম-পত্রকে নদীর স্রোত যেমন কোন দিকে লইয়া যাইতে পারে না; সেইরূপ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ভক্তকেও সংসারের স্রোত কোন দিকে লইয়া যাইতে পারে না।

পরত্র মুক্তিঃ শান্তির্নো আশাচৈব পরত্রনঃ।
পরত্র গৃহমস্মাকং পরত্র পিতৃদর্শনং ।।
পরত্রাপি সুধাস্বাদঃ সহবাসঃ পিতুশ্চনঃ।
পশ্য কেশসমে সূক্ষ্মে বিশ্বাসে লম্বতে জগৎ ।।

পরকালই আমাদের মুক্তি, পরকালই আমাদের শান্তি, পরকালই আমাদের আশা, পরকালই আমাদের গৃহ, পরকালই আমাদের পিতৃ দর্শন, পরকালই আমাদের সুধাস্বাদ, পরকালই আমাদের পিতৃ সহবাস। দেখ! কেশ সমান অতি সূক্ষ্ম বিশ্বাসে এক প্রকাণ্ড জগৎ অবলম্বিত রহিয়াছে।

গুণেনৈকেন পুষ্পানি গ্রথিতানি যথাস্রজি।
ন সহন্তে পরিত্যক্তুং গুণাভেদে পরস্পরং ।।
একয়া ব্রহ্মভক্ত্যাতু বদ্ধপ্রাণাস্তথানিশং।
ত্যক্তং ক্ষমন্তে নো ভক্তা ভক্তিনাশে পরস্পরং ।।

পুষ্প মালা যেমন এক সূত্রেই গ্রথিত থাকে কখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মভক্তিতে বদ্ধপ্রাণ ভক্তেরা ভক্তির অভাবে কদাপি স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না।

ভগিন্যো ভ্রাতরো ব্রুহি কদাতদ্দিনমেষ্যতি।
যথা মিলিত্বা সর্ব্বে তু যাস্যামঃ পরিবারতাং ।।
সুবিশালে পিতুর্হর্ম্ম্যে নিবসন্তঃ সদা সুখং।
স্নিগ্ধচিত্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ সেবমানাঃ পরস্পরং।
মুক্তকণ্ঠঞ্চ গাস্যামো মহিমানং সদা পিতুঃ ।।

বল কবে সেই দিন আসিবে যবে আমরা পরস্পর ভ্রাতা ভগ্নীতে মিলিত হইয়া এক পরিবার হইব ও আনন্দ মনে পিতার প্রশস্ত গৃহে বাস করিয়া প্রেমিক ও ক্ষমাশীল হইয়া পরস্পরের সেবা করত মুক্তকণ্ঠে নিয়ত পিতার মহিমা কীর্ত্তন করিব।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্র। সমস্ত ব্রাহ্মের পক্ষে কি প্রকার প্রণালীতে সময় কাটান উচিত?

উ। যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি? না তিনি সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের অর্পিত ভার বহন করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আদেশ পালন করেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের যাহা *Mission* বা কার্য্য, প্রতি বৎসরের, মাসের দিনেরও কার্য্য তাহা। যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নাই, তাঁহাদের সময়েরও সদ্ব্যয় নাই। আমরা যদি জীবনের একটী লক্ষ্য বুঝিয়া থাকি, এমন সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যে তদ্দ্বারা গম্য পথে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। পাঁচ দিন যদি অগ্রসর হইতে না পারি পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পড়িতে হইবে। আমরা সময়ের সদ্ব্যয়ের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের প্রদত্ত জীবন বৃথা কাটাইয়া আমরা নিরপরাধী হইতে পারি না। যদি গত জীবন বিফলে গিয়া থাকে, যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি তজ্জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। অনেক দিন কার্য্যের পীড়নে চিন্তা করিতে অবসর হয় না, কখন বা চিন্তার অনুরোধে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকি, অথবা চিন্তা ও কার্য্য

করিতে গিয়া জ্ঞানের প্রতি ঔদাস্য করি। প্রথমে যে অভাব অল্প অল্প বোধ হয়, ক্রমে তাহা চাপিয়া রাখা যায় এবং পরে অভ্যাস দ্বারা গুরুতর অভাবও আমাদিগের নিকট অভাব বলিয়া আর বোধ হয় না। অন্যদিকে সংসারের ব্যস্ততা ও প্রলোভনে অন্ধকার দেখি। এই জন্যই জ্ঞান, চিন্তা ও কার্য্যে এত অসামঞ্জস্য এবং জীবন স্বাভাবিক সুন্দর নিয়মে না চলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের জীবন যাহাতে সমস্ত জীবনের একটী Epitome অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়, এমন সাধারণ উপায় অবধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক দিন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি লাভ করা আবশ্যক।

জীবনের একটী সাধারণ প্রনালী সকল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মের প্রতি ঘটিবে অথচ প্রত্যেকের পক্ষে তাহা কিছু কিছু বিশেষ হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন মূল বিশ্বাসে সাধারণের ঐক্য আছে অথচ তাহার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও বিশেষ মত ও বিলুপ্ত হয় নাই, এবিষয়েও সেই রূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যে যে শ্রেণীর লোক আছেন তাহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্ন লিখিত দৈনিক জীবনের সাধারণ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রতি দিন প্রত্যেক উপাসকের এই সকল বিষয়ের জন্য সামঞ্জস্যভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রা ও বিশ্রাম	...	৮ঘণ্টা
আফিসের কার্য্য	...	৮
শারীরিক	...	৩
সাংসারিক	...	
জ্ঞান বা পুস্তক পাঠ	...	
উপাসনা ও ধর্ম্মচিন্তা		
ব্রাহ্মপরিবার সাধন ও পরোপকার		

নিদ্রা, আফিসের কার্য্য, ও শারীরিক কার্য্যে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল ইহা যত অতিরিক্ত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার অধিক হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। উপাসনাদির সময় ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার ন্যূন হওয়া বিধেয় নহে। অপরিহার্য্য নিকৃষ্ট কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যে অধিক সময় দান করিবার জন্য সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

বিগত ৫ই ভাদ্র গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল এবং অনাথ দুঃখিদিগকেও দান করা হইয়াছিল। আমরা তথাকার উপাচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতাটী প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু স্থানাভাব ও প্রস্তাব দীর্ঘ বশতঃ সেটী পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। সমস্ত আসাম ব্রহ্ম নামে বিকম্পিত না হইলে তথাকার প্রকৃত উন্নতি সম্পাদিত হইতেছে না। আমরা আসামী ভ্রাতাদিগকেই স্বদেশের উন্নতির এক মাত্র কারণ বলিতে পারি। তাঁহারা যত দিন নরনারী ভ্রাতাভগিনীতে সকলে পবিত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া পিতার প্রেমরাজ্য স্থাপন করত গৃহে গৃহে পিতার নিষ্কলঙ্ক নাম কীর্ত্তন না করিবেন তত দিন আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় স্থায়ী হইবে না।

অল্প দিন হইল কিশোর গঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি সংস্থাপন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ গৌর গোবিন্দ বাবু তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ আর তত আনন্দ জনক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না, কারণ অনেক সমাজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ প্রেমিক ব্রাহ্মের জীবন। যত দিন ব্রাহ্মেরা ভক্ত ও জীবন্ত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ না হইবেন তত দিন, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা উৎকৃষ্টতর হইবে না। ব্রাহ্ম সাধক না হইলে ধর্ম্মের গভীরতা ও মধুরতা আস্বাদন করা অসম্ভব।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিতে বিলম্ব হওয়াতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত গিয়াছে। বরাহনগর, গৌরনগর, নওগাঁ, গৌহাটী, ব্রাহ্মণবেড়ে, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিসাল, কুমারখালি, বর্দ্ধমান, রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, বাঁকিপুর, গয়া, হাজারিবাগ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগরা, টুণ্ডলা, বেরেলি, দেরাডুন, লাহোর, রওয়ালপিণ্ডি, বম্বে, ম্যাঙ্গালোর, কটক। সবসুদ্ধ ত্রিশটী সমাজ হইতে আবেদন পত্র গিয়াছে। এখন ষ্টীফেন সাহেব বুঝিতে পারিবেন যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম বিবাহের আইন চান কি না। ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা প্রয়োজন কি না তাহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদগত হইবে। ইহাতেও ষ্টীফেন সাহেবের কি সংশয় বিদূরিত হইবে না?

জুলাই মাসের ২১ শে বিলাতে একটী বিশেষ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় হিকসন, মিস্ কলেট মিস সাপ, সেন, স্পীয়ার প্রভৃতি কতক গুলিন সম্ভ্রান্ত নর নারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিলেন যে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কার্য্যের জন্য ও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ রূপে অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক এবং যাহাতে আগামী ১১এগারই মাঘের মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারের জন্য একটী বড় ভাল অর্গ্যান (বাদ্য বিশেষ) প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারও চেষ্টা করা আবশ্যক। এই বাদ্যটী বোধ হয় মাস দুয়ের মধ্যেই আসিতে পারে। ধন্য তাঁহাদের সহানুভূতি, তাঁহারা বিদেশী হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে যাদৃশ উদার ও উন্নত চক্ষে দর্শন করিতেছেন ভারতবর্ষের কেহ তাহার শতাংশের একাংশও করেন না। তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মগণ চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ; আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। দয়াময় পিতা তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আমাদের বন্ধু বাবু গোপালচন্দ্র রায় এম, ডি, যিনি মেডিকেল সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী হইয়া বিলাতে আছেন তিনি সম্প্রতি একটী উপাসনালয়ে "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১১ সংখ্যা

১লা আশ্বিন, শনিবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
ডাকমাসুল ।৹

পবিত্র পরিবারের জন্য প্রার্থনা।

হে জগতের জনক জননী পরমেশ্বর! তোমারি হস্তে আমাদের জীবন প্রাণ, তোমারি হস্তে আমাদের মুক্তি স্বর্গ। পিতা বহুদিনের ইচ্ছা যে তোমার এই পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গে বাস করি, দিবানিশি তোমারি সহবাস সম্ভোগ করি। এত দিন তোমার নিকট রহিলাম; কিন্তু কয়েকটী পরিবারে মিলিত হইয়া এখনও এক-হৃদয় একপ্রাণ হইলাম না, এখনও সকলে মিলিয়া তোমার দাস হইতে পারিলাম না। পিতা! তুমি কেন এত দূর দেশ হইতে কতক গুলিন লোককে তোমার চরণে একত্রিত করিলে? কেন নাথ তাহাদিগকে তোমার উপাসক করিলে? যাহারা এক জাতি নয়, এক দেশের লোকও নয় ও এক পিতারও সন্তান নয় তাহা-দিগকে কেন তুমি এত যত্ন করিয়া পরিত্রাণ দিতে আনিলে! প্রভো! একটী পবিত্র স্বর্গের পরিবার স্থাপন করিবার জন্যইত তুমি পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলে, কিন্তু আমরা এমন দুরাচারী যে যাহাতে তোমার সেই পরিবারের সকলের হৃদয় এক যোগে আবদ্ধ হইতে না পারে তাহারি নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকি। পিতা আমাদের দৃষ্টান্তে যে ভাই ভগ্নীর সর্ব্বনাশ হইল, আমরা তোমাকেও হৃদয় হইতে দূর করিয়াছি। দয়াময়! আমাদের মন এমনি স্বার্থপর যে অপর ভাই ভগ্নী মরুক তাহা দেখিব না, আর আপনারা পরিত্রাণ পাইলেই হইল। হে দীননাথ! এরূপ স্বার্থ-পরতার ধর্ম্ম লইয়া কি করিব বল, ইহাতে ত আমাদের পরিত্রাণ হবে না?

হে পতিতপাবন! যদি কৃপা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আমাদিগকে তোমার নিকট আনিলে, যদি আমাদের দুঃখ দেখে তোমার পবিত্র নামের মালা আমাদের গলায় দিলে, তবে নাথ যাহাতে আমরা সকল ভাই ভগ্নী একহৃদয় একপ্রাণ হইতে পারি তাহার উপায় বিধান কর। এত দিনে জীবনের পরীক্ষাতে দেখিলাম যে তোমার একটী আধ্যাত্মিক পরিবারের অঙ্গ হইতে না পারিলে আত্মার গূঢ় পাপ নির্ম্মূল হইবে না, সর্ব্বদা শান্তি ও পুণ্যে জীবন কৃতার্থ হইবে না। তাই আজ তোমার নিকট ভিক্ষা করি হে প্রভো! আমরা যেন সকলে তোমার চরণে হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি, আমরা যেন সকলে মিলে তোমার চরণ সেবা করিতে পারি। ভাই ভগ্নী সকলকে ছাড়িলে আমরা যে তোমাকে দেখিতে পাইব না, তোমার শান্তিগৃহে বাস করিতে পারিব না। পিতঃ কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে ভাই ভগ্নী

বলিয়া পরস্পরকে ভাল বাসিতে দেও, আর যেন কোন ভাইয়ের বক্ষে অস্ত্রাঘাত না করি, আর যেন কাহাকে কোন কথা না বলি। কঠোর বাক্যবাণে কত লোকের অন্তর বিদ্ধ করিয়াছি। এখন যেন তোমার উপাসকদিগকে প্রাণের ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। পিতা তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন কর, আমাদিগকে তোমার সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্থান দান কর, আমাদিগকে তোমার গৃহের দাস করিয়া সকলকে এক হৃদয়ে তোমার চরণে আবদ্ধ কর। এই তোমার নিকট ভিক্ষা।

প্রত্যাদেশ।

ধর্ম্মজীবনের তিনটী অবস্থা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মজ্ঞান, দ্বিতীয় অবস্থায় ধর্ম্মভাব, তৃতীয় অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ। এই শেষ অবস্থাটীই মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ইহাই পরিত্রাণের প্রত্যক্ষ আস্বাদন, এই অবস্থাতেই মনুষ্যের নব জীবন হয়। এই সময়েই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ অন্তরে শুনিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা স্বীয় জীবনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মসমাজে অদ্যাপি ধর্ম্মের এই সর্ব্বোচ্চ অবস্থাটী আসে নাই। পৃথিবীর ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই বিশেষ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে প্রত্যাদেশের সময়ই যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের অনুকূল অবস্থা। তৎকালে অগ্নিও জীবন চারিদিকে লক্ষিত হয়, তখন তাঁহারা যে কথা বলেন তাহাতেই লোকের মনকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। মহর্ষি পল জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সত্য ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়া যে কথা বলিতেন তাহাতেই লোক অবাক্ হইয়া যাইত, তাঁহার সেই এক এক কথায় দেশ শুদ্ধ লোক ধর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া যাইত। আপনার বুদ্ধিগত ও চিন্তাগত যত প্রকার সুললিত উপদেশ প্রদান কর না কেন তাহাতে লোকের মানসিক অসাড়তা তিরোহিত হয় না; কিন্তু পিতার নিকট হইতে স্বয়ং কোন আদেশ লইয়া, সত্য লইয়া লোককে বল তাহাতে পাপীর হৃদয় সহসা সচেতন হইবে।

এক্ষণে আমাদের বিশেষ অন্তরায় কেবল ঈশ্বরের সহিত যোগের অভাব। ইহাই আমাদের নিগূঢ় বিপদের কারণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যখন কর্ত্তব্য ও সংসারাসক্তি উভয়ই আমাদের আত্মাতে সংগ্রাম করে তখন আমরা ঈশ্বরের মুখের কোন প্রত্যক্ষ কথা শুনিতে পাই না বলিয়া সংসার কূপেই পতিত হই। যখন চারি দিকেই অন্ধকার, কোন্ দিকে যাইব বুঝিতে না পারি তখন তাঁহার কোন উত্তর পাই না, এই কারণে আমাদের ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরে বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে না। এইটী জীবনের অতি সূক্ষ্মতর বিষয় যে যত দিন আত্মা ঈশ্বরের হস্ত হইতে স্বয়ং ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় বিষয় লাভ করিতে না পারে ততদিন যথার্থ পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নত জীবন হইতে পারে না, তত দিন জীবনের পাপ বিদূরিত হয় না, তত দিন সংশয় তিরোহিত হইয়া বিশ্বাসের রাজ্যও সংস্থাপিত হইবে না। ব্রাহ্মেরা কেন স্থির ভাবে ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিতে পারেন না? কেন এক পুরুষে ব্রাহ্ম অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে? অনেকের চিত্ত সদা আন্দোলিত, অনেকের এখনও কোন বিষয়ে স্থিরতা হয় নাই, বায়ুর ন্যায় সদা বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। স্বর্গের কোন রূপ হৃদয়াদ্রকারী আস্বাদন না পাইলে কিসের উপর প্রকাণ্ড ধর্ম্ম জগৎ সংস্থাপিত থাকিবে? পুস্তকের জ্ঞান, মনুষ্যের নিকট শিক্ষিত জ্ঞান ইহার দ্বারা ধর্ম্ম জগতের বাস্তবিকতা ত কখনও প্রমাণীকৃত হয় না?

সংসারে যে প্রকার প্রবল প্রলোভন তরঙ্গ উথিত হইয়া দিবানিশি মানবাত্মাকে বিক্ষিপ্ত করে, ঘোর সংশয় অবিশ্বাস আসিয়া যে রূপ আত্মার ইতিকর্ত্তব্যতা বিনাশ করে, যে প্রকার দুরতিক্রমণীয় দুর্ব্বলতা জীবনকে অবসন্ন করে তাহাতে পিতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার মুখের কথা না শুনিলে নিশ্চয়ই জীবন প্রহেলিকা ও অস্থিরতার মধ্যে পড়িয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিবেই দেখিবে। মানিলাম স্বাভাবিক বিবেকে সাধারণ কর্ত্তব্য সকল অবধারণ করিতে পারি, কিন্তু যখন জীবনের দুইটী কর্ত্তব্য আসিয়া সংগ্রাম করে তখন কোন্‌টী অবলম্বন করিব কোন্ পথে যাইব স্থির করিতে না পারিয়া কর্ত্তব্য বিরহিত হই। কে না ধর্ম্ম জীবনের এই কূটস্থ বিষয়ে পড়িয়াছে? বিশেষতঃ অদ্যাপি জগতে ধর্ম্মজীবনের একটী গূঢ় মীমাংসা কোন ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ত্তব্য জানিলেও তাহা সাধন করা যায় না কেন? তাহার প্রকৃত কারণ কেবল মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি "করা উচিত" এই কথা বলিয়া দেয়, কিন্তু "কর" ইহা বলিয়া অন্তরে দুষ্প্রাপ্য বল বিধান করিতে পারে না, কিন্তু পিতার আদেশ প্রভুর ন্যায় "কর" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মাকে স্বর্গীয় বলে বলীয়ান করে। আপনার বুদ্ধিগত কর্ত্তব্য অবশ্য করিতে হইবে এই ভাবে হৃদয়কে বাধ্য করিতে পারে না, ঈশ্বরের আদেশ তাহাই সংসাধন করে। বিবেক কোন কার্য্য করিতে হইলে স্বভাবতঃ ফলাফল চিন্তা করিয়া বসে, ঈশ্বরের আদেশ তাহা করে না, আত্মা তাহা শুনিবা মাত্র অনুরাগের সহিত ব্যাকুল হৃদয়ে উহা সম্পাদন করিতে যায়। কর্ত্তব্য বুদ্ধি কোন বিষয় সম্পন্ন করিতে হইলে আপনার বল ও জ্ঞানের উপর দৃষ্টি রাখে ও আপনি তৎসিদ্ধির পুরস্কার প্রত্যাশা করে, পিতার আদেশের সেরূপ প্রকৃতি নহে, ইহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ পিতার উপর, পিতার ইচ্ছা সম্পাদনই ইহার পুরস্কার। ব্রাহ্মগণ! এই উভয় বিধ বিষয়ের গূঢ় পার্থক্য অবলোকন কর, এই দুটী বিষয় উপলব্ধি করিলে আমাদের সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

ততদিন আত্মার স্বাধীন ও মুক্ত ভাব হইতে পারে না যতদিন তাহার মনুষ্য, পুস্তক ও আপনার বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে নূতন জ্ঞান, ভাব ও ধর্ম্মবল লাভ করিবার ক্ষমতা না জন্মে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে মনুষ্যকে এই রূপ স্বর্গের অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে না। পিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগও সাধন করিতে পারে না। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা।

প্রত্যাদেশের তিনটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস, বল ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সন্দর্শন। বিশ্বাস না হইলে পিতার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না, যত দিন আপনার উপর সুখ শান্তির ভার থাকিবে যত দিন আমিই আমার সুখের কারণ মনে করিব, যত দিন পাপ তাপ আপনার বলে দূর করিতে ইচ্ছা করিব তত দিন ত আমরা তাঁহার মুখের কথা শুনিতে পাইব না? কারণ তিনি যাহা বলিতে চান আমি তাহা করিতে চাহি না, তখন সে বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব তিনি আমাদিগকে কেন বলিবেন? যখন আমাদের ইচ্ছা প্রবৃত্তি লক্ষ্য অন্য দিকে তখন যে আমাদের হৃদয় স্বভাবতই তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিতে চাহিবে না তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে ব্যক্তি হৃদয় মন প্রাণ পিতার শ্রীচরণে সমর্পণ করে, যে আপনার সুখ দুঃখের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখে, যে স্বীয় জীবনের সকল ভার পিতার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, যে আত্মার সকল প্রকার সুখ শান্তি ঈশ্বরের চরণে অন্বেষণ করে, তাহারি পিতার আদেশ শুনিবার যথার্থ অবস্থা। সেই হৃদয়ে তাঁহার স্বর্গীয় বাণী আসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা ও ব্যগ্রতা জন্মে। "আমি কখন তাঁহার

একটী কথা শুনিয়া কার্য্য করিব” এই তাঁহার সুখ। জ্বলন্ত বিশ্বাসই পিতার মুখের বাণী শুনিবার শ্রোত্র স্বরূপ। সেই বিশ্বাস আলোকে সকল অন্ধকার সংশয় বিদূরিত হয়। বিশ্বাসেতেই তাঁহার আদেশ শুনিবার শক্তি জন্মে। যত দিন আত্মার মধ্যে এই শক্তি না জন্মে তত দিন ধর্ম্মের কিছুই স্থিরতা নাই, তত দিন জীবনে স্থায়ী ধর্ম্ম লাভ করা যায় না। ইহাতেই অন্তর আপনিই ঈশ্বরের সকল প্রকার স্বর্গীয় স্রোতের উৎস হয়, আর কোথায়ও যাইতে হয় না।

প্রত্যাদেশের আর একটী লক্ষণ তাঁহার আদেশ শুনিয়া হৃদয়ে বল লাভ। স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হওয়াই ঈশ্বরের আদেশের সর্ব্ব প্রধান ভাব। বুদ্ধি বিবেকে সেরূপ বল হয় না। মনুষ্য স্বীয় বলে কোন কার্য্য করিতে গিয়া তাহা সাধন করিতে পারে না। পাপ বুঝিতে পারিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবার তাহার শক্তি থাকে না। কেবল তাঁহার কথা শুনিলেই তাহার সঙ্গে হৃদয়ে বলও উপস্থিত হয়। এই জন্যই ধর্ম্মবীর মহাত্মারা পিতার নিকট হইতে নূতন সত্য পাইয়া তাহা দ্বারা জগৎ মাতাইতেন, সম্রাটের পার্থিব বলও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পদানত দাস করিতেন। বাস্তবিক পিতার নিকট হইতে যে সত্য যে ভাব যে বল লাভ করা যায় তাহাতেই জীবনের পাপ যায়, তাহাতেই অন্য ভ্রাতার হৃদয় আকৃষ্ট হয়, সে বিষয় অন্যকে বলিলেই তাহার আত্মাতে লাগিবেই লাগিবে। ইহাই তাঁহার আদেশের ক্ষমতাও মাহাত্ম্য।

তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না হইলে; তিনি বলিবেন আর আমি শুনিব এরূপ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সম্মিলন না হইলে তাঁহার আদেশ শুনিবার অধিকার হয় না। যিনি বলিতেছেন তাঁহার সহিত যদি আমার দেখা সাক্ষাৎ বিশেষ পরিচয় না থাকে তবে কিরূপে তাঁহার কথা শুনিব? জীবনের গূঢ় ব্যাপারত এখানেই সম্বদ্ধ রহিয়াছে। এই রূপ অবস্থাই পরিত্রাণের অবস্থা এ সকল ভাব না পাইলে ব্রাহ্ম কখনই অনন্ত জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না।

ব্রাহ্মগণ! যদি জীবন লাভ করিতে চাও তবে পিতার প্রত্যাদেশ লাভ কর, তাহা পাইবার জন্য সাধন কর, চির দিন আর কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এ অবস্থা না হইলে ব্রাহ্মপরিবার কখনই সংস্থাপিত হইতে পারে না।

ত্যাগ স্বীকার।

ত্যাগ স্বীকারই ধর্ম্মের প্রাণ, ত্যাগ স্বীকারই প্রেমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, ত্যাগ স্বীকারই আত্মার সুন্দর অবস্থা, ত্যাগ স্বীকারই জীবনে ঈশ্বর সেবার মুলীভূত কারণ। যত দিন জীবনে এ অবস্থা না হয় ততদিন উপাসক বাস্তবিক মনে মনে তাঁহার নিকট লজ্জিত হন। যিনি পিতার প্রকৃত উপাসক হইতে অভিলাষ করেন, তিনি যদি জীবনে কোন রূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি যদি পিতার অনুরোধে এক বিন্দু সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, তবে তাঁহাকে ধূর্ত্ত কপট উপাসক ভিন্ন আর লোকে কি বলিবে? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে এই ত্যাগ স্বীকারের অভাবে ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন প্রার্থনা পিতার নিকট গ্রাহ্য হয় না। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের এই গূঢ় বিষয়টী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন; যাহারা তাঁহার কোন ইচ্ছা পালন কি কার্য্য সাধনের জন্য নিজের সুখ লালসা ছাড়িতে ভীত হয়, যাহারা তাঁহার জন্য সামান্য শারীরিক কিম্বা পারিপারিক ক্লেশ সহ্য করিতেও চায় না, তাহাদের হৃদয়ের প্রার্থনা যে নিশ্চয়ই অসরলতা ও কপটতায় পরিপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ

কি ? বস্তুতঃ ব্রাহ্মমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে এখন ইহাই একটী প্রধান কণ্টক। অনেক সময় দেখা যায় যে কিছুদিন কতকগুলিন ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের অবস্থা ভাল হইল, ক্রমে তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইলেন, উপাসনার কিঞ্চিৎ আস্বাদনও পাইলেন, প্রার্থনা করিয়া অন্তরে কিছু ভক্তি প্রেমও লাভ করিলেন এবং ধর্ম্মজগতের নূতন তত্ত্ব অল্প অল্প জানিতেও পারিলেন ; কিন্তু যে সময় দয়াময় পিতা তাঁহাদিগকে ত্যাগস্বীকারের অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন অমনি তাঁহারা মুখ ফিরিয়া বসিলেন, অমনি স্পষ্টই তাঁহারা পিতাকে বলিলেন আমি এত দূর পারি না। যে তাঁহাদের মুখ হইতে এই কথা বিনিঃসৃত হইল সেই তাঁহাদের সকল উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। আর তেমন প্রার্থনা হয় না, আর উপাসনায় আনন্দ পাওয়া যায় না, আর তাঁহার চরণে ভক্তি প্রেমেরও উদয় হয় না, আর তাঁহার কোন কথাও তাঁহারা শুনিতে পান না। ব্রাহ্মের এই এখন বিশেষ অপরাধ। অনায়াসে সুখে ধর্ম্ম লাভ করা যায় না, জীবনের পরীক্ষাতে ইহা বিলক্ষণ জানা গেল। এখন ইহাই সকলের একটী বিশেষ রোগ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বল হে ভ্রাতৃগণ ! যখন পিতার অনুরোধে কিছু অর্থ কি শারীরিক সুখ, কি পারিবারিক সুখ কি বন্ধু বান্ধব দিগের সহবাস জনিত সুখ পরিত্যাগ করিবার অবস্থা আসে তখন কি তোমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া পিতার ইচ্ছা সম্পাদন কর ? তখন কি তোমরা আপনাকে সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন করিতে চাও ? তখন কি আপনার স্বার্থপরতায় হৃদয় আবদ্ধ হইয়া থাকে না ? তখন কি জীবন নিতান্ত অপবিত্র ভাক্ত বলিয়া প্রতীত হয় না ? বস্তুতঃ তখন আপনিই আপনাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয়।

ত্যাগস্বীকার আত্মাতে স্বর্গীয় আলোক আনিয়া দেয়, ত্যাগস্বীকারই হৃদয়ের সরলতা প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। ইহার আলোক জীবনে প্রবিষ্ট না হইলে বাস্তবিক তদন্তর্গত সকল প্রকার অন্ধকার মলিনতা রহিয়া যায়। স্বর্ণকারের উপলখণ্ডের ন্যায় ত্যাগস্বীকার সাধকের নিকট জীবনের পরীক্ষা স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মগণ ! বল দেখি ত্যাগস্বীকার করিতে না পারাতে মন কত নীচ ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়, জীবনে আর স্ফূর্ত্তি আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না ? এস, সকলে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ কর, উপাসনা প্রার্থনা প্রীতি ভক্তির যাহা প্রতিবন্ধক হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ দূর কর। যদি সংসারে দৃষ্টিপাত কর, আপনার লাভ ক্ষতি গণনা কর তবে আর পিতার পবিত্র প্রেমানন সন্দর্শন করিতে পারিবে না। আমি ঈশ্বরকে চাই কি না, হৃদয়ের প্রকৃত পরিত্রাণ অভিলাষ করি কি না তাহা কেবল ত্যাগস্বীকারেই প্রকাশ পায়। ভ্রাতৃগণ ! আর কত দিন সুখশয্যায় নিদ্রা যাইবে ? আর কতদিন তাঁহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করিবে না ? এখন সুখশয্যা পরিত্যাগ কর, ঐ শুন কত ভাই ভগিনী রোদন করিতেছেন, আপনার সুখ সম্পদ-পরিহার করিয়া একবার তাঁহাদের সঙ্গে সমদুঃখী হইয়া রোদন কর, পিতার প্রেমরাজ্য স্থাপন কর, জীবন তাঁহাকে উৎসর্গ কর।

পণ্ডিতদিগের মত।

ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈধ ও সিদ্ধ কি না এ বিষয়ে নবদ্বীপ ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ যেরূপ মত দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। আদি সমাজের হিন্দু ধর্ম্মানুসারে উহা বৈধ করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা, কারণ হিন্দুরা যখন তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন না তখন কেন তাঁহারা এরূপ ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন
" হরিদাস শিরোমণি
" পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন
" শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি

প্রভৃতি মহাশয়গণ পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

কয়েক বৎসর হইতে এ দেশে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী নূতন উদ্বাহ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালী অনুসারে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই নূতন বিধ বিবাহ হিন্দু সমাজের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না, এই কথা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবার উপযুক্ত, এবং আপনাদের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের নিকট স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে। অতএব আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির যথোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

১। ব্রাহ্মবিবাহ দুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। সেই উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। এই দুয়ের কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

২ প্রশ্ন।—নান্দীশ্রাদ্ধ কুশণ্ডিকা সপ্তপদী, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটী না থাকিলে হিন্দু ব্যবস্থানুসারে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

৩ প্রশ্ন।—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার কোন্ অংশ পরিহার করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়?

৪ প্রশ্ন।—কলিযুগে ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুধর্ম্মানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা, ২৭ শ্রাবণ ১৭৯৩ শক।

নিতান্ত বশম্বদ
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের
সভ্যগণ।

এতৎপদ্ধত্যনুসারেণ কৃতো বিবাহঃ স্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্গপরিত্যাগান্নসিদ্ধতীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ

উল্লিখিত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতির কোনও পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক শক্যাঙ্গের অর্থাৎ নান্দীমুখাদির পরিত্যাগ হয় এই হেতু ঐ বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না

কলাবর্সণাবিবাহো নসিদ্ধতীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ
কলিতে অসবর্ণাবিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ হয় না।

শ্রীব্রজ নাথ শর্ম্মণাং

১। দ্বিবিধব্রাহ্ম্যবিবাহপদ্ধতি র্যাঃ প্রেরিতা তস্যাঃ শাস্ত্রপ্রমাণাপ্রাপ্ততয়া তদনুসারেণ বিবাহে কৃতে সবিবাহো ন সিদ্ধতীতি।

ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি বলিয়া যে দ্বিবিধ পদ্ধতি প্রেরিত হইয়াছে তদনুসারে বিবাহ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না যেহেতু উক্ত পদ্ধতির প্রমাণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

২। নান্দীশ্রাদ্ধমকৃত্বা বিবাহে কৃতে সবিবাহো ন সিদ্ধতীতি এবং স্বেচ্ছয়া কুশণ্ডিকাদিকমপ্যকৃত্বা বিবাহে কৃতে সোঽপি বিবাহো ন সিদ্ধতীতি।

নান্দীশ্রাদ্ধ না করিয়া বিবাহ করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে না এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক কুশণ্ডিকাদি না করিয়া বিবাহ করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে না এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ইহার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত স্বতন্ত্র লিখিত হইল না।

৪। কলিযুগে অসবর্ণাবিবাহো ন সিদ্ধতীতি।
কলিযুগে অসবর্ণাবিবাহ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মা

স্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্গং ত্যক্ত্বা কৃতো বিবাহো ন সিদ্ধতীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ। অত্র প্রমাণং।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাঙ্গতিমিতি ভগবদ্গীতাবচনং। অত্র কামকারকৃতকর্ম্মণোঽসিদ্ধৈব পুরুষাসিদ্ধিঃস্পষ্টতয়াবগম্যতে। তথা যথা-কথঞ্চিন্নিত্যানি শক্যবস্তুনিরূপিতঃ যেন কেনাপি ক্যার্যাণি নৈব নিত্যানি লোপয়েদিতি বৌধায়নবচনং। তথা যথা শক্নুয়াত্তথা কুর্য্যাদিতিশ্রুতিঃ অত্র যাবদঙ্গানি শক্যানি তাবদঙ্গসহকারেণ প্রধানকরণোপদেশে নৈতৎ প্রতীয়তে। শক্যাঙ্গং পরিত্যাগেন ক্রিয়মাণং নিত্যং কর্ম্ম যথাবিধিকৃততয়া সিদ্ধতি নতু স্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্গবাধেঽপি অর্থাৎ বিধ্যুক্ত প্রকারেণাকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বথাঽবৈধং সুতরামসিদ্ধ মেবেতিভাবঃ। অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ একাদশীতত্ত্বে অতোঽশক্যাঙ্গপরিত্যাগেন প্রধানং কর্ত্তব্যং তাবতৈব শাস্ত্রবশাৎ ফলসিদ্ধিরিত্যুক্তং তেনৈতৎ সূচিতং নিত্যবিবাহাদৌ শক্যাঙ্গবৃদ্ধ্যাদীনাং স্বেচ্ছয়া ত্যাগে নিত্যবিবাহাদের সিদ্ধ্যাফলাভাব এব। এবং মনসা সম্যগাচারমনুপালয়েদাপৎকল্পে ইতি গৌতমবচনেনাপদ্‌গ্রস্তস্যাশক্তৌ নিত্যকর্ম্মণো মানসিকপালনপর্য্যন্তমপ্যুক্তং কিন্তু সর্ব্বথাসমর্থস্য শক্যাঙ্গপরিত্যাগেচ্ছোঃ পুরুষস্য ক্বচিদপি বচনে স্বেচ্ছাধীনশক্যাঙ্গবাধপক্ষোপায়শ্চোপদিষ্টো ন দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা তথা উপবাসেস্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে ইতি বচনেনাশক্তং প্রত্যেবলক্ষ্মনুষ্ঠানমভিহিতং নতু শক্তপক্ষেঽপি তথা অজ্ঞানাদ্‌যদিবেতি বচনেন প্রমাদাঙ্গবাধে বিষ্ণুস্মরণাদিনা সম্পূর্ণতোক্তা নতু স্বেচ্ছা-

কৃতাঙ্গবাধেঽপি। তথা প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পে প্রবর্ত্ততে বচনেন সমর্থস্য ন্যূনকল্পে লাঘববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তস্য ফলাভাবোবোধিতঃ তথা সর্ব্বথানুচিতঃ শক্তং প্রত্যনুগ্রহঃ শাস্ত্রে লোকে বা নদৃশ্যতে। অর্থাৎ আচমনাদি নিত্যকর্ম্মণি যথা শক্নুয়াদিত্যাদিশাস্ত্রৈঃ স্মার্ত্তাদিব্যাখ্যানৈশ্চ শক্যাঙ্গং স্বরূপনির্ব্বাহকতয়া নির্ণীতঞ্চেত্তদা তদভাবেঽসিদ্ধং নিত্যং কর্ম্ম স্ত্রীপুংসৈকশরীরত্বভার্য্যাত্বাদিকং বৈধবিবাহফলং অত্যন্তাসম্ভবমেব অভুঞ্জানস্য তৃপ্তিরিত্যলমতিবিস্তরেণ।

অতএব উল্লিখিত ব্রাহ্মবিবাহের কোনও পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহা আমাদিগের মতে সিদ্ধও বৈধ হইতে পারে না।

স্বেচ্ছা বশতঃ শক্যাঙ্গ অর্থাৎ কৃতসাধ্য যে অঙ্গ তাহা না করিয়া বিবাহ করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

কলিযুগে অসবর্ণাবিবাহো নশাস্ত্রীয় ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ। অত্র প্রমাণং দ্বিজানাম সবর্ণাসু কন্যাস্নুপযমস্তথেতি বৃহন্নারদীয়ং।

উল্লিখিত বচনস্থ দ্বিজপদ উপলক্ষণ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুশিষ্ট শিষ্টাচারকৃতব্যক্তি মাত্রেরই কলিযুগে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণাং
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণাং
শ্রীপুরুষোত্তম শর্ম্মণাং
শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাং
শ্রীশিবনাথ শর্ম্মণাং

প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং। অনাস্থয়া যদৃচ্ছয়া বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমকৃত্বা অধিকারিদত্ত সবর্ণাকন্যাস্বীকারস্যাপি শুদ্ধবৈধবিবাহত্বং ন সিদ্ধতীতি। অত্রপ্রমাণং যথা।

নান্দীমুখেভ্যঃশ্রাদ্ধন্তু পিতৃভ্যঃ কার্য্যমৃদ্ধয়ে।

ততো বিবাহঃ কর্ত্তব্যঃ শুদ্ধঃ শুভফলপ্রদ ইতি ব্রহ্মপুরাণে।

শ্রাদ্ধেন বিবাহস্য শুদ্ধত্বাভিধানেন তদভাবাদশুদ্ধত্ব প্রতীতেরিতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যলিখনং নানিষ্ঠাতু পিতৄন্ শ্রাদ্ধে কর্ম্মবৈদিক মারভেদিতি শাতাতপবচনং। শ্রাদ্ধং কৃত্বৈব বৈদিকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি নঞদ্বয়স্যার্থ ইতি শ্রাদ্ধবিবেকে শূলপাণিলিখনং। সর্ব্বাণ্যে বান্বাহার্য্যবন্তীতি গোভিলসূত্রং। এবঞ্চ সর্ব্বাণ্যে অন্বাহার্য্যবন্তীতি গোভিলসূত্রং সর্ব্বাণ্যে বান্বাহার্য্যবন্তীতি গোভিলসূত্রেণ যচ্ছ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ যাজন্তে দক্ষিণাভবেৎ। অমাবস্যাং দ্বিতীয়ং যৎঅন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধা ইতি গৃহ্যান্তরেণ নান্দীমুখশ্রাদ্ধদক্ষিনয়োরন্বাহার্য্যপ্রতিপাদনাৎ। গৃহ্যোক্তকর্ম্মণামাদ্যন্তাঙ্গত্বেন নান্দীমুখশ্রাদ্ধদক্ষিণাভিধানবিবাহমাত্রস্য গৃহ্যকর্ম্মত্বেন তদাদৌ। নান্দীমুখশ্রাদ্ধমবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যুদ্বাহতত্ত্বীয় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যস্য লিখনান্তরঞ্চ। অত্র নানিষ্ঠেতি শাতাতপীয় নিষেধাৎ শ্রাদ্ধং কৃত্বৈবেত্যেবকারনিয়মাভিধানাৎ তদাদৌ নান্দীমুখশ্রাদ্ধমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যলিখনান্তরাচ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমন্তরেণ তাদৃশবিবাহস্যাসিদ্ধিরেব প্রতীয়তে। নচ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য কর্ম্মাঙ্গত্বাঙ্গীকারাদঙ্গভাবেচ প্রধানসিদ্ধৌ বাধকভাব ইতি বাচ্যং তস্য স্বরূপনির্ব্বাহকাতিরিক্তা শক্যাঙ্গপরত্বেনোপসংহৃতত্বাৎ ইহতু নিরুক্তপ্রচুর প্রমাণেনাবশ্যকর্ত্তব্যত্বখ্যাপনাৎ কালাঙ্গবৎ তদভাবাৎ প্রধানাসিদ্ধিপ্রতীতেঃ। অতএব মহামহোপাধ্যায়েন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ যথা বচনংহি বাচনিকমিতিন্যায়াৎ-তত্র বালকর্ম্মাদৌ তথাপ্ত ইহতু তথাবিধবচনাভাবাৎ কথং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিনা অন্নপ্রাশনাদ্যসিদ্ধিরিতি মলমাসতত্ত্বে স্বহস্তিতং। তদভাবাদসিদ্ধত্ব প্রতীতেরিতিলিখনাৎ।

চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং অত্রপ্রমাণং। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধসত্ত্বেঽপি কলৌ অসবর্ণকন্যাগ্রহণস্য বৈধবিবাহত্বং ন সিদ্ধতীতি।

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাস্নুপযমস্তথা
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্যচ
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জানাহু র্মনীষিণঃ

ইতিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাদ্ধৃত উদ্বাহতত্ত্বীয় বৃহন্নারদীয়বচনং।

অনাস্থাপ্রযুক্ত অথবা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ না করিয়া অধিকারি কর্ত্তৃক দত্তা যে সবর্ণা কন্যা সেই কন্যা স্বীকারেরও শুদ্ধ বৈধ বিবাহত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব উল্লিখিত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিদ্বয়ের কোনও পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহা আমারদিগের মতে সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না। তদ্বিষয়ক যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রেরিত হইল তাহা অবলোকন করিলেই সুব্যক্ত হইবে।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মাণাং
শ্রীরঘুমণি শর্ম্মণাং
শ্রীহরিমোহন শর্ম্মণাং
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাং

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের
সভ্যগণ মহোদয়েষু।

আপনারা শ্রাবণের ষড়বিংশ দিবসে পত্রিকা দ্বারা আমাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া ছিলেন তাহার উত্তর নিম্নে লিখিত হইল।

১। লিখিত আধুনিক উভয় প্রকার পদ্ধত্যনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতে সিদ্ধ নহে।

২। কথঞ্চিৎ নান্দীমুখশ্রাদ্ধ না হইলেও বিবাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সপ্তপদী গমনান্তকুশণ্ডিকা ব্যতিরেকে সম্পন্ন বিবাহ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে না।

৩। শাস্ত্রমতে যে রূপ বিবাহের ইতিকর্ত্তব্যতা আছে ইহার কোন অংশ পরিত্যজ্য নহে কথঞ্চিৎ আভ্যুদয়িক করিতে না পারিলে বিবাহ সিদ্ধ। কুশণ্ডিকা ব্যতিরেকে কোন মতে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না।

৪। কলিযুগে ব্রাহ্মণাদির আনুলোম্যে ও অসবর্ণা-বিবাহ সিদ্ধ নহে।

শ্রীভরত চন্দ্র শর্ম্মণঃ

১। উত্তর—শাস্ত্রানুসারে এই উভয়বিধ বিবাহই সিদ্ধ হয় না ও বৈধ হয় না।

২ উত্তর।—ইচ্ছানুসারে বৈধ অঙ্গ কোন একটী পরিত্যাগে বিবাহ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু দৈব ঘটনায় নান্দীশ্রাদ্ধ না করিলেও সিদ্ধ হয়।

৩ উত্তর।—ইচ্ছা পূর্ব্বক বৈধ যে কোন অংশ পরিত্যাগে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

৪ উত্তর।—এমত বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ নহে।

শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাং।

১। উত্তর—ব্রাহ্মবিবাহের যে দুই পদ্ধতি প্রচলিত আছে তদনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকার্য্য হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

২ উত্তর।—হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অবধি সপ্তপদী গমন পর্য্যন্ত ক্রিয়া কলাপের নাম বিবাহ। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বিবাহের আরম্ভ, সপ্তপদী গমনে বিবাহের সমাপ্তি। অশক্তি বা অনবধান বশতঃ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত না হইলে কথঞ্চিৎ বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কুশণ্ডিকা হীনবিবাহ কোন মতে সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না।

৩ উত্তর।—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহ প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার কোন অংশই পরিহার-যোগ্য নহে।

৪ উত্তর।—অসবর্ণ বিবাহ দ্বিবিধ অনুলোম ও প্রতিলোম। ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রীয়াদি নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ অনুলোম বিবাহ, শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বকালে সিদ্ধ ও বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইত। কলিযুগে তাদৃশ বিবাহ রহিত হইয়াছে, সুতরাং সিদ্ধ ও বৈধ নহে। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বকালেও সিদ্ধ ও বৈধ ছিল না; ইদানীং কলিযুগেও সিদ্ধ ও বৈধ নহে।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মা

১১ই ভাদ্র ১৭৯৩

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সভ্যগণ মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনারা ১৭৯৩ শকাব্দের ২৬শে শ্রাবণের পত্রিকা দ্বারা আমাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে নিম্নে লিখিত হইল।

১ উত্তর।—আমি উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। এই দুয়ের যে কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমার মতে সিদ্ধ ও বৈধ নহে।

২ উত্তর।—নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী গমন, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটী না থাকিলে অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহার কোন একটীর অনুষ্ঠান না করিলে হিন্দু ব্যবস্থানুসারে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। তবে দৈব প্রতিবন্ধক বশতঃ বা বিস্মৃতি ক্রমে যদি কদাচিৎ নান্দীশ্রাদ্ধ না করে, তবে তাদৃশ স্থলে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কুশণ্ডিকা এবং সপ্তপদী গমন বিবাহের প্রধান অঙ্গ, ইহা সর্ব্বদাই আবশ্যক ও অনুষ্ঠেয়। তদন্যথাচরণে বিবাহ সর্ব্বদাই অসিদ্ধ হয়।

৩ উত্তর।—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহ প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার শাস্ত্রোক্ত বৈধ যে কোন অংশ ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিহার করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়।

৪ উত্তর।—কলিযুগে ভদ্র গৃহস্থেরদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে অসিদ্ধ ও অবৈধ।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা ৩রা ভাদ্র ১৭৯৩ শক।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পৌত্তলিক ভাব।

এক ব্রাহ্মবিবাহ বিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া আদিসমাজ পৌত্তলিক হইয়া পড়িলেন ইহা দেখিয়া আমরা ভীত এবং ব্যথিত হইয়াছি। পৌত্তলিকতাপ্রধান ভারতবর্ষে কি এক ঈশ্বরের উপাসনা স্থান পাইবে না? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা নানক পঞ্জাব দেশে এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিয়াছিলেন ও জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন নানকেরশিষ্য শিকেরা সম্পূর্ণ পৌত্তলিক। চল্লিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই এত অল্প দিনের মধ্যেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সেই দুর্দ্দশা হইল ইহা দেখিয়া ভয় হইতেছে। আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রকাশ করিতেছেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মও হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মাত্র। তাঁহারা নিজে পতিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকেও পতিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। সে দিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন

বিশেষ ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সোপান, ইহা ছাড়িলে ব্রাহ্ম হওয়া যায় না এই রূপ উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবু জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার অনুচরদিগের এই দুর্দ্দশা হইল ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি আছে। দেবেন্দ্র বাবুকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন আমরা তাহার দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। ব্রাহ্মগণ দেখিবেন, যে আদিসমাজ দেবেন্দ্র বাবুকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন দেখিলাম, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" সোহমস্মি "তত্ত্বমসি" এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি, তখনি বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মুলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই।"

"আবার যখন দেখিলাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। "ইহাতো মুক্তির লক্ষণ নহে ইহা যে ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষন"।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বেদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করেন না দেবেন্দ্র বাবু তাহাই ব্যক্ত করিলেন। বেদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিলে হিন্দুশাস্ত্র মতে তাহাকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায় না। বৈষ্ণবেরা হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিলে স্পষ্ট মিথ্যা বলা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের শাখা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় নরনারীর ধর্ম্ম, ইহাতে কোন জাতি বিশেষের অধিকার নাই। জল বায়ুও সূর্য্যের ন্যায় ইহাতে সাধারণের সমান অধিকার।

দেবেন্দ্র বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম তখন দেখিতাম যাঁহারা নিয়ম মত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না।"

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে পরে হয় তো ইহা নামামুযায়ী কার্য্য করিবে, হয় তো এতকাল যাহা হয় নাই ইহা দ্বারা তাহা হইবে এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে সকলে এক বাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে, এই দুইটী আমার হৃদয়ের কামনা।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, দেবেন্দ্র বাবু পৌত্তলিকতা বিনাশের জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং উহা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। পৌত্তলিকতা অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর পূজা এবং জাতিভেদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে কোন মতেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের শাখা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। হে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ! যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করেন তবে সম্পূর্ণ রূপে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করুন। উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন ধর্ম্মের শাখা বলিয়া সংকীর্ণ না করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করুন। কেবল পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা সত্য যাহা ঈশ্বরের আদেশ তাহাই প্রতিপালন করিতে হইবে। দেশের অনুরোধে পরিবারের অনুরোধে সত্য পালন না করা মহা পাপ। অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়া আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে। যদি হিন্দুধর্ম্মের শাখা আশ্রয় করিতে চান তবে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ করুন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক সুতরাং পৌত্তলিকতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সোপান বলিলে জগতে অসত্য প্রচার করা হয়। অতএব ক্ষান্ত হউন। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার, পবিত্র, সম্পূর্ণ সত্য, সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক এবং পাপিতাপির এক মাত্র মুক্তিপ্রদ। এমন স্বর্গের রত্নকে হাতে পাইয়া নষ্ট করিবেন না। ঈশ্বর আপনাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রার্থনা।

রবিবার, ১২ই, ভাদ্র ১৭৯৩ শক।

যিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় এবং যিনি আমাদের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ তাঁহাকে দেখিবার জন্য, এবং তাঁহার কথা শুনি-

বার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের ইচ্ছা হয়। যে সন্তান পিতাকে ভাল বাসে, সে পরের মুখে পিতা কি বলিয়াছেন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার চক্ষে পিতার সৌন্দর্য্য না দেখিতে পায় এবং আপনার কর্ণে তাঁহার স্নেহপুর্ণ বাক্য শ্রবণ না করে ততক্ষণ কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। সেইরূপ যিনি যথার্থ ঈশ্বরভক্ত, যতক্ষণ না তিনি স্বচক্ষে পিতার প্রেমমুখ দর্শন করেন এবং স্বকর্ণে তাঁহার শান্তিপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করেন ততক্ষণ তিনি কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না। এই জন্য সৃষ্টি কালাবধি সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। সহস্র সহস্র পৌত্তলিক সম্প্রদায়ও ঈশ্বরকে দেখিয়াছি এবং ঈশ্বরের উপদেশ শুনিয়াছি কল্পনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস-নয়নে ঈশ্বরকে দেখিতে চান, এবং শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত বিবেককর্ণে তাঁহার কথা শুনিতে চান, তাঁহারাই যথার্থ রূপে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রিয়তম মধুর বাক্য শ্রবণ করেন। ঈশ্বর, ভক্তকে দর্শন দেন, এবং ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন; কিন্তু সে দর্শন কি, কে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে? এবং সেই শ্রবণ কি, কে তাহা বুঝাইয়া দিবে? ব্রহ্মের কোন আকার নাই যে, তিনি জড় চক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন; তিনি কোন পরিমিত বস্তু নহেন যে আমাদের বুদ্ধি তাঁহাকে আয়ত্ত করিবে। তাঁহার কোন পার্থিব মুখ নাই যে তাহা দ্বারা তিনি মনুষ্যের সঙ্গে কথা বলিবেন, তবে কোথায় গেলে আমরা তাঁহার দর্শন পাইব, এবং কিরূপে তাঁহার কথা শুনিব? যেখানে কোন কোলাহল নাই যেখানে কোন আড়ম্বর নাই, সেই নিভৃত স্থানে তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, এবং সেই গোপনে তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁহাকে এইরূপে দর্শন না করিলে এবং স্বকর্ণে সেই নিস্তব্ধ স্থানে তাঁহার মুখের কথা না শুনিলে জীবাত্মার পরিত্রাণ নাই। এমন মানুষ কে যে বাহিরে ঈশ্বর দর্শন প্রতীক্ষা করিবে এবং বাহিরের কর্ণে ব্রহ্মের কথা শুনিতে যাহার ইচ্ছা হইবে? অন্তরে আমাদের ব্রহ্ম দর্শন, এবং সেখানেই আমরা ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করি। ব্রাহ্মগণ! যদি সেই গুরুর গুরু পরম গুরুর কথা শুনিতে চাও, তবে বাহিরের সমুদয় ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর, সেখানে যদি শিষ্যগণ নিমেষের মধ্যে সেই গুরুর কথা শুনিতে না পায় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যাবাদীদিগের ধর্ম্ম। ঈশ্বর দর্শন দেন ইহা যদি সত্য হইল তবে নিশ্চয়ই তিনি কথা বলেন। যেখানে পুস্তকের জ্ঞান নিষ্ফল যেখানে গুরু উপদেশ দিতে পারেন না, সেখানে কি দয়াময় গুরু তাঁহার নিরাশ্রয় শিষ্যদিগের সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন? যখনই অসহায় হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করি, তখনই তিনি তাহার উত্তর দান করিবেন। কত গুলি প্রার্থনা সূচক শব্দ উচ্চারণ করা কি প্রার্থনা? প্রার্থনার অর্থ কি? শূন্য আকাশের নিকট কি আমরা প্রার্থনা করিতে পারি? প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এমন কেহই নিকটে নাই অথচ প্রার্থনা করিতেছি ইহাও কি সম্ভব? প্রার্থনার এক ভাগ জীবের, আর এক ভাগ পরমেশ্বরের। জীব প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলিয়া উত্তর দান করিবেন। এক দিকে প্রার্থী দীন বেশে ব্রহ্মের ভাণ্ডারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া 'পুণ্যবস্ত্র' চায়, আর এক দিক হইতে দ্বার খুলিয়া ব্রহ্ম স্বহস্তে সেই ভিক্ষা দান করেন। এক দিকে ব্রাহ্ম প্রার্থনা করেন, আর এক দিকে ব্রহ্ম কথা বলিয়া তাহা পূর্ণ করেন। তুমি প্রার্থনা করিলে; তিনি উত্তর দিলেন কি না তাহা কিন্তু শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিলে না। প্রার্থনা করিয়া অমনি সংসারে ফিরিয়া যাইতেছ অধিক কাল তুমি পিতার দ্বারে দাঁড়াইতে পারিলে না। "দাও পিতা, মুক্তি দাও, পরিত্রাণ দাও, ভক্তি দাও, পবিত্রতা দাও" ব্রাহ্মগণ তোমরা সরল অন্তঃকরণে প্রতিদিন পিতাকে এসকল কথা বলিয়া থাক ইহা মানিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি স্থির হইয়া পিতা তোমাদের কথার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ কর? যে দিন তাঁহার নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিলে হয়ত তিনি সেই দিন রুদ্র মূর্ত্তি ধরিলেন, হয়ত সপ্তাহ কাল, তিনি এই মূর্ত্তি দেখাইবেন। হায়, ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম! তুমি কেন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিলে? যদি ক্রমাগত তাঁহাকে ডাকিতে না পার, প্রার্থনা করিয়া যদি উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিলে, তবে সেই প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে, হয়ত এই স্বর্গের দ্বার খুলিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু এমন সময় তুমি কোথায় চলিয়া গেলে। সেই ব্যক্তি; যে লোকের কাছে প্রার্থনা করিতে পারে বলিয়া কত গৌরব করিত, এখন সে কোথায়, ঈশ্বর তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সে হৃদয় স্থির রাখিতে পারিল না। যে দিন সুপ্রভাত হইল, সে দিন হৃদয়ের ভাবের সহিত কর যোড়ে ঈশ্বরের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু দিন না যাইতে যাইতে অধীর হইয়া পিতার উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিলাম না, এই অবস্থায় কে সুখী হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ! এই জন্য বলিতেছি, সাবধান হও, অস্থির হইলে চলিবে না। যদি প্রার্থনার ফল লাভ করিতে চাও তবে নিশ্চয় জানিও কেবল এক দিন প্রার্থনা করিলেই হইল না; পাপে ডুবিলাম, আত্মা অসাড় হইল, আর বাঁচি না আর বাঁচি না এ সকল কথা বলিয়া স্বর্গ রাজ্যকে

আমরা রোদনধ্বনিতে পূর্ণ করিতেছি; কিন্তু সন্তানদিগের ক্রন্দন শুনিয়া ঈশ্বর কি করিলেন তাহা আমরা শ্রবণ করিব না? সন্তানেরা রোদন করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল, পিতা নিঃশব্দে শুনিলেন; কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। ইহাও কি সম্ভব? যে পিতা সন্তান দিগের দুর্দশা দেখিয়া এরূপ কৌতুক দেখিতে পারেন সেই পিতা ছদ্মবেশী অসুর। তিনিই যথার্থ পিতা যিনি কপটাচারী পুত্রকেও উদ্ধার করেন। তিনি কপটকে বলেন "সন্তান! সরল অন্তরে আমার নিকট উপস্থিত হও, এখনই আমি তোমার সমুদয় দুঃখ দূর করিব।" যে কেহ তাঁহার দ্বারে সরল অন্তরে উপস্থিত হয় তাহাকে কথনই নিরাশ হইতে হয় না। পাপভার স্কন্ধে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সন্নিধানে যাইব। প্রার্থনার উত্তর তিনি নিশ্চয়ই দিবেন। ঈশ্বর প্রার্থনার দ্বারা আমাদিগকে প্রাণ দান করেন, এবং প্রার্থনার দ্বারা আমাদিগকে সজীব রাখেন। শীঘ্র শীঘ্র প্রার্থনা করিলেই জীবনের ব্রত সাধন হইল, কখনই এই প্রকার মনে করিও না। পৃথিবী হইতে প্রার্থনা গেল; কিন্তু স্বর্গ হইতে ধন আসিল কি না তাহা দেখিলে না; এই অবস্থায় কেহই ধর্ম্মরাজ্যে অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রতি দিন তোমার হৃদয় কি চায় পিতার নিকট স্পষ্ট করিয়া বল, এবং প্রতিদিন তিনি তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সমস্ত দিন কি করিবে, প্রাতঃকালে প্রার্থনার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। এই রূপে প্রার্থনার সাধন কর, দেখ তিনি শিক্ষক হইয়া উপদেশ দেন কি না? কি তোমাদের চাই? যদি জ্ঞান চাও, তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি যে জ্ঞান দিবেন, জগতে আর কাহার সাধ্য তোমাকে তেমন জ্ঞান দান করে। যদি পুণ্য চাও তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হও। যতক্ষণ না তিনি পুণ্য আনিয়া দেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইও না। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে কি হইবে, কথনও এই প্রকার ফল বিচার করিওনা। তোমার কথায় নিশ্চয়ই তিনি উত্তর দিবেন। তেমনই স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবেন যেমন তুমি স্পষ্ট রূপে তাঁহাকে এক একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি যতই কাতর ভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে চেষ্টা করিবে, তিনি ততই উজ্জ্বল রূপে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রসারণ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবেন। যতই তুমি তাঁহারপ্রেমের অনুপযুক্ত বলিয়া লজ্জিত হইবে ততই সুন্দর রূপে তাঁহার সেই প্রেমচক্ষু তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। কেবল প্রার্থনা করিলেই হইল না, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কিরূপে পিতা প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার উত্তর যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ পড়িয়া থাকিব এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যদি প্রার্থনার উত্তর না চাও তবে কি উপাসনার সময় দুটী কথা বলিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে চাও? প্রতি রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া প্রার্থনা করিতেছ, যদি বল আজ পর্য্যন্ত স্বর্গ হইতে তোমাদের প্রার্থনার কোন উত্তর আসিল না, জগৎ কি এমনই মূর্খ যে তোমাদের এই কথা বিশ্বাস করিবে? যিনি প্রতি রবিবারে এখানে শত শত ব্যক্তির মনের অন্ধকার দূর করেন, এবং শত শত তাপিত হৃদয়ে শান্তি বিধান করেন। তিনি কখনও তোমাদের কথায় উত্তর দিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ব্রাহ্মগণ! পিতার ব্যাপার তোমরা অস্বীকার করিতে পার না। পিতার নিকট আসিয়া কত শান্তি কত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ, তাহা মনে করিয়া কি কখনও তোমাদের মন আর্দ্র হয় না? অতএব পিতা যে তোমাদের প্রার্থনা শুনেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনা যে পূর্ণ করেন ইহাতে আর অবিশ্বাস করিও না। প্রতিদিন যেমন তাঁহার প্রেম মুখ উজ্জ্বলতর রূপে দেখিবে তেমনি স্পষ্ট রূপে তাঁহার মধুরতর উপদেশ শুনিবে। যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহাদের জন্য স্বর্গ রাজ্যের দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লেখা আছে "কথা বল, কথা শুন।" যে কথাটী তুমি বল সে কথা সম্বন্ধে পিতার কি বলিবার আছে তাহা শ্রবণ কর। হয় দেখাও আজ্ পিতার নিকট ভিক্ষা করিয়া এই ধন পাইয়াছি নতুবা বল যে, পিতার নিকট আজ আমি কিছুই চাহি নাই। কপটতা কাহাকে শান্তি দিতে পারে? ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি পিতাকে মনের কথা বলেন, এবং পিতার মধুময় কথা শ্রবণ করেন!!

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

অনেক দিন হইতে আমরা ভ্রাতৃভাব সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তাহার কোন উত্তর আসিয়াছে কি না? কিছুই নহে। যদি আসিত তাহা হইলে এ বিষয়ের কার্য্য তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হইত, সঙ্গতে আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হইত না। ঈশ্বর নিয়তই উত্তর দিতেছেন। কিন্তু তাহা কে শুনে? তিনি শক্তির শক্তি হইয়া যেমন জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, তেমনি জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া নিয়ত শুভ বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন। তিনি যাহা বলেন তাহা সাধন করিবার জন্য বলও নিশ্চয় বিধান করিয়া থাকেন আমরা শুভ বুদ্ধির উত্তেজনায় ভাল কাজ করিয়া যদি কখন তাহার বিরুদ্ধে একটী কথা বলি তাহাতে ঈশ্বরের ভয়ানক অবমাননা করা হয় তাঁহার বাক্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়। এইরূপ

ব্যবহারে আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর আসিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মদিগের এক দিন আর এক দিনকে, এক মাস আর এক মাসকে, এক বৎসর আর এক বৎসরকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র বুদ্ধির স্রোতে জীবনস্রোতে ভাসাইতেছেন।

এক্ষণে আদেশের কথা উত্থাপন করিয়া দুইটী ফল লাভ হইতে পারে—এক তাহা প্রতিপালন করিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, নয় সংশয় আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। মানুষ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বিবেকের কার্য্য ও ঈশ্বরের আদেশ পৃথক পৃথক পদার্থ মনে করে কিন্তু বস্তুতঃ এ উভয়ই এক। আমরা বিবেকের একটী স্বতন্ত্র রাজ্য কল্পনা করিয়া কেবল সুবিধার ধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা করি, ঈশ্বরকে ফাঁকি দিব মনে করি। বস্তুতঃ যাহাকে উচিত বলি তাহা যদি ঈশ্বরের আদেশ না হয় তবে তাহা প্রকৃত পক্ষে উচিত নহে—আমাদিগের কল্পনা এক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুচিতও হইতে পারে।

পৌত্তলিকেরা জড় পদার্থের উপাসক হইয়াও তাহাদিগের দেবতাকে জাগ্রত বলে। আমরা নিরাকার ঈশ্বর মানি বলিয়া তিনি কিছু করেন না কিছু বলেন না প্রার্থনা করিলে উত্তর দেন না এইরূপ কি বিশ্বাস করিতে হইবে? আমাদিগের ঈশ্বরের ন্যায় জাগ্রত—জীবন্ত ও জ্ঞানময় দেবতা কে হইতে পারে? তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার একটী মীমাংসা না হইলে ছাড়িব না এইভাবে কেহ কি পড়িয়া থাকেন? ঈশ্বর দেখিতেছেন না শুনিতেছেন না এমন ত কখনই হইতে পারে না। যদি প্রতিদিনের প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, গ্রাহ্য না হইবার কারণ ত বলিয়া দিবেন। এক সময় ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া উপাসনা করিতে গেলাম কোন উত্তর পাইলাম না; কিন্তু এস্থলে ঈশ্বরের বাক্য এই—অগ্রে ভ্রাতার সহিত সম্মিলন করিয়া আইস পরে দ্বার উন্মুক্ত হইবে। অনেক সময় প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু হৃদয় পাপ চিন্তা বা সংসারবাসনায় পরিপূর্ণ এস্থলে "কপটের প্রার্থনা শুনিব না,, তাঁহার এই উত্তর। অনেক সময় উপাসনাকালে জানিয়া শুনিয়া প্রতারণার পর প্রতারণা করিয়া থাকি। ন্যায় শাস্ত্রমতে বলি অদ্য শুষ্ক হৃদয়ে প্রার্থনা হইল না; কিন্তু তাঁহার আদেশ" কপট চলিয়া যাও"। আমরা Imparátive কে Indicative করিয়া লই এইটী আমাদিগের মহৎ দোষ।

যিনি যখন সাধন আবশ্যক বোধ করেন তখনই তাঁহার সাধনের প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রার্থী সন্তানের প্রার্থনায় উত্তর দেন ইহা একবার বিশ্বাস হইলে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করা হইয়াছে তাহা সাধন করিতেই হইবে, পলাইবার পথ নাই। আমরা অনেক কার্য্য করিতেছি যথার্থ কিন্তু তাঁহার কার্য্য করিবার যে সুখ ও শান্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। খাটিয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হইলাম অথচ পরিশ্রমের পুরস্কার পাইলাম না ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়

ঈশ্বরের আদেশ পাইলে আর সংশয় ও ভাবনা থাকে না। কালিদাস যেমন সরস্বতীর বরে যাহা বলিতেন তাহাই কবিতা হইত সেই রূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে Inspiration পাইলে সাধক যাহা করিবেন তাহাই হইবে এবং যাহা তাঁহার আদেশ তাহাই তিনি করিবেন। অবিশ্বাসের আবরণ দূর হইলেই কর্ত্তব্য ও আদেশ এক হইয়া যাইবে। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই "হে ঈশ্বর! উচিতকে আদেশ করিয়া দাও।"

আদেশ সাধনের দুইটী উপায় অবলম্বনীয়

১। উচিতকে আদেশ বলিয়া যাহাতে ধরিতে পারি তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা।

২। যেখানে আদেশ ব[illegible]ও জানিতে পারি না এবং উচিত বুঝিতে পারি না সেখানে প্রার্থনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করা, কি আজ্ঞা হয় একটা মীমাংসা না হইলে প্রার্থনা না ছাড়া।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

আষাঢ়। শ্রাবণ ১৭৯৩।

আয়

		আষাঢ়	শ্রাবণ	একুন
এককালীন দান		৫৯॥০	৫৮৶০	
মাসিক দান সংগ্রহ	...	৯১৮১০	৭৭৮/১০	
শুভ কর্ম্মের দান	...	৬	১	
পুস্তক বিক্রয়	...	১২।৫	৮৩।০	
অপরের পুস্তক বিক্রয় গচ্ছিত		১৩৯৮/১০,	৯৬১০	
ক্ষুদ্র আয়	...	২৫।০	১৮৸০	
		৩৩৪॥৵৫	২৭৯৮/০	৬১৪।৶৫

ব্যয়

বাটী ভাড়া	...	৬৩	০
পাথেয়	...	১০॥/০	১২/০
উপজীবিকা	...	১৫১॥৶১০	১৫০/০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	১৪॥/১০	১৪/০
বিবাহ আইন সম্বন্ধে		২৩	২।৶০
পুস্তক বাদাম দপ্তরী		০	২০
অপরের গচ্ছিত শোধ		১৩৫॥৵০	৯১॥৶০
		৩৯৫॥০	২৯০।/০ ৬৮৫৸/০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩রা আশ্বিন তারিখে মুদ্রিত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ ১৮ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৭৯৩ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ ডাকমাশুল ১॥০

সহবাসের জন্য প্রার্থনা।

হে হৃদয়বাসী প্রেমময় পরমেশ! এ জীবন কেবল সংসার সংসার করিয়াই গেল। সমস্ত জীবন সংসারের সেবাতেই অতিবাহিত হইল। তাহার সঙ্গেই চিরবন্ধুতা, তাহার মধ্যেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। এমনি তাহার সহিত হৃদয়ের গাঢ় যোগ যে ইচ্ছা করিলেও সে বন্ধন ছেদন করা যায় না। বল পিতা ইহার আকর্ষণ ছাড়িয়া কিরূপে তবে তোমার সহবাসে থাকিব? এমনই সংসারাসক্ত মন তোমার সঙ্গে যে দুদণ্ড বসিয়া প্রাণ জুড়াইব, হৃদয় মন পবিত্র ও শীতল করিব তাহাও ঘাটয়া উঠে না। প্রভো! তোমার সহবাসের অমৃতসরোবরে না ডুবিলে পাপ মলিনতা যে আর প্রক্ষালিত হয় না। নাথ! চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্ধকার, আবার উন্মীলন করিলেও চারিদিক কেবল জড় পদার্থে পরিপূর্ণ, কোথায় তুমি, কোথায় তোমার অসীম ব্যাপ্তি! তোমার সেই অতীন্দ্রিয় চৈতন্য পূর্ণ সত্তাসাগরে আমাদিগকে অবগাহন করিতে দেও। হৃদয় মন আর কখন সংসারে তৃপ্ত না হইয়া দিবা নিশি যেন কেবল তোমার সঙ্গে থাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। হে দীনশরণ! সেই জ্বলন্ত জ্যোতিপূর্ণ পবিত্র আবির্ভাবের মধ্যেই পরিত্রাণ জীবন সুখ শান্তি। তোমার ঐ আবির্ভাব জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই, আর পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। তাই ডাকিতেছি পিতঃ তোমার দেবদুর্ল্লভ সহবাস সম্ভোগ করিতে দেও। শরীর পৃথিবীতে বিচরণ করুক ও তোমার কার্য্য সাধন করুক ও আত্মা তোমার ঐ অনন্ত সরোবরে ভাসমান হইয়া তোমার প্রেমে বিমুগ্ধ হউক, প্রভো! কৃপা করিয়া এই দিন শীঘ্র আনিয়া দেও। দিবা নিশি তোমার সহবাস-সুখে নিমগ্ন কর, তোমার সঙ্গ যেন জীবনের সকল ব্যাপারের মধ্যেই থাকে, কি কার্য্য কালে, কি শয়নে স্বপ্নে, কি অশন বসনে সকল অবস্থাতেই যেন তোমার প্রতি দৃষ্টি থাকে। তোমার সহবাসই যেন আমাদের সুখ সম্পদ হয়, তোমাতেই যেন আমরা জীবিত থাকি। হে প্রাণদাতা কবে বল তুমি আমাদের প্রাণ হইবে। আমরা এক দণ্ডও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, মনের এরূপ অবস্থা কবে হইবে। পিতা সংসার তো মৃত্যু ছায়াও কল্পনার প্রতিকৃতি, তোমাভিন্ন জগতে আর জীবন সত্য সার কি আছে? পিতা এক একবার উপাসনাতে তো পাপ যায় না? তোমার নিত্য সহবাস না পাইলে আর নিশ্চিন্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি না, তাই প্রার্থনা

করি পিতা তোমার চরণের ধূলি করিয়া রাখ, তোমার সহবাসে আমাদিগকে নিত্য সুখ শান্তি পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে দেও।

ধার্ম্মিকের বীরত্ব।

সত্যের অলৌকিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যাঁহার মন একবার বিমুগ্ধ হইয়াছে, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতার মধ্যে যিনি একবার সেই ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী সত্যের মহিমা এবং দুর্জ্জয় পরাক্রম অবলোকন করিয়াছেন, তিনি এক হস্তে আপনার জীবন এবং অপর হস্তে সত্য শাস্ত্র লইয়া বিপুল বিঘ্ন রাশির সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভ্রম কুসংস্কার পৌত্তলিকতার প্রাচীন দুর্গকে ভগ্ন করিয়া সেখানে সত্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা তাঁহার চিরজীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে। তিনি আপনার সুখ সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়া সত্য-প্রাণ হইয়া সেই ন্যায়বান্ বিশ্বপতি মহেশ্বরের প্রিয় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সত্য ও সরলতার গৌরব ও শক্তি পৃথিবীর সকল প্রকার বুদ্ধি কৌশল, সকল প্রকার বল বিক্রমকে পরাস্ত করে। সত্যানুরাগী সাধুরা প্রকৃতির গূঢ় অভ্যন্তরে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল ইচ্ছা সন্দর্শন করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে তাহার অনুসরণ করেন। যখন তিনি দেখেন তাঁহার অবলম্বিত সত্য সেই অনন্ত শক্তি ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তিনি দুর্ব্বল হইয়াও সিংহের ন্যায় বলীয়ান হন। যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শাসনে জগৎ বিকম্পিত, তাঁহাকে সহায় জানিয়া তিনি নির্ভয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরণ করেন। তিনি সমুদায় মানাভিমান পার্থিব গৌরব ও ক্ষমতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটদিগকেও পদানত করেন। যেখানে নিকৃষ্টহৃদয় হীনমতি মানব কিঞ্চিৎ সুখ ত্যাগ স্বীকারের ভয়ে বিবিধ উপায়ে কুটিল কৌশল জাল বিস্তার করিয়া নীচ মিথ্যা উপায়ের শরণাপন্ন হয়, সরলতাপ্রিয় সত্যবান্ ব্যক্তি সেখানে অকুতোভয়ে অতি সহজ এবং সরল সত্য পথ দিয়া চলিয়া যান। এইরূপে যিনি পার্থিব মান ঐশ্বর্য্যকে ধূলিবৎ জ্ঞান করিয়া জ্ঞানিদিগের জ্ঞানাভিমান, ধনিদিগের ধনাভিমানকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু মনে করেন, অগণ্য অগণ্য সেনানী পরিবেষ্টিত নর পতিকেও যিনি ভয় করেন না, সেই ধর্ম্মবীর স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগকে আমারা প্রণাম করি। সেইরূপ সৎ সাহসী বীর পুরুষ দিগকে আমরা ভক্তি করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারাই কেবল সত্যের সমষ্টি ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিবার উপযুক্ত।

কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজ-সংস্কার, প্রত্যেক সংস্কার কার্য্যে বীরত্ব আবশ্যক। যাঁহারা মনুষ্যত্বের পবিত্রতম উচ্চ অধিকার অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের অর্থশূন্য নিন্দা তিরস্কার ভয়ে কদাপি তাহার অবমাননা করিতে পারেন না। প্রচুর অত্যাচার সহ্য করিতে হইলেও বিশ্বাসের বিপরীত পথে পদ সঞ্চালন করিতে তাঁহাদের এমন এক প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয় যে কিছুতেই তাহা সংসাধন করিতে পারেন না। যখন শত্রু মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সত্য ও অসত্যের সন্ধিস্থলে আন্দোলিত হন তখন তাঁহার জাগ্রৎ উজ্জ্বল বিবেক হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞাবাণী গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে প্রাণপণ যত্নে সত্য রক্ষা করিতে উপদেশ দেয়। তিনি অন্ধকার গৃহে বসিয়া লোকের অগোচরেও বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্যে সম্মত হইতে পারেন না। সত্যপরায়ণ সাধুর নিকট সংসারের কীট স্বার্থপর মনুষ্যেরা ভয় পায়; কেন না সাধুরা নির্দ্দয় রূপে স্বার্থপরতার মূলে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। বিদ্বেষের নির-

পেক্ষ সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহার সুখ দুঃখ নির্ভর করে। যৎকালে জনসমাজ পাপমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া পিশাচবৎ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত স্বভাবের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে থাকে, মহা অত্যাচার মনুষ্য পরিবারকে এক কালে বিনাশের পথে লইয়া যায়, তখন সেই বীরাত্মা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পাপের স্রোত ফিরাইয়া দিতে পারে? যখন সকলে আপনাপন সুখের জন্য দিবানিশি অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, সমাজের দুর্গতি দেখিয়াও দেখে না, তখন কোন্ মহাপুরুষ তাহাদিগকে নীচ সুখের দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চ সিংহাসনে উপবেশনে অধিকার দান করেন? আত্মসুখত্যাগী মানব কুলের বন্ধুদিগকে আমরা ধন্যবাদ করি। হায়! তাঁহাদের ন্যায় সরলতা সত্যপ্রিয়তা ব্রাহ্ম জীবনকে কবে সুসজ্জিত করিবে। হায়! কবে আমাদের সেই সাধু ভাব অনুকরণ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইবে।

এই বঙ্গসমাজে কুসংস্কার রহিত বিদ্যা সভ্যতায় উন্নত লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন এমন লোকের অভাব নাই। প্রখর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর যুবা যাঁহারা বিদ্যালয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এমন সকল যুবাও অনেক আছেন। কিন্তু উদারচিত্ত, সাহসী, সত্যপরায়ণ লোক অতি বিরল। নীচতা অভদ্রতা নিকৃষ্ট কামনা বিহীন হইয়া মানবীয় মহত্ত্ব এবং জীবনের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিতে পারেন এরূপ লোক অতি দুষ্প্রাপ্য। সাধুদিগের জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত সকল জাজ্বল্যমান আমাদের নয়নের সমক্ষে রহিয়াছে, কিন্তু কয় ব্যক্তি সেই উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করেন? কোন রূপে সুখে সচ্ছন্দে জীবনটা গত করিতে পারিলেই হইল অধিকাংশ লোকের এই ইচ্ছা। কিন্তু ধর্ম্মবিহীন তস্করেরাও কি সেরূপ জীবন কর্ত্তন করে না? কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত! মৃতশরীরেও জীবন সঞ্চারিত হয়, তথাপি প্রবীন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চৈতন্য উদয় হয় না। যখন সেই কাল নিশাবসানে জুডাস্কেরিয়টকে সমভিব্যবহারে লইয়া সশস্ত্র যিহুদাগণ বীরাগ্রগণ্য মহাবীর দিগকে উদ্যান মধ্যে অন্বেষণ করিতেছিল তখন তিনি কি বলিলেন? সরল শিশুর ন্যায় নির্ভয়ে বলিলেন "তোমরা কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ?" তাহারা বলিল নেজ্রারেৎবাসী ঈশাকে। তখন তিনি বলিলেন "আমিই সেই ঈশা।" এই বলিয়া শত্রু হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এ ভাব স্মরণে কি মৃত শরীরও রোমাঞ্চিত হয় না? যৎকালে আবুতালেব মেক্কাবাসী পৌত্তলিক আরবদিগের ভয়ে ভ্রাতষ্পুত্র মহম্মদকে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করাতে সানুনয়ে নিষেধ করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তখন কি বলিলেন? তিনি বলিলেন "যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া নিষেধ করেন তথাপি আমি ইহা হইতে কখন ক্ষান্ত হইব না।" যেকালে পাপের একাধিপত্য বশতঃ ধর্ম্ম যাজকগণ পর্য্যন্ত অতি জঘন্য পাপাচরণে নিযুক্ত ছিলেন। পোপদিগের অনুমতি পত্র কোন রূপে হস্তগত করিতে পারিলেই অবাধে পাপ করিয়া নির্দ্দোষী হওয়া যাইত, তখন সেই পোপদিগের শাসনের মধ্যে থাকিয়াও লুথার বজ্রস্বনিতে বলিলেন "এই অনুমতি পত্র কাগজ আর কালী ভিন্ন কিছুই নহে।" এই বাক্যে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তজ্জন্য তাঁহার বিচার দিনে এক প্রকাণ্ড গৃহে সভা আহূত হইল। এক দিকে ধর্ম্মাভিমানী অহঙ্কারী বকগ্রীবা প্রধান ধর্ম্ম যাজকগণ এবং তদ্দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী ও রাজপুত্রগণ, অপর দিকে অতি দুর্ব্বল দুঃখী সত্যের সেবক লুথার। যখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস সভার

মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ঘণ্টা কাল অগ্নির ন্যায় বক্তৃতা করিলেন, সেই দিন হইতে এক প্রকাণ্ড ধৰ্ম্ম বিপ্লব আরম্ভ হইল। যখন ক্রোধান্ধ বিপক্ষ গণ ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি সহকারে লুথারকে তাঁহার পোপের বিরুদ্ধ বাক্য সকল প্রত্যাহরণ করিতে বলিল তখন সেই অবস্থায় অতি ভীষণ সিংহের ন্যায় লুথার মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিলেন, "যদি ধৰ্ম্ম পুস্তকের প্রমাণ দ্বারা আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পার তবে কর নতুবা আমি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি না, আমি এই দণ্ডায়মান রহিলাম, ঈশ্বর আমার সহায়তা করিবেন।" কি সাহস! কি বীরত্ব! আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ যখন নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট এই রূপ পরীক্ষায় পতিত হন, তখন কি আমরা ঐরূপ বীরত্বের কণা মাত্র প্রত্যাশা করিতে পারি? অথবা পিউরিটানদিগের প্রধান মহাত্মা জন নক্স যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কি সেরূপ কেহ দেখাইতে পারেন? একদা যখন উক্ত স্কট্‌লণ্ডবাসী জন নক্সকে তাঁহার কতিপয় সঙ্গীসহ বিপক্ষ গণ ধৃত করিয়া লইয়া বন্ধন দশায় রাখিয়া ছিল এবং ভার্জ্জিন মেরীর দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে উপাসনা করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছিল তখন তিনি কেমন আশ্চর্য্য সাহস ও সরলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পৰ্য্যায় ক্রমে যখন ঐ মূর্ত্তি জন নক্সের নিকট আনিয়া বলিল "রে স্বধৰ্ম্মত্যাগি! এই ইনি পরমেশ্বরের মা, ইহাঁকে পূজা কর।" জন নক্স অতি সরল ভাবে আশ্চৰ্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কি পরমেশ্বর মা? পরমেশ্বরের আবার মা আছে? কখনই না ইহা এক খণ্ড চিত্রিত কাষ্ঠ ফলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা দ্বারা জলে সাঁতার খেলা যাইতে পারে।" দেখ! কেমন সুমিষ্ট সরলতা। আমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি এই দুর্গা পূজার সময় গুরুজন কর্ত্তৃক পুত্তলিকার পদে অঙ্গুলি প্রদানে অনুরুদ্ধ হইয়া ঐরূপ সরল ভাবে সহজ এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারেন যে ইহাতো রাম হরি পালের নির্ম্মিত কতকগুলি বিচিত্রিত তৃণ রজ্জু ও মৃত্তিকার সমষ্টি, ইহা কেবল বালকদিগের ক্রীড়ার বস্তু। আহা! সাধুদিগের কি চমৎকার বীরত্ব! ইহাতে অহংকার নাই, কেবলই সরলতা। বেশি কিছুই বলিতে হইবে না, যাহা সত্য প্রত্যক্ষ তাহাই সরল কথায় প্রকাশ করা। প্রিয় ব্রাহ্ম গণ! সত্য গোপন করিয়া কপটতা করার আর সুখ নাই, উহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কিছু নূতন ভাব দেখাও চারিদিকে আন্দোলিত হইতে থাকুক, এক বার ঐরূপ বীরবেশে ব্রাহ্মধৰ্ম্ম সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হও। বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া পাকে চক্রে আর পৌত্তলিকতার চরণে আপনার মহত্ত্ব বিক্রয় করিও না। পৌত্তলিকতার বেদি পরিবার হইতে চির দিনের জন্য বিনাশ করিয়া সেই দয়াময় অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর। কুসংস্কারাসক্ত ভ্রমান্ধ লোকেরা তাহাতে বিরক্ত; কিন্তু তাহাতে স্বর্গস্থ দেবতাগণ তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিবেন।

প্রার্থনার গভীরতা।

যিনি অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক চক্ষে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের মূলতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই প্রার্থনাকে ব্রাহ্মসমাজের একটী স্তম্ভ রূপে প্রতীত করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যে অবধি ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনার ভাব প্রবেশ করিয়াছে সেই অবধি ইহার স্রোতঃ অন্যতর হইয়াছে। সেই অবধিই ব্রাহ্মসমাজে নূতন জীবন আসিয়াছে, সেই অবধিই ঈশ্বরের সহিত ব্রাহ্মমণ্ডলীর ব্যক্তিগত যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিহাস অতি নিগূঢ় ও রমণীয়; কিন্তু যদিও এখন এই প্রার্থনা ব্রাহ্মমণ্ডলীর অস্থি মাংসে প্রবিষ্ট

হইয়াছে, যদিও ইহার আলোক প্রত্যেক উপাসকের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছে সত্য, তথাপি এখনও পর্য্যন্ত ঐ প্রার্থনা জীবনের মূলদেশে অঙ্কুরিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আত্মার একটী চির প্রত্যক্ষ যোগস্রোতের সুগভীর পরিষ্কার পথ উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশের প্রার্থনা কেবল অভ্যাসগত প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু যে প্রার্থনায় ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন হয়, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হয় সে প্রার্থনার আস্বাদনে অনেকেই বঞ্চিত। এখন অনেকের প্রার্থনা করা একটা বিষম রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদীর্ঘ প্রার্থনা; কিন্তু হৃদয় শূন্য; সুললিত শব্দ বিন্যাস, কিন্তু অন্তরে ভাব নাই, এঅপরাধ উপাসকের জীবন নাশের কারণ, ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। সাধকদিগের নিকট এ সকল অত্যন্ত পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি প্রতিদিন প্রার্থনায় জীবন প্রতিপদ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী না হয় তাহার মত ভয়ানক দোষ ও দুঃখের ব্যাপার আর কি হইতে পারে? হে প্রভো! দুঃখের জলে তোমার চরণ অভিষিক্ত করি, এ মহাপাপের উপায় কি নাথ! তোমার প্রার্থনার মধ্যে এত অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে? পিতা এখন সে রত্ন পাইব কি? দিন দিন যে প্রার্থনার দ্বারা মস্তক তোমার নিকট অপরাধভারে অবনত হইল। পিতা এখন জানিলাম উপাসকদিগের এ অপরাধে সর্ব্বনাশ হয়। বল নাথ! আমরাও যে এ অপরাধে বড় অপরাধী, আমাদের কি নিষ্কৃতি নাই? প্রার্থনা করিয়াও শেষে মরিলাম, আর দুঃখের জলে বক্ষ ভাসাইতে পারি না একবার এসে উপায় কর।

ভ্রাতৃগণ! প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা অন্তর্জগতে নিয়ত অবস্থান। সুতরাং প্রার্থনার নিগূঢ় ভাব অতি উচ্চতর। এ অবস্থায় ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে যে ব্যবধান তাহা বিলুপ্ত হয়, যে ব্যবধানের জন্য তাঁহার প্রকাশচন্দ্রমা হৃদয়াকাশে উদিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রার্থনার সময় আত্মার একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই অবস্থায় অন্তরে সত্যের প্রস্রবণের নিকট হইতে নূতন সত্য আসিয়া থাকে। যে সত্য মনুষ্য বহু আয়াস ও যত্ন করিয়াও তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব কিছুতেই বুঝিতে সমর্থ হয় না। যাহা আপাততঃ জীবনের নিকট অভাবনীয় বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই দয়াময় পিতা স্বয়ং আত্মাতে প্রকাশ করেন। এই আধ্যাত্মিক অবস্থা আর কোন রূপে লাভ করা যায় না। প্রার্থনার এই সকল উচ্চ ভাব। যখন হৃদয় সেই প্রেম সিন্ধুর কণামাত্র প্রীতিরস আস্বাদন করে তখন সেই প্রেমের তরঙ্গ উথলিত হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম ধারা প্রবাহিত হয়। সে প্রেম কি আমরা চেষ্টা করিয়া কখনও পাইতে পারি? যখন সেই পুণ্যের চন্দ্রমার পবিত্র আলোক আত্মার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় তখনই পুণ্যের আলোকে অন্তরস্থিত সকল প্রকার পাপ মলিনতা তিরোহিত হয়। প্রার্থনার সময় কেমন এই উচ্চতম যোগ। সর্ব্বশক্তিমান্ পরম মহেশ্বরের চরণে প্রণত হইয়া সাধক তাঁহাতে নির্ভর করেন। বল তাঁহা হইতে উপাসকের অন্তরে আপনা হইতেই বিনিঃসৃত হয়। এই প্রার্থনার যথার্থ অবস্থা। এ অবস্থার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া যাঁহারা তাঁহাতে বিমুগ্ধ হন তাঁহারা প্রার্থনার অলৌকিক ভাব দেখিয়া চকিত হইয়া যান। আমরা কি এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকি? আমরা কি প্রার্থনার সময় তাঁহার আলোক সন্দর্শনে কৃতার্থ হই? হে প্রভো! প্রার্থনার সময় কোথায় তুমি! চারি দিক যে অন্ধকার, তোমার কাছে গিয়া কৈত বসিতে পাই না? হে দীননাথ এত দিন তোমার চরণে থাকিলাম কিন্তু অদ্যাপি প্রার্থনা করিতে শিখিলাম না। পিতঃ কি রূপে প্রার্থনা করিব বলিয়া দেও ঐ শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কি তোমাকে মনের কথা বলি?

এই প্রার্থনার সাগরে যতই ডুবিবে ততই অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইবে। জীবন সকল সৌন্দর্য্যের আকর পরম সুন্দর পুরুষকে অন্তরে অনুভব করিতে ব্যাকুল হইবে। প্রার্থনার গভীরতায় নিমগ্ন হও রসাল সুমধুর ভাব জীবনকে আচ্ছাদিত করিবে। ইহার অভাবনীয় ক্ষমতা অতি চমৎকার! বাস্তবিক যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয় তাহা কে আর কল্পনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে? প্রার্থনাতে আত্মার সকল দ্বার উদ্ঘাটিত হয় আর কোন দিন সে দ্বার অবরুদ্ধ হয় না। এক্ষণে প্রার্থনার নিগূঢ় কথা এই যে, ঐ অবস্থায় অনন্ত জীবনের একটী চির প্রস্রবণ খুলিয়া যায়। ঐ প্রার্থনা দ্বারা আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে এমন একটী অবস্থা সম্পাদিত হয় যে তাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে নিয়ত জ্ঞান ভাব বল পুণ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় সকলই আসিয়া থাকে। যে সময় যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই হৃদয়ে দয়াময় পিতা স্বয়ং প্রেরণ করেন। আমরা জীবনে এরূপপ্রার্থনার আস্বাদন করিতে না পারিলে মনের তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। ভ্রাতৃগণ! এস দেখি এই ভাবে তাঁহার নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা কর, তাঁহার সহিত জীবনের যোগ কর। এরূপ প্রার্থনার সাধন কর সকল প্রকার অসাধুতা বিদূরিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্জ্জয় পরাক্রম।

অদ্যাপি অনেকের সংস্কার যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাদৃশ উন্নত ও গভীর জ্ঞান সমন্বিত তাহাতে ইহা কখনই অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। দুঃখের কথা বলিতে কি অনেক ব্রাহ্মেরই এই রূপ বিশ্বাস। যাহারা আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপিত করিতে যায়, তাহাদেরই এইরূপ অবিশ্বাস সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাদেরই আত্মা সত্যের দুর্জ্জয় পরাক্রম ও দয়াময় পিতার অনন্ত শক্তির মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হয় না। কুটিল জ্ঞানের জটিল উপায় সকল সত্যের সরল সহজ গতির নিকট সাধ্য কি অগ্রসর হইতে পারে? তাহাদের সর্ব্ব প্রকার কৌশলজাল সত্যের তীব্র অস্ত্রের নিকট খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। মনুষ্য কল্পনাতেও যাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে না, সত্য সেই অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করেন, মনুষ্য যাহার কিছুই সাধন করিতে পারে না সত্য তাহাই অনতিক্রমণীয় বলে সম্পাদন করেন। সত্যের শান্ত মূর্ত্তি, কিন্তু সিংহের ন্যায় তাহার পরাক্রম, ইহা দেখিতে একটী সামান্য মানসিক ভাব; কিন্তু সমস্ত বিশ্ব ইহার পদানত দাস, ইহার কার্য্য দেখিতে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার বিস্তৃতি ত্রিভুবনের রাজাধিরাজ বিশ্বের প্রতিপালক ভূমা পরমেশ্বরকে লইয়া। সুতরাং যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের স্বহস্ত রচিত তাহা যে হৃদয়ে প্রবেশ করুক না কেন তাহাকে পরাক্রমশালী সম্রাট অপেক্ষাও যে বলীয়ান্ সাহসীও নির্ভীক করিবে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যেখানে ইহার প্রতিবন্ধক সেখানেই ইহার প্রভূত পরাক্রম। যেখানে কুসংস্কার পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানান্ধকার সেখানেই ইহার ঘোরতর সংগ্রাম। সমস্ত ভারত কেবল ইহার অলৌকিক শক্তিতে বিকম্পিত হইবে। ধনী নির্দ্ধন, জ্ঞানী মূর্খ কোন্ আকর্ষণে বিমুগ্ধ হইবে? সত্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, অলৌকিক শক্তিতে, সরল স্বাভাবিক ভাবে এবং অসাধারণ কোমলতায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যেরূপ আন্দোলিত করিতেছে তাহাতে নিশ্চয়ই ইহার বিশ্ববিজয়ী পরাক্রমে সকলের উন্নত মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইবে। এতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল আপনার আপনার ভাবের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু এখন ইহা সমস্ত পরিবারের জীবনের ধর্ম্ম হইয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উপাসনার সময় ব্রাহ্ম, কিন্তু কার্য্যের সময়

সংসারী, সমাজে ব্রাহ্ম কিন্তু পরিবারের মধ্যে পৌত্তলিক, মতে ব্রাহ্ম কিন্তু জীবনে স্বেচ্ছাচারী এইরূপ ভয়ানক ভাব ব্রাহ্মসমাজে কখনই আর তিষ্ঠিতে পারে না। ঈশ্বরের ভাবানুগত সমস্ত অনুষ্ঠান জীবনের সমষ্টি এই সত্যটী পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে মোহিত করিয়া দিবে, সকলের চিত্তকে বিস্ময়রসে প্লাবিত করিয়া দিবে। যে মান্দ্রাজ কুসংস্কারের দুর্গ স্বরূপ, যেখানে হিন্দুধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন বীরবেশে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় অতি সমারোহের সহিত একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে স্থানান্তরে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল। কে না বলিবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষকে বিশুদ্ধ সংস্কারে সংস্কৃত করিবে? এক ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত দেশকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি পবিত্রতা প্রেম ও স্বাধনীতায় সমুন্নত করিবে। দেশে দেশে পিতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, নগরে নগরে তাঁহার সুমধুর নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, গৃহে গৃহে তাঁহার পূজা সম্পাদিত হইবে এবং পরিবারে পরিবারে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ সাধিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বগীয় সংস্কার ভারতে আনয়ন করিবেন। পাঠকগণ! ব্রাহ্মগণ! একি সামান্য আশার কথা, পিতার প্রেমরাজ্যে সকল নরনারীতে ভাই ভগ্নীতে মিলিত হইয়া তাঁহার নামরসে মাতিব ইহা অপেক্ষা স্বর্গ আর কি হইতে পারে? এস প্রাণের সহিত পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদি তাঁহাকে দুঃখের কথা বলি। পাপে দেশ ডুবিল, হৃদয় নরকে মজিল, পিতার দয়াময় নাম উচ্চারণ করি তাঁহাকে জীবনে উপভোগ করি, তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করি। একবার যখন পিতার হস্তে পড়িয়াছি, তখন তিনি কি সহজে ছাড়িবেন? কখনই না। আমরা কেবল সত্যের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতে থাকি, পিতার শ্রীচরণে মোহিত হইতে থাকি তাহা হইলেই প্রাণের আশা চরিতার্থ হইবে। তাঁহাকে এই কথা বলি পিতঃ! তোমা ভিন্ন আর আমরা কিছুই চাহি না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২ই আশ্বিন শকঃ ১৭৯৩।

"উপদেষ্টা কহেন, অসারের অসার, অসারের অসার, তাবৎই অসার।"

পরমেশ্বর মনুষ্যের হিতের জন্য ইতিহাসে কথা কন। ইতিহাসের ঘটনা সকল তাঁহার স্বহস্তের রচনা। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তাঁহার শুভ সংকল্প বিদ্যমান। ধন্য সেই সাধু যিনি ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান অধ্যয়ন করেন! মূঢ় ব্যক্তির চক্ষু আছে বটে; কিন্তু ঘটনার মধ্যে যে ঈশ্বরের জ্ঞান কেমন উজ্জ্বল রূপে বিদ্যমান, তাহা সে দেখিতে পায় না। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর গম্ভীর ধ্বনিতে কি বলিতেছেন সে তাহা শুনিতে পায় না। চক্ষু থাকিতে সে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে সে বধির।

আমাদের বিশ্বাস চক্ষু সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিতে হইবে. নতুবা ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে কি উপদেশ দেন কখনই তাহা বুঝিতে পারিব না। ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা যে তিনি স্বয়ং সংঘটিত করেন তাহা নহে; কিন্তু যে সকল ঘটনা নিতান্ত জঘন্য এবং কলঙ্কিত মনুষ্যহস্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত তাহার মধ্যেও ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেন। পৃথিবী হইতে গরল উত্থিত হয়, তিনি স্বর্গে বসিয়া তাহা হইতে অমৃত উৎপন্ন করেন এবং তাহা দ্বারা জগতে সত্য শাস্ত্র প্রচারিত হয়। মনুষ্যের বিকৃত হৃদয় হইতে দুর্গন্ধ বিস্তার হইল, পৃথিবী হইতে গভীর অন্ধকার উঠিল; কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গ হইতে আলোক প্রেরণ করিলেন—সেই অগ্নি দেখিয়া জগতের দুর্গন্ধ, অন্ধকার সকলই তিরোহিত হইল। পাপিষ্ঠ অত্যাচারী ব্যক্তি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় জন সমাজে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ানক অত্যাচার করিল, কিন্তু সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর গম্ভীর ধ্বনিতে তাঁহার সত্য প্রচার করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। এই রূপ অত্যাচারে কত সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইল, এবং এই রূপ মহা বিপ্লবে কত নগর বিনষ্ট হইল কিন্তু পৃথিবীর এই পাপ স্রোতের মধ্যেও ঈশ্বর চিরকাল তাঁহার পরিত্রাণের সম্বাদ প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। কে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়? প্রকৃতির মধ্যে যেমন তাঁহার আদেশ, জগতের দুর্ঘটনার মধ্যেও

তেমনি তাঁহার আদেশ। ঈশ্বর সর্ব্বদাই সন্তানদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এক দিকে যেমন ভক্তদিগের হৃদয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন, তেমনি আবার সংসারী লোকদের সঙ্গেও তাহাদের উপযুক্ত ভাষাতে কথা কহিতেছেন। তিনি জানেন সংসারের যে সকল স্বামী, স্ত্রী, পুত্র এবং নগরবাসী মোহে অচেতন, তাহারা কোন মতেই তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশ শুনিবার অধিকারী হইতে চায় না, এই জন্য তাহাদের সঙ্গে তিনি অসাধারণ ঘটনা দ্বারা বজ্রধ্বনিতে কথা বলেন। সহস্র উপদেশ শুনিয়া তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, একটী অসামান্য ঘটনা দেখিলে অনায়াসে সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। ঈশ্বর যখন দেখিতে পান যে শত সহস্র ব্যক্তি পাপে ডুবিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি আশ্চর্য্য ঘটনার বজ্র ধ্বনিতে তাহাদিগকে সচকিত করেন। কে বলে ঈশ্বর কথা কন না? তিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের সঙ্গে, কি সাধু কি অসাধু, কি দীন কি ধনী, কি মূর্খ,কি পণ্ডিত, তাহাদের স্ব স্ব উপযুক্ত ভাষাতে সর্ব্বদা কথা বলিতেছেন। সাধু ভাব হইতে ঘটনা উৎপন্ন হয়, অসাধু ভাব হইতেও ঘটনা সকল বিনিঃসৃত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের এমনি শাসন তিনি মনুষ্যদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়াও সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপনার মঙ্গল নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন। যেসকল অসুর-প্রকৃতি মনুষ্য ইচ্ছাপুর্ব্বক তাঁহার শাসন অতিক্রম করে এবং যাহাদের অত্যাচারে মনুষ্যসমাজ আন্দোলিত এবং বিকম্পিত হয় সেই আসুরিক ব্যাপার সকলের মধ্যেও ঈশ্বর তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন, সেখানেও তিনি তাঁহার পরিত্রান শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন। বিশ্বাসী আত্মা সেই দুর্গন্ধময় ব্যাপারের মধ্যেও স্বর্গের উপদেশ শ্রবণ করে।

কয়েক দিন হইল একটী দুরন্ত যবন প্রকাশ্য স্থানে গত বুধবার বেলা ১১টার সময় আমাদের প্রধান বিচারপতির অঙ্গে ভয়ানক অস্ত্র বিদ্ধ করে। ভয়ানক দুরাচার হইতে এই ঘটনা উৎপন্ন হইয়াছে কে ইহাতে সন্দেহ করিবে? যে ব্যক্তি অকুতোভয়ে এক জন নিরপরাধী ভ্রাতাকে বধ করিতে পারে তাহার পাপ বিকারের অন্ত কোথায়। কিন্তু এই নরকের মধ্যেও, হে স্বর্গান্বেষিগণ! তোমরা স্বর্গ দেখিতে পাইবে। এই ঘটনা যদিও পাপ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় ইহা কত শত ব্যক্তিকে তাঁহার পুণ্য রাজ্যে লইয়া যাইবে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করে। ঈশ্বর এই ঘটনার দ্বারা অবশ্যই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য নানাবিধ সত্য প্রচার করিবেন। ইহাতেও যদি ব্রাহ্মদিগের চৈতন্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের বড় দুর্দ্দশা। কোন বিশেষ ব্যক্তি যাঁহাদের গুরু নহে, এবং যাঁহাদের মুক্তি শাস্ত্র কোন পুস্তকে বদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষ ঘটনাও যদি তাঁহাদের নিকট অর্থ শূন্য হয়, ইতিহাসের মধ্যেও যদি তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত না দেখিতে পান, তবে আর তাঁহাদের পরিত্রাণের উপায় নাই। যদিও এই ঘটনার মহা কোলাহল এখনও এই নগরকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম নিঃশব্দে ঈশ্বরের মুখ হইতে সুগম্ভীর পরিত্রাণের সম্বাদ শ্রবণ করিতেছেন। কত নির্জীব ব্রাহ্মের পক্ষে এই মৃত্যু প্রাণের কারণ হইবে। ইহা কত ব্যক্তিকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া সেই সারাৎসার নিত্য পরমেশ্বরের প্রতি আরও অনুরক্ত করিবে।

ঈশ্বর সন্তানদিগকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সন্তানেরা এমনি মূঢ় যে সহস্র বার বুঝাইলেও বুঝিবে না। প্রতিদিন দেখিতেছি জগতের তাবৎ বস্তুই অনিত্য—কিছুই স্থির নহে; চারিদিকে পরিবর্ত্তন, এই আলোক, এই অন্ধকার; এই জীবন, এই মৃত্যু; এই হর্ষ, এই বিষাদ; এই দিবা, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, এই নিশীথ অমাবস্যার গভীরতম অন্ধকার; এ সকল তিনি সর্ব্বদা সন্তানদিগের চক্ষে প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু জগদীশ্বর জানেন যাহারা মহারোগদ্বারা আক্রান্ত, যাহারা পশুর ন্যায় কেবল আহার বিহারেই জীবন বিনাশ করে; এ সকল সামান্য ঘটনাতে কোন মতেই তাহাদের চৈতন্য হয় না। এই জন্যই তিনি জগতে মধ্যে মধ্যে বিশেষ ঘটনা প্রেরণ করেন। তিনি জানেন সামান্য ব্যক্তির মৃত্যু তাঁহার সংসারাসক্ত সন্তানদিগকে জাগাইতে পারে না, এই জন্য তিনি আমাদের চক্ষের নিকট এই অসাধারণ ব্যাপার দেখাইলেন। যেখানে মহাপাপী যাইতে সাহস করে না, সেই পবিত্র স্থানে এক জন দুরন্ত যবন বেলা ১১টার সময় নিরপরাধী বিচারপতির প্রাণ বধ করিল। এমন স্থানে, এমন সময়ে, এত বড় লোককে মারিল, ইহা শুনিবামাত্র যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহারা জাগ্রৎ হইল যাহারা দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ ছিল তাহারা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দৌড়িতে লাগিল।

কেন নগরের মধ্যে এই অগ্নিময় স্রোত উঠিল? ব্রাহ্মগণ! স্থির হও, ইহার মধ্যে তোমাদিগকে ব্রহ্মের কথা শুনিতে হইবে। এই অসাধারণ ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইতে চলিল। এই ব্যাপারে সকলে কাঁপিয়া উঠিল। কাহারও মনে ভয়, কাহারও মনে ক্রোধ, কাহারও মনে প্রতিহিংসা উত্তেজিত হইল; কিন্তু ব্রাহ্মজগৎ ইহা হইতে সত্য লাভ করিবেন। এই ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর এমন কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যাহা অন্য ঘটনাতে পাওয়া যায় না। ইহাতে জীবনের অনিত্যতা স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। অনেক ব্রাহ্ম

মনে করিয়া আছেন সেই অন্তিমকালে প্রাণের তুল্য ভাই দিগকে আলিঙ্গন করিয়া শান্তভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সংসার হইতে বিদায় লইবেন; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! সাবধান, একবার এই বিচারপতির মৃত্যু স্মরণ কর। কে মনে করিয়াছিল হঠাৎ তাঁহার এই রূপে প্রাণ বিয়োগ হইবে? কোথায় রহিল তাঁহার উচ্চপদ, কোথায় রহিল তাঁহার ধন, কোথায় রহিল তাঁহার মান সম্ভ্রম, কোথায় রহিল তাঁহার বন্ধুগণ। এই ব্যক্তির অবস্থা শুনিলে কাহার না সংসারের প্রতি অবিশ্বাস হয়? এত বড় লোক যখন নিমেষের মধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া আপনার প্রিয় সহধর্ম্মিনীকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন হে ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম! কি রূপে আশা করিতেছ যে রোগের সময় দয়াময় নাম করিতে করিতে বন্ধুগণ হইতে বিদায় লইয়া সহাস্য মুখে পরলোকে যাইবে? তোমরা কি নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে তোমাদের কখনই এই প্রকার অস্থির অবস্থাতে পড়িতে হইবে না? কে বলিতে পারে আমরা প্রস্তুত মনে পরলোকে যাইব? যদি তোমরা এই প্রকার মনে কর, ইহা তোমাদের ভয়ানক ভ্রম। অপ্রস্তুত মনে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা ভয়ানক কিছুই নাই। যদি প্রতিদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাও যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছ তবেই হাসিতে হাসিতে পিতার নাম করিয়া পরলোকে যাইতে পারিবে। শ্মশান বৈরাগ্যে নির্ভর করিও না। এই দেখ নগরের শত সহস্র ব্যক্তি এই ঘটনায় চমকিত হইল, সংসার অনিত্য ইহা আজ স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলে, অন্তরে ক্ষণ কালের জন্য বৈরাগ্যের উদয় হইল; কিন্তু তাঁহাদের মন কোন মতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল না। এখনও পিতার চরণে আপনাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল না। ব্রাহ্মগন! এই ঘটনার মধ্যে যে মঙ্গল ভাব নিহিত তাহা পাঠ কর। ইহাতে ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে যখন তোমরা উচ্চপদে আরূঢ় হইবে তখন মৃত্যু সেখানে নাই কখনও এরূপ মনে করিও না। দেখ তোমাদের সম্মুখে এমন উচ্চপদস্থ বিচারপতি একটী সামান্য জঘন্য অত্যাচারী ব্যক্তি দ্বারা নিহত হইল। যখন এরূপ উচ্চতম ব্যক্তির এই অবস্থা হইল তখন তোমাদের ন্যায় সামান্য ব্রাহ্মের কি হইবে? অতএব বিনীত ভাবে এই শিক্ষা কর— "সংসারে নির্ভর করিবার তোমাদের কিছুই নাই।" এই ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও নিরাশ্রয় করিয়া দিলেন, তোমরা স্পষ্ট রূপে দেখিলে যিনি আজ চারি দিকে বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত ছিলেন, কাল তাঁহার দেহ মৃত্তিকার আচ্ছাদিত হইল; অতএব বল সেখানে যাই যেখানে মৃত্যু নাই। সেই স্থান ঈশ্বরের মঙ্গল চরণ। অনন্যগতি হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, ঘোর বিপদের মধ্যেও তিনি সহায় হইবেন, মৃত্যু শকট তাঁহার হুঙ্কারে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ঘটনা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হয়। অনেক ঘটনা দেখিয়াছি; কিন্তু আমরা নির্ব্বোধ, তিনি কেমন মঙ্গলময় এখনও বুঝিলাম না, তাঁহাকে চিনিলাম না। সুখ পাই না, শান্তি পাই না, তথাপি সংসারের দাসত্ব করি। এই বিচারপতির মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করুন, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শরণাগত হইতে শিক্ষা দিন। পরলোকে সেই বিচারপতির আত্মাকে শান্তি পবিত্রায় পরিপুষ্ট করুন এবং যাঁহাকে তিনি অনাথা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গল আশ্রয় দান করুন। এই ব্যাপার দেখিয়া এস ভ্রাতৃগণ! আমরা পিতার চরণ আরও জড়িয়া ধরি।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়; তাহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতেছে উপাসকগণের পক্ষে ইহা অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে যাঁহারা শুনেন তাঁহাদের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যিনি উপদেশ দেন তাঁহার ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাই। বেদি হইতে যাহা বলা হয় তাহা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। কেহ তাহাতে মনোযোগ করুন, আর না করুন তাহা ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য, তাহা হইতে কিছু না কিছু মঙ্গল হইবেই হইবে এই আশা করা যায়। তবে ইহা দ্বারা যদি দুই একটী ভাই ভগিনীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা হইলে তৃপ্তি লাভ হয়। এখন অনেক উচ্চ উচ্চ বিষয় অনেক প্রকারে বলা হইতেছে তাহার মতন কার্য্য না করিয়া অসাড় ভাবে কেবল শ্রবণ করিলে বড় দুর্দ্দশা। ইহা নিবারণের উপায় করা সাধকগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া যদি মন উত্তেজিত না হয় তাহা হইলে কখন যে হইবে বোধ হয় না। এখন, বিশ্বাসের গূঢ় ভাব বিষয়ের মূল সত্য সকল আলোচিত হইতেছে তাহা জীবন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কে কি করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ যদি ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিনের প্রার্থনার উত্তর না পান তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অধিক কাল স্থায়ী হইবে বোধ হয় না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন উত্তর কি রূপে আইসে

ইহা পরের কথা। প্রথমতঃ উত্তর আসে কি না এ বিষয়ে কাহার কত দূর বিশ্বাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে প্রার্থনার ফল কখন না কখন লাভ করিয়াছি, প্রার্থনা ভিন্ন আর কোন উপায়ে তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অজ্ঞানতার সময়ে জ্ঞান, দুর্ব্বলতার সময়ে বল, অশান্তির সময়ে শান্তি ও পাপের সময়ে পবিত্রতা প্রার্থনা করিয়া এইরূপ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে জ্ঞান, বল শান্তি ও পবিত্রতা এই চারিটী ফল পৃথক্ পৃথক্ বা সমষ্টি ভাবে লাভ করা যায়। কিন্তু এসকল ফল গাছের ফলের ন্যায়, ইহাতে প্রশ্নও নাই উত্তরও নাই কেবল কার্য্য কারণ গত সম্বন্ধ। প্রার্থনা—প্রশ্ন ও ফল-উত্তর, ঠিক এই ভাব দেখিতে না পাইলে প্রকৃত প্রার্থনা হইল বলা যায় না। বস্তুতঃ বীজ ও ফলের যোগের ন্যায় এই প্রশ্ন ও উত্তরের যোগ আছে। ধর্ম্ম জীবনের বর্ত্তমান আবশ্যকতার সময়ে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম যখন প্রশ্ন করেন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করি কি না তখন যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে 'হাঁ' এই উত্তর আইসে, যতবার প্রশ্ন করা যায় ততবার হাঁ স্পষ্টাক্ষরে ছাপান লেখার ন্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিদিনের প্রার্থনা না হউক সময়ে সময়ে বিশেষ দুরবস্থার সময় এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে কি না সকলের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে ধর্ম্ম পথে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদর্শন করেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে ধর্ম্মবুদ্ধির সম্মত বলিয়া তাঁহারা এক সময়ে যে কার্য্য করিয়াছেন পরে তাহার জন্য অনুতাপ করিয়াছেন কি না। একবার যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা হইতে আবার ফিরিয়া আছিয়াছেন কি না? যে ধর্ম্মবুদ্ধি এক বার যাহা আদেশ করে পুনরায় তাহা নিষেধ করে তবে তাহা ঈশ্বরের এবং তাহা হইতে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। আদেশের প্রকৃত লক্ষণ কি? ব্রাহ্মের পক্ষে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত, সত্য কথা কহা উচিত, পরোপকার করা উচিত, এ সকল সাধারণ বিশ্বাস, এসব বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ হয় না। এ সকল নিম্ন শ্রেণীর পাঠ, গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনা আপনি বুঝা যায়। যাহাতে পাপ পুণ্যের কথা তত আইসে না; কিন্তু যে বিষয়ে ত্বরায় একটা মীমাংসা করা জীবনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক তাহাই যথার্থ প্রশ্নের বিষয়। যেমন, আমি কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিব অথবা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিব? এরূপ আন্দোলনের অবস্থায় যদি কেহ প্রার্থনা করিয়া স্পষ্ট উত্তর আনিতে পারেন তাহা হইলেই তিনি যথার্থ প্রার্থনা করেন বলা যায়।

নূতন সংগীত।

মন, কে, বল গুরু সংসারে, বিনা জ্ঞানময় পিতা দয়াময় সেই অন্তর্যামী সকল জেনে তিনি উপদেশ দেন্ অন্তরে।

বেদতন্ত্র পুরাণ পড়ে বহুতর, জ্ঞানী বলে মন কর অহঙ্কার, প্রলোভন এলে জ্ঞান বল লয়ে কি হইবে মন বল; পাপকূপে পড়ি কর হায় হায়, কে তারিবে তোমায় দেখি নিরুপায়, কত গুণী জ্ঞানী হয়ে অভিমানী ডুবিল পাপসাগরে।

গুরু বলে তাঁর লওরে শরণ, অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন, পিতার চরণে থাক রে পড়িয়ে শুনিবে মধুর বাণী; বিপদে সম্পদে পাবে উপদেশ, না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ, মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে যাবে ভবার্ণব পারে।

উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর, তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর, পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার অরে ভ্রান্ত মম মন; তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে, পালন করহ জীবন সঁপিয়ে, গুরু মন্ত্র তাঁর শুন নিরন্তর, না রবে পাপ আঁধারে। ১।

পিতা কও কথা তোমার কথা শুনে তাপিত প্রাণ করি শীতল।

ঐ শ্রীমুখের বাণী শুনিবার তরে, তোমার শ্রীচরণে আমি লইয়াছি শরণ।

এই সংসার মাঝারে, পথ হারা হয়ে, কাঁন্দিতেছি পিতা একা নিরাশ্রয়ে; বল বল বল পিতা, কোন্ পথে যাইলে তোমার শ্রীচরণ তলে আশ্রয় পাইব।

বিজ্ঞান দর্শনে, শাস্ত্র আলাপনে, তৃষিতহৃদয় তৃপ্তি নাহি মানে, তাই বলি ওগো পিতা ঘুচাও মনের ব্যথা, সদা গুরু হয়ে শিক্ষা দাও হে অন্তরে। ২।

কথা কও কথা কও কথা কও দয়াময়! পাপীর সঙ্গে কথা কও শুনে বড় আশা হয়।

শুনি তোমার কথা শুনে, ফেরে মহাপাপী জনে, সেই আশায় মুখের পানে, চেয়ে আছি প্রেমময়।

জগতগুরু নাম ধরে, কথা কচ্ছ ঘরে ঘরে, তবে বল কিসের তরে এ হৃদয় বধির রয়।

কেঁদে কেঁদে প্রাণ গেল, তবু আশা না পুরিল, কি বল্‌বে হে বল বল, শুনিয়ে জুড়াই হৃদয়।। ৩।।

প্রেরিত পত্র।

সতীনের বাটীতে—গুলে খাওয়া।

সম্পাদক মহাশয়!

আজ কাল লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। সম্প্রতি জামালপুর ও মুঙ্গের মধ্যে যে ব্যাপারটী সম্পন্ন হইতেছে তাহা শুনিলে আপনি ও আপনার পাঠকগণ হাঁসিয়া খুন হইবেন। কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে এক জন প্রচারক এখানে আসিয়াছেন ইনি ব্রাহ্ম-বিবাহের পাণ্ডু-লিপির বিরোধিনী আবেদন পত্রিকায় অনায়াসে সাধারণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতেছেন; বাস্তবিক জামালপুর মুঙ্গেরের মধ্যে আদি-ব্রাহ্মসমাজের মতের লোক একটীও আছে কি না সন্দেহ; আবেদন পত্রে যাঁহারা নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন লোক না হিন্দু না মুসমান "তাঁহাদিগের মতের ঠিক নাই" অবশিষ্ট সকল গুলিন খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন. ইহারা দলাদলির গুরু-মহাশয়! ইহারা ব্রাহ্মদিগের প্রতি কত বিদ্বেষ, কত অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না; এখন রাত্রির মধ্যে কেমন করিয়া আদিব্রাহ্ম-সমাজের মতের লোক হইয়া উঠিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রচারক মহাশয়ের উপর দোষারোপ করা আমাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু যদি কতক গুলা স্বাক্ষর লইলেই হয় তবে খরচ পত্র করিয়া বিদেশে আসা অপেক্ষা কলিকাতার দোকানে বসিয়া কিম্বা গুলির আড্ডায় যাইয়া স্বাক্ষর লইলে অনেক স্বাক্ষর প্রাপ্ত হইতেন। যাহা হউক যাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের 'ব' জানে না, তাহাদিগকে আদিব্রাহ্মসমাজ স্বাক্ষরকারী করিয়াছেন, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! স্বাক্ষরকারিগণ ব্রাহ্ম নহেন, কিন্তু যে কোন প্রকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি না হয় ইহাই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়। যদি আদিব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে পৌত্তলিকতা রক্ষার মত আজ কাল উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যথার্থই অপরাধী এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

একান্ত বশম্বদ

জামালপুর
৩০ সেপ্‌টেম্বর
১৮৭১।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্বাদ।

পাঠকগন অবগত আছেন যে পূর্ব্বে ত্রিশটী ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে আবেদন পত্র গিয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি বদ্ধকরিবার জন্য সম্প্রতি নিম্নলিখিত আর ১৩টী সমাজ হইতে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। হরিণাভি, বারুইপুর কালীঘাট, কোন্নগর, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম কাছাড় শিবসাগর, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর। এপর্য্যন্ত সর্ব্বসুদ্ধ ৪৩টী সমাজ হইতে দরখাস্ত গিয়াছে। এখন ও কি আদি সমাজ বলিবেন যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম আইন চান না? ষ্টীফেন সাহেবও কি আদি সমাজের কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রত্যেক মনুষ্যই জ্ঞানী প্রত্যেকেই প্রচারক এই ন্যায়শাস্ত্রানুসারে কি আদি সমাজ দুই হাজার ব্রাহ্মের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন? আদিসমাজ যদি কলিকাতা সাধারণের ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায় বিধির পক্ষ. তবে কেন তাঁহারা বৃথা চেষ্টা পাইতেছেন?

ব্রাহ্মবিবাহ লইয়া বিলাতেও মহা আন্দোলন হইতেছে। সমস্ত ইয়োরোপের সর্ব্ব প্রধান টাইম্‌স নামক সম্বাদ পত্রিকায় ব্রাহ্ম বিবাহের বিধির আবশ্যকতা বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। টাইম্‌স বলেন যাহাই কেন হউক না একটী উন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয়ই এ বিবাহ বৈধ করা বিধেয়। ইকো নামক সম্বাদ পত্রিকাতেও ব্রাহ্ম বিবাহের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। এই পত্রিকা খানি দিন এক লাক ত্রিশ হাজার করিয়া মুদ্রিত হয়, এবং প্রতিদিন তিন চারি সংস্করণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিলক্ষন বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে বিলাতে ইহার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ষ্টীফেন সাহেবকে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আমরা এখন সকলের বিবিকের উপর নির্ভর করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট ন্যায় চক্ষে দেখিলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। বিধির বৈধতা আর আমরা তত গ্রাহ্য করি না।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল এক্ষণে হাজারিবাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায়

অনেক গুলি ভদ্র বাঙ্গালি কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় একটী স্বতন্ত্র উপাসনা গৃহও স্থাপিত হইয়াছে, মফস্বলে অনেক ভাল ভাল লোক কেবল ধর্ম্মের সাহায্য অভাবে বিশেষ রূপ উন্নতি করিতে পারেন না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে প্রচারক গণ এই দীন দুঃখী ভ্রাতাদিগকে বিশেষ সহায়তা করেন।

বিগত ১০ ই সেপ্টেম্বর লাহোর ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসব প্রায় সমস্ত দিন হইয়াছিল। প্রাতঃকালে বাঙ্গালায় বৈকালে হিন্দিও উর্দ্দুতে এবং সন্ধ্যার পর ইংরাজীতে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শুনিলাম আমাদের প্রচারক ভ্রাতৃগণ, ও আর কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু একদা অমৃত সরের গুরুদরবারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথাকার মনোহর উদ্যানে অনেক শিকদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য সত্যের কথা বলিতে ছিলেন দেখিয়া এক জন দুর্দ্দান্ত শিক তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নানাবিধ অবমাননা ও বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহারা যখন বিনীতভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় সত্য মধুর বচনে সকলকে উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া তখন তাহার কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, সেব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অত্যাচার নিরস্ত হইয়া যায়। সাধু ভাব দ্বারা অসাধুভাব পরাস্ত হয়; সাধুদিগের ইহা জীবনের কথা।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ নগরে অতি সমারোহের সহিত একটী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পুর্ব্বে ইহার প্রণালী স্থির করিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড সভা আহুত হয়। ঐ সভাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও আদিসমাজের উভয়বিধ বিবাহ পদ্ধতি হইতে একটী নূতন প্রণালী প্রণয়ন করিয়া তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে শুভকার্য্য সম্পন্ন কবিতে স্থির হয়। এই বিবাহ কার্য্যটী রাজা পীলের প্রশস্ত গৃহে সম্পাদিত হইয়াছিল। বিবাহ স্থলে সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত নর নারীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তথায় এই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ সুতরাং অতি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহাতিশয়ে লোকে সমাগত হইয়াছিল। বরের নাম নারায়ণ স্বামী গুরু নাইডু, বয়ঃক্রম চত্বারিংশ, কন্যার নাম সিতামা গুরু, বয়ঃক্রম অষ্টাদশ। ১৭ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যার সময় পাত্র পাত্রী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলে আচার্য্য শ্রীধর স্বামী নাইডু সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়া শুভকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ পাত্র পাত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া বরকে অভ্যর্থনা করা হয়। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটী কথা বলিয়া পাত্রীকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন এই রূপে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে সকল কার্য্য গুলি সমাপ্ত হইল। কন্যার পার্শ্ব দেশে তাঁহার আত্মীয় অনেক নারী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিজ্ঞা কালে আমাদের দেশের ন্যায় পুষ্পমালা ও অঙ্গুরিয়ক পরস্পরে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই পদার্থকে তাঁহারা মাঙ্গল্যধারণং বলেন। বিবাহটী অতি গম্ভীর ভাবে হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী গভীর স্বর্গীয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মসমাজের বল ও আধিপত্য কিরূপে চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে তাহা সকলে সন্দর্শন করুন প্রকৃত পক্ষে এই রূপ অনুষ্ঠান না হইলে পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মের পূজায় নরনারীর হৃদয় এক করিতে সমর্থ হইবে না। দয়াময় পিতা এই নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন এই আমাদের অভিলাষ।

ইটালির যত রোমান ক্যাথলিক পাদরি ও বিসপ একত্রিত হইয়া তথাকার পোপকে ধার্ম্মিক উপাধি ও এক স্বর্ণময় সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য একটী বিশেষ সভা করিয়াছিলেন, । কিন্তু শান্ত স্বভাব পোপ এই বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন যে যত দিন আমি পৃথিবীতে জীবিত থাকিব তত দিন আমার ও উপাধি প্রয়োজন নাই, দিতে হয়ত আমি পরলোক গত হইলে দিও। আমার স্বর্ণময় সিংহাসনে কি প্রয়োজন? যে টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিবে তাহা অন্যান্য দুঃখী লোককে বিতরণ করিও। এ তাঁহার উপযুক্ত পদেরই কার্য্য হইয়াছে। ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অর্থলালসা ও সুখ্যাতি লাভ প্রবেশ করিলে আর তাঁহাদের জীবনের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা থাকে না। যতদিন ধর্ম্মে ত্যাগস্বীকার ও সামান্যবস্থা অবলম্বন ততদিনই তাঁহারা লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারেন, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই স্বর্গীয় ভাবটীর অভাব হইলেই ইহার পতন।

বর্ম্মার সম্রাট তাঁহার স্বীয় মন্ত্রিদ্বারা প্রসিদ্ধ মোক্ষমূলারকে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ইংরাজি ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার বৌদ্ধ ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগ। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর নীতির বিশুদ্ধতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বিশেষতঃ ইহার প্রচারকগণ জীবনে যে প্রকার ত্যাগস্বীকার, বিনয় ও কষ্ট সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের এই ভাব গুলিন সকলেরই বড় অনুকরণীয় এই কারণেই ইয়োরোপ খণ্ডে ইহার এত সমাদর।

ব্রাহ্মগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন। আদি সমাজ ব্রাহ্ম বিবাহের ব্যবস্থা আনয়ন করিবার জন্য পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশকে বেনারসে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বাবু হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভা স্থলে ভরত পুরের রাজা, বাবুলোকনাথ মৈত্র, গোকুল চাঁদ ও প্রায় পঞ্চাশ জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলই প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অবৈধ ও অসিদ্ধ মত দিয়াছেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ! এখন বিলক্ষণ অবগত হইলেন ব্রাহ্ম বিবাহের বিবাদ বিসম্বাদের কারণ মীমাংসিত হইল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ আশ্বিন তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩॥৹
ডাকমাসুল ৮৹

বিপদ্‌কালে প্রার্থনা।

হে অধমতারণ বিপদভঞ্জন পরমেশ! এই সংসার, দুঃখক্লেশে পরিবেষ্টিত, জীবন নিয়তই শোক সন্তাপ, বিপদ যন্ত্রণায় আক্রান্ত, নাথ! এই সকল অবস্থায় তোমার প্রতি হৃদয়ের অচলাভক্তি অটল বিশ্বাসের হ্রাস হয়, মনের স্থিরতা ও ধৈর্য্য থাকে না, যেন চারি দিক্ অন্ধকার বিষাদসাগর। পিতা সামান্য বিপদে যে, আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে, আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, ভয় মোহে মুহ্যমান হইয়া আপনাকে হারাই, তোমার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় প্রেমানন আর দেখিতে পাই না। পিতা এই বিপদ্‌কালে একটী বার দেখা দেও, এই সংসার অরণ্যে একা নিরাশ্রয় হইয়া যে মারা যাই, ভয়ে যে, আমাদের অঙ্গ পর্য্যন্ত অবশ হইয়া আসিল, হে অনাথনাথ! এখন একবার আসিয়া প্রাণ বাঁচাও মনকে স্থিরবিশ্বাসী করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দেও। প্রভো! তুমিইত সহায়, তুমিইত রক্ষক, এই অসহায় দুর্ব্বল সন্তানদিগকে একবার শ্রীচরণে স্থান দান কর। হে পতিতপাবন! এই ঘোর অন্ধকারে তুমি সম্মুখে দাঁড়াও। পিতা বিপদকালে তোমার নিকট হইতে এই কথাটী যেন শুনিতে পাই "বৎস ভীত হইও না আমি যে তোমার সঙ্গে আছি।"

হে চিরজীবনের সহায়! সকলই যে তোমার প্রেমসাগরে ভাসমান, তোমার হস্ত হইতে যাহা আসে তাহাই যে অমৃত, তাহাই যে অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। পিতা এই ভিক্ষা দেও যেন তোমার নামে কণ্টক শয্যা আমাদের পুষ্প শয্যা হয়, বিপদ্ আমাদের সম্পদ্ হয়, দুঃখ আমাদের সুখ হয়। তোমার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে চাই না, বিপদ্ আনিও না দুঃখ যন্ত্রণা ও ঘোর পরীক্ষায় আমাদিগকে ফেলিও না; কিন্তু এই চাই যেন তখন তোমাকে দেখিতে পাই, তখন আরও বিশ্বাসী হইতে পারি, তোমার শ্রীচরণ আরও অনুরাগের সহিত ধরিতে পারি, তোমাকে প্রাণ মন হৃদয় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তোমাতেই নির্ভর করিতে পারি। দয়াময়! তোমার নামেত বিপদ্ থাকে না, সকল মোহজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। নাথ! তোমার নামে যাহা কিছু আসে তাহাই যেন আমাদের পক্ষে মধুময় হয়, তাহাই যেন আমাদের প্রাণ ও জীবন হয়। হে দীনদয়াল! এই দীন হীন সন্তানদিগকে অভয় দান কর, তোমার শ্রীচরণে চিরদিন বিশ্বাসী সন্তান করিয়া রাখ, তোমাতেই যেন নিত্য স্থিতি করিতে পারি আর যেন এক দিনও বিপদে তোমাকে ছাড়িতে না হয়।

ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান।

ধর্ম্মজগৎ কণ্টকাবৃত। এপর্য্যন্ত এমন একটীও দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইল না যে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য কখন নির্ব্বিবাদ ছিল। সত্য অসত্যে, ধর্ম্ম অধর্ম্মে, পাপ পুণ্যে ও জ্ঞান কুসংস্কারে সংগ্রাম স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজও সেই নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া বিবাদ বিসম্বাদের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। যে অবধি ধর্ম্ম কেবল ভাবের বিষয় থাকে, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার সংগ্রামে পদনিক্ষেপ করিতে হয় না, কিন্তু যখন জীবনের ধর্ম্মআরম্ভ হয়, তখনই ধর্ম্ম রাজ্যে ঘোরতর তুমূল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ এ বিষয়ে একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য তৃষ্ণা, ব্যাকুলতা, রোদন ও সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে সেই পর্য্যন্তই বিবাদ বিসম্বাদেরও সূত্রপাত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু ইতঃ পূর্ব্বে এক একটী সত্য, এক একটী ভাব লইয়া সংগ্রাম হইত; এখন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ লইয়া,উচ্চতম লক্ষ্য লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, এই জন্য এই আন্দোলনটী অতিশয় গুরুতর। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি নিদ্রিত? ব্রাহ্মবিবাহ লইয়া সর্ব্বনাশ হইতে চলিল, তাহা কি দেখিতেছ না? ব্রাহ্মসমাজ,ব্রাহ্মধর্ম্ম কলঙ্কিত হইতে লাগিল তাহা কি দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় অমনি নীরব রহিবে? সত্যের অবমাননা, ঈশ্বরের অবমাননা, প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া কি অশ্রুপাত করিবে না? চল্লিশ বৎসরের পর এখন ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজে পরিণত হইতে চলিল। দেখ এক ব্রাহ্মবিবাহ লইয়া সমাজকে কতদূর গুরুতর পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছে, এখন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি লইয়া টানা টানি। সত্যকে সমাদর করিবে, না হিন্দু সমাজকে সমাদর করিবে? বিবেককে রক্ষা করিবে, না "আমি ধর্ম্মেতে হিন্দু" "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম" এই নামের গৌরব সমর্থন করিবার জন্য অসত্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যাবদীয় অসাধু অনুষ্ঠান করিবে? বিবাদ বিসম্বাদের ভয়ে, অশান্তির ভয়ে, লোকের বিরাগ বিরক্তির ভয়ে, সত্যের সমরক্ষেত্রে কি অবতীর্ণ হইবে না? পৌত্তলিকতা মান না, জাতিভেদ মান না, হিন্দুশাস্ত্র প্রভৃতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস কর না, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মুক্তি প্রায়শ্চিত্য স্বর্গ নরক এসকল বিশ্বাস কর না ইহা সরল ভাবে স্বীকার করিতে কি কুণ্ঠিত হইবে? যাহা তোমার সত্য সরল বিশ্বাস তাহা গোপন করিয়া হিন্দু সমাজে কি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে? সত্যেতেই পবিত্রতা, সত্যেতেই শান্তি, সত্যেই জীবন ইহা কি অবিশ্বাস করিবে? সংসার অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠ, সমাজ অপেক্ষা ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ, প্রাণ অপেক্ষা ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ইহা কি বিশ্বাস কর না? হে ভারতবাসী ব্রাহ্মগণ! এখনও কি শীতল থাকিবে, উদাসীন ও নির্জীব ভাবে ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিবে? যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়াছ তখন যে অগ্নি হস্তে লইয়াছ তাহা কি জান না? যখন সত্যের শরণাপন্ন হইয়াছ তখন অসত্য সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে, অসত্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইবে তাহা কি জান না? এই সম্মুখস্থ ভীষণ পরীক্ষা দেখিয়া কি পলায়ন করিবে? এখন যে প্রাণ দিবার সময়। এই বিপদ্ কালে অভয় দাতাকে ডাক, বীরপরাক্রমে, অসত্য ভ্রম কুসংস্কার অজ্ঞানতা খণ্ড খণ্ড কর; তাহাতে যায় যাক্ থাকে থাক্ প্রাণ। ব্রাহ্মসমাজ যে, পাপপঙ্কে ডুবিতে চলিল। দেখ এত দিন যে দুষ্কর্ম্ম করিতে ব্রাহ্মের হস্ত বিকম্পিত হইত, এখন সেই কলুষিত কর্ম্ম করিতে ব্রাহ্মের হস্ত দিনে দুই প্রহরে সাহসী। হায়!

ব্রাহ্মদিগের সেই বিশুদ্ধ নীতি কোথায় গেল! কোথায় গেল সেই ব্রাহ্মসমাজের সত্যপরায়ণতা। বিবাদের স্থলে পড়িয়া দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগের অন্তরকে যে,রাগ অক্ষমা বিদ্বেষের ঘোর অমনিশার প্রগাঢ় তামসি আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশ্বপতি সেনাপতির মাভৈঃ মাভৈঃ ত্রিভুবন বিকম্পী স্বর্গীয় নিনাদ শ্রবণ করিয়া জয় জগদীশ জয় জগদীশ বলিয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও আর বিলম্ব করিও না।

কিন্তু ব্রাহ্মগণ! সাবধান,সত্যকে রক্ষা করিতে গিয়া যেন ভ্রাতার প্রতি ঘৃণা না হয়, অসত্য বিনাশ করিতে গিয়া যেন ভ্রাতার প্রতি অক্ষমা ক্রোধের উদয় না হয়। আপনার সরল বিশ্বাসানুগত কার্য্য করিতে গিয়া যেন অনুদারতা না আসেও অন্যায় আচরিত না হয়। এই বর্ত্তমান পরীক্ষায় পাপ অতি গোপন ভাবে অন্তরে প্রবেশ করে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও অশান্তিতে যেন হৃদয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট না হয়। রসনা ভ্রাতার নিন্দা ঘোষণায় যেন রত না থাকে। কিন্তু ভ্রাতাদিগের যে সকল পাপ দুরাচারের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ কলঙ্কিত হয়, তাহা কেবল ঈশ্বরের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে বিনাশ করিতে খড্‌গ হস্ত হইতে হইবে। দেখ তখন যেন আপনাকে পাপী বলিয়া মনে থাকে, আপনি বড় ধার্ম্মিক ইহা মনে হইলে তোমাদের কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। দেখ ভ্রাতৃগণ! যাহারা ধর্ম্ম না চায়, এই আন্দোলনে তাহারা সাংসারিক পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার ন্যায় ব্যবহার করিবে, ; কিন্তু আমরাত সে রকম করিতে পারিব না, আমাদের অসত্যের সহিত সংগ্রাম করিতেই হইবে, আবার তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনাও করিতে হইবে, তবে দেখ ইহা আমাদের নিকট কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। আমাদেরই অধিক ভীত ও পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দয়াময় পিতা কি একেবারে উদাসীন! এই বিপদ্ কালে তিনি কি আমাদিগকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? তবে কেন চিন্তিত হও, তবে কেন ভীত হও? এস পিতার চরণ ধর। এই ঘোরতর রণস্থলে আপনার এক এক বিন্দু রক্ত দেও, যাহার যাহা আছে সর্ব্বস্ব সেই অভয়দাতার চরণে দান কর, আর কোন দিকে চাহিও না, কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাক, সত্যের অনুসরণ কর। ব্রাহ্মগণ! আর গোপন ভাবে থাকিও না এই সংগ্রামস্থলে প্রকাশ্য রূপে দণ্ডায়মান হও। এযুদ্ধ সহজ নহে, এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা আর এক দিকে সত্যের সমর্থন। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর ভবিষ্যৎ এই সমরের ফলের উপর নির্ভর করিতেছে। ভারতের কল্যাণ অকল্যাণ ইহার উন্নতির উপর সংস্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের মধ্যে এই ঘটনাটী সর্ব্ব প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মগণ! ভ্রাতৃগণ! এস সত্যাস্ত্র ধারণ কর আর কোন আপত্তি করিবার যো নাই। পিতার বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামে সকলই পরাস্ত হইবে। ভয় নাই ভয় নাই!! ঐ শুন পিতার আহ্বান ধ্বনি। দেখ অসত্যকে বিনাশ করিতে গিয়া যেন একটুও অসৎ উপায় অবলম্বিত না হয়। এখন ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রেম, ভ্রাতৃভাব, ও প্রার্থনায় হৃদয়কে পরিপূর্ণ কর। হে দয়াময়! তুমি এই বিপদে সহায় হও, প্রভো! আপনার জয় যেন অভিলাষ না করি, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

পরলোক সাধন।

মনুষ্যাত্মার প্রকৃত সুখ সম্পদ্ ইহ লোকে পর্য্যাপ্ত হয় না, দণ্ড পুরস্কারও ইহলোকে প্রচুর নয় এই বলিয়া যে পরলোকের অনুমিতি তাহা অতি দুর্ব্বল যুক্তির উপর স্থাপিত, এরূপ পরলোকের ভার জীবনের নিকট যৎসামান্য বলিলেই হয়! এরূপ বিশ্বাসে মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে

বীরের ন্যায় চালিত করিতে পারে না, আত্মাকে মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুত করিতে পারে না। অথবা এখানে কেবল দুঃখ যন্ত্রণা পরকালে নিত্য সুখ, নিত্য আনন্দ এরূপ প্রলোভনেও ইহলোকের সুখ সম্পদে হৃদয়ের বিতৃষ্ণা জন্মে না, আত্মা প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেও সমর্থ হয় না। মৃত সাধুগণের শারীরিক উত্থানের উপর পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন অতি চঞ্চল। ইহাতে কেবল ভবিষ্যতের কল্পিত সুখই অনুভূত হয়; কিন্তু আত্মাকে তাদৃশ নিঃসংশয় করিতে পারে না, যাদৃশ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উপলব্ধি হয়। মানবাত্মার পারলৌকিক বিশ্বাস পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহার জ্ঞান স্বাভাবিক ও অযত্নসম্ভূত বটে; কিন্তু সরল উজ্জ্বল ও তেজস্বী নহে। সকলের এই জ্ঞান আছে বটে কিন্তু তাহা অন্ধকারাবৃত কোন অপরিচিত অনিশ্চিত অদৃশ্য রাজ্য বলিয়া প্রতীত হয়। অনন্ত জীবনের সহিত তুলনা করিলে ইহজীবন তাহার নিকট বালুকণা বলিয়াই অনুমিত হয়। বস্তুতঃ সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পরলোকেই মনুষ্যের জীবন দৃঢ় রূপে প্রতীয়মান হয়। মৃত্যুর পরেই আত্মাকে অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করিতে হয়, এই কারণেই পরলোক সাধন একটী শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরলোকের ভাব অতি দুর্ব্বল। ধর্ম্মের অন্যান্য অনেক প্রকার সাধন হইয়াছে; কিন্তু পরলোকের সাধন অতি অল্পই হইয়াছে। পরলোক মনে করিলেই আনন্দ ও উৎসাহ হইবে, ইহার স্মরণ মাত্র পরলোকে প্রস্তুত হইবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা হইবে, ইহা ভাবিবামাত্র আর তাহা অপরিচিত স্থান বোধ হইবে না, কোন অগম্য অদৃশ্য অন্ধকার বলিয়া উপলব্ধ হইবে না; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পরিচিত দৈনিক ব্যাপারের ন্যায় উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইবে ইহাই পরলোকের যথার্থ ভাব, ইহাই পরলোকে প্রকৃত বিশ্বাস, ইহাই যথার্থ আত্মার আনন্দ ও সুখের ব্যাপার। ব্রাহ্মগণ! বল দেখি আমাদের কি এই রূপ পরলোকে বিশ্বাস আছে? ঈশ্বরের সহিত কি এই ভাবে যোগ সাধন করি? প্রকৃত জীবন ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহা কি অনুভব করি? পরলোকবিশ্বাসী সাধকেরাই ধন্য! তাঁহারা ভয় শোক মৃত্যু যন্ত্রণাকে দলিত করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের জীবনের শুভ্রজ্যোতিঃ কত অবিশ্বাসী লোকের ম্লান মুখ আলোকিত করে, তাঁহাদের বিশ্বাসের প্রশান্ত সমুদ্রে জীবন ভাসমান। পরলোক যদি কেবল অজ্ঞাত বিষয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাস করা মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় কঠিন; বরং বুদ্ধির পথ অবলম্বন করিলে ইহাতে কোন কোন অল্পজ্ঞ ব্যক্তির অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কি ইহার কোন রূপ নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না? অন্তর্জগতের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, ইহার সত্য আত্মার মূল দেশে নিহিত। আত্মার সহিত ঈশ্বরের নিত্য যোগ অনুভবই পরলোক অনুভব। যখন শরীরের অতীত আত্মা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুভব করে, তখন আর ইহা অজ্ঞাত অন্ধকার কি অপরিচিত বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। যখন সেই গভীর যোগে পরলোকের সত্তা অনুভব করা যায়, যখন তিনি আমার প্রাণ ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন আর ইহলোক পরলোকের বিভিন্নতা থাকে না, তখন জীবনের নির্দ্দিষ্ট সীমা চলিয়া যায়, তখন বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পিতার নিত্য সহবাসই ইহলোক, ও নিত্য সহবাসই পরলোক এইটী সুন্দর রূপে হৃদগত হয়। যাঁহার পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস অল্প, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রকৃত উপাসনা হয় না; কারণ জীবন্ত উপাসনাতেই ঐ যোগ সম্পাদিত হয়, এবং সেই যোগের মধ্যেই পরলোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এ ভিন্ন পরলোকের

প্রকৃত ভাব লাভ করা সুকঠিন। যিনি এই নিত্য সহবাস সম্ভোগ করেন, পরলোক স্মরণ-মাত্র তাঁহার অন্তরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়, সেই সহবাস জনিত সুখ লাভের নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়। পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া আর প্রগাঢ় সহবাস সম্ভোগ করিবার সাধন করা, একি বিষয়।

অনুমিতি, যুক্তি, সাধুর পুনরুত্থান, কিম্বা মৃত্যুর সময় কোন দুঃখ যন্ত্রণা না হওয়া, এসকল পরলোক সম্বন্ধে অস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ নহে। আপাততঃ লোকের মন এ সকল কথায়, কি এই রূপ প্রমাণের উপর অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না সত্য বটে; কিন্তু যিনি ঐ সকল অতিক্রম করিয়া আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেন, যোগের প্রকৃত গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিকট আর বাহিরের প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। পরলোক জীবনগত, ইহা বাহ্য ব্যাপার নহে। যিনি প্রকৃত যোগী তিনিই ইহার সুখে উৎফুল্ল হন। এই জন্য পরমযোগী ঈশা বলিয়াছিলেন "আমার পিতার আলয়ে অনেক ঘর আছে" ইহা কি তাঁহার কল্পিত কথা? কখনই না; তিনি জীবনে ঐ যোগ সাধন করিতেন বলিয়া তাঁহার নিকট পরলোক ইহলোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ বোধ হইত। তিনি এই কারণে এত বিশ্বাস ও সাহসের সহিত পরলোকের কথা বলিতেন, যে শুনিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত, বাস্তবিক এরূপ করিয়া পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে না পারিলে জীবনের উচ্চতা প্রকাশ পায় না। প্রসিদ্ধ তত্ত্বাবৎ ভিক্টর কুজিন এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যুর অনতিকালবিলম্বে মহাত্মা ধর্ম্মবীর সক্রিটিসের মুখমণ্ডল আশা বিশ্বাস, পবিত্রতা ও ধৈর্য্যগুণে সুশোভিত হইয়া যাদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল বহির্জগতের কোন স্থানে কি সেরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়? বাস্তবিক সেই যোগ যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকে তাঁহার আর মৃত্যু ভয় কি? তাঁহার জীবন নিয়ত প্রফুল্ল, ইহজীবনের অন্ধকার পরজীবনের আলোক, একদিগের পাপ মলিনতা অপর দিকের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, এক দিকে সংসারের কোলাহল, অপর দিকের সুগভীর শান্তি, এক দিকে ঈশ্বরের বিরহ, অপর দিকে নিত্য সহবাস এই উভয় জীবনের তারতম্য দেখিয়া সাধুহৃদয় পরলোকের জন্য ব্যাকুল হয়। এক্ষণে কিরূপে পরলোকের সাধন করিতে হইবে তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ লাভ, দ্বিতীয়তঃ সেই অবস্থায় কেবল ঈশ্বরকে লইয়া থাকিবার অভ্যাস, তৃতীয়তঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়েই সুখ প্রাপ্তি। ভ্রাতৃগণ! এই রূপে পরলোক সাধন কর, ইহজীবনের সীমা বিদূরিত কর, পিতার গৃহে নিত্য স্থিতি কর, ইহলোকই তোমার পক্ষে পরলোক হইবে।

কাশীস্থপণ্ডিত দিগের মত।

কাশীস্থ অধিকাংশ পণ্ডিত ব্রাহ্ম বিবাহের অবৈধতা ও অসিদ্ধতা বিষয়ে যেরূপ মত দিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ এবিষয়ের সত্যাসত্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১। ব্রাহ্মাখ্যাধুনিক সামাজীয়ানাং বিবাহপ্রকারঃ কথমপি বৈদিকো ন ভবতি।

২। নান্দীশ্রাদ্ধেঽকৃতে বিবাহোঽঙ্গমাত্রবৈগুণ্যাত্তু ভার্য্যাত্বং সম্পাদয়ত্যপি বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধস্যাবশ্যকত্বাদ্বিহিতস্যানমুষ্ঠানেন প্রত্যবায়ো বিশিষ্টোভবেদেব। সপ্তপদীকুশণ্ডিকয়োরন্যতরস্য কর্ম্মণো দ্বয়োর্ব্বাঽকরণেতু প্রধানবৈগুণ্যাদ্বিবাহসম্পত্তি রেব ন।

৩। নান্দীশ্রাদ্ধমারভ্য স্বস্বগৃহ্যসূত্রানুসারিপদ্ধতি প্রবর্ত্তিতানাং সর্ব্বেষামেব কর্ম্মণাং বিবাহে আবশ্যকতাদিজ্ঞানাম্। শূদ্রানাং ত্বমন্ত্রকস্য শূদ্রকমলাকরাদি প্রদর্শিতস্য।

৪। প্রতিলোমকন্যাবিবাহস্তু চতুর্ষ্বপি যুগেষু নিষিদ্ধঃ। অনুলোমকন্যাবিবাহস্তু কলিযুগে নিষিদ্ধঃ।

নান্দীশ্রাদ্ধ না করিলে বিবাহের অঙ্গের বৈগুণ্য ঘটে; কিন্তু বিবাহ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু; নান্দীশ্রাদ্ধ বিবাহে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি আছে। সেই বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য প্রত্যবায় হইবে। সপ্তপদী কুশণ্ডিকা বিবাহের প্রধান অঙ্গ, প্রধান অঙ্গের অননুষ্ঠানে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্যের পক্ষে নান্দীশ্রাদ্ধ প্রভৃতি গৃহস্যত্রোক্ত পদ্ধতির যে সকল কর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে বিবাহে সেই সকল কর্ম্ম অত্যন্ত আবশ্যক। শূদ্রকমলাকর প্রভৃতি গ্রন্থে শূদ্রের বিবাহে অবশ্য কর্ত্তব্যপ্রণালী প্রদর্শিত আছে। প্রতিলোম † বিবাহ চারি যুগেই নিষিদ্ধ, * অনুলোম বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ।

১	বাপুদেব শাস্ত্রী	২০	কালী প্রসাদ
২	রাজা রাম শাস্ত্রী	২১	বেচনরাম
৩	বস্তীরাম দ্বিবেদী	২২	শীতলপ্রসাদ
৪	তারা চরণ	২৩	বিভবরাম
৫	বাল্‌কৃষ্ণ শাস্ত্রী	২৪	শুকদেব
৬	দেবদত্ত দ্বিবেদী	২৫	গয়াদত্ত
৭	গঙ্গাধর শাস্ত্রী	২৬	শাল্‌গ্রাম
৮	গোবর্দ্ধন পঞ্চানন	২৭	সভারাম
৯	সখারাম ভট্ট	২৮	কুঞ্জলাল
১০	অনন্তরাম ভট্ট	২৯	ইন্দ্রদত্ত
১১	কৃষ্ণশর্ম্মা ধর্ম্মাধিকারী	৩০	দ্বারিকাপ্রসাদ
১২	উদ্ধবরাম শেষ	৩১	রামকৃষ্ণ
১৩	ছন্নু দীক্ষিত চতুর্ধর	৩২	মোরজী শুক্ল শাস্ত্রী
১৪	বামন আচার্য্য	৩৩	রঘুনাথ
১৫	বাবু শাস্ত্রী	৩৪	গনেশরাম
১৬	রামলাল শর্ম্মা	৩৫	রামবকস শর্ম্মা
১৭	চন্দ্র শেখর	৩৬	জগন্নাথ আচার্য্য
১৮	ঠাকুর দাস	৩৭	গনেশ পাঁড়ে
১৯	রাধা মোহন	৩৮	ধর্ম্মাধিকারী ঢুণ্ডীরাজ
		৩৯	বাণ শাস্ত্রী

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য মাননীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ যেরূপ কৌশলও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া কাশীস্থ পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন দিয়াছিলেন তাহাও নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। বহ্নিস্থাপনং বিনা যথাবিধিসম্প্রদানে জাতে যথাবিধিপাণিগ্রহণে জাতে যথাবিধিসপ্তপদীগমনেচ জাতে সতি বিবাহঃ সিদ্ধতি কিং ন বা ইতি

২। ঈদৃশকন্যামন্যত্র দাতুং শক্যতে ন বা।

৩। ঈদৃশকন্যা তাদৃশভর্ত্তুঃ সকাশাৎ অন্নাচ্ছাদনং প্রাপ্তুং শক্যতে ন বা।

৪। তাদৃশপত্নীগর্ভজাতপুত্রস্তাদৃশপিতুস্থাবরাদিধনে কারী ন বেতি।

১। যদি যথা বিধি কন্যা সম্প্রদান, যথাবিধি পাণি গ্রহণ যথা বিধিসপ্তপদী গমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অগ্নি সংস্কার নাহয় তাহা হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

২। ঈদৃশ কন্যা অন্যত্র দান করিতে পারা যায় কি না?

৩। এরূপ কন্যা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না?

৪। ঐ পত্নীগর্ভজাত পুত্র তাদৃশ পিতার স্থাবরাদি সম্পাতিতে উত্তরাধিকারী হয় কি না?

উত্তরং

ঈদৃশ বিবাহঃ সিদ্ধত্যে বেতি বিদুষাংপরামর্শঃ। অত্র প্রমাণং মনুঃ মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণ মিত্যাদি॥

শ্রীঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন
শ্রীভগবতীচরণ বিদ্যাবাগীশ
শ্রীকালীকুমার বাচস্পতি
শ্রীনবীনমারায়ণ তর্কভূষণ
শ্রীরাজচন্দ্র চূড়ামণি
শ্রীরামদুলাল বিদ্যামণী
ইত্যাদি

কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মবিবাহ নামও গোপন করা হইয়াছে। প্রশ্নের ভাব দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন কারণ বশতঃ হোমযজ্ঞাদি করা হয় নাই আর সমস্তই হিন্দুধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা সমস্ত ভারত বাসী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেছি যে, যাহারা বেদ বেদান্ত কোন হিন্দু শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে না, যাহারা জাতি মানে না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে যাহাদের কিছুই বাধা নাই 'হিন্দু ধর্ম্মানু মোদিত স্বর্গ নরক, মুক্তি পরলোক, প্রায়শ্চিত্য, কিছুই মানে না কাঁহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ

† প্রতিলোম বিবাহ নীচ জাতীয় পাত্রের সহিত উচ্চ জাতীয় কন্যার পরিনয়।

* অনুলোম বিবাহ উচ্চ জাতীয় পাত্রের সহিত নীচ জাতীয় কন্যার পরিনয়।

ও বৈধ বলিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নটী এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যেন দুই একজন এই প্রকারে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা দুই একজন নয় কিন্তু একটী প্রকাণ্ড সম্প্রদায়, ও যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক নান্দী শ্রাদ্ধাদি কুসংস্কার ও অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে তাহাদের বিবাহ প্রাণালী কি সিদ্ধও বৈধ হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ! প্রত্যক্ষ দর্শন কর কলিকাতাসমাজ, কিরূপঅবস্থায় পতিত হইয়াছে। সভ্যগণ কিরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় সকল অবলম্বন করিতেছেন। এরূপ ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল। আমরা পুনরায় বলিতেছি ব্রাহ্মবিবাহবিধি যদি তাঁহাদের বিবেকের বিরোধী মনে হয় তবে সত্য পথ অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদ করা বিধেয়। ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক আর দেখিতে পারা যায় না!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রত্যাদেশ।

রবিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শকঃ।

ভ্রাতৃগণ! গত দুই রবিবারে যে উচ্চ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে. তাহা কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা সাধন দ্বারা তাহা কি পরীক্ষা করিয়াছ? এখন কি তোমরা বিনীত ভাবে ঈশ্বরের সমক্ষে এবং জগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পার, যে কাতর হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি মহাপাতকীকেও স্বয়ং উপদেশ দেন। ঈশ্বর মনুষ্যের সঙ্গে কথা কন্ ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ? ঈশ্বর কথা কন্, এই বিষয়ে কি তোমাদের মত স্থির হইয়াছে? না, অল্প বিশ্বাসীর মত বলিবে, ঈশ্বর কথা কন না, তিনি কথা কন এই কথা মিথ্যা, কল্পনা। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ইহা যদি প্রাণের সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, সহস্র যুক্তি দ্বারা যদি ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া থাক যে ঈশ্বর আমাদের পিতা তবে কোন্ মুখে বুদ্ধির উপর কলঙ্ক দিয়া বলিবে যে তিনি কথা কন্ না? চল্লিশ বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া তোমরা যদি এখন এই কথা বল, তাহা আমি শুনিব না। ঈশ্বরের উপদেশ শুন নাই এই কথা তোমরা মুখে আনিতে পার না। ঈশ্বর তোমাদিগকে কোটি কোটি উপদেশ দিয়াছেন। বল দেখি কে তোমাদিগকে প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন? এবং যখন তোমরা সত্য কথা বল, তখন কে তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে আদেশ করেন? যখন ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমরা অবসন্ন হও তখন কে তোমাদিগকে উদ্ধার করেন? ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এমন অবস্থা কি কখনই হয় নাই, যখন চারিদিক অন্ধকার কোথায়ও কিছু নাই, যখন পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু কেহই সাহায্য করিতে পারেন না; যখন নিরাশ্রয় হইয়া কেবলই হাহাকার করিয়াছ বল দেখি, সেই ভয়ানক অবস্থায় কে তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে কি একবারও বিপদ হইতে উদ্ধার করেন নাই? যদি বল তোমাদের অন্তরে ধর্ম্ম বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন বিবেক তোমাদিকে পুণ্যপথে লইয়া যায়, তখন বুঝিতে পার ব্রাহ্ম হওয়া উচিত এই জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তখন বুঝিতে পার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া মনকে জ্ঞান দ্বারা পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য এই জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন কর, তখন বুঝিতে পার ব্রহ্ম মন্দিরে না আসিলে হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারে না এই জন্য প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও। যদি এই কথা বল তবে তোমরা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার করিলে। যদি বল এ সকল ধর্ম্ম বুদ্ধির কথা; তোমরা নিজে যাহা উচিত বোধ কর, তাহা কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্তু ইহা কি তোমরা জাননা ঈশ্বর কোন্ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন। তিনি জানেন তাঁহার সন্তানেরা প্রথমেই তাঁহার মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না, এই জন্য ইহা উচিত. ইহা উচিত নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সহজ ভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। যদি বল অনেক সময় ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না তাহা আমি মানি না। যত দিন নিম্ন শ্রেণীতে থাকিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে তত দিন বিবেকের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সত্য বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার; কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট আদেশের অধিকারী হইতে পার না। প্রথম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গুরু হইয়া উপদেশ দেন, যখন উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক তোমাদিগকে তাঁহারই প্রত্যক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত করিবে। তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের কথা শুনিবে! তাঁহার উচ্চ গম্ভীর ভাষা শুনিবে,যে ভাষা মেদিনীকে কম্পিত করে, এবং পর্ব্বতকে চূর্ণ করে। একবার যখন তিনি ভক্তের হৃদয়ে মাভৈ

মাভৈ বলেন; ভক্ত তখন দুর্জ্জয় বল লাভ করে। ভক্ত তখন ঈশ্বরের মুখ হইতে যে সত্য লাভ করেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল প্রেরিত হয়, তখন কাহার সাধ্য সেই বল- পরাজয় করে? এই প্রত্যক্ষ আদেশকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ বলিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কথা যেমন আশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্ণ তেমনি তাহা আবার অগ্নিময়। তাঁহার কথা শুনিলে দুর্ব্বল অনতিক্রমণীয় পরাক্রম লাভ করে, এবং ভীরু ধর্ম্মবীর হয়। ইহাকে আকাশ বাণী বল, দৈববাণী বল; ইহাই ঈশ্বরের বাক্য। দেশে দেশে, যুগে, যুগে ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে এই রূপে কথা কহিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন নাই? তোমরা যখন সাধু কার্য্য কর কে তোমাদিগকে সেই কার্য্য করিতে বলেন? যদি বল বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমরা সৎ কর্ম্ম কর, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক সত্য যেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু হইতে তোমরা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং প্রত্যেক সাধু ভাবের জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট ঋণী। সেই ব্যক্তি চোর, সে অকৃতজ্ঞ যে সত্য পাইয়া অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অম্লানমুখে ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্ব্বদা কথা কহিতেছেন, আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটী সদুপদেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কার শূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর স্বয়ংগুরু হইয়া তাহা দান করিলেন। কেবল অহঙ্কারের জন্য সে মুখের কথা শুনিতেছ না। অতএব যে সত্য অন্তরে পাইবে তাহা ঈশ্বরের বলিয়া গ্রহণ করিবে। ক্রমে সাধন দ্বারা যতই তাঁহার অব্যবহিত সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে ততই স্পষ্ট রূপে তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত সেই মুক্তিপ্রদ কথা শুনিতে পাইবে। হয়ত শত শত ব্রাহ্ম বলিবেন ঈশ্বর কথা কহিতেছেন যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা বাতুল। তাঁহারা বলিবেন ঈশ্বর যদি কথা কহিতেন, আমরা কি তাহা শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন? যদি সামান্য বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি তবে কিরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব। পশুর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রত্ন দান করে? মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর যে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত কথা কহেন ইহা কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর ইংরাজী, সংস্কৃত, কিম্বা বাঙ্গলা ভাষাতে কথা কন না; তিনি হৃদয়ের ভাষাতে কথা বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাঁহার মুখে যে কথা শুনে তাহাই পরিত্রাণশাস্ত্র। এই জন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে পারি না। ঈশ্বরের কথা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই কথা দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেই কথা আর তেমন জীবন দান করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাক্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। ঐ বাক্য শুনিলে, মৃত্‌প্রায় মনে উৎসাহ উদ্যম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মুখে বলিবার সময় এবং পুস্তক লিখিবার সময় তাহার তেজ হীন হইয়া যায়। ঈশ্বরের ভাষা কখনই মনুষ্যের ভাষায় পরিণত করা যায় না। যাই মনুষ্য আপনার বুদ্ধিতে এবং আপনার ভাষাতে ঈশ্বরের বাক্য সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহা কলঙ্কিত হয়। অতএব যদি ঈশ্বরের ভাষা বুঝিতে চাও, তবে পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না। অন্তরের পাপ বিকার পরিত্যাগ কর, হৃদয়কে অগ্নিময় কর; সহজেই ঈশ্বরের ভাষা আত্মাতে বুঝিতে পারিবে। তিনি মনুষ্যের ভাষায় কথা কন না; কিন্তু তাঁহার ভাষা সমুদয় জাতি এবং সকল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। যে, জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাকে তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন; যাহার হৃদয় কোমল তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া তিনি তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করেন; যে কার্য্য করে তাহাকে তিনি কার্য্য স্রোতের মধ্যে রাখিয়া শান্তি দান করেন। যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত উপায়ে তাঁহার ভাষা বুঝাইয়া দেন। এমন গুরু অন্তরে বসিয়া আছেন, আর কেন তাঁহাকে অবহেলা কর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে, যে ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে সেই ভাবে তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন; তবে কেন প্রতিদিন প্রার্থনার উত্তর না লইয়া পলায়ন কর? প্রতিদিন তাঁহার নিকটে গমন কর, এমন কথা শুনিবে, এমন কথা আসিবে যাহা প্রবল বেগে তোমাদিগকে জ্বলন্ত ব্রহ্ম অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিবে। এক একটী ব্রাহ্ম তখন এক একটী "অগ্নি স্তম্ভ" হইয়া দশ দিকে ভ্রমণ করিবে। আমরা ব্রহ্মের কথা শুনিতে পারি ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ আপনার কথা বলিয়া জগতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী যিনি বলেন কোন সত্যই আমার নহে; ঈশ্বর সমুদয় সত্যের অধিপতি, তিনি যখন যাহা দেন তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি যাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন সন্তান! আহার কর তখন আহার করি; যখন বলেন, বৎস! এই সাধু কার্য্যটী তুমি সাধন কর, তাঁহার কথা শুনিয়া তখন সেই কার্য্য করি, যখন বলেন

ঐ তোমার ভ্রাতা, তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাঁহারা প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন তাঁহারাই বাস্তবিক বিনয়ী। যাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে তাহারা দাম্ভিক। তাহাদের সেই অহঙ্কার চূর্ণ হউক। ব্রাহ্মগণ! সাবধান তোমরা কখনও সেই গরল পোষণ করিও না। জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বল "আমার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং দেখা দেন, তাঁহার সঙ্গে আমার কোন ব্যবধান নাই, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে তাঁহার ভাষায় কথা বলেন।" আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্য্য করি, আমি লোকের মন ভাল করিয়া দিই এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী সামান্য সত্যও পাইতে পার না। যখন চারি দিক অন্ধকার, কোথায়ও সত্যের আলোক দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন। যখন পাপ বিকারে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয় তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দেন। ব্রাহ্মগণ! পিতার আদেশ অবিশ্বাস করিও না। সেই দিন জগৎ পরিত্রাণ পাইবে যে দিন বলিবে পিতা আমাকে এই সত্য শিখাইয়া দিয়াছেন তিনি অমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অবিশ্বাসী সন্তানদের গতি কি হইবে আজ একবার বল। পিতা তুমি যে কথা বলিতে পার তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যদি জগৎ জিজ্ঞাসা করে কে আমাদিগকে ব্রাহ্ম হইতে বলিলেন, আমরা বলিব কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুরোধ। তোমাকে স্বীকার করি না, তোমার কথাকে নিজের কল্পনা মনে করি। এ যে আর প্রাণে সহ্য হয় না। যখন ভাই ভগ্নীগণ বলেন তাঁহারা তোমার কথা শুনিতে পান না তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার দ্বারে আঘাত করিলে তুমি পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাক এই কথা শুনিলে যে পিতা প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। এই ধর্ম্মে আর কি শান্তি পাইব যদি তুমি কথা না কও। পিতা তুমি যদি বলিয়া দাও আমি কথা কই না, আমি কাহাকেও উপদেশ দিই না; তবে যে আর আমাদের উপায় নাই। কেমন করে পিতা তুমি সর্ব্বদা প্রতি সন্তানকে জ্ঞান দাও বল দাও বুদ্ধি দাও, তাহা কি এক বার আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? প্রার্থনার কি উত্তর দাও শুনিয়া কি আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতে শিখিব? কথা কও, পিতা একবার কথা কও, বুঝাইয়া দাও যে আমাদের কথা আকাশ গ্রাস করিতে পারে না, প্রত্যেক কথা শুনিয়া তুমি তাহার ফল বিধান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ। ছোট ছেলে যদি অরণ্যে মা মা করে কাঁদে, আর তার মা যদি শুনিয়া উত্তর না দেয় তবে যে আর তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। একবার কি তুমি একটী কোমল কথা বলিবে না? কথা কহিয়াছ, এই অন্যমনে হয় আবার কথা বলিবে: তাই আমার জন্য এবং ভ্রাতা ভগ্নীদের জন্য বলিতেছি তুমি কথা কও। এমনি করিয়া কথা কও যে তোমার মধুময় কথাতে ভুলিয়া যাইব এবং বলিব পিতা আর এক বার কথা কও। কেবলই তোমার কথা শুনি, একটী বার কথা কও পিতা, একটীবার কথা কও, এই অধমদের প্রাণ শীতল কর।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে আমরা কি উপদেশ লাভ করিতে পারি?

মহাত্মা নর্ম্মাণের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা কখন দেখি নাই। ভারতবর্ষের মান্যবর বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি দিবা দুই প্রহরের সময় বিচারাসনে উপবেশন করিবার জন্য বিচার মন্দিরে পদক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় একজন সামান্য লোকের হস্তে অসহায় হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এরূপ ঘটনায় কেহ অচেতন থাকিতে পারেন না, সকলের মন আন্দোলিত হইবেই হইবে। সাধারণ লোকের মনে ইহা স্মরণ করিয়া কি ভাবের উদয় হইতেছে? ভয় ও সন্দেহ। ভয়-পাছে আমাদের প্রাণের প্রতি কেহ এইরূপ আঘাত করে; সন্দেহ হত্যাকারী যে দেশের যে জাতির, তাহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ভয় ও সন্দেহ নীচ ভাব, ইহা পশুদেরও হইয়া থাকে। ইহাতেই ব্রাহ্মদিগের বিশেষ শিক্ষার কি কিছুই নাই? কোন পুস্তক বিশেষ যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নয়; ঘটনা সূত্র ধরিয়া তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন জগতের সাধারণ কার্য্যপ্রণালীদ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দেন, আবার বিশেষ ঘটনাদ্বারা আপনার বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ইতিহাস মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি? জীবনের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য সাধারণতঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা আপনাদিগের মধ্যে বন্ধু বান্ধবদিগের মৃত্যু ঘটনাতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর রূপে হৃদয়কে অভিভূত করিয়া থাকে। করিলে কি হইবে তাহা যে শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়, সংসারের পাঁচ কাজে পড়িয়া আবার সকলি

সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায়। যত দিন ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ না হয় ততদিন বৈরাগ্যের ভাব কোন ফলদায়ক হয় না।

বিচারপতির মৃত্যু হইতে আমরা দুইটী বিশেষ উপদেশ পাইতে পারি। প্রথম, আমরা যখন মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, তখনও মৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর জন্য এখনি প্রস্তুত থাকা আবশ্যক নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় মরিতে হইবে।

বিচারপতি নিশ্চিন্ত মনে বিচারালয়ের সোপানে উঠিতেছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা আছে ইহা কি তাঁহার কল্পনাপথেও আসিতে পারিত? কিন্তু মনে কর হন্তার প্রথম সাংঘাতিক আঘাতে তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল? অত্যন্ত বিস্ময়! কোথা হইতে কে হঠাৎ কারে আঘাত করিল? তখন তাঁহার হৃদয় কেমন কম্পিত হইয়াছিল! ইহা যে কেবল তাঁহার পক্ষে ঘটিয়াছে এরূপ নহে প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। প্রত্যেকে যে সময় খুব নিশ্চিন্ত, মৃত্যু অদৃশ্য ভাবে দারুণ আঘাত দ্বারা চমকাইয়া দিবে। আমরা প্রত্যেকে মনে মনে ঠিক্ করিয়া আছি, আমার মৃত্যু এরূপ ভাবে হইতে পারে না। আমি ক্রমে বৃদ্ধ হইব, শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইবে, কিছু কাল পরে রোগশয্যায় লুণ্ঠিত হইবে আস্তে আস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই নাই। এত বড় লোকের এমন অবস্থায় যদি মৃত্যু ঘটনা সম্ভব হইল, তাহা হইলে আমাদিগের প্রত্যেকের নিমেষ মাত্র বাঁচিয়া থাকা কি আশ্চর্য্য নহে? এত দিন যে আমরা বাঁচিতেছি ইহা আমাদের অমূল্য অধিকার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপাসনা কালে অনেকেই সুখ সম্পদ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন্ কিন্তু কেবল বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য তাঁহার প্রতি কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন? প্রতিনিমেষ বাঁচিয়া থাকা প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্রের স্থিতি অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। আমাদিগের কোটী কোটী শত্রু রহিয়াছে কখন্ না মৃত্যুর সম্ভাবনা? তাহার উপর বার বার পাপাচরণ করি আমাদের যে জীবনে কোন অধিকার নাই কিন্তু তাহাও ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়া প্রতিনিমেষ জীবনের জন্য আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অপ্রস্তুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রায় সকলেই ঠিক্ করিয়াছেন পূর্ব্বজীবন যেরূপে যাউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে কিন্তু অবসর পাইব। তখন মনের সকল আশা মিটাইয়া লইব। ঈশ্বরের নিকট খুব ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় হৃদয়কে পবিত্র করিব, সমস্ত জীবনের পাপের জন্য খুব বড় প্রার্থনা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব, যত লোকের নিকট অপরাধ করিয়াছি, সকলের জন্য এককালে ক্ষমা চাহিয়া লইব। এই রূপে প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় প্রস্তুত হইবার আশা, এখন প্রস্তুত হইতে লজ্জা বোধ হয়। এখন সেই রূপ প্রস্তুত হন না কেন? মনের গুপ্তভাব এই, অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব, আবার তো পাপ করিতে হইবেক তবার ক্ষমা চাহিব? লোকেই বা এরূপ ব্যবহারে দয়া করিবে কেন? কিন্তু মৃত্যু কালে গড়ে একবার প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইব আর পাপ করিতে হইবে না। কিন্তু হায়! মৃত্যু কি প্রস্তুত হইয়া আমাদিগকে মরিতে বলিবে?

আমাদিগের উচিত সমস্ত জীবনের শেষ দিনের জন্য যাহা তুলিয়া রাখি অন্ততঃ প্রত্যেক দিনের শেষ সময়ের জন্য তাহা রাখা। নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিন যেন শয্যাতে শয়ন করিতে পারি। প্রতিদিনের দেনা প্রতিদিন শোধ করিতে পারিলে অনেক স্বচ্ছন্দ। অন্ততঃ আজিকার সমস্ত দিন তোমাকে লইয়াছিলাম, দুদিন একথা বলিতে পারিলেও জীবন সার্থক হয়।

অন্য ধর্ম্মের মৃত ব্যক্তিরা আমাদিগের প্রার্থনার বিশেষ অধিকারী। মৃত ব্যক্তিদের আর জাতি বর্ণ, ধর্ম্মভেদ নাই, সকলেই এক পিতার সন্তান হইয়া তাঁহার পরিবারস্থ হন। বিচারপতির অপ্রস্তুত অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা আমাদিগের কর্ত্তব্য। হন্তা ব্যক্তিও আমাদিগের দয়ার পাত্র। এসময় যদি তাহার ফাঁসি হয়, ঘোর পাপের মধ্যে তাহার পক্ষে মৃত্যু কি ভয়ানক অবস্থা! এরূপ অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পাপের বোঝা স্কন্ধে করিয়া মরিল বলিয়া সে অধিক দয়ার পাত্র. তাহার জন্য অধিক কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

দোষীকে বাহ্য দণ্ড বিধান করা উচিত কি না? তাহা পাগলামি মাত্র। তাহাতে বৈর নির্য্যাতন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত উপকার হয় না। একটী বিরাল কোন অনিষ্ট করিলে তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া আঘাত করিলে সিন্দুকই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বিরালের গাত্র স্পর্শ করে না। সেই রূপ অপরাধীর শরীর বিনাশ করিলে তদ্দ্বারা তাহার আত্মার প্রকৃত দণ্ড হয় না সুতরাং কোন সংশোধনও হইতে পারে না।

নূতন সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

একি ঘোর মোহ রাশি আসিয়ে ঘেরিল মন, হৃদয় হল আঁধার প্রাণ যে করে কেমন। দেখি পাপ ব্যবহার, প্রাণ কান্দে নিরন্তর, অক্ষমা ক্রোধ আসিয়ে কেন করে জ্বালাতন।

অসত্য পাপ নাশিতে, সত্যের জয় ঘোষিতে, শরীর বিনাশ কিম্বা গৃহ হতে নির্ব্বাসন, কিন্তু যেন পাপীজনে:

প্রাণান্তেও ঘৃণা করিনে, তাদের মঙ্গলতরে পূজিব পিতার চরণ

মিথ্যা শঠতা বঞ্চনা, জীবনে যেন আসে না, প্রাণান্তে অহিত চিন্তা না করিব কদাচন; পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে, যেন হে পুণ্য বিরাজে, তাহলে ভারতবাসীর হইবে হে পরিত্রাণ।

এ ঘোর বিপদ সময়, কোথা রইলে দয়াময়, রাখ হে ব্রাহ্মসমাজে করি পুণ্য শান্তি দান; ক্ষমা, ন্যায়, সত্যপ্রিয়তা, বিনয় ভক্তি নম্রতা, প্রত্যেক ব্রাহ্ম সন্তানে কর পিতা কর দান। ১॥

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে। সুখ স্বপন যত, দেখিতে অবিরত চিরদিনের মত ফুরাবে।

কাল শয্যায় শুয়ে নিজ পাপ স্মরিয়ে, যবে দুই ধারে নয়ন ধারা বহিবে; ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।

স্নেহময়ী জননী হারায়ে নয়নমণি, যবে গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবেন; প্রাণ সম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি, কেঁদে ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে॥ ২॥

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

নাথ! দাও শ্রীচরণ, অন্তিমকালের সেই এক মাত্র ধন। সংসারের সুখ সকলি হইল শেষ কি লইয়া পরলোকে করিব গমন।

তোমারে ভুলিয়া আমি, হইয়াছি অধোগামী, পাপেতে মগন হয়ে আছি নিরন্তর; এখন হলে মরণ, বিফলে গেল জীবন, অনন্ত জীবন পথে হল না গমন।

অনিত্য দেহ পিঞ্জরে স্থাপিলে তুমি আমারে পালিতে তব আদেশ করিয়ে যতন; জড় দেহ ক্ষয় হল, চেতন ঘুমাইয়ে রল, জীবনে তব আদেশ না করি পালন।

ইহলোক লোকান্তরে জীবাত্মা বিরাজ করে, শরীর ত্যজিলে পরলোকবাসী বলে তারে; ইহকালে পরকালে তোমার চরণতলে, অনন্ত জীবমণ্ডলে যাবে অনন্ত জীবন।

সংসারের প্রিয়জন, স্থায়ী নহে চিরদিন শরীর হলে নিধন, সম্বন্ধ চলিয়া যাবে; এই ভিক্ষা দয়াময় দাও চরণে আশ্রয়, ইহলোকে পরলোকে করি চরণ দর্শন॥ ৩॥

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমীপেষু।

সাবনয় নিবেদন।

অদ্য সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্র খানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত হইলাম। আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইয়া ক্রোধান্ধ বশতঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহাহউক অদ্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন। এবং আমাদিগকে অবাক্ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে এরূপ ভাব হইতে রক্ষা করুন।

আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা'র উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। বারাণসীর চান্দ্রমাস গণনায় ২রা ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় ১১ই আশ্বিন, ইংরাজি ২৬শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল, তাহা আপনি অস্বীকার করেন কি না এবং সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না?

২। বারাণসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃতরাজা দেব নারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত বস্তীরাম দ্বিবেদী, কাশীর রাজার সভা পণ্ডিত তারাচরণ বর্ত্তমান সময় কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না? কাশীতে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? ঐ সকল পণ্ডিত কুশণ্ডিকাদি শূন্য ব্রাহ্মবিবাহকে এবং অসবর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না?

৩। উক্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না?

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কি না? তাঁহা'দিগকে আপনার গুরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপক দিগের উল্লেখ করা হইয়া'ছে ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?

৫। উক্ত সভাতে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন?

৬। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন?

৭। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ মিথ্যাবাদী এবং তাঁহারা কেবলই অসত্য প্রচার করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন?

৮। "কৈশব" এই শব্দের অর্থ কি? এই শব্দের দ্বারা কাহাদিগকে গণ্য করিতেছেন? ঐ শব্দটী কি ঘৃণা বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই?

৯। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্ব্বসাক্ষী জানিয়া তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই ১০টী প্রশ্নের প্রকৃত

সত্য সরল উত্তর অকপট ভাবে প্রদান করিবেন। আপনি ইহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, আপনি স্বয়ং সেই দোষে দোষী কি না?

১০।১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে মিথ্যা লেখা হইয়াছে, তাহ'র প্রমাণ কি?

আপনাকে সাধারণ সমক্ষে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছি, যদি কিছু মাত্র সত্যের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা থাকে তবে উক্ত ১০ টী প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রদান করুন।

যদি আপনি মোহ বশতঃ প্রকৃত উত্তর প্রদান না করেন, তবে বারাণসীবাসী সমস্ত ভদ্র লোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং সমস্ত হিন্দু সমাজেও অনাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
শ্রীঅঘোর নাথ গুপ্ত।
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

সম্বাদ।

কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বিষয়ে যাহা গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে লেখা হইয়াছিল, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ তজ্জন্য আমাদিগকে মিথ্যা বাদী বলিয়াছেন,। আমরা পুনরায় বলিতেছি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং মিররে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত সত্য। তিনি নিজে আপনার গৃহে যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে দুইজন বাঙ্গালি ব্যতীত কাশীর অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা ও সিদ্ধতা বিষয়ে অমত দিয়াছেন ইহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বাঙ্গালিপণ্ডিতদিগকে কি কাশীর পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে? আমরা ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা বলিয়াছি বাবু হরিশ্চন্দ্রের পত্রই তাহার প্রমাণস্থল।

বিগত ২৮শে আশ্বিন শিবপুর প্রার্থনা সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত দিন তদুপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। তথাকার সভ্যদিগের নব উৎসাহ দেখিলে বড় আনন্দ হয়, কিন্তু আমাদের সে আনন্দ অনেক বার দুঃখে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় প্রগাঢ় উৎসাহ লক্ষিত হইয়া থাকে, শেষে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার উদ্যম হ্রাস হইয়া আসে। বাস্তবিক সকল স্থানের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ধর্ম্মজীবনের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন। আমরা ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করি, যেন ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হন ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গ জীবনকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

আমরা অতিদুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের পরম আত্মীয় উৎসাহী ব্রাহ্ম বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বিগত ১৫ই আশ্বিন পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার নিবাস বিক্রমপুর কুকুটিয়া, বয়ঃক্রম ২৪।২৫ বৎসর। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল; তিনি ধর্ম্মের জন্য মাতা ভ্রাতা স্ত্রী ও গৃহ হইতেও বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ ও শান্তি বিলুপ্ত হইত না। বিশেষতঃ কোন লোকের বিপদ আপদ শুনিলে প্রাণপণে তিনি তাহার উপকার করিতেন। মৃত্যুকালে মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী কাহার ও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরিবার বর্গের এ আক্ষেপ আর কিছুতেই যাইবার নাহে। তিনি সম্প্রতি কয়েক মাস হইল মধ্য আসামস্থ নওগাঁ গবর্ণমেণ্টে স্কুলের অন্যতর শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন, সহসা বিসূচীকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ বিনয় পরের হিত অভিলাষ ও শান্ত ও আনন্দিত ভাব অনেকের অনুকরণীয়। দয়াময় পিতা তাঁহার মঙ্গল করুন তাহার পাপ তাপ দূর করুন তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান করুন। যাঁহার নাম দীনদয়াল তিনি সেই দুঃখিনী বিধবা পত্নী ও শোকার্ত্তা জননী কে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিলাত হইতে আগামী মাঘোৎসবের মধ্যে ব্রহ্ম মন্দিরের জন্য যে অর্গান আসিবার কথা ছিল, বোধ হয় তাহা উৎসবের পরে আসিতে পারে। তাঁহারা একটী ভাল অর্গান প্রস্তুত করিবার জন্য কারিকরদিগকে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাল করিয়া করিতে হইলে কাল বিলম্ব হইবে। তাঁহাদের উৎসাহ অনুরাগ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

এই বর্ত্তমান দুর্গোৎসব অনেক ব্রাহ্মের পরীক্ষার স্থল। কত ব্রাহ্ম বিদেশে থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজে উৎসাহের সহিত যোগ দেন কিন্তু দেশে গিয়া পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধে কত ক্ষত বিক্ষত হইবেন। পৌত্তলিকতা দূর করা ব্রাহ্ম জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য। পৌত্তলিকতা ভয়ানক পাপ, ইহাতে দেশ মহাপাপের গভীর পঙ্কে ডুবিতেছে এ দেখিয়া যাহার হৃদয় ক্রন্দন না করে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মোপাসক নহেন। যথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা যাঁহার প্রাণ তিনি কখনই পৌত্তলিকতা বিনাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। পুত্তল পূজা বিনাশ করা প্রতি ব্রাহ্মের জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য; এই কার্য্য সম্পাদনে যেন কেহই উদাসীন না হন। ব্রাহ্মগণ! দেখ এই পাপ বিন্দুমাত্র তোমাদিগকে স্পর্শ না করে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা কার্ত্তিক তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
২০ সংখ্যা

১৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
ডাকমাশুল ৸০

বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা।

হে জীবন্ত প্রাণদাতা পরমেশ্বর! তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, তোমারি রাজ্যে বাস করিয়া তোমারি হস্তে রক্ষিত হইয়া তোমাকেই অবিশ্বাস করিলাম। প্রতিদিন তোমারি করুণা সম্ভোগ করিয়া তোমারি প্রদত্ত বিবিধ সুখ রত্ন লাভ করিয়া তোমাকেই অস্বীকার করিলাম,বল হে পিতা! তবে আর কি প্রকারে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিব। তুমি প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ, তুমি নিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ, কাঁদিলে আমাদিগকে দেখা দেও, ডাকিলে আমাদের কথায় উত্তর দেও, কাতর হইলে আমাদের যন্ত্রণা দূর কর ইহা যদি বিশ্বাস না করিলাম তবে আর তোমার প্রেমমুখ কি প্রকারে দর্শন করিব? তবে আর তোমাকে কি প্রকারে লাভ করিব। হে দীনবন্ধু! এই গুরুতর অবিশ্বাসের জন্যই পাপ দুষ্কর্ম্ম হৃদয়কে অধিকার করিল। পিতা যখন ঘোরতর দুর্জ্জয় প্রলোভন আত্মাকে আক্রমণ করে, তখন যদি দেখিতে পাইতাম এই যে তুমি আমাদের অন্তরে, এই যে তুমি আমাদের আশ্রয়, সকল শক্তির আধার তাহা হইলে আর কি পাপ হ্রদে ডুবিয়া মরিতাম? কোন প্রকার অসুবিধা অসুখ হইলে অমনি অস্থির হইয়া পড়ি, এক বিন্দু বিশ্বাসের জন্য চারিদিকে হাহাকার করিতে হয়। বিশ্বাস রাজ্যে এ সব কিছুই নয়, তথায় অশান্তি ও অতৃপ্তির লেশ মাত্র নাই। প্রভো! কিসে অটল বিশ্বাসী হইয়া তোমার সেবা করিতে পারি বলিয়া দেও।

হে পতিতপাবন! যে বিশ্বাসের অনুপম সৌন্দর্য্যে সাধুদিগের মুখ মণ্ডল সুশোভিত হয়, যে বিশ্বাস জীবন মৃত্যুর বিভিন্নতা বিদূরিত করে, ইহলোক পরলোকের তারতম্য বিনাশ করে, যে বিশ্বাসে সংসার ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা চলিয়া যায় কৃপা করিয়া সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রেরণ কর। পিতা সংসারে তোমার অভিপ্রেত কত কার্য্যই করি; কিন্তু অবিশ্বাসের জন্য তাহার ফল পাইনা বরং আরও তাহাতে হৃদয়বিকৃত ও মনের সমূহ ক্ষতি হয়। আপনার জীবনের আর সৌন্দর্য্য থাকে না। কষ্ট পাইয়াও সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। পিতা বিশ্বাসের সহিত তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে জীবন কেবল ভারবহ বলিয়া প্রতীত হয়, দুঃখেতেই দিন অতিবাহিত হয়। আত্মগৌরবেই হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইল, আর তোমা বিনা বাঁচিতে পারি না। হে হৃদয়রঞ্জন! তুমি আমাদের চক্ষুর অঞ্জন হও। তুমি আমাদের চক্ষুতে বিশ্বাস দেও। অন্তরের ও বাহিরের চক্ষু এক করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্য

অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে দেও। ভাই ভগিনী সকলকেই পবিত্র নয়নে দেখিতে সমর্থ কর। হে দীনশরণ! তোমার সহিত আত্মার যোগ সাধন করিয়া দেও আর যেন অবিশ্বাসে মরিতে না হয়, দিবানিশি নয়নে নয়নে তোমাকে দেখিব, বিশ্বাসের সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ সুন্দরও পবিত্র বেশ ধারণ করিবে এরূপ অবস্থা আনয়ন কর। পিতা আর তোমাকে কি বলিব তুমি আমাদের জীবন প্রাণ সহায় হও এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

ধর্ম্মজীবনের গভীর সংগ্রাম

ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্য অতি নিগূঢ়, জীবন নিতান্ত দুরবগাহ্য পরীক্ষায় পরিবেষ্টিত। যতদিন হৃদয় স্বর্গীয় জীবন লাভ করিবার জন্য তৃষ্ণাতুর থাকে ততদিনই জীবনে সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা বলিয়াছেন যে যাহার হৃদয়ে নিয়ত সংগ্রাম, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বাস্তবিক ইহার নিগূঢ়তা সন্দর্শন করিলে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে যাঁহার অন্তরাত্মা অসত্য পাপ, রিপুগণের উত্তেজনা, মিথ্যা কপটতা ও দুষ্প্রবৃত্তির সহিত নিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে তাঁহারই ঈশ্বর স্পৃহা নিরতিশয় বলবতী, তাঁহার সজীব ধর্ম্মতৃষ্ণা সতত জীবনকে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। সংগ্রামের অবস্থাই প্রকৃত ব্যাকুলতার অবস্থা, সংগ্রামের অবস্থাই যথার্থ ধর্ম্মানুরাগের অবস্থা। জীবনে সংগ্রাম না থাকিলে অন্তরের ব্যাকুলতার স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রশমিত হয়, স্বর্গীয় জীবন পথে কণ্টক আরোপিত হয়। বাস্তবিক সংগ্রামের অবস্থা যে জীবনের অবস্থা ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। মনুষ্যের সহস্র দুর্ব্বলতা, অপরাধ দয়াময় পিতা হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করেন, কিন্তু কে সেই ক্ষমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? যিনি অন্তরস্থ শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য সতত প্রযত্নবান, তিনিই পিতার ক্ষমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। মনুষ্যাত্মার প্রকৃত বীরত্বই এই আসুরিক রিপুদলের যুদ্ধক্ষেত্রে। পূর্ব্বতন সাধুদিগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম বাক্যে কেন স্বর্গীয় জীবন ও উৎসাহের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে? তাহার কারণ কেবল ঐ যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ। সেই গভীরতম সংগ্রামের অবস্থায় যে সকল ভাব বিনির্গত হয় তাহা ঐশ্বরিক বল হইতে সমুৎপন্ন। এই জন্য সে ভাবের কথা মনুষ্য হৃদয়কে উত্তেজিত ও জাগ্রৎ করে। যাঁহারা বাস্তবিক হৃদয়ের সহিত দয়াময় পিতার শ্রীচরণ লাভ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাদের হৃদয় নিশ্চয়ই পাপ অসাধুতা বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হয়, সর্ব্বদা পাপ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে ও যাহাতে তৎপরিবর্ত্তে স্বর্গীয় ভাব মনে বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় যত্নবান হয় ও প্রাণের সহিত সাধন করে।

পাপের সহিত সংগ্রাম করা ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সাধন করা উভয়ই সমান। এক দিকে পার্থিব জীবন অন্যদিকে অনন্ত জীবন, একদিকে সংসারের নীচতা অপরদিকে স্বর্গীয় কামনা, এক দিকে পৃথিবীর সুখ সম্পদ অন্য দিকে ঈশ্বরের নির্ম্মলানন্দ ও পবিত্র শান্তি; এই উভয়বিধ প্রবৃত্তি মনকে অস্থির ও আন্দোলিত করে। জীবনের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে যে সেই সংগ্রামের সময়েই জীবনে সাধুভাব প্রবেশ করে, সেই অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সুদৃঢ় যোগের সূত্রপাত হয় ঐ সময়েই লক্ষ্যের অপ্রতিহত গতি অবাধে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অবস্থাটী কৃপা সম্ভোগ করিবার বিশেষ অবসর। দীনদয়াল পিতার কৃপাহিল্লোল সাধকের হৃদয় মন পরিতৃপ্ত ও স্নিগ্ধ করে। সংগ্রাম জীবনের সজীব লক্ষণ, আলস্য উদাসীনতা নির্ব্বীর্য্য ভাব শিথিলতা ঐ অবস্থায় অসম্ভব। আত্মার যথার্থ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার পথ ঐ সংগ্রামের অবস্থাতেই পরিষ্কৃত হইয়া

যায়। মানসিক বৃত্তি নিচয় তদবস্থাতেই স্বীয় স্বীয় গম্য পথ অবলম্বন করে, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদি তেজস্বী ও সতৃষ্ণ হইয়া আপন আপন উপভোগ্য বিষয় অনুভব করে। আমরা জীবনের পরীক্ষাতে দেখিতেছি যে যখন হৃদয়ে বিষম সংগ্রাম থাকে তখনই ভাল উপাসনা হয়, তখনই হৃদয়ের সরস প্রার্থনা হয়। সে সময় জীবন অতি সরস, শুষ্কতা প্রবেশ করিতে পারে না। উপাসনা করিয়া মনে বিলক্ষণ শান্তিও তৃপ্তি হয়। পবিত্রতার কঠোর নির্যাতনে পাপ প্রবৃত্তি অনেকটা বশীভূত থাকে, সহসা মস্তক উন্নত করিয়া জীবনকে কলঙ্কের স্রোতে নিক্ষেপ করিতে পারে না। অনেক কে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অল্প অল্প চেষ্টা করেন, অনেক সময় পাপের সহিত সংগ্রামও করেন, সরল ভাবে হৃদয়ের সহিত রিপুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতেও যত্ন করেন; কিন্তু বারম্বার যত্নের পর কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে নীরাশও অবিশ্বাসী হইয়া পাপের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হন। যিনি আপনার বলে পাপের দুর্জ্জয় বল পরাস্ত করিতে চান তাঁহার নিশ্চয় পতন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় পিতার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া অসাধুতা হইতে প্রমুক্ত হইতে চাহিলে হৃদয় স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হয়। প্রকৃত পক্ষে তিনিই ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন যিনি বিশ্বাস, আশা, নির্ভর ঈশ্বরে সংস্থাপন করেন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে চিরকাল হয়ত পরীক্ষার মধ্যে যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ ও সংগ্রাম করিতে করিতে গেল; কিন্তু শেষে এক অবিশ্বাসের জন্য হয় তো জীবনের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল, সকল যত্ন বিফল হইয়া গেল। জীবন চক্রের অব্যাহত গতির নিগূঢ় তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে ঈশ্বরের অজ্ঞাত আকর্ষণই ঐরূপ সংগ্রামের কারণ। কেন হৃদয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? ঈশ্বরের সহিত আন্তরিক যোগই মনুষ্যকে অসাধুভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে অনুরুদ্ধ করে। যে পরিমাণে ঐ আকর্ষণ সেই পরিমাণে সংসারাসক্তির সহিত যুদ্ধ, সেই পরিমাণে ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা, সাধন যত্ন, সেই পরিমাণে ব্যাকুলতা ক্রন্দন উৎসাহ। অতএব অন্তরে ঐ স্বর্গীয় অনল যখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখনই পাপকে ভস্মীভূত করিতে অভিলাষ হয়, তখনই জীবনে বীরত্ব প্রকাশ পায়। বল দেখি হে ব্রাহ্মগণ! কেন ব্রাহ্মমণ্ডলী এখন ভক্তিবিহীন? কেন তাঁহাদের মধ্যে আর ব্যাকুলতা সরস ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না? কেন আর উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য তৃষ্ণা যত্ন লক্ষিত হয় না? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মজীবনে পূর্ব্বের মত আর সংগ্রাম নাই। সংগ্রাম বিহীন জীবন মৃত জীবন বলিলেই হয়। সংগ্রাম গেল ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম জীবনও বিলুপ্ত হইল। ব্রাহ্মগণ! বল দেখি যখন হৃদয়ে সংসারাসক্তি আসে তখন কি তাহার জন্য দুঃখ হয় সংগ্রাম হয় চেষ্টা ও সাধন হয়? যখন লোভ ও রাগ অন্তরে উপস্থিত হয় তখন কি তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা হয়? যখন মন শুষ্ক কঠোর থাকে তখন কি তাহার জন্য হৃদয়ে ক্রন্দন আসে? যখন উপাসনা করিয়াও জীবন সরস হয় না, সকলই শূন্য বোধ হয়, তখন কি তাহার জন্য দুঃখিত হৃদয়ে বিশেষ উপায় অবলম্বন করি? যখন ভ্রাতার নিন্দা বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয় তখন কি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি? যখন তাঁহার কৃপা উপভোগ করিয়াও হৃদয়ে ভাব উপস্থিত না হয় তখন কি সেই অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পিতার চরণে শরণাপন্ন হই? দেখ ভ্রাতৃগণ! প্রতিদিন কি জীবনে এই রূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে? প্রতিদিন কি পাপ ও কলঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে? হৃদয়ে নিয়ত সংগ্রাম কর, একটু

দাষ কি কলঙ্ককে প্রশ্রয় দিও না, অন্তরের দাষ কলঙ্ক পরিপোষণ করিলে স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়, পিতার ভাণ্ডার প্রমুক্ত থাকিলেও সম্ভোগ করিতে পারা যায় না। ইহজীবন ত কেবল সংগ্রামেরই প্রতিকৃতি। কিন্তু সংগ্রামে পরাস্ত হওয়া কাপুরুষতা। নিয়ত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাক; কিন্তু তাহার নিকট পরাস্ত হইও না। সংগ্রামে জীবন বিশ্বাসী হয়, সাহসী ও সবল হয় এবং অটল অবিচলিত বীরত্ব লাভ করে। বিশ্বাস সহকারে পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে। পিতার নামে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা অসাধুতা পরাস্ত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ! পিতার রাজ্য নিষ্কণ্টক নির্ব্বিরোধ নহে; পাপ ও অসাধুতাকে বিনাশ করিতে গেলেই অনায়াসে তাহা সিদ্ধ হইবে না। বর্ত্তমান সময় তোমাদের নিকট বিশেষ একটী সংগ্রামের স্থল। এখন বাহিরে অন্তরে যুদ্ধ বিগ্রহ। কেবল সেই চিরসহায় পিতাকে সহায় করিয়া সেনাপতি করিয়া জীবনযুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও আর কিছুই করিতে হইবে না। ভক্তের প্রাণ যিনি সাধকের সহায় ও তিনি; তাঁহার মত আর ভাল বাসিবার বস্তু কে আছে? যদি ভক্ত ও প্রেমিক হইতে চাও যদি পিতার নিষ্কলঙ্ক আবির্ভাব নিয়ত সন্দর্শন করিতে অভিলাষ কর, তবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পাপের সহিত সংগ্রাম কর। পিতার চরণে হৃদয় মন সমর্পণ কর।

ব্রাহ্মসমাজের গৃহশত্রু।

এই পাপ পৌত্তলিকতা ও স্বার্থপরতা পূর্ণ হিন্দু সমাজে যখন নিঃস্বার্থ পবিত্রতম উপধর্ম্ম-বিনাশক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছে তখন তাহাকে প্রতিপদে সংগ্রাম করিয়া চলিতেই হইবে। আমাদিগকেও চিরদিন লোকের বিরাগ ভাজন হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে আর বাহিরের প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক সকল তাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে, কেন না সে সকল অতিক্রম করিবার জন্য ব্রাহ্মদের জীবন প্রস্তুত আছে। গুপ্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যে সমস্ত মহানিষ্ঠকর কার্য্য সম্পন্ন হয় তদ্দারা আমরা বিশেষ রূপে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছি। সরল বিবাদ, সম্মুখ সংগ্রাম, যেখানে সেখানে সত্যেরই গৌরব প্রচারিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষীয়েরা কুটিল নীচ ভাবে আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য যখন ন্যায় সত্য সরলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের ভাণ করত সত্যবাদীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা অজ্ঞাতসারে কাপুরুষের ন্যায় বৈর নির্যাতন করিতে থাকে। তাহারা অনায়াসে নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য মনে করে। তাহারা অধর্ম্মের রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া নির্দ্দোষিদিগকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা এ প্রকার অসরল ভীরু প্রতিপক্ষদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোন কালে সত্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হই না। মিথ্যা অন্যায় কার্য্য করিতে যাহারা সংকুচিত হয় না, তাহাদের দ্বারা কোন কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকে না। এজন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের মুখের প্রতি চাহিয়া সত্য পালন করা বিধেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র উন্নত নীতি পালন করিতে অক্ষম হইয়া যাহারা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ব্রাহ্মসমাজের রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছে, মনুষ্য জীবনের উচ্চ অভিলাষ, সাধু কামনা স্বাধীন মত বিক্রয় করিয়া যাহারা ইচ্ছাপুর্ব্বক পাপের দাসত্ব-শৃঙ্খল পুনরায় গলদেশে পরিধান করিয়াছে, তাহাদের যদিও কোন পদার্থ নাই, কিন্তু তথাপি তাহারা সর্ব্ব প্রকার উন্নতির শত্রু;- সুবিধা পাইলেই সাধ্যমত ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। মিথ্যাবাদী উপাচার্য্য,

প্রতারক কপটাচারী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম করিয়া যেরূপ ভয়ানক অমঙ্গল সাধন করিতে পারে আবদুল্লার ন্যায় মহাপাতকীর দ্বারাও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্ম হইয়া যাহারা কুটিল স্বার্থপর হয়, তাহাদের তুল্য ভয়ানক নররাক্ষস আর কেহই হইতে পারে না।

দেশ হিতৈষী ব্রাহ্মগণকে এ সময়ে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মনামধারী সত্যধর্ম্ম-বিনাশক শত্রুদিগের হইতে সাবধান হইতে হইবে। স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত লোক নির্দ্দোষ মেষের রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবী নাকি অত্যন্ত পাপে পূর্ণ এই জন্য ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে চিনিতে না পারিয়া অনেকে প্রবঞ্চিত হন, নতুবা উহাদিগকে দর্শন মাত্রেই চিনিয়া লওয়া যাইত। অপর কোন নাম ধারণ করিয়া অভিষ্ট সিদ্ধি হইবে না বলিয়া তাহারা ব্রাহ্মনামে আপনাদের পরিচয় দেয়। আমাদিগকে এমন কোন সাধু উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দারা আমরা সাবধান হইয়া চলিতে পারি। তাহাদের মায়াজাল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই আমাদের নিরাপদ। হায়! মনুষ্যের দেব প্রকৃতি বিকৃত হইলে কত দূরই না ভয়ানক হইতে পারে। দয়াময় ঈশ্বর তাহাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রধান করুন।

ধর্ম্মের সহিত দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধ।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে অবগত হওয়া যাওয়া যে, ধর্ম্মও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই জনসমাজ উন্নত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মও বিজ্ঞান রাজ্যের পরস্পর এত দূর নিগূঢ় যোগ যে একের অভাবে অপরের স্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না, একের অভাবে অপরের আলোক ও শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। ধর্ম্মজগতের প্রণালী অতি গভীরতর ও দুরবগাহ্। প্রথম অবস্থায় কেবল অন্তরের নৈসর্গিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপরেই ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, সুতরাং তৎকালে বালস্বভাবসুলভ নির্দ্দোষ ভাব সংগঠিত ধর্ম্ম মনুষ্য জীবনকে কোমল ও সুন্দর করে। কুসংস্কার অজ্ঞানতা পৌত্তলিকতা আসিয়া জীবনে উপধর্ম্ম আনয়ন করে। ইহাই উপধর্ম্মের প্রকৃত কারণ অনুভূত হয়। যাহা হউক মানবজাতির বাল্যাবস্থা আর কত দিন থাকিতে পারে? এ যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তাহা আর কে সন্দেহ করিতে পারে? ফলতঃ যতদিন বিজ্ঞানের আলোক আসিয়া ধর্ম্মকে সমুজ্জ্বলিত না করিয়াছিল ততদিন ইহা মনুষ্য জীবনের গভীরতম লক্ষ্যের পথে তাদৃশ অনুকূল হইতে পারে নাই; কিন্তু কোন্ সময়ে যে ধর্ম্ম জগতে বিজ্ঞানের আলোক প্রবৃষ্ট হইয়াছিল যদিও তাহা সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইতে না পারা যাউক তথাপি বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অনেকের মত যে গ্রীস দেশে প্রথমতঃ ধর্ম্মের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোক প্রকাশিত হয়। কুজিন বলেন যে সক্রেটিস জন্ম গ্রহণ করিবার চারি শত সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু বলিতে গেলে সক্রেটিসই একটী রীতি মত বৈজ্ঞানিক ভাব ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই সূত্র ধরিয়াই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রবেত্তারা ঐ বিষয়ের ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রথমতঃ কেবল কতকগুলি প্রকৃতি পূজা, আখ্যায়িকা ও উপাখ্যান লইয়াই ধর্ম্ম পরিগণিত হইত। কিন্তু উপনিষদের সময় হইতেই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত হইল। যদিও তাহার শাখা প্রশাখা ভ্রম শঙ্কুল ছিল; কিন্তু তাহার ভিত্তি এক অদ্বিতীয় পূর্ণ চৈতন্য পর ব্রহ্ম। মোক্ষ মুলারের গণনানুসারে ইহাও খৃষ্টশকের

চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব এই যে দর্শন শাস্ত্র ত অতলস্পর্শ গভীর সাগর সমান; সেই সত্য সাগরের বিবিধ সত্যের পরম রমণীয় আলোকে ত সমস্ত বিশ্ব আলোকিত কিন্তু কে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করে? সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্ম বিজ্ঞানের কি বিশেষ সম্বন্ধ? দর্শন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু প্রত্যেক বিজ্ঞানের সহিত পরস্পর অতিঘনিষ্ট সাধারণ যোগ লক্ষিত হয়। যেমন গণিত বিজ্ঞানের সহিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, জ্যোতি র্বিজ্ঞানের সহিত নাবিদ্যার সম্বন্ধ, পদার্থ বিদ্যার সহিত রাসায়নিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, তদ্রূপ ধর্ম্মের সহিত মনোবিজ্ঞানের অতি নিকটতর সম্বন্ধ। যখন ধর্ম্ম বাহ্য বিষয় নহে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, তখন ইহার সহিত মানসিক ব্যাপার ভিন্ন আর কাহার সম্বন্ধ হইতে পারে। ইচ্ছার নিয়ম, প্রবৃত্তির নিয়ম, সুখ দুঃখের নিয়ম, উদ্দেশ্যের নিয়ম অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মানসিক স্বভাবের নিগূঢ় এই সকল তত্ত্ব লইয়াই মনোবিজ্ঞানের প্রণয়ন। অতএব ইহা আর কদাপি কল্পিত মিথ্যা ঘটনার উপর সংস্থাপিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থ সত্য ঘটনা, কোন বিষয়ের বাস্তবিক তত্ত্ব। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে প্রকাশিত হইবে যে সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য কেবল জীবনের সামঞ্জস্য সম্পাদন। কোন প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান ঘটনার নিগূঢ় সম্বন্ধ আত্মার নিকট প্রতিপাদন করে, বিজ্ঞান ঘটনার পরিষ্কৃত উজ্জ্বল জ্ঞান মনকে শিক্ষা দেয়। আমরাও বলি যে প্রকৃত দশন শাস্ত্র এক দিকে মনের অন্ধকার তিরোহিত করে, অপর দিকে মানব জীবনের উচ্চ লক্ষ্যের পথে সহায়তা করে। এক দিকে অজ্ঞানতা বিনাশ করে অপর দিকে বাস্তবিক বিষয়ের আলোক নয়নের সমক্ষে প্রকাশ করে, একদিকে মানসিক সংশয়ের কারণ বিদূরিত করে অপর দিকে বিশ্বাসের বিন্দু মাত্র সুতীক্ষ্ণ রশ্মি সমুজ্জ্বলিত করে।

অনেকের এরূপ সংস্কার যে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মনের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু ইহা বাস্তবিক সম্পূর্ণ অলীক। কারণ যাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস জীবনের পরীক্ষিত সত্যের উপর সংস্থাপিত তাঁহাদের উহাতে বরং বিশ্বাস শতধা পরিবর্দ্ধিত ও পরিষ্কৃত হয়, তাঁহারা দয়াময় পিতারপ্রতি আরও অনুরাগী ও বিশ্বাসী হন। এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে মনোবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের একটী বিশেষ সম্বন্ধ অনুস্যূত দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনের কোন্ অবস্থায় ভক্তি উত্থিত হয় কোন্ সূত্রে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, কোন্ সময়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর সংস্থাপিত হয় ইহা অবগত হওয়া সাধক ব্রাহ্ম মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রেমও ভক্তি নয়নে বিজ্ঞানকে দর্শন করিলে ইহাকে সুমধুর রসাভিষিক্ত বলিয়া বোধ হয়। অতএব বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা আর কে অস্বীকার করিতে পারে? ব্রাহ্মগণ! প্রকৃত সত্যের উপর বিশ্বাস সংস্থাপিত কর নতুবা এক প্রবল বাত্যা আসিয়া তোমাদের সমস্ত গৃহ সমূলে উৎপাটিত করিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

বর্ত্তমান আন্দোলন।

২৩শে আশ্বিন ১৭৯৩।

জ্বলন্ত অগ্নি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এই অগ্নি দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবিত্রতা, ভ্রম, কুসংস্কার, এবং কপটতা আছে, সকলই ভস্মীভূত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। জড় জগতে যেমন কোন দেশের বায়ু বিকৃত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ করে, ধর্ম্ম জগতেও তেমনি কোন সম্প্রদায় পাপে নিতান্ত কলুষিত হইলে অগ্নিময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করে। বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন হইতেছে ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি

পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে। সত্য এবং অসত্য পবিত্রতা এবং কপটতার সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, অন্ধ ব্রাহ্মগণ! তোমরা কিছুই দেখিতেছ না? এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ সত্যের পরাজয় হইবে এবং অসত্য জয় লাভ করিবে? না, তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিসন্ধি দেখিতেছ? আন্দোলন দেখিয়া কি তোমরা নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে? না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায় তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে? সাবধান ব্রাহ্মগণ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না কেহই এই সংগ্রাম ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না। ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, এখানে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার আদেশ নাই. যেখানে সেনাপতি রাখিবেন সেখানে থাকিতে হইবে, তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে। এমন মহা পণ্ডিত পৃথিবীতে এক জনও নাই যিনি এক নিমেষের জন্য ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আপনার বলে মঙ্গল পথে অগ্রসর হইতে পারেন। যদি তাঁহার মঙ্গলচরণ হইতে এক পদ দূরে গমন কর তখনই পতন। ধর্ম্ম পথ সামান্য একটী ক্ষুদ্র সরল রেখার ন্যায়। ইহা হইতে যদি এক চুল পদ স্খলন হয় তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে। এই শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় পথে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন? স্বয়ং ঈশ্বর! ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অতি কঠিন পথ। সাধ্য কি যে মনুষ্য আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা এই পথে অগ্রসর হয়। যখন লক্ষ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন কি তাহারা আপনার বলের উপর নির্ভর করে, না সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করে? সংগ্রাম ক্ষেত্রে সেই শত্রুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার বুদ্ধিকে নেতা করিলে কখনই বাঁচিতে পারিবে না। যখন বিপদ ঘোরতর বেশ ধারণ করিয়া উঠে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনাপতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন এক চুলও পথের এ দিক ও দিক গমন কর সর্ব্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের রণ ক্ষেত্র. ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি। এখানে অনেক শত্রু, সেনাপতিকে ছাড়িয়া যাঁহারা এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, শত্রুগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে বধ করিবে। ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সেনাপতির উপর নির্ভর কর, সত্যের অগ্নিতে অন্তরকে প্রজ্বলিত কর, কিরূপে সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিবে তাহার জন্য প্রস্তুত হও, সাবধান এই ভয়ানক সময়ে আপনাদের বুদ্ধিকে নেতা হইতে দিও না। এ সময়ে যদি সেনাপতিকে নেতা কর সাধারণ শত্রু যে অকল্যাণ অনায়াসে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। এ বিপদের মধ্যে যদি সেনাপতিকে হারাও এ সময়ে যদি তাঁহার জ্বলন্ত আদেশ শুনিতে না পাও, আত্মার মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিবে, এবং নিশ্চয়ই শত্রু হস্তে তোমাদের মৃত্যু হইবে। সত্যের অগ্নি যখন আত্মাকে প্রজ্বলিত করে সেই অবস্থা অসত্যপ্রিয় লোকের পক্ষে কপট-ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভয়ানক অসহনীয়; কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে তাহা পরিত্রাণ এবং শান্তির অবস্থা। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা, সেই অগ্নির মধ্যে তাঁহার শান্তি!! এই অবস্থাতেই আমাদের জীবন, অন্য কোন অবস্থাতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না; সেই ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে; এবং তাহারই মধ্যে অগ্নিময় জ্বলন্ত ঈশ্বর যিনি, তিনি আমাদের তাপিত আত্মাকে শীতল করিবেন। ভ্রাতৃগণ! এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। এই সময় যেন একটী সামান্য মিথ্যা কথা, একটী সামান্য পাপ চিন্তা, একটী সামান্য অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্য তাঁহার সত্যের জন্য, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য, দান কর; ভয় কি? তিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন। যদি মনে কর এ উপদেশের এই সময় নহে; ব্রাহ্ম সমাজে এখনও তেমন কোন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয় নাই যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ধর্ম্মের জন্য সমস্ত জীবন দান করিতে হইবে; তাহা হইলে তোমরা এখনও ভ্রমের মধ্যে রহিয়াছ। যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা সামান্য ব্যাপার নহে, ইহার উপর আমাদের এবং সমস্ত ভারত-বর্ষের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। এই আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি ভূমি আন্দোলিত হইতেছে; এত কাল পর আবার ব্রাহ্ম নাম ধারী কতক গুলি ছদ্ম বেশী ভীরু কপট ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, এবং উদারতা দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! এসময়ে তোমরা জাগ্রৎ হও, শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সংগ্রাম করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার, এবং অপবিত্রতা বিনাশ করিবে এই জন্য স্বর্গ হইতে এই বার্ত্তা আসিয়াছে। ধ্যান কর চিন্তা কর, সত্যের অগ্নি ব্রহ্মের অগ্নি হৃদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন কর; পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ব বিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হইয়া অসত্য কপটতা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাও। যখন জননীকে বধ করিবার জন্য শত শত শত্রু একত্রিত হয়, তখন কি ছোট ছোট ছেলেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে, না জননীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে? ব্রাহ্মসমাজ—জননী এত দিন আমাদিগকে ছায়া দিয়া রক্ষা করিলেন; আমরা কি তাঁহার বিপদ দেখিয়া কাঁদিব না? কে আমাদিগকে এত দিন সত্যের পথে পবিত্রতার পথে

লইয়া গিয়া হৃদয় ভরিয়া সুখ শান্তি দিলেন? সেই ব্রাহ্ম-সমাজ মাতার নিকটে কি আমারা এ সকল বিষয়ের জন্য ঋণী নই? ব্রাহ্মগণ! কোন্ প্রাণে এখন তোমরা সেই ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যু দেখিবে? যদি ৪০ বৎসরের পর আবার ইহা ভ্রম, পৌত্তলিকতা, এবং অপবিত্রতার হস্তে পতিত হয় তবে ভ্রাতৃগণ! তোমরা এত কাল কি করিলে? দেখ ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বলতা, কপটতা, এবং অপবিত্রতার কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইল, ব্রাহ্ম সমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া কিরূপে তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করা যদি তোমাদের প্রাণ হয়, তবে যে সকল দোষ ব্রাহ্মসমাজকে কলুষিত করিল তাহা বিনাশ করিতে উদ্যত হও। কেবল ব্রাহ্ম বিবাহের জন্য এই আন্দোলন হইতেছে কখনও এই প্রকার মনে করিও না। এই আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জীবন নাশ করিতে উদ্যত। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ, ঈশ্বরের সত্য, ধর্ম্ম জীবন, পবিত্রতা, অন্য দিকে অসত্য, কল্পনা, অসাধুতা, এবং কপটতা। পাপিষ্ঠ স্বার্থপর মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্ম সমাজের এই দুর্দ্দশা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে যে ব্রাহ্মসমাজ, সমস্ত পৃথিবী প্রতিকূল হইলেও তাহা কেহই বিনাশ করিতে পারে না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, সাবধান আপনার বুদ্ধিকে কখনও নেতা করিও না; কিন্তু সেনাপতির নিকট যাও, তাঁহার আদেশ শুন, সকলে মিলিয়া সেখানে যাও। সত্য যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য তিনি তোমাদিগকে উপযুক্ত অস্ত্র সকল দান করিবেন। যিনি যে প্রকার থাকুন এখন ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। বুদ্ধি দ্বারা কখনই ব্রাহ্মসমাজ রক্ষিত হয় নাই এবং বুদ্ধি কখনই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সত্য ইহার প্রাণ, এবং এক সত্যের অগ্নিই ব্রাহ্ম সমাজের সমুদয় দূষিত বায়ু সংশোধিত করিবে। যিনি আমাদের পরিত্রাতা তিনিই ব্রাহ্মসমাজের রক্ষা কর্ত্তা। যদি অসত্য, কপটতা, অপবিত্রতা, প্রতারণা, কুটিল বুদ্ধি জয় লাভ করে, তবে হে জগদীশ! কেন তুমি জগতে ব্রাহ্মসমাজ প্রেরণ করিলে? ব্রাহ্মগণ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে সমুদয় অন্ধকার তিরোহিত হইবে, এবং সত্য নিশ্চয়ই উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার শরণাগত হও, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন। তাঁহার সত্য ব্রত সাধনে যদি নিমেষের জন্য আমাদের উৎসাহ নির্ব্বাণ হয় আর তবে বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা ঘরে বসিয়া কি করিতেছ? এই সময় নিশ্চিন্ত হইবার সময় নহে। এক হৃদয় হইয়া গগন ফাটাইয়া, মেদিনী বিকম্পিত করিয়া সত্যের পরাক্রম প্রকাশ কর। যখন একটী অসত্য দেখিবে তৎক্ষণাৎ খড়্গ হস্তে লইয়া তাহা ছেদ করিবে; যখন কাহারও কপট ব্যবহার দেখিবে কি একটী পাপানুষ্ঠান দেখিবে তখনই তাহা প্রাণপণে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমরা সামান্য জীবন গ্রহণ কর নাই, আর নির্জীব হইয়া থাকিওনা, জগৎকে ব্রাহ্মজীবনের গৌরব দেখাও। ঈশ্বরের কার্য্যের অনেক অংশ বাঁকি আছে। এখনও ব্রাহ্মসমাজ অসত্য কপটতায় কলঙ্কিত! ইহা আর স্বচক্ষে দেখিতে পারি না; ৪০ বৎসর পর আর পৌত্তলিকতার অপবাদ সহ্য হয় না। সত্যের গৌরব কোথায়? ব্রাহ্ম জগৎ কবে পৃথিবীকে সত্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবে। যেখানে সত্য সেখানেই ব্রাহ্মজীবন। অসত্য কপটতা দেখিয়া যদি তোমরা হাসিতে পার, তবে হে কপট ব্রাহ্মগণ! ভারতবর্ষের পরিত্রাণ দূরে থাকুক, তোমরা আপনাদেরও সর্ব্বনাশ করিতেছ। ঈশ্বরের রোপিত মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষ যদি সমূলে উৎপাটিত হয়, সেই বৃক্ষের ফল যদি ভারতের কেহই ভোগ করিতে না পায়, তবে তোমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? অতএব পাপ অসত্য হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক কর। ভ্রাতা ভগ্নীর ভ্রম কিম্বা দোষ দেখিয়া সাবধান, ভ্রাতা ভগ্নীকে ঘৃণা করিও না; কিন্তু অকুতোভয়ে সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ কর। কোন ভ্রাতা যদি তোমাদিগকে নির্যাতন করেন, দৈত্যের ন্যায় প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও না। তাঁহাকে ক্ষমা কর, তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ভ্রম তোমাদেরও আছে, তাঁহারও আছে, পাপ তাঁহারও আছে, আমাদেরও আছে, অতএব ভ্রমান্ধ বলিয়া পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ছদ্মবেশ দ্বারা কখনই ঘৃণা কিম্বা হিংসা গরল পোষণ করিও না। ভাই যদি একবার কোন প্রকার ক্রোধের কার্য্য করেন, সাবধান! অন্তরে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভগ্নীদের শরীর মন আত্মাকে ভাই ভগ্নীর শরীর মন আত্মা মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যদি একটী ভাই কিম্বা ভগ্নীর শরীরের কিম্বা মনের একটী পাপ দেখ তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া তাহা ছেদন করিবে। ভাই হউন আর ভগিনীই হউন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে পার না। ভাই ভগ্নীকে শ্রদ্ধা কর; কিন্তু তাঁহার পাপ কপটতা বিনাশ কর। যদি অসত্য, অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিয়া কেহ ভাইকে ঘৃণা কর; কিম্বা কোন ভ্রাতা কি ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রদান কর, তবে তোমরা ঈশ্বরের নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিত্রতা মূলক ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বর এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্যেকেই

দায়ী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা নিন্দা, কঠোর ব্যবহার যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। আমার মধ্যে যখন পাপ দেখিবে আমাকে মারিবে, আমাকে নয়; কিন্তু আমার পাপ বিনাশ করিবার জন্য। সেই প্রকার তোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব তোমাদিগকে ভৎর্সনা করিব; যদি অসত্য পাপ দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার তবে তোমরা কোনমতেই ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহ। যদি নির্ভয় চিত্তে পরস্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে। দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বঙ্গ দেশের গৌরব ছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব হইল। এসময় কিরূপে তোমরা নিরুৎসাহ হইয়া প্রাণ ধারণ করিবে? সত্যকে যিনি রক্ষা করেন ঈশ্বর তাঁহার, পরিত্রাণ তাঁহার। আর সত্যকে যিনি অবমাননা করেন তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট আনিতে পারেন না। সত্যই ব্রহ্ম।

এই অস্থায়ী, সংসারে, সত্যই এক মাত্র সার নিত্য ধন, অতএব সত্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন এই বলিয়া যেন তোমাদিগকে নিরাশ্রয় হইতে না হয়। দয়াময় ঈশ্বর আসিয়া এসময় অসত্য হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। সকল প্রকার দুর্গতি-নাশন করিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শান্তিঃ।

সত্যেরই জয়।

কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের মত লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছিল ও তজ্জন্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের উপর প্রতিপক্ষগণ অনেক দোষারোপ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য বম্বের ইন্দু প্রকাশ সম্বাদ পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

"হিন্দু প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। ইণ্ডিয়ান মিররের বেনারসস্থ পত্র প্রেরক "দর্শকের" বিরুদ্ধে আরোপিত দোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক বেদান্তবাগীশের মৃত গুরুদিগকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতেরা যখন একমত হইয়া ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা ও অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন বেদান্তবাগীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্থান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ যাঁহারা কাশীর প্রধান পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজন ও ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই। যে দুই জন বাঙ্গালি পণ্ডিত বেদান্তবাগীশের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই কেবল ব্রাহ্মবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি কে আমার এই কথা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারে? ঐ সভা আমার বাটীতে হইয়াছিল কোন ব্রাহ্মের দ্বারা ইহা হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ হিন্দু দিগের সভা; নামধারী ব্রাহ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ করিবার জন্যই ইহা আহুত হইয়াছিল। আপনার হরিশ্চন্দ্র"

পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবে। ব্যবস্থা পত্রের স্বাক্ষরের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য প্রতারণা হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যবস্থা পত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া স্বাক্ষর করেন। পরে দুই জন বাঙ্গালি পণ্ডিত "ঈদৃশ বিবাহঃ পূর্ণোন ভবতি" এই মতটী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত বাঙ্গালায় কি লেখা হইল তাহা অবগত না হইয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সভাতে দুই জন বাঙ্গালি ভিন্ন আর আর সমস্ত পণ্ডিতই ব্রাহ্ম বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ সপ্রমাণ করিয়া ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন বেদান্ত বাগীশ ও কলিকাতা সমাজের সভ্যগণ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যখন ঐ কয়েক জন পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহাদেরও ঐ মত, ইহা সাধনেরকে ও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুনর্ব্বার মীমাংসা করিবার জন্য কাশীর রাজভবনে ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে এক সভা হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড় পত্রে প্রকাশিত হইল। উহাতে প্রকৃত সত্য বিবৃত হইয়াছে।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

২৮ এ সেপটেম্বর ১৮৭১।

প্রশ্ন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষণ কি?

উত্তর। ইহার একটী সহজ সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন্

আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে কি না? এই প্রশ্ন করিলে যাঁহার প্রতি পিতা প্রসন্নবদন প্রকাশ করিয়া বলেন "Well done my son" পুত্র! বেশ কাজ করিয়াছ, তিনিই মৃত্যুর জন্য ঠিক্ প্রস্তুত, অন্যে অপ্রস্তুত। যিনি বলেন কেবল কতকগুলি পাপ করি নাই, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহেন। মৃত্যুর অর্থ যদি পরলোকের অবস্থা হয়, তাহার আর এক নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা। সন্ন্যাসী হইয়া কেবল সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিলে জঙ্গলে যাইবার উপযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারা যায় না। এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ পোষণ করিয়া যত তাঁহাকে শত্রু করা যায়, ততই আমরা মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত। পরলোকের দিকে সকলেই চলিতেছে, জল স্রোতের বিরাম নাই। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, যিনি যে অবস্থায় থাকুন, সেই অবস্থাতেই যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু এখান হইতে যাঁহারা যত সাধু গুণ উপার্জ্জন করিয়া যাইতেছেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তাঁহাকে মিত্র করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা তত উন্নত ও সৌভাগ্যবান্। যিনি পাপের অবস্থায় যান, তাঁহাকে কিছু দিন পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এক জন আফিসের হিসাব না মিলাইয়া যদি ঘরে চলিয়া যান এবং পরদিন তাঁহার কর্ম্ম যায়, তিনি প্রভুর নিকট যেমন দায়ী ও দণ্ডভাজন হন, জীবনের কাজ না সারিয়া পরলোকে গেলেও সেই রূপ অবস্থা।

প্রশ্ন। এখান হইতে পাপের দণ্ড ভোগ করিয়া পবিত্র হইয়া পরলোকে গেলে আবার কি পতনের সম্ভাবনা?

উত্তর। এ পৃথিবীতে যেমন একবার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার পতন হইয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নহে। তাহা হইলে অনন্তকাল পতন ও উত্থান করিতে হয়। ইহলোকে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল প্রলোভন ও পরীক্ষা চলিয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নয়। সেখানে বাহিরে কোন প্রলোভন নাই, সেখানকার পরীক্ষা মনের মধ্যে। মনের মধ্যে পাপ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই, সেই পাপই উন্নতির পথে বাধক হয়। মূল সত্য এই, আমি শরীর ফেলিয়া মন লইয়া যাইতেছি, পরলোকে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থানুসারে উন্নতি লাভ করিব।

মৃত্যু কেবল লোকান্তর মাত্র, অবস্থান্তর নহে। আত্মা এক স্থানে ছিল, আর এক স্থানে যাইবে, কিন্তু এখানে যে অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর পরেই অব্যবহিত আধ্যাত্মিক সে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবে না। মৃত্যুর পরে যে অজ্ঞান অবস্থা, তাহা থাকিবে এরূপ নহে। শারীরিক বিকারে জ্ঞান কিয়ৎকাল মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু পরে প্রকাশিত হইবে। নিদ্রার অবস্থাতে জ্ঞান যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, মৃত্যুকালে মোহও সেই রূপ। শরীর ও মন যতকাল সম্বন্ধ আছে, ততকাল কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরে পরস্পরের অধীন। অত্যন্ত বিকারী রোগী যখন রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করে, তখন যেমন সে জানে বিকার কালীন অজ্ঞানতার কোন দাগ থাকে না, মৃত্যুর পর আত্মার জ্ঞানও সেই রূপ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়।

মন আপনি আপনার স্বর্গ ও আপনি আপনার নরক। ইহ লোকে যাহা পৃথিবী, পরলোকে তাহা মন। সেখানে মনের মধ্যেই আহার নিদ্রা, মনের মধ্যেই পরিশ্রম বিশ্রাম, মনের মধ্যেই আনন্দ ও বিষাদ। উপাসনা কালে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া শরীরকে এক কালে ভুলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরলোকে সাধু দিগের অবস্থার আভাস।

সার কথা।

(৫ই ভাদ্রে পঠিত)

১। আপাততঃ দেখিতে বিবেকের কোন বল নাই কিন্তু বিবেককে বাধা দিলে বিবেকের বল বুঝিতে পারা যায়।

২। বিবেক যখন নিজের রাজত্ব পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা পায় তখন তাহার তিরস্কার সহ্য করা বড় দুষ্কর। তাহা প্রফুল্লকে বিষণ্ন করে, হাস্যশীলকে অশ্রু জলে ভাসাইয়া দেয়, রাত্রিকে নিদ্রাশূন্য করে, এবং দিবসকে সুখ শূন্য করে

৩। যে আত্মা আপনার অনুপযুক্ততা কখন অনুভব করে নাই, তাহাকে প্রার্থনার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হয়। কিন্তু পিপাসা যেমন তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে সরোবরের দিকে আকর্ষণ করে, প্রার্থনা সেই রূপ তাপিত ব্যক্তিকে স্বতঃই ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। সে অবস্থায় অশ্রু জলই প্রার্থনার ভাষা।

৪। দিন দিন যত কাঁদি ততই শান্তি পাই। দিন দিন কত সাহস কত উৎসাহ। বাধা বিপত্তির ভয় একে একে হৃদয় হইতে অপসৃত হইতে লাগিল।

৫। ইহাতে জীবনে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন; চাপল্যের স্থানে গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব, অপবিত্রতার স্থানে পবিত্রতার আবির্ভাব। হৃদয়ে সর্ব্বদা সংগ্রাম ইচ্ছা ও কার্য্যের অসম্মিলন; ইচ্ছা স্বর্গের দিকে কার্য্য অভ্যাস বশতঃ পৃথিবীর দিকে। কিন্তু ক্রমেই উন্নতি, এক একটী করিয়া পাপ চলিয়া যায় আর উপাসনাতে অধিকতর আনন্দ হয়।

৬। এ অবস্থায় নবানুরাগের কি উচ্ছ্বাস! পথের ভিখারীর মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিলাম অমনি শরীর

রোমাঞ্চিত হইল। কথা কহিয়া প্রার্থনা করিতে পারি না অশ্রু জলে মুখ ভাসিয়া যায় কথা বহির্গত হয় না।

৭। ক্রমে এই উচ্ছাসের অবস্থা চলিয়া যায় এবং তাহার স্থানে প্রীতি ও ভক্তি গভীরতা ধারণ করে। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট কথা বলা ও কাতর স্বরে প্রার্থনা করা অনেক সময় থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রার্থনা করিয়া ফল লাভ হয় না। শুষ্কতা পূর্ব্বেও যেমন পরে ও তেমন। এ অবস্থায় মনের অবস্থার অনুরূপ প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করা উচিত। দুই দণ্ড হৃদয় তাঁহাতে স্থির হয় ক্ষতি নাই সরল হওয়া আবশ্যক। চক্ষের জল দেখিলে চক্ষে জল আসে। সুতরাং চক্ষের জলই ভক্তির চিহ্ন নয়। ভাষার অধিকার থাকিলেই কণ্ঠের যোজনা হয় সুতরাং উত্তম বচন বিন্যাসও ভাল প্রার্থনা নয়। অনেক সময় একটী সঙ্গীত দুই ঘণ্টার উপাসনার কাজ করিয়াছে

৮। কি আশ্চর্য্য যত বার ইচ্ছা করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এমন কার্য্যে লিপ্ত হইব না তত বারই তাহাতে লিপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু যখন নিরাশ হইয়া কাঁদিয়াছি তখনই মুক্তি পাইয়াছি।

৯। কাতর ভাবে অকপটে প্রার্থনা করিলে বাস্তবিক ঈশ্বরের উত্তর শুনা যায়। সে উত্তর শুনার আনন্দ যিনি পাইয়াছেন তিনিই জানেন। সে দিনের কথা চিরদিন মনে থাকিবে। তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করিলাম তাহার অন্য যুক্তি নাই। কেবল এই মাত্র উত্তর, যেহেতু তাহার আদেশ পালন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করা এক প্রকার অসম্ভব।

১০। কোন একটী পাপকে জানিয়া প্রশ্রয় দিয়া হয় উপাসনা পরিত্যাগ কর নতুবা সে পাপ পরিত্যাগ কর। ঈশ্বরের পবিত্রতার নিয়ম এই।

১১। ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় পরের জন্য প্রার্থনা করা উচিত কি না এই তর্ক উপস্থিত হয় ; কিন্তু আর এক অবস্থায় তাহা স্বাভাবিক হয়। এবং স্পষ্ট দেখা যায় যে পরের জন্য প্রার্থনা না করিলে নিজের মুক্তি হয় না।

১২। এই অবস্থায় পরিবার বন্ধন স্থাপিত হয়, এই অবস্থায় সকলের সহিত চিরকালের যোগ স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় ভ্রাতা ভগ্নী বিনা নিজের থাকা ও নিজের উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেই সেই ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি বিদ্বেষ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এবং কেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বনচারির ধর্ম্ম নয় তখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১৩। পিতাকে সাক্ষী করিয়া কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিলে যেমন হৃদয় উন্নত হয় এমন আর অতি অল্প বিষয়েই হইয়া থাকে।

১৪। যখনি যখনি ঈশ্বরের সহিত যোগ দৃঢ় হইয়াছে তখনি তখনি ভ্রাতাদের সহিত যোগ দৃঢ় হইয়াছে। যখনি ঈশ্বরের সহিত যোগ শিথিল হইয়াছে তখনি ভ্রাতাদিগের সহিত যোগ শিথিল হইয়াছে। বাস্তবিক পিতৃভক্তি বৃদ্ধি ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

১৫। ধর্ম্মজীবনের মধ্যে দেখা যায় যে, যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উজ্জ্বল থাকে তখন চারিদিক মধুময় ; আলাপ কোমল, চক্ষের দৃষ্টি কোমল, মুখের হাস্য কোমল। সুখে দিন অবসান হয়, সুখে রজনী প্রভাত হয়। লোকের অত্যাচারে আনন্দ হয়, লোকে কটূক্তি করিলে মন আহ্লাদিত হয়। অক্ষমা অশান্তি মনে স্থান পায় না। কিন্তু কখন কখন এ অবস্থা হইতে মনুষ্য বিচ্যুত হন, সে অবস্থায় সব নীরস ; মন নীরস, আলাপ নীরস, মুখের হাস্য নীরস আহার করিয়া সুখ হয় না, নিদ্রাও শান্তি দিতে পারে না। বিরক্তিতে দিন অবসান হয়, বিরক্তিতে রাত্রি প্রভাত হয়, অল্পে ক্রোধ হয়, অল্পে পরের আঘাত গ্রহণ করি এবং সহজে অপরকে আঘাত করি। ঈশ্বর ও সংসার উভয়ের সহিত বিরোধ। এ প্রকার দুরবস্থা কেন হয়? প্রথম কারণ অহঙ্কার। শিশু ব্যতীত ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান নাই। অনেক ধর্ম্ম সঞ্চিত হইল, আমি এক জন মান্য গণ্য ধার্ম্মিক হইলাম, যেই এই চিন্তা, অমনি পতন। দশ বৎসরের সঞ্চিত ধর্ম্ম দশ দণ্ডে গেল। অভাব নাই চাহিব কি? প্রার্থনা অনাবশ্যক হইয়া উঠিল। ক্রমে উপাসনাও নাম মাত্র হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় কারণ—ধর্ম্মরাজ্যের একটী প্রধান নিয়ম এই, জ্ঞাত পাপ থাকিতে মনুষ্য উপাসনা করিতে পারে না সুতরাং দৈবাৎ কোন প্রলোভনে পড়িলাম, পড়িয়া উপাসনা করিতে যাই উপাসনা হয় না। আবার সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া সে জন্য বিশেষ সময় ব্যয় করিতে পারি না। যেমন তেমন উপাসনা করিয়া গেলাম। দ্বিতীয় বার উপাসনা করা আর ও দুষ্কর হইল। এবং ইতি মধ্যে আবার সেই প্রলোভনে বা অন্য কোন প্রলোভনে পড়িয়া গেলাম। উপাসনা হয় না, উপাসনা হয় না দিনকতক করিলাম অবশেষে চুপকরিয়া গেলাম, এই রূপে অনেকের পতন হইয়াছে। এ অবস্থায় যতক্ষণ না পাপের শাস্তি হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উপাসনা হয় ততক্ষণ নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। এবং তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া নিরাশ না হওয়া উচিত। দেখা যায় যে, পড়িয়া থাকিলে অবশেষে আবার পূর্ব্বাবস্থা উপস্থিত হয়।

সংবাদ।

বিগত ১২ই কার্ত্তিক শনিবার চুনারি পুকুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদির কার্য্য

Registered No. 42.

সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের একটী মনোহর উপদেশ দিয়াছিলেন। ঈশ্বর দর্শনই ধর্ম্মের প্রাণ, তাঁহার দর্শন বিনা প্রকৃত বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস না হইলেও আত্মা তাঁহাতে নির্ভর করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বাসে চক্ষু পবিত্র হইয়া যায়। ঈশ্বর দর্শন চক্ষুর অঞ্জন, সেই অঞ্জনে দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইয়া যায়, সেই বিশ্বাস নয়নে ভক্তি নয়নে ভ্রাতা ভগ্নীকে না দেখিলে হৃদয়ের বদ্ধমূল পাপ বিদূরীত হইতে পারে না। ঐ ঈশ্বর দর্শনে দৃষ্টি পবিত্র না হইলে ভাই ভগিনীর সহিতও পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না। এই রূপ সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য। সন্ধ্যার সময় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। নগর সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আছে। ইহার গভীরতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা সকল ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নতুবা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় উহার উচ্চ আদর্শ লঘু হইয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ঢাকার সঙ্গত সভার সভ্যেরা তথায় নিয়মিত রূপে কয়েকটী ছাত্রকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের প্রস্তাব যে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত এক একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন ভূমি হইতে মুক্তির মত পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই যেন ধর্ম্ম শিক্ষার প্রকৃত প্রণালী অবলম্বিত হয়। কিন্তু জীবনে যাহাতে মতের অন্তর্ভুত সমূহ ভাব কলিকা অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়; বিশেষতঃ জীবন গত আধ্যাত্মিক পরীক্ষিত সত্যের দ্বারা প্রত্যেক মত গুলি ছাত্রদিগকে বুঝাইতে পারিলে মতের শুষ্ক কঠোর ভাব চলিয়া যায়।

আমাদের মাননীয় ভগ্নী মিস্ কলেট ব্রাহ্মবিবাহ বিধির আবশ্যকতা বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি যেরূপ নিপুণতা ও বুদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ কেবল ব্রাহ্মবিবাহ লইয়া নয় কিন্তু ইহার মূলগত সত্য ও ভাব লইয়া আন্দোলন হইতেছে তাহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার এত দূর শ্রদ্ধাও সহানুভূতি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা না দিয়া থাকিতে পারি না।

স্বাধীনচিন্তাশীল পরমোৎসাহী ভয়েসি সাহেব একটী স্বতন্ত্র উপাসক মণ্ডলী সংস্থাপন করিবার জন্য অনেক যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার অনুরাগী বন্ধুগণ ঐ উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য পঞ্চ শত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। তদ্দারা এক বৎসরের জন্য একটী উপাসনাগৃহ ভাড়া করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাদের একটী বিশেষ স্বতন্ত্র সভা হইয়াছিল. নরউইচের ভূতপুর্ব্ব বিসপ তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে অধ্যক্ষ সভা হইয়াছিল বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাহার অন্যতর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। বিলাতে এক লক্ষটাকা না হইলে আর একটি উপাসনা গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। বিলাতে একটি ব্রাহ্ম উপাসক মণ্ডলী সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের ভয়েসি সাহেবের প্রস্তাবিত উপাসনালয়টী সংঘটিত হইলে খৃষ্ট ধর্ম্মের সুদৃঢ় নিগড় স্বরূপ বিলাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পাতাকা উড্ডীন হয়। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ করুন।

আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্ম সমাজের" ষাণ্মাসিক বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ সমাজের সম্পাদক পটার সাহেব আমাদের ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে যে এক নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পত্রের উত্তরটী তিনি ঐ বিবরণের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অতএব তাঁহাদের পুস্তকাদি এখানে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা বিশেষ আবশ্যক ও পরস্পরের ধর্ম্ম মত ভাব ও যোগ এক সূত্রে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সার্ব্বভৌমিক বিশ্বব্যাপী ব্রাহ্মধর্ম্ম যবে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীদিগকে আপনার সুকোমল অঙ্কে স্থাপন করিবেন তখন পৃথিবী স্বর্গতুল্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	সমষ্টি
নির্দ্দিষ্ট আসন	৭৪	৬২	৭৪	২১০
দান সংগ্রহ	১৩৸১০	৩১॥৵০	৯৴০	৫৪।৶১০
	৮৭৸১০	৯৩॥৵০	৮৩৴০	২৬৪।৶১০

ব্যয়

	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	সমষ্টি
প্রচার	৩৩।৴০	১৫৸০	২৭॥১৫	৭৬॥৴১৫
আলোক	১১৸৵৫	১৭॥৵১০	১২॥৶১৫	৪২।১০
বেতন	২২৸০	২২	২২।৵১০	৬৭।৵১০
দ্রব্যাদি ক্রয়	১৬	১৩	২০৸৴০	৪৯৸৴০
ক্ষুদ্র ব্যয়	২।৴৫	২॥১৫	৩॥৵৫	৮॥৫
	৮৬।১০	৭০৸৶৫	৮৭।৵৫	২৪৪॥৵০
ঋণ পরিশোধ				৭৶৫
স্থিতি				১২॥৵৫
				২৬৪।৶১০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্র।

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৭৯৩।

श्रीमान बाबू गोकुलचन्द्र महोदयेषु

परमाशीः पुरस्सर निवेदनमिदं।

ब्राह्मविवाह अर्थात् कुशण्डिकादि विधि हीन विवाह के विषय में आप के परमपूज्य बाबू हरिश्चन्द्र के घर में जो सभा हुई थी उसमें यही निश्चय हुआ था कि ब्राह्मलोगों का विवाह सर्व्वथा वेदबाह्य और अवैध है परन्तु ऐसा सुने में आया कि जिन लोगों ने यहां सम्मति की थी उन्हीं पण्डितों में से कुछ लोगों ने एक उसके विरुद्ध व्यवस्था पर भी सम्मति की है निश्चय है कि यह बात झूठ हो क्योंकि पं ताराचरणादिक लोग कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं हुई और पण्डित बस्तीरामजी के एक पत्र से जो बाबू हरिश्चन्द्र के नाम आया है प्रगट है कि उनने भी ऐसी व्यवस्था पर सम्मति नहीं दी वह लिखते हैं कि "जिससमय व्यवस्था मेरे पास आई मैं राजासाहब के पास था मैंने वह व्यवस्था देखी नहीं ऐसा जाना जाता है की वह शूद्रविषयिणी थी और मैंने उसपर सम्मति शिष्य के हाथ से करादी" अब इन बातों से सब हाल आप पर प्रत्यक्ष प्रगट होगा और यह भी समझिए कि जो लोग ऐसे हैं कि दोनों ओर सम्मति करते हैं उनकी सम्मति कैसी है यह भी प्रगट ही है।

तो अब हमलोग आप के पत्रद्वारा सब पर विदित कराते हैं कि जो लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं चाहैं नवीन ब्राह्म हों चाहैं आदि ब्राह्म हों वेदधर्म्मावलम्बियों के दृष्टि मे तो दोनों ही पतित हैं।

भट्टोपनामकबालारामशर्म्मा

भट्टोपनामकानंतरामशर्म्मा

बापूदेवशास्त्री

राजारामशास्त्री

बालशास्त्री

अब कलकत्ता में ब्राह्मधर्मावलंबियों के विवाह के विषय में एक नियम होना बहुत आवश्यक है इस बात की चर्चा समाचार पत्रों में बहुत हो रही है कि ब्राह्मविवाह शास्त्र सम्मत है कि नहीं बंगदेशवासी बहुतेरे पंडित लोगों ने एकत्र हो कर उस की अशास्त्रता सिद्ध की है इस संदेह में वाराणसीस्थ प्रधान पण्डितों का सम्मति लेना बहुत आवश्यक है इसलिये काशी में मान्यवर श्रीयुत बाबू हरिश्चन्द्र के घर में आश्विन के ११ को एक बड़ी सभा की गयी इस सभा में महा २ पण्डित राजकुमार श्रीकृष्ण-देवशरणसिंह राजभरतपुर श्रीयुत मुनशी हनु-मानप्रसाद इलाहाबाद हैकोर्ट के वकील, और काशीस्थ बाबू लोकनाथ मैत्र डाकटर होमियो-पाथिक प्रभृति अनेक धनाढ्य महाजन और श्रेष्ठजन का समागम हुआ था सभा में वादानु-वाद आरम्भ होने के पहले ही ब्राह्मसमाज के उपाचार्य श्रीयुत पण्डित आनन्दचन्द्र वेदान्त-वागीश आये थे और ब्राह्मविवाह के विषय का प्रश्न श्रीयुत बाबू हरिश्चन्द्र जी ने पण्डित लोगों

से किया तब पण्डित लोग आपस मे तर्क वितर्क करने लगे इस के अनंतर पंडित आनन्दचन्द्र ने ब्राह्मविवाह में शास्त्र की सम्मति उपपादन की और फिर पंडित लोगों मे बहुत वाद विवाद किया परन्तु जब ब्राह्मलोगों का हिन्दू के शास्त्र में विश्वास नहीं है और तन्मूलक देवादि पूजा को भी पौत्तलिकता कह के त्याग कर दिया है तब हिन्दू शास्त्र का कर्म और उस में लिखी हुई विवाह पद्धति किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और जो २ विधि विवाह में लिखी है उस में एक भी जानबूझ के न करने से कोई विवाह शास्त्र सिद्ध नहीं हो सकता है इस अवस्था में ब्राह्मलोगों का आचार किस प्रकार से हिन्दू धर्म सम्मत हो सकता है उस समय ठाकुरदास न्यायपञ्चानन को कहा कि किसी वृक्ष की दो तीन डाल कट जाने से वृक्षत्व नाश नहीं होता दूसर श्रीबालशास्त्री और उनके गुरुवर श्रीराजारामशास्त्री ने कहा कि ऐसा नहीं जैसा एक पसेरी में से सेर दो सेर निकाल लेने से उस की पसेरी संज्ञा नहीं रहती वैसेही विवाह सप्तपदी इत्यादि कर्म्म के छोड़ने से विवाह की भी विवाह संज्ञा नहीं रहती ऐसेही अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से यह निश्चय किया कि ब्राह्म विवाह कभी शास्त्र सम्मत नहीं इसी समय वेदान्तवागीश चले गए और व्यवस्था पर सम्मति आरम्भ हुई और वेदान्तवागीश के महागत दो बंगाली पंडितों ने यह लिखा कि ईदृग विवाहः पूर्णो न भवति। परन्तु बंगाली अक्षर में था इस से कोई समझा नहीं। अन्त में पंडितों की गन्धादि से पूजा हुई और सभा समाप्त हुई॥

इस विषय में ब्राह्म लोगों का मनोरथ व्यर्थ है क्योंकि जो लोग वेद ही को अभ्रान्त नहीं स्वीकार करते तो उन के जितने धर्म्म हैं सब वेदबाह्य हैं और ब्राह्मविवाह हिन्दू विवाह से किसी अंश में भी सम्बन्ध नहीं रखता॥

गोकुलचन्द्र

काशीधर्म्मसभा
आश्विनकृष्ण १४
टेढ़ीनिम्बतला
श्रीकाशीराज राजभवन

आज धर्म्मसभा में मुनशी ठाकुर प्रसाद श्रीकाशीराज के मुनसी ने यह प्रश्न किया कि श्रीकाशीराज महाराज इस बात के सुन्ने से अत्यन्त खिन्न हैं कि कुछ पण्डितों ने ब्राह्ममत की दोनों व्यवस्था पर सम्मति किया और निस्सन्देह यह बड़ा अनुचित हुआ दूसर पण्डित बस्तीरामजी ने कहा कि "ऐसा कदापि नहीं मेरी तो यह रीति है कि जो देखा सो कहा आप जानते हैं कि मैं बंगाली नहीं जानता मेरे पास व्यवस्था आई मैंने पूछा क्या है लोगों ने कहा शूद्रविवाह विषयिणी है तब मैंने शिष्य को सम्मति करने की आज्ञा दिया और निश्चय मैंने धोखा खाया मैं अपनी ओर से इस बात का एक सूचनपत्र भी दूंगा" पण्डित कालीप्रसाद ने भी यही कहा कि इसी हेतु मैंने उस अनर्थ व्यवस्था पर सम्मति नहीं किया यद्यपि लोगों ने बहुत चाहा दूसर श्रीठाकुरदास ने और श्रीराधामोहन ने कहा कि हम लोगों की व्यवस्था उनके हेतु है जो वेद को अभ्रान्त और प्रमाण मानते हैं दूसर श्रीताराचरण तर्करत्नने एक वक्तृता किया और कहा कि निस्सन्देह उन लोगों ने बड़ा अनुचित किया जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था पर सम्मति दिया अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक इश्तिहार पण्डित बस्तीरामजी की ओर से दिया जाय कि उन्हों ने ऐसी व्यवस्था पर कदापि सम्मति नहीं किया और मुनशी ठाकुर प्रसाद श्रीमहाराज से निवेदन करें कि निस्सन्देह यह भूल से हो गया अब आगे ऐसा न होगा, और एक व्यवस्था बङ्गभाषा में सोमप्रकाश के सम्पादक को भेजी जाय कि ब्राह्मविवाह के वैध होने में काशी की किसी पण्डित की सम्मति नहीं। इस सभा

में प्रायः बहुत से पण्डित लोग थे जिन लोगों ने वैध होने की सम्मति दी थी, बाबू माधवदास बाबू मधुसूदनदास प्रसिद्ध धनिक भी सभा देखने आए थे।

इति।

শ্রীমান্ বাবু গোকুলচন্দ্র মহোদয়েষু।

পরমাশী পুরঃসর নিবেদনমিদং।

ব্রাহ্ম-বিবাহ অর্থাৎ কুশণ্ডিকাদি বিধিহীন বিবাহের জন্য আপনার পরম পূজ্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের গৃহে যে সভা হইয়াছিল ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্ব্ব প্রকারে বেদবহির্ভূত ও অবৈধ। কিন্তু শ্রুত হওয়া গেল যে, যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এ কথা নিশ্চয় মিথ্যা ; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে এপ্রকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক পত্র যাহা বাবু হরিশ্চন্দ্রকে লিখিত হইয়াছিল তাহাতেও জানা যাইতেছে যে এরূপ ব্যবস্থাতে তিনিও সম্মতি দেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে " যে সময় আমার নিকট ব্যবস্থা আসিয়াছিল আমি তখন রাজার নিকট ছিলাম ; আমি ঐ ব্যবস্থাপত্র দেখি নাই। জানা গেল যে ঐ ব্যবস্থা শূদ্রবিবাহ বিষয়ক। উহাতে আমি শিষ্য দ্বারা সম্মতি দিয়াছিলাম।" এই কথা দ্বারা আপনি সমুদায় বৃত্তান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ দুই পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে পারে তাহার সম্মতি কি প্রকার তাহাও আপনি বিবেচনা করিবেন।

এক্ষণ আমরা এই পত্রদ্বারা সকলকে বিদিত করিতেছি যে যাহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করে তাহারা নূতন ব্রাহ্মই হউক আর পুরাতন ব্রাহ্মই হউক বেদধর্ম্মাবলম্বিদিগের দৃষ্টিতে উভয়ই পতিত।

ভট্টোপনামক সখারাম শর্ম্মা।
ভট্টোপনামকানন্তরাম শর্ম্মা।
বাপুদেব শাস্ত্রী।
রাজারাম শাস্ত্রী।
বাল শাস্ত্রী।

সম্প্রতি কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্র সম্মত কি না সম্বাদ পত্রে এ বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেছে। বঙ্গদেশস্থ অনেক পণ্ডিত একমত হইয়া এই বিবাহের অশাস্ত্রতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বারানসীস্থ প্রধান পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, এ কারণ কাশীধামে মান্যবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্রের গৃহে আশ্বিন মাসের ১১ই তারিখে এক প্রকাণ্ড সভা হইয়া গিয়াছে। মহা মহা পণ্ডিত, রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণদেব শরণ সিংহ, ভরতপুরের রাজা ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মুনশী হনুমানপ্রসাদ এবং কাশীস্থ হোমিয়োপাথিক ডাক্তার বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি অনেক ধনাঢ্য মহাজন ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ সভাতে সমাগত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে বাদানুবাদ হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তথায় আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্ম-বিবাহ বিষয়ে উপস্থিত পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। পরে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিবাহ শাস্ত্র সম্মত ইহা উপপন্ন করিলেন। পুনরায় পণ্ডিতেরা অনেক বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন : যখন ব্রাহ্মেরা হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না ও যখন তাঁহারা তন্মূলক দেবাদি পূজাও পৌত্তলিকতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন হিন্দু-শাস্ত্রের ক্রিয়া কলাপাদি ও তল্লিখিত বিবাহ পদ্ধতি কি প্রকারে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং যে যে বিধি বিবাহ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে জ্ঞাতসারে উহার একটিও পরিত্যাগ করিলে কোন বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মদিগের আচার কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম সম্মত হইতে পারে ? সেই সময় ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন যে কোন বৃক্ষের দুই তিন শাখা কর্ত্তন করিলে উহার বৃক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না। ইহার উত্তরে শ্রীবালশাস্ত্রী ও তাঁহার গুরু শ্রীরাজারাম শাস্ত্রী বলিলেন যে ইহা সেরূপ নহে। যেমন এক পশুরি হইতে দুই এক সের প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা কখন থাকিতে পারে না, সেই রূপ বিবাহে সপ্তপদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। এইরূপ অনেক প্রকার তর্ক বিতর্কের পর শেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রাহ্ম-বিবাহ কদাপি শাস্ত্র সম্মত নহে। এই সময়ে বেদান্তবাগীশ প্রস্থান করিলেন, এবং ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর হইতে আরম্ভ হইল। বেদান্তবাগীশের সঙ্গে যে দুইজন বাঙ্গালি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে এই লিখিলেন যে " ঈদৃগ্ বিবাহঃ পূর্ণো ন ভবতি "—এরূপ

বিবাহ পূর্ণ নহে। তাঁহাদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে পণ্ডিতদিগের গন্ধাদি দ্রব্যে পূজা হইলে সভাভঙ্গ হইল।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মনোরথ ব্যর্থ, কারণ যাঁহারা বেদকেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বেদবহির্ভুত। ব্রাহ্ম-বিবাহের সহিত হিন্দুবিবাহের কোন অংশেই সম্বন্ধ নাই।

গোকুলচন্দ্র।

কাশী ধর্ম্মসভা

আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দেড়ী নিম্বতলা শ্রীকাশীরাজ রাজভবন।

অদ্য ধর্ম্মসভাতে শ্রীকাশীরাজের মুনসী ঠাকুর-প্রসাদ নিবেদন করিলেন যে, কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্ম-বিবাহের উভয় পক্ষের ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া শ্রীকাশীরাজ মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। নিশ্চয় এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে পণ্ডিত বস্তীরাম বলিলেন যে "এরূপ কখন হয় নাই আমারত এই প্রকার রীতি যাহা বলিয়াছি তাহা বলিয়াছি। আপনি জানেন যে আমি বঙ্গভাষা জানি না। আমার নিকট ব্যবস্থাপত্র আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ কি? লোক[illegible]লিল যে ইহা শূদ্র-বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা, তখন আমি শিষ্যকে সম্মতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলাম। নিশ্চয় এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের একখানি সুচনাপত্র প্রকাশ করিব।" পণ্ডিত কালীপ্রসাদও এই বলিলেন যে এই কারণেই আমি ঐ অনর্থ ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করি নাই, যদিও আমার নিকট বারম্বার সম্মতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীঠাকুরদাস ও শ্রীরাধামোহন বলিলেন আমাদের ব্যবস্থা কেবল তাহাদিগেরই জন্য যাহারা বেদকে অভ্রান্ত ও প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করে। পরে শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন এ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে যাঁহারা এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন তাঁহারা নিঃসন্দেহ অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন। পরিশেষে ইহা ধার্য্য হইল, যে পণ্ডিত বস্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা [illegible] যে, তিনি এই প্রকার ব্যবস্থাতে কদাপি সম্মতি দেন্ নাই। মুনশী ঠাকুরপ্রসাদ মহারাজ সমীপে নিবেদন করিলেন যে এরূপ সম্মতি অবশ্যই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না। ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রাহ্ম-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে কাশীস্থ কোন পণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখণ্ড ব্যবস্থা-পত্র বঙ্গভাষাতে সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্ম-বিবাহ বৈধ বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন এই সভাতে সেই সকল পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী, বাবু মাধব দাস, বাবু মধুসূদন দাস ইঁহারাও সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Road Calcutta.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
২১ সংখ্যা | ১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৩ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩॥০
ডাকমাশুল ৸০

দর্শনের জন্য প্রার্থনা।

হে জীবন্ত প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর! তুমি কি প্রকার, তোমার স্বরূপ কি, একবার আমাদি-দিগকে বলিয়া দেও। আমরা যাহা চিন্তা করি, যাহা মনে কল্পনা করি, যাহা অনুভব করি, তাহাত তুমি নহ? আমরা আপনার কল্পনায়, আপনার ভাবের উত্তেজনায় কখন তোমাকে পিতা বলি, কখন মাতা বলি, কখন সুহৃদ সহায় পরিত্রাতা বলি; কিন্তু তুমি কিরূপ অদ্যাপি তাহা জানিতে পারিলাম না। অদ্যাপি জীবনে তোমার সহিত বিশেষ পরি-চিত হইলাম না। তোমাকে কেবল চিন্তা করিলেত মন পরিতৃপ্ত হয় না, তোমার বিষয় ভাবিলেও ত জীবন কৃতার্থ হয় না। তুমি যেরূপ সেই রূপে একবার আমাদের নিকট প্রকাশিত হও! পিতা যে উপাসনায় তোমাকে দেখিতে না পাই সে উপাসনা অতি তিক্ত কাষ্ঠের নীরস বলিয়া বোধ হয়, সে উপাসনা ভাল লাগে না, সে উপাসনা অধিকক্ষণও করিতে পারা যায় না, সে উপাসনা শেষ হইলে প্রাণ জুড়ায়। বল হে অনাথনাথ! এরূপ যাহা-দের অবস্থা তাহারা কিরূপে তোমায় লাভ করিবে? স্বরূপতঃ তুমি কি, তুমি আমাদেরই বা কে, ইহা ভাবিতে গেলে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হয়, মুখে আর কথা সরে না।

প্রভো! আমাদের বুদ্ধিতে যাহা তোমাকে ভাবি তাহাই কি তুমি? আমাদের জ্ঞানে যাহা তোমাকে উপলব্ধি করি তাহাই কি তুমি? আমাদের ভাবে ও হৃদয়ে যাহা তোমাকে বোধ করি তাহাত তুমি নহ? তবে নাথ! তুমি কি প্রকারে থাক কি প্রকারে আমাদের বিষয় ভাব, কিরূপ চক্ষে আমাদি-গকে দেখ, কি ভাবে আমাদিগকে কথা বল, কোন্ ভাবে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া জীবন প্রাণ হইয়া অবস্থিতি কর তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া দেও। পিতা শত বৎসর তোমার অদ্ভুত কার্য্য কৌশল সন্দর্শন করিলেও, জীবনে শত সহস্রবার তোমার কৃপা সম্ভোগ করিলেও তোমার সুমহান্ গভীর তত্ত্ব বিন্দু মাত্র অব-গত হওয়া যায় না। ধ্যানেও তুমি দর্শনীয় নহ, জপ তপেও তুমি লভনীয় নহ, সদনুষ্ঠান দয়া দাক্ষিণ্যাদিতেও তুমি প্রাপনীয় নহ, অথচ তোমার প্রকৃত ভক্ত ইহার প্রত্যেক বিষয়ে তোমাকে দেখিতে পান। হা! নাথ কি তোমার অপার গম্ভীর মহিমা তাহা কে অনু-ভব করিবে। পিতা আমরা ভাবিয়া ত তোমাকে কিছুই স্থির করিতে পারি না। তুমি আমাদের হৃদয় মন্দিরে আসিয়া একবার উপস্থিত হও, তুমি আমাদের নিকট ক্ষণ কাল অবস্থিতি করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া

দেও, আমাদের হৃদয় মন প্রাণ কাড়িয়া লও। হে দীনশরণ! তোমাকে না দেখিলে যে প্রাণ শীতল হয় না, হৃদয় মন পবিত্র হয় না, তোমাতে বিশ্বাস নির্ভর স্থাপিত হয় না, তোমার সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয় না। তাই প্রার্থনা করিতেছি হে পরমেশ! তুমি একটী বার দেখা দিয়া আমাদের সকল সংশয় উচ্ছেদ কর। আমাদের প্রবৃত্তি ইচ্ছা মানসিক অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত কর। তোমার সহিত আমাদের দর্শনের যোগ সম্পাদন কর। পিতা ঐ যোগে আবদ্ধ না হইলে যে, নিতান্ত অসহায় নিঃসম্বল। কেবল এই মাত্র তোমার চরণে মিনতি যেন প্রতি দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় ও তোমার সহিত আলাপে প্রাণ শীতল করিতে পারি।

কল্পনা।

কল্পনা আত্মার একটী অদ্ভুত শক্তি, এই শক্তিটী আত্মার সমুদয় প্রবৃত্তি ও অপরাপর সমস্ত শক্তির সহিত গূঢ় যোগে আবদ্ধ। কল্পনা সকল শক্তির উদ্বোধক। বুদ্ধি জ্ঞান চিন্তা ভাব ইচ্ছা প্রেম ইহার কোন একটী কল্পনা শক্তির সাহায্য বিনা স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কল্পনা শব্দের অর্থ মিথ্যা ঘটনাকে সত্য প্রতিপাদন করা কোন মতেই সম্ভবে না। কল্পনার সহিত চিন্তার অব্যবহিত যোগ, এমন কি চিন্তা আর কল্পনা সমসূত্রে গ্রথিত। এই কারণ বশতঃ মনুষ্যের কল্পনা শক্তি অতিশয় তেজস্বিনী, ইহার হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে পাপ চিন্তা মনুষ্য হৃদয়ে সহজেই উত্থিত হয়। সত্য ঘটনা সম্বন্ধীয় ভাব উদ্বোধ করা কল্পনার যেমন ক্ষমতা, আবার অবাস্তবিক বিষয়কে বাস্তবিক করাও কল্পনার সেই রূপ ক্ষমতা। কল্পনা দ্বারা যেরূপ হৃদয়ের প্রভূত উপকার ও মহতী উন্নতি হইয়া থাকে, আবার তাহার দ্বারা আত্মার অশেষ অমঙ্গলও সংসাধিত হয়। ইহাকে প্রকৃত পথে সঞ্চালিত করিতে পারিলে ইহার দ্বারা কাহাকেও আর অবনতির পথে পদার্পণ করিতে হয় না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মজীবনে কল্পনা অত্যন্ত অপকার করে। বিশেষতঃ উপাসনাতে। কল্পনার নিকৃষ্ট ভাব উপাসনাতেই অধিকতর রূপে অনিষ্ট সাধন করে।

কল্পনার নিকৃষ্ট ভাব ঈশ্বর দর্শন বিষয়ে যেরূপ আত্মাকে প্রতারণা করে এমন আর কোথায়ও নহে। ঈশ্বরকে কোন বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া অন্তরে ভাবিতে গেলেই তাঁহার সম্বন্ধে অবাস্তবিক ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণে পৃথিবীতে ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গে কল্পনা এত দূর প্রসারিত হয় যে তদ্দারাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কত প্রকার গূঢ় মত উদ্ভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর কোন পদার্থ নহেন অথচ তিনিই বাস্তবিক পদার্থ, তিনি আলোক নহেন কিন্তু কোটীসূর্য্যপরাজিত তাঁহার জ্যোতি, তিনি পিতাও নহেন মাতাও নহেন, কিন্তু তিনি পিতা মাতা অপেক্ষাও অধিক, তিনি অন্ধকারও নহেন কিন্তু অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর গম্ভীর ও নিস্তব্ধ, তিনি আনন্দও নহেন কিন্তু তিনি আনন্দের প্রস্রবণ। স্বরূপতঃ তাঁহার ভাব অতি চমৎকার। তিনি আলোক নহেন অথচ তিনি আলোক, তিনি পিতা মাতা নহেন অথচ তিনিই পিতা মাতা, তিনি অন্ধকার নহেন অথচ তিনিই অন্ধকার, তিনি আনন্দ নহেন অথচ তিনিই আনন্দ। তিনি স্বরূপতঃ কি ইহা ভাবার অতীত। তাঁহার সত্তা বাস্তবিক, ইহা কল্পনার অতীত। এই মাত্র তাঁহার পরিচয়, তাঁহাকে দেখিলে হৃদয় মোহিত হয়, পুণ্যজ্যোতিতে আত্মা পুলকিত হয়, আনন্দ ও শান্তিতে মন অভিষিক্ত হয়। তিনি আমাদের মনের ভাব নহেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র পুরুষ ইহা

অনুভব করিতে না পারিলে জীবন তাঁহাতে নির্ভর করিতে পারে না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না এবং তাঁহার জন্য ত্যাগস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি বাস্তবিক অথচ সকলের প্রাণ জীবন এ ভাবে তাঁহাকে দর্শন করা চাই। ইহাতে মিথ্যা ছায়া আসিলে ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্য তিনি, বাস্তবিক তিনি, জীবন প্রাণ আত্মা তিনি। ব্রাহ্মগণ! ইহাতে কল্পনা বিন্দু মাত্র আসিতে দিও না। তাঁহাকে পিতা মাতা সুহৃদ বল, কিন্তু তাহার মধ্যে কল্পনা আনয়ন করিও না।

ঈশ্বর সেবা।

যিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু, যাঁহার প্রসন্ন বদন মনে হইলে সকল দুঃখ সন্তাপ চলিয়া যায়, নানা ভাবে, নানা রূপে যিনি আমাদিগকে স্নেহ করিতেছেন, যাঁহার উদার সরল ব্যবহারে অবিশ্বাসী হৃদয় বিগলিত হইয়া আপনা হইতে বার বার প্রণিপাত করে, সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের সেবায় যদি আমরা এই পাপ জীবনের কিছু মাত্র স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি তাহা হইতে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। তাঁহার জীবন্ত প্রেমে যখন চিত্ত অভিষিক্ত হয়, তখন স্বভাবতঃই মনের সাধু ভাব সকল জাগ্রৎ হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে ধাবিত হইতে থাকে। এই নির্জ্জীব হস্ত পদ তখন তাঁহার নামে সহজেই নূতন উদ্যম লাভ করে। কিন্তু সেই হৃদয়নাথের অপরিশোধনীয় প্রচুর করুণার বিনিময়ে আমাদের এমন কি আছে যাহা দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি? এই ক্ষুদ্র দেহের প্রত্যেক পরমাণুকণা, এই দুর্ব্বল আত্মার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যদি তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করা যায় তাহাতেই কি হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তথাপি অনুগত সেবক হইয়া সেই পরমাত্মীয় প্রভুর সেবা করিতে পারিলে পাপ জীবন গৌরবান্বিত হয়। এমন বন্ধুর সেবা করিতে পারিলে যে কেবল কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে অতীব আরাম সম্ভোগ করা যাইতে পারে। যে পরিবারের নর নারীগণ দাস দাসী হইয়া নিয়মিত রূপে সেই দয়াময় পিতার পবিত্র পদ সেবন করেন, সে পরিবারের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে ঘোর বিষয়ীর কঠোর স্বার্থপর হৃদয়ও মোহিত হইবে।

পৃথিবীর স্বার্থপরতার গভীর অন্ধকার মধ্যে যখন আমরা পর হিতৈষী সাধকের প্রফুল্ল মুখশ্রী দর্শন করি তখন নয়ন শীতল হয়। এখানেই আমরা কি চমৎকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কত লোক চির জীবন সংসারের সেবা করিয়া আপনাকে এক দিনের জন্যও প্রকৃত রূপে সুখী করিতে পারিতেছে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় সেবক যিনি, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক শোণিত বিন্দু সেই পিতার পুণ্য ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাকে ফল ফুলে সুশোভিত করিতেছে। তিনি যখন মনে করেন যে আমার এই হীন জীবন ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিষ্কাম ভাবে পরহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, তখন তাঁহার জীবন ধন্য বোধ হয়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বিশ্বের পালয়িতা যখন পর্ণ কুটির বাসী দরিদ্র সেবকের সহায় এবং বন্ধু হইয়া উভয়ে এক কার্য্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন কি আর কিছু পুরস্কারের অভাব রহিল? বিষয়িরা যেখানে ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখী হয়, তিনি সেখানে ধন ব্যয় করিয়া সুখী হন। লোক রঞ্জন-প্রিয় দাতার লক্ষ মুদ্রা জনসমাজের প্রকৃত বন্ধুর শরীরের এক বিন্দু ঘর্ম্মের সমতুল্য। অর্থলোভী মনুষ্য প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াও সে সুখ পায় না, দীন দরিদ্র সেবক

বিনা বেতনে সমস্ত জীবন দিয়া তাঁহার প্রভুর চির দাসত্ব করিতে পারিলে যে সুখ শান্তি লাভ করেন।

যাঁহারা সত্যের সুদৃঢ় ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া চিরদিন পূর্ণ উৎসাহ সহকারে জীবনের উচ্চতর ব্রত প্রতিপালন করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য। কিন্তু দুর্ব্বল সেবকের পদে পদে বিঘ্ন। তিনি অনেক সময় অন্যের উৎসাহ দেখিলে উৎসাহিত হন। কখন বা অহঙ্কার আসিয়া তাঁহার বিনয় নম্রতাকে গ্রাস করে। স্বীয় সাধু কার্য্য স্মরণ করিয়া কত সময় তিনি দাম্ভিক ভাবে কার্য্যের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার পাইতে অভিলাষ করেন। বার বার আপনার পরিশ্রম নিষ্ফল দেখিয়া এবং তাহার জন্য লোকের অপ্রিয় ভাজন হইয়া তিনি অবশেষে মানব প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। আমাদের ন্যায় চঞ্চলমতি ব্যক্তিদিগকে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে সর্ব্বদাই পতিত হইতে হইতেছে। সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হইয়া সময়ে সময়ে কে না সাধু কার্য্য করিয়া থাকে? কিন্তু যিনি চিরক্রীত দাসের ন্যায় সকল অবস্থাতে অবিলিচিত ভাবে পরমেশ্বরের সেবা করেন তাঁহার কার্য্যই ধন্যবাদার্হ। কি সুন্দর সেই মুখশ্রী! যাহা প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য সংসারের গভীর নির্যাতনে মলিন হইয়াছে। ভোগসুখাসক্ত অট্টালিকা বাসির বহু মূল্য পরিচ্ছদে আবৃত স্থূল দেহ দর্শন করিয়া কি কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়? তিনি বর্ষে বর্ষে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, বিচিত্র গৃহ সামগ্রীতে আপনার বিলাস ভবন সুসজ্জিত করিয়াছেন, মৃত্যু কালে তিনি প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, ইহাতে কি মানব জীবনের অঙ্গীকার পালন করা হইল, না তাহাতে কিছু জনসমাজের মঙ্গল হইল? কিন্তু যখন ঐ স্বার্থপর ধনির প্রতিবাসী দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখি, পরের জন্য তাঁহার শরীর বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর ভোগ সুখে বঞ্চিত হইয়া ঈশ্বরের সেবা করাকে তিনি জীবনের সার করিয়াছেন, তখন আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।

এই দেহ মন প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া জীবিত আছে, যাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে অসহায় শিশুর ন্যায় নিদ্রিত থাকিয়া আবার জাগ্রৎ হইয়া জীবন পথে সঞ্চরণ করিতেছি, এমন দয়ালু পিতার পদ সেবা করিব না ত আর কাহার পদসেবা করিব? যে দিন হইতে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, সেই দিন অবধি মনঃ প্রাণ ভুলিয়া গিয়াছে। মনুষ্য যেমন সুহৃদ তাহা জানিয়াছি, পৃথিবীর আত্মীয় বন্ধুগণ হইতে যত দূর শান্তি পাওয়া যায় তাহাও পাইয়াছি। উহাতে আর ভুলিতে চাহি না। তাঁহাদের অনুরোধে আর চির কালের পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। হায়! সংসারের দাসত্ব করিতে করিতে জীবন শেষ হইয়া আসিল, শরীর মনের সমস্ত বল বীর্য্য তাহাতে ক্ষয় করিলাম, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও শঙ্কিত হইতেছি না, তথাপি কৃতজ্ঞ ভৃত্য হইয়া চির সুহৃদ্ প্রিয় ঈশ্বরের সেবায় এক বিন্দু শোণিত ব্যয় করিলাম না। কি দুরতিক্রমণীয় মোহ জালে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

মনুষ্য মনুষ্যকে যত দূর প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহার শতাংশের একাংশও সেই পিতাকে দান করে না। জন্মাবধি তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, স্বার্থপর হইয়া অম্লান বদনে তাঁহার হস্ত হইতে অজস্র সুখ সৌভাগ্য গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু একবার তাহা স্বীকার করিবে না। আহা! আমাদের সেই পিতার কেমন সরল শান্ত ভাব। তিনি তাঁহার হস্ত নির্ম্মিত এই ক্ষুদ্র কীট মনুষ্যের ধূর্ত্ততা বুদ্ধি বিদ্যা সকল জানিতেছেন, তথাপি কে না তাঁহাকে শিশু বালকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রবঞ্চনা করে? তিনি উদার এবং সরল,

আমরা অতি শঠ এবং ক্ষুদ্রাশয়। যদি তাঁহার এমন সরল ব্যবহার দেখিয়াও লজ্জা হইল না, এত সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যশীলতা দেখিয়াও কঠোর মন বিগলিত হইল না, তবে মনুষ্যের উপদেশে আমাদিগের আর কি করিবে।

হে মানব! বিপদে না পড়িলে কি তোমার চৈতন্যোদয় হইবে না? জানিলাম তুমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক সেই পরম সুহৃদ্ পিতার জন্য কিঞ্চিৎ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত নহ। সংসার কীট তোমার শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিলেও তুমি প্রাণ ধরিয়া উহার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিবে না? তোমার জীবনের চিহ্ন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইবে ইহাই কি মনে স্থির সংকল্প করিয়াছ? কিন্তু নিশ্চয় মনে রাখিও যাহাদের জন্য তুমি প্রাণান্ত করিলে তাহারা তোমাকে অবিলম্বে ভুলিয়া যাইবে। যাহারা তোমার বিপদ দুঃখ শুনিলে কাঁদিয়া অধীর হইবে বলিয়া তুমি মনে মনে কত অভিমান করিয়া থাক, তাহারাই অগ্রে তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি লইয়া তুমুল আন্দোলনে মত্ত হইবে। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা ধন্য যাঁহারা শান্তি রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য অকাতরে সে ক্ষমতা সকল প্রয়োগ করেন। দুর্ব্বল দরিদ্র ব্যক্তিরাও ধন্য যাঁহারা সাধ্যানুসারে সাধু কার্য্যে উৎসাহ দান করেন। হে পুণ্য ক্ষেত্রের পরিশ্রান্ত কৃষক! তোমার ক্লান্ত মন, অবসন্ন দেহ স্বার্থক হইতেছে নিরাশ হইওনা। কেন না ধার্ম্মিকদিগের ফল অবশ্য ফলিবে। স্বদেশের হিতব্রতে যাহাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহাদের পরিত্রাণ নিকটবর্ত্তী। প্রেমময় পিতার প্রসন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া নব নব উদ্যম সহকারে দিবা নিশি তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে থাক। সংসারের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে যদি তোমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয় সে পরিশ্রম কদাপি বিফল হইবার নহে; স্নেহময়ী জগৎ মাতা তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে স্থান দিয়া সকল তাপ বিদূরিত করিবেন। তিনি যদি তাঁহার প্রেম পূর্ণ হস্ত একবার এই পাপ দগ্ধ মস্তকের উপর স্থাপন করেন, তাহা হইলে আর কিছুই চাহিনা। তাঁহার মধুর সান্ত্বনা বাক্যে গভীর গ্লানি যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া যাইবে। সেই মধুর সান্ত্বনাই সকল পরিশ্রমের পুরস্কার। যদি তাহা লাভের জন্য মন লালায়িত হয়, তবে "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর এই সার, সেশ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার"।

ধর্ম্মের উৎপত্তি।

এই অসীম বিচিত্র বিশ্বসংসারে অত্যাশ্চার্য্য মানব প্রকৃতি সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট নির্ম্মাণ কৌশল বলিয়া প্রতীত হয়। জড় জগতে যাদৃশ সৌন্দর্য্য, কৌশল, সুচারু নিয়ম প্রণালী লক্ষিত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অন্তর্জগতে নিগূঢ় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া, নিপুণতা, প্রণালী-নিবদ্ধ নিয়ম, ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ্যের প্রসিদ্ধ কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে কেন মানব প্রকৃতি এত সুন্দর হইল ইহা ভাবিতে গেলে বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইতে হয়। তাঁহারা বলেন যে মানব প্রকৃতি ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাবের আভাস মাত্র। ফলতঃ মানব প্রকৃতির যে এতাদৃশী শোভা তাহার কারণ কেবল ঈশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ জনিত। সুবিখ্যাত কবি মিল্‌টন এক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যে সৃষ্টির প্রথম দিনে সেই প্রথম মনুষ্য বিস্ফারিত নয়নে যখন বহির্জগতের অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, তখন যে তিনি অত্যাশ্চর্য্য রসে জড় প্রায় হইয়া ভক্তি বিকসিত মনে সেই দেব দেব বিশ্বপতির চরণে প্রণত হইয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, সে কোন্ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া? ইহাতে মানব প্রকৃতির গুণ গরিমার উচ্চ সিংহাসন সর্ব্বোপরি ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না?

মনুষ্য সমাজে যে প্রকার ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস উত্থিত হউক না কেন, তাহার প্রকৃতি গম্ভীরতা

ও বিস্তৃতি মানবাত্মার স্বভাবের উপরে সংস্থাপিত। অতএব মানসিক শক্তি সমূহ যদি অপ্রস্ফুটিত অনুন্নত ও অসংস্কৃত থাকে, তবে ধর্ম্মের আদর্শও অতি সঙ্কীর্ণ ও নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার নিগূঢ় কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে; ধর্ম্মভাবের প্রকৃত বিষয় যতদিন আত্মার নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকিবে ততদিন তাহা তদ্গত ভাবানুসারে সামান্য ও ক্ষুদ্রাবস্থাতেই ক্রীড়া করিবে। পক্ষান্তরে তৎকালে আত্মা যাহা চিন্তা করে, দর্শন করে, ও অনুভব করে, এবং যথাযথ বিচার করে, যদি সেই আত্মার অন্তর্ভূত শক্তির প্রণালীগত উচ্চতম সামঞ্জস্য ও সম্মিলন সম্পাদিত হয়, তবে আমাদের চিন্তাশক্তির উচ্চতা, ভাবানুবোধের উদারতা এবং জীবনের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের গভীরতা সম্পূর্ণ ধর্ম্মজীবনকে স্বভাবতঃই সমুন্নত করিবেই করিবে। তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া মানবত্মা উন্নতির উচ্চতর সোপানে দিন দিন আরোহণ করিয়া থাকে। সেই বিশ্বপতির কি সুমহান্ শিল্প চাতুর্য্য! প্রেমের পরম জলধি দয়াময় পরমেশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে যে অভাবনীয় স্বর্গীয় গুণসমন্বিত শক্তি দ্বারা মানব প্রকৃতিকে সুশোভিত করিয়াছেন, ধর্ম্ম জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সমুদায় প্রকৃতিগত মনোহর দৃশ্য সেই সকল শক্তির উপরেই অবস্থিতি করে। সুতরাং ধর্ম্মবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সমালোচনা করিতে হইলে মানব মনের প্রকৃতি, শক্তি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা ও অবগত হওয়া বিধেয়।

সকলেই জানেন যে মনুষ্য দিবানিশি সংসারের কর্ম্ম ক্ষেত্রে ব্যতি ব্যস্ত, নিয়ত বাহ্য বিষয়েই তাঁহার চিন্তা ভাব চেষ্টা শক্তি বিনিযুক্ত। কে আধ্যাত্মিক জগৎ সাগরের নিম্নদেশে অবগাহন করিয়া আপনার তত্ত্ব সকল অবগত হয়? এক্ষণে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক যে যখন আমরা "আমি" কি "আমার" এই সকল কথা উচ্চারণ করি তখন সেই শব্দগত অন্তর্নিবিষ্ট ভাবের প্রকৃতি কি, অর্থ কি, ইহা কি উপপন্ন করিয়া থাকি? নিশ্চয়ই তখন শারীরিক কোন পদার্থ মনে করিনা, কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞানও আশঙ্কা হয় না, কারণ শরীর যন্ত্র বিশেষ, বহির্বিষয় ও দেহ আমা হইতেও পৃথক্, কিন্তু "আমি" এই কথার একটী পরিশুদ্ধ ভাব সুকৌশল নির্ম্মিত শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে, এবং তন্নিষ্ঠ ক্রিয়াসংযোগে বোধ সংযোগ করিতেছে ইহাও নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে। অবশ্য এ কথাও কেহ বলিতে পারেন না যে "আমি" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় বোধানুগত শক্তি নিচয়ের সংযুক্ত ক্রিয়ার ফল, কারণ ইহা কেবল ক্রিয়া সংহতির উপায় ও শক্তির প্রণালী মাত্র, যদ্বারা আমাদের মনের মধ্যে বাহ্যজগৎ কার্য্য করিতেছে ও তৎসম্বন্ধ ভাবের প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের কোন কথাই মীমাংসিত হইতে পারে না। বহির্বিষয়ক জ্ঞান কেবল মনের দ্বারা উপলব্ধি হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সেই জ্ঞান সমষ্টিকে কখন মন বলা যাইতে পারে? অথবা "আমিত্বের" সমুদায় প্রকৃতি মীমাংসিত হইতে পারে? "আমি" ইহা কোন চিন্তা নহে ভাব নহে, বোধ নহে; এসকল যুক্তিগত প্রণালী, মানসিক নিয়ম ও বোধিকাশক্তি; উহার দ্বারা * পূর্ণ স্বতন্ত্র মনুষ্যের উপলব্ধি হয় না। যদ্বারা সমস্ত মনুষ্য জাতি হইতে একটী মনুষ্যকে বিশেষ করা যায় অথবা আমাদের † ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন রূপে প্রতীত হয় উহার দ্বারা তাহারও কিছু প্রকাশ পায় না।

যদি আমাদিগকে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহা হইলে দেখা যায় মনুষ্যের ‡ আত্মজ্ঞান মানবপ্রকৃতির সমুদয় কার্য্যের মধ্যবিন্দু স্বরূপ। ইহার প্রতিভায় মনুষ্য

* Concrete individual man
† Personality
‡ Self-consciousness.

আপনার নিকট স্বয়ং পরিচিত হন ইহার প্রভাবেই মনুষ্য সেই অলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত দেবভাব সম্পন্ন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া তথাকার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন। ঐ শক্তির আশ্রয়ে সুগভীর চিন্তাশীল মনস্তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ মনোরাজ্যের বিবিধ কৌশল, অপূর্ব্ব রচনাচাতুর্য্য, নিরুপম প্রণালী ও নিয়ম অবগত হইয়া সেই পূর্ণ চৈতন্যসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় আপনাকে ভাসমান দেখেন। সেই প্রপঞ্চাতীত চৈতন্য বিশিষ্ট আত্মাই মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার একটী মাত্র দ্বার এবং সেই সম্বন্ধের সমুজ্জ্বল রশ্মি আত্মজ্ঞানের নিকটে প্রকাশিত হয়। এই আত্মজ্ঞানই মানবাত্মার সমুদায় ক্রিয়ানুভূতির মূল; এই কারণে ইহা স্বাভাবিক, অযত্নসম্ভূত ও মনুষ্যপ্রকৃতির চিরসহযোগী। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা মোরেল প্রভৃতি অপরাপরমনস্তত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা একতানে এই কথাই বলেন যে মনুষ্য আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়াই আত্ম পরিচয় লাভ করেন, জীবনের অতি মহান-সুগভীর লক্ষ্য সন্দর্শন করেন। ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান চক্ষু দ্বারাই ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অভাবনীয় সম্বন্ধ, জড় জগতের সহিত কল্পনাতীত সম্বন্ধও সাধারণ নরনারীর সহিত দুশ্ছেদ্য প্রকৃতিগত মানসিক সম্বন্ধ প্রতীতি করেন। অতএব ধর্ম্মের মূলীভূত কারণও ঐ স্বর্গীয় আত্মজ্ঞান; ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাব ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উহার মধ্য দিয়াই জীবনে প্রস্ফুটিত হয়। ঐ আত্মজ্ঞান হইতেই ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মজ্ঞানের উৎপত্তি। ঐ সকল ভাবেরই সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ভাবগত যোগ। সেই পূর্ণ চৈতন্য পরমেশ অদৃশ্য বাক্যাতীত অন্তরাত্মায় বাস করিয়া তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। উহার প্রণালী, প্রকৃতি ও সম্বন্ধ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩ই কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক।

সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর যেমন তাবৎ সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি সকল ধর্ম্মাপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ। স্রষ্টার সঙ্গে যেমন কোন সৃষ্ট বস্তুর উপমা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে আর কোন ধর্ম্মেরই তুলনা হয় না। মনুষ্যনির্ম্মিত সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র; কেন না ইনি এক মাত্র জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। এবং যাহাতে পৃথিবীতে দেবলোক স্থাপিত হয়, এবং স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার উপায় বিধান করেন। ঈশ্বর এই জন্যই আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম দান করিয়াছেন। যাহা সৃষ্ট বস্তু কিম্বা সৃষ্ট মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এবং যাহা কোন প্রকার পাপ অধর্ম্মের প্রতি প্রশ্রয় দান করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে তাহা বিনাশ করিতে উপদেশ দেন। মৃত বস্তুর পূজা করিলে মৃতবৎ হইবে, মিথ্যার উপাসনা করিলে মিথ্যাবাদী হইবে। মৃত্যুর সাধ্য কি আত্মাতে প্রাণ দান করে এবং অসত্যের সাধ্য কি মনুষ্যকে সরলতা এবং সাধুতা প্রদান করে? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর যিনি তাঁহার পূজা না করিলে প্রাণ পাওয়া যায় না। সেই প্রেমময় জীবন্ত পুরুষের সেবা না করিলে মুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাণস্বরূপ, জীবন স্বরূপ পরমেশ্বরকে কাছে আনিয়া দেন এই জন্যই ইহার এত শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চতা। কিন্তু এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন জগতের সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ, আর এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ তেমনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেই হইবে কেন না মিথ্যা অপেক্ষা সত্য চিরকালই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমন উচ্চ ধর্ম্ম পাইয়াও ব্রাহ্মেরা এখন পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের অপেক্ষা অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় অনেক সদ্গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তেমন সাধুতা নাই, তেমন কোমলতা নাই, যাহা থাকিলে আজ ব্রাহ্মসমাজ সমুদয় সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও এখন পর্য্যন্ত সেই মলিন পঙ্কিল অবস্থা; পৃথিবীর অন্য অন্য দিকে যেমন দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পাপের দুর্গন্ধ উঠিতেছে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত এ সকল পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে

পারিলাম না। যদিও আমাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম; কিন্তু আমাদের সমাজ, কপট পাপিদিগের সমাজ। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ নিকৃষ্ট. কারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন জ্ঞানের গভীরতা, হৃদয়ের কোমলতা, এবং ধর্ম্ম ব্রত সাধন করিবার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে সরলভাবে নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এক দিকে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা এবং গভীরতা, প্রশস্ততা এবং উদারতা স্মরণ করিয়া হৃদয় স্তব্ধ হয়, এবং ঈশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ করি, অন্যদিকে তেমনি আমাদের নিজের অনুপযুক্ততা এবং কপটতা জঘন্যতা নীচতা দেখিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট স্থিতি করেন; কিন্তু ব্রাহ্মগণ সকল সম্প্রদায়ের পদতলে ইহা যথার্থ কি না, ধর্ম্ম জগতের অতীত বর্ত্তমান ইতিহাস দর্শন কর, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

প্রথম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দান। তোমাদের মধ্যে কয়টী ব্রাহ্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত? খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পাঠ কর, তাঁহাদের মধ্যে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিবে। তাঁহারা যে কেবল স্ব স্ব প্রতায়ের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, বিশ্বাসের জন্য অকুতোভয়ে, শান্তচিত্তে, এবং আহ্লাদের সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। খৃষ্টজগতে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আত্মা ধর্ম্মবলে পরিপূর্ণ হয়। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি জগৎকে বিশ্বাসের দুর্জ্জয় প্রতাপ প্রদর্শন করিবে না? ব্রাহ্মজগতের পরাক্রম দেখিয়া অবিশ্বাসী পৃথিবী কি কখনই লজ্জিত হইবে না?

দ্বিতীয় হৃদয়ের কোমলতা। তোমরা যতই কেন ভক্তির আড়ম্বর কর না; এই বিষয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে এখনও তোমরা বহু দূরে রহিয়াছ। তাঁহাদের যে অগাধ ভক্তি তাহার সঙ্গে তোমাদের ভক্তির তুলনাই হইতে পারে না। কোন্ গভীর কূপ হইতে তাঁহারা প্রেম জল তুলিতেছেন, কেমন ভক্তভাবে তাঁহারা প্রেমাশ্রুপাত করিতেছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় চমৎকৃত হয়। দাম্ভিক হইয়া বলিও না, তাঁহাদের ভক্তি কপট; কিন্তু তাঁহাদের পদতলে বসিয়া ভক্তি কি তাহা শিক্ষা কর।

তৃতীয় ধ্যান। একবার আমাদের প্রাচীন মহর্ষিগণের বিষয় স্মরণ কর। তোমাদের মধ্যে কয় জন তাঁহাদের ন্যায় সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অগম্য পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে? তাঁহাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যে কয় জন ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে শিখিয়াছ? তাঁহাদের সঙ্গে কি ধ্যান বিষয়ে তোমাদের উপমা হয়? পরব্রহ্মকে তাঁহারা "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" প্রত্যক্ষ করিতেন। যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা, তাঁহার মধ্যে তাঁহারা অধিবাস করিতেন। তোমরা কয় ঘণ্টা আত্মার গভীর স্থানে সেই আত্মার পরমাত্মাকে লইয়া বসিতে পার; এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পার? ঈশ্বরের সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কতক্ষণ তোমরা তাঁহার সহবাসের নির্ম্মল সুখ আস্বাদ করিতে পার?

চতুর্থ প্রার্থনা। যতই কেন তোমরা প্রার্থনার অহঙ্কার কর না, কোয়েকার সম্প্রদায়ের সাধকের মত কি তোমরা প্রার্থনা করিতে পার? প্রার্থনার সময় কতবার মুখে যাহা আসে তাহাই বল। সেই সম্প্রদায়ের লোকের মত কি তোমরা প্রার্থনা করিবার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে পার? কত কত ব্রাহ্মের হৃদয় কপটতা, অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহাদের মুখ ব্রাহ্ম হইয়া কত কাল আর উচ্চ প্রার্থনার শব্দ উচ্চারণ করিবে? এই অপরাধে যে কত ব্রাহ্মের অন্তরে শুষ্কতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। দেখ, ঐ সাগর পারে, পশ্চিম প্রদেশে কোয়েকার সম্প্রদায় এ বিষয়ে তোমাদের হইতে কত শ্রেষ্ঠ। উপাসনার দিন তাঁহাদের মধ্যে এক জন বসিয়া আছেন, সকলেই তিনি কি বলিবেন ভক্তিভাবে শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ না তিনি ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারেন, এবং তাঁহার স্বর্গীয় ভাব লাভ করেন; যতক্ষণ না তাঁহার গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত শরীর মন উৎসাহ উদ্যম, এবং স্বর্গীয় ভাবের জ্বলন্ত অগ্নিতে উত্তেজিত হয়, ততক্ষণ তিনি একটী শব্দও উচ্চারণ করিতে পারেন না। এক ঘণ্টা, কি দুই ঘণ্টা সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; কিন্তু প্রার্থনার ভাব না হইলে তিনি একটী কথাও বলিবেন না।

পঞ্চম ধর্ম্মানুষ্ঠান। তোমরা কার্য্যের আড়ম্বর করিতেছ কর, এই বিষয়ে তোমরা পূর্ব্বকালের মহর্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সত্য, তোমরা পরিবারের মঙ্গল এবং স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছ সত্য; কিন্তু এ সকল বিষয়ে কি রোমানকেথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমাদের তুলনা হইতে পারে? দেখ এই সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষদিগের কেমন আশ্চর্য্য দয়া। যে সকল স্থান পাপের আলয়, এবং নানা প্রকার ভয়ানক জঘন্য, রোগে পরিপূর্ণ, যাহা স্মরণ করিলে অন্তরে ঘৃণা এবং ভয়ের সঞ্চার হয়, দেখ সেই সকল দুর্গন্ধময় স্থানে এই সম্প্রদায়ের কত শত ভগ্নী স্বর্গীয় দয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া স্বহস্তে সেই মহা-

রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। এ সকল দয়ার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কি তোমরা লজ্জিত হইবে না? বিনীত হও, সেই স্বর্গীয় ভগ্নীদিগের পদতলে পড়িয়া দয়া শিক্ষা কর। আমাদের মধ্যে তেমন ব্রাহ্মিকা ভগ্নী কোথায়, যাহার সঙ্গে সেই দয়ার তুলনা হইতে পারে?

এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজকে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে ব্রাহ্মগণ! এখনও সকলের পদতলে অবস্থিত। কবে তোমরা এসকল বিষয়ে তাঁহাদের তুল্য হইবে? আর কবে জগৎকে বিশ্বাস, ভক্তি, ধ্যান, প্রার্থনা এবং সাধু জীবনের স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইবে?

ঐ শুন, পৌত্তলিকতার জয় ধ্বনিতে সমস্ত নগর, সমস্ত বঙ্গ দেশ পরিপূর্ণ হইল। পৌত্তলিকতার বাদ্য ধ্বনির মধ্যে বিশ্ব বিজয়ী ব্রহ্ম নাম ডুবিল, এ সময়ে তোমরা কি করিতেছ? ত্যাগস্বীকার করিবার ভয়ে, বন্ধুতা কিম্বা প্রতিপত্তি বিনাশের আশঙ্কায়, ব্রাহ্মগণ! সাবধান, এই সময়ে সত্যব্রত লঙ্ঘণ করিও না। তোমরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহা সত্য; কিন্তু স্মরণ কর, কোন্ ধর্ম্ম তোমরা লাভ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের গৌরব স্বীকার কর; সেই ধর্ম্মের সত্যের সমাদর কর। বহু দূর যাইতে হইবে, এখনও জীবনের কার্য্য শেষ হয় নাই, এই জন্য আরও বিনয়ী হও। সাবধান ব্রাহ্মকে যেন কেহ অহঙ্কারী না বলেন। অহঙ্কার করিবার তোমাদের কি আছে? এত বড় ধর্ম্ম পাইয়া তোমরা এখনও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট রহিলে ইহা অপেক্ষা তোমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? যে ধর্ম্ম এক দিন উদার ভাবে পৃথিবীর সমুদয় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে এক করিবে, তোমাদের দোষে সেই ধর্ম্মের অগ্নি এখনও প্রচ্ছন্ন রহিল। অতএব বিনম্র হও, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পদধূলি হইয়া যাহার যে সাধুভাব আছে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ কর। সাবধান, গর্ব্বিত মনে কোন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিও না। বিনয়ের সহিত প্রত্যেকের সাধুগুণ গ্রহণ কর। যখন এই রূপে সকল সম্প্রদায় হইতে সদগুণ সকল লাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারিবে, তখনি বলিবে, ধন্য আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ধন্য আমাদের ব্রাহ্মজগৎ!!!

কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে যখন বিনীতভাবে সাধুভাব সকল গ্রহণ করিবে, সাবধান, কপটদিগের ন্যায় নীচ ব্যবহার করিও না। যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাকেও সত্যবাদী কিম্বা জিতেন্দ্রিয় দেখিবে, প্রণত মস্তকে সে সকল গুণ অনুকরণ করিবে। যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপাসনার কোন শ্রেষ্ঠ অঙ্গ শিক্ষা করিবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে। কিন্তু এই জন্য আত্মাপহারী চোরের ন্যায় আপনাকে গোপন করিয়া কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পার না। আমরা ঈশ্বরের আকাশে বাস করি, ঈশ্বরের দ্রব্য সকল উপভোগ করি, যে কোন সত্য, যে কোন সাধুভাব লাভ করি তাহা ঈশ্বরের বলিয়া সমাদর করি; সত্যের উপরে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার নাই। ঈশ্বরের সত্য, তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তিনি সকলের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার সত্যের জন্য আমরা কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের অধীন হইতে পারি না। আমরা হিন্দু নই, আমরা খৃষ্টান নই, আমরা বৈষ্ণব নই, আমরা প্রাচীন সাধক দিগের ন্যায় মুনি ঋষি নই; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমরা বিনীত ভাবে ঈশ্বরের সত্য সকল গ্রহণ করিব। ঈশ্বর আমাদের গুরু; কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায় আমাদের গুরু হইতে পারে না। যাঁহার সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ, তাঁহারই নিকট আমরা চিরকাল সাধুতা এবং সত্যের জন্য ঋণী থাকিব। ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এই যে তিনি কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন। যে ব্যক্তি কিম্বা যে সম্প্রদায়ের নিকট তিনি লইয়া যাইবেন, অনুগত শিষ্যের ন্যায় বিনীত ভাবে ব্রাহ্ম সেই স্থানে যাইবেন। ঈশ্বরের চরণতলে আমরা পড়িয়া থাকিব; তিনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেখানে যাইব। অন্তররাজ্যে তাঁহার বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট সত্য সকল লাভ করিব। যতই তাঁহার শরণাপন্ন হইব ততই তাঁহাকে হৃদয়ের নিকটে দেখিব, এবং অবশেষে ভক্ত সন্তানের নিকট তিনি আপনাকে দান করিয়া আনন্দ দিবেন। অতএব সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রণত হয়; কিন্তু কাহারও অনুগত হইও না। ঈশ্বরই কেবল তোমাদের নেতা, তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার না। এদেশে যখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় আসিয়াছে, ঈশ্বর প্রসাদে সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্ম জগতের অঙ্গ হইবে। সমুদায় সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ভক্তি, পুণ্য আলোক এবং সভ্যতা সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবে। প্রচারকগণ! সেই দিনের প্রতীক্ষা কর। নির্ভয় হইয়া ব্রহ্ম নাম গান কর। ব্রহ্মনামের হুঙ্কারে পর্ব্বত সমান বিঘ্নরাশি দূর হইবে; এই নামের তুল্য জগতে আর কিছুই নাই। হায়! এই নামে কত বড় জগৎ এখনও বুঝিল না। এই নাম পাইয়া আর তোমরা ঘরে বসিয়া থাকিও না। সেই জয়পতাকা হস্তে গ্রহণ কর যাহাতে স্বর্ণাক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" লিখিত রহিয়াছে। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, হৃদয়ে হৃদয়ে, এই সত্য প্রচার কর; কিন্তু যেমন বীরের ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে এই নাম কীর্ত্তন করিবে, তেমনি বিনয়ী হইয়া প্রত্যেক ভাই ভগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিবে। যদি জগৎ তোমাদিগকে নির্ঘাত

করে, ভ্রাতারা যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করিয়া পদাঘাত করে, সাবধান, বিবেকের জন্য তাহাদের প্রতি অসাধু গর্ব্বিত ব্যবহার করিবে না। যাঁহার নাম প্রচার করিবে তাঁহার কৃপায় সেই পদাঘাত, সেই ঘৃণা তোমাদের মঙ্গলের কারণ হইবে। মনুষ্যের নিকট বড় হইতে চেষ্টা করিও না। আপনার যশ, আপনার সম্মান অন্বেষণ করিও না; কিন্তু অকুতোভয় ব্রাহ্মধর্ম্মের যশ ঘোষণা কর, এবং ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ কর। সাবধান ঈশ্বরের গৌরব কখনই আপনি গ্রহণ করিও না। যদি এইরূপে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর, ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের জীবনে বিশুদ্ধতম জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবে।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

২৪ কার্ত্তিক ১২৭৮ শাল।

প্র। মনুষ্যের পক্ষে পাপ এককালে অসম্ভব হয় কি না?

উ। মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাপ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতে পারে না। মানব প্রকৃতিতে এরূপ ভাব কখনই সম্ভব পর নহে। তবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ গুণের যে পরিমাণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেষ পাপও তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে অসম্ভব হইতে পারে। আমরা যাঁহাদিগের উন্নত ধর্ম্ম জীবন দেখিতে পাই, লোকের ঘরে সিঁদ দেওয়া কি খুন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব কি বলিতে পারি না? কিন্তু এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, যাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তাঁহারাই আবার অতি জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই পুর্ব্বে তাঁহারা যে লোক ছিলেন, এখন সে লোক নহেন। আমার আমিত্ব যদি যায়, আমার জীবনেরও ভাবান্তর হইবে আশ্চর্য্য কি?

কোন্ পাপ আমাদিগের পক্ষে কত দূর অসম্ভব হইয়াছে, মূলেই বুঝা যায় না এরূপ নহে। আপনার দোষ অল্প ও গুণ অধিক ভাবিয়া যত আমরা আত্ম প্রতারিত হই না কেন, মনে মনে স্থির চিন্তা করিলে আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা যায়। লোভ কত কমিয়াছে যাঁহার বুঝিবার প্রয়োজন তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি ৫ টাকা ৫০, না হয় ৫০০০, না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্যও তিনি পাপ করিতে পারেন কি না? যতক্ষণ উর্দ্ধতর সংখ্যাতেও তাঁহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ পাপ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারা যায়।

প্র। চরিত্র ভাল হইলেই হৃদয়ের যথার্থ আনন্দ লাভ হয় কি না?

উ। ধর্ম্মের আনন্দ দুই প্রকার;—অর্থাৎ এক জীবনের পবিত্রতাঘটিত ও অপর ঈশ্বর সহবাস জনিত। সকল সম্প্রদায়ের লোক এ দুয়ের একটীকে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন; কোন সম্প্রদায়ে দুইটীরই একত্র সমন্বয় দেখা যায় না। এই দুই আনন্দ সম্ভব না হইলে নিত্য আনন্দ যোগানন্দ লাভ হইতে পারে না। কেবল চরিত্র সংশোধন এবং সৎকার্য্য সাধন করিয়া ব্রাহ্ম সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল থাকা আমাদের লক্ষ্য, তিনি আমাদিগের গম্যস্থান। হিন্দুরা এক এক স্থানে এক একটী সরকারী ঠাকুর রাখে, আবার প্রত্যেকে নিজের ঠাকুর ঘর করিয়া যখন ইচ্ছা ঠাকুর দর্শন করিয়া নয়ন মনকে কৃতার্থ করে। সিপাহীরা গলায় সাল্‌গ্রাম বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে যায়, কেন না সর্ব্বক্ষণই তাহাদের দেবতার সহায়তা পাইবে। আমাদের ঈশ্বরকে প্রত্যেকে নিজস্ব ধন করিয়া যাহাতে নিত্য সঙ্গে রাখিতে পারি এরূপ সাধন আবশ্যক। ইহা হইলে চরিত্র পবিত্র থাকিবে এবং তাঁহার সহবাসের আনন্দ লাভ হইবে। এই পূর্ণ আনন্দ আত্মা যে পরিমাণে আস্বাদন করিবে, সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ তৃপ্ত সুখী ও আনন্দিত হইবে।

৩ প্রশ্ন। প্রার্থনার ফল তৎক্ষণাৎ না পাইলে উঠিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রার্থনা করা উচিত কি না? ঈশ্বর যথা সময়ে ফল বিধান করিয়া থাকেন এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় অধিক সময় ক্ষেপণ না করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ভাল হয় কি না?

উ। যখনি প্রার্থনা করিব তখনি তাহার ফল লাভ হইবে সকল বিষয়ে এরূপ হয় না, কিন্তু প্রত্যেক প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইল, উপযুক্ত সময়ে তিনি তাহার ফল দিবেন প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে এইটী জানা আবশ্যক। যদি প্রার্থনা হয় আমি যেন তোমাকে সমস্ত দিন মনে রাখিতে পারি, তাহা হইলে উপাসনা গৃহ হইতে উঠিয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে শিক্ষা করা যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং জীবনের অত্যাবশ্যক পরীক্ষার সময় (যেমন পৈতা ফেলিব কি না? পৌত্তলিক ভাবে কার্য্য করিব কি না?) তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া প্রার্থনার উত্তর না শুনিলে নয়। প্রতিদিন আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, অথচ তাহা গ্রাহ্য হইতেছে কি না যদি নিশ্চয় না জানি তবে আবার কি বলিয়া অবিশ্বাসী হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে যাই? এক জন মনুষ্য আমার বাক্য গ্রাহ্য করিতেছেন কি না? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া কতক গুলা কথা শুনাইয়া গেলে কি তাঁহাকে অপমান করা হয় না? ঈশ্বরের মুখের উত্তর না পাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাও সেইরূপ। যে জানে আমার প্রার্থনা

তাঁহার গ্রাহ্য হইল, সে আর কিছু চায় না; চন্দ্র সূর্য্যে পাত হইলেও সে বলিতে পারে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, ফল অবশ্যই দিবেন।

চাহিলে নিশ্চয়ই পাইবে এই জীবন্ত বিশ্বাস প্রার্থনার অবলম্বন। দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া চাই, ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না; বিশ্বাস তাহার জামিন রহিল। গবর্ণমেন্টের অঙ্গীকৃত এক খণ্ড কাগজ যখন আমরা মুদ্রা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে পারি; তখন ঈশ্বরের অঙ্গীকারে কেন আমাদের বিশ্বাস হইবে না? ঘুমন্ত প্রার্থনা প্রতিদিন করিলে কিন্তু ফল হয় না। প্রর্থনা করিবার করিলাম, ফল দেন দিবেন, না দেন না দিবেন প্রার্থনার এরূপ রীতি নহে। দরজায় পড়িয়া কেবল কাঁদিতে হইবে না, দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে হইবে।

উপাসনা আপনার কাজ করিলাম বলিয়া মনকে সন্তুষ্ট করা এবং ঈশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তল্লাইয়া দেখা অন্ধতা মাত্র। হাফ আখড়ায়ের গায়কেরা যেমন আপনারা গায়, আপনারা বাহবা দেয়, ইহা তাহারই তুল্য। ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া উৎসব করিয়াছি; দশবৎসর উপাসনা করিতেছি ইহার কিছু না কিছু ফল অবশ্যই হইবে, এরূপ ন্যায়শাস্ত্রের প্রশ্ন করিয়া মীমংসা করার ভাব আমাদের মধ্যে শীঘ্র দূর হওয়া উচিত। আপনাকে একটী যন্ত্র ভাবিয়া প্রার্থনাকে সেই যন্ত্র চালনার ফল বলিয়া দেখা অনুচিত। আকাশে ক্রমাগত মাকু চালাইতেছি কিন্তু টানা পড়েন দেখিতেছিনা বস্ত্র কিরূপে হইবে। একজন বলিতে পারেন কি এত চেঁচাইলাম উত্তর পাইবনা? শেষে দরজা ঠেঙ্গাইয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত। কিন্তু এত সরল ভাবে প্রার্থনা করিলাম গ্রাহ্য হইবেই হইবে এ কথা কে বলেন?

ঈশ্বরের নিকট উত্তর পাওয়া যায় তাহার পরীক্ষা গলা চিনিতে পারা।

৪ প্র। ঈশ্বরকে আলোক বলিয়া ভাবা উচিত কি না?

উ। ঈশ্বরকে জ্যোতিস্বরূপ বলাযায় বলিয়া তাঁহাকে বাহিরের কোন আলোক বলিয়া অনেকে ভাবিতে যান ইহা নিতান্ত ভ্রম ও কুসংস্কারের মূল। এই জন্য আলোক না বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে বরং অন্ধকার বলা ভাল। কেবল "তুমি আছ" এই কথাটী যেমন সামান্য, সেইরূপ গম্ভীর। ভক্তের নিকট এই সাধন মধুর হইলে আর ভাবনা থাকে না।

সার কথা।

এই ভাবে পতিত হয়।

১। ঈশ্বরের চরণে অযোগ্য ও দীন ভাবে যতক্ষণ অবস্থিতি করা যায় ততক্ষণই প্রকৃত প্রার্থনা হয়।

২। প্রার্থনার উত্তর তখনই পাওয়া যায় যখন হৃদয়ের কথা তাঁহাকে বলিবামাত্র অন্তরে শান্তি আশা ও বিশ্বাস উপস্থিত হয় এবং পাপ তার লঘু হয়।

৩। সেই টুকুই জীবনের স্থায়ী প্রার্থনা যত টুকু আত্মার অনুপযুক্ত দাসের অবস্থা। "আমি পারি না" এই ইহার ভাব। আমার কিছুই নাই এই কথা সরলভাবে বলিলেই পিতার নিকট তুমি সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

৪। ঈশ্বর সম্ভোগই উপাসনার মধুরতা, সে অবস্থায় আত্মবিস্মৃতি, পরস্পরে পরিচিত, কেহ কাহাকে ছাড়িতে চায় না। তৎকালে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়, প্রীতি রসে হৃদয় আর্দ্র হয়, আত্মায় পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। এই সময় পিতার মুখ বিনিঃসৃত অনেক কথা শোনা যায়।

৫। যখন তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া দেখি তখনই ধ্যানে তাঁহার সহিত যোগ হয়। যে পরিমাণে অন্তরে তাঁহার প্রতি পবিত্রতম আসক্তি জন্মে সেই পরিমাণে প্রেমময় পিতাকে ধারণা করিবার শক্তি জন্মে। ধ্যানের প্রকৃত অবস্থায় অন্তর বাহির এক হয়, জড় জগতের ন্যায় ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন, ইহলোক পরলোকের বিভিন্নতা থাকে না, "তুমি আর আমি" এই ভাবে পিতা পুত্রের সম্মিলন হয়। এই ধ্যান যোগেই পরলোকের প্রত্যক্ষ আভাস অনুভূত হয়।

৬। অন্তরের বাসনা পিতার চরণে সমর্পিত হইলেই বৈরাগ্যের স্বর্গীয় ভাব লাভ করা যায়। এই অবস্থাই পিতার আদেশ শুনিবার পক্ষে অনুকূল; কিন্তু যখন আত্মার সুখস্পৃহা সকল উত্তেজিত হয়, তখন আদেশ আসিলেও শ্রবণ করিতে পারা যায় না, কারণ তখন মন ফলাফল চিন্তা করে, কষ্টকল্পনা দর্শন করে। কোন কোন সময় তাহা শুনিতে পাইলেও অন্তরের আসক্তির জন্য তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

৭। আপনার প্রতি নির্ভর না থাকিলেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ আশ্রয় বলিয়া জানিতে পারি। তৎকালে বাহিরের কোন বিপদ যন্ত্রণায় হৃদয় ভীত হয় না; কিন্তু আপনার কোন স্বার্থ থাকে না বলিয়া পিতা অজ্ঞাতসারে সুকৌশলে সেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

৮। তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে গিয়া যদি কোন প্রকার বিভীষিকা বা প্রলোভন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া পিতার কার্য্যেতেই মগ্ন থাকা বিধেয়। আপনার বলে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে চাহিলে আরও বহুবিপদে জড়িয়া পড়িতে হয়। এই সকল অবস্থা বিশ্বাস প্রেম পরিবর্দ্ধিত করিবার একটী বিশেষ উপায়।

৯। যে দিন ভাল উপাসনা হয় সেই দিন আপনার অসারতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। সে দিন মনুষ্যকে আপনার বলিয়া বোধ হয়।

১০। ঈশ্বরের দয়াময় নাম কেন এত মিষ্ট লাগে?

তাঁহার দয়া যে আমাদের প্রাণ, ধর্ম্ম জীবনের নামান্তর্গত ভাবের উপরেই সংস্থাপিত; কিন্তু ঐ নামে পরিত্রাণ হয়, মহাপাপী তরিয়া যায় এ কথা কৃত অর্থ সেই দিন প্রতীত হয়, যে দিন নাম আর পিতার সত্তা এক বলিয়া অনুভব করা যায়।

১১। যে দিন নির্জ্জনে উপাসনার সময় দয়াময়ের চরণে কোন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় সেইদিন নিঃস্বার্থ প্রেমের আস্বাদন হয়, সেই দিনই বুঝিতে পারা যায় যে পিতার পবিত্র পরিবার না হইলে মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না, এই অবস্থাতেই, সাধুসঙ্গ যে কি মধুর তাহার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

১২। যদি মনের অসাড়তা বশতঃ প্রার্থনা না হয় তবে দীনভাবে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক, বল যে পিতা আমার কি আজ কিছু হবে না শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? তৎক্ষণাৎ তোমার প্রতি পিতার কৃপাবারি বর্ষিত হইবে।

১৩। সেই সকল অবস্থাতেই পিতার কৃপা সম্ভোগ করা যায়, যে সময় হৃদয় বিনীত হইয়া ভিখারী হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে।

১৪। কৃপার প্রতি নির্ভর করাই প্রকৃত সাধন। অবিশ্বাসের সহিত সাধন কর, তবে অহঙ্কার বই আর কিছু বাড়িবে না। নির্ভরের সহিত যে কার্য্য করা যায় তাহাতেই মন পবিত্র হয়।

১৫। সাধুসহবাস পিতার কৃপা লাভ করিবার অবস্থা বিশেষ। যখন সাধুদের উপর অশ্রদ্ধা ও অহংকার আসে তখন তাহা আর অপকারের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

১৬। অনুতাপে কেন পাপানল নির্ব্বাপিত হয়? কারণ ঐ অবস্থায় পাপজনিত সুখেচ্ছার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া ঈশ্বরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নূতন সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল ঠুংরি

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, আমি দীন হীন অতি অকিঞ্চন হে; তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।

পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে, ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে; তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাবে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে, তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে; আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।

জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে, কেহ নাই আর আপনার হে; ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, বিনা মূল্যে পাপী জনে কর ভবে পার।

সংবাদ।

বিগত ২৬শে কার্ত্তিক বরাহনগরে একটী ব্রাহ্ম মতে অসবর্ণ বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল লাহা, বয়ক্রম অনুমান ৩৫ বৎসর, জাতিতে বারুই, নিবাস রিষড়া। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সৌদামিনী বয়স ২৬।২৭ জাত্যংশে ব্রাহ্মণ, নিবাস বরাহ নগর। আমরা শুনিলাম পাত্রীটী নিতান্ত নিরাশ্রয়া অনাথিনী অতিশয় দুরবস্থাপন্ন; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহার আর কেহই সাহায্য করিবার ছিল না, ব্রাহ্মেরাই তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। যাঁহারা প্রকৃত বিধবা তাঁহারা বিধবাই থাকুন, যাঁহারা বিবাহ করিতে চান তাঁহারা বিবাহ করুন। এই রূপ দুঃখিনী বিধবাগণ বিবাহ না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখ ক্লেশ পান, তাঁহাদিগকে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য।

আমরা পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি গত বারের পত্রিকায় দুইটী ভুল বাহির হইয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া প্রুভ না দেখাতে মধ্যে মধ্যে এই রূপ ঘটিয়া থাকে। "ধর্ম্মের সহিত দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধ" এই প্রস্তাবটীর মধ্যে মোক্ষ মূলারের গণনানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসরের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ শত বৎসর হইবে। এবং সম্বাদ স্তম্ভে ভয়েসির ও তাঁহার বন্ধুদিগের প্রযত্নে একটী স্বাধীন উপাসনা গৃহ নির্ম্মানের জন্য "পঞ্চ শত" স্থানে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের কলিকাতা ও বিদেশস্থ গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করেন। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এক্ষণে মূল্য বাকি থাকিলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে, অতএব এজন্য প্রত্যেক গ্রাহককে বারম্বার পত্র লেখার কষ্ট ও ব্যয় হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিয়া মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা বাধিত হইব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহোদয়গণ স্বীয় স্বীয় প্রতিশ্রুত সাম্বৎসরিক দান অবিলম্বে প্রেরণ করিলে আমরা উপকৃত হইব।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে মুদ্রিত হইল।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

[illegible] ভাগ
২২ সংখ্যা

১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফঃস্বল ৩

পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা।

পুণ্যের নিষ্কলঙ্ক আধার হে চিরপবিত্র পতিতপাবন পিতা! তোমার রাজ্যে বাস করিয়া, তোমার পুত্র হইয়া, অভদ্র শ্রবণ, অপবিত্র দর্শন, অসাধু চিন্তা করিতে করিতে জীবন গেল। প্রখর সূর্য্যবিনিন্দিত তোমার উজ্জ্বল পুণ্য প্রভার নিকট এই পাপান্ধকারাবৃত চিত্ত কি সহজে তোমার নিকট গমন করিতে পারে। যদি আত্মার গূঢ় স্থানে প্রবেশ করি তবে যে সেখানকার অস্থিমাংসে ও মজ্জাতে পাপশোণিত প্রবাহিত দেখিতে পাই। হে নাথ! আর কত দিন বল জীবন পাপার্ণবে ভাসিবে, অথচ তোমারও নিত্য পূজা করিব; ধর্ম্মজীবনের এই কপটতা তোমার রাজ্য দেখিতে দেয় না তোমার নিষ্কলঙ্ক ভাব অনুভব করিতে দেয় না। আর আপনাকে পাপী বলিয়া যে চিত্তকে বিগলিত করিব তাহারও পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, কারণ ঐ কথা পুরাতন হইয়া আসিয়াছে, ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলে উহার অনুরূপ ভাব ও আর মনে উদিত হয় না। জীবনের সমস্ত চিন্তা সমুদায় কার্য্য ও সকল প্রকার ইচ্ছার মূল দেশে অবতরণ করিলে দেখিতে পাই যে সকলের সহিত একটী অপবিত্র ও জঘন্য ভাবের সূত্র গ্রথিত রহিয়াছে। পিতা বাহিরে তোমাকে কত প্রকারে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু জীবনের মধ্য শূন্য থাক; কখন শোক কখন দুঃখ কখন বা ঘন বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। প্রভো! আপনার অসাধুতায় অপরের মুখচ্ছবির নিষ্কলঙ্ক ভাব আবরণ করিলাম। আবার আরও পরীক্ষা এই—পাপের জন্য অপবিত্রতার জন্য বিষাদ দুঃখ উপস্থিত হইলেও এমনি জটিল অবস্থা ও সাংসারিক চক্র যে, সেখানে পড়িলে আর মনের সে ভাব থাকে না। এক প্রকার পাপের কথাই বা তোমাকে কতবার বলিব। একি রকমের প্রার্থনা, একি প্রকার চিন্তা, একি আক্ষেপ একি ভাবে রোদন, আর তোমাকে কতবার শুনাইব, ইহাও যে আর পারা যায় না। পিতা সত্য বলিতেছি জীবনের বড় দুর্গতি, হৃদয়ের বড় বিকৃত ভাব। তোমাকে কি বলিব, তোমার নিকট কি চাহিব তাহাও জানি না বলিতেও পারি না। পবিত্রতার ভাব যাহা তুমি সময়ে সময়ে হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা জীবনের সমস্ত কার্য্যের সহিত কিরূপে গ্রথিত থাকিবে তাহাও ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হা নাথ! জীবনের গভীর স্থান পাপে জীর্ণ হইয়া গেল, আর রোদনও আসে না ইচ্ছাও হয় না, প্রভো! এই অস্পৃশ্য পামর সন্তান দিগকে এক বার স্পর্শ

করিয়া পবিত্র করিয়া দিয়া যাও, দীন হীন অপবিত্র চিত্তকে পুণ্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান কর হে জীবনের চির সুহৃদ! অপবিত্র জীবনে আর কিছুই ভাল লাগে না। তোমার সৌন্দর্য্যের পুণ্য জ্যোতিতে আত্মাকে প্রলুব্ধ কর, হৃদয়ের চির সন্তাপানল নির্ব্বাপিত কর। চির দিনের জন্য তোমার পবিত্র সেবক ও উপাসক কর এই তব চরণে মিনতি।

ধর্ম্ম জীবনের পূর্ণ ভাব।

জীবনের চির বসন্তই বা কতকাল থাকে, উৎসাহের নূতনত্বই বা কত দিন থাকে, নব ভাবের মধুরতাই বা কতকাল আস্বাদন করা যায়। ঈশ্বর দর্শন কেবল মনের ভাব ও কল্পনা বলিয়া প্রতীত হয়, উৎসাহ ও ব্যাকুলতা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল পরে চলিয়া যায়। হায়! এরূপ জীবন লইয়া কি ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম সাধন করা সম্ভব হইতে পারে? এরূপ জীবন প্রদর্শন করিয়া কি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত আদর্শ সংস্থাপন করা যাইতে পারে? না ঈদৃশ জীবনের দ্বারা স্বর্গীয় পরিবার সংগঠিত হওয়া সম্ভব? হায়! যখন হৃদয়ের নিম্ন দেশে অবতরণ করিয়া দেখি, যে ব্যাকুলতা দিয়া ঈশ্বরের দর্শন ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও নাই, যে প্রেম ভক্তি দিয়া তাঁহার শ্রীচরণপদ্ম পূজা করিতে হয় তাহার লেশ মাত্র নাই, যে পবিত্রতা দ্বারা তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি সন্দর্শন করিতে হয় তাহাতেও বঞ্চিত, যে সাধু ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার পদ সেবা করিলে চিত্ত কৃতার্থ বোধ হয় সে ইচ্ছাও দূষিত কলঙ্কিত। সাধারণতঃ ধর্ম্ম জীবনে এক একটী ভাবের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন উৎসাহ, কখন ব্যাকুলতা, কখন ধ্যান কখন বা সাধু অনুষ্ঠান; কিন্তু ইহার মূলশূন্য ভিত্তিতে উচ্চ ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। এবং ইহার দ্বারা সমাজেরই কি উপকার সংসাধিত হইতে পারে। অতএব ধর্ম্মের পূর্ণ ভাব লাভ করিতে না পারিলে ও জীবনের সম্মুখে অবাতকম্পিত দীপ শিখার ন্যায় একটী সুপরিস্কৃত আদর্শ না থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা বলিয়া বোধ হয়। এখন যেরূপ জীবনের অবস্থা তাহা দ্বারা বোধ হয়, আত্মা যে বাস্তবিক কি চায় তাহার সিদ্ধান্তই হয় নাই, তাহার একটী সুস্পষ্ট ভাব মনে উদিত হয় নাই। যেখানে এত দূর দুরবস্থা সেখানে ধর্ম্মের কথা কপটতা বলিয়াই বোধ হয়, উপাসনা নির্জীব হইয়া যায়, প্রার্থনা নিতান্ত শুষ্কতা কঠোরতায় পরিণত হয়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তাহার মধ্যেও এক একটী অতি উচ্চ অঙ্গের স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সেই সমুদায় ধর্ম্মে আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন তৃষ্ণার চরিতার্থতা হইল না বলিয়াই দয়াময় পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিলেন। কিন্তু এখন দেখি, আমাদেরও ধর্ম্ম সেই আংশিক ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভে এখন বঞ্চিত। যে ধর্ম্মের কথা শুনি তাহা কল্পনারও বহুদূরে, জীবনেরত কথাই নাই। তাহার উচ্চ আদর্শ শ্রবণ-সুললিত; কিন্তু জীবনের সুদুর্লভ ব্যাপার। তাহার ভাবের আলোক হৃদয়ে কখন কখন আসে মাত্র; কিন্তু জীবনে তাহার পবিত্র আলোক ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। যাহাই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে পূর্ণভাব মানব জীবনকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাবের আদর্শ স্বরূপে পরিচয় প্রদান করিবে, সেই পূর্ণ ভাব জীবনে অনুভব করিতে না পারিলে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন সংগঠিত হইতে পারে না।

সেই বিশ্বপতি অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পিতা হইয়া যেমন আমাদিগকে দুঃখ বিপদ শোক যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রতি পালন করিতেছেন, তেমনি আবার তিনি জননী হইয়া আমাদিগের সহস্র অত্যাচার

অপরাধ অবাধ্যতা অকৃজ্ঞতা ক্ষমা করিয়া অতি কোমল হস্তে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ ভাবে প্রীতি করিতেছেন। তাঁহাতে কঠোর প্রকৃতি ও কোমল প্রকৃতি উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সহস্র রশ্মি প্রদীপ্ত সূর্য্য দিবসে স্বীয় প্রভাবে সকলের চিত্তকে উৎসাহী, পরিশ্রমশীল ও উদ্যোগী করে, তেমনি রজনীতে সুধাংশু চন্দ্রমা সুশীতল মনোহর কিরণ বিস্তার করিয়া জনগণের হৃদয় পদ্ম আন্দরসে বিকসিত করে। দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সম্মিনলই বিশ্বের সৌন্দর্য্য। মহিয়সী শাক্তি, উজ্বল জ্ঞান, কঠোর ন্যায়, জীবন্ত সত্য, পূর্ণস্বাধীনতা প্রভৃতি জ্বলন্ত স্বরূপ সকল ঈশ্বরে বিদ্যমান থাকাতে যেমন তাঁহার প্রদীপ্ত পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি তাঁহার দয়া স্নেহ প্রীতি ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কোমল ভাব আছে বলিয়া তাঁহার কোমল প্রকৃতিতে সকলেই বিমোহিত ও আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কঠোর পুণ্য জ্যোতিতে পাপীর পাপ দগ্ধিভূত হয়, আবার তাঁহার কোমল স্নেহে পাপী তাঁহার ক্রোড়ে স্থান পায়। তাঁহার ন্যায় দণ্ডে সকল অন্যায় অবিচার অত্যাচার সূক্ষ্ম ভাবে বিচারিত হয়, তেমনি তাঁহার উদার প্রেমে শোকার্ত্তের শোকাশ্রু বিমুক্ত হয়, অনাথ সনাথ হয়, নিরাশ্রয় আশ্রয় পায়, দুঃখীর দুঃখ যায়। তাঁহাতে এই দ্বিবিধ বিষম প্রকৃতির সমাবেশ হওয়াতে তাঁহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া সাধক ভক্তের হৃদয় বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। মানবপ্রকৃতি তাঁহারি প্রতিকৃতি মাত্র, তাঁহারি উভয় প্রকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নরনারী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। পুরুষ জাতি তাঁহার কঠোর প্রকৃতির আভাস, নারী জাতি তাঁহার কোমল প্রকৃতির প্রকাশ। পুরুষ জাতিতে তাঁহার পিতৃভাব স্ত্রীজাতিতে তাঁহার মাতৃভাব। পুরুষ জাতির বীরত্ব সাহস উদ্যম পরিশ্রমশীলতা; বিবেক, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা,বিশ্বাস, ক্ষমতা, অধ্যবসায়, ধ্যান ধারণায় তৎপরতা ঈশ্বরের কঠোর পবিত্রতার পরিচয় প্রদান করে, নারীগণের প্রেম ভক্তি স্নেহ দয়া সহিষ্ণুতা নির্ভর তাঁহার কোমল প্রকৃতির প্রতিকৃতি রূপে ধর্ম্ম জগতের রমণীয়তা সম্পাদন করে নরনারীর কি স্বর্গীয় সম্বন্ধ। স্ত্রী পুরুষের উভয়বিধ উৎকৃষ্ট উপাদান দ্বারা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম জীবন সংগঠিত হয়,। কিন্তু এই উভয়বিধ প্রকৃতির সম্মিলন না হইলে পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ করা যায় না। আমাদের জীবনে কি লক্ষিত হইয়া থাকে? আমরা কেবল ঈশ্বরের আংশিক ভাব লইয়া ধর্ম্ম সাধন করি। দয়াময় পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে নরনারীকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করিলেন যে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে উভয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবেন। পুরুষ স্ত্রী জাতির নিকট হইতে কোমল প্রকৃতির সমস্ত গুণ শিক্ষা করিবেন এবং রমণীকুল পুরুষ জাতির নিকট হইতে কঠোর প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশ সকল লাভ করিয়া সমুন্নত হইবেন। পক্ষান্তরে পুরুষ জাতির মধ্যে নারী প্রকৃতি এবং নারী জাতির মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি সন্নিবেশিত হইলেই আত্মার পূর্ণ ভাব লব্ধ হইল। মাতা ভগ্নী কন্যা ও স্ত্রী ইঁহারা পুরুষ জাতির কোমল প্রকৃতির শিক্ষক, এবং পিতা ভ্রাতা পুত্র স্বামী ইঁহারা নারীদিগের নিকট পবিত্র কঠোর প্রকৃতির শিক্ষক। যত দিন নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত না হইবে এবং যত দিন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না লইবেন, ততদিন উচ্চ স্বর্গীয় ধর্ম্মজীবনের গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারা যাইবে না, ততদিন ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ যোগ সংসাধিত হইবে না। এই উভয় প্রকৃতিকে সংযুক্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র পরিবার সংস্থাপন করিবার জন্য দয়াময় পিতা উদ্বাহ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এখন অনেক তরলমতি শিক্ষিত যুবককে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে বাহিরে উৎসাহান্বিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নর নারীর পবিত্র সম্ব-

ন্ধের গূঢ়ভাবের মধ্যে অতি অল্প লোকই প্রবেশ করেন। তাঁহারা কেবল গর্ব্বিত ভাবে নারী-গণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখ মোচন করিতে যান; কিন্তু নারীদিগকে উপ-দেষ্টা স্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম ভাব কে শিক্ষা করে? এইক্ষণে পুরুষগণ আপনাদের অহংকার খর্ব্ব করিয়া স্ত্রীজাতির নিকট কিছু নম্রতা স্বীকার করুন! আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে নারীদিগকে ঐ রূপ স্বর্গীয় চক্ষে কেহ দর্শন করেন না। সকলেই কেবল দুর্ব্বলা বলিয়া দয়া করিয়া স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত; কিন্তু কে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্ম জীবনের উপায় বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি ও সমাদর করেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে প্যর্যন্ত আমরা শিক্ষক ভাবে নারীদিগের নিকট গমন করিব ততদিন তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি সমাদর উদিত হইবে না। যখন শিষ্যের ন্যায় আমরা নারীদিগর নিকট গিয়া উচ্চ অঙ্গের প্রেম ভক্তির শিক্ষা লাভ করিতে যাইব তখনই আমাদের মনে শ্রদ্ধা ভক্তি সমাদর তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইবে। এই রূপে প্রত্যেক নরনারীর উভয় বিধ স্বর্গীয় ভাব লাভ করিলে প্রত্যকের সহিত ঈশ্বরের পূর্ণ যোগ সম্বন্ধ হইবে।

কেন নরনারী উভয় উভয়কে সাধু নয়নে দেখিতে সমর্থ হন না? ঐ রূপ স্বর্গীয় পবিত্র সম্বন্ধ অনুভব করিবার অক্ষমতাই ইহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যখন নারীগণ পুরু-ষের মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃভাব দর্শন করিবেন এবং পুরুষেরা নারীদিগের মধ্যে তাঁহার মাতৃভাব প্রত্যক্ষ করিবেন তখনই তাঁহাদের পরস্পর দর্শনে পবিত্রতা উচ্ছ্বসিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! যদি নারীগণের কোন হিত সাধন করিতে চাও তবে আপনাদিগকে তাঁহাদের পদানত সেবক মনে কর ও তাঁহাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের মাতৃভাব শিক্ষা কর। নারী-দিগের উপর আমাদের আত্মার পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। অতএব ইহার গুরুতর ব্যাপার দর্শন করিতে না পারিলে জীবন সেই সমগ্র উন্নতির আলোক দেখিতে পাইবে না। এস ভ্রাতৃগণ ভগ্নীগণ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মিকাগণ! উভয়ে ঈশ্বরের উভয়বিধ ভাব পরস্পরের নিকট শিক্ষা করি, ও ধর্ম্ম জীবনের পূর্ণ ভাব লাভ করিয়া পিতার পবিত্র গৃহে বাস করি।

নিদিধ্যাসন।

উপাসকদিগের ঈশ্বর ধারণা রূপ এই স্বর্গীয় অবস্থাটী প্রার্থনীয়। যাঁহারা আরা-ধনা করেন তাঁহারা যদি তাঁহাকে ধারণা করিতে না পারেন তাঁহারা আরাধনাতে ঈশ্বর দর্শন সম্ভোগ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপা-সনার সময় তাঁহার জীবন্ত সত্তাতে চিত্ত স্থির ভাবে সমাহিত না হইলেই উপাসনা ভঙ্গ হয়, তাঁহার সহিত জীবনের যোগ সম্বন্ধ হয় না, মন চঞ্চল হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আত্মায় ভক্তির উদয় হয় না, প্রেমকুসুম বিকসিত হয় না, বিশ্বাসেরও উজ্জ্বল ভাব সম্পাদিত হয় না। হৃদয় এত দূর দুর্ব্বল যে তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহার সেই সূক্ষ্মতম অদৃশ্য সত্তা আয়ত্ত করিতে গিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এই উপাসনার একটী প্রবল প্রত্যূহ। যাঁহারা তাঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করিতে না পারেন তাঁহারা কখন ব্রহ্মযোগে যোগী হইতে পারেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চভাব ধারণ করিবার অনুপযুক্ত। আমরা ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক যেরূপ দুরবস্থা দেখিতেছি, এখন বিলক্ষণ বোধ হয় যে, তাহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অতি অল্পই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অন্তরে ধারণা করিয়া রাখিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ,

ঈশ্বর সহবাস সম্ভোগ করা অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। শোণিত প্রবাহ যেমন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হয়, ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারিলে তাঁহার সত্তা প্রবাহও সেইরূপ আত্মার সমুদায় ক্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হয়। তৎ প্রেরিত ভাব নিচয় মানসিক সমস্ত প্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া সকলের পবিত্র যোগ ও শোভা সম্পাদন করে। আমরা নিজ নিজ জীবন দিয়াই দেখিতে পাই যে এক্ষণে ব্রাহ্মগণের মধ্যে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সকল অতি সাদরে গৃহীত হইতেছে; কিন্তু অন্তরঙ্গ সকল পরিত্যক্ত হইতেছে। এই একটী অতি সূক্ষ্ম জীবনগত প্রশ্ন বর্ত্তমান চঞ্চল চিত্ত হইতে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়। ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা হৃদয়ে অনুভব করিয়াও কেন আর তাহা রাখিতে পারা যায় না? আমাদের আত্মা যেরূপ অসার ও নীচ সুখপ্রিয় তাহাতে বোধ হয় তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার আমাদের ধারণা শক্তি নাই। কারণ কোন সাময়িক ভাবে ঈশ্বরকে চির আবদ্ধ করা অসম্ভব। অন্তরের নিভৃত স্থানে ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মলোভ হুতাশনের ন্যায় নিয়ত প্রজ্বলিত না থাকিলে ব্রহ্মকে জীবনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইতে পারা যায় না। এই জন্য সাধকেরা বলেন নিদিধ্যাসন বিনা ব্রহ্মসাধন সফল হয় না। এই সাধনটী যদিও নিরতিশয় কঠোর, কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গে ঐ অদৃশ্য লোকাতীত দেবদুর্লভ সত্তার সৌন্দর্য্য আত্মকুটীরে উপভোগ করা আবশ্যক। যত দিন ব্রাহ্মেরা এই স্থানে উপনীত না হইবেন তত দিন তাঁহাদের অবিশ্বাসী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিবে। এক্ষণে ইহার জন্য একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার জন্য নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে হইবে। এই যোগাভ্যাসে ঈশ্বর ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া জীবনের উচ্চ শিখরে সাধককে আরোপিত করে। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরকে জীবনে গ্রথিত কর, উপাসনাতে আবদ্ধ করিলে তাঁহার প্রকৃত যোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের গূঢ় গভীর সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া পিতার মুখের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া জীবন তাঁহার স্বর্গীয় ভাবে গ্রথিত কর।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম।

(৪৫১ পৃষ্ঠার পর)

ক্রমে যখন চৈতন্যের ভক্তমণ্ডলী পরিপুষ্ট হইতে লাগিল তখনই তাঁহাদের অন্তর্ভূত ভক্তি প্রেমের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় প্রেম এতদূর গাঢ়তর হইল যে কেহ কাহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই অবধি তাঁহাদের একত্র অবস্থান, একত্র অশন বসন শয়ন, একত্র কথোপকথন; একত্র ভজন সাধন সকলই যেন একটী অঙ্গ রূপে সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দের ধর্ম্মতৃষ্ণা ও অনুরাগ এতই পরিবর্দ্ধিত হইল যে তিনি দিবা নিশি শ্রীবাসের গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নিত্যানন্দের সহিত চৈতন্যের একটী বিশেষ গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহাদের পরস্পরের সাধনযোগ প্রেমালাপ যেন নিভৃত এক রাজ্য হইতে প্রকাশিত হইত। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ রূপে জীবনের যোগ সম্পাদিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহারা গোপনে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা করিতেন, ক্রমে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাসের বহিরঙ্গন ভক্ত বৃন্দে পরিপূর্ণ হইত। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ তাঁহাদের হৃদয় হইতে চলিয়া গেল, তাঁহাদের মন স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইতে লাগিল, এবং ক্রমে নির্ভর বিশ্বাস চিত্তের পবিত্র শোভা সম্পাদন করিল। তৎকালে তাঁহারা

নামের মাহাত্ম্য নামের ক্ষমতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেক শান্তি লাভ করিলেন। ভয় শোক দুর্ব্বলতা আক্ষেপ এসকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল, ব্যাকুলতা প্রেম বিশ্বাস নির্ভর ভক্তি সাধন এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব জীবনে অধিকতর হইল। ভক্তদিগের জীবনের অমূল্য সত্য চিরকাল নূতন বলিয়া বোধ হয়। "যাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বীজ বপন করে তাহারা হাসিতে হাসিতে শস্য সংগ্রহ করে।" বস্তুতঃ দুঃখ শোক অশান্তিতে পরিপূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরের চরণে শরণাপন্ন হইলে আনন্দ শান্তি তৃপ্তি লাভ করে। ধর্ম্মরাজ্যের এই অপূর্ব্ব অবস্থায় সাধকের চিত্ত বিমোহিত হয়, সংসারে দুঃখ ক্লেশে, পাপের বিঘোর যন্ত্রণায় শরীর মন ক্ষত বিক্ষত হইলেও ঈশ্বরের চরণে অবস্থান করিলে আর তাহাদের মুখাবলোকন করিতে হয় না। চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত প্রফুল্লিত হইল, নয়ন প্রেমভরে বিস্ফারিত হইল। যখন তাঁহারা বাহিরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত আরম্ভ হইল, এবং তৎকাল হইতে তাঁহাদের মণ্ডলীতে অনেক লোক দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল, ভক্তির স্রোত চারি দিকে প্রবাহিত হইল। অনেকে কঠোর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সরস ভক্তির ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলেন। এক্ষণে চৈতন্যের ধর্ম্মগত আদর্শের উচ্চভাব প্রকাশিত হইল। ক্রমে তাঁহার ঈশ্বর দত্ত স্বর্গীয় জীবনের ভাব লইয়া এক একটী করিয়া তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ভক্তি শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বিশদ রূপে সকলের চিত্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে উদ্যত হইলেন; তদনুসারে তিনি একদা অদ্বৈতকে উপনিষদের এই শ্লোকটীর গভীর অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র, সর্ব্ব স্থানে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলিতেন ভক্তির একটী প্রধান লক্ষণ এই যে ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া উন্মত্ত থাকা। বস্তুতঃ এটী তাঁহার জীবনের অতি আশ্চর্য্য ভাব। ভক্তি শাস্ত্রেরও গূঢ় ভাব এই যে অদৃশ্য আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা অনুভব করা। তিনি যখন ঈশ্বরের সহিত এই রূপ যোগে আবদ্ধ হইলেন তখন কেমন সহজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম জীবনের আলোকে অপরের হৃদয় মন্দির আলোকিত করিতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য ক্রমে অপরের চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম মত সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ও সুন্দর করিল। চৈতন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সৌন্দর্য্যেই অনেক সময় বিমুগ্ধ থাকিতেন। তাঁহার জীবনের উন্নতির পথ দিন দিন আরও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এত দিনের পর তাঁহার ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হইল। অদ্বৈত তাঁহার এই রূপ মত শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহার কোন কোন প্রচ্ছন্ন কুসংস্কার বিদূরিত হইল, মনের অনেক অন্ধকার সংশয় তিরোহিত হইয়া গেল। চৈতন্যের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার মন উন্নতির আলোক অবলোকন করিল এবং ধর্ম্মের উচ্চভাব লাভ করিয়া তাঁহার সহিত গভীর ভাবে সম্বদ্ধ হইলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরলোক সাধন।

রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭৯৩ শক।

"স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।"

"মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক প্রার্থনা, এই আশা

আত্মার স্বাভাবিক আশা। সকল মনুষ্যের মনে এই আশা রহিয়াছে, কিছুতেই ইহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমাদের এক দিকে মৃত্যু, অন্য দিকে অমৃত, এক দিকে পৃথিবী, অন্য দিকে স্বর্গ, এক দিকে সংসার অন্য দিকে ঈশ্বর। ইহার মধ্যে আত্মা বাস করে। এক দিকে শরীররূপ মন্দির মধ্যে আত্মা, আর এক দিকে ব্রহ্মরূপ মন্দির মধ্যে আত্মা——এক দিকে দেহগত আত্মা, অন্য দিকে ব্রহ্ম-গত আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্ম এবং শরীর উভয়ের মধ্যে থাকিয়া দুই দিক হইতেই জীবনের প্রয়োজনীয় অন্ন জল গ্রহন করে। যদি নিমেষের জন্য দেহের সঙ্গে আত্মার যোগ না থাকে, তৎক্ষণাৎ সেই দেহের মৃত্যু হয়; দৈহিক জীবন কি তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। ইহা বৃক্ষ, পশু এবং মনুষ্য দিগের মধ্যে সাধারণ। কিন্তু মনুষ্যের নিকট এই জীবন আত্মার অধীন। ইহা আত্মার আদেশ পালন করে এবং আত্মার অভিলাষ চরিতার্থ করে। নানা দেশ হইতে বিবিধ সামগ্রী সকল আনিয়া এই জীবনের ভৃত্য সকল আত্মার মনোরথ পূর্ণ করে। সেই সমস্ত ভৃত্য কে? শরীরের ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সকল আত্মাকে কত প্রকার সুখে সুখী করে। যে আত্মা এই সুখে মোহিত হয় তাহার মৃত্যু হইলে শরীরের মৃত্যু হয়, কারণ শরীর মৃত্যুর প্রতিকৃতি, এবং শরীরের সুখও অনিত্য। আর এক দিকে দেখ, আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে; যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মধ্য দিয়া আত্মা সংসারের সঙ্গে আলাপ করে এবং পৃথিবীর সভ্যতা এবং সুখ সামগ্রী উপভোগ করে, সেইরূপ বিশ্বাস এবং আশা দ্বারা আত্মা পরলোক এবং ঈশ্বর সহবাসের গভীর আনন্দ আস্বাদন করে।

যে আত্মা শরীরের মধ্যে সেই আত্মাই পরমেশ্বরের মধ্যে। এই যোগ কেমন গূঢ় যোগ, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। একই আত্মা দুই প্রকার ব্রত পালন করিতেছে, দুই প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। একই মনুষ্য দুই জগতে বাস করিতেছে। যেমন শরীরের দ্বারা সংসারের যোগ তেমনি আর এক দিকে বিশ্বাসের দ্বারা পরলোক এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরে বাস করে আত্মার সেই অবস্থাই পরলোক। সংসারের সুখে সুখী হওয়া যেমন অনিত্য ব্যাপার, ঈশ্বরে বাস করা তেমনি নিত্য ব্যাপার। ইন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন সংসারের সঙ্গে যোগ হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে যোগ হয় না। কি আহার করিব, কি পরিধান করিব, কিসে পরিবারকে সুখী করিব এসকল শরীরী আত্মার অভিলাষ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের এই জীবন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত অনেকে ঐহিক আত্মাকেই উপলব্ধি করেন এবং ঐহিক জীবনের জন্যই ব্যাকুল। তাঁহারা দেখেন না যে আত্মার আর এক দিকে সেই অনন্তপুরুষ বিদ্যমান। শরীর রাজ্যে যত প্রবেশ কর না কেন, দেখিবে, দিন দিন বৎসর বৎসর, নূতন শারীরিক সুখের আবিষ্কার, শত শত যুগ হইতে দেশে দেশে, কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতি সুখের সামগ্রী সকল অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে। পার্থিব সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যেন সমস্ত জগৎ নিযুক্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, এবং অন্যান্য নানা প্রকার বিদ্যা শারীরিক সুখ রাশি রাশি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিব্রত। যতই আলোচনা কর না কেন শরীর রাজ্যের শেষ নাই। মনুষ্য যতই সুখের উপায় লাভ করে, তাহার আরও নূতনতর সুখের কামনা বৃদ্ধি হয়; শরীর রাজ্য বাস্তবিক বিস্তীর্ণ সুখের রাজ্য। কিন্তু শরীর জগৎ যতই বিস্তৃত হউক না কেন, এক দিন ইহার শেষ আছে; ব্রহ্মরূপ রাজ্য সেরূপ নহে, কোটি কোটি বৎসর গেলেও ব্রহ্মরাজ্যের শেষ নাই। কালে যেমন ইহা অনন্ত স্থানেও ইহা তেমনি অনন্ত। যাঁহারা ব্রহ্ম-জীবনে জীবিত, দিন দিন যাঁহারা ব্রহ্মের গভীরতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকেন, তাঁহারা কোথাও এই সুবিশাল রাজ্যের আদি অন্ত দেখিতে পান না। শরীরস্থ আত্মা যেমন সমস্ত বহির্জ্জগৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, এবং ইচ্ছামত উপভোগ করে, সেইরূপ পরব্রহ্ম বাসী আত্মা এই রাজ্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে। চক্ষু এবং শ্রোত্রের মধ্যে দিয়া বহির্জ্জগতে গমন কর, সেখানে কি দেখিবে? পৃথিবী এবং পৃথিবীর সুখ। বিশ্বাস, ভক্তি, এবং আশার মধ্য দিয়া ব্রহ্মরূপ রাজ্যে প্রবেশ কর, কি দেখিবে? পরলোক এবং পারলৌকিক সুখ। শরীরী আত্মার সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে জীবিত যে আত্মা তাহার সঙ্গে অমৃতের যোগ। তাহাই আত্মার অনন্ত জীবন এবং পরলোক। কল্পনার ব্যাপার নহে, কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে যে আমাদের অবস্থিতি তাহাই পরলোক; আত্মার এই অবস্থাই যথার্থ জীবন এবং ইহাই প্রকৃত যোগ। যতই ব্রহ্মের চরণে অবস্থিতি করিব ততই পরলোক উজ্জ্বল দেখিব এবং পরলোক স্মরণ মাত্র হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। ভ্রাতৃগণ! এইরূপে পিতার চরণ সাধন কর, এই পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াই অমরত্ব আস্বাদন করিতে পারিবে। দেখ! পিতাকে বিশ্বাস করিলে আমাদের কত লাভ; কিন্তু আর এক দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখ শরীরের ন্যায় ধূর্ত্ত আর কেহ নাই; ইহা ঈশ্বরের অন্ন খায়, ঈশ্বরের বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু এমনি কৃতঘ্ন এবং এমনি বিশ্বাসঘাতক, যে ইহা সর্ব্বদাই পৃথিবীর রাজ্যে আকৃষ্ট; ঈশ্বরকে দেখিতে দেয় না এবং আত্মার জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত। এই শরীর আত্মাকে এমনই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা মনুষ্যকে এমনই প্রবঞ্চনা করে, যে ইহার মায়ায় মনুষ্য সত্যকে অসত্য, এবং মৃত্যুকে

অমৃত মনে করে। কিন্তু, ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য দয়া দেখ যতই শরীর আত্মাকে মোহিত করিতে চেষ্টা করে, তিনি ততই আমাদিগকে সত্য এবং অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যান। অতএব কি আহার করিব, কি পরিধান করিব, এ সকল শারীরিক ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহাকে স্মরণ কর, তাঁহার আদেশ শ্রবণ কর, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা কর। নতুবা তোমাদিগকে শরীর আকর্ষণ করিবেই করিবে। দেখ পিতা কাছে রহিয়াছেন, তাঁহার চরণ তলেই আমাদের বাসস্থান; শরীর তাঁহাকে দেখিতে দিতেছে না, শরীর আমাদের আত্মার প্রাণ বধ করিতেছে, পিতার সঙ্গে যে আমাদের নিগূঢ় অমৃতযোগ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

শরীরের অনুরোধে আর কত কাল আমরা মৃত্যুর মধ্যে বাস করিব? ধন্য সেই ব্রাহ্মের আত্মা যিনি ঈশ্বরের মধ্যে জীবিত; তাঁহার নিকট এক নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হয়। অনন্ত কাল তাঁহার সম্মুখে, যতই তিনি পরলোক রাজ্যে বাস করিতে শিক্ষা করেন, ততই তাঁহার ব্রহ্ম সাধন গাঢ়তর হয়, ততই তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সহবাসের গভীর আনন্দ অনুভব করেন। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মসাধন যেমন কঠোর পরলোক সাধনও তেমনি কঠিন; কিন্তু অবশেষে দুই সহজ এবং মধুর হয়। ভ্রাতৃগণ! আর পৃথিবীর আকর্ষনে মুগ্ধ হইও না। এখনই পরলোক সাধন আরম্ভ কর। এখানে কোথায়ও শান্তি নাই, যে পথে যাই সেই পথেই কণ্টক, যাহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করি সেই প্রাণ বধ করে। কিন্তু পরলোক আমাদের শান্তি নিকেতন, পরলোক আমাদের পিতৃগৃহ, তাঁহার চরণে নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ, ভ্রাতৃগণ! সেই গৃহে চল সকল দুঃখ দূর হইবে, প্রাণ শীতল হইবে। এক সূর্য্য এখানে মিটু মিটু করিতেছে; কিন্তু পিতার রাজ্যে যে স্বর্গের আলোক তাহার তুলনায় ইহা অন্ধকার বৈত নয়। এখানে পাপ, মলিনতা, বিষাদ; কিন্তু পিতার গৃহে কত রাশি রাশি পুণ্য কত সুখ, কত আনন্দ। এখানে এই বিষয় হইল, এই বিষয় চলিয়া গেল, কিন্তু পরলোকে কিছুরই অন্ত নাই। অনন্ত কাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে, পিতার অনন্ত প্রেম সেখানে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, যত ইচ্ছা সেই সুধা পান কর ক্ষয় নাই। পিতা স্বয়ং আসিয়া সেখানে সন্তানদিগের প্রাণ শীতল করেন। অতএব সেই স্থানে যাইবার জন্য যত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আহ্লাদের সহিত তাহা বহন কর। এখানে কেবল কষ্ট, যন্ত্রণা, পাপ পাপ করিতে করিতে মনুষ্যের অস্থি পর্য্যন্ত দুর্গন্ধময় হইয়াছে; মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মনুষ্য সকল মৃত প্রায়; দেখ শত শত নরনারী কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি বলিয়া হাহাকার করিতেছে। এ সময় আসিয়া যদি পিতা বলেন, "সন্তান! ধৈর্য্য ধর, আর ক্রন্দন করিও না চল, তোমাদের জন্য শান্তিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি।" এত দিন পর তাঁহার হস্ত নির্ম্মিত শান্তি ধামে যাইব, এই কথা শুনিয়া কাহার অন্তরে না যুগপৎ সুখ এবং আশার সঞ্চার হয়? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যেমন পরলোক সাধন অসম্ভব, তেমনি পরলোক সাধন ব্যতীত ব্রহ্মসাধন যথার্থ এবং প্রগাঢ় হয় না। ভাগ্যে পরলোক আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি, নতুবা আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। শরীরের জীবন কিছুই নহে; ঈশ্বরে জীবনই জীবন। যদি সেই জীবন পাই, তবে শান্তি পুষ্পে সজ্জিত হইয়া কত সুখী হই। এই মিষ্ট সুমধুর আশাই ধর্ম্ম জগতের প্রাণ। এখানকার সুখ অস্থায়ী, এখানকার সূর্য্য দেখিয়া তত সুখ হয় না, কারণ এই বস্তুকে দেখিতেছিলাম, কিছু কাল পরেই মেঘ আসিয়া সেই সুন্দর মুখ ঢাকিল। এখানকার জল পান করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কারণ রৌদ্র আসিয়া আবার কণ্ঠ শুষ্ক করে। এখানকার বন্ধুদের সহবাসে মনের মত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কারণ মৃত্যু আসিয়া একটী একটী করিয়া কখন কাহাকে লইয়া যায় তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। জানিয়া শুনিয়া তবুও কেন আমরা মৃত্যু সাগরে ভাসিতেছি। কে ইহার মীমাংসা করিবে? আর এই অবস্থায় থাকিতে পারি না প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে "মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এখন সেই চন্দ্র দেখিতে চাই, কেহ যাহা কখনও ঢাকিতে পারে না; সেই জল পান করিতে চাই যাহা পান করিলে আর কখনই কণ্ঠ শুষ্ক হইবে না; এখন সেই ধন ভোগ করিতে চাই যাহা লোকে অপহরণ করিতে পারে না, এবং কখনও যাহার ক্ষয় হইবে না। কোথায় সেই নিত্য ধন? ব্রাহ্মগণ! সেই ধনে ধনী হও। সেই আশা বৃদ্ধি কর যে আশা পিতা স্বয়ং পূর্ণ করিবেন। পিতা যে ঘর বাঁধিয়াছেন সেখানে যাইব, শুনিয়া আনন্দিত হও। ব্রহ্মযোগে যোগী হও। যখন পরলোক স্মরণ মাত্র তোমাদের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে পরলোক তোমাদের পিতৃগৃহ, এবং পরলোক তোমাদের শান্তি নিকেতন।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্রশ্ন। ঈশ্বর ও পরকাল সাধন কি স্বতন্ত্র প্রকার?

উত্তর। মনের প্রকৃত অবস্থায় ঈশ্বরসাধন ও পরকাল সাধন এক কালেই হয়। আমরা কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন ধর্ম্মের এক অংশ, কখন অন্য অংশ সাধন করিব, ইহা কেবল আমাদিগের অবস্থা প্রকৃত নহে বলিয়া। ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সাধনে যে আনন্দ; উন্নত সাধকদিগের পরলোক সাধনেও সেইরূপ। নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সে রূপ সম্ভব নয়। তাঁহারা পর-

লোকের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি পাত করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট পরলোক এক প্রকার অনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, এরূপ দৃঢ় নিয়ম না থাকিলে পরলোকের ন্যায় ঈশ্বরও আমাদিগের নিকট অনিশ্চত পদার্থ থাকিতেন। ব্রহ্ম সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। পরলোকের বিষয় সাধন করিলেও ঠিক সেই রূপ হইবে। সাধনের তারতম্যে ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতা উভয়ই দেখা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, কেবল তাঁহার কাছে নয় কিন্তু তাঁহার মধ্যে বাস করি, পরলোক বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরস্পরের সহকারী। আত্মার বাসস্থান পরকাল, উহা ঈশ্বরে। ইহা না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মের ভাব উপলব্ধি হয় না। ঈশ্বরে অনন্ত কাল বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যে ইহ কাল ও পরকাল গ্রথিত রহিয়াছে। ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহার পর পরকাল। মৃত্যু কিছুই নয় একটী ঘটনামাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে জীবন একই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমরা ইহ জীবনে পরকালের কেবল আভাস মাত্র পাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার এক অংশ লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। যতবার ঈশ্বরে অবস্থান, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার সাধন, ততবার পরলোক আস্বাদন। ঈশ্বরেতে বাস-সময় সীমা বিশিষ্ট হইলে ইহ কাল, অসীম হইলে পরকাল। আধ্যাত্মিক সাধন করিতে হইলে শরীরকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরলোক হইতে ইহ লোককে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে পারা ভয়ানক অবস্থা, কেন না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল দুই স্বতন্ত্র থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে হয়। সাধন চসমা পরিলে ঈশ্বর ও পরকাল একত্র অতি উজ্জ্বল বেশে প্রকাশ পায়। সাধনহীন দুর্ব্বল চক্ষুতে উভয়ই ঝাপ্‌সা দেখায়। এই রূপ অস্পষ্ট দেখা নিম্ন শ্রেণীর জ্ঞান। নদীতে কোয়াসা হইলে তাহার অতি অল্প মাত্র অংশ দেখা যায়। অবিশিষ্ট ভাগ নাই এরূপ নহে; কিন্তু তাহা কত দূর ও কিরূপ কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। সাধন বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকটে পরকালের ভাব এই প্রকার। তাহারা মৃত্যু রূপ একটী প্রাচীর গাঁথিয়া শরীর মধ্যে ও ইহসংসারে বাস করে, ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন ভুলিয়া যায়। শরীরবাসী আত্মা ইন্দ্রিয় সুখপরায়ন হইয়া আহার পান আমোদ প্রমোদ ইহাই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করেন। সাধকগণ যতবার মনে করেন জীবিত আছি তত বার মনে করেন ঈশ্বর ও পরকালে জীবিত আছি। ঈশ্বর ও পর লোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তি যে কার্য্যে পণ্ডশ্রম করেন, বিশ্বাসী লোক সেই কার্য্য করিয়া অধিক শান্তি, আনন্দ মহত্ত্ব লাভ করেন।

সার কথা।

(৫ই ভাদ্রের উৎসবে পঠিত হয়)

১। চর্ম্মচক্ষে জড় পদার্থের অস্তিত্ব যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ করা যায় প্রাণের প্রাণ সেই সত্য স্বরূপের অস্তিত্ব তেমনি উজ্জ্বল রূপে অন্তর্ভুত জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ইহা শাস্ত্রসংঙ্গত ও সাধকের জীবনের পরীক্ষিত সত্য। সাধক যখন এ প্রকারে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন তখন অচেতন সচেতন সকল পদার্থই তাঁহার নিকট জীবন্ত ভাব ধারণ করে। তিনি কিছুই আর মৃত দেখেন না। সকলই প্রাণে পূর্ণ। বিশ্বের এক একটি পরমাণুও প্রাণে পূর্ণ অনুভূত হয়। যে অবস্থাই হউক না, জীবনের জীবনকে যখন এ প্রকারে আর দেখা না যায় তখন সকলই মৃত্যুপ্রায় প্রতীত হয়। ঐরূপ উজ্জ্বল অনুভূতিকেই প্রকৃত দর্শন বলা যায়। জীবনে এরূপ শুভ মুহূর্ত্ত যদিও অতি অল্প, সেই একটী পলের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কারণ তখন সাধকের জীবনের অন্ততঃ সে মুহূর্ত্তের জন্য ও সকল প্রকার মলিনতা চলিয়া যায়, নরকে স্বর্গের আবির্ভাব হয়। এরূপ দর্শন যে কেবল ব্রতপরায়ণ সাধকেরা লাভ করেন তাহা নয় যে ইচ্ছা করে সেই পাইতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছার তারতম্য আছে। যে ইচ্ছায় এই সুন্দর ব্রহ্মমন্দির অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল রূপে ইহার অধিষ্ঠাত্রি দেবতাকে দেখা যায় সে ইচ্ছা জীবনে ইচ্ছা করিয়া দেখিয়া মোহিত হইবার বিষয়, বাক্যে বলিবার বিষয় নয়। জগতজননী অসীম স্নেহে প্রতিপালন করেন এবং যে এক অদ্ভুত কৌশলে সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের প্রতিপালনের ভার নিজ হস্তে রাখিয়াছেন যিনি কি আহার করিব, কি পরিধান করিব বলিয়া না ভাবিয়া অনায়াসে বালকের মত তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্যে একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনিই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। সাধক জীবনেত অবশ্যই দেখিয়াছ বল দেখি তোমার অতি সামান্য বস্তুর প্রয়োজন হইলেও তোমাকে পিতা অবাক করিয়া দিয়াছেন কি না? কি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়া তোমার যে তৃণটির প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন? হুঁ তিনি সেই-রূপই করিয়া থাকেন। ধন্য! তাঁহারা, যাঁহারা জীবনের ঘটনাতে জগতজননীর ব্যবহার দিবা লোকের ন্যায় সন্দর্শন করিয়াছেন।

২। ব্রাহ্মজীবনের মহামূল্য ধন প্রত্যাদেশ। এই সত্যটি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিলে অপূর্ণ জীব পূর্ণতা লাভ করে, ক্ষণভঙ্গুর অশক্ত মানব সর্ব্বশক্তির বল লাভ করে। রাজা প্রজার চক্ষে চক্ষে সাক্ষাত হইলে, প্রভু মুখাদিষ্ট স্বর্গীয় বল ভৃত্যের

কর্ণ কুহরে গম্ভীর শব্দে প্রবিষ্ট হইলে ভয় দুর্ব্বলতা অমনি চলিয়া যায়। সে কার্য্যে তখন অতি হীন পঙ্গু প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে জয় লাভ। কিন্তু এই আদেশ পালনে যখন কেহ পরাঙ্মুখ হন, তখনি তাঁহার সর্ব্বনাশ। সাধক! সাবধান সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু এ অপরাধের অধিক শাস্তি। প্রার্থী প্রার্থনা করিয়া করিয়া যখন অবসন্ন প্রায় হয় ধর্ম্মরাজ তখন তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অতএব প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেও চিরদিন প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা করিতে হইলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক ফল না পাও সেইও ভাল কিন্তু তথাপি আপনাকে প্রার্থনার অধীন রাখিও। যে কখন তাঁহাকে ডাকে না চাহে না, আশ্চর্য্য এমন লোকের নিকট সহজেই তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন; কিন্তু সাধকের নিকট হইতে স্বীয় আবির্ভাব অনেক সময় প্রত্যাহার করিয়া লন বটে তথাপি তাঁহাকে ছাড়েন না ইহা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়, যখন দেখেন আর একটি পলও দেখা না দিলে সাধক প্রাণে মারা যাইবে, তদ্দণ্ডেই তিনি স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিয়া দুঃখ ঘুচান। পাপীর জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাই অত্যন্ত আশা ও সান্ত্বনা দায়ক। যখন দেখিব চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমার বলিয়া আদর করিবার আর কেহ নাই সকলেই ঘৃণা করিল কাহারও নিকট মুখ দেখাইবার আর যো নাই, যদি, তখন দেখি আমার এক জন অতি প্রিয় হইয়া কাছে আছেন, আর এক এক বার কেবল আমি আর তিনি এই ভাবে থাকিয়া বলিতেছেন বৎস! ভয় নাই ভয় নাই তখনি বলিতে পারি হাঁ পিতা তুমি পাপীর নিজস্ব ধন, তুমি কেবল আমার পিতা আমি তোমারি পুত্র।

৩। নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের মঙ্গল সাধন কেন এত উচ্চ কার্য্য। এমন কি! যে ভাল করিয়া সেরূপ কার্য্যে যোগ দেয় লোকের নিকট তাহারও আদরের সীমা পরিসীমা থাকে না। সে কেবল ইহারি জন্য যে, সে তখন সৃষ্টি কর্ত্তার কার্য্যে সহায়তা করিল। তাঁহার যাহা অভিপ্রায় তাহাই তাঁহার হৃদ্গত কামনা হইল। স্রষ্টা সৃষ্টের কোন প্রভেদ রহিল না, ক্ষুদ্র জীব হইয়াও স্বর্গস্থ পূর্ণ পিতার মত তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইজন্যই জগতের মঙ্গল না করিলে নিজের মঙ্গল হইবে না। অতএব ভাল হইবার, পরিত্রাণ পাইবার এই একটী উৎকৃষ্ট উপায়। যদি পিতার আশীর্ব্বাদ চাও তবে অগ্রে তাঁহার পুত্রের চরণ ধুয়াইয়া দেও।

ভক্তগণ প্রেমময়ের যে প্রেমপূর্ণ প্রফুল্ল সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে সেই বিকসিত চরণপদ্মে মোহিত হইয়া যান, জীবনে অন্ততঃ একবার যদি কেহ সেরূপ না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে চির জীবন কেহ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের জ্ঞান ও উৎসাহ লইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার জন্য বৃক্ষের পুরাতন পত্রের মত ব্রহ্মের এমন সুন্দর গৃহ ছাড়িয়া তিনি সংসাররূপ অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দেন। অতএব জীবনে নিদান একবারও পিতাকে দেখিয়া পবিত্র হইয়া থাকিতে হইবে।

পিতা যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহা বুঝিয়া ও ঈশ্বর দর্শন পাইলেও যে পতনের সম্ভাবনা নাই তাহাও নহে। তাঁহাকে এক চক্ষে দর্শন হইতে পারে এবং অপর চক্ষে নরকের দিকেও দৃষ্টি থাকিতে পারে। এই মুহূর্ত্তে অন্তরে স্বর্গ দেখিতেছি; কিন্তু অপর মুহূর্ত্তে আবার সেখানে পাপের হুতাশন হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই দেবতার মত পৃথিবীতে পবিত্র বেশে বেড়াইতে ছিলাম পরক্ষণে ঘোর পাষণ্ড হইয়া কাঁদিয়া মরিতেছি। পরিত্রাণ লাভ অতি সহজ এবং অতি কঠিন, অনেক পরিশ্রম অনেক সংগ্রাম করিলেও পরিত্রাণ লাভ করা যায় না; কিন্তু অনায়াসে কোন পরিশ্রম ব্যতিরেকেও লাভ করা যাইতে পারে। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন পূর্ণ সেইরূপ পূর্ণতা লাভই প্রকৃত পরিত্রাণ; কিন্তু সে অবস্থা একেবারে লাভ করা কি সহজ? না; সময়ে সময়ে স্বয়ং ঈশ্বর অদ্ভুত কৌশলে এ অবস্থা আনিয়া দেন। সে অবস্থা যে উপাসনা কি ধর্ম্ম চিন্তাতে লাভ করা যায় তাহা আমি কিছুই জানি না, একটা সংসারের অতি সামান্য কার্য্য করিতে করিতে হয়ত তাহা অনুভূত হইতে পারে। জীবনে এক একবার এ অবস্থা অনেকে দেখিয়াছেন। সাধক! জিজ্ঞাসা করি বল দেখি জগতে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ পদার্থ সুন্দর? ভক্তের মত সুন্দর আর কিছুই নাই। কারণ সেখানে ধর্ম্মরাজের নিয়ত আবির্ভাব। অতএব ভক্তের সেই সহবাসে ঈশ্বর সহবাস হয়। পবিত্র স্বরূপের দর্শনে যেমন হৃদয় মন পবিত্র হয় তেমনি ভক্তের পবিত্র সহবাসে মনের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।

প্রেরিত পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত
" " শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী
" " শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত
" " শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু
" " শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু
" " শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র
" " শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল
" " শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক ভ্রাতৃগণ ভক্তিভাজনেষু

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

করেক মাস অবধি মহাশয়েরা যে ব্রাহ্মপরিবারের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, সকল ব্রাহ্ম তাহার প্রকৃত

তাৎপর্য্য বুঝিতে বোধ করি সমান রূপে সক্ষম হয়েন নাই। আপনাদিগের লিখন ও কথনে আমাদিগের মন অনেক সময় চমকিত ও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে শুভ উদ্দেশ্যে আপনারা উপদেশ দান করেন, সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, আমার ন্যায় অল্প বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চিত্ত ব্রাহ্মের দোষ সম্বরণ করিবেন, এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝিয়া সরল জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদান করিবেন।

"মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব" ইহা পুরাতন কথা, অথচ মনুষ্যদিগের মধ্যে কি ভ্রাতৃভাব আছে? মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের আদর্শ কোথায়? ধর্ম্মসমাজে। কিন্তু ধর্ম্ম-সমাজ মধ্যে কি ভ্রাতৃভাব আছে? ধর্ম্মসমাজ মধ্যে কত বিরোধ, বিসম্বাদ, শক্রতা সকলেই ত জানেন। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরতো কথার কায্ নাই; এক সম্প্রদায় মধ্যে মনুষ্যে মনুষ্যে কি ভয়ানক বিতণ্ডা! এ স্থলে হয় বলিতে হইবে যে জগতে "ভ্রাতৃভাব" অসম্ভব; নতুবা বলিতে হইবে যে সে ধর্ম্ম এখনও অবতীর্ণ হয় নাই যদ্দ্বারা যথার্থ ভ্রাতৃভাব জনসমাজে সংস্থাপিত হইতে পারে।- ব্রাহ্ম হইয়া এই দুই কথার কোন্ কথায় সায় দিতে পারি? ঈশ্বর বিষয়ে মধ্যে মনুষ্য ও ঈশ্বর; এবং মনুষ্য ও মনুষ্য মধ্যে যোগ বিষয়ে সকল কুসংস্কার দূর করা, এবং সকল সত্য প্রচার করা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়তি হয়, অথচ ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে যদি ঘোর অসম্মিলন দৃষ্ট হয় তবে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যতা বিষয়ে কি বলিতে হইবে? যে ধর্ম্মসম্প্রদায় ঈশ্বরের গৃহে শান্তি ও প্রেম সংস্থাপনে উপেক্ষা করে; পরম পিতার সন্তান দিগের মধ্যে ঘৃণা ক্রোধ, শক্রতা, থাকিতে দেয়; জগতে পাপের রাজ্য দেখিয়া হৃদয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, কেবল মুখে "স্বর্গরাজ্য" "স্বর্গরাজ্য" বলে, তাহাদিগের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম আছে কি রূপে বলা যাইতে পারে? এক্ষণে বিনীত ভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি উপরোক্ত দোষ গুলি অনেক পরিমাণে আপনারা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন কি না? ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে এখন যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে কি ব্রাহ্মসমাজ এদেশে চিরস্থায়ী হইতে পারে? যদি পারে এমত বোধ হয়, তবে জগতে একটী নূতন বিষয় সংস্থাপিত হইবে, তাহা এই যে মনুষ্যকে ঘৃণা, নিন্দা, আঘাত করিয়াও, বিষম স্বার্থপরতা, অনুন্নতি, ও কপটতা পোষণ করিয়াও ব্রাহ্মেরা মুক্তি লাভ করিবেন। আর যদি বোধ করেন উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে আশু বিপদের সম্ভাবনা, তবে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে এবং বিশেষতঃ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা করিতেছেন কি? যখন দেখিতেছেন এ অবস্থায় অনেক উন্নত ও পুরাতন ব্রাহ্মের স্থায়িত্বও মুক্তির উপর পর্য্যন্ত ব্যাঘাত পড়িতেছে তখন কত দূর বিঘ্ন সম্মুখে বিবেচনা করুন দেখি! এই অমঙ্গল নিবারণের জন্য "ব্রাহ্মপরিবারের" সূচনা হইতেছে সত্য কিন্তু "ব্রাহ্মপরিবারের" মর্ম্ম কি? যখন ইহা বাস্তবিক অবস্থিতি করে না, তখন ইহা কি? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? আপনারা কেবল বক্তৃতা প্রস্তাব, প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত হইবেন? আর কেবল পত্রিকাতে ও প্রকাশ্য স্থানে আপনাদিগের উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি না। কর্ণ, বুদ্ধি, ও হৃদয় এই উপদেশের অবমাননা করিতে চায় না। আসুন, অগ্রসর হউন! আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা পরাস্ত করুন, আমরা আপনাদিগের দৃষ্টান্তের আলোকের প্রতীক্ষা করিতেছি। বাক্যের ক্ষুধা আমাদিগের মিটিয়া গিয়াছে, আমরা প্রকৃত জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল।

আর একটী কথা এই—আপনারা অবগত আছেন অনেক দিন অবধি স্বীয় স্বীয় গৃহ রক্ষা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা হেতু কতকগুলী উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মের সাধারণ্যে বিলক্ষণ অপবাদ আছে। ইহাতে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অগৌরব হইয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র, কন্যা, মাতা ভগিনী ইত্যাদির সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবার সঙ্গঠন করিতে হয়, ব্রাহ্মেরা এখনও তাহার কিছু মাত্র দৃষ্টান্ত প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্ম নিজ নিজ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনেকেরই পুত্র কন্যাদি হইয়াছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, কয় জন স্বীয় গৃহ মধ্যে শান্তি জ্ঞান ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন? ব্রাহ্মদের আত্মীয় গণ তাঁহাদিগের জন্য বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই আত্মীয়দিগের জন্য কি করিলেন? ব্রাহ্মদিগের জন্য তাঁহাদের পরিবারদিগের যে ক্লেশ, পরিবারদিগের হিতের জন্য তাঁহাদের তার অর্দ্ধেক ক্লেশ কোথায়? আমি উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। জাতকর্ম্ম, নামকরন বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করা সহজ, কিন্তু স্ত্রী পরিবারদিগের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন করা তত সহজ নহে। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠান করিতে কয় জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কয় জন নিযুক্ত হইয়াছেন, কয় জনই বা ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন। আপনাদিগের পরিবার সংগঠন করিতে যখন আমরা অসমর্থ হইলাম তখন যাঁহাদিগের সঙ্গে বাহিক কোন প্রকার যোগ নাই তাঁহাদিগের সঙ্গে কি প্রকারে এক পরিবারে বদ্ধ হইতে পারা যায়? ব্রাহ্মদিগের স্ত্রী, ভগিনী কন্যা পুত্র গণ যত দিন ধর্ম্মহীন, শান্তিহীন, জ্ঞানহীন হইয়া ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষে অনুযোগ করিবে, এবং তাঁহারাও সেই বিবিধ প্রকার হীনতা মোচন করিতে যথোচিত চেষ্টা করিবেন না, তত দিন সভ্য সমাজে, জন সাধারণ্যে এবং ঈশ্বর সমীপে কি ব্রাহ্মেরা মহা প্রত্যবায়ের

Registered No. ·42

ভাগী হইবেন না? উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্ম যাঁহারা এই দোষের জন্য নানা স্থানে নিন্দিত হইয়াছেন, অন্য অন্য ব্রাহ্ম যাঁহারা তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়া বিপদে পতিত হইতেছেন, উভয়েই সাবধান হইয়া এই অপরাধ হইতে মুক্ত হউন, এবং স্বীয় স্বীয় পরিবারকে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারে পরিণত করুন। আমার প্রস্তাবের বিষয় এই তুইটী। ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে বিষম অসম্মিলন; তাঁহাদিগের পরিবার মধ্যে বিষম অশান্তি। যাহাতে এই দ্বিবিধ আশু বিপদ দূর হইতে পারে এবং স্বর্গরাজ্যের দ্বার প্রথমতঃ ব্রাহ্মদিগের অন্তর্মধ্যে উদ্ঘাটিত হইতে পারে, আপনারা তদ্বিষয়ে বিশুদ্ধ মীমাংসা প্রকাশ করিবেন।

এক জন তুঃখী ভ্রাতা।

সম্বাদ।

বিগত সোমবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সিমলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। এইবার ব্রাহ্মবিবাহ বিধির একটী সম্পুর্ণ মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা। গত বুধবারে যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে ষ্টীফেন সাহেব লর্ডমেয়ো ও অপরাপর সভ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মবিবাহ" এই নামের পরিবর্ত্তে সাধারণ বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হয়। যাহারা প্রচলিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান জুইস ও পার্শি প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম মানেন না এবং ঐ সকল ধর্ম্মানুমোদিত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের বিবাহ এই বিধি অনুসারে সিদ্ধ হইবে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত যত বিবাহ হইয়াছে তাহাও বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবে। এই বিধিটীর অতিশয় প্রশস্ত ভাব। পূর্ব্বে নেটিভ্ ম্যারেজ বিলের যে উদ্দেশ্য ছিল ইহারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু তদপেক্ষা ইহা আরও উদার। সেই যখন সিদ্ধান্ত হইল তখন ঘরে ঘরে এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না করিলেই ভাল হইত। কলিকাতাসমাজ যদি পরস্পর সদ্ভাবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে একটী বিধির পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইত। আমরা এক্ষণে সকলকে বিদিত করিতেছি যে যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন তাঁহারা . . উক্ত সমাজের সম্পাদকের নিকটে নিম্নলিখিত বিবরণ গুলিন শীঘ্র প্রেরণ করেন। পাত্র পাত্রীর নাম, কোন্ দিনে বিবাহ হয়, কত বয়সে উভয়ে পরিনীত হইয়াছেন, কোন্ দেশে তাঁহাদের বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাদের অভিমত লইয়া পাত্রী অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনে বিবাহ করিয়াছেন সেই সকল অবিভাবকদিগের নাম কি। কলিকাতাসমাজের মতানুসারে যে সকল বিবাহ হইয়াছে, সে সকল বিবাহও এ সময় বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব তাঁহারা বৈধ করিতে চান ত পুর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠাইতে পারেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	একুণ
এক কালীন দান	৬৫	২৭	৩৫	
মাসিক দান সংগ্রহ	৩২	১২১৶১০	৫৫॥০	
শুভ কর্ম্মের দান	১	১	১	
পুস্তক বিক্রয়	৯১।৶১৫	৬০॥৶১০	২৫৸১৫	
অপরের পুস্তক	...	...	...	...
বিক্রয় গচ্ছিত	৯৮॥৶০	৭৫৸০	৪৪৸/৫	
ক্ষুদ্র আয়	১॥৶০	৩৫	১৬	
	২৯০১৫	৩২০॥৶০	১৭৯৶০	৭৮৮৸১৫

ব্যয়।

	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	একুণ
পাথেয়	॥/০	১৪	১৸৶০	
উপজীবিকা	১৫৬॥৶৫	১৬৯৸৵১০	১৫০৻৫	
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৪/১৫	২৬॥১৫	২৩।৶১৫	
পুস্তক বাঁদান দপ্তরী	১৫	২৫	০	
অপরের গচ্ছিত	...	...	...	...
শোধ	৮৭॥৶০	৭০।/০	৩৮।৶০	
	২৭৩৸৶০	৩০৫৸/৫	২১৩৸১০	৭৯৩॥১৫

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ
প্রচার কার্য্যালয়
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের কলিকাতা ও বিদেশস্থ গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করেন। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এক্ষণে মূল্য বাকি থাকিলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, অতএব এজন্য প্রত্যেক গ্রাহককে বারম্বার পত্র লেখার কষ্ট ও ব্যয় হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিয়া মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা বাধিত হইব।

পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৪র্থ ভাগ
২৩ সংখ্যা। } ১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৭৯৩ শক। { বার্ষিক অগ্রিম মূল ২॥·
মফঃস্বল ৪

উপাসনার জন্য প্রার্থনা।

হে চিরজীবন্ত পরমারাধ্য দেবতা! তোমার উপাসনাতেই পরিত্রাণ পুণ্য শান্তি, তোমার উপাসনাতেই আমাদের জীবন। তোমার যে উপাসনাতে দুঃখীর দুঃখ শোক সন্তাপ বিদূরিত হয় সে উপাসনা যে আমরা সম্ভোগ করিতে পারি না। পিতা কেন তোমার উপাসনার জন্য চিত্ত লালায়িত হয় না? কখন তোমাকে দেখিব, কখন তোমার দুটী কথা শুনিব, কখন তোমার কাছে একবার বসিব, তোমার চরণামৃত পান করিয়া জীবন কৃতার্থ করিব, তোমার পদ ধূলিতে শরীর মন পবিত্র করিব, ইহার জন্যত তৃষ্ণার্ত্ত হই না? মন উপাসনাতে কেন বিগলিত হয় না? প্রভো! শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন স্বভাবতঃই হইয়া থাকে তদ্রূপ কেন তোমার জন্য ক্ষুধার্ত্তও তৃষ্ণার্ত্ত হই না? মন শুষ্ক, হৃদয় নির্জ্জীব, আত্মা জড় ও মৃতপ্রায়; এরূপ মনের অবস্থা লইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল লাগে না। আমোদ প্রমোদও গল্প করিতেও মন যায়; কিন্তু তবু তোমাকে ডাকিবার ইচ্ছা হয় না। বন্ধু বান্ধবগণের সহিত একত্র বসিয়া থাকিতে কতই আনন্দ অনুরাগ হয়; কিন্তু তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে ক্ষণকাল বসিতে গেলে হৃদয় কতই বা বিরক্ত ও চঞ্চল হয়। পিতা কোন্ মহা অপরাধে এই বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। আমাদের উপায় কি বলিয়া দেও, হে অগতির গতি! তুমি আমাদের গতি না করিলে আর কে করিবে বল। আর নিয়মের দাস হইয়া কতদিন চলিব? কেবল নিয়মিত অভ্যস্ত উপাসনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি মনে করিলাম আমার উপাসনা হইল। উপাসনার জ্বলন্ত অগ্নি কোথায়? সকলই যেন শীতল প্রাণহীন। ব্যাকুল, ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তোমাকে নাডাকিলেত উপাসনা করিয়া মনে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। উত্তপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল মনে কেন তোমার চরণে যাই না? মন পাষাণ সমান হইয়াছে। মনুষ্য-কোলাহল মনুষ্য সঙ্গের মধ্যে থাকাই যেন এক মাত্র স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তোমাকে উপাসনা করা যেন অস্বাভাবিক বোধ হয়। ধর্ম্মবুদ্ধির ও বিবেকের নিতান্ত অনুরোধে প্রতিদিন তোমার উপাসনা করিয়া থাকি। পিতা বালক যেমন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জননীর নিকট যায় তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে সেইভাবে তোমার নিকট আমাদিগকে যাইতে দেও সেই ভাবে তোমাকে ডাকিতে শিখাও সেইভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই মনের বড় অভিলাষ। হে প্রেমের জলধি! তোমার ভজন সাধনের এরূপ মধুর

আস্বাদন পাইয়াও কেন আবার অধঃপতিত হই। সময়ে সময়ে উৎসাহিত ও ব্যাকুলিত চিত্তে তোমাকে ডাকি তোমার উপাসনা করিয়া কত শান্তি পাই; কিন্তু জীবনের বারম্বার পরীক্ষাতে এই দেখিলাম যে সে ভাব আর থাকে না। এই রোগে আমরা মারা যাই-তেছি। তোমার উপাসনাতে নিত্য অনুরাগ বাড়িতেছে না, তোমাকে দেখিবার জন্যও দিন দিন ব্যাকুলতা তৃষ্ণা অধিক হইতেছে না নাথ! আপাততঃ হৃদয়ের এই দুঃখ শোক দূর কর। এরূপ ভাবে উপাসনা করিতে দেও যে তাহার পবিত্র জলে সকল পাপ মলা ভাসিয়া যাক। হে অধমতারণ! একটী বার অধম-দিগের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ কর যাহাতে নিত্য তোমার উপাসনা করিতে পারি, মনের পবি-ত্রতা শান্তি প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি পায় এরূপ উপায় বিধান কর, যাহাতে তোমার জন্য অধি-কতর ব্যাকুল ও তৃষ্ণার্ত্ত হইতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রভো! এই ভিক্ষা দেও-যেন তোমার প্রকৃত উপাসক হইতে পারি। তোমার উপাসনাকে জীবনের সার ও পর-লোকের সম্বল করিতে পারি।

পারিবারিক উপাসনা

যাঁহারা ঈশ্বরলাভে যথার্থই ব্যাকুল তাঁহারা নির্জনে প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের নিত্য উপাসনা শারীরিক ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। একদিন সেই ইষ্ট দেবতার পূজা না করিলে তাঁহাদের মুখে অন্ন উঠে না, প্রাণ অস্থির হইয়া যায়। ধর্ম্মবিশ্বাসে সমুজ্জ্বলিত হৃদয়ে দয়াময় পিতা স্বর্গীয় সঞ্জীবনী শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে সজীব হৃষ্ট ও বলিষ্ঠ করেন। ঈশ্বরের সহিত অন্ত-রের গূঢ় ভক্তি প্রেমের আলোকে আত্মা সম্বদ্ধ হয়, জীবন তাঁহাতে আসক্ত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এই রূপ উপাসনাই কি প্রকৃত উপাসনা? এখন অনেক ব্রাহ্ম উপাসনার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, অনেকেই উপাসনা জীবনের সার তাহাও অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম প্রতিদিন উপাসনা করিয়া থাকেন? অতি অল্প ব্রাহ্মই প্রত্যহ ব্রহ্মের পূজা করিয়া থাকেন। ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের অবমাননা ও দুর্গতির কারণ নয়? যাহা হউক এক্ষণে কতক গুলি ব্রাহ্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন ধর্ম্মের অনেক গভীর ভাবের পরিচয় প্রদান করি-য়াছে, এমনকি তাঁহারাই যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে সাধন করিতে যত্নশীল। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুর আস্বাদন কিসে অপরাপর ভ্রাতাভগ্নী নর নারী সম্ভোগ করিতে পারেন তাহা কেবল তাঁহারাই ভাবিয়া থাকেন। এরূপ ব্রাহ্মও দেশ বিদেশে কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মমধ্যে পরি গণিত। তাঁহারা যেমন নিত্য উপাসনা করেন তেমনি কি প্রতিদিন তাঁহাদের গৃহে পারি-বারিক উপাসনা হইয়া থাকে? গত বারে-রের পত্রিকায় আমাদের কোন শ্রদ্ধাস্পদ পত্রপ্রেরক যে আক্ষেপের সহিত পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহা পাঠ করিয়া কে না দেখিতেছেন যে ব্রাহ্মেরা জীবনের বিশেষ গুরুতর বিষয়ে উদাসীন ও শিথিলচিত্ত? "পরিবারসাধন ও স্বর্গরাজ্য" একথার গূঢ় ভাব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক দিন হইল আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেক উপায় ও অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে তাহার আলোক কেন অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে না? ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি দেখিয়াছ ভাবি-য়াছ কেন ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিক আলোক আর উজ্জ্বলতর হইতেছে না, কেন ব্রাহ্মদিগের জীবন আর উন্নত হইতে পারিতেছে না? এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে? এখন সূক্ষ্ম

রূপে দেখা গেল যে উন্নত ব্রাহ্মদিগের উপাসনার জীবন, সামাজিক জীবনও গুপ্ত জীবন এক প্রকার স্থির ও সংগটিত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি পারিবারিক জীবন এখনও অতি কদর্য্য ও দূষিত। এখন নির্জনে একা একা সাধন করিলেও জীবনে উচ্চতম পবিত্রতা লাভ করা যায় না। আত্মার গূঢ় স্থানের দুর্ব্বলতা পাপ অন্য কোন জীবনে প্রকাশ পায় না। অন্য কোথায় সেই সকল গভীর পাপ অবকাশ পায় না, আপন আপন পরিবার ভিন্ন সে পাপের প্রলোভন আর কোন স্থানে লক্ষিত হয় না। সুতরাং জীবনের যে অঙ্গ দূষিত সে অঙ্গ বিশুদ্ধ হইতেছে না, সে অঙ্গের রোগ অতিশয় মজ্জাগত, বাহিরে শুষ্ক কিন্তু তাহার মধ্যদেশ দুর্গন্ধ ও জীর্ণ। অত্যল্প ব্রাহ্মই এই প্রবল রোগের জন্য চিন্তিত, কে এই অসাধ্য রোগের উপশমের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন? এই রোগের জন্য জীবনের অন্যস্থান অবাধে পরিশুদ্ধ হইতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মগণ! একবার ভাবিয়া দেখ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যে সমূলে আমরা অধঃপতিত হইব। আপনিও মরিব অপরের প্রাণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ করিব। এই বেলা ইহার বিশেষ উপায় চিন্তা করা আবশ্যক।

পারিবারিক উপাসনার ভাব যদিও কতক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সত্য; কিন্তু যে ভাবে এখন ব্রাহ্মেরা উপাসনা করিয়াথাকেন তদ্দ্বারা তাঁহারা অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারিবেন না। প্রতিদিন সকলে মিলিয়া একত্র উপাসনা করিব অথচ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ বর্দ্ধিত না হইয়া প্রত্যুতঃ ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রোধ অক্ষমা নিষ্ঠুর ব্যবহার এসকলই পূর্ব্ব জীবনের ন্যায় রহিয়া যাইবে? ইহার মত আর শোচনীয় ব্যাপার কি হইতে পারে, ইহাতে উপাসনার কলঙ্ক হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা হয়। হায়! যে পারিবারিক উপাসনা গভীর রোগের ঔষধ বলিয়া গৃহীত হইল, তাহাই আবার আমাদের অপরাধে রোগের কারণ রূপে পরিণত হইল? কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখাযায় যে, যে ভাব লইয়া পরিবারের সকলের সহিত একত্র উপাসনায় যোগ দিতে হয় সেভাবের অসদ্ভাব। ইহারই জন্য প্রতিদিন উপাসনা করিয়াও কৃতার্থতা লাভ করা যাইতেছে না। মনুষ্য-সমাজ যেমন প্রত্যেকের সহায়তা ভিন্ন অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রত্যেকের পরিশ্রম, উপার্জ্জন, সুখ যেমন প্রতি জনে অংশ করিয়া সম্ভোগ করে তদ্রূপ প্রতিজনের সাধুতা ও সদ্গুণ দ্বারা ধর্ম্ম সমাজ নির্ম্মিত হয়। যুবার জ্বলন্ত উৎসাহ প্রগাঢ় অধ্যবসায় অনুরাগ ও চেষ্টা, বৃদ্ধের প্রাজ্ঞতা অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য অটল বিশ্বাস ও তিতিক্ষা, নারীর কোমলতা প্রেমভক্তি দয়া স্নেহ, বালকের বিনয় নির্দ্দোষ ভাব ও নির্ভর, ভৃত্যের সেবা ও বাধ্যতা এই সমস্ত গুণ ও ধর্ম্ম ভাব আমাদের প্রতি জনের আত্মাতে সন্নিবিষ্ট না হইলে আমরা পূর্ণ সাধুতা লাভ করিতে পারি না, আমাদের জীবন সম্পুর্ণরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না ইহা যেমন সত্য; অপর দিকে পিতার কর্ত্তব্যপরায়ণতা তত্ত্বাবধান বাৎসল্য উদার স্নেহ, মাতার সহিষ্ণুতা ক্ষমা স্নেহ অনুরাগ একান্ত নির্ভর, পুত্রের পিতৃভক্তি মাতৃসেবা আজ্ঞাপালন, ভ্রাতার সৌহার্দ ভগ্নীর মমতা এবং ইহাদের পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মভাব প্রভৃতি গুণসন্নিবেশ পরিবারের প্রতিহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়না। জীবনের উচ্চতর ধর্ম্ম ও গভীরতর পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই উপাসনার নিগূঢ় ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আত্মার নিম্নদেশে যে সকল জঘন্য দুষিত পাপ নিহিত রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আপনাকে পশু ও নরকের কীট বলিয়া প্রতীত হয়। হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন রিপু সকল যখন তরঙ্গায়িত

ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় ঘোর নিনাদে আত্মার সমস্ত ধর্ম্মভাব বিক্ষিত করিয়া দেয় তখন বোধ হয় যেন ধর্ম্মের পবিত্র মধুর আস্বাদন কখন এ জীবনে অনুভুত হয় নাই। ব্রাহ্মগণ! দুঃখের সহিত বলিতেছি আমাদের পারিবারিক জীবন অতি অপবিত্র। ব্রাহ্মসমাজে যে উন্নতির স্রোতঃ আসিয়াছিল তাহা কেবল জীবনের এই দূষিত অংশে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে। পিতার আদেশবাণীর শ্রবণপথ বদ্ধ হইয়াছে। সেই অবধি ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক আলোক কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

এখন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে গেলে পারিবারিক জীবন পবিত্র করিতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় পারিবারিক উপাসনা। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সদ্ভাব ও গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও পরিবারের প্রত্যেককে সোপান জানিয়া গৃহের মধ্যে পিতার পবিত্র সিংহাসন স্থাপন করিতে হইবে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী ভার্য্যা পুত্র কন্যা দাস দাসী সকলে মিলিয়া পিতার পবিত্র প্রেমাস্বাদ গুণানুবাদ পদসেবা করিতে পারিলে কাজকি অসার ধন সম্পত্তিতে, স্বর্গের সুখ সৌভাগ্যে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের চরণে মিনতি প্রতিদিন যেন তোমাদের গৃহে পিতার অধিষ্ঠান হয়, প্রতিদিন যেন তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার সেবায় সকলের অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপে পারিবারিক উপাসনা সাধন কর। সকলের মুখ মণ্ডলে ঈশ্বরের প্রেমাননের পবিত্র ছবি প্রকাশিত দেখিয়া কৃতার্থ হও প্রত্যেককে দেখিবামাত্র যদি তোমাদের হৃদয়ে প্রেম ভক্তি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে কখনই পরিবার সংস্থাপিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! স্ব স্ব গৃহে পিতার পবিত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিবারে মধ্যে প্রতিদিন উপাসনা করিতে বিস্মৃত হইও না।

জড়বাদ ও মায়াবাদ।

দর্শন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা-যায় যে প্রায় তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এই দ্বিবিধ মত লইয়া বিষম বিবাদ বিসম্বাদ ও তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ ঐ উভয় প্রকার মতের সহিত ধর্ম্ম বিজ্ঞানের অতি নিকট সম্বন্ধ নিবন্ধন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই জড়বাদীও মায়াবাদীর তুমুল সংগ্রাম লক্ষিত হইয়া থাকে। †জড়বাদ *মায়াবাদ মতের অতিশয় প্রসিদ্ধ স্থান পূর্ব্বতন গ্রীস ও ভারতবর্ষ। সুবিখ্যাত মহামণ্ডিত সক্রেটিস দর্শন শাস্ত্রের মূল উদ্ভাবক তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্লেটো ও আরিষ্টটল তাঁহার প্রাজ্ঞ উন্নতমনা প্রকৃত প্রিয়-শিষ্য ছিলেন ইহা বিজ্ঞজন মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারা উভয়ে বিভিন্ন প্রকার দর্শন শাস্ত্রের সমালোচনা ও চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। প্লেটো ধর্ম্মতত্ত্বের মুল সংস্থাপক আরিষ্টটল বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। এক জনের চিন্তা শক্তি প্রপঞ্চাতীত অদৃশ্য চৈতন্যময় মনোরাজ্যে নিয়ত পরিভ্রমণ করিত; অপরের বুদ্ধিবৃত্তি জড় জগতের সৌন্দর্য্য সুপ্রণালী, অপূর্ব্ব কৌশল ও সুচারু নিয়ম পরিদর্শন করিয়া প্রাকৃতিক তত্ত্বের মূলসংস্থাপনে যত্নবতী থাকিত। কুজিন বলেন যে সময়ে গ্রীস দর্শন ও বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল সে সময়ে ভারতবর্ষেও দর্শনের অনুশীলন, পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা হইত। তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ও গ্রীসই একমাত্র সভ্যতম দেশ বলিয়া ঐতিহাসিক রাজ্যে অদ্যাপি পরিগণিত আছে। এই উভয় স্থানের চিন্তাপ্রণালী মত দর্শনও ধর্ম্ম শাস্ত্র আখ্যান প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় দেশে জড়বাদ ও মায়াবাদ মতের ক্রমশঃ

† Matarealism.
* Idealism.

উন্নতি হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ দুই মতের অবতারণা হইয়াছে। এই দ্বিবিধ দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জড়বাদ ও মায়াবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন সময়ে প্লেটো ও আরিষ্টটল অধ্যাত্মবিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যার সুপ্রণালীগত ও সুযুক্তি সমন্বিত ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন সত্য,কিন্তু একথা বলিতে হইবে তাঁহাদের অগ্রেও খৃষ্টীয় শকের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে থেলিস ও পাইথাগোরস জড়বাদ ও মায়াবাদের প্রথম সূত্রকারক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত এই যে, বারি সকল পদার্থের মূল। বারি হইতেই সমস্ত ভূতের নির্ম্মিতি, বারিসংযোগেই সকল পদার্থের ক্রিয়া কৌশল, নিয়ম প্রণালী, সমুৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ ব্যহ্য পদার্থই তাঁহার চিন্তা ও অনুশীলনের একমাত্র বিষয় ছিল। অপরদিকে পাইথাগোরস কেবল চিন্তারাজ্যেই বাস করিতেন। যদিও তিনি একজন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্যাবিশারদ ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেন বহির্জগৎ কেবল ক্রিয়া সন্নিবেশ মাত্র, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কেবল মনুষ্য জানিতে পারেন; ঐ সম্বন্ধ শুদ্ধ চিন্তাসাপেক্ষ। সক্রেটিসের পূর্ব্বে এই দুই ব্যক্তিই দর্শন শাস্ত্রের দুইটী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের প্রযত্নে আয়োনিয়ান ও পাইথাগোরিয়ান নামে দুইটী দর্শনশাস্ত্রের সম্প্রদায় সংগঠিত হইল। ইহার দ্বারা কেমন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মনুষ্যের চিত্ত যে বিষয়ে সমধিক প্রধাবিত হয় সেই বিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়, তাহাই সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয় তদ্ভিন্ন আর আর অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এই দুই মতগত বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মের মত সংস্থাপিত হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মে জড়বাদের অনুমাত্র ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে ধর্ম্মে বাহ্য অনুষ্ঠান তত অধিক, পক্ষান্তরে যে ধর্ম্ম আত্মবাদ মতের পোষকতা করে সে ধর্ম্ম কেবল নিষ্ক্রিয় চিন্তা ও গভীর ধ্যান পরিপূর্ণ। যাঁহারা কেবল বাহ্য জগতের নিয়মাবলী নিগূঢ় কৌশল তদ্গত সমবায় সম্বন্ধ, গতি ও শক্তি বৈজ্ঞানিক নয়নে আলোচনা করেন; তাঁহারা বহির্জগতের অন্তর্ভূত চৈতন্যের অস্তিত্ব সন্দর্শন না করিয়া মুল পদার্থের সংযোগে বিবিধ অলৌকিক শক্তি সমুত্থিত হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। এক চৈতন্যই মুল শক্তি ইহা তাঁহারা সহসা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। থেলিসের এই কারণ ঘটিয়া ছিল। তিনি বারিই সকলের মুল পদার্থ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সমধিক উন্নত ডাইয়োজিনিস এপোলোনিয়স বায়ুই সকল বস্তুর মুল কারণ এই নূতন মতের উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার পরে আইয়োনিয়ান সম্প্রদায়ের শেষোক্ত নেতা হিরাক্লিটস তেজই অপরাপর উপাদানের একমাত্র কারণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে জড়বাদের ভাব অধিকতর রূপে সমালোচিত হইতে লাগিল। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে যেমন এক দিকে জড়বাদী মত প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, আবার অপর দিকে মায়াবাদেরও ভাব তেমনি প্রবলভাবে গ্রীসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। এক দিকে পাইথাগোরস অপরদিকে থেলিস। ইহাদের পরবর্ত্তী উভয় সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহের সহিত স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎকালীয় উভয় সম্প্রদায়ের মত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতে লাগিল। সকল সম্প্রদায়ের মত পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিল। খৃষ্টীয় শকের প্রায় ষোড়শ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও কণাদ ও গোতম প্রভৃতি জড়বাদের মত দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে প্রচারিত করেন এবং বেদব্যাস প্রভৃতি মায়াবাদের উদ্ভাবন করেন। চিরদিনই জড়বাদীরা ঈশ্বর হইতে জগৎকে স্বতন্ত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মায়াবাদীরাও জগৎ হইতে ঈশ্-

রকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে প্রমাণ কবিয়াছেন। এই উভয় প্রকার মত তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মের মূল দেশে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে উভয় স্থানের ধর্ম্মাবলম্বীরা মহা ভ্রম প্রমাদে আচ্ছন্ন হইলেন। ঐ দ্বিবিধ মত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদূর অনিষ্ট করিয়াছে যে তজ্জন্য ভারতবাসিগণ অদ্যাপি ধর্ম্ম জগতে অন্ধকার সংশয় ও প্রমাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। এমন কি ধর্ম্মের সহিত ইহার এত নিগূঢ় যোগ যে যাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি জড়বাদ ও যাঁহাদের ধর্ম্মের মূল মায়াবাদ তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে উপাসনা, ঈশ্বর, ঈশ্বরদর্শন, প্রার্থনা, জীবন, মুক্তি, প্রায়শ্চিত্য পরলোক, পবিত্রতা, প্রেমভক্তি, ধর্ম্ম সাধন প্রভৃতি বিষয় লইয়া ভাগবত এত বিভিন্নতা যে শুনিলে একেবারে অবাক্ হইতে হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মত দ্বয়ের উপর স্থিরবিশ্বাসী, তাঁহাদের এত বিকৃত ভাব হয় যে আত্মার স্বভাব সিদ্ধ স্বর্গীয় প্রকৃতি ও সদ্গুণ হ্রাস হইয়া আসে; ইহার জন্য আত্মার সৌন্দর্য্য ও মধুরতা বিলুপ্ত হয়।

যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করা আবশ্যক। গ্রীসের মধ্যে জড়বাদ ও মায়াবাদের এতদূর প্রাতুর্ভাব হইয়াছিল যে সমস্ত গ্রীস তৎকালে এই দুই সম্প্রদায়ই বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের অনুপম গৌরব প্রচার করিয়াছে। মানবাত্মার কি অপূর্ব্ব কৌশল! এই দুটী মতই প্রথমতঃ সত্যকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়, কিন্তু অবশেষে উভয়ই অশেষবিধ অনিষ্টের কারণ রূপে আবির্ভূত হইল। এক জড়বাদ হইতে সংশয়বাদী ফলাফলবিবেকী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় সমুত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মমত ও দর্শনশাস্ত্রে জড়বাদ এত অনুস্যূত হইয়াছে যে এখনকার সমস্ত সভ্য দেশের ধর্ম্মনীতি, সামাজিক অবস্থা অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাব বিরহিত। এই দুয়ের পরিণাম চিন্তা করিলে বোধ হয় যে মনুষ্যাত্মার কল্পনার কি মহীয়সী শক্তি। ধর্ম্ম জগতে কল্পনা আসিয়া কতই না সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অবশেষে জড়বাদ হইতে এপিকিউরিয়ানিজ্ম ও মায়াবাদ হইতে ষ্টোয়িসিজ্ম এই দ্বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইল। ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা অবসর ক্রমে লিখিতে চেষ্টা করিব। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ইহা একটী সার্ব্বভৌমিক দর্শনের উপর সংস্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম জড়বাদ ও মায়াবাদের অন্তর্ভূত মূল সত্যকে কেমন সামঞ্জস্য করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। জড়বাদীরা জড়ের অস্তিত্বই বাস্তবিক, চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র মনে করিতেন, তদ্রূপ মায়াবাদীরাও চৈতন্যই সত্য বাস্তবিক, ইন্দ্রিয়গোচর সকল পদার্থই ছায়া ও অবাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়েরই সত্যতা স্বীকার করেন, উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করেন। জড় জগৎও সত্য চৈতন্যময় পদার্থও সত্য। ঈশ্বর হইতে বাহ্য জগৎ যেমন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে পারে না, আবার বাহ্য জগৎ হইতে ঈশ্বরও সেই রূপ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়াও কার্য্য করেন না। অথচ ঈশ্বরের সহিত জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের অতি নিগূঢ় প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের চির আবাস।

ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ যত দিন পরিবারের কুসংস্কার অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া সেখানে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শানুসারে যে পর্য্যন্ত না গৃহ কার্য্য সমুদয় সুসম্পন্ন হইবে, তত দিন ব্রাহ্মদের বাহিরের আড়ম্বরই সর্ব্বস্ব। পরমসুন্দর ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে সুসভ্য যুবকগণে মিলিত হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছ উহা

দেখিতে অপরূপ দৃশ্য সন্দেহ নাই এবং তদ্দারা কথঞ্চিৎ আত্মোন্নতি সাধিত হইতেছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে; সময়ে সময়ে ব্রাহ্মগণ জনসমাজের হিত সাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া পরোপকার করিয়া থাকেন ইহাও সত্য; কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারের উপর ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। উদাসীন ভাবের সৎকার্য্য সকল ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিছু দিন পোষণ করিতে পারে, কিন্তু পরিবারের চিরপোষিত ব্যবহার প্রণালীর নিকট ইহা অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহিরে সুশিক্ষিত বন্ধুগণের সহবাসে থাকিয়া যে কিঞ্চিৎ উৎসাহ অনুরাগ লাভ হইল, পরিবারের মধ্যে যাই প্রবেশ করিলে অমনি তাহা শীতল হইয়া গেল। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের পারিবারিক অবস্থা যেরূপ হীন হইয়া রহিয়াছে তাহা স্মরণ হইলে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া যায়, সমাজসংস্কার কি ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্যে আর আশা থাকে না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে বাহিরের আড়ম্বর লইয়া ব্রাহ্মগণ যে পরিমাণে উৎসাহ প্রকাশ করেন আপনাপন পরিবার সংস্কার করিতে তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় না। পরিণীতা ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিনীর পদে স্থাপন করিয়া তাঁহার শোণিত প্রবাহের সহিত ধর্ম্মকে মিশ্রিত করিতে না পারিলে সে ধর্ম্মেরও প্রাণ নাই, তাহাতে সমাজেরও কল্যান নাই; মানব পরিবারের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ প্রকার ধর্ম্ম সাধন অচিরে নিষ্ফল হইয়া যায়।

ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হইবে যে সাধারণতঃ স্ত্রীগণের দ্বারাই যাবতীয় ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতেছে। ইয়োরোপে এক্ষণে জ্ঞানের যেরূপ উন্নতি, সংশয় অবিশ্বাসের যেমন প্রাদুর্ভাব, ইহাতে খৃষ্টীয়ান জননীরা যদি খৃষ্টধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে এত দিন উপাসনা মন্দির সকল শূন্য হইয়া যাইত, ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন সকল এক কালে ছিন্ন হইয়া সমাজের মধ্যে অবিবাদে অপবিত্রতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেরও সেই রূপ অবস্থা; মহিলারাই কোন রূপে ধর্ম্মের বন্ধনকে রক্ষা করিতেছেন। যে কোন ধর্ম্মসমাজে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে যে নারী জাতির দ্বারাই তাহার প্রাণ বাঁচিতেছে; তাঁহাদিগকে অংশ ভাগিনী না করিয়া যদি কেহ একাকী দেশের ধর্ম্মসংস্কার করিতে দণ্ডায়মান হন, তাহাতে কোন কালে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তদ্দারা নিজেদেরও স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। পরিবার মধ্যে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের পরিত্রাণের পথ সহজ হইয়া যায়; পারিবারিক শাসন যেমন তাহাকে ধর্ম্ম পথে চিরদিন স্থির রাখিতে পারে এমন আর কিছুতেই পারে না। চির জীবন কিচ্ছ সাধ্য তপস্যা দ্বারা যে ফল লাভ না হয়; পরিবারের সহিত এক যোগে সাধন করিলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তদ্ভিন্ন মনুষ্যের শান্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই। তিনি ব্রহ্মমন্দির হইতে অমৃত পান করিয়া গেলে কি হইবে? ও দিকে গৃহিণী বিষ পাত্র হস্তে লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। বহু আয়াসে জীবনের মলিন পঙ্কিল ভাব সকল ধৌত করিতেছ কর, কিন্তু পাপের অতলস্পর্শ প্রস্রবণ তোমার বাস গৃহে অবস্থিতি করিতেছে। ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস, সাধু বন্ধুগণের মধুর আলাপে তোমাকে আর কতক্ষণই সুখী রাখিবে? চর্ব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় যেস্থানে বাস করিতে হইবে অগ্রে সেই স্থান পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। পরিবারের মধ্যে সে প্রকার পবিত্র শাসন, ভদ্র আচার ব্যবহার, বিশুদ্ধ রীতি নীতি নাই বলিয়াই অনেক লোক দুশ্চরিত্র হইয়া জনসমাজে কলঙ্ক বিস্তার করে। ধর্ম্মের মূল পরিবার মধ্যে সম্বদ্ধ করা হয় নাই, সেই জন্য এক সময়ের বিশ্বাসী ব্রাহ্ম অন্য সময়ে অবিশ্বাসী হিন্দু হইয়া থাকেন।

এক্ষণে ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এবং প্রয়োজনীয় যে ব্রাহ্মেরা স্ব স্ব পরিবার মধ্যে ব্রহ্মোপসনা,

ধর্ম্মচর্চ্চা, জ্ঞানালোচনা প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাপিও কেমন করিয়া তাঁহারা অধীনস্থ পরিবার-দিগকে হীনাবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁহাদের আশ্রিত চির দুঃখিনী বিধবারাই যেখানে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল তখন আর হিন্দু বিধবাদিগের আশা কোথায়? আপনার ক্ষমতা থাকিতেও যদি তাঁহারা পরিবার মধ্যে পৌত্তলিকতাও কুসংস্কারকে রাজত্ব করিতে দেন তবে আর ব্রাহ্ম হইয়া কি করিলেন? গৃহে গৃহে পরিবারে পরিবারে ব্রহ্ম পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রমান্ধ নারীগণকে সকলে চক্ষু দান করুন। বংশ পরম্পরায় যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হয় এরূপ উপায় সকলে অন্বেষণ করুন; তদ্ভিন্ন এ দেশের কিছুই হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের চিহ্ন যাহাতে পরিবার মধ্যে চিরকাল থাকিতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মেরা একাকী ধর্ম্ম সাধন করিয়া কখনই শান্তি পাইবেন না। সপরিবারে এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হউন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সুমহান্ উদ্দেশ্য, এবং ইহাই পরিত্রাণের এক মাত্র পথ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শক।

স্বভাবতঃ. চক্ষু যেমন বাহিরের বস্তু দর্শন করে, এবং কর্ণ যেমন বাহিরের শব্দ শ্রবণ করে, আত্মাও সেই রূপ আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার সকল উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে পায়, এবং সেই রাজ্যের মধুময় শব্দ স্পষ্টরূপে শ্রবণ করে। চক্ষু উন্মীলন কর, জগতের শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া দাও সহজেই সুমধুর সঙ্গীতরস পান করিবে। চক্ষু কর্ণ পীড়া গ্রস্ত হইলে যেমন বাহিরের দেখা শুনা কষ্টকর হয়, তেমনি আত্মা যখন বিকৃত হয় তখন আর স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, এবং স্বর্গের বাক্য শ্রবণ করিতে পারে না। ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বরের কথা শ্রবণ দুই তেমনি স্বাভাবিক যেমন বাহিরের দর্শন শ্রবণ। ব্রহ্মকে দেখাইয়া দাও, ব্রহ্মের কথা শুনাও, আত্মা নিতান্ত অসাড় এবং নির্ব্বোধ না হইলে নিতান্ত উচ্চ গুরুকেও এসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কেন না আত্মার চক্ষু কর্ণ আছে। কিন্তু এখন আমাদের আত্মা বিকৃত হইয়াছে; কোন মতেই ব্রহ্ম দর্শন এবং ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। পৃথিবীর ধূলিতে আমাদের চক্ষু অন্ধ; এবং সংসার কোলাহলে আমাদের কর্ণ বধির। সেই কোলাহল নিবারণ হউক, আত্মা সহজেই ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিবে। ঈশ্বর কি নিকটে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কন না আমরা তাঁহার কাছে গিয়া কথা কই? কে বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না? যাঁহার গম্ভীর সত্তা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, প্রত্যেক পরমাণুতে যাঁহার সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের কি কোন দূর দেশে যাইতে হয় না, কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন করে? যাঁহার আজ্ঞায় জগতের প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছে তাঁহার মুখের বাক্য শুনিতে কি আমাদিগকে দূর যাইতে হয়? নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার আদেশ প্রচার করিতেছেন, তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথা আমাদের সার শাস্ত্র; তিনি সর্ব্বদাই কথা কহিতেছেন। দিবানিশি তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত অমৃত বাক্য বিন্দু বিন্দু বিনিঃসৃত হইতেছে। বধির হইয়া আমরা সেই বাক্যামৃত পান করি না। সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা দেদীপ্যমান, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, কারণ, একে বাহিরের মোহান্ধকার, আবার চক্ষুর মধ্যে এত মলা যে সেই চক্ষুর সাধ্য নাই যে সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দর্শন করে।

বাহিরের মলা ফেলিয়া দাও চক্ষুকে জ্যোতির্ম্ময় কর, চক্ষু ঈশ্বর দর্শন করিবে। সেইরূপ কর্ণে যদি কোন শব্দ শুনিতে চাও তবে মোহ কোলাহল হইতে স্থানান্তরিত হও, যেখানে সংসারের কোলাহল নাই সেই নির্জ্জনে গমন কর, সেখানে স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কথা শুনিতে পারিবে। সংসার সর্ব্বদা চিৎকার করিয়া তোমাদিগকে কার্য্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যদিও এক এক সময় বাহিরের গোল মাল স্থগিত হয়! কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সেই রিপুসকল উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বরের কথা শুনিতে দেয় না। যত দিন কোলাহল মধ্যে বাস করিবে ততদিন তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না। ঈশ্বর অবিশ্রান্ত কথা বলিতেছেন মৌনাবলম্বন কাহাকে বলে তিনি জানেন না। ঈশ্বর মনুষ্য দিগকে সৃষ্টি করিয়া এখন কোন দুরস্থ মেঘের মধ্যে বসিয়া আছেন, সন্তান দিগকে অন্ধকার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, ইহা যেমন ভ্রম, তেমনি সন্তানেরা ডাকিলে তিনি কোন উত্তর দেন না ইহাও বিষম ভ্রম। যখন যে কোন প্রশ্ন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর না কেন তখনই তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাহার উত্তর দান করিবার

জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছেন, পরম গুরু পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে নিয়ত শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য যে আমাদিগকে ভয়ানক বিপদের সময়েও সেই প্রকার মুক্তিপ্রদ মধুময় জ্ঞান উপদেশ দান করেন? মনুষ্যেরা যখন ইঁহাকে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহারা বাহিরে সুশাস্ত্র এবং উপদেষ্টা অন্বেষণ করে। কত ব্রাহ্ম, সেই অবস্থায় কোন্ পথে চলিব বুঝিতে পারি না, কোন্ দিকে যাইব জানি না, এসকল কথা বলিতে বলিতে ক্রমে ক্রমে অল্পবিশ্বাসী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যিনি পরম উপদেষ্টা হইয়া অন্তরে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ না করাতেই তাঁহাদের জীবনে এসকল দুর্ঘটনা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও, যত বিপদে পড়িবে ততবার পিতার নিকটে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে, অন্যথা তোমাদিগকেও এক দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জন্য, যে ইহা আমাদিগকে অব্যবহিত রূপে ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মকথা শ্রবণ করিতে অধিকার দান করেন। শিশুকে আর সকল বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিতে পারে; কিন্তু যখন সে মাকে না দেখিলে ক্রন্দন করে এবং মা বলিয়া ডাকে, তখন সেই মাকে অব্যবহিত সন্নিধানে না আনিয়া দিলে কিছুতেই তাহাকে তুষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ ব্রাহ্মশিশুও আপনার স্বর্গস্থ পিতাকে এবং তাঁহার সঙ্গে অব্যবহিত রূপে কথা না বলিলে, কোন মতেই তাঁহাকে অব্যবহিত সন্নিধানে না দেখিলে তৃপ্ত হইতে পারেন না। এই জন্য ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন যে আমরা যেমন নয়নে নয়নে তাঁহাকে দেখিব, তেমনি যখন জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে, তখনই অব্যবহিত রূপে তাঁহার স্পষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিব। ইহা সত্য যে তিনিই পুস্তক গুরু এবং প্রচারক সকল প্রেরণ করেন, কিন্তু তত্রাপি যখন দেখেন যে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণ সহস্র সহস্র ভ্রমে পড়িয়াছে তখন তাহাদের হৃদয়ে আপনি অবতীর্ণ হইয়া সন্তানদিগের ভ্রম সংশয় বিনাশ করেন। স্পষ্ট রূপে তাঁহার বাক্য না শুনিলে শিষ্যের নিস্তার নাই। যখন শিষ্য কাতরপ্রাণে এই কথা বলে, "হে ঈশ্বর আমি তোমার কথা শুনিতে চাই আমি কোন্ পথে যাইব কি করিব জানি না" তখন পিতা সেই সন্তানের প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টি করিয়া বলেন তোমার গুরুর প্রয়োজন নাই, বাহ্য জগতের প্রত্যাদেশ প্রয়োজন নাই, আমি স্বয়ং তোমার সঙ্গে কথা বলিব।" এই কথা শুনিয়া শিষ্য চমৎকৃত হন। কোথায় হইতে এই কথা আসিতেছে? ইহা কি মেঘ গর্জ্জন? না বাহিরের কোন গুরুর শব্দ? ইহা কি মেদিনী বিকম্পিত করিয়া কোন গভীরতম স্থান হইতে উদ্ভূত হইল, কি কোন ঊর্দ্ধতম স্থান হইতে আসিল? না ইহা গম্ভীর নিস্তব্ধ নিরাকার ঈশ্বরের বাক্য। সেই গুরুর কথা শুনিবামাত্র শিষ্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইলেন। জগৎ যাহা সহস্র বৎসরেও বুঝাইতে পারিল না, সেই পরম গুরু নিমেষের মধ্যে আপনার শিষ্যকে সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যান সেখানেই গুরুকে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পান এবং তাঁহার সত্যের পরাক্রম দেখিয়া চমৎকৃত হন। কত লোক নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ভাল ঈশ্বরের আদেশ শুনিলাম; কিন্তু সেই আদেশ পালন করিবার জন্য বল কোথায় পাইব? যিনি যথার্থই ঈশ্বরের আদেশ বিশ্বাস করেন তিনি বলেন যেখান হইতে জ্ঞান আসে সেখান হইতেই বল আসে। জ্ঞান কি? স্বয়ং ঈশ্বর। বল কি স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বর জ্ঞান দিলেন অথচ বল দিলেন না, ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিই কেবল এই কথা বলিতে পারে আমিত বল দিবার জন্য আসি নাই, আমি জ্ঞান দিলাম; কিন্তু বল দিবার জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু ঈশ্বর যখন আদেশ করেন, তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল দেন। তাঁহার আদেশ শুনিলে যে মেষের ন্যায় দুর্ব্বল ছিল সে সিংহের ন্যায় বল বিক্রমশালী হইল। মনুষ্য যখন গুরু হয়, এবং পুস্তক যখন উপদেষ্টা হয়, তাহারা কেবল নির্জীব জ্ঞান দেয়। কিন্তু ঈশ্বর যখন উপদেশ দেন তখন জ্ঞান বল উভয়ই একত্র হয়। তখন আত্মার মূল দেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হয়, এবং মন বিকম্পিত হয়। ঈশ্বর যখন কথা কহেন, আমাদের শরীর মন আলোকিত হয়। তিনি আমাদের এমন কথা বলেন না যে তাহা শুনিয়া আমরা নির্জীব থাকিতে পারিব। হে ব্রাহ্মগণ! বিশ্বাস কর, তিনি কথা বলিবেন। ঈশ্বর যেখানে নাই সেখানে তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া কত লোক আপনাদের কল্পিত ভাবকে তাঁহার আদেশ বলে; কিন্তু যেখানে তিনি আছেন, এবং যেখানে তিনি সর্ব্বদা কথা বলিতেছেন ব্রাহ্মেরা বলেন কিনা, তিনি সেখানে নাই এবং তিনি কথা বলিতে পারেন না। যে কথা তাঁহার নয় তাহা আমরা তাঁহার কথা বলি, এবং যাহা তাঁহার কথা তাহাই কল্পনা বলি।

তোমরা কেন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছ? তোমাদের মধ্যে যদি এক জনও বল আমার ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়াছে বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তবে আমি বলিতেছি, স্থির হও। দেখ ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, এই জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ। ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মবুদ্ধি বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। প্রত্যেক সাধু কার্য্য, হে ভক্ত

ব্রাহ্ম! ঈশ্বর বলিতেছেন এই জন্য কর। যখন ঈশ্বর বলিবেন সন্তান আহার কর, তখন মুখে অন্ন গ্রাস দিবে, যে পুস্তক তিনি পাঠ করিতে বলিবেন, তাহা পাঠ করিবে, যেখানে তিনি যাইতে বলিবেন সেখানে যাইবে, যেখানে যাইতে তিনি নিবারণ করিবেন, সেস্থানে প্রাণ থাকিতেও যাইও না। যাঁহাকে তিনি আনিয়া দিবেন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবে। যদি বল কিরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ শুনিব? সাধন কর; প্রতিদিন প্রতীক্ষা কর, সেই কোলাহলশূন্য শান্তিরাজ্যে প্রবেশ কর, প্রতিদিন উপদেশ আসিবে। শরীর মধ্যে রক্ত যেমন আপনি চলিতেছে তেমনি ব্রহ্ম সত্যরূপ রক্ত হইয়া তোমাদের আত্মার মধ্যে সঞ্চালিত হইবেন। আপনাপনি উপদেশ আসিবে এবং তাহা সহজেই পালন করিতে পারিবে। যখন প্রার্থনা করিতে বসিবে, তাঁহার নিকট সমস্ত দিনের কার্য্য বলিয়া লইবে। যদি একটী কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয় তিনি তাহাও বলিয়া দিবেন। যদি জীবনের এই সমুদয় কার্য্যের জন্য ঈশ্বরে নির্ভর কর তবে আত্মাতে আর ঈশ্বরের আদেশ কদাচ অস্পষ্ট বোধ হইবে না। আত্মা একটী উৎকৃষ্ট যন্ত্র স্বরূপ; কিন্তু এখন তাহা প্রকৃতিস্থ নহে, এজন্য ইহার মধ্যে সর্ব্বদা ব্রহ্মনাম এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারি না। জগৎ প্রকৃতিস্থ এই জন্য ইহা সর্ব্বদা পিতার নাম গান করে। আত্মা চেতন পদার্থ; ইহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে এ জন্যই ইচ্ছা সময়ে সময়ে যখন বিকৃত হয় ইহার মধ্যে তখন ব্রহ্মনাম প্রতিধ্বনিত হয় না। সকল দেশে এবং সকল যুগে, যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন, যে অন্তরের ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলে সেখানে পিতার প্রমুখাৎ পরিত্রাণপ্রদ উপদেশ লাভ করা যায়। কাতর হৃদয়ে পিতার সন্নিধানে গমন করিলে মধুরবচনে তাঁহার উপদেশ লাভ করি। তিনি স্বয়ং আমাদের নেতা হইয়া দিন দিন আমাদিগকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করুন।

হে দয়াময় দীনবন্ধু! চিরকালের পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে বার বার ধন্যবাদ করি যে তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ। এক দিনের জন্যও যদি তোমার মুখ দেখিতে না পাইতাম তবে আমাদের কত দুর্দ্দশা হইত। আমাদের প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ দয়া এই যে, তুমি আমাদের ন্যায় নারকীদিগকে তোমার মুখ দেখিতে দিয়াছ, এবং তোমার কথা শুনিতে দিয়াছ, কত মুখ দেখিলাম; কিন্তু তোমার মুখের মত সুন্দর পদার্থ আর কোথায়ও নাই। আবার জগদীশ! যখন আর কাহারও কথা ভাল লাগে না তখন কেবল তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কথা যেমন অমূল্য এবং মিষ্ট পৃথিবীতেত আর তেমন কথা শুনা যায় না। পুস্তক পাঠ করি, সাধুর কথা শ্রবণ করি, কিন্তু তাহাতেও বল নাই। কিন্তু তুমি যাহা বল তাহা প্রবল শাস্ত্র করিয়া প্রেরণ কর। নাথ! তুমি কি পামরসন্তানদিগের গুরু হইবে? তুমি উপদেশ না দিলে আর বাঁচিনা। আর সকলের কথা কেমন কর্কশ লাগে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অনিষ্ট হয়; এখন ইচ্ছা হয় কেবল দিন রাত্রি তোমার কথা শুনি। আমাদের কর্ণে তোমার বাক্য শুনাও, এবং আমাদিগকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমাদের অন্তরে সত্যের আলোক প্রেরণ কর। তোমার কথা যাহাতে শুনিতে পাই এমন অনুগ্রহ কর। যখন চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন কোন্ পথে যাইব বলিয়া দিও। যখন পাপ বিকারে মৃতপ্রায় হই তখন বজ্রধ্বনিতে জাগাইয়া দিও। এই অধমসন্তানদিগের প্রতি রোজ রোজ কি আজ্ঞা হয় বলিয়া দিও এবং সেই আজ্ঞা যেন পালন করিতে পারি এমন ক্ষমতা দিও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্রশ্ন। স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর। মনুষ্য প্রকৃতি কেবল পুরুষের প্রকৃতি নয়, নারীর প্রকৃতিও তাহার অর্দ্ধাঙ্গ। মনুষ্য প্রকৃতির যে অংশ নারীদিগের মধ্যে আছে, তাহা পুরুষের মধ্যে নাই, তাহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতির বাস্তবিক হীনাবস্থা, তাই তাহার উন্নত ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। তথাপি এদেশীয় মাতাদিগের স্নেহ, বিধবাদিগের কঠোর ব্রতনিষ্ঠা এবং অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তির পত্নীদিগের সাধুতা দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ নারীর জীবন দেখিয়া নারীজাতির প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা অসম্ভব। কতক গুলি সদগুণ দেখিয়া যেমন ভক্তি হয়, আবার কতক গুলির অসদাচার দেখিয়া ও দারুণ ঘৃণা জন্মে। এক স্ত্রীলোকের একসময় দেব প্রকৃতি, আবার অন্যসময়ে তাহার আসুরিক মূর্ত্তি দেখা যায়। এইজন্য আমাদিগকে প্রথমে একটী সাধারণ নারী প্রকৃতি আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইলে বিশেষ বিশেষ নারীকে বিশেষ রূপে দেখিয়া তৎপ্রতিও শ্রদ্ধা হইবে। খৃষ্টানদিগর মধ্যে Christi ncarnate মনুষ্যমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আকার, এই বিশ্বাসটী যদিও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গূঢ় অর্থ আছে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। মূল সাধারণ একটী মনুষ্য প্রকৃতি অতি পবিত্র, তাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে অবিকৃত ভাবে আসিয়া অল্প বা অধিক পরি-

মাণে প্রত্যেক মধুষ্য প্রকৃতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হইলে প্রত্যেক মনুষ্য সেই স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া প্রত্যেককে ভাই বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে মন সহজে ধাবিত হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য দেখিলে দোষ গুণ উভয়ই দেখিয়া ঘৃণা ও শ্রদ্ধা যুগপৎ দুই ভাবই উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই মূল সাধারণ প্রকৃতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্য মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে। তেমনি প্রত্যেক নারীকে ভগিনী বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার উপায় সেই মূল সাধারণ নারী প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত একটী নারী প্রকৃতি, ঈশ্বরের কোমল স্বভাবের অনুরূপ। তাহা পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের হস্তে হইকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক নারীতে আছে। এই রূপ ঈশ্বরের সহজ সম্বন্ধ ধরিয়া না দেখিলে দুই একটী বিশেষ বিশেষ স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত এক এক সময় দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা রাখিতে পারা যায় না। রোমান্ কাথলিক খৃষ্টানেরা মেরীকে স্ত্রী প্রকৃতির আদর্শ মনে করিয়া স্ত্রীজাতিকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে এমন স্ত্রীলোকের ও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকা তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা উপরে। এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা ইংরেজদের অতেক সুবিধা দেখা যায়।

স্বর্গরাজ্য।

১

নাহি যথা রোগ শোক ক্রন্দন বিলাপ।
মৃত্যু ভয় আর্ত্তনাদ বিষাদ সন্তাপ।
সুখ সমীরণ সদা করে সঞ্চরণ।
পরম সুন্দর সোভা হৃদয় রঞ্জন।
হায় শান্তি নিকেতন।
সেআনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

২

হিংসা দ্বেষ পর নিন্দা বিবাদ কলহ।
কুটিলতা প্রবঞ্চনা অহংকার মোহ।
প্রবেশিতে অধিকার নাহিক যথায়।
উদার প্রণয়ে বদ্ধ জীব সমুদায়।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

৩

শঠতা স্বার্থপরতা কেহ নাহি জানে।
সকলে সমান জ্ঞান ভ্রাতৃভাব মনে।
সরল স্নেহেতে পূর্ণ উন্মুক্ত হৃদয়।
প্রেমে বিগলিত চিত্ত নর নারী চয়।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

৪

প্রলোভন নাহি যথা, হয় প্রলোভন।
দুরন্ত রিপুগণের নাহি আক্রমণ।
বিষয় বিষয়ী ধরে পবিত্র প্রকৃতি।
পুণ্যের সাগর ব্রহ্মে থাকে সদা মতি।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

৫

সংসারের গভীর যাতনা পাশরিয়ে।
পাপী ভাসে শান্তিনীরে জীবন্মুক্ত হয়ে।
আনন্দে মধুর স্বরে গায় ব্রহ্ম নাম।
ভক্তি সুধা রস পান করে অবিশ্রাম।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াবনয়ন।

৬

পবিত্র সীতল বায়ু বহে নিরন্তর।
পরশে জুড়ায়ে দগ্ধ তৃষিত অন্তর।
উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ অনন্ত আকাশ।
দেবগণ যথায় করেণ সুখে বাস।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

৭

ইহকাল অনন্ত কালে মিলেছে যেখানে।
জীবিত সকল লোক অনন্ত জীবনে।
নিরবধি ভাবরসে উৎফুল্ল হৃদয়।
অনন্ত প্রেমের উৎস উৎসারিত হয়।
হায় শান্তিনিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

৮

দূর হতে দেখিয়াছি অনুপম সোভা।
অন্ধকার মাঝে যেন বিদ্যুতের আভা॥
তাই আশা পথ চেয়ে আছি দিবানিশি।
কেমন হেরিব প্রেম পূর্ণিমার শশি।
হায় শান্তি নিকেতন।
সে আনন্দ ধামে কবে, যাইব আমরা সবে,
নিরখিয়ে প্রেমময়ে জুড়াব নয়ন।

সম্বাদ।

পাঠকগণ! একটী শোকাবহ ঘটনা শ্রবণ কর। আমেরিকাস্থ ব্যাপটিষ্ট প্রচারক হগ্ সাহেব দীক্ষিত

করিবার মানসে পাউনাল সাহেবকে এক নদীর জলে অভিষিক্ত করিতে যান। ঘটনাক্রমে দুই জনেই তাহার প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া শেষে জলনিমগ্ন হইলেন। ধর্ম্ম প্রচারক হগ সাহেব কোন ক্রমে সন্তরণ দিয়া তটে উপনীত হইলেন কিন্তু দুঃখী পাউনাল সাহেব আর কূলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অতলস্পর্শ গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন, কেহই দেখিতে পাইল না। নব জীবনের এই প্রারম্ভই বটে। এরূপ মারাত্মক অভিষেক প্রণালী খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে অদ্যাপি থাকিবে? এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য খৃষ্টসমাজে এই রূপ জঘন্য আচার কি এখনও বিরাজ করিবে?

বিলাতে কনেক্টীকট নামক স্থানে কোন ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে বর্লি নামে একজন রমণী উপদেষ্টা ও আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার উপাসক মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, "এতদিন আমরা আপনার কঠোর প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীজাতির কোমল প্রকৃতি লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নারীজাতীর স্বর্গীয় ভাব পুরুষ জাতির হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হইলে প্রকৃত সুন্দর পবিত্র সমাজ সংগঠিত হইতে পারে না।" পৃথিবীর সকল স্থানেই নারী জাতির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। যতদিন নারীজাতি আপনাদের পবিত্র আদর্শ উপলব্ধি করিয়া উন্নত জীবনের সোপানে আরোহণ না করেন এবং পুরুষ জাতির আত্মার অপবিত্র শোণিতের মধ্যে তাঁহাদের কোমল প্রকৃতির পবিত্র স্রোত প্রবাহিত না হইবে ততদিন উভয় জাতির বিশুদ্ধ জীবন লক্ষিত হইবে না।

পাঠকগণ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিতের প্রযত্নে ও উৎসাহে নগরার নিকটবর্ত্তী আকনা গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। নবীন বাবু একজন প্রসিদ্ধ পূর্ব্বতন ছোট আদালতের সুবিচারক জজ, এক্ষণে প্রাচীন হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া পেনসন পাইতেছেন। তিনি একজন পুরাতন ব্রাহ্ম। অনেক দিন হইতেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ। এক্ষণে নিজ গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ধর্ম্মের আলোচনায় জীবন অতি বাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। তথায় ব্রাহ্মজীবনের প্রকৃত প্রেম ঈশ্বরভক্তি ও পবিত্রতার রমণীয় সৌরভ বিস্তৃত হইলে অনেক দীন দুঃখী পাপীতাপীর মন বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

বর্দ্ধমানের মহারাজার স্থাপিত চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজটী আজ মাস দুই হইল উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি বৈতনিক লোক দ্বারা কখন কি ব্রাহ্মসমাজ চলিতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মের স্বর্গীয় জীবনের উপরে নির্ভর করিতেছে। যে ব্রাহ্মসমাজে একটীও বিশুদ্ধ অগ্নিতুল্য সজীব ধর্ম্মজীবন লক্ষিত হইয়া থাকে সেই সমাজের স্থায়িত্ব কথা অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা মহারাজাকে একটী বলিতেছি যদি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ থাকে তবে তিনি অর্থ দ্বারা প্রকাশ না করিয়া জীবনের দ্বারা তাহা প্রকাশ করুন।

তেলেন্দা মালপাড়া একটী সামান্য পল্লীগ্রাম। তথায় কতকগুলি চাষা ব্রাহ্ম হইয়াছেন। অনেকেরই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছে। এরূপ সামান্য লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইলে ধর্ম্মের আধিপত্য ও গৌরব প্রকাশ পায় না।

আমরা পুনরায় বলিতেছি যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পরিণীত হইয়াছেন তাঁহারা যেন অতি ত্বরায় স্বীয় স্বীয় নাম ধাম ও বিবাহ কালীন দিন বয়স ও স্থান ও স্ত্রীর পিতার নাম প্রেরণ করেন। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা অনুমোদন করেন না তাঁহাদের প্রতিও আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন একটা সামান্য মতের জন্য কিম্বা জাত্যভিমান রক্ষার নিমিত্ত ভাবী সন্তান সন্ততিকে দুঃখ ও কলঙ্কের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া না যান। কারণ বিবাহ বৈধ না হইলে তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধিও নাই কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ হিন্দু সমাজের মধ্যে নিতান্ত ঘৃণিত রূপে যে ব্যবহৃত হইবেন ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। অতএব আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন অন্ততঃ তাহাদের মুখ চাহিয়া নামাদি প্রেরণ করেন।

আমাদের পাঠকগণ ব্রাহ্মসমাজে ডল সাহেবের যোগ দান করিবার কারণ জানিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন। ডল সাহেব যে কোন আধ্যাত্মিক কারণে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা আমরা কর্ত্তব্যবুদ্ধি সহকারে কিরূপে বলিব? তিনি এখন সাধারণের নিকট অনেক নামে পরিচিত হইতেছেন। কখন খৃষ্টীয়ান ব্রাহ্ম, কখন বা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, আবার কখন খৃষ্টের শিষ্য ব্রাহ্ম, এই রূপ বিবিধ নামে সাধারণের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহা দ্বারাই পাঠকবৃন্দ প্রতীতি করুন তাঁহার অভিসন্ধি কিরূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত। তিনি নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। অবশ্য সময়ে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কিছুদিন প্রতীক্ষা করুন, নিশ্চয় তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। কিন্তু আমাদের একান্ত বাসনা যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র রস পান করিয়া কৃতার্থ হন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২রা পৌষ তারিখে মুদ্রিত হইল।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ
২৪ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৭৯৩ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ৩

বৎসর শেষের প্রার্থনা।

হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! তুমি প্রতিপদার্থে প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় নিয়ত দীপ্যমান রহিয়াছ। তোমার ইচ্ছাতে জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, পর্য্যায়-ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। তোমার যে সুনিয়মে, মুহূর্ত্ত পল, দিবস রজনী, পক্ষ মাস, বৎসর যুগ অবচ্ছিন্ন ভাবে কাল পরি-চ্ছেদ করিতেছে, তোমার যে সুশাসনে রোগ শোক দুঃখ সন্তাপ এ সকল সুন্দর রূপে শাসিত হইতেছে; তোমার সেই ইচ্ছাতে সেই সুনিয়মে, সেই শাসনে আমাদের জীবনেরও এক বৎসর গত হইল। এই এক বৎসরের মধ্যে তোমার ধর্ম্মজগতের কত ব্যাপার সন্দর্শন করিলাম, ব্রাহ্মসমাজেও কত উন্নতি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। প্রভো! বিগত বৎসরের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে যে বিবা-দানল প্রধুমিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি নির্ব্বা-পিত হইল না। ব্রাহ্মসমাজ কেবল সমস্ত বৎসর ঘোর পরীক্ষাতে আন্দোলিত হইল। নাথ! ভাবিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে শত্রুতা বিদ্বেষ নিন্দা কটুকাটব্য প্রয়োগ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করিতেও ত্রুটি করিলেন না। দীননাথ! এই এক বৎসর কাল সত্যকে রক্ষা করিতে গিয়াও ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া কত অসদ্ভাব অক্ষমা ক্রোধ ঔদ্ধত্য দুর্ব্বি-নীত ভাব প্রকাশ করিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে গেলে বিলজ্জিত হই। আমরা তোমার পরিবারের নিকটস্থ ব্যক্তিগণের প্রতিও কত অসাধু ব্যবহার করিলাম, অসম্মিলন জন্য তাঁহাদের গুণের প্রতি অন্ধ হইয়া দোষ দর্শনে কতবার ব্যকুল হইয়াছি। কতবার তোমার পরিবারে পরিবারে যাহাতে বিচ্ছেদ হয় তাহা সম্পাদন করিতেও নিরস্ত হই নাই? পিতা আর কি বলিব আমাদের অসাধু দৃষ্টান্তে কত শত ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয় অশান্ত ও দুঃখিত হইয়াছে। হয়ত কত ব্রাহ্ম ভ্রাতা আমাদের বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হে চিরশান্তির প্রস্রবণ! বিধিমতে তোমার গৃহের অনিষ্ট সাধন করি-য়াছি। আমরা তোমার পরিবারের অনেক অশান্তি উৎপাদন করিয়াছি। পিতা এই এক বৎসর তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী। ক্ষমা প্রর্থনা করিতেও লজ্জা হয়। কতবার ক্ষমা প্রার্থনাও করিলাম আবার বিবাদ করিতেও ত্রুটি করিলাম না, ভ্রাতাদের সহিত বিরোধ করিতেও উদ্যত হইলাম।

পিতা এই বিষাক্ত মনে কি রূপে তোমার নব বর্ষের নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করিব, কি প্রকারে তোমার ধর্ম্মরাজ্যের অভিনব ভাবের সহিত যোগদান করিব। হে সত্যের পরমাশ্রয়! এই প্রার্থনা যেন আর আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘৃণা শক্রুতা অসম্মিলন অসন্তোষ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অবস্থিতি না করে, আর যেন ব্রাহ্মসমাজকে বিবাদের আলয় করিয়া না তুলি। তোমার চির অনুরক্ত হইয়া যেন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারি। হে চিরমঙ্গলের উৎস! যদিও তোমাকে অবমাননা করিয়া কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়াছি, তথাপি তুমি তোমার রাজ্যের অনেক গূঢ় সত্য প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ করিয়াছ। তুমি দীন দুঃখী বলিয়া আমাদিগকে অন্যদিকে কতশান্তি পবিত্রতা বল ও তোমার কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছ। ধন্য ধন্য জগদীশ! তোমার মহিমা কে বুঝিবে? আমাদের জীবনের অসারতা দূর কর, তোমার সরল ভক্ত কর। ভাতৃভাবে ও প্রণয়ে আমাদের পরীবারবর্গের জীবন সুদৃঢ় রূপোআবদ্ধ কর। পিতা আগামী বর্ষে যেন সত্য প্রেম পবিত্রতা কর্ম্মশীলতায় জীবন পরিপূর্ণ করিয়া উপাসনা প্রার্থনা ভক্তিতে উন্নত হইয়া তোমার চিরানুগত হইতে পারি।

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য।

দশর্নশাস্ত্রবেত্তারা পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য কার্য কারণ সম্বন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হন। ভূতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা ভূগর্ভের অনুপম কৌশল ও পৃথিবীর স্তরে স্তরে অবস্থান জনিত তন্মধ্যস্থিত অপূর্ব্ব যোগ নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহ উপগ্রহগণের গতি সন্দর্শন করিয়া সেই অনন্ত জ্ঞানজলধির অপূর্ব্ব মহিমাতে বিস্মিত হইয়া যান। কিন্তু কে এই সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্তা অদ্বিতীয় পরম পুরুষের অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আকৃষ্ট হন? পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়স্থ সাধকগণই তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন হন, সাধারণতঃ সমস্ত ভক্তবৃন্দই তাঁহার অমৃতসমান সুমধুর নিষ্কলঙ্ক নাম কীর্ত্তন করিতে উন্মত্ত হন, কত কর্ম্মশীল সাধু পুরুষ তাঁহার ইচ্ছা পালনে লালায়িত হইয়া আপনার শরীরের শোণিত দিয়াও মানব সাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অভিলাষী। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি আপনার আত্মার মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ পরম সুন্দর পরমেশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া দেখিতে না পাইলে ও তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া পূজা করিতে না পারিলে ভক্তের জীবন বিশুদ্ধ ও রমণীয় হয় না। তাঁহারা কখন নির্ম্মল শান্তি ও পুণ্যের নিষ্কলঙ্ক মনোহর চন্দ্রমা দর্শনে প্রফুল্লিত হইতে পারেন না। সাধু সজ্জনগণ স্বকীয় চিত্তক্ষেত্রে পিতার পবিত্র সত্তা দর্শন করিয়া অন্তরে যে সুখানুভব করেন তাহার নিকট পৃথিবীর তাবৎ সুখ তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষিত হয়। সে সৌন্দর্য্য পবিত্রতার সার, তাহাতে একবার মোহিত হইলে আত্মার অস্থি মাংস পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, চিন্তা ও ইচ্ছার স্রোত স্বভাবতঃই পবিত্রতার দিকে ধাবিত হয়, লোভ কামনা অপবিত্র পথে আর কদাপি গমন করিতে পারে না। অতএব তাঁহার মত সুন্দর কি আর এমন কোন পদার্থ আছে যাহা দর্শনে হৃদয় চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইতে পারে? অন্য পদার্থের শোভা সন্দর্শনমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার শোভন মূরতি অবলোকনে দর্শন লালসা আরও প্রবলতর হয়। অপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইলে তাহার সহিত আর কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না; কিন্তু তাঁহার শোভা যতই দেখ ততই তাঁহার সহিত নিকটতর হইতে ইচ্ছা হয়, ততই তাঁহাকে আরও অন্তরের অন্তর করিবার অভিলাষ হয়। বাহ্য

সৌন্দর্য্যে কেবল হৃদয়ের ক্ষণ কাল সুখানুভব, কিন্তু তাঁহার শোভনীয় কান্তি প্রতীতি করিলে প্রেম উথলিত হইয়া উঠে। বাহিরের সুন্দর পদার্থ দেখিলে তদ্গত যোগ সামঞ্জস্য আত্মার মধ্যে আনয়ন করিতে পারা যায় না; কিন্তু পরম সৌন্দর্য্যের চির উৎস পরমেশ্বরের মনোহর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহার যোগ সামঞ্জস্য আত্মাতে আনিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়। বাহ্য পদার্থের সৌন্দর্য্য পুরাতন হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য নিত্য নূতন বলিয়া প্রতীত হয়। বাহ্য পদার্থের শোভা কেবল ভাবের উপর, কিন্তু তাঁহার রমণীয় ভাব আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় জীবনের উপর; অন্য সৌন্দর্য্য অতি সামান্য ক্ষুদ্র, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য সাগর সমান, যতই তাহাতে ডুবিবে ততই দেখিবে উহা অতলস্পর্শ, উহার গভীরতা স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। এরূপ সৌন্দর্য্যসাগরে যিনি অবগাহন করেন তাঁহার আত্মা চির সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় কোমলতায় আর্দ্র হয়। ব্রাহ্মগণ! একবার দেখ তিনি কেমন সুন্দর। সে প্রফুল্লানন একবার দেখিলে আর কি তাহা ভুলিতে পার?

সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর অনন্ত জ্ঞান শক্তি প্রেম পবিত্রতায় পরিপূর্ণ; এই সকল গুণের জন্যই কি তিনি অধিক সুন্দর, না তাঁহার সৌন্দর্য্যের অন্যতর কোন কারণ আছে? আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় স্থানে প্রবেশ কর কি দেখিবে? দেখিবে যে, পাতকী নরাধম মনুষ্যের সহিত সেই বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর মিলিত হইয়া বসিয়া থাকিতে চান, তিনি তাঁহার রাজ্যের গোপনীয় কথা মনুষ্যকেই বলিতে ভাল বাসেন, কেবল ভাল বাসেন তাহা নহে; কিন্তু স্বর্গীয় সম্পত্তি পাপী মানবকেই দিবার জন্য ব্যস্ত হন। ইহার অপেক্ষা সৌন্দর্য্য আর কি হইতে পারে? এই গুণে তাঁহার রমণীয়তা সহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রে ধূলিসমান অসার মনুষ্য! তুমি কে যে, তিনি তোমার জন্য এত ব্যস্ত? হায়! পৃথিবীর লোক যে তোমাকে স্পর্শ করিতে চায় না সেই তোমাকে তিনি হৃদয়ে রাখিবার জন্য তোমার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তুমিও যেমন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে চাও, মনে কর তিনিও কি তোমার কাছে কিছু চাহেন না? তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবার জন্য লালায়িত। তুমি তাঁহাকে চাও আর না চাও তিনি তোমাকে না চাহিয়া থাকিতে পারেন না। এ সকল ভাব মনে করিলে কি তাঁহাতে হৃদয় প্রমুগ্ধ হয় না? কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটী সুন্দর ভাব তাঁহাতে লক্ষিত হয়। তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তরে দেখা দিতে আসেন, সামান্য ভাবে উপস্থিত হন, তাহাতে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। তিনি বজ্রধ্বনি প্রকাশ করিতে করিতেও আসেন না, কোন অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে করিতেও সমক্ষে আবির্ভূত হন না; তাঁহার স্বভাব এরূপ মধুর যে তিনি স্বয়ং অদৃশ্য ভাবে অকিঞ্চনের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের সহিত তাঁহার এতদূর বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে তিনি আমাদের অন্তরে গূঢ় যোগে আবদ্ধ হইতে চান, ইহার মত রমণীয় ভাব আর কি আছে? আমরা যতই মনোরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি ততই দেখি তাঁহার সৌন্দর্য্য অতি গভীরতর হইয়া আত্মার সমস্ত প্রকৃতিকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। এমনি আশ্চর্য্য যে তাঁহার সে সৌন্দর্য্যের নিকট হৃদয়ের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, জীবনের কোমল ভাব অধিকতর হয়। তিনি সুন্দর এই বলিয়া যিনি তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন তাঁহার মনের যাবৎ বৃত্তি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়, হৃদয় ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ! বল দেখি এখনো কি আমরা পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা তাঁহাকে পরম সুন্দর বলিয়া পূজা করিয়া

থাকি? তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর বলিয়া না দেখিলে পাপপ্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত হয় না। প্রলোভন হইতে অন্তর চির দিনের জন্য মুক্ত হইতে পারে না। সাধকের সকল শোক সন্তাপ তাঁহার দর্শনে চলিয়া যায়। ব্রাহ্মগণ! তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া উপাসনা কর, তাঁহাকেই মনোহর রমণীয় বলিয়া প্রেমিক হও।

আসুরিক ধর্ম্ম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্লেটো ও আরিষ্টটল পূর্ব্বতন গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রবিৎপণ্ডিত। তাঁহারাই যে প্রথমতঃ দর্শনশাস্ত্রকে জীবন ও অবয়ব দিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্লেটো ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে পিউসিপস্ জেনোক্রেট্স পলিমন, ক্রেট্স ও ক্রান্টর এই পাঁচজন শিষ্য জীবিত ছিলেন। ইঁহারাই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস সহকারে তাঁহাদের প্রবর্ত্তকের দর্শনের মত পরিপোষণ করিয়াছিলেন। সিসিরো বলেন যে, তিনি শেষে এতদূর মায়াবাদ মতের প্রতিপোষক হইয়াছিলেন যে, অন্তর্জগৎ কিছুই নয় শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরিষ্টটল মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর, ডিসায়ার্কস্ নামে তাঁহার এক জন প্রধান শিষ্য অতিশয় গোঁড়া রকমের জড়বাদী হইয়া পড়িলেন। সিসিরো বলেন যে, ডিসায়ার্কসের মতে আত্মা কিছুই নহে কেবল শব্দমাত্র, সমস্ত শরীরে একটী জীবন সঞ্চারিত হওয়াতেই ক্রিয়া ও অনুভবশক্তি প্রকাশ পায়। আত্মা শরীর হইতে বিভিন্ন নহে, বিবিধ উপাদান সম্মিলিত আকৃতি মাত্র, এবং সেই সংযোগের ফলস্বরূপ জীবন ও বোধশক্তি। আরিষ্টটলের অন্যতর শিষ্য আরিষ্টোজেনস একজন প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন, তিনি বলিতেন যে শারীরিক জীবনী শক্তির নামই আত্মা, সামঞ্জস্য যেমন সঙ্গীত বিদ্যার মুল, তদ্রূপ শরীর সম্বন্ধে আত্মা। আরিষ্টটলের অপর শিষ্য ষ্টেটো বলিতেন সমস্ত বাহ্য জগতের অন্ধ শক্তির নামই ঐশিক জ্ঞান ও শক্তি, এতদ্ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অন্য কোন স্বতন্ত্র পুরুষের উপপাদন করিবার প্রয়োজন করে না। জগতের প্রত্যেক ঘটনা কার্য্য কারণ সংযোগে ও পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে সম্পাদিত হইতেছে। জগৎ একটী যন্ত্রমাত্র, ব্যাপ্তি কেবল বস্তুগতদূরত্বের সম্বন্ধ, ও সময় কেবল ঘটনার যোগ! মনোবিজ্ঞানের প্রত্যেক বিষয় আপেক্ষিক, সত্য মিথ্যা কেবল বাক্যেরই রূপান্তর। বিজ্ঞ পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করুন জড়বাদিগের প্রমাণ ও যুক্তি পূর্ব্বেও যেমন এখনো সেইরূপ। পূর্ব্ব হইতে আধুনিক কম্‌টি প্রভৃতি মহা মহা জড়বাদী দর্শনশাস্ত্রবেত্তারা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এক রূপ যুক্তিই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আত্মা ও ঈশ্বররের অস্তিত্ব যে প্রত্যক্ষ ব্যাপার তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ঈশ্বর ও আত্মা মত নহে; কিন্তু ইহা একটী সত্য ঘটনা। তাঁহারা যতই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সে কেবল স্বকপোলকল্পিত মতের উপর নির্ভর করিয়া। প্রকৃতি হইতে যাহা সমুত্থিত হয় তাহাই নিশ্চয় ধ্রুব সত্য, তাহাই বিশ্বজনীন ঘটনা। কত শত ব্যক্তি যে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল? যাহা হউক এই রূপ শুষ্ক নির্জীব পার্থিব ভাবগত মতই এপিকিউরিয়ানিজম মতের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ঐ সময়েই ঐরূপ জীবন মত হইতে এপিকিউরিয়ানিজম সমুত্থিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি ইহা কোন দার্শনিক বা ধর্ম্মবৈজ্ঞানিক মত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? আমরা যত দূর দর্শন করিয়াছি তদ্দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহা অধিকাংশ নীতিগত মত হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার সমস্ত তত্ত্ব অবশেষে নীতি শাস্ত্রেই পরিণত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত একেশ্বরবাদী নিউম্যান সাহেব বলেন যে, যখন রাজনীতি অতিশয় অপবিত্র হয় তখন স্বভাবতঃ এপিকিউরিয়ানিজিমের অর্থাৎ আসুরিক ধর্ম্মের ভাব সর্ব্ব দেশে সকল জাতির মধ্যেই উত্থিত হইয়া থাকে। রাজনীতি দূষিত হইলে স্বজাতীয়তার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে সুখাভিলাষ ও স্বার্থপরতা দেশস্থ সমস্ত লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং কার্য্যতঃ সকলই এপিকিউরিয়ান অর্থাৎ সংসারী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। রাজনীতিই একটী জাতির নীতিগত হৃদয় এবং উহাই একটী সাধুতা অসাধুতার প্রবল প্রচারক। দুরাচার পাপাসক্ত জাতি দুর্নীতি ও ব্যভিচারের সূচনা মাত্র। যে রাজনীতি বিশুদ্ধ নীতি, উচ্চ জ্ঞান পবিত্র ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত; সেই রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাগণই বিশেষ সৌভাগ্যশালী, তাঁহারাই যথার্থ পবিত্রতর সুখের অধিকারী। এদিকে গ্রীসও ঐ সময়ে অতিশয় সুখাভিলাষী হইয়া উঠিল, অনেকেই স্বেচ্ছাচারী ও পার্থিব সুখের অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকিত। সেই সময়ে এই আসুরিক ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। খৃষ্টীয় শকের ৩৩৭ বৎসর পূর্ব্বে এপিকিউরস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলিতেন যে সেই ধর্ম্মই প্রয়োজন যদ্দারা মনুষ্য প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। যে সকল বিষয় মানবমণ্ডলীর যথার্থ পথ অপরিজ্ঞাত রাখিয়াছে তাহা তাহার কল্পনা, কুসংস্কার, ভ্রম, অজ্ঞানতা। তিনি আরও বলিতেন যে, এই অজ্ঞানতা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ মানবজীবনের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধের অপরিজ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা ভয় ও আশার প্রলাপ জনিত অন্তরের অনর্থক দুঃখ ও কুসংস্কার। বিশেষতঃ মনুষ্যের অন্যতর অজ্ঞানতা অতিশয় ভয়ঙ্কর। যে অজ্ঞানতার জন্য প্রতিজনকে প্রকৃত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় তাহা কেবল আপনার প্রকৃতি ও স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও শক্তির প্রকৃত তত্ত্ব অনবগত থাকা। অতএব মানবপ্রকৃতির যথাবিহিত জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহা হউক এপিকিউরস যে এক জন সচ্চরিত্র চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমরা বারান্তরে তাঁহার অন্যান্য মত প্রদর্শন করিব।

ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ।

কয়েকবার হইল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অতি নিগূঢ় উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। আমরা উপাসকলমণ্ডলীর যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প লোক ইহার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনের মধ্যে নিগূঢ় সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। বিশেষতঃ গতবারে প্রার্থনা বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা অতিশয় গভীর। আমরা এবার সেই বিষয়টী সমালোচনা করিতেছি।

আচার্য্য মহাশয় বলেন চাওয়া ও পাওয়া এই দুইটীর একত্রিত সমষ্টির নাম প্রার্থনা। কেবল চাওয়াও প্রার্থনা নয়, পাওয়াও প্রার্থনা নয়। কিন্তু দুইটী একত্র সংযোগের ফলই প্রার্থনা। প্রার্থনা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ন্যায় আত্মাকে জীবিত করে। শরীরের বিষাক্ত দূষিত বায়ু পরিত্যাগ ও নির্ম্মল আকাশের বিশুদ্ধ বায়ু পরিসেবন এই দুইটী কার্য্যকে যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বলা যায় তদ্রূপ হৃদয়স্থ কলঙ্কিত ভাব পরিত্যাগ ও ঈশ্বরের নিকট হইতে পবিত্র ভাব গ্রহণ এই উভয় সমষ্টির নাম প্রার্থনা। যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াতে শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া অপবিত্র বায়ু সকল আকাশে বিলীন হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে শুভ্র আকাশের পবিত্র বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ প্রার্থনাতেও হৃদয়ের দূষিত বিষাক্ত বায়ু বহির্গত হয় ও ঈশ্বরের নিকট হইতে পবিত্র বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই দৃষ্টান্তটী অতি নিগূঢ় ও

মনোহর হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাতে প্রার্থনার সমস্ত ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। উপাসকমণ্ডলীর সকলেই যদি এই উপদেশের সত্যতা নিজ নিজ আত্মাতে প্রতীতি করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমূহ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য উপনিষদের এক স্থলে কথিত হইয়াছে যে যদিও ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রোতা তদপেক্ষা দুর্লভ" একথা যথার্থই বটে। আমাদের প্রার্থনাতে হৃদয় হইতে দূষিত বায়ু ও বিনির্গত হয় না এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে পবিত্র বায়ু ও আমরা সেবন করিতে পারি না। এই কারণে প্রার্থনাও করি অথচ হৃদয়ে মলিনতা ও রহিয়া যায়। আচার্য্য মহাশয় এবিষয়ে আর একটী কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও নূতন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন যে প্রার্থনা যেমন ঈশ্বরের নিকট আত্ম নিবেদন; তেমনি আমার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনিলেন শুনিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন এবং গ্রাহ্য করিয়া তাহার উত্তর দিলেন ইহা উপলব্ধি করা। কিন্তু আমাদের সেটী না হইয়া আমরা আত্মার প্রতিধ্বনিকেই মনে করি যে ইহা ঈশ্বরের উত্তর। আমরা আপনি আপনার নিকট চাই এবং আপনিই আপনার কথার উত্তর দিয়া থাকি। এই কথাটীর গভীর প্রদেশে অবতরণ করিলে তথায় একটী সুন্দর সত্য প্রতীতি করিতে পারি। আমাদের দেবতা কামনার দেবতা সেই কামনাই আমাদিগকে কোন কথা বলায় সেই আপনিই আপনার কথার উত্তর দেয় এই দুটী বিষয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উপাসকগণ যদি ইহার নিগূঢ় ভাব ধারণ করিয়া সাধন করিতে পারেন তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জীবনে দিন দিন উন্নত হইতে পারেন। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের একটী বক্তব্য আছে। প্রার্থনার উত্তর কিরূপ করিয়া উপলব্ধি করা যায় এবং তাহার লক্ষণই বা কি এটী তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশদরূপে ব্যাখাত হইলে ঐ বিষয়ে অনেকের অনেক সন্দেহ বিদূরিত হইয়া যায়। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যেন এ বিষয়ে আর এক দিন বলা হয়। পাঠকগণ! উপাসকমণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃবর্গ! সমস্ত সপ্তাহে যদি ইহার বিশেষ তত্ত্ব প্রার্থনা চিন্তা ধ্যান দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি তাহা হইলে আমাদের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক যোগ সম্বন্ধ হয়। দয়াময় পিতা আমাদিগকে প্রার্থনার নিগূঢ় ভাব শিক্ষা দিন।

ধর্ম্মের স্থায়ী ভূমি।

"হে প্রভু তোমার কথাই সত্য।"
"সত্যই তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।"

অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অদ্য সুখ কল্য দুঃখ; অদ্য প্রেম ভক্তি উৎসাহ কল্য শুষ্কতা অবিশ্বাস নিরাশ; অদ্য ব্রাহ্মের ভাব কল্য অব্রাহ্মের ভাব অবিশ্বাস, ও সংশয়। একটু চিন্তা করিলেই এই পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ, আন্তরিক গোপনীয় কোন পাপ সহজে অনুমিত হয়। বাস্তবিক ঈশ্বর পরিবর্ত্তনশীল নহেন যে এক দিন তিনি পিতা ও পরিত্রাতা হইয়া নানা আশা উৎসাহ আনন্দ দিয়া থাকেন এবং পরদিন আপনার আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া, অথবা আমাদের সহিত তাঁহার পিতৃ সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত করিয়া কেবলই চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার ও বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। যখন হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা একটী একটী স্থায়ী ভূমি পাইয়া অকুতোভয়ে ধর্ম্মপথে চলিয়া যাইতেছেন তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই এত দূর অসার নহে যে ইহা নিজ আশ্রিতকে দণ্ডায়মান থাকিবার একটু মাত্র অপরিবর্ত্তনীয় ভূমি দিতে পারেন না। আমাদের মনের উৎসাহ আশা ভক্তি সরস ভাব এবং তৎ বিনির্গত-অশ্রুজল ইহাদের কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে; কেবল সত্য ও ঈশ্বরই

যুগে যুগে একই বেশে থাকেন? আমাদের মনের ভাব যতই স্বর্গীয় হউক না কেন, তাহারা চঞ্চল বায়ুর সঙ্গে আসে এবং তৎ সঙ্গেই চলিয়া যায়, ছিন্ন মলিন দুর্গন্ধময় বস্ত্রের ন্যায় ইহাদের কোন মূল্যই নাই! ইহাদের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রতারিত হইতে হয়। অতি নীচ, ভ্রমান্ধ ও দাম্ভিক সেই ব্যক্তি যিনি মনে করেন যে ইহাদের দোহাই দিয়া পরিত্রাণ পাইবেন। সত্যই আমাদের পরিত্রাণ আনিয়া দেয়। যদিও আমাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মপুস্তক নাই; কিন্তু অপরাপর ধর্ম্ম সম্প্রদায় যে প্রকার অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া আপনাদের শাস্ত্র-লিখিত সত্যের উপর আশা নির্ভর সংস্থাপন করেন আমাদের যে সে প্রকার কতকগুলি নির্ভরের স্থান নাই তাহা বলিতে পারি না। ইটালি প্রদেশে পোপের আধিপত্য চলিয়া গেল, বলবান্‌দিগের দ্বারা দলিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইবার উৎযুক্ত হইলেন, সকলে কহিতে লাগিল ঈশ্বরের বিত্তাপহারী এবার নির্ম্মূল হইল; কিন্তু এই সমস্ত ঘোর বাহ্য প্রতিবন্ধকতাকে অবজ্ঞা করিয়া রোমান কাথলিকজগৎ কেমন নিশ্চিন্ত ও অটল ভাবে কহিতে লাগিল "ঈশ্বরের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, আমাদের 'প্রভুর' প্রতিনিধির পদতলে সকল জাতিরই পরাস্ত হইয়া আসিতে হইবেই হইবে। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি মিথ্যার উপর দণ্ডায়মান হইয়া এত অটলতা ও নিশ্চয়তা প্রদর্শন করিতে পারেন তবে আমরা অপরিবর্ত্তনীয় ও সত্য ঈশ্বরের মুখের প্রত্যক্ষ কথা পাইয়া কেন এ প্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত ও পরিবর্ত্তনশীল থাকিব? পাপসাগরনিমগ্ন মনুষ্যদিগের অবলম্বন স্বরূপ আমাদের ঈশ্বরের কি অপরির্ত্তনীয় আশা বাক্য কিছুই নাই? সহস্রবার আমরা ভাল রূপ উপাসনা করি না কেন, সহস্রবার ভক্তি উৎসাহে মন উন্মত্ত হউক না কেন, সহস্রবার ব্রহ্মদর্শনও করি না কেন, যদি তাঁহার একটী অভিপ্রায় তাঁহার মুখের একটী সত্য না বুঝিয়া ও ইহাকে সঞ্চিত মূল ধন করিয়া ইহার উপর নির্ভর করিয়া না থাকি তবে কিছুতেই আমাদের নিস্তার নাই। অত্যন্ত উন্নত ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও পতনের গ্রাসে পড়িতে হইবেই হইবে। যদিও অন্ধ হইয়া জীবনের সকল উন্নতির কথা অস্বীকার করি। কিন্তু যখন দেখি আমরা পথে পথে পাপের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম এখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ঈশ্বরের সাধকদিগের সহবাসে থাকিয়া তাঁহার নাম করিয়া থাকি এ কথা চক্ষে দেখিতেছি তখন ইহা আর কখন অস্বীকার করা যায় না। মনকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে আমরা কি আপন যত্নে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? মন কখনই তাহাতে সায় দিবে না। এই বিশাল বিশ্বে একটী ক্ষুদ্র কীটের সৃষ্টি পর্য্যন্ত যিনি উদ্দেশ্যহীন করেন নাই, তিনি কি অকারণ আমাদের জীবনের এত পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন? একটু বিশেষ ভাবে এই ঘটনার শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিলে এক জন অতিশয় অবিশ্বাসীও যে বলিতে পারে না ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্নেহ ক্ষমা ও আশ্বাসের অকাট্য ও অভ্রান্ত সুসমাচার নাই। উৎসাহের সময় আশার সময় ভক্তির সময় অথবা কোন ব্রহ্মোৎসবের সময় ঈশ্বর যখন অজস্র ধারে আমাদের মনে কতকগুলি সদ্ভাব প্রেরণ করেন তখন এই সমস্ত ভাব গুলিকে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া সেই গুলি লইয়াই যেন সন্তুষ্ট না থাকি। এ জীবনে কতবার মনে সদ্ভাব আসিল এবং কতবার তাহা চলিয়া গেল, তাহাদের একটীকেও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। সদ্ভাব পাইয়াও ঈশ্বর যে দুঃখীর মনে এত সুখ দিলেন তাহার জন্য তাঁহার চরণে প্রণাম করিব। কিন্তু তদ্দারা আমাদের মনের চির অভাব ঘুচিল না; ইহা যেন বিশ্বাস করি এবং আমরা সেই ভীষণ সর্ব্বাপহারী আগামী কল্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া, আপনাকে-দুঃখী মনে করিয়া তিনি কি চিরসত্য শিক্ষা

দেন তাহার জন্য যেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। বুদ্ধিকে ও বিশ্বাসচক্ষুকে সর্ব্বদা প্রশস্ত রাখিয়া তাঁহার সত্য অবলোকন করি এবং দুর্দ্দিনের সম্বল প্রকাণ্ড অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের উপর পাপ জীবনে আশার সহিত নির্ভর সংস্থাপন করি। এবং স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল হইলেও আমাদের ঈশ্বরের কথা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই এই বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিয়া পরিত্রাণের প্রতীক্ষা করি। আমরা অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছি, অনেক উত্তম উত্তম ভাবও উপভোগ করিয়াছি তাহাতে আমাদের স্থায়ী ফল কিছু মাত্র হয় নাই। এক্ষণে যেন আমরা জীবনের গভীর স্থানে ঈশ্বরের কথা ও সত্য সন্দর্শন করিতে পারি। যদি আমরা অধিক বাক্যের অপব্যয় না করিয়া অথবা সুমিষ্ট ভাবের মাদকতায় হতজ্ঞান না হইয়া সত্যের অপরিবর্ত্তনীয় দৃঢ় ভূমির উপর একবার দণ্ডায়মান হইয়া একটী সর্শপ কণার ন্যায় নির্ভরের পদার্থ উপার্জ্জন করিতে পারি নিশ্চয়ই ঈশ্বর কৃপায় তাহার পরাক্রমে পর্ব্বত সকলও স্থানান্তরিত হইবে। "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২রা আশ্বিন ১৭৯৩ শক।

আমরা মনুষ্যের নিকট যত উপদেশ গ্রহণ করি না কেন আমাদের একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম। তিনি জগদগুরু হইয়া জগতের সকলকে সুশাস্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং মহা নারকীকেও মুক্তিপ্রদ মন্ত্র দান করেন। তিনি জানেন যে তাঁহার সন্তানেরা যদিও প্রকৃতির নিকট, মনুষ্যের নিকট, পুস্তকের নিকট জ্ঞান লাভ করে তথাপি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ না করিলে তাহাদের পরিত্রাণ নাই। পাছে সন্তানেরা ভ্রমে নিপতিত হয় এই জন্য তিনি সর্ব্বদা স্বয়ং গুরু হইয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে এবং মুক্তির পথে অগ্রসর করেন। এই জন্য তিনি পরিত্রাণের ভার আপনার হস্তে রাখিয়াছেন। কি মনুষ্য, কি প্রকৃতি, কি পুস্তক কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাদিগকে যথার্থ রূপে মুক্তিশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয়; তাঁহার সেই স্বর্গীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাতে তিনি স্বয়ং পরিত্রাণার্থী সন্তানের নিকট সেই শাস্ত্র ব্যক্ত করেন, তাহার টীকা, তাহার অর্থ, তাহার গূঢ় অভিপ্রায় তিনি স্বয়ং বুঝাইয়া দেন। মনুষ্য যদিও কিছু কাল সাহায্য করে; কিন্তু অল্প পথ যাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া যায়, এবং অবশেষে অনন্যগতি হইয়া আমাদিগকে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া সেই অকিঞ্চনগুরু আমাদের অন্তরে যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার দুই প্রকার উপকার, এবং দুই প্রকার ফল। প্রথমতঃ সেই প্রত্যাদেশের দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন, দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা তিনি আমাদের অন্তরে শান্তি দেন। তিনি যে কথা বলেন তাহার আলোক যেমন অজ্ঞানতা দূর করে, তাহার শান্তি তেমনি পাপ বিনাশ করে। তাঁহাকে দেখিলে যেমন অন্তর জ্ঞান এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনি আমরা যুগপৎ জ্ঞান এবং সুখ লাভ করি। ব্রহ্ম স্বয়ং গুরু হইয়া জীবাত্মাকে আপনার শিষ্যের ন্যায় আদরের সহিত মধুময় উপদেশ দেন ইহা শুনিলেও হৃদয় উল্লসিত হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সেই পিতার আন্তরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহজ সরল ভাষা শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত! ! ব্রাহ্মগণ! সেই হৃদিস্থিত ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রবেশ কর, সেখানে নিরন্তর শিক্ষা লাভ কর, জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, হৃদয় কোমল হইবে। জীবন মধুময় হইবে; যখন বিপদ ঘটিবে এবং ভ্রম আসিয়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, যখন সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পাঁচ জন পাঁচদিকে টানিবে, তখন অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের পদতলে শরণাপন্ন হইবে, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে তাঁহার আলোক দেখাইবেন। মনুষ্য তোমাদিগকে ভ্রমান্ধকারে ফেলিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের কর্ণে যে মন্ত্র দান করেন, তাহা উচ্চারণ মাত্র অন্ধ চক্ষু পাইবে এবং বধির শুনিতে পারিবে। আমরা জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি হৃদয় শুষ্ক হইলে কিরূপে উপাসনা করিব ভাবিয়া অস্থির; কিন্তু পিতা নিমেষের মধ্যে সেই পথ দেখাইলেন যাহা অবলম্বন করিবামাত্র আলোক পাইলাম শান্তি পাইলাম। যদি বল ঈশ্বরের কথা শুনিব না, হৃদয়কে বধির করিয়া রাখিব, তাহা হইলে ঈশ্বরের কথা কখনই তোমরা শুনিতে পাইবে না। যাই তোমরা ঈশ্বরের কথা একবার লঙ্ঘন করিবে, দ্বিতীয় বার তাঁহার কথা অস্পষ্ট হইবে, তৃতীয় বারে আত্মার শ্রবণেন্দ্রিয় আরও নিস্তেজ হইবে, অবশেষে তোমাদের কর্ণ এমন বধির হইবে যে ঈশ্বর যদি বজ্রধ্বনিতে কথা বলেন তথাপি আত্মার চৈতন্য হইবে না।

আমাদের দেশে এমন কি শত শত ব্যক্তি নাই যাহারা সহস্র উপদেশ শুনিয়াও সেই পশুর সমান? মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কত কথা শুনিতেছে; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অচেতন মনে জ্ঞানোদয় হয় না ভ্রমেও এক দিন পরলোকের বিষয় ভাবে না। ঈশ্বর যে সহস্র প্রকার ব্যাপার দেখাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রতিপন্ন করিতেছেন তথাপি তাহারা দেখিবে না। অন্ধ বধির তাহারা, ইহার এক মাত্র কারণ এই। তাহারা আত্মার বাল্যকালে ঈশ্বর যে সকল কোমল কথা বলিয়াছিলেন তাহা শুনে নাই। পিতার কথা সামান্য নয়, সেই রত্ন যখনই ইচ্ছা কর তখনই পাইতে পার না। সেই গুরুর কাছে কোন কথা শুনিতে পারিব না, যদি বারবার তাহা লঙ্ঘন করি। চারিবার লঙ্ঘন করিবার পর ভক্তির পথ বন্ধ হইবে। তখন বিলাপ ধ্বনিতে আকাশকে কাঁপাইলেও কোন কথা শুনিতে পাইবে না। ভয়ানক সেই অবস্থা, যখন চিৎকার করিলেও ঈশ্বরের কথা অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় না। এই জন্য পিতা যাহা বলিবেন, কর গোড়ে তাহা পালন করিবে। একটী কথা যদি লঙ্ঘন কর পিতা তাহা মনে রাখিবেন। ইহা অপেক্ষা আর শাস্তি কি? গুরুর কথা শুনিতে পাইবে না বধির হইতে হইবে। আদেশ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক আদেশ পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা কর; তবে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাইবে সেই প্রতিজ্ঞা যদি সাধন কর দেখিবে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সবল হইবে। নিম্ন শ্রেণীতে সরল শিশুকে বুঝাইতে অধিক কথা বলিতে হয়; কিন্তু উচ্চ শ্রেনীর শিষ্যদিগকে অধিক কথা বলিতে হয় না। সেইরূপ যে সকল সাধক সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন তাঁহারা নিরন্তর ঈশ্বরের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরের জ্ঞান তাঁহাদের জ্ঞান হইয়া যায়। ঈশ্বরের জ্ঞানে সত্য ও পরিত্রাণ। পাছে ঈশ্বরকে কেবল গুরু বলিলে তিনি নীরস হন এই জন্য তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে অমৃত রস নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার কথা শুষ্ক হইতে পারে না। ব্রহ্মের নাম রস স্বরূপ ধন্য যে তাঁহার প্রত্যেক কথা চির শান্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি অনায়াসে আমাদিগকে শুষ্ক কঠোর জ্ঞানে দীক্ষিত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি জানেন সন্তানেরা নীরস জ্ঞান সাধন করিবে না, এই জন্য তিনি তাঁহার জ্ঞান আনন্দ পূর্ণ করিয়া দেন। তিনি যখন বলেন একবার আমাকে পিতা বলিয়া ডাক তাহার মধ্যে কত সুধা, যে সন্তান শ্রবণ করেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এই রূপে তিনি যখন শিষ্যের হাত ধরিয়া এক একটী কথা শেখান তখন আর সুখের সীমা থাকে না। আমরা কত লোককে উপদেশ দিই, সেই উপদেশ তাঁহারা কঠোর মনে করেন, তাঁহারা যদি পিতার মুখের একটী কথা শুনিতেন তবে চিরকাল তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেন। আমরা পাপী, আমরা মধুময় কথা বলিতে পারি না, কিন্তু পিতার নাম জগৎবিখ্যাত তাঁহার কথা কোমল, দুঃখের সময় নিতান্ত কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিলে সকল দুঃখ দূর হয়। বহু কাল পরে ঘরে আসিয়া যদি জননীর মুখে দুটী কথা শুনি—বৎস! ঘরে আসিয়াছ? তখন অন্তরে কেমন আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এই সংসারঅরণ্যে ভ্রমণ করিয়া যখন একবার ঈশ্বরের নিকট যাই তখন তিনি একটী কথা বলিলে কত আনন্দ হয়। তাঁহার প্রত্যেক কথা আনন্দ বিধান করে—এবং প্রত্যেক কথার মধ্যে মহা-ব্যাধির ঔষধ রহিয়াছে। অতএব, অল্পবিশ্বাসিগণ! নিরানন্দ হইয়া কখনও নিরাশ হইও না। অন্তরের মধ্যে এমন এক জন আছেন যাঁহার একটী কথাতে জীবনের যন্ত্রণা চলিয়া যায়। এই যে ব্রহ্ম মন্দিরের মধ্যে অনেকের মুখ ম্লান দেখা যায়, তাহার কারণ কি? তাঁহারা অন্তরে পিতার কথা শুনিতে পান না বলিয়া এত দুঃখিত।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

প্র। ধর্ম্মসম্বন্ধে পরিবারবন্ধনের ভাব কি প্রকার?

উ। আমরা দুইপ্রকার ধর্ম্মসাধন করি, এক কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কাজ করা, আর একটী এসকল কাজ না করিলে ধর্ম্মরাজ্যে কোনমতে প্রবেশ করিতে পারিব না এই বলিয়া করা। শেষটীই প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় বলিতে হইবে। মাছের জলে না থাকা অনুচিত, আর জলে না থাকিলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না, নিশ্চয়ই এই দুয়ের মধ্যে শেষটীর গুরুত্ব যে অধিক কে না স্বীকার করিবে? জীবনের বিষয় কথার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আমরা উপাসনাতে কি করি কেহ কথায় বলিতে পারেন না। পরমাত্মা সম্বন্ধে জীবাত্মা এমন একটী ভাবে (Attitude) বসে যে তাঁর ভাব সকল আত্মাতে প্রবেশ করে। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। আমরা হাই তুলিবার সময় কি করি, কেবল হা করিলে হয় না, চেষ্টা করিয়াও ইহা হইতে পারে না, ইহাতে হৃদয়ের কেমন একটী অবক্তব্য অবস্থা হয় তাহারই প্রকাশ মাত্র। ভাইভগিনী সম্বন্ধে তেমনি একটী (Attitude) স্বাভাবিক জীবনগত ভাব হইলে তবে পরিবার কি বুঝা যায়। এই ভাব হইলে অন্তর পরস্পরের জন্য না টানিয়া থাকিতে পারে না, পরস্পরের প্রতি কুটিলতা হিংসাদি কুভাব কখন স্থান পাইতে পারে না।

প্র। একা ধর্ম্মসাধন হয় কি না?

অনেক সময় আমরাত উপাসনা করিয়া কিছু কিছু ফল লাভ করি, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না কেন? পরস্পরের পাপে বাধা দেয়। কাম্ ক্রোধ লোভ হিংসা অহঙ্কার এস-

কলের অর্থ কি? পরস্পরের সম্বন্ধে কুভাব। উপাসনায় বসিয়া ভ্রাতার সহিত কলহ বিবাদ স্মরণ করিয়া মন এরূপ কলুষিত ও অস্থির হয় যে, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিবার অগ্রে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব সাধন আবশ্যক হইয়া থাকে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সকল পাপ যদি দূর হয় ধর্ম্মসাধন সহজ হইয়া উঠে! ভ্রাতাদিগের সহিত ধর্ম্মসাধন আমরা আড়ম্বর বলিয়া বোধ করি, আবশ্যাক বলিয়া তত বিবেচনা করি না। আন্তরিক ভাব যতক্ষণ পবিত্র না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক নির্জ্জন সাধনও আড়ম্বরপূর্ণ হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বরাবর ফাঁকি দিতেছি, পরিবার সাধন করি না। সকল ধর্ম্মেরই এইটী প্রধান অভাব। সংসারের প্রলোভন ছাড়িয়া বনে গিয়া কিসে আপনার মুক্তিটীর সুবিধা করিয়া লইব ইহা অত্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সাধনের জন্য নির্জ্জনতা আবশ্যক বটে; কিন্তু পরিবারের নিকট থাকিয়াও হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন নয়, কিন্তু পরিবারের মঙ্গল সাধন। হিন্দুদিগের পরিবারের মধ্যে একজন যখন শ্রীক্ষেত্রে কি অন্য কোন তীর্থ স্থানে যান, সেখান হইতে সকলের জন্য কিছু কিছু প্রসাদ বা নূতন দ্রব্য লইয়া আসিতে হইবে ইহা তাঁহার লক্ষ্য থাকে, পরিবারে, সকলেই তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তিনি পরিবারদিগকে এক কালে ভুলিয়া যান না, তাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম করিব বলিয়া যে বনে পলাইয়া যাওয়া সে অধর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম করামাত্র। সংসারে থাকিয়া হৃদয়ের সকল ভাবকে পবিত্র করিতে না পারিলে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হয় না। শরীরের রক্ত যেমন বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পোষণ করে, নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করে না। ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বৃষ্টি যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল জগতের কল্যাণের জন্য দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিয়াছে; প্রকৃত ব্রাহ্ম সেইরূপ সমুদায় স্বার্থ ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জগতের হিতব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে তিনি দেখিবেন এই বৃহৎ জগৎ তাঁহার গৃহ, ঈশ্বর তাঁহার পিতা হইয়া সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, এবং সকল মনুষ্য তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী। পরিবার সাধন স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হইবে।

প্র। উৎসব প্রভৃতিতে যে উৎসাহ হয় তাহা স্থায়ী হয় না কেন?

উ। ধর্ম্মোৎসাহ দুইপ্রকার আছে। এক হাযুয়ের ন্যায় এককালে হুস করিয়া উঠিয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আর এক গম্ভীর ও স্থায়ী। যে কোন বিষয় হউক সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগ ধারণ করিলে, তৎপরে সেই পরিমানে তাহার ভাটা পড়িয়া যায়। এই জন্য অত্যন্ত উৎসাহের পর নিরুৎসাহ আইসে। খুব ধূম ধাম করিয়া দুই তিন দিন যেমন উৎসবে মাতিয়া উঠা যায়, আবার তৎপরে কিছুদিন এককালে ক্লান্ত ও নিকদাম হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের অনেক উৎসাহ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, এবং তাহা যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

আমাদের দূরদর্শিতার অভাবই আমাদের দুরবস্থার কারণ। পেট ভরিলেও যেমন লোভে পড়িয়া ভাল জিনিষ অধিক খাইয়া পীড়া আনয়ন করা যায়। আমরা গান সঙ্কীর্ত্তনাদি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিয়া সেই রূপ আধ্যাত্মিক পীড়া আহ্বান করি। এই কারণে আমরা এক এক দিন গানের উপর গান, তার উপর গান ক্রমাগত তাহার স্রোত অবিশ্রান্ত করিয়া ফেলি, আবার এক দিন মুখ দিয়া একটী গানও বাহির হয় না, ভাবহীন হইয়া পড়ি। যেখানে অনিয়ম, একবার উচু একবার নীচু সেখানে ভাব অস্থায়ী। ব্রহ্মমন্দিরে এরূপ উচু নীচু নাই বলিয়া সেখানে উপাসনা সমান, স্থায়ী ও নিয়মিত হইয়া থাকে।

সকল বিষয়েরই নিয়ম চাই; আমরা ভক্তি সাধন করি বলিয়া তাহার কি নিয়মাবলম্বনের আবশ্যকতা নাই? বৈষ্ণবেরা ভক্তির অবতার হইয়া সেই ভক্তিকে কেমন নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া দুই একটী সঙ্কীর্ত্তনের নিয়ম করিয়াছেন কত দিন তাহা স্থায়ী ভাবে চলিতেছে। আমাদের ভক্তি তবে নিয়মিত হইবে না কেন? আমাদিগের ঈশ্বর যিনি নিয়মের মূল, নিয়মানুসারেই তিনি এত বড় জগতের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যাহা কিছু নিয়মাধীন তাহাই ভাল। আমরা আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের সার অংশ কি, যদি অনুধাবন করিয়া দেখি তাহার কারণ কেবল উপাসনা দেখিতে পাই। আমরা প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছি, তাহাতেই ধর্ম্মজীবনের প্রাণ রক্ষা পাইতেছে। ইহাই স্থায়ী ধর্ম্মের মূল, উৎসবাদি সাময়িক ঘটনা, ইহারই শাখা প্রশাখা। নিয়মিত উপাসনা না থাকিলে আমাদিগের উৎসাহের বড় বড় কার্য্য কোথায় থাকিত?

এখন আমাদিগের হস্তে অনেক কাজ আসিয়াছে, কমাইতে পারি না। কাজ যেমন তেমনি থাকিবে, অথচ উপাসনাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধনই ধর্ম্মজীবনের ব্রত।

আমাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের গভীরতা ও মাধুর্য্য যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্বাদন করিয়াছেন তাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ম সাধনের ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি "সত্যজ্ঞানমনন্তং" ইহার এক একটী কথা লইয়া কতরূপ করিয়া ভাবিয়া থাকেন। এখনও বোধ হয় উপাসনা কালে তিনি প্রথম যেরূপ "নমস্তে সতে" পাঠ করি-

তেন সেইরূপ করিয়া থাকেন। সামান্য নিয়মে দৃঢ়তা থাকিলে কত মহৎ ফল লাভ হয়।

আমরা যদি উৎসাহকে স্থায়ী করিতে চাই, তাহাকে প্রথমে নিয়মবদ্ধ করিতে হইবে।' বালকদিগের দুগ্ধ ভাত খাইবার নিয়ম আছে বলিয়া সেই সময়ে তাহাদিগের ক্ষুধা হয়। যদি আহার গ্রহণ তাহাদিগের ইচ্ছাধীন রাখা যাইত, হয়ত প্রাণ বিয়োগ হইত। আমাদিগের ধর্ম্মসাধন প্রণালী প্রথমে নিয়মাধীন করা আবশ্যক। সেই নিয়ম আবার ধর্ম্ম ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া সকল অভাব পুর্ণ করিবে। আপাততঃ আমাদিগের মধ্যে অনিয়মিত সঙ্গীতের আধিক্য আছে, তাহা কমাইয়া প্রতিদিন যাহাতে নিয়মিত দুই চারিটী সঙ্গীত সকলে মিলিয়া করিতে পারি তাহার একটী সময় ও নিয়ম অবলম্বিত হউক। আর প্রত্যেকে আপন আপন জীবনে চেষ্টা করুন, উৎসাহকে স্থায়ী করিবার জন্য নিয়মিতরূপে যেন আমরা ধর্ম্মোৎসাহ রক্ষা করিতে পারি।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

উৎসব।

পাতকীতারণ পিতা প্রণমি তোমায়,
তব প্রেমোৎসব লীলা,
আনি যে আনন্দ দিলা,
কভু কি ভুলিতে পারি, এ জীবনে তায়।

উৎসবের পুর্ব্ব দিনে অপরাহ্ণ কালে,
শিশু শশী ছবি রেখা,
মৃদু মৃদু যায় দেখা।
লোহিত তপন শোভে প্রকৃতির ভালে।

অন্তিম ময়ূখ মালা শোভয়ে কেমন,
প্রাচিদিক আলো করি,
উজ্জ্বল লাবণ্য ধরি,
নিরখি নয়ন ভোলে মানস মোহন।

বিমল সুখদ সেই সুরম্য সময়ে,
সহ সাধু ভ্রাতা গণ,
আমি পাপী অকিঞ্চন,
চলিনু চপল পদে চঞ্চল হৃদয়ে,

শুনাতে নগরজনে মরি মরি মরি,
মধু মাখা ব্রহ্মনাম,
সুখসুধা সিন্ধু ধাম.
যাতে জীব যায় আহা ভববারি তরি।

শোভিল সুনীল নভে পতাকা নিচয়,
উজলি ভ্রাতার কর,
কিবা নেত্র তৃপ্তি কর,
"একমেবাদ্বিতীয়ম" আদি লেখা রয়।

বায়ুর হিল্লোলে হয়ে ঈষৎ কম্পিত,
অঙ্গুলি হেলন হেন,
দীন জনে ডাকি যেন,
বলে "আয় আয় ভাই হইয়ে ত্বরিত"।

"ডাক ডাক একবার হৃদয় খুলিয়ে,
সেই পিতা দয়াময়ে,
অন্তরে একান্ত হয়ে,
ত্রিতাপ বাড়বানল যাইবে নিবিয়ে"।

"জুড়াবে জীবন তোর জুড়াবে হৃদয়,
নামামৃত করি পান,
শীতল হইবে প্রাণ,
অনায়াসে পাবে ওরে নিত্য সুখালয়"।

বলিল ভেরীর বোল গভীর নিঃস্বনে,
যদি চাহ নিজ শিব,
জাগ জাগ ওহে জীব,
কত দিন আর রবে মোহ নিদ্রা সনে"।

কোমল মধুর তানে গগণ পুরিল,
একেত দয়ালবোল,
তাহে মৃদঙ্গের রোল,
চারিদিক মধুময়, মধু বরষিল।

সে সুখরজনী যোগে নাহি নিদ্রা যাই,
কি এক অদ্ভুত ভাব,
অন্তরেতে আবির্ভাব,
ভাবি নিত্য নিরঞ্জন যামিনী পোহাই।

পড়িয়ে শয্যারোপরে বলিনু পিতারে,
ওহে পিতা দয়াময়,
ঘুচাও গো ভবভয়,
পঙ্কিল পার্থিব পথে নিস্তার আমারে।

উদিল অরুণ দিয়া নিশিরে বিদায়,
কুসম কলিকা ফুটে,
চৌদিকে সৌরভ ছুটে,
"জয় জয় জগদীশ" বিহগেরা গায়।

শয়ন মন্দির হতে বাহিরি তখন.
হয়ে অতি সযতন,
প্রাতঃকৃত্য সমাপন,
করি হৃষ্টে চলিলাম পিতার ভবন।

মন্দিরে প্রবেশ করি কি শোভা অপার !
কেমনে বর্ণিব তাহা,
নয়নে দেখিনু যাহা,
ভুবনে নাহিক আহা তুলনা তাহার।

ভক্তবৃন্দ কোলে লয়ে সমাজ জননী,
বিমল বদনে শোভে,
সাধুজন মন লোভে,
দেখিলে ভক্তির রস উথলে অমনি।

সুন্দর প্রসূনে যার পেলব পল্লবে,
জননীর কলেবর,
হইয়াছে মনোহর-
আমোদিত চতুর্দ্দিক সৌরভ গৌরবে।

ব্রহ্মনাম সুমধুর সঙ্গীতের সুধা,
হইতেছে বরিষণ,
মধুর শ্রুতিরঞ্জন,
জুড়ায় তাপিত চিত হরে তৃষ্ণা ক্ষুধা।

বসিল এ মহাপাপী সে সাধু মণ্ডলে,
গলিল হৃদয় মোর,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
ভিজিল মানসপদ্ম প্রীতি রস জলে।

কত যে আনন্দ মধু কহিব কেমনে।
মম মন মধুকর,
করে পান নিরন্তর,
সুপবিত্র নিরমল উৎসব মিলনে।

হায়রে উৎসব নিশি তুমি চলি গেলে
ভাসাইয়ে এ দুখীরে,
নিয়ত নয়ননীরে,
ভীষণ সংসার বনে অভাগারে ফেলে।

আর কি উৎসব তোমা পাব দেখিবারে।
সহেনা সহেনা আর,
দুঃসহ দুখের ভার,
এস হে উৎসব পুন আলিঙ্গি তোমারে।

আর কি সে ভাবে মম মজিবি রে মন
পিতার চরণ তলে,
আত্মতত্ত্ব শতদলে
আর কি বসিবে মম বৃত্তি-অলি গণ!

কোথা দুর্ব্বলের বল দেব নির্ব্বিকার,
তোমার চরণচাঁদে,
না হেরে পরাণ কাঁদে,
মানস-চকোর পানে চাহ না আমার।

জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীঃ

সম্বাদ।

ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারার্থ যে অর্গ্যান আসিবার কথা ছিল তাহা বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়াছে, শীঘ্রই এখানে আসিবে। সেটী উচ্চে ৯ ফীট সুতরাং উপরে রাখিবার স্থান হইবে না। অর্গ্যানের সুর যেরূপ উচ্চ তাহাতে সমস্ত উপাসকমণ্ডলী তাহার সহিত সঙ্গীত না করিলে উহার স্বার্থকতা হইবে না। বিশেষতঃ উহার সুরে সঙ্গীত কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইবে না। অতএব আমাদের ইচ্ছা যে সমস্ত উপাসকমণ্ডলী সম-স্বরে দুই একটী গান অভ্যাস করেন।

এবার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে দুই খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। এক খানি শুদ্ধ ইংরাজী ও আর এক খানি ইংরাজী বাঙ্গালা। প্রথম খানি ব্রাহ্মদিগের ডায়ারিবুক অর্থাৎ "দৈনন্দীন আত্মবিবরণ পুস্তক।" তাহাতে প্রতিদিনের জন্য একটী একটী ধৰ্ম্ম চিন্তা লিখিত আছে, উহা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আপনার জীবনের বিষয় চিন্তা করেন তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সফল হয়। তদ্ব্যতীত তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় থাকিবে। এবং দৈনিক জীবনের পক্ষে যাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাও উহাতে সন্নিবিষ্ট হইবে। এই পুস্তক খানি বাহির হইয়াছে। অপর পুস্তক খানির নাম আন্নুয়াল অর্থাৎ "সাম্বৎসরিক"। ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গালায় প্রার্থনা ধৰ্ম্মচিন্তা আধ্যাত্মিক সামাজিক পারিবারিক ও শুদ্ধ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রস্তাব থাকিবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক ১ টাকা।

আমরা স্বদেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাভগ্নীদিগকে হৃদয়ের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছি তাঁহারা যেন আগামী উৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়া পিতার পবিত্র পরিবারের কুশল ও শান্তি সংস্থাপন করিয়া আমাদিকে কৃতার্থ করেন ও ধৰ্ম্মরাজ্যের ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মজীবনের উচ্চ সাধনপথ অবলম্বন করিয়া পিতার গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন। বিশুদ্ধ প্রেম, গভীর উপাসনা, ধৰ্ম্ম পরিবারের দুশ্ছেদ্য পবিত্রতম প্রণয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। আমরা স্বদেশ বিদেশস্থ সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগ্নীকে চাই, তাঁহারা না হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না।

আগামী ২৪শে রবিবার প্রাতে ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরের মাসিক সমাজ হইবে।

সম্প্রতি বম্বে প্রদেশের মধ্যে ব্রাহ্মধৰ্ম্মের বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, পুনা ও আহামেদাবাদ বম্বের প্রধান স্থান। তথায় প্রার্থনা সভা নামে দুইটী সমাজ সংস্থাপিত লইয়াছে। আমাদের পুরাতন ভারতবর্ষ ধৰ্ম্মের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। বম্বের মধ্যে ভারতের পুরাতন ভাব অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা যদি ব্রাহ্মধৰ্ম্মের সহিত পুরাতন ভাবের সমন্বয় করিতে পারেন তাহা হইলে যথার্থ উপকার হয়।

সাম্বৎসরিক উৎসব অতি নিকটস্থ, ইহার মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরের অবশিষ্ট নিৰ্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। অতএব যে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতা ও অপরাপর মফঃসলস্থ ভ্রাতাগণ ব্রহ্মমন্দিরের দান স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা যেন স্ব স্ব দেয় টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করেন। কারণ এদিকে সমাজের নিৰ্ম্মাণ কার্য্যও ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ শেষ করিতে হইবে, আবার তাঁহাদের নিকটেও টাকা অনাদায় পড়িয়া থাকিবে তাহা হইলে সমাজকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহারা যেন শীঘ্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঋণগ্রস্ত হইতে সমাজকে মুক্ত করেন।

১৭৯৩ শকের সূচি পত্র।

চতুর্থ ভাগ।

Registered No. 42

এই পাক্ষিকপত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই পৌষ তারিখে মুদ্রিত হইল।